ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডূক্য

উপনিষদ্

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য
শঙ্কর-ভগবৎ-পাদকৃত-পদভাষ্যসমেত

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, বিশুদ্ধ মূলানুবাদ, ভাষ্য,
ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-
কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত।

সহকারী সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত।
লোটাস্ লাইব্রেরী,
২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
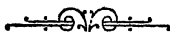
শান্তি-সদন

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়

ঈশোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-

শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যসমেত

মূল, অন্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

সহকারী সম্পাদক সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩১৮ সাল।

আভাস।

একদা আদিপুরুষ ব্রহ্মা যোগাসনে সমাসীন হইয়া, স্থিরচিত্তে পরমাত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় কল্যাণময় পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার হৃদয়-কন্দরে একটি অস্ফুট নাদধ্বনি অভিব্যক্ত হইল; পরে সর্ব্ববেদের বীজরূপী, ব্রহ্মনাম প্রণব ও স্বর-ব্যঞ্জনময় বর্ণরাশি একে একে অভিব্যক্ত হইল। তখন ব্রহ্মা সেই বর্ণরাশির সংযোগে যে শব্দসমূহ চতুর্ম্মুখে উচ্চারণ করিলেন জগতে তাহাই বেদবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত হইল।

অনন্তর, তিনি সেই অপূর্ব্ব বেদবিদ্যার বিস্তার-মানসে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে তাহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে বৈদিক জ্ঞানালোক জগতে প্রসারিত হইয়া পড়িল। এইরূপে যুগযুগান্তর চলিতে লাগিল; ক্রমে দ্বাপর যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন,—

"পরাশরাৎ সত্যবত্যাং অংশাংশ কলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগঃ বেদং চক্রে চতুর্বিবধম্।
ঋগথর্ব্ব-যজুঃসাম্নাং রাশীন্ উদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা ইব॥"

ভগবান্ নারায়ণ পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হন; তাঁহার নাম হইল 'কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন'। তিনি বেদশিক্ষার সৌকর্য্যার্থ এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে চারিটি সংহিতা সংকলন করিলেন। এই প্রকার বেদ-বিভাগের ফলে তখন হইতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের অপর নাম হইল—'বেদব্যাস'।

বেদব্যাস কেবল বেদ-বিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না; যাহাতে সে সকলের সুবহুল প্রচার হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে নিজের প্রধান শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত, এই চারি জনকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারিটি সংহিতা শিক্ষা দিলেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ আবার নিজ নিজ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যথাযথরূপে চতুর্ব্বেদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের কথাই এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক সময় ঋষিমণ্ডলে একটি নিয়ম নিবদ্ধ হয় যে,—

"ঋষির্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি।
তস্য বৈ সপ্তরাত্রান্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি॥"

অর্থ এই যে শিখরস্থিত ঋষিসমাজে যে ঋষি সমাগত না হইবেন, সপ্তরাত্রির মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম সত্ত্বেও মহর্ষি বৈশম্পায়ন কোন কারণে সেই সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; অথচ ঘটনাক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অতর্কিতভাবে তাঁহার দ্বারা একটি ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হইয়া পড়ে। তখন তিনি স্বীয় পাপবিমোচনার্থ নিজের প্রতিনিধিরূপে শিষ্যগণকে তপস্যা করিবার আদেশ করিলেন। শিষ্যগণও অবনতমস্তকে গুরুর আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় অন্যতম শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়া বৈশম্পায়নকে বলিতে লাগিলেন,—

"যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তচ্ছিষ্যমাহাহো ভগবন্! কিয়ৎ।
চরিতেনাল্পসারাণাং, করিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্॥"

ভগবন্! আপনার এই সকল শিষ্য অতি অসার—হীনবীর্য্য; ইহাদের সুদীর্ঘ তপস্যায়ও আপনার অভীষ্ট ফল লাভের আশা নাই। আজ্ঞা করুন, আমিই উগ্র তপস্যাদ্বারা আপনার পাপ বিধ্বস্ত করিব। যাজ্ঞবল্ক্যের এবংবিধ গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া—

"ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া।
বিপ্রাবজ্ঞা শিষ্যেণ, মদধীতং ত্যজাশ্বিতি॥"

যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন কোপসহকারে বলিলেন,—'তোমার ন্যায় ব্রাহ্মণাবজ্ঞাকারী শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই; তুমি অবিলম্বে চলিয়া যাও, এবং আমার নিকট যে কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা প্রত্যর্পণ কর।' অভিমানী যাজ্ঞবল্ক্যও গুরুর আদেশানুসারে অধীত সমস্ত বেদবিদ্যা তৎক্ষণাৎ উদ্গীরণ করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য কতিপয় ঋষি ঐরূপে বেদের দুর্দ্দশা দর্শনে দুঃখিত হইয়া, উদ্গীর্ণ রাশি গ্রহণে অভিলাষী হইলেন; কিন্তু মনুষ্যদেহে বান্ত ভক্ষণ অবিহিত বিবেচনা করিয়া, তিত্তিরী পক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন; এবং সেই শরীরে উদ্গীর্ণ বেদসমূহ ভক্ষণ করিলেন; অনন্তর তাঁহারা নিজ নিজ

সম্প্রদায় মধ্যে সেই বেদের প্রচার করিতে থাকিলেন। তদবধি সেই বেদভাগ 'কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ' ও 'তৈত্তিরীয় শাখা' নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত বেদবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদবিজ্ঞানহীন জীবন পশুর ন্যায় হীন ও ঘৃণার পাত্র; এখন কি উপায়ে কাহার নিকট বেদ শিক্ষা করি। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল যে,—

"ঋগ্‌ভিঃ পূর্ব্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে, যজুর্ব্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ।
সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে, বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি দেবঃ॥"

এই স্বয়ং প্রকাশমান সূর্য্যদেব পূর্ব্বাহ্নে ঋগ্বেদে ভূষিত হইয়া, গগনে উদিত হন; মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদে অধিষ্ঠান করেন এবং সায়ংসময়ে সামবেদে শোভিত হন; ইনি ত্রিসন্ধ্যাই বেদশূন্য হইয়া থাকেন না। অতএব, ইহাঁর নিকটই বেদ শিক্ষা করিব। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, সূর্য্যদেবও আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, বাজীরূপ ধারণ পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। সূর্য্যোপদিষ্ট এই বেদভাগকে 'শুক্লযজুর্ব্বেদ' বলা হয়, এবং সূর্য্যের বাজ (কেশর) হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া—কিংবা বাজ অর্থে—অন্ন, সনি অর্থ ধন (সম্পৎ)।—যাজ্ঞবল্ক্যের অন্নসম্পত্তি প্রচুর ছিল, এই কারণে তাঁহার নাম বাজসনি; তাঁহার অধীত বলিয়া ইহার অপর নাম হইয়াছে 'বাজসনেয়ী সংহিতা'। যাজ্ঞবল্ক্য আবার এই বেদভাগকে কণ্ব ও মধ্যন্দিন প্রভৃতি শিষ্য সম্প্রদায়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন; এই কারণে কণ্বও 'মাধ্যন্দিন' প্রভৃতি শাখা সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে শিষ্যসম্প্রদায়ের নামানুসারে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদেও 'চরক' ও 'আধ্বর্য্যব' প্রভৃতি কতকগুলি শাখার আবির্ভাব হইয়াছে।

"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" এই শ্রৌত সূত্রানুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত বেদসমূহের আরও দুইটি সাধারণ বিভাগ আছে; (১) মন্ত্রভাগ, (২) ব্রাহ্মণভাগ। মন্ত্রভাগ সাধারণতঃ 'সংহিতা' নামেই পরিচিত; ইহাতে প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধি, নিষেধ, মন্ত্রও অর্থবাদ প্রভৃতি বিষয় সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর সংহিতা-ভাগে যে সকল গূঢ়রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, মন্দমতি পুরুষেরা পাছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া অন্যরূপ কদর্থ করে, এই শঙ্কায়

লোকহিতৈষিণী শ্রুতি নিজেই নিজের অভিপ্রায় যে অংশে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণই বেদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই সাদৃশ্য থাকায় বেদের মধ্যে ও ঐ ব্যাখ্যাংশই 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যেও অনেক প্রকার বিভাগ বিদ্যমান আছে। অনাবশ্যক বোধে সে সকলের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবিদ্যাই বেদের সার বলিয়া 'বেদান্ত', এবং অজ্ঞান নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া 'উপনিষৎ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

'উপনিষৎ' শব্দটি উপ+নি পূর্ব্বক 'ষদ্' ধাতু হইতে ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে উপ অর্থ—সামীপ্য বা সত্বর; 'নি'—অর্থ—নিশ্চয়, 'ষদ্' অর্থ—প্রাপ্তি ও অবসাদন বা শিথিলীকরণ। যে বিদ্যা দ্বারা মুমুক্ষুগণের শীঘ্র নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সংসার-নিদান অজ্ঞান উন্মূলিত করে; সেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম 'উপনিষৎ'। অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত; সংহিতাভাগে উপনিষদের সংখ্যা অতি অল্প।

আলোচ্য 'উপনিষৎ'টা শুক্লযজুর্ব্বেদীয় সংহিতাভাগ হইতে প্রাদুর্ভূত; এই কারণে ইহাকে "বাজসনেয়ী সংহিতোপনিষৎ" বলা হয় এবং প্রথমেই 'ঈশা' শব্দ প্রযুক্ত থাকায় 'ঈশোপনিষৎ' বলা হয়। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় সংহিতায় চল্লিশটি মাত্র অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম উনচল্লিশ অধ্যায়ে 'দর্শপৌর্ণমাস' যজ্ঞ হইতে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। অন্তিম এক অধ্যায়ে অষ্টাদশ মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক উপনিষৎ আরব্ধ হইয়াছে।

ইহার প্রথম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—এই যে ধনধান্যপূর্ণ জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে; ইহা প্রকৃত সত্য নহে; আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মদ্বারা ইহা বাহিরে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সুবর্ণময় অলঙ্কারের ভিতরে বাহিরে যেরূপ সুবর্ণ ছাড়া আর কিছুই সত্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ছাড়া এই জাগতিক পদার্থেরও কোন অস্তিত্ব নাই, আত্মা ও ব্রহ্ম এক। অতএব সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া মুমুক্ষু সাধক জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে অভিলাষ পরিত্যাগ করিবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—যাহারা আত্মজ্ঞানে অক্ষম, ভোগাভিলাষী তাঁহারা যাবজ্জীবন শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন।

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—যাঁহারা আত্মার অজরামর ভাব বিস্মৃত হইয়া, আত্মাকে জরামরণাদি সম্পন্ন বলিয়া জানে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা আত্মহন্ (আত্মঘাতী); এবং দেহত্যাগের পর 'অসূর্য্য'লোকে গমন করেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে—আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের একত্ব, নির্ব্বিকারত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি প্রকৃতস্বরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে—সর্ব্বাত্মভাব ও তৎফল শোক-মোহাদি-নাশের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রে—আত্মার যথাযথ রূপ এবং তৎকর্ত্তৃক সংবৎসরাভিমানী দেবতা-গণকে কর্ম্মাধিকার প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

নবম, দশম ও একাদশ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—কর্ম্ম ও দেবতা চিন্তার ফল এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু যাহারা আত্মজ্ঞানে অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠানে কিংবা কেবলই দেবতা চিন্তায় যে অনিষ্ট ফল হয়, এবং জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানে যে শুভফল হয়, তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ।

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রে—সমষ্টি ও ব্যষ্টিভূত প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভাদির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনে অনিষ্ট ফল, এবং একত্র উপাসনে শুভফলের স্বরূপনির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ মন্ত্রে উপাসকের মৃত্যুকালীন প্রার্থনা প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চদশ মন্ত্রে সূর্য্যসমীপে ব্রহ্মলাভের প্রতিবন্ধক নিবারণের প্রার্থনা, ষোড়শ মন্ত্রে সূর্য্যসমীপে তদীয় তেজঃ অপসারণপূর্ব্বক কল্যাণরূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা। সপ্তদশমন্ত্রে শরীরের পরিণাম চিন্তা, এবং মনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের প্রার্থনা। অষ্টাদশমন্ত্রে মুমূর্ষু সাধকের সুপথে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা, এবং স্বীয় পাপ বিমোচনার্থ বারংবার প্রণাম উক্তি।

ভাষ্য-ভূমিকা।

ঈশা বাস্যমিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কর্ম্মস্ববিনিযুক্তাঃ, তেষামকর্ম্মশেষস্যাত্মনো যাথাত্ম্য-প্রকাশকত্বাৎ। যাথাত্ম্যং চাত্মনঃ শুদ্ধত্বাপাপবিদ্ধত্বৈকত্বনিত্যত্বাশরীরত্বসর্ব্বগতত্বাদি বক্ষ্যমাণম্। তচ্চ কর্ম্মণা বিরুধ্যেত, ইতি যুক্ত এবৈষাং কর্ম্মস্ববিনিয়োগঃ। (১) নহ্যেবংলক্ষণমাত্মনো যাথাত্ম্যমুৎপাদ্যং বিকার্য্যমাপ্যং সংস্কার্য্যং কর্তৃভোক্তৃরূপং বা, যেন কর্ম্মশেষতা স্যাৎ। সর্ব্বাসামুপনিষদাম্ আত্মযাথাত্ম্যনিরূপণেনৈবোপক্ষয়াৎ, গীতানাং মোক্ষধর্ম্মাণাং চৈবংপরত্বাৎ। তস্মাদাত্মনোঽনেকত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি চাশুদ্ধত্ব-পাপবিদ্ধত্বাদি চোপাদায় লোকবুদ্ধিসিদ্ধং কর্ম্মাণি বিহিতানি। যো হি কর্ম্মফলেনার্থী, দৃষ্টেন ব্রহ্মবর্চ্চসাদিনা, অদৃষ্টেন স্বর্গাদিনা চ, দ্বিজাতিরহং ন কাণকুব্জত্বাদ্যনধিকারপ্রযোজকধর্ম্মবানিতি আত্মানং মন্যতে, সোঽধিক্রিয়তে কর্ম্মসু, ইতি হ্যধিকারবিদো বদন্তি। (২) তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশনেনাত্ম-বিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্তঃ, শোকমোহাদিসংসারধর্ম্মবিচ্ছিত্তিসাধনম্ আত্মৈকত্বাদিবিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি। ইত্যেবমুক্তাধিকার্য্যভিধেয়সম্বন্ধপ্রয়োজনান্ মন্ত্রান্ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সাধারণতঃ বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মস্বরূপ-প্রকাশক এই "ঈশাবাস্যম্" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ সেরূপ কোন কর্ম্মে প্রযুক্ত হয় না। পরে 'নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বগত, ও অশরীর'

(১) কিঞ্চ, যঃ কর্ম্মশেষঃ, স উৎপাদ্যো দৃষ্টো যথা পুরোডাশাদিঃ। বিকার্য্যঃ সোমাদিঃ। আপ্যো মন্ত্রাদিঃ। সংস্কার্য্যো ব্রীহ্যাদিঃ। তৎ উৎপাদ্যাদিরূপত্বং ব্যাপকং ব্যাবর্ত্তমানম্ আত্ম-যাথাত্ম্যস্য কর্ম্ম-শেষত্বমপি ব্যাবর্ত্তয়তি। তথা, আত্মযাথাত্ম্যং কর্তৃ ভোক্তৃ চ ন ভবতি। যেন 'মমেদং সমীহিত-সাধনং, ততো ময়া কর্ত্তব্যম্,' ইত্যহংকারাস্পদপুরঃসরঃ কর্তৃস্বয়ঃ স্যাৎ? ইত্যাহ নহ্যেবমিত্যাদি। আনন্দগিরিঃ।

(২) অত্র জৈমিনিপ্রভৃতীনাং সম্মতিমাহ—যো হীত্যাদিনা। অর্থিত্বাদিযুক্তস্য কর্ম্মণ্যধি কারঃ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে প্রতিষ্ঠাপিতঃ। অর্থিত্বাদি চ মিথ্যাজ্ঞাননিদানম্। নহি নভোবৎ নিষ্ক্রিয়স্য (আত্মনঃ) অতএব দুঃখাসংসর্গিণঃ পরমানন্দস্বভাবস্য 'সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মে মাভূৎ' ইত্যর্থিত্বম্, শরীরেন্দ্রিয়-সামর্থ্যেন চ 'সমর্থোঽহম্' ইত্যভিমানিত্বং মিথ্যাজ্ঞানং বিনা সম্ভবতীত্যর্থঃ। যস্মাদাত্ম-যাথাত্ম্য-প্রকাশকা মন্ত্রা ন কর্ম্মবিশেষভূতাঃ, 'ন চ মানান্তর-বিরুদ্ধাঃ তস্মাৎ প্রয়োজনাদিমত্ত্বমপি তেষাং সিদ্ধমিত্যাহ "তস্মাদেত" ইতি। আনন্দগিরিঃ।

ইত্যাদি রূপে আত্মার যথাযথ স্বরূপ বর্ণিত হইবে, তাদৃশ স্বভাব-সম্পন্ন আত্মা কোন কর্ম্মের অঙ্গ (ক্রিয়াসাধ্য) হইতে পারেন না ; সুতরাং তৎপ্রকাশক ঐ মন্ত্রসকলও যাগাদি কর্ম্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, তাদৃশ আত্মা কর্ম্ম-বিধির অনুকূল নহে ; বরং সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণেও কর্ম্মানুষ্ঠানে ঐ সকল মন্ত্রের প্রয়োগ বা ব্যবহার না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ কোন ক্রিয়া দ্বারা উক্ত-প্রকার আত্মার উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি, সংস্কার বা কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সম্পাদনও সম্ভবপর হয় না, (৩) যাহাতে তাহার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হইতে পারে।

বিশেষতঃ সমস্ত উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র (৪) এক-মাত্র তাদৃশ আত্মস্বরূপ প্রকাশেই পরিসমাপ্ত। [সুতরাং ঈশাবাস্যাদি মন্ত্রের কর্ম্মাঙ্গত্ব নির্দ্দেশ করা অসম্ভব]। অতএব বুঝিতে হইবে যে,

(৩) সাধারণতঃ ক্রিয়া দ্বারা এই চারি প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। (১) উৎপত্তি, (২) বিকার ; (৩) প্রাপ্তি (৪) সংস্কার। তদনুসারে কর্ম্মও চারিপ্রকার হইয়া থাকে,—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য্য। যাহা পূর্ব্বে থাকে না, পরে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপাদ্য বলে। একপ্রকার বস্তুকে যে, অন্যপ্রকার করা ; তাহাকে বিকার ও বিকারের আশ্রয়কে বিকার্য্য বলে। ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্য বলে। কোন বস্তুতে নূতন গুণ সমুৎপাদনের নাম সংস্কার, এবং সংস্কার-বিশিষ্টকে সংস্কার্য্য বলে। ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ ; সুতরাং উৎপাদ্য হইতে পারেন না ; তিনি নির্ব্বিকার ; সুতরাং তিনি বিকার্য্য নহেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী—নিত্যপ্রাপ্ত ; সুতরাং প্রাপ্য হইতে পারেন না। তিনি নির্গুণ ; সুতরাং তাঁহাতে গুণাধান বা দোষাপনয় দ্বারা সংস্কার হইতে পারে না ; অতএব, তিনি সংস্কার্য্যও হইতে পারেন না। এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বা কর্ম্ম হইতে পারেন না।

(৪) সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ অর্থাৎ 'যিনি পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সর্ব্বভূতের বিনাশেও তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্।' ইত্যাদি গীতাবাক্য, এবং "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥" অর্থাৎ 'একই চন্দ্র যেরূপ বিভিন্ন জলাধারে পতিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিতি করায় এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পান, কিন্তু জ্ঞানীরা তাঁহাকে সর্ব্বত্রই একরূপে দর্শন করেন'। ইত্যাদি মহাভারতীয় মোক্ষবিষয়ক বাক্যে একই আত্মার সর্ব্বত্র অবস্থিতির কথা বর্ণিত আছে।

‘আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা পাপপুণ্যযুক্ত ও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন’ ইত্যাদি-রূপে অজ্ঞ জনের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ধারণানুসারে শাস্ত্রে কর্ম্মবিধি-সমূহ বিহিত হইয়াছে। অধিকার-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, যে লোক ঐহিক ব্রহ্মণ্যতেজঃ (শক্তি) ও পারলৌকিক স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া আপনাকে দ্বিজাতি ও অধিকার-বিরোধী কাণত্ব-কুব্জত্বাদি দোষ-রহিত বলিয়া বিবেচনা করে, সেই লোকই অভিলষিত কর্ম্ম করিতে অধিকারী হয়। (*) অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই মন্ত্র-সকল আত্মার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, ঐ আত্ম-বিষয়ে লোক-প্রসিদ্ধ কর্ত্তৃত্বাদি ভ্রম অপনয়ন করে এবং শোক-মোহাদিময় সংসার সমুচ্ছেদ করিয়া, লোকের হৃদয়ে আত্মৈকত্ব-জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া দেয়। শোকমোহাদিময় সংসারোচ্ছেদাভিলাষী পুরুষ ইহার অধিকারী। আত্মার যথার্থ স্বরূপ ইহার প্রতিপাদ্য। উক্ত বিষয়ের সহিত এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপ প্রতিপাদ্য, এই শাস্ত্র তাহার প্রতিপাদক। শোকমোহাদিময় সংসারোচ্ছেদপূর্ব্বক আত্মৈকত্ব-জ্ঞানোৎপাদন ইহার প্রয়োজন। এবং-বিধ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই মন্ত্র সকলের আমরা (ভাষ্যকার) সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব॥

* মানব যদি বাস্তবিকই ক্ষুদ্র হইত, যদি সে কর্ম্ম ও শরীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইত, যদি প্রাপ্ত অধিকারে ব্যবস্থিত হইয়া, তৎফল-লাভে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে, অধিকার, কর্ত্তব্য ও ক্রমোন্নতির স্থান থাকিত না। চৈতন্য সর্ব্বাত্মক বলিয়াই, মানবকে যে কোন ভাবে পরিসমাপ্ত করা যায় না। মানবের অপরিমেয়ত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্বই অধিকার প্রাপ্তির মূলে সর্ব্বদাই খেলা করিতেছে।

আমি স্থূল নই বলিয়াই, স্থূলাতীত ভাবের কামনা করি। মানবের এই আকুল পিপাসাই আত্মার সর্ব্বত্ব ও একত্বের প্রতিপাদক।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

শাঙ্কর-ভাষ্য-সমেতা।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ॥ ১ ॥

শান্তি পাঠ।— যে সকল পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর (সূক্ষ্ম), তাহা ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ বা ব্যাপ্ত, যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর তাহাও ব্রহ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত এবং এই সমস্ত জগৎই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে; আর সেই পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা জগদ্ব্যাপ্ত হইলেও তাহার পূর্ণতার হানি হয় না।

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-সম্মতিম্।
ঈশোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

ঈশেতি। জগত্যাং (পৃথিব্যাং) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিৎ) জগৎ (নশ্বরং চরাচরং বস্তুজাতং), ইদং সর্ব্বং ঈশা (পরমেশ্বরেণ) বাস্যং (সত্তা-চৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যম্)। তেন (হেতুনা) ত্যক্তেন (ত্যাগেন সন্ন্যাসেন—) ভুঞ্জীথাঃ (আত্মানং পালয়)। কস্য স্বিৎ (কস্যচিৎ) ধনং মা গৃধঃ (মা অভিকাঙ্ক্ষীঃ)।

জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ তাহাতে কল্পিত— মিথ্যা, এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করিবে। [তাহাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস আসিবে,] সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস

দ্বারা আত্মার অদ্বৈত নির্ব্বিকার ভাব রক্ষা কর; কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না॥ ১।]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ঈশা বাস্যমিত্যাদি। ঈশা—ঈষ্টে ইতীট্, তেন—ঈশা। ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বস্য। স হি সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তূনামাত্মা সন্ (৫) প্রত্যগাত্মতয়া, তেন স্বেন রূপেণ আত্মনা ঈশা বাস্যমাচ্ছাদনীয়ম্। কিম্? ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ, যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ, তৎ সর্ব্বং স্বেন আত্মনা ঈশেন প্রত্যগাত্মতয়া অহমেবেদং সর্ব্বমিতি পরমার্থসত্যরূপেণানৃতমিদং সর্ব্বং চরাচরমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা। যথা চন্দনাগুর্ব্বাদেরুদকাদিসম্বন্ধজ ক্লেদাদিজমৌপাধিকং দৌর্গন্ধ্যাং তৎস্বরূপ-নিঘর্ষণেন আচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন, তদ্বদেব হি স্বাত্মন্যধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগৎ—দ্বৈতরূপং জগত্যাং পৃথিব্যাং; জগত্যামিত্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ সর্ব্বমেব নামরূপকর্ম্মাখ্যং বিকারজাতং পরমার্থসত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ। এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাস এবাধিকারো, ন কর্ম্মসু। তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ। ন হি ত্যক্তো, মৃতঃ পুত্রো বা ভৃত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতায়া অভাবাদাত্মানং পালয়তি, অতস্ত্যাগেনেত্যয়মেব বেদার্থঃ। ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথাঃ। এবং ত্যক্তৈষণস্ত্বং মা গৃধঃ গৃদ্ধিমাকাঙ্ক্ষাং মা কার্ষীর্ধনবিষয়াম্। কস্য স্বিৎ ধনং কস্যচিৎ পরস্য স্বস্য বা ধনং মা কাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ। স্বিদিত্যনর্থকো নিপাতঃ। অথবা, মা গৃধঃ, কস্মাৎ? কস্যস্বিৎ ধনমিত্যাক্ষেপার্থঃ। ন কস্যচিৎ ধনমস্তি, যদ্ গৃধ্যেত; আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ ইতীশ্বরভাবনয়া সর্ব্বং ত্যক্তম্, অত আত্মন এবেদং সর্ব্বমাত্মৈব চ সর্ব্বমতো মিথ্যাবিষয়াং গৃদ্ধিং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

'ঈশ্' ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্য বা শাসন-ক্ষমতা; যিনি এই জগতের শাসনে সমর্থ পরমাত্মা পরমেশ্বর, তিনিই এখানে 'ঈশা'-পদের

(৫) ননু কর্ত্তরি ক্বিপ্-বিধানাৎ, পরমাত্মনশ্চাবিক্রিয়ত্বাৎ কথং ক্বিবন্ত শব্দবাচ্যতা (ঈশিতৃত্বং) ইতি? তত্রাহ ঈশিতেতি। মায়োপাধেরীশনকর্তৃত্বসম্ভবাৎ ক্বিবন্তশব্দবাচ্যতা ন বিরুধ্যতে, নিরুপাধিকস্য চ লক্ষ্যত্বং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ঈশিত্রীশিতব্যভাবেন তর্হি ভেদঃ প্রাপ্তঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ "সর্ব্বজন্তূনাম্ আত্মা সন্" ইতি। যথা আদর্শাদিষু প্রতিবিম্বানাম্ আত্মা সন্ বিম্বভূতো দেবদত্ত ঈশিতা ভবতি, তথা কল্পিতভেদেন ঈশিত্রীশিতব্যভাবসম্ভবাৎ ন বাস্তবভেদানুমানং সম্ভবতীত্যর্থঃ। আনন্দগিরিঃ

প্রতিপাদ্য। তিনি প্রত্যক্‌রূপে (জীবরূপে) সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া, সমস্ত জগৎ যথানিয়মে শাসিত ও পরিচালিত করিতেছেন। সেই সর্ব্বাত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদিত করিবে,—সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিবে। [অভিপ্রায় এই যে] জগৎকারণ পরমেশ্বরই জীবরূপে সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান আছেন; এবং তাঁহার সংকল্পপ্রসূত স্থাবর-জঙ্গমময় এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। সেই পরমাত্মরূপী আমিই এই জগৎ, আমার সত্তাই জগতের সত্তা, তদ্ভিন্ন জগতের আর পৃথক্ সত্তা নাই; এইরূপ যথার্থ সত্য জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা ঢাকিয়া ফেলিবে, অর্থাৎ 'জগৎ সত্য' বলিয়া যে ভ্রম ছিল, তাহা বিলুপ্ত করিবে। যেমন চন্দন ও অগরু-প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যসমূহ জলাদি-সংস্পর্শে কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয় সত্য; কিন্তু ঘর্ষণ করিলেই তাহার স্বভাবসিদ্ধ মনোহর সৌরভ প্রকাশ পায়, এবং আগন্তুক দুর্গন্ধ দূর করিয়া দেয়, ঠিক সেইরূপ, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপূর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন নাম (সংজ্ঞা), রূপ (আকৃতি) ও চেষ্টা বা ক্রিয়া-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ নিজে অসত্য হইয়াও, যথার্থ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র; বস্তুতঃ উহা মিথ্যা—অধ্যস্ত মাত্র; এইরূপ সত্য ভাবনা দ্বারা জগতের সত্যতা-ভ্রম নিরস্ত হইয়া যায়।

উক্তরূপে যে লোক আপনাকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহার আর পুত্র, সম্পৎ বা স্বর্গাদি লোক-লাভের এষণা বা কামনা থাকে না; সুতরাং তদর্থ কর্ম্মেও অধিকার থাকে না; একমাত্র বাসনা-ত্যাগরূপ সন্ন্যাসেই অধিকার থাকে; তাহার ফলে সেই লোক তখন সংন্যাস গ্রহণ করে। অতএব, তুমি তাদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া, সংন্যাস দ্বারা আত্মাকে পরিপালন কর; অর্থাৎ জগতের মিথ্যাত্ব ভাবনাদ্বারা

আত্মার আত্মত্ব (নির্ব্বিকারত্ব ও সত্যত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি) রক্ষা কর। তুমি এইরূপে বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের কিংবা পরের, কাহারো ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না। অথবা, ধন কাহার ?—ধন ত কাহারও নহে, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারা যায়। আত্মাই সমস্ত জগৎ, এবং সমস্ত জগৎই আত্মরূপ; এইরূপ পরমেশ্বর-চিন্তা দ্বারা যখন সমস্ত বস্তুই মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আর সেই মিথ্যা বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বা লোভ করা সঙ্গত হয় না। (৬) মন্ত্রে যে, 'স্বিৎ' কথাটি আছে, উহা অর্থহীন নিপাত শব্দ (বাক্যের শোভাবর্দ্ধকমাত্র) ॥ ১ ॥

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

[যস্তু সাক্ষাৎ পরমেশ্বরারাধনে অশক্তঃ, সঃ] কর্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমবিহিতানি) কুর্ব্বন্ (সম্পাদয়ন্) এব, শতং (শতসংখ্যকাঃ) সমাঃ (সংবৎসরান্) ইহ (অস্মিন্ লোকে) জিজীবিষেৎ (জীবিতুম্ ইচ্ছেৎ)। এবম্ (এবং প্রকারে) ত্বয়ি (জিজীবিষতি) নরে, ইতঃ (এতস্মাৎ বর্ত্তমানাৎ প্রকারাৎ) অন্যথা (প্রকারান্তরং) ন অস্তি, [যেন প্রকারেণ জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকং] কর্ম্ম ন লিপ্যতে (ত্বং জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যসে)॥

শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে। তুমি যখন

---

(৬) মানবচিত্ত স্বভাবতই বিষয়-বাসনা, রাগ, দ্বেষ ও লোভাদি দ্বারা কলুষিত থাকে ; সেই কারণেই নিত্য সন্নিহিত নির্ব্বিকার আত্মার স্বরূপটি জানিতে পারে না ; যাহার মনে বিষয়-বাসনা যত অধিক প্রবল, তাহার নিকট আত্মবিষয়ক জ্ঞান ততই ক্ষীণ ও মলিন। সংসারের অধিকাংশ লোকই ধনাদি বিষয়ের আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে চলিতেছে ; সুতরাং তাহাদের আর আত্মচিন্তার অবসর কোথায় ? এইজন্য লোকহিতকর শ্রুতি উপদেশ দিতেছেন যে, তুমি যদি তোমার নিজের অধ্যাত্ম সম্পত্তি—আত্মার নির্ব্বিকারত্ব প্রভৃতি রক্ষা করিতে চাও,—যদি সেই আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া, মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে কখনও নিজের কিংবা পরের বাহ্য ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না, উহা ত্যাগ কর,—সন্ন্যাস গ্রহণ কর। সন্ন্যাসই তোমার চিত্ত-চাঞ্চল্য-দূরীকরণের একমাত্র উপায়। বস্তুতই যে লোক সর্ব্বত্রই একমাত্র আত্মরূপী পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়, কিছুই আপনা হইতে পৃথক্ দেখিতে পায় না, জগতে তাহার ত কিছুই অপ্রাপ্ত নাই ; সুতরাং সে কাহার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইবে ? এই কারণে সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিকে আত্মজ্ঞানের উপায় বলা হইয়াছে।

মনুষ্যত্বাভিমানী, তখন তোমার পক্ষে অন্য এমন কোন উপায় নাই, যাহাতে কোন কর্ম্মই তোমাতে লিপ্ত না হইতে পারে॥ ২

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাসেন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথেতরস্য অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ,—কুর্ব্বন্নেবেতি। কুর্ব্বন্ এব ইহ নির্ব্বর্ত্তয়ন্ এব কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি জিজীবিষেৎ জীবিতুমিচ্ছেৎ শতং শতসংখ্যাকাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্। তাবদ্ধি পুরুষস্য পরমায়ুর্নিরূপিতম্ (ক)। তথা চ প্রাপ্তানুবাদেন যজ্জিজীবিষেচ্ছতং বর্ষাণি, তৎ কুর্ব্বন্নেব কর্ম্মাণি ইত্যেতদ্বিধীয়তে। এবম্—এবম্প্রকারেণ ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে নরমাত্রাভিমানিনি ইত এতস্মাদগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্বতো বর্ত্তমানাৎ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি, যেন প্রকারেণ অশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে; কর্ম্মণা ন লিপ্যসে ইত্যর্থঃ। অতঃ শাস্ত্রবিহিতানি কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি কুর্ব্বন্নেব জিজীবিষেৎ। কথং পুনরিদমবগম্যতে,—পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণ সন্ন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা, দ্বিতীয়েন তদশক্তস্য কর্ম্মনিষ্ঠেতি? উচ্যতে,—জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিরোধং পর্ব্বতবদকম্প্যং যথোক্তং ন স্মরসি কিম্? ইহাপ্যুক্তম্—যো হি জিজীবিষেৎ, স কর্ম্ম কুর্ব্বন্। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্" ইতি চ। "ন জীবিতে মরণে বা গৃধিং কুর্ব্বীতারণ্যমিয়াৎ" ইতি চ পদম্। "ততো ন পুনরিয়াৎ," ইতি সন্ন্যাসশাসনাৎ। উভয়োঃ ফলভেদঞ্চ বক্ষ্যতি,—"ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবনুনিষ্ক্রান্ততরৌ ভবতঃ,—ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ, সন্ন্যাসশ্চোত্তরেণ 'নিবৃত্তিমার্গেণ এষণাত্রয়স্য ত্যাগঃ।" তয়োঃ সন্ন্যাসপথ এবাতিরেচয়তি,—"ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" ইতি চ তৈত্তিরীয়কে। "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তশ্চ (খ) বিভাবিতঃ॥" ইত্যাদি পুত্রায় বিচার্য্য নিশ্চিতমুক্তং ব্যাসেন বেদাচার্য্যেণ ভগবতা। বিভাগঞ্চানয়োর্দর্শয়িষ্যামঃ॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাহারা আত্মজ্ঞানে অধিকারী, তাহারা পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের আশা (বাসনা)

(ক) 'নিবৃত্তৌ চ' ইতি বহুষু পুস্তকেষু পাঠঃ। (খ) সাযুক্চিতম্' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এবং আত্মজ্ঞানে তৎপর থাকিয়া, আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিবে; কিন্তু যাহারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ, এই শ্রুতি তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অগ্নিহোত্রাদি (অগ্নিহোত্র একপ্রকার যজ্ঞ) নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শতবর্ষ জীবন ধারণের ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ যাবজ্জীবন শাস্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মনুষ্যের আয়ুঃ স্বভাবতই শতবর্ষ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে বিধি নহে—শুধু অনুবাদ মাত্র। (পূর্ব্বসিদ্ধ বা কথিত বিষয়ের পুনঃকথনের নাম অনুবাদ, অনুবাদ কখনই বিধি হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মানুষ যে শতবর্ষকাল বাঁচিবে, ততকাল অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিবে, কখনই কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে না।) তুমি যখন কেবলই নরত্বাভিমানী—আত্মজ্ঞানরহিত, তখন তোমার পক্ষে উক্তপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান-সহকারে জীবনধারণ ভিন্ন এমন আর কোনও উপায় নাই, যাহা দ্বারা তুমি অশুভকর্ম্মের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার। অতএব, তুমি শাস্ত্র-বিহিত অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য অবশ্য করিবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রথম মন্ত্রে যে, কেবল সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই জ্ঞান-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় মন্ত্রে কেবল জ্ঞানাসমর্থ পুরুষের পক্ষেই কর্ম্মনিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু এক সন্ন্যাসীর পক্ষেই যে, জ্ঞান ও কর্ম্মনিষ্ঠা বিহিত হয় নাই, ইহা কিসের দ্বারা জানা যায়? ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, হাঁ ঐ প্রভেদ জানিবার উপায় আছে; জ্ঞান ও কর্ম্মে যে বিরোধ, তাহা পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় ও অনিবার্য্য। এ কথা অন্যত্রও উক্ত আছে, স্মরণ করিতে পার না কি? আর এখানেও সে কথা উক্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'যে লোক জীবনের আশা করে,

সে অবশ্যই কর্ম্ম করিবে,' সুতরাং এ স্থলে জীবনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, আর প্রথম মন্ত্রে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। একই লোকের পক্ষে ত কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি হইতে পারে না; কারণ উহা স্বভাব-বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'সন্ন্যাসী পুরুষ জীবন বা মরণের আকাঙ্ক্ষা করে না, [কিন্তু কর্ম্মী তাহা করে।] সন্ন্যাসী পুরুষ অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না'। ইহাই বেদোক্ত সন্ন্যাসাশ্রমের বিশেষ নিয়ম। কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসের ফলেও যে, বিশেষ পার্থক্য আছে, তাহা পরে কথিত হইবে।

বেদাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাসও বিশেষ বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিকট এই সিদ্ধান্তেরই উপদেশ প্রদান করেন যে, '[অভীষ্ট ফললাভের জন্য] এই দুইটি বিভিন্ন পথ বা উপায়, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে; একটি ক্রিয়াপথ (কর্ম্মমার্গ), অপরটি জ্ঞানপথ, অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস। নিবৃত্তিমার্গে পুত্র, সম্পৎ, ও স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির কামনা ত্যাগ করিতে হয়। 'সন্ন্যাসই [কর্ম্মকে] অতিক্রম করিয়াছিল'; এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি অনুসারেও জানা যায় যে, কর্ম্ম অপেক্ষা সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। 'সমস্ত বেদ এই দুইটিমাত্র পথ বা শ্রেয়োলাভের উপায় অবলম্বন করিয়া আছে;—একটি প্রবৃত্তি পথ, যাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, অপরটি নিবৃত্তি পথ, ইহাতে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়', ইত্যাদি। পরে আমরাও কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের স্বরূপগত বিভাগ প্রদর্শন করিব ॥ ২ ॥

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

অসুর্য্যাঃ (অসুরযোগ্যাঃ) নাম (ইতি প্রসিদ্ধাঃ) অন্ধেন (অদর্শনাত্মকেন) তমসা (অন্ধকারেণ) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিতাঃ) তে [যে] লোকাঃ [সন্তীতিশেষঃ]।

যে কে চ আত্মহনঃ (আত্ম-তত্ত্ববোধরহিতাঃ, সুতরাং আত্মনাশকাঃ জনাঃ ; তে প্রেত্য (মৃত্বা—দেহত্যাগানন্তরম্) তান্ (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)।

আত্মহন্ (আত্মজ্ঞান-বিমুখ) যে কোন লোক, (অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই) মৃত্যুর পর অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন অসূর্য্য (অসুরযোগ্য) লোকে গমন করে ॥ ৩ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। অসুর্য্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপ্যসুরাঃ, তেষাঞ্চ স্বভূতা লোকা অসুর্য্যা নাম। নামশব্দোঽনর্থকো নিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি,—লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্ত ইতি জন্মানি। অন্ধেন অদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসা আবৃতা আচ্ছাদিতাঃ, তান্ স্থাবরান্তান্ প্রেত্য ত্যক্ত্বা ইমং দেহমভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্। যে কে চাত্মহনঃ, আত্মানং ঘ্নন্তী-ত্যাত্মহনঃ। কে তে জনাঃ ? যেঽবিদ্বাংসঃ। কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি ? অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্য আত্মনস্তিরস্করণাৎ। বিদ্যমানস্যাত্মনো যৎ কার্য্যং ফলমজরা-মরত্বাদিসংবেদনলক্ষণম্, তৎ হতস্যেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতাবিদ্বাংসো জনা আত্মহন উচ্যন্তে। তেন হ্যাত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতঃপর, আত্মজ্ঞান-রহিত পুরুষদিগের নিন্দাপ্রদর্শনার্থ এই মন্ত্র আরব্ধ হইতেছে। যাহারা আত্মহন, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানহীন অজ্ঞলোক, তাহারা মৃত্যুর পর ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসূর্য্য—অসুরগণের গন্তব্য লোকে গমন করে। মন্ত্রোক্ত 'নাম' শব্দটি অর্থহীন।

অদ্বৈত পরমাত্মজ্ঞানে বিমুখ হইয়া কেবলই প্রাণ ধারণে ও পান-ভোগে রত থাকায় দেবতাগণও 'অসুর' নামে অভিহিত হন। 'লোক' অর্থ—যাহা অবলোকন করা যায়, অর্থাৎ অনুভব বা ভোগ করা যায়, সেই কর্ম্ম ফল—বিভিন্ন প্রকার জন্ম। 'আত্মহন' অর্থ—আত্মা স্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান সত্ত্বেও যাহারা অবিদ্যাবশতঃ তাহার অজর, অমরাদি ভাবগুলি অনুভব করিতে অক্ষম। বস্তুতই তাহাদের নিকট আত্মা সর্ব্বদাই তিরোহিত—অবিজ্ঞাত থাকে ; সুতরাং নিহতের মতই

অপ্রকাশিত থাকে, এই কারণে আত্মজ্ঞানহীন জনগণকে 'আত্মহন' বলা হইয়াছে। তাহারা দেহত্যাগের পর এই আত্মহনন অপরাধেই পূর্ব্বানুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্ম ও দেবতা চিন্তা (দেবতার উপাসনা) অনুসারে স্থাবর—বৃক্ষ-তৃণাদিরূপে জন্ম ধারণ করে, এবং এইরূপে পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে॥ ৩॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ,
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪॥

[তৎ আত্মতত্ত্বং] অনেজৎ (স্পন্দনবর্জ্জিতম্), একং (সদৈকরূপং,) মনসঃ জবীয়ঃ (বেগবত্তরম্), দেবাঃ (দ্যোতনাৎ দেবাঃ—প্রকাশময়ানি ইন্দ্রিয়াণি) পূর্ব্বম্ অর্ষৎ (প্রথমমেব গতম্) এনৎ (এতৎ আত্মতত্ত্বং) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্তবন্তঃ)। তৎ (আত্মতত্ত্বং) তিষ্ঠৎ (স্থিরম্ অপি) ধাবতঃ (দ্রুতং গচ্ছতঃ) অন্যান্ (মনোবাগাদীন্) অত্যেতি (অতীত্য গচ্ছতি)। তস্মিন্ (আত্মচৈতন্যে সতি, তদধিষ্ঠিত-ইত্যর্থঃ) মাতরিশ্বা (মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তি—গচ্ছতি যঃ সঃ বায়ুঃসূত্রাত্মা)। অপঃ (বারিবর্ষণাদীনি কর্ম্মাণি) দধাতি (বিভজ্য ধারয়তীত্যর্থঃ)।

সেই আত্মা স্বয়ং এক ও অনেজৎ—নিশ্চল, অথচ মন অপেক্ষাও সমধিক বেগবান্। মাতরিশ্বা (কর্ম্মফল-বিধাতা হিরণ্যগর্ভ) তাঁহার সাহায্যেই জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল সম্পাদন করিয়া থাকেন॥ ৪॥]

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাত্মনো হননাদবিদ্বাংসঃ সংসরন্তি, তদ্বিপর্য্যয়েণ বিদ্বাংসো জনা মুচ্যন্তে, তে ন আত্মহনঃ। তৎ কীদৃশমাত্মতত্ত্বমিত্যুচ্যতে,—অনেজদিতি। অনেজৎ—ন এজৎ। এজৃ কম্পনে। কম্পনং চলনং স্বাবস্থাপ্রচ্যুতিঃ, তদ্বর্জিতং সর্ব্বদৈকরূপমিত্যর্থঃ। তচ্চৈকং সর্ব্বভূতেষু। মনসঃ সঙ্কল্পাদিলক্ষণাৎ জবীয়ো জববত্তরম্। কথং বিরুদ্ধমুচ্যতে,—ধ্রুবং নিশ্চলমিদং, মনসো জবীয় ইতি চ। নৈষ দোষঃ, নিরুপাধ্যুপাধিমত্ত্বেনোপপত্তেঃ। তত্র নিরুপাধিকেন স্বেন রূপেণোচ্যতে

অনেজদেকমিতি। মনসোঽন্তঃকরণস্য সঙ্কল্প-বিকল্পলক্ষণস্যোপাধেরনুবর্ত্তনাৎ ইহ দেহস্থস্য মনসো ব্রহ্মলোকাদি দূরগমনং সঙ্কল্পেন ক্ষণমাত্রাদ্ভবতীত্যতো মনসো জবিষ্ঠত্বং লোকে প্রসিদ্ধম্। তস্মিন্মনসি ব্রহ্মলোকাদীন্ দ্রুতং গচ্ছতি সতি প্রথমং প্রাপ্ত ইবাত্ম-চৈতন্যাবভাসো গৃহ্যতে, অতো মনসো জবীয় ইত্যাহ। নৈনদ্দেবাঃ দ্যোতনাৎ দেবাঃ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণ্যেতৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বং নাপ্নুবন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ। তেভ্যো মনো জবীয়ো মনোব্যাপারব্যবহিতত্বাৎ। আভাসমাত্রমপ্যাত্মনো নৈব দেবানাং বিষয়ীভবতি; যস্মাজ্জবনান্মনসোঽপি পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতম্, ব্যোমবদ্ব্যাপিত্বাৎ। সর্ব্বব্যাপি তদাত্মতত্ত্বং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেণাবিক্রিয়মেব সদুপাধিকৃতাঃ সর্ব্বাঃ সংসারবিক্রিয়া অনুভবতীব অবিবেকিনাং মূঢ়ানামনেকমিব চ প্রতিদেহং প্রত্যবভাসত ইত্যেতদাহ, তদ্ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতোঽন্যান্ আত্মবিলক্ষণান্ মনোবাগিন্দ্রিয়প্রভৃতীন্ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতীব। ইবার্থং স্বয়মেব দর্শয়তি,—তিষ্ঠদিতি। স্বয়মবিক্রিয়মেব সদিত্যর্থঃ। তস্মিন্নাত্মতত্ত্বে সতি নিত্যচৈতন্যস্বভাবে, মাতরিশ্বা মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকঃ, যদাশ্রয়াণি কার্য্যকরণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ, যৎ সূত্রসংজ্ঞকং সর্ব্বস্য জগতো বিধারয়িতৃ, স মাতরিশ্বা অপঃ কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি * অগ্ন্যাদিত্য-পর্জ্জন্যাদীনাং জ্বলন-দহন-প্রকাশাভিবর্ষণাদিলক্ষণানি দধাতি বিভজতীত্যর্থঃ। ধারয়তীতি বা; "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বা হি কার্য্যকারণাদিবিক্রিয়া নিত্যচৈতন্যাত্মস্বরূপে সর্ব্বাস্পদভূতে সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অজ্ঞ পুরুষগণ যে আত্মার হিংসা ফলে অনবরত জন্ম-মরণ প্রবাহ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানিগণ আবার সেই আত্মারই স্বরূপানুসন্ধানের ফলে মোক্ষ লাভ করেন; কারণ, তাঁহারা কখনও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মার হিংসা করেন না। ইতঃপর সেই আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে,—

---

* শ্রৌতানি কর্ম্মাণি সোমাজ্য-পয়ঃপ্রভৃতিভিরদ্ভিঃ সম্পাদ্যন্তে, ইতি সম্বন্ধাৎ লাক্ষণিকঃ অপ্‌শব্দঃ কর্ম্মসু, প্রাণচেষ্টায়াশ্চ অবনিমিত্তত্বপ্রসিদ্ধেঃ কারণবাচকঃ শব্দঃ কার্য্যে লক্ষণয়া প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ।

'এজ্' ধাতুর অর্থ কম্পন বা চলন—স্থান-প্রচ্যুতি ; যাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রচ্যুতি ঘটে, তাঁহাকে 'এজৎ' বলা যায় ; আত্মার কখনও তাহা হয় না, এই কারণে তাহাকে "অনেজৎ" (ন+এজৎ= অনেজৎ) বলা হইল। তিনি যেমন অনেজৎ বা নিশ্চল, তেমনি আবার মন অপেক্ষাও জবীয়ান্, অর্থাৎ সমধিক বেগবান্।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, শ্রুতি এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন কেন ? যিনি নিশ্চল (অনেজৎ), তাঁহারই আবার বেগশালিতা কিরূপে সম্ভব হয় ? নিশ্চলের বেগোক্তি সর্ব্বথাই বিরুদ্ধ কথা। না,—এইরূপ দোষ এখানে হয় না ; কারণ ব্রহ্মের নিরুপাধিক ও সোপাধিক ভাবে উক্ত উভয় কথারই সামঞ্জস্য হইতে পারে। ব্রহ্মের দুইটি অবস্থা,—একটি সোপাধিক, অপরটি নিরুপাধিক। তন্মধ্যে, স্বচ্ছস্বভাব, অন্তঃকরণরূপী মনে সহজেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্বন বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ; এজন্য মনকে ব্রহ্মের উপাধি বলা হয়, এবং মনের ধর্ম্ম সুখ, দুঃখাদিরও তাহাতে আরোপ করা হয়। এই মনঃ-সমন্বিত আত্মা সোপাধিক ; আর ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপটি নিরুপাধিক। তন্মধ্যে নিরুপাধিকরূপে বা স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি অনেজৎ, আর সোপাধিক অবস্থায় মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী।

এ কথার অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃকরণরূপী মনের সংকল্প-বিকল্প একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। 'ইহা ভাল, ইহা ভাল নহে' ইত্যাদি প্রকার চিন্তাকে 'সংকল্প বিকল্প' বলে। মন স্বীয় সংকল্প-বলে বা ইচ্ছামাত্রে অতিদূরবর্ত্তী ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানেও মুহূর্ত্তমধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে ; এই কারণে মনের দ্রুতগামিত্ব জগৎ-প্রসিদ্ধ। সেই মন ব্রহ্মলোকাদি যে কোন স্থানে যতই দ্রুতবেগে যাউক না কেন, যাইয়াই সেখানে আত্মচৈতন্যের অস্তিত্ব বা অভিব্যক্তি দেখিতে পায় ; এই কারণে তৎকালে মনেরও মনে হয় যে, আত্মা যেন আমারও অগ্রে এই

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবনা অনুসারেই আত্মাকে মন অপেক্ষাও 'জবীয়ান্' (বেগশালী) বলা হইয়াছে।

দেবতাগণ স্বভাবতই প্রকাশশীল; চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও স্বাভাবিক জ্ঞান-প্রকাশে উদ্ভাসিত। সেই সাদৃশ্য থাকায় ইন্দ্রিয়গণকে এখানে 'দেব'-শব্দে অভিহিত করিয়া বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গণও উক্ত আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না; তাহার কারণ এই যে, সকল ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব কার্য্য করিতে মনের সাহায্য অপেক্ষা করে। মনঃ-সংযোগ ব্যতীত যখন কোন ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া সম্পাদনে শক্তি নাই, তখন ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও মন যে জবীয়ঃ বা অগ্রগামী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বাধিক অগ্রগামী মনই যখন পূর্ব্বোক্ত আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না, তখন তদধীন ইন্দ্রিয়গণের আর কথা কি? তাই বলিলেন যে, কোন দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই ইহাকে প্রাপ্ত হয় নাই।

আত্মা স্বভাবতঃ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক ধর্ম্ম—সুখ-দুঃখাদি রহিত, এবং নির্ব্বিকার; কিন্তু, বিবেকহীন মূঢ়গণ মনে করে যে, মনের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, তিনিই যেন ভিন্ন ভিন্ন দেহে থাকিয়া, বিবিধ বিকার ভোগ করিতেছেন। সেই আশঙ্কিত ভাব নিবারণার্থ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, অনাত্ম বস্তু মন কিংবা ইন্দ্রিয়গণ যতই দ্রুতবেগে ধাবিত হউক না কেন, আত্মা যেন সেই সকলকেই অতিক্রম করিয়া অগ্রে গমন করে। এই গমনের অসত্যতা জ্ঞাপনার্থ স্বয়ং শ্রুতিই তাঁহাকে "তিষ্ঠৎ" বলিয়াছেন; অর্থাৎ আপাততঃ তাহাকে গতিশীল ও বিকারী বলিয়া মনে হইলেও তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার ভাবেই আছেন।

সর্ব্বদা আকাশে বিচরণ করে বলিয়া সকলের প্রাণ-ধারক, চঞ্চল-স্বভাব, বায়ুকে 'মাতরিশ্বা' বলা হয়, (মাতরি=অন্তরিক্ষে শ্বয়তি, গচ্ছতি, ইতি মাতরিশ্বা—বায়ুঃ)। এই মাতরিশ্বাই বিশ্ববিধাতা 'সূত্র'

ইনি 'হিরণ্যগর্ভ' নামেও অভিহিত হন। উক্ত মাতরিশ্বা আত্মচৈতন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া, প্রাণিগণের প্রাণ-ধারণাদি সমস্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল সম্পাদন করিতেছেন,—তিনিই অগ্নির জ্বলন ও দহন, সূর্য্যের বিশ্ব-প্রকাশন, মেঘের বারিবর্ষণ এবং অন্যান্য ভূতের অপরাপর ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্পাদন করিতেছেন। 'এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছেন।' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও কথিত বিষয় সমর্থিত বা প্রমাণিত হইতেছে। বাস্তবিকই, একমাত্র এই আত্মার সদ্ভাবেই দেহেন্দ্রিয়াদির যাহা কিছু ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ; নচেৎ তৎসমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যাইত ॥৪॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫ ॥

তৎ (আত্মচৈতন্যং) এজতি (চলতি), তৎ [এব চ] ন এজতি (স্বতঃ নৈব চলতি চ), তৎ দূরে, তৎ উ অন্তিকে (সমীপে অপি)। তৎ অস্য সর্ব্বস্য (জগতঃ) অন্তঃ (অভ্যন্তরে অস্তি), তৎ উ অস্য সর্ব্বস্য (জগতঃ) বাহ্যতঃ (বহিরপি বর্ত্ততে ইতিশেষঃ)॥

তিনি চলও বটে, নিশ্চলও বটে, তিনি অতি দূরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন। তিনি এই সর্ব্বজগতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান আছেন॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ন মন্ত্রাণাং জামিতাঽস্তি ইতি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তমপ্যর্থং পুনরাহ,—তদেজতীতি। তৎ আত্মতত্ত্বং যৎ প্রকৃতং, তদেজতি চলতি, তদেব চ নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোঽচলমেব সচ্চলতীবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তৎ দূরে বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদুষাম-প্রাপ্যত্বাৎ দূর ইব। তৎ+উ+অন্তিকে ইতি চ্ছেদঃ ; তদ্বন্তিকে সমীপেঽত্যন্তমেব বিদুষাম্ আত্মত্বাৎ, ন কেবলং দূরে—অন্তিকে চ। তদন্তরভ্যন্তরেঽস্য সর্ব্বস্য। "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অস্য সর্ব্বস্য জগতো নাম-রূপ-ক্রিয়াত্মকস্য, তৎ উ অপি সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ, ব্যাপকত্বাদাকাশবৎ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাৎ অন্তঃ "প্রজ্ঞানঘন এব" ইতি চ শাসনান্নিরন্তরঞ্চ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ :

মন্ত্রসকলের পুনরুক্তি দোষ নাই বলিয়া, এই মন্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রার্থই পুনরুক্ত হইতেছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচল—ক্রিয়াহীন, কেবল উপাধির ক্রিয়ায় তাঁহার ক্রিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। এখানেও সেই কথা,—তিনি গমন করেন, অথচ গমন করেন না। তিনি দূরেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন। অজ্ঞ লোকেরা কোটি কোটি জন্মেও আত্মাকে জানিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে তিনি অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, আর জ্ঞানী পুরুষেরা তাঁহাকে স্বীয় অন্তঃকরণেই আত্মারূপে উপলব্ধি করেন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে তিনি অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী; কারণ, আত্মা অপেক্ষা আর কেহই অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। অতএব, তিনি যে, কেবলই দূরে আছেন, তাহা নহে, তিনি অত্যন্ত নিকটেও আছেন।

তিনি নাম, রূপ ও ক্রিয়াপূর্ণ এই সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন; 'যিনি সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরস্থিত আত্মা'; এই শ্রুতিও কথিত বিষয়ে প্রমাণ। তিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম; এই কারণে তিনি বাহিরেও সর্ব্ব বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। শ্রুতি তাঁহাকে 'নিরবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ অবকাশবিহীন) জ্ঞানঘন, একরস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং জগতে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; কুত্রাপি সেই সম্বন্ধের অভাব নাই, বুঝিতে হইবে॥ ৫ ॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

যঃ তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানম্ অনুপশ্যতি, [সঃ] ততঃ (তস্মাৎ এব দর্শনাৎ—ভেদ-মোহাভাবাৎ) ন বিজুগুপ্সতে (জুগুপ্সাং—ঘৃণাং ন করোতি)॥

যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকেও সর্ব্বভূতে দর্শন করেন, তিনি সেই সর্ব্বাত্মভাব-দর্শনের ফলে (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না ॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্ত্বিতি। যঃ পরিব্রাড্ মুমুক্ষুঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদীনি স্থাবরান্তানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি—আত্মব্যতিরিক্তানি ন পশ্যতীত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতেষু চ তেষ্বেব চাত্মানং—তেষামপি ভূতানাং স্বমাত্মানম্ আত্মত্বেন, যথাস্য দেহস্য কার্য্য-কারণ-সঙ্ঘাতস্য আত্মাহহং সর্ব্বপ্রত্যয়-সাক্ষিভূতশ্চেতয়িতা কেবলো নির্গুণঃ; অনেনৈব স্বরূপেণ অব্যক্তাদীনাং স্থাবরান্তানাম্ অহমেবাত্মেতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং নির্ব্বিশেষং যস্তু অনুপশ্যতি, স ততস্তস্মাদেব দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে—বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি ' প্রাপ্তস্যৈবানুবাদোহয়ম্। সর্ব্বা হি ঘৃণা আত্মনোহন্যং দুষ্টং পশ্যতো ভবতি। আত্মানমেবাত্যন্তবিশুদ্ধং নিরন্তরং পশ্যতোঃন ঘৃণানিমিত্তমর্থান্তরমস্তীতি প্রাপ্তমেব,—ততো ন বিজুগুপ্সত ইতি ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি মুক্তিলাভের ইচ্ছায় প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর—তৃণ লতা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে আত্মায় অবস্থিত দেখেন, কিছুই আত্মার বাহিরে কিংবা আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন না,—সেইরূপ আপনাকেও সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, অর্থাৎ জ্ঞান-সাক্ষী, বোদ্ধা আমি যেরূপ ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিরূপ এই দেহের আত্মা, সেইরূপ অব্যক্তাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতেরও আমিই আত্মা; যিনি এইরূপে সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষ আত্মভাব দর্শন করেন, তিনি তাহার ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না, বা করিতে পারেন না।

সর্ব্বাত্মদর্শী ব্যক্তি যে, কাহাকেও ঘৃণা করেন না, ইহা কোনও বিধি বা আদেশ-বাক্যের ফল নহে; ইহা তাঁহার সেই অবস্থার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই শ্রুতি সেই স্বাভাবিক অবস্থারই অনুবাদ বা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণতঃ অপর বস্তুর (আত্ম-ভিন্ন বস্তুর) কোনরূপ দোষ দেখিলেই ঘৃণা জন্মে; কিন্তু যিনি

সর্ব্বত্র নিত্য নির্ম্মল, বিশুদ্ধ আত্মার সম্ভাব সন্দর্শন করেন, আত্মাহইতে পৃথক্ কোন বস্তুই দর্শন করেন না, তাঁহার পক্ষে এমন কি পদার্থ আছে, যাহার দর্শনে ঘৃণা হইতে পারে? কাজেই উক্ত বাক্যটিকে স্বতঃসিদ্ধ কথার উল্লেখরূপ-অনুবাদ ভিন্ন বিধি-বাক্য বলা যাইতে পারে না॥ ৬॥

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭॥

যস্মিন্ (কালে, পূর্ব্বোক্তাত্মনি বা) সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ (পরমার্থাত্ম-বস্তুদর্শনাৎ আত্মা সম্পন্নো ভবতি)। বিজানতঃ (পরমার্থতত্ত্বম্ অনুভবিতুঃ) একত্বম্ (সর্ব্বত্র আত্মৈকত্বং চ) অনুপশ্যতঃ (জনস্য) তত্র (তস্মিন্ কালে আত্মনি বা) কঃ মোহঃ, কঃ শোকঃ [চ]। [অত্র অবিদ্যা-জন্যয়োঃ শোক-মোহয়োর-সম্ভব-প্রদর্শনেন সংসার নিবৃত্তিরপি সূচিতা ভবতীত্যাশয়ঃ]।

যে সময় সর্ব্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি? আর মোহই বা কি? শোক, মোহ, থাকে না।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইমমেবার্থমন্যোঽপি মন্ত্র আহ;—যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি। যস্মিন্ কালে যথোক্তাত্মনি বা, তান্যেব ভূতানি সর্ব্বাণি পরমার্থাত্মদর্শনাদ্ আত্মৈবাঽভূৎ আত্মৈব সংবৃত্তঃ, পরমার্থবস্তু-বিজানতস্তত্র তস্মিন্ কালে তত্রাত্মনিবা কোমোহঃ, কঃ শোকঃ? শোকশ্চ মোহশ্চ কাম-কর্ম্মবীজমজানতো ভবতি; ন তু আত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ। কো মোহঃ কঃ শোক ইতি শোক-মোহয়োরবিদ্যা-কার্য্যয়োঃ আক্ষেপেণ অসম্ভবপ্রদর্শনাৎ সকারণস্য সংসারস্য অত্যন্তমেবোচ্ছেদঃ প্রদর্শিতো ভবতীতি॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপর মন্ত্রও পূর্ব্বোক্ত অর্থই নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই মন্ত্র বলিতেছেন যে, কথিত আত্মতত্ত্ব-দর্শনের ফলে যে সময় বা যে আত্মাতে পূর্ব্বোক্ত ভূতনিচয় নিশ্চয়ই আত্মস্বরূপ সম্পন্ন হইয়া যায়; সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং সর্ব্বত্র আত্মৈকত্বদর্শীর নিকট সেই সময় কিংবা সেই আত্মাতে শোকই বা কি? মোহই বা কি? শোক মোহ কিছুই থাকে না।

সর্ব্বত্র ভেদ-দর্শন বা আত্মজ্ঞানের অভাবই যে, বিভিন্ন বিষয়ে কামনা ও তদনুরূপ কর্ম্ম বা চেষ্টা উৎপাদন করে, ইহা যাহারা জানে না, তাহারাই প্রিয়-বিয়োগে ও অপ্রিয়-সংযোগে শোক-মোহ অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা গগনের ন্যায় নির্লেপ ও বিশুদ্ধ আত্মার যথার্থ স্বরূপ সন্দর্শন করিয়া, সর্ব্বত্র আত্ম-সদ্ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কখনই শোক মোহ-সম্ভবপর হইতে পারে না। এস্থলে আত্মৈকত্বদর্শীর শোক-মোহের অসম্ভাবনা প্রদর্শন হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তদবস্থায় সংসার ও সংসার কারণ অবিদ্যাও থাকে না,—উহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭ ॥

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

শুক্রং (শুক্রঃ—শুদ্ধঃ দীপ্তিমানিতি যাবৎ), অকায়ম্ (অকায়ঃ—সূক্ষ্মশরীর-শূন্যঃ), অব্রণম্ (অব্রণঃ—অক্ষতঃ), অস্নাবিরম্ অস্নাবিরঃ—(শিরারহিতঃ। ব্রণ শিরোপলক্ষিত-স্থূলশরীররহিতঃ) শুদ্ধং (শুদ্ধঃ—নির্ম্মলঃ), অপাপবিদ্ধং (অপাপবিদ্ধঃ—ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতঃ), কবিঃ (সর্ব্বদৃক্—ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানদর্শীত্যর্থঃ), মনীষী (মনসঃ-প্রভুঃ—সর্ব্বজ্ঞঃ), পরিভূঃ (সর্ব্বোপরি বিরাজমানঃ), স্বয়ম্ভূঃ (নির্হেতুকঃ) সঃ (পরমাত্মা) পর্য্যগাৎ (পরি—সমন্তাৎ গতবান্) [স চ] যাথাতথ্যতঃ (যথাযথহেতু-ফলরূপেণ) শাশ্বতীভ্যঃ (নিত্যাভ্যঃ) সমাভ্যঃ (সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যঃ) অর্থান্ (কর্ত্তব্যপদার্থান্) (ব্যদধাৎ বিভজ্যদত্তবানিত্যর্থঃ)।

সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর শূন্য, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বদর্শী, মনীষী, সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান ও স্বয়ং প্রকাশ সেই পরমাত্মা সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং সংবৎসরাধিপতি চিরন্তন প্রজাপতিগণকে কর্ত্তব্য বিষয়সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোঽয়মতীতৈর্ম্মন্ত্রৈরুক্ত আত্মা, স স্বেন রূপেণ কিং লক্ষণ ইত্যাহ অয়ং মন্ত্রঃ। স পর্য্যগাৎ, স যথোক্ত আত্মা পর্য্যগাৎ—পরি সমন্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবদ্ব্যাপীত্যর্থঃ। শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ দীপ্তিমানিত্যর্থঃ। অকায়মশরীরঃ—লিঙ্গশরীরবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। অব্রণমক্ষতম্। অস্নাবিরং—স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্ত ইত্যস্নাবিরম্। অব্রণমস্নাবিরমিত্যাভ্যাং স্থূলশরীর-প্রতিষেধঃ। শুদ্ধং নির্ম্মলমবিদ্যামলরহিতমিতি কারণশরীরপ্রতিষেধঃ। অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-পাপবর্জ্জিতম্। শুক্রমিত্যাদীনি বচাংসি পুংলিঙ্গত্বেন পরিণেয়ানি। "স পর্য্যগাৎ" ইত্যুপক্রম্য "কবির্ম্মনীষী"ইত্যাদিনা পুংলিঙ্গত্বেনোপসংহারাৎ। কবিঃ ক্রান্তদর্শী—সর্ব্বদৃক্। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। মনীষী মনস ঈষিতা—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। পরিভূঃ সর্ব্বেষাং পরি—উপরি ভবতীতি পরিভূঃ। স্বয়ম্ভূঃস্বয়মেব ভবতীতি, যেষামুপরি ভবতি, যশ্চোপরি ভবতি, সঃ সর্ব্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ। স নিত্যমুক্তঈশ্বরো যাথাতথ্যতঃ, সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্ যথাতথাভাবো যাথাতথ্যং তস্মাদ্ যথাভূতকর্ম্মফলসাধনতোঽর্থান্ কর্ত্তব্যপদার্থান্ ব্যদধাদ্বিহিতবান্—যথানুরূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ। শাশ্বতীভ্যো নিত্যাভ্যঃ সমাভ্যঃ সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রসমূহে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কিরূপ, তাহাই এই মন্ত্রে বর্ণিত হইতেছে,—

সেই আত্মা, শুক্র—বিশুদ্ধ, জ্যোতির্ম্ময়; অকায়—সূক্ষ্ম-শরীররহিত, অব্রণ ও অস্নাবির, অর্থাৎ ক্ষত ও শিরাশূন্য; সুতরাং স্থূলশরীর রহিত; আর তিনি, শুদ্ধ—নির্ম্মল, অপাপবিদ্ধ—পাপ-পুণ্যসম্বন্ধ-বর্জ্জিত, অর্থাৎ নিত্য নির্দ্দোষ; কবি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানদর্শী; মনীষী—মনেরও প্রভু—স্বায়ত্ত-চিত্ত; এবং পরিভূ—সর্ব্বোপরি বিরাজমান। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং তিনিই চিরন্তন সমা অর্থাৎ সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে সমুচিত কর্ম্মফল ও তৎসাধনীভূত কর্ত্তব্যসমূহ বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন॥ ৮॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥

যে অবিদ্যাং (জ্ঞানরহিতং কেবলং কর্ম্ম) উপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি), তে অন্ধম্ তমঃ (আত্মজ্ঞানাভাবাৎ অদর্শনাত্মকম্ অহং মমাত্মভিমানং) প্রবিশন্তি। যে উ (পুনঃ), বিদ্যায়াং (কর্ম্মানুষ্ঠানং পরিত্যজ্য কেবলং দেবতোপাসনে) রতাঃ, তে [অপি আত্মভাবাৎ] ততঃ (তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ তমসঃ) ভূয়ঃ (বহুতরম্) ইব (এব) তমঃ (অদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তীতিশেষঃ) ॥

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে (অজ্ঞানান্ধকারে) প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল দেবতা-চিন্তায় নিরত থাকে, তাহারা তদপেক্ষাও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করে ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অত্রাদ্যেন মন্ত্রেণ সর্ব্বৈষণাপরিত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা—প্রথমো বেদার্থঃ ; "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং, মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্" ইতি অজ্ঞানাং জিজীবিষূণাং জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভবে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ" ইতি কর্ম্মনিষ্ঠোক্তা—দ্বিতীয়ো বেদার্থঃ। অনয়োশ্চ নিষ্ঠয়োর্ব্বিভাগো মন্ত্রপ্রদর্শিতয়োর্বৃহদারণ্যকেঽপি প্রদর্শিতঃ,— "সোঽকাময়ত—জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা। অজ্ঞস্য কামিনঃ কর্ম্মাণীতি। "মন এবাস্যাত্মা, বাগ্‌জায়া" ইত্যাদিবচনাৎ অজ্ঞত্বং কামিত্বং চ কর্ম্মনিষ্ঠস্য নিশ্চিতমবগম্যতে। তথাচ, তৎফলং সপ্তান্নসর্গস্তেষ্বাত্মভাবেনাত্মস্বরূপাবস্থানং, জায়াদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাসেন চাত্মবিদাং কর্ম্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেন আত্মস্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শিতা,- "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকে" ইত্যাদিনা। যে তু জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনঃ তেভ্যঃ "অসুর্য্যা নাম তে",ইত্যাদিনা অবিদ্বন্নিন্দাদ্বারেণ আত্মনোযাথাত্ম্যং স পর্য্যগাদ্" ইত্যেতদন্তৈর্ম্মন্ত্রৈরুপদিষ্টম্ ; তে হ্যত্রাধিকৃতা ন কামিন ইতি। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি—"অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্" ইত্যাদি বিভজ্যোক্তম্। যে তু কর্ম্মিণঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব জিজীবিষবস্তেভ্য ইদমুচ্যতে ;—অন্ধং তম ইত্যাদি। কথং পুনরেবমবগম্যতে, ন তু সর্ব্বেষামিতি? উচ্যতে—অকামিনঃ সাধ্য-সাধনভেদোপমর্দ্দেন, "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"

ইতি যদ্ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানং, তন্ন কেনচিৎ কর্ম্মণা জ্ঞানান্তরেণ বা হ্যমূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি। ইহ তু সমুচ্চিচীষয়াঽবিদ্বদাদিনিন্দা ক্রিয়তে। তত্র চ যস্য যেন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি ন্যায়তঃ শাস্ত্রতো বা, তদিহোচ্যতে। যৎ দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বেন উপন্যস্তং, ন পরমাত্মজ্ঞানম্, "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইতি পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ তয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোরিহ একৈকানুষ্ঠাননিন্দা সমুচ্চিচীষয়া, ন নিন্দাপরৈব, একৈকস্য পৃথক্ফলশ্রবণাৎ। "বিদ্যয়া তদারোহন্তি," "বিদ্যয়া দেবলোকঃ," "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি," "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি। নহি শাস্ত্রবিহিতং কিঞ্চিদকর্ত্তব্যতামিয়াৎ। তত্র অন্ধংতমঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে? যে অবিদ্যাং—বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা, তাং কর্ম্মেত্যর্থঃ; কর্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। তামবিদ্যামগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে,—তৎপরাঃ সন্তোঽনুতিষ্ঠন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি। কে? কর্ম্ম হিত্বা যে উ যে তু বিদ্যায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ। তত্র অবান্তরফলভেদং বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়কারণমাহ। অন্যথা ফলবদফলবতোঃ সন্নিহিতয়োঃ অঙ্গাঙ্গিতৈব স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রথম মন্ত্রে পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান-নিষ্ঠা গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে আত্মজ্ঞানে অক্ষম, জীবনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মনিষ্ঠা অবলম্বনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার এইরূপই বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। সেখানে আছে,—"প্রথমজাত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ কামনা করিলেন,—যে, 'আমার একটি জায়া (পত্নী) হউক,' ইত্যাদি। সেই বাক্যে আত্মজ্ঞানবিহীন, কামনাবান্ পুরুষের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী 'মনই ইহার আত্মা, বাক্যই ইহার পত্নী', ইত্যাদি বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মজ্ঞানের অভাব ও ভোগ-বিষয়ে অভিলাষই কর্ম্মনিষ্ঠার মূল কারণ; আর সপ্তপ্রকার অন্নের (ভোগ্য পদার্থের)

সৃষ্টি এবং তাহাতেই যে, 'আমি, আমার' ইত্যাদিরূপ মমতা স্থাপন, তাহাই সংসার এবং কর্ম্মনিষ্ঠার ফল। পক্ষান্তরে. যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহাদের পক্ষে 'আমরা সেই সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না', ইত্যাদি বাক্যে পুত্রাদি কামনা ও 'আমি, আমার' প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কর্ম্ম-নিষ্ঠার বিপরীত জ্ঞান-নিষ্ঠাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বস্তুতই যাঁহারা আত্মনিষ্ঠজ্ঞানী, কেবল তাঁহাদেরই জন্য 'স পর্য্যগাৎ' এই মন্ত্রপর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যে আত্মার যথাযথ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে; এবং ইঁহাদের স্তুতির জন্যই "অসুর্য্যা নাম তে লোকাঃ," ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মজ্ঞান-বিহীন পুরুষের নিন্দা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব, জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষেরাই এই আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী, কামনাবান্ (সকাম) পুরুষেরা নহে। শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রোপনিষদে কথিত আছে যে, 'অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশে ঋষিগণ-সেবিত পরমপবিত্র আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপদেশ করিয়াছিলেন।' সেখানে 'অত্যাশ্রমী' শব্দে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ বুঝিতে হইবে এবং তাঁহাদের জন্যই বিশেষভাবে আত্মতত্ত্বোপদেশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যাহারা কর্ম্মনিষ্ঠ—যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের জন্যই এই "অন্ধং তমঃ" মন্ত্র আরব্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

ভাল, এই মন্ত্র যে, কেবল সকাম ব্যক্তির পক্ষেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অন্য কাহারো পক্ষে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা বুঝা যায় কিসে? এ আপত্তির উত্তর এই,—অতীত সপ্তম মন্ত্রে সাধ্য—ফল ও তৎসাধনাদিবিষয়ে ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগের উপদেশ আছে; সুতরাং তাহার সহিত যে কোন কর্ম্মের কিংবা দৈবত-চিন্তার সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান হইতেই পারে না, একথা কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষই অস্বীকার করিতে পারেন না। শাস্ত্র ও ন্যায়ানুসারে

যেরূপ কর্ম্মের সহিত যেরূপ বিদ্যার (দেবতাজ্ঞানের) সমুচ্চয় বা একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাদৃশ কর্ম্ম ও জ্ঞানের (দেবতাজ্ঞানের) সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য, এই অবশ্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কেবলই কর্ম্মে কিংবা কেবলই জ্ঞানে রত অজ্ঞ পুরুষদিগের নিন্দা করা হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে] যে সকল দৈববিত্ত (দেবতার উপাসনা) কর্ম্মের সহিত অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত আছে, সেই সকল জ্ঞান কখনই পরমাত্ম-জ্ঞান হইতে পারে না ; কারণ, এই সকল বিদ্যা বা জ্ঞানের ফল হইতেছে—দেবলোক-প্রাপ্তি, আর পরমাত্ম-জ্ঞানের ফল হইতেছে—মোক্ষ-প্রাপ্তি ; সুতরাং এইরূপ ফলের পার্থক্য হইতেই তৎসাধনীভূত উভয় প্রকার জ্ঞানের-পার্থক্য বা ভেদ সহজেই অনুমিত হয়। অতএব, দেবতাজ্ঞান (দেবতার উপাসনা) ও কর্ম্মা-নুষ্ঠানের একত্র সম্ভব থাকায় কর্ম্ম ও কেবল দেবতারাধনা, একটি-মাত্রের অনুষ্ঠানে নিন্দা করা হইয়াছে, বস্তুতঃ কর্ম্ম বা দেবতোপাসনার নিন্দা করা হয় নাই। তাহা হইলে 'বিদ্যা দ্বারা দেবলোক-লাভ হয়।' 'বিদ্যা দ্বারা সেই স্থানে গমন করে।' 'কর্ম্মীরা সেই স্থানে যাইতে পারে না'। 'কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক-লাভ হয়'—ইত্যাদি রূপে জ্ঞান ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ফলের উল্লেখ থাকিত না। বস্তুতঃ শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম কখনই অকর্ত্তব্য বা অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইতে পারে না।

এই মন্ত্রটির সম্মিলিত অর্থ এইরূপ,—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে, অর্থাৎ 'আমি, আমার' ইত্যাদি অভিমানাত্মক অজ্ঞানে মুগ্ধ হয়। 'অবিদ্যা' অর্থ—আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ; যাহারা কেবলই কর্ম্মতৎপর, তাহারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে ; আর যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া, কেবলই বিদ্যায় (দেবতা-চিন্তায়) নিরত থাকে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অন্ধ তমে প্রবেশ করে।

বিদ্যা ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানে যে দুইটি ফলের উল্লেখ হইল, এই দুইটি ফলই অবান্তর (অপ্রধান) ফল মাত্র, উহাদের এতদ্ভিন্ন আরও ফল আছে। পৃথক্ ফলের উল্লেখ না থাকিলে, সহজেই মনে হইত যে, উভয়ের মধ্যে যাহার ফলোল্লেখ নাই, সেইটি বোধ হয় অপরটির অঙ্গ বা অধীন—স্বতন্ত্র নহে। পৃথক্ পৃথক্ ফলোল্লেখদ্বারা সেই শঙ্কার পরিহার করা হইল ॥ ৯ ॥

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন) অন্যৎ (কর্ম্মফলাৎ পৃথক্) এব (ফলং—দেবলোকপ্রাপ্তিরূপম্), আহুঃ (পণ্ডিতাঃ বদন্তি), অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা) অন্যৎ (ফলং পিতৃলোক-প্রাপ্তিরূপম্) আহুঃ। যে (আচার্য্যাঃ) নঃ (অস্মভ্যং) তৎ (কর্ম্ম, জ্ঞানং চ) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ, তেষাং) ধীরাণাং (ধীমতাং) ইতি (এবং-প্রকারং বচনম্) শুশ্রুম (বয়ং শ্রুতবন্তঃ) ॥

পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিদ্যার ফল অন্য, এবং অবিদ্যারও ফল অন্য। যাহারা আমাদের নিকট ঐ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সুধীগণের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যদেবেত্যাদি। অন্যৎ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যাহুর্বদন্তি, "বিদ্যয়া দেবলোকঃ," "বিদ্যয়া তদারোহন্তি," ইতিশ্রুতেঃ। অন্যদাহুরবিদ্যয়া কর্ম্মণা ক্রিয়তে, "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ," ইতি শ্রুতেঃ। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্; যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎ কর্ম্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ। তেষাময়মাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

[পণ্ডিতগণ] বলেন, দেবতা-চিন্তারূপ বিদ্যা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত-হওয়া যায়, তাহা কর্ম্ম-ফল হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন—দেবলোকাদি প্রাপ্তি। 'বিদ্যাদ্বারা দেবলোক-প্রাপ্তি হয়,' 'বিদ্যা দ্বারা সেই স্থানে

(দেবলোকাদিতে) গমন করে,' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও একথা সমর্থিত হয়। আর অবিদ্যা—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহাও বিদ্যা-ফল হইতে পৃথক্—পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তি। 'বিদ্যাদ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়,' এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। যে সকল বেদাচার্য্য আমাদের নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল সুধীগণের নিকট হইতে আমরা উক্তপ্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

যঃ [পুনঃ] বিদ্যাং (দেবতাজ্ঞানং) চ অবিদ্যাং (কর্ম্ম) চ, তৎ উভয়ং সহ (একেন পুরুষেণ অনুষ্ঠেয়ম্) বেদ (জানাতি, সঃ) অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা) মৃত্যুং (মৃত্যুজনকং কাম্যকর্ম্মাদিকং মোক্ষলাভ-প্রতিকূলং বা) তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন, উপাসনয়া বা) অমৃতং (চিরজীবিত্বং, দেবতাত্মভাবমিত্যর্থঃ) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥

যে লোক জানে যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে, সে অবিদ্যাদ্বারা মর্ত্ত্যভাব অতিক্রম করিয়া, বিদ্যাদ্বারা দেবভাব লাভ করে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবম্, অতঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কর্ম্ম চেত্যর্থঃ। যস্তৎ এতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং বেদ,তস্যৈবং সমুচ্চয়কারিণ এব একপুরুষার্থসম্বন্ধঃ ক্রমেণ স্যাদিত্যুচ্যতে,—অবিদ্যয়া কর্ম্মণা—অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্, উভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তদ্ধি অমৃতমুচ্যতে, যদ্দেবতাত্মগমনম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু, উক্তপ্রকার বিদ্যা ও কর্ম্মের পৃথক্ অনুষ্ঠানে দোষ-শ্রুতি আছে ; অতএব যে লোক জানে যে, দেবতাচিন্তা ও কর্ম্মানুষ্ঠান একই ব্যক্তি এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতে পারে ; সে লোক

নিশ্চয়ই দেবতাচিন্তা ও বিহিত কর্ম্ম, উভয়েরই একত্র অনুষ্ঠান করে, এবং ক্রমে তাহাদ্বারাই আপন অভীষ্ট ফলও প্রাপ্ত হয়। প্রথমে কর্ম্মরূপ অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে, পশ্চাৎ দেবতাচিন্তারূপ বিদ্যাদ্বারা অমৃত (ক্রমমুক্তি) লাভ করে। এখানে মৃত্যু অর্থ—অবিবেকী পুরুষের অবিশুদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম্ম, এবং 'অমৃত' অর্থ—দেবতার স্বরূপপ্রাপ্তি, কিন্তু মুক্তি নহে * ॥ ১১ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাংরতাঃ ॥ ১২ ॥

যে [পুনঃ অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি অনাদৃত্য] অসম্ভূতিং (কারণভূতাং প্রকৃতিমেব) উপাসতে (ভজন্তি), তে অন্ধং তমঃ (অদর্শনাত্মকম্ অজ্ঞানং) প্রবিশন্তি। যে উ (অপি), সম্ভূত্যাং (উৎপত্তিশীলে হিরণ্যগর্ভাদৌ, তদুপাসনে ইতি ভাবঃ) রতাঃ (আসক্তাঃ), তে ততঃ ভূয়ঃ ইব (তস্মাদধিকমিব) তমঃ (প্রবিশন্তি ইতি শেষঃ)॥

যাহারা অসম্ভূতির (প্রকৃতির) উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ-তমে প্রবেশ করে। আর যাহারা সম্ভূতির (হিরণ্যগর্ভাদির) উপাসনা করে, তাহারা আরও অধিক অন্ধ তমে প্রবেশ করে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসম্ভূতিং, সম্ভবনং সম্ভূতিঃ, সা যস্য কার্য্যস্য, সা সম্ভূতিঃ,

* আত্ম-জ্ঞানবিমুখ অবিবেকী লোক যতই দেবতোপাসনা ও কর্ম্মানুষ্ঠান করুক না কেন, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে পারে না; এই কারণ অজ্ঞ পুরুষদিগের অনাত্মচিন্তা ও কর্ম্মানুষ্ঠানকে 'মৃত্যু' বলা হইয়াছে।

'অমৃত' শব্দের দুই অর্থ—মুক্তি ও দেবত্ব। আত্মজ্ঞানীর দেহপাতেই মুক্তি হয়, তাহার আর পুনর্ব্বার মরণ হয় না; এই কারণে তাহাকে অমৃত বলে। আর দেবগণ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হন, এবং প্রলয় কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকেন, মরেন না, এই কারণে তাঁহাদিগকেও 'অমৃত' বলে। পুরাণ-শাস্ত্রে আছে,—"আভূতসংপ্লবং স্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।" অর্থাৎ প্রলয়পর্যান্ত অবস্থিতিকে 'অমৃতত্ব' বলে। এই কারণই আচার্য্য এস্থলে 'অমৃত' শব্দে দেবভাবপ্রাপ্তি অর্থ করিয়াছেন।

তস্যা অন্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ—কারণমবিদ্যা অব্যাকৃতাখ্যা; তাম্ অসম্ভূতিম্ অব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং কারণমবিদ্যাং কাম-কর্ম্মবীজভূতাম্ অদর্শনাত্মিকাম্ উপাসতে যে তে তদনুরূপমেব অন্ধং তমোঽদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তি। ততস্তস্মাদপি ভূয়ো বহুতরমিব তমঃ প্রবিশন্তি, যে উ সম্ভূত্যাং কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাখ্যে রতাঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্যষ্টির যেমন এক একটির পৃথক্ ভাবে বা সমুচ্চয়ে উপাসনা হইতে পারে, তেমনি সমষ্টিরও এক সঙ্গে উপাসনা হইতে পারে; তন্মধ্যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্র (সমুচ্চয়ে) উপাসনা-বিধানার্থ তদুভয়ের পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করিতেছেন।

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার নাম সম্ভূতি, আর যাহার উৎপত্তি নাই, স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব, তাহার নাম অসম্ভূতি। সুতরাং সম্ভূতির অর্থ হইতেছে,—উৎপত্তিশীল বস্তু হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি; আর অসম্ভূতির অর্থ হইতেছে,—জগতের মূল কারণ, অব্যাকৃত শব্দবাচ্য, (কোন নাম ও রূপে অভিব্যক্ত নহে, এমন) প্রকৃতি; জীবের সুখ-দুঃখ-ভোগের কারণীভূত কর্ম্মময় বীজ এই অব্যাকৃত প্রকৃতিতেই নিহিত থাকে।

যাহারা অনাত্মক (জড়রূপা) এই অব্যাকৃত প্রকৃতির (অসম্ভূতির) উপাসনা করে, তাহারা সেই উপাসনানুসারে অন্ধ তমে অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে; আর যাহারা সম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় রত থাকে, তাহারা আরও অধিকতর অন্ধ তমে প্রবেশ করে * ॥ ১২ ॥

---

* অভিপ্রায় এই যে,—জগতের প্রধান উপাদান সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে; তখন তাহাকে 'প্রকৃতি' বলে। যে অবস্থায় কোন কার্য্যই হয় না, সেই অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলে। মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান ও অব্যাকৃত, ইহারই নামান্তর। এই প্রকৃতি অচেতন—জড় পদার্থ এবং সমস্ত জগতের মূল কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ও জীবের শুভাশুভ কর্ম্মবাসনা—পুণ্য-পাপ, সমস্তই সূক্ষ্মভাবে বা অনভিব্যক্তরূপে ইহাতে লুক্কায়িত থাকে; এই নিমিত্ত ইহাকে 'অব্যাকৃত' ও 'অসম্ভূতি' বলা হয়। জাগতিক যে কোন পদার্থ—এমন কি হিরণ্যগর্ভের শরীর পর্য্যন্ত এই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া 'সম্ভূতি' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

সম্ভবাৎ (হিরণ্যগর্ভোপাসনাৎ) অন্যৎ (পৃথক্) এব [ফলং অণিমাদ্যৈশ্বর্য্য-লাভ-রূপম্ উৎপদ্যতে ইতি] আহুঃ (বদন্তি) [ধীরা ইতি শেষঃ]। অসম্ভবাৎ (অব্যাকৃতাৎ, তদুপাসনাদিত্যর্থঃ) অন্যৎ (পৃথক্ ফলং অন্ধতমঃ প্রাপ্তিং, প্রকৃতিলয়ং চ) আহুঃ। [কে?—] যে তৎ (ফলদ্বয়ং) নঃ (অস্মভ্যং) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ)। [তেষাং] ধীরাণাং [এবং -] ইতি (বচনম্) [বয়ং] শুশ্রুম ॥

পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভূতির ফল পৃথক্, আর অসম্ভূতির ফল পৃথক্। যাহারা আমাদের নিকট ঐ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সুধীগণের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধুনোভয়রূপোপাসনয়োঃ সমুচ্চয়-কারণম্ অবয়বফলভেদমাহ,—অন্যদেবেতি। অন্যদেব পৃথগেব আহুঃ ফলং সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাৎ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্য-লক্ষণং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চ অন্যদাহুরসম্ভবাৎ অসম্ভূতেঃ অব্যাকৃতাৎ অব্যাকৃতোপাসনাৎ, যদুক্তম্—"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" ইতি, প্রকৃতিলয় ইতি চ পৌরাণিকৈরুচ্যতে, ইত্যেবং শুশ্রুম ধীরাণাং বচনম্, যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ব্যাকৃতা-ব্যাকৃতোপাসনফলং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

উক্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্র (সমুচ্চয়ে) অনুষ্ঠান করিলে, উহাদের এক একটি হইতে কি কি ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা বলিতে-ছেন,—পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভব—(সম্ভূতি) হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল পৃথক্—অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ, (*) আর অসম্ভব অর্থাৎ

* উপাসনা বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তং যথা যথা উপাসতে, ইতঃপ্রেত্য তথা ভবতি; অর্থাৎ ব্রহ্মকে যে লোক যে ভাবে উপাসনা করে, সে লোক মৃত্যুর পর সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাহারা অজ্ঞানাত্মক প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা দীর্ঘকাল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থাই লাভ করে। 'দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ।' এই বচনানু-সারে জানা যায় যে, তাহারা দশ মন্বন্তর পর্যান্ত প্রকৃতিতে বিলীন থাকে। আর জগৎ-সমষ্টিরূপা

অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনার ফলও পৃথক্ বা অন্যরূপ—অন্ধ তমে প্রবেশ। পৌরাণিকগণের মতে প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্তিও উহার অপর একটি ফল। যে সকল সুধীগণ আমাদের নিকট এই ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উপাসনার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি॥ ১৩॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ꣳ সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪॥

যঃ সম্ভূতিং (অত্র অকার-লোপঃ দ্রষ্টব্যঃ, ততশ্চ অসম্ভূতিং অব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিমিত্যর্থঃ।) চ, বিনাশং (ব্যাকৃত-হিরণ্যগর্ভাদিং) চ, তৎ উভয়ং সহ (একেন এব পুরুষেণ অনুষ্ঠেয়ম্) বেদ (জানাতি), সঃ বিনাশেন (হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসনেন) মৃত্যুম্ (অধর্ম্ম-কামাদিলক্ষণম্ অনৈশ্বর্য্যং) তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) সম্ভূত্যা (অব্যাকৃত-প্রকৃত্যুপাসনেন) অমৃতম্ (প্রকৃতিলয়ম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি।)

যে লোক বুঝিয়াছে যে, অসম্ভূতি ও বিনাশ—হিরণ্যগর্ভের একসঙ্গে আরাধনা হইতে পারে, সে লোক বিনাশের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অসম্ভূতির দ্বারা অমৃত ভোগ করে॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবম্, অতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনয়োর্যুক্ত এবৈকপুরুষার্থত্বাচ্চ, ইত্যাহ,—সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ꣳ সহ। বিনাশেন—বিনাশো ধর্ম্মো যস্য কার্য্যস্য, সঃ; তেন ধর্ম্মিণা অভেদেন উচ্যতে বিনাশ ইতি। তেন তদুপাসনেন অনৈশ্বর্য্যম্ অধর্ম্মকামাদিদোষজাতং চ মৃত্যুং তীর্ত্বা, হিরণ্যগর্ভো-

---

প্রকৃতির ব্যষ্টিভাব হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি এক একটি রূপ লইয়া উপাসনা করে; তাহারা সেই ব্যষ্টির অনুরূপই ফল প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য্য, অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা, এই আটটিকে ঐশ্বর্য্য বলে। তন্মধ্যে, অণিমা—পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মতালাভের ক্ষমতা। লঘিমা—তুলার মত হাল্কা হইবার শক্তি। প্রাপ্তি—একস্থানে থাকিয়া অন্য স্থানের বস্তুকেও হস্ত দ্বারা পাইবার ক্ষমতা। প্রাকাম্য—ইচ্ছামত বিষয় পাইবার শক্তি। মহিমা—পর্ব্বতাদির ন্যায় বৃহত্তরতা-লাভের ক্ষমতা। ঈশিত্ব—সকলকে নিজের শাসনে রাখিবার ক্ষমতা। বশিত্ব—ভূত ভৌতিক সমস্ত পদার্থকে নিজের বশে রাখিবার শক্তি। কামাবসায়িতা—কোথাও ইচ্ছা ব্যাহত না হওয়া। চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনায় উক্ত অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

পাসনেন হ্যণিমাদিপ্রাপ্তিঃ ফলম্, তেনানৈশ্বর্য্যাদিমৃত্যুমতীত্য অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনয়া অমৃতং প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্নুতে। "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ" ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ, প্রকৃতিলয়ফলশ্রুত্যনুরোধাৎ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত কারণে এবং একই ব্যক্তির অনুষ্ঠানের যোগ্য বলিয়াও যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, সম্ভূতি (অসম্ভূতি) ও বিনাশ, এই উভয়ই এক ব্যক্তির অনুষ্ঠান-যোগ্য; সেই ব্যক্তি প্রথমে বিনাশ (হিরণ্যগর্ভাদির) উপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, পশ্চাৎ সেই ঐশ্বর্য্যদ্বারা অনৈশ্বর্য্য, অধর্ম্ম ও বিষয়-বাসনা প্রভৃতি দোষরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অনন্তর, প্রকৃতিসংজ্ঞক অসম্ভূতির উপাসনাদ্বারা অমৃত লাভ করেন, অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিলীন থাকেন।

'ধর্ম্ম (গুণ) ও ধর্ম্মী (গুণবান্) ভিন্ন বা পৃথক্ নহে,' এই নিয়মানুসারে বিনাশ-ধর্ম্মযুক্ত (বিনাশী) হিরণ্যগর্ভাদিকেই এখানে 'বিনাশ' বলা হইয়াছে। আর ছন্দের অনুরোধে 'অসম্ভূতি'-শব্দের অকারের লোপ করিয়া 'সম্ভূতি' করা হইয়াছে; সুতরাং উহার অর্থ—অসম্ভূতি—প্রকৃতি। এই কারণেই উহার উপাসনায় প্রকৃতি-লয়-রূপ ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে; সম্ভূতি-পদবাচ্য কোন জন্য-পদার্থের উপাসনায় প্রকৃতিতে লয় হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

হিরণ্ময়েন (জ্যোতির্ম্ময়েন) পাত্রেণ (অপিধানভূতেন) সত্যস্য (আদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ) মুখং (প্রাপ্তিদ্বারম্) অপিহিতম্ (আচ্ছাদিতম্)। পূষন্! (জগৎপোষক! পরমাত্মন্!) ত্বং সত্যধর্ম্মায় (সত্যধর্ম্মানুষ্ঠাত্রে মহ্যং সত্যধর্ম্মস্য মম ইতি বা) দৃষ্টয়ে (সত্যস্য সাক্ষাৎকারায়) তৎ (মুখম্) অপাবৃণু (অপাবৃতম্ অনাচ্ছাদিতম্—উন্মুক্তং কুরু) ॥

হে পূষন্ (জগৎপোষক !) জ্যোতির্ম্ময় পাত্র (সূর্য্যমণ্ডল) দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর ; সত্যধর্ম্মপরায়ণ আমি উহা দর্শন করি ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মানুষ-দৈববিত্তসাধ্যং ফলং শাস্ত্রলক্ষণং প্রকৃতিলয়ান্তম্ ; এতাবতী সংসারগতিঃ। অতঃপরং পূর্ব্বোক্তম্ "আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ" ইতি সর্ব্বাত্মভাব এব সর্ব্বৈষণাসন্ন্যাস জ্ঞাননিষ্ঠাফলম্। এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিলক্ষণো বেদার্থোঽত্র প্রকাশিতঃ। তত্র প্রবৃত্তিলক্ষণস্য বেদার্থস্য বিধিপ্রতিষেধলক্ষণস্য কৃৎস্নস্য প্রকাশনে প্রবর্গ্যান্তং ব্রাহ্মণমুপযুক্তম্। নিবৃত্তিলক্ষণস্য বেদার্থস্য প্রকাশনে অত ঊর্দ্ধং বৃহদারণ্যকমুপযুক্তম্। তত্র নিষেকাদিশ্মশানান্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জিজীবিষেদ্ যো বিদ্যয়া সহাপরব্রহ্মবিষয়য়া। তদুক্তং "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" ইতি। তত্র কেন মার্গেণ অমৃতত্বম্ অশ্নুতে ইত্যুচ্যতে,—"তদ্ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ, এতদুভয়ং সত্যং ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্তকর্ম্মকৃচ্চ যঃ, সোঽন্তকালে প্রাপ্তে সত্যাত্মানমাত্মনঃ প্রাপ্তিদ্বারং যাচতে হিরণ্ময়েন পাত্রেণ। হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতির্ম্ময়মিত্যেতৎ। তেন পাত্রেণেব অপিধানভূতেন সত্যস্যৈব আদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ অপিহিতম্ আচ্ছাদিতং মুখং দ্বারম্, তৎ ত্বং হে পূষন্ অপাবৃণু অপসারয়, সত্যধর্ম্মায়—তব সত্যস্য উপাসনাৎ সত্যং ধর্ম্মো যস্য মম সোঽহং সত্যধর্ম্মা তস্মৈ মহ্যম্, অথবা যথাভূতস্য ধর্ম্মস্যানুষ্ঠাত্রে, দৃষ্টয়ে তব সত্যাত্মন উপলব্ধয়ে ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

মানুষবিত্ত—পশু, ভূমি, হিরণ্যাদি ও দৈববিত্ত—দেবতা-চিন্তাদি, এই উভয়প্রকার বিত্তদ্বারা শাস্ত্রোক্ত যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে, প্রকৃতিতে লয় হওয়াই সেই সকল কর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু সেই সমস্ত ফলই সংসারের অন্তর্গত ও ধ্বংসশীল, (মুক্তির সহিত এ সকলের বড় বেশী সম্বন্ধ নাই)। সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস বা জ্ঞান-নিষ্ঠা অবলম্বনের ফল—সর্ব্বাত্ম-ভাব

প্রাপ্তি। এই উভয়প্রকার ফলই পূর্ব্বপূর্ব্ব মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে: সুতরাং বলিতে হয় যে,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয়বিধ বৈদিক ধর্ম্মই অতীত মন্ত্রসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, বৈদিক বিধি-নিষেধাত্মক যে সকল বিষয় প্রবৃত্তিপথের উপযোগী, তন্নির্ণয়ার্থ 'প্রবর্গ কাণ্ড' (একপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি) উক্ত হইয়াছে, তাহার পর নিবৃত্তি-পথের উপযোগী প্রমাণ-সমূহও বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

[এখন বুঝিতে হইবে যে,] যে লোক অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা-সহকারে শ্মশানান্ত (মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম বিহিত আছে, সেই সকল) কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জন্য দশম মন্ত্রে অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্ব্বক বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-পথের মধ্যে কোন পথে প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ করা যাইতে পারে, এখন তাহার বিষয় কথিত হইতেছে,—[শ্রুতিতে আছে,] 'এই আদিত্যই সত্য পুরুষ; সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ, ও দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ, এই উভয়ই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম।' যে লোক এই ব্রহ্ম-পুরুষের উপাসনা করে, এবং শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সেই লোক "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ" ইত্যাদি মন্ত্রে এইরূপে আত্ম-লাভের উপায় প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—হে পূষন্! (জগৎপোষক!) হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় (মণ্ডলরূপ) পাত্রদ্বারা সেই সত্যব্রহ্মের প্রাপ্তি-পথ আবৃত আছে; সত্যরূপী তোমার উপাসনায় এবং প্রকৃতধর্ম্মের সেবায় আমি সত্যধর্ম্ম লাভ করিয়াছি; অতএব আমি যাহাতে সত্য ও আত্মস্বরূপ তোমার রূপ দর্শন করিতে পারি, সেইরূপে আমার নিকট হইতে সেই হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দাও ॥ ১৫ ॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

পূষন্ (হে জগৎপোষক সূর্য্য!), একর্ষে (একাকিগমনশীল!) যম (সর্ব্বসংযমকারিন্) সূর্য্য (ভূম্যাদিরসগ্রাহিন্!) প্রাজাপত্য (প্রজাপতিসম্ভূত!) রশ্মীন্ (মম চক্ষুষ উপতাপকান্) ব্যূহ (বিগময়), তেজঃ (আত্মীয়ং জ্যোতিঃ) সমূহ (সংকোচয়)। তে (তব) যৎ কল্যাণতমং (অত্যন্তশোভনং পরমমঙ্গলং বা) রূপং তে (তব) [আত্মরূপিণঃ প্রসাদাৎ] তৎ [অহং] পশ্যামি। যঃ অসৌ (জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়-সাক্ষী আদিত্য মণ্ডলস্থঃ) পুরুষঃ, সঃ অহম্ অস্মি ভবামি।

[হে জগৎপোষক, একচর, সংযমনকারিন্ প্রজাপতিসম্ভূত সূর্য্য! রশ্মিসমূহ দূর কর; এবং তীব্রতেজঃ সঙ্কোচিত কর; তোমার যাহা অতি মঙ্গলময় রূপ, তাহা দর্শন করি। এই যে, মণ্ডলস্থ পুরুষ, আমিও তৎস্বরূপ হইয়াছি ॥ ১৬ ॥]

শাঙ্করভাষ্যম্।

পূষন্নিতি। হে পূষন্! জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবিঃ, তথৈক এব ঋষতি গচ্ছতীত্যেকর্ষিঃ, হে একর্ষে! তথা সর্ব্বস্য সংযমনাদ্ যমঃ, হে যম! তথা রশ্মীনাং প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ, হে সূর্য্য! প্রজাপতেরপত্যং প্রাজাপত্যঃ, হে প্রাজাপত্য! ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্। সমূহ একীকুরু উপসংহর তে তেজস্তাপকং জ্যোতিঃ। যৎ তে তব রূপং কল্যাণতমমত্যন্তশোভনম্, তৎ তে তবাত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি। কিঞ্চ, অহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে, যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাৎ, পূর্ণং বা অনেন প্রাণবুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ, পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ, সোঽহমস্মি ভবামি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

হে জগৎপোষণকারিন্ পূষন্, হে একাকী বিচরণশীল—একর্ষে, হে সর্ব্বসংহারকারিন্—যম, হে তেজঃ ও রশ্মিগ্রাহিন্—সূর্য্য,

হে প্রজাপতিনন্দন—প্রাজাপত্য! তুমি তোমার রশ্মিসমূহ অপসারিত কর, এবং সন্তাপকর তেজকে সংকোচিত কর; তোমার যাহা অতিশয় কল্যাণময়—সুন্দর রূপ, তাহা তোমার অনুগ্রহে দর্শন করিব। অপিচ, আমি তোমার নিকট ভৃত্যের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছি না; পরন্তু এই যে, আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ, ব্যাহৃতি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) তাঁহার অবয়ব এবং পুরুষের মত তাঁহার আকৃতি বলিয়াই হউক, অথবা, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে তাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত বলিয়াই হউক, কিংবা হৃৎপদ্মরূপ পুরে বাস করেন বলিয়াই হউক, তিনি 'পুরুষ'-পদবাচ্য; আমি তাঁহারই স্বরূপ ॥ ১৬ ॥

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তꣳ শরীরম্।
ওঁম্ ক্রতো স্মর, কৃতꣳ স্মর, ক্রতো স্মর
কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

অথ (ইদানীং) [মরিষ্যতঃ মম] বায়ুঃ (প্রাণঃ) অনিলম্ (অধিদৈবতং সর্ব্বাত্মকং) অমৃতং (সূত্রাত্মানম্) (প্রতিপদ্যতাম্ ইতি শেষঃ)। ইদং শরীরম্ [অগ্নৌ হুতং সৎ] ভস্মান্তং [ভূয়াৎ]। ওঁম্ (ব্রহ্মপ্রতীকত্বাৎ সশক্তিকং ব্রহ্ম) ক্রতো! (হে সংকল্পাত্মক মনঃ) [অধুনা কর্ত্তব্যং কর্ম্ম] স্মর (চিন্তয়), কৃতং (যাবজ্জীবমনুষ্ঠিতং কর্ম্ম চ) স্মর।

অনন্তর আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হউক। হে চিন্তাশীল মন! তুমি তোমার কৃত ও কর্ত্তব্য বিষয় স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বায়ুরিতি। অথেদানীং মম মরিষ্যতো বায়ুঃ প্রাণোঽধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বা অধিদৈবতাত্মানং সর্ব্বাত্মকমনিলমমৃতং সূত্রাত্মানং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্যশেষঃ। লিঙ্গঞ্চেদং জ্ঞানকর্ম্মসংস্কৃতমুৎক্রামত্বিতি দ্রষ্টব্যম্, মার্গ-যাচনসামর্থ্যাৎ। অথেদং শরীরমগ্নৌ হুতং ভস্মান্তং ভূয়াৎ। ওঁমিতি যথোপাসনম্ ওঁম্ প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে। হে ক্রতো সঙ্কল্পাত্মক স্মর যৎ মম

স্মর্তব্যং, তস্য কালোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ, অতঃ স্মর। এতাবন্তং কালং ভাবিতং কৃতঞ্চাগ্নে (১) স্মর—যৎ ময়া বাল্যপ্রভৃত্যনুষ্ঠিতং কর্ম্ম, তচ্চ স্মর। ক্রতো স্মর, কৃতং স্মরেতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত; এখন আমার প্রাণবায়ু অধ্যাত্ম-সীমা, অর্থাৎ দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বায়ুর অধিদেবতা সূত্রাত্মাকে (সূক্ষ্ম রূপ) প্রাপ্ত হউক, এবং সদসৎ চিন্তা ও শুভাশুভ কর্ম্মের সংস্কার যুক্ত এই লিঙ্গ শরীর ※ স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হউক, অনন্তর এই শরীর অগ্নিতে আহুত হইয়া ভস্মে পরিণত হউক। হে ক্রতো—শুভাশুভচিন্তাকারিন্ মন! এখন স্মরণ কর, যাহা তোমার স্মরণ করা উচিত; তাহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। শৈশব হইতে এ কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছ, তাহাও স্মরণ কর। আগ্রহাতিশয়ে একই কথার পুনরুক্তি করা হইয়াছে। উপাসনা কালে প্রথমেই প্রণবের ব্যবহার হয়; তদনুসারে এখানেও সত্যরূপী অগ্নি ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জ্ঞাপনার্থ সর্ব্বাত্মবোধক প্রণবের প্রথমে প্রয়োগ করা হইয়াছে॥ ১৭॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ *
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥ ১৮॥

* অগ্রে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(※) তাৎপর্য্য,—স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে আরো একটি শরীর আছে, তাহার নাম 'লিঙ্গশরীর। নিম্নলিখিত সপ্তদশটি অবয়বে সেই শরীর নির্ম্মিত। সেই সতেরটি অবয়ব এই,—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ প্রাণ, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন ও বুদ্ধি। উক্ত লিঙ্গশরীরেই জীবগণের শুভাশুভকর্ম্মের এবং সদসৎ চিন্তার সংস্কার নিহিত থাকে। জীব এই শরীরে থাকিয়াই স্বর্গ নরকাদি স্থানে গমন ও কর্ম্মানুযায়ী ভোগ সম্পাদন করে। জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার নাশ বা বিলয় হয় না।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

হে অগ্নে, অস্মান্ রায়ে (ধনায়, কর্ম্মফলভোগায়) সুপথা (শোভনেন দেবযানাখ্য-মার্গেণ) নয় (গময়)। হে দেব, [ত্বং] বিশ্বানি (সর্ব্বাণি) বয়ুনানি (কর্ম্মাণি, জ্ঞানানি বা) বিদ্বান্ (জানন্) অস্মৎ (অস্মত্তঃ) জুহুরাণং (কুটিলম্) এনঃ (পাপং) যুযোধি (বিযোজয়, নাশয়েতিযাবৎ)। তে (তুভ্যং) ভূয়িষ্ঠাং (বহুতরাং) নম-উক্তিং (নমস্কারবচনং) বিধেম (নমস্কারেণ ত্বাং প্রসাদয়েম ইতি ভাবঃ)।

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব! তুমি আমাদের সমস্ত কর্ম্মই জান; আমাদের অপকারী পাপসমূহ বিদূরিত কর। আমরা প্রচুর পরিমাণে তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরন্যেন মন্ত্রেণ মার্গং যাচতে,—অগ্নে নয়েতি। হে অগ্নে, নয় গময়, সুপথা শোভনেন মার্গেণ। সুপথেতি বিশেষণং দক্ষিণমার্গ-নিবৃত্ত্যর্থম্। নির্বিণ্ণোঽহং দক্ষিণেন মার্গেণ গতাগতলক্ষণেন, অতো যাচে ত্বাং পুনঃপুনর্গমনাগমনবর্জ্জিতেন শোভনেন পথা নয়। রায়ে ধনায়—কর্ম্মফলভোগায়েত্যর্থঃ। অস্মান্ যথোক্তধর্ম্ম-ফলবিশিষ্টান্, বিশ্বানি সর্ব্বাণি, হে দেব, বয়ুনানি কর্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানন্। কিঞ্চ, যুযোধি বিযোজয় বিনাশয়—অস্মৎ অস্মত্তো জুহুরাণং কুটিলং বঞ্চ-নাত্মকমেনঃ পাপম্। ততো বয়ং বিশুদ্ধাঃ সন্ত ইষ্টং প্রাপ্স্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিন্তু বয়মিদানীং তে ন শক্নুমঃ পরিচর্য্যাং কর্ত্তুম্; ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাম্ তে তুভ্যং নম-উক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম নমস্কারেণ পরিচরেম ইত্যর্থঃ।

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে" ইতি শ্রুত্বা কেচিৎ সংশয়ং কুর্ব্বন্তি, অতস্তন্নিরাকরণার্থং সঙ্ক্ষেপতো বিচারণাং করিষ্যামঃ। তত্র তাবৎ কিন্নিমিত্তঃ সংশয় ইত্যুচ্যতে;—বিদ্যা-শব্দেন মুখ্যা পরমাত্মবিদ্যৈব কস্মাৎ ন গৃহ্যতেঽমৃতত্বঞ্চ? ননূক্তায়াঃ পরমাত্ম-

বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণশ্চ বিরোধাৎ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। সত্যম্, বিরোধস্তু নাবগম্যতে, বিরোধাবিরোধয়োঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বাৎ; যথা অবিদ্যানুষ্ঠানং বিদ্যোপাসনঞ্চ শাস্ত্র-প্রমাণকম্, তথা তদ্বিরোধাবিরোধাবপি। যথা চ "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি ইতি" শাস্ত্রাদবগতং পুনঃ শাস্ত্রেণৈব বাধ্যতে, "অধ্বরে পশুং হিংস্যাদ্" ইতি, এবং বিদ্যা-বিদ্যয়োরপি স্যাৎ। বিদ্যাকর্ম্মণোশ্চ সমুচ্চয়ো ন "দূরমেতে বিপরীতে বিষুচী, অবিদ্যা, যা চ বিদ্যা" ইতি শ্রুতেঃ। "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ" ইতিবচনাদবিরোধইতি চেৎ, ন; হেতু-স্বরূপ-ফলবিরোধাৎ। বিদ্যাবিদ্যা-বিরোধাবিরোধয়োর্বিকল্পাসম্ভবাৎ সমুচ্চয়-বিধানাদবিরোধ এবেতি চেৎ, ন; সহসম্ভবানুপপত্তেঃ। ক্রমেণৈকাশ্রয়ে স্যাতাং বিদ্যাবিদ্যে ইতি চেৎ, ন; বিদ্যোৎপত্তৌ অবিদ্যায়া হ্যস্তত্বাৎ তদাশ্রয়েঽ-বিদ্যানুপপত্তেঃ। ন হ্যগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতিবিজ্ঞানোৎপত্তৌ যস্মিন্নাশ্রয়ে তদুৎপন্নং, তস্মিন্নেবাশ্রয়ে শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেত্যবিদ্যায়া উৎপত্তিঃ, নাপি সংশয়োঽজ্ঞানং বা। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনু-পশ্যতঃ॥" ইতি শোকমোহাসম্ভবশ্রুতেঃ। অবিদ্যাসম্ভবাত্তদুপাদানস্য কর্ম্মণো-ঽপ্যনুপপত্তিমবোচামঃ, অমৃতমশ্নুত ইত্যাপেক্ষিকমমৃতম্। বিদ্যাশব্দেন পরমাত্ম-বিদ্যা গ্রহণে হিরণ্ময়েন ইত্যাদিনা দ্বার-মার্গাদিযাচনমনুপপন্নং স্যাৎ। তস্মাদুপাসনয়া সমুচ্চয়ঃ ন পরমাত্মবিজ্ঞানেনেতি যথাঽস্মাভির্ব্যাখ্যাত এব মন্ত্রাণামর্থ ইত্যুপরম্যতে॥ ১৮॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যং সম্পূর্ণম্॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণায়াতা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুনশ্চ অপর মন্ত্রে অভীষ্ট পথ প্রার্থনা করিতেছেন,—হে অগ্নি! আমাকে সুপথে লইয়া যাও। 'সুপথ' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমি কর্ম্মিগণের দক্ষিণ-পথে বহুবার গমন করিয়া জন্ম-মরণ যাতনা ভোগ করিয়াছি। এখন তাহাতে নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) হইয়াছে, আর যেন সেই দক্ষিণ-পথে যাইয়া যাতনা ভোগ করিতে

না হয়, তাহা তুমি কর, অতি সুন্দর দেবযান পথে লইয়া যাও এবং আমাদের উপযুক্ত ফল প্রদান কর।

হে দেব! তুমি আমাদের আচরিত কর্ম্ম ও জ্ঞান, সমস্তই জান; অতএব কুটিলস্বভাব (আপাততঃ মনোরম কিন্তু পরিণামে ক্লেশ-প্রদ) পাপসকল বিদূরিত কর; তাহা হইলেই আমরা নিষ্পাপ—বিশুদ্ধ হইয়া শুভ ফল পাইতে পারিব। হে দেব! এখন মৃত্যুকাল উপস্থিত; এ সময় আর অন্য প্রকারে তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারিতেছি না, অতএব কেবলই নমস্কার করিতেছি; অর্থাৎ কেবল নমস্কার দ্বারাই তোমার আরাধনা করিতেছি; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান কর।

ভাষ্যকার বলিতেছেন,—'অবিদ্যা' ও 'বিনাশ সেবার' ফল মৃত্যু অতিক্রম করা, আর বিদ্যা ও অসম্ভূতি-সেবার ফল অমৃতত্ব লাভ; এই দ্বিবিধ ফল শ্রুতি দর্শন করিয়া কেহ কেহ শঙ্কা করিয়া থাকেন যে, আমরা যে প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যার এবং অসম্ভূতি ও বিনাশের সেবায় বিরোধ ও অবিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা বোধ হয় সত্য নহে। সেই শঙ্কা নিবারণার্থ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। তাহাদের আপত্তি এই যে, এখানে 'বিদ্যা' শব্দে প্রকৃত বিদ্যা—পরমাত্ম-জ্ঞান ও অমৃতশব্দে মুখ্য অমৃতত্ব—মুক্তি অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ কি? অবশ্য একথার উপরেও আপত্তি হইতে পারে যে,পরমাত্ম-জ্ঞানের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ যখন অপরিহার্য্য, তখন তদুভয়ের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান ত কিছুতেই হইতে পারে না? হ্যাঁ, একথা সত্য বটে; কিন্তু এখানে ত সেই বিরোধের সম্ভাবনা নাই; কারণ, কাহার সহিত কাহার বিরোধ হইতে পারে, না পারে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। যে শাস্ত্র বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাসনার বিধান করিতেছেন, সেই শাস্ত্রই যখন তদুভয়ের

সমুচ্চয়ে অনুমতি দিতেছেন, তখন তদ্বিষয়ে আর বিরোধ কি আছে? যেমন, 'কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না'; এই শাস্ত্র যে প্রাণিহিংসার অকর্ত্তব্যতা বা অবৈধতা জ্ঞাপন করিতেছে; 'যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে', এই শাস্ত্র আবার সেই প্রাণিহিংসারই অনুমতি দিয়া কর্ত্তব্যতা বিধান করিতেছেন। তদুভয়ের বিরোধ নাই। বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা। 'বিদ্যা ও অবিদ্যা বিপরীত ফলপ্রদ ও অত্যন্ত বিরুদ্ধ; এই শাস্ত্র দ্বারা যেমন বিদ্যাং ও অবিদ্যার সমুচ্চয় নিষিদ্ধ হইয়াছে; তেমনি আবার "বিদ্যাং বা বিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ", এই শাস্ত্র দ্বারা তদুভয়ের অবিরোধ বা সহানুষ্ঠানও সমর্থিত হইয়াছে। না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; তাহা হইলে বিদ্যা ও অবিদ্যার হেতু, স্বরূপ ও ফলের বিরোধ উপস্থিত হয়, অবিদ্যার হেতু—অজ্ঞান (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি। আর বিদ্যার হেতু ঠিক তাহার বিপরীত। এবং উভয়ের স্বরূপ ও ফল এক প্রকার নহে—সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যার অবিরোধ বা সমুচ্চয় হইতেই পারে না।

যদি বল, হয় বিদ্যার অনুশীলন, না হয় অবিদ্যার অনুষ্ঠান করিবে; এইরূপে যখন বিকল্প-ব্যবস্থা হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্র যখন উভয়ের সহানুষ্ঠানের বিধান দিতেছেন, তখন কখনই তদুভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। না—একথাও সঙ্গত হইল না; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিপরীতভাবাপন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মের সহাবস্থান বা একসঙ্গে অনুষ্ঠান নিতান্তই অসম্ভব। যদি বল, এক সঙ্গে না হউক, পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমেও একই ব্যক্তিতে আত্ম-বিদ্যা ও অবিদ্যা থাকিতে পারে? না—তাহাও পারে না; আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়; সুতরাং সে অবস্থায় আর অবিদ্যা থাকিবার সম্ভব কি? দেখ, যে

লোক বুঝিয়াছে যে, অগ্নি স্বভাবতই উষ্ণ ও প্রকাশময় ; আর কখনও কি তাহার 'অগ্নি শীতল ও প্রকাশহীন' এইরূপ ভ্রম, সংশয় ; কিংবা বিপরীত জ্ঞান হইতে পারে ? "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি ত স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, আত্মৈকত্বদর্শীর আর কখনও শোক-মোহ সমুৎপন্ন হয় না। ইতঃপূর্ব্বে আমরাও বলিয়াছি যে জ্ঞানীর পক্ষে অবিদ্যা বিধ্বস্ত হওয়ায়, তন্মূলক কর্ম্মানুষ্ঠানেরও সম্ভব নাই।

এই শাস্ত্রে যে, 'বিদ্যা' শব্দ আছে, তাহার অর্থ আত্ম-জ্ঞান নহে, দৈবত-চিন্তাবিশেষ। 'পরমাত্ম-জ্ঞান' অর্থ হইলে আর আত্মলাভ বা অভীষ্টফলপ্রাপ্তির জন্য 'হিরণ্ময়েন' মন্ত্র দ্বারা আত্ম-লাভের দ্বার—সুপথ প্রার্থনা করিবার আবশ্যক হইত না। কারণ, আত্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগের পর আর কোথাও যাইতে হয় না, দেহত্যাগে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই কারণ 'অমৃত' শব্দের অর্থও মুখ্য অমৃতত্ব (মুক্তি) নহে—দীর্ঘকালস্থায়িত্ব মাত্র। * অতএব, আমরা যে বলিয়াছি, উপাসনারূপ বিদ্যার সঙ্গেই কর্ম্মের সমুচ্চয়—পরমাত্ম-জ্ঞানের সহিত নহে ; সেই কথাই যুক্তিযুক্ত ॥ ১৮ ॥

ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

---

* তাৎপর্য্য, বিষ্ণুপুরাণে আছে, "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।" অর্থাৎ প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত যে স্থিতি বা জীবনধারণ, তাহার নাম 'অমৃতত্ব'! দেবতাগণের যে অমৃতত্ব বা অমরত্ব, তাহাও এই জাতীয় ; পরম শান্তিময় মুক্তি নহে।

সামবেদীয়া

তবলকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-পদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

সহকারী সম্পাদক সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩১৮ সাল।

আভাস।

উপনিষৎপর্য্যায়ে দ্বিতীয় সংখ্যায় কেনোপনিষৎ প্রকাশিত হইল। উপনিষৎ-মাত্রই ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশক; সুতরাং কেনোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও তাহা হইতে পৃথক্ নহে। মোহান্ধ জীবগণ স্বভাবতই বিনশ্বর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া, ধ্রুবসত্য পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না; তাহার ফলে জন্মের পর জন্ম, মৃত্যুর পর মৃত্যু, এইরূপে অনবরত অনর্থময় দুঃখধারা ভোগ করিতে থাকে, এবং দিন দিন পরিবর্দ্ধমান, আসক্তি-সুরার উন্মাদময়ী বাসনায় অধীর হইয়া, সুদীর্ঘ সংসার-পথে অগ্রসর হইতে থাকে; কিছুতেই পরম শান্তিময় বিবেক-দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না। তাহাদের সেই প্রগাঢ় মোহান্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া বিবেক-সূর্য্য সমুন্মেষিত করণ, সংসারাসক্ত জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরসঞ্চিত 'আমি, আমার' বুদ্ধি নিরসনপূর্ব্বক পরমাত্মার দিকে উন্মুখী-করণ এবং জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পরস্পর বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহও উপনিষৎ শাস্ত্রের অপরিহার্য্য প্রতিপাদ্য মধ্যে পরিগণিত।

এই কেনোপনিষদে চারিটি মাত্র খণ্ড বা অংশ সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে,—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরই সর্ব্বজগতের একমাত্র পরিচালক ও প্রবর্ত্তক; তাঁহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়াই মন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় নিজ নিজ কার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিতে পারে না; চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, বাক্য তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না, এবং মনও চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না,—তিনি অবাঙ্মনসগোচর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ডে কথিত হইয়াছে,—যাহারা মনে করে, ব্রহ্মকে জানিয়াছি, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে জানে নাই; আর যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন,—নির্গুণ, নিরুপাধি ও অনন্ত ব্রহ্মকে আমার অল্পশক্তি বুদ্ধি কখনই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না, সুতরাং তিনি আমাদের পক্ষে এখনও অবিদিত বা অপরিজ্ঞাতই বটে।

পরিচ্ছিন্ন যে-কোন মূর্ত্ত বস্তুকে আরাধনা করা যায়, তাহা ব্রহ্মের বিভূতি বটে, কিন্তু উহাই অনন্ত ব্রহ্মের পূর্ণরূপ নহে; সুতরাং তদারাধনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে

মুক্তিলাভ হয় না। আর যাঁহারা প্রতিনিয়ত প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতেই ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি দেখিতে পান; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই ব্রহ্মকে কথঞ্চিৎরূপে জানিতে পারেন, এবং সেই বিজ্ঞানের ফলেই তাঁহারা দেহত্যাগের পর পরম মুক্তিলাভে অধিকারী হন। ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে,—একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবাসুর-সংগ্রামে পরমেশ্বর-কৃপায় অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা যে ঈশ্বর-কৃপারই একমাত্র ফল, তাহা না বুঝিয়া সকলে একত্র সমাসীন হইলেন এবং বিজয়-লব্ধ অভিমানে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া নিরতিশয় গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময়, পরমেশ্বর দেবগণের অজ্ঞান-কৃত মিথ্যাভিমানের অপনয়নার্থ অদূরে একটি রমণীয় জ্যোতীরূপে আবির্ভূত হইলেন। বায়ু প্রভৃতি সকলেই চমকিত হইয়া একে একে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন; কিন্তু কেহই আত্ম-শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র নিকটে গমন করিবামাত্র সেই জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি রমণীয় রমণীরূপ আবির্ভূত হইল। ঐ রমণীই হৈমবতী 'উমা' নামে প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি।

চতুর্থ খণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—সেই হৈমবতী উমা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রশ্নোত্তরছলে বলিতে লাগিলেন,—এই যে, তোমরা অসুরগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ, ইহা তোমাদের নিজ শক্তির কার্য্য নহে, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরেরই কৃপার ফল। তোমরা নিশ্চয় জানিও, তিনিই স্বীয় শক্তি-সংযোগে তোমাদের দ্বারা এই অসুরবিজয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণায়ই তোমরা যন্ত্রের মত কার্য্য করিয়াছ ও করিতেছ। অতএব, তোমরা মিথ্যা-মোহকৃত বিজয়-লব্ধ অভিমান বা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর।

এইরূপে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলেই বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ স্বসমাজে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, এবং দেবরাজ সর্ব্বোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মচিন্তা, এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভের সহায় বা সাধনীভূত তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের নির্দ্দেশ ও সে সকলের ফলকথন দ্বারা উপনিষৎ সমাপ্ত ইত্যাদি।

—সম্পাদক—

ভাষ্য-ভূমিকা।

কেনেষিতমিত্যাদ্যোপনিষৎ পরব্রহ্মবিষয়া বক্তব্যেতি নবমস্যাধ্যায়স্যারম্ভঃ। প্রাগেতস্মাৎ কর্ম্মাণ্যশেষতঃ পরিসমাপিতানি, সমস্তকর্ম্মাশ্রয়ভূতস্য চ প্রাণস্য উপাসনানি উক্তানি কর্ম্মাঙ্গসামবিষয়াণি চ। অনন্তরঞ্চ গায়ত্রসামবিষয়ং দর্শনং বংশান্তমুক্তং কার্য্যম্। সর্ব্বমেতদ্‌যথোক্তং কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ সম্যগনুষ্ঠিতং নিষ্কামস্য মুমুক্ষোঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং ভবতি; সকামস্য তু জ্ঞানরহিতস্য কেবলানি শ্রৌতানি স্মার্ত্তানি চ কর্ম্মাণি দক্ষিণমার্গপ্রতিপত্তয়ে পুনরাবৃত্তয়ে চ ভবন্তি। স্বাভাবিক্যা ত্বশাস্ত্রীয়য়া প্রবৃত্ত্যা পশ্বাদিস্থাবরান্তাধোগতিঃ স্যাৎ। "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি। জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্।" ইতি শ্রুতেঃ। "প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাদ্‌বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তু নিষ্কামস্যৈব বাহ্যাদনিত্যাৎ সাধ্যসাধনসম্বন্ধাৎ ইহকৃতাৎ পূর্ব্বকৃতাদ্‌বা সংস্কারবিশেষোদ্ভবাদ্ বিরক্তস্য প্রত্যগাত্মবিষয়া জিজ্ঞাসা প্রবর্ত্ততে। তদেতদ্‌বস্তু প্রশ্নপ্রতিবচনলক্ষণয়া শ্রুত্যা প্রদর্শ্যতে—কেনেষিতমিত্যাদ্যয়া। কাঠকে চোক্তম্—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" ইত্যাদি। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।" "তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইত্যাদ্যাথর্ব্বণে চ। এবং হি বিরক্তস্য প্রত্যগাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শ্রোতুং মন্তুং বিজ্ঞাতুঞ্চ সামর্থ্যমুপপদ্যতে; নান্যথা। এতস্মাচ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ সংসারবীজমজ্ঞানং কামকর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণমশেষতো নিবর্ত্ততে; "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ।

কর্ম্মসহিতাদপি জ্ঞানাদেতৎ সিধ্যতীতি চেৎ, ন, বাজসনেয়কে তস্য অন্যকারণত্ববচনাৎ। "জায়া মে স্যাৎ" ইতি প্রস্তুত্য "পুত্রেণায়ং লোকো জয্যো, নান্যেন কর্ম্মণা। কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ" "ইত্যাত্মনোঽন্যস্য লোকত্রয়স্য

কারণত্বমুক্তং বাজসনেয়কে। তত্রৈব চ পারিব্রাজ্যবিধানে হেতুরুক্তঃ ;—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ।" ইতি। তত্রায়ং হেত্বর্থঃ ;—প্রজা-কর্ম্ম-তৎসংযুক্তবিদ্যাভির্মনুষ্য-পিতৃ-দেব-লোকত্রয়সাধনৈঃ অনাত্মলোকপ্রতিপত্তি-কারণৈঃ কিং করিষ্যামঃ। ন চাস্মাকং লোকত্রয়মনিত্যং সাধনসাধ্যমিষ্টং যেষামস্মাকং স্বাভাবিকোঽজোঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্নিত্যশ্চ লোক ইষ্টঃ। স চ নিত্যত্বান্নাবিদ্যানিবৃত্তিব্যতিরেকেণ অন্যসাধননিষ্পাদ্যঃ। তস্মাৎ প্রত্যগাত্ম-ব্রহ্মবিজ্ঞানপূর্ব্বকঃ সর্ব্বৈষণাসন্ন্যাস এব কর্ত্তব্য ইতি।

কর্ম্মসহভাবিত্ববিরোধাচ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞানস্য। নহ্যুপাত্তকারকফলভেদবিজ্ঞানেন কর্ম্মণা প্রত্যস্তমিতসর্ব্বভেদদর্শনস্য প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিষয়স্য সহভাবিত্বমুপপদ্যতে। বস্তুপ্রাধান্যে সতি অপুরুষতন্ত্রত্বাদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য। তস্মাৎ দৃষ্টাদৃষ্টেভ্যো বাহ্যসাধনসাধ্যেভ্যো বিরক্তস্য প্রত্যগাত্মবিষয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসেয়ং কেনেষিতমিত্যাদিশ্রুত্যা প্রদর্শ্যতে। শিষ্যাচার্য্যপ্রশ্নপ্রতিবচনরূপেণ কথনন্তু সূক্ষ্মবস্তুবিষয়ত্বাৎ সুখপ্রতিপত্তিকারণং ভবতি, কেবলতর্কাগম্যত্বঞ্চ দর্শিতং ভবতি ; "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ইতি শ্রুতেশ্চ, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" "আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ" ইতি, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিনিয়মাচ্চ। কশ্চিদ্ গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং বিধিবদুপেত্য প্রত্যগাত্মবিষয়াদন্যত্র শরণমপশ্যন্নভয়ং নিত্যং শিবমচলমিচ্ছন্ পপ্রচ্ছেতি কল্প্যতে,—কেনেষিতমিত্যাদি।

অতঃপর, পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক কেনোপনিষৎ বলিতে হইবে বলিয়া নবম অধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে সমস্ত কর্ম্মবিধি সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে, কর্ম্মসংশ্লিষ্ট প্রাণোপাসনা এবং কর্ম্মাঙ্গ সামোপাসনাও উক্ত হইয়াছে। তাহার পর 'গায়ত্র' সামসম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করিতে হইবে, তাহা এবং শিষ্য পরম্পরাগত ঋষিবংশ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা আবশ্যক, তৎসমস্তই কথিত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান, কর্ম্ম, সমস্তই যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত হইলে নিষ্কাম মুমুক্ষু ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করে ; কিন্তু, আত্মজ্ঞান-বিমুখ, সকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসমূহ দক্ষিণ পথে (ধূমাদি মার্গে) গতি ও পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণ প্রবাহ সম্পাদন করে।

আর যে সকল কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত নহে—কেবল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কর্ম্মের ফলে পশু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর জন্ম পর্য্যন্ত অধোগতি লাভ হয়। নিম্নলিখিত শ্রুতিসমূহ এবিষয়ে প্রমাণ,—[যাহারা স্বাভাবিক অনুরাগের বশে কর্ম্ম করে, তাহারা] দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়ণ, এই দুই পথের এক পথেও গমন করে না; তাহারা অসকৃৎ-আবর্ত্তী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণশীল এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণিরূপ (কৃমি কীট প্রভৃতি) জন্ম ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান।" আর জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদ, এই ত্রিবিধ প্রাণীই পিতৃযান ও দেবযান অতিক্রম করিয়া অতি কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হইয়াছে; এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, যাহারা বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্কাম, ঐহিক বা পারলৌকিক শুভ সংস্কার প্রবুদ্ধ হওয়ায় সাধ্য-সাধনময় অনিত্য বাহ্য সাধনে বিরক্ত হইয়াছে, কেবল তাহাদের পক্ষেই আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ই "কেনেষিতম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে উপন্যস্ত হইতেছে। কঠোপনিষদেও উক্ত আছে যে,—পরমেশ্বর যে ইন্দ্রিয়গণকে বর্হিমুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, (অথবা হিংসা করিয়াছেন)। সেই কারণে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তুই দর্শন করে,—অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। অতি অল্পসংখ্যক ধীর ব্যক্তিই মুক্তির ইচ্ছায় চক্ষু পরাবৃত্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছেন,' ইত্যাদি। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদেও আছে যে, 'কর্ম্মলব্ধ স্বর্গাদি লোক সকল পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা কর্ম্মফলের অনিত্যতা অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে, এবং ক্রিয়া দ্বারা অকৃত—নিত্যস্বরূপ মোক্ষ লাভ হয় না, বুঝিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে।' 'সেই শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে ইত্যাদি।' উক্ত প্রকারে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলেই আত্মজ্ঞান

বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, নচেৎ হয় না এবং এই আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানের ফলেই কামনা ও কামনা-প্রণোদিত কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু এবং সংসার-বীজ অজ্ঞান বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। 'যে লোক (সর্ব্বত্র) একত্ব দর্শন করে, তাহার সেই অবস্থায় শোকই বা কি ? আর মোহই বা কি ? (কিছুই থাকে না)। এই মন্ত্র এবং 'আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শোক অতিক্রম করে।' 'সেই পরাবর (পর-ব্রহ্মাদিও যাহা অপেক্ষা অবর-নিকৃষ্ট।) ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃত হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি (অহঙ্কার) ছিঁড়িয়া যায়, সমস্ত সংশয় বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং কর্ম্মসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ঐ কথা প্রমাণিত হয়।

যদি বল, কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানহইতেও ত এই বিষয় (মুক্তি) সিদ্ধ হইতে পারে ? না,—হইতে পারে না ; কারণ, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় উপনিষদে কর্ম্ম-সহিত জ্ঞানের অন্য প্রকার ফল উক্ত হইয়াছে,—প্রথমে 'আমার পত্নী হউক,' এই কথা আরম্ভ করিয়া 'পুত্র দ্বারাই এই বর্ত্তমান লোক জয় করা যাইতে পারে, অপর কর্ম্মদ্বারা নহে। আবার কর্ম্মদ্বারাই পিতৃলোক জয় করা যাইতে পারে, এবং বিদ্যাদ্বারা দেবলোক লাভ করা যাইতে পারে,' এইরূপে সেই স্থলে কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানকে লোকত্রয় লাভেরই কারণ বলা হইয়াছে,' কিন্তু আত্মলাভের কারণ বলা হয় নাই। সেই বাজসনেয় ব্রাহ্মণেই পুনশ্চ ন্যাস গ্রহণের হেতু বলা হইয়াছে যে,—'আমরা সেই প্রজা (সন্তানের) দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট আত্ম-লোক লব্ধ হইবে না।' ইহার অভিপ্রায় এই যে,—প্রজা, কর্ম্ম ও কর্ম্মসংযুক্ত বিদ্যা এই তিনটি যথাক্রমে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তির সাধন বা উপায়, সাধ্য-সাধনবিশিষ্ট অনিত্য এই লোকত্রয় আমাদের অভীষ্ট নহে ; আমাদের আত্মা, জরা-মরণ-বর্জ্জিত, অমৃত ও সর্ব্বভয়-রহিত, নিত্যস্বভাব ; সেই আত্মা কোন কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধি-হ্রাস প্রাপ্ত হয় না ; অতএব, পূর্ব্বোক্ত

লোকত্রয়-সাধনীভূত কর্ম্ম দ্বারা আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের অভীষ্ট সেই আত্মলোক অবিদ্যানিবৃত্তি-ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্পন্ন হইবার যোগ্য নহে ; অতএব, জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান-পূর্ব্বক সর্ব্ববাসনা পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণই অবশ্য কর্ত্তব্য।

জীব-ব্রহ্মত্ব-বোধ কর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ; এই কারণেই আত্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্মবিধির সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান হইতে পারে না। কেন না, কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি কারক-ভেদ এবং স্বর্গ-লোকাদি ফলভেদ পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক হয় ; আর আত্মবিষয়ক জ্ঞানে সেই সমস্ত ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দেয় ; সুতরাং তদুভয়ের একত্র (একই পুরুষে) অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানটি বস্তুপ্রধান, অর্থাৎ বস্তুর সত্যতানুসারেই সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, উহাতে আর কর্ত্তার কোনই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য নাই। * অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য সাধন ও বাহ্য ফল-ভোগে যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জন্যই "কেনেষিতম্" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা প্রদর্শিত হইতেছে। এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম—সহজে বুদ্ধিগম্য হয় না ; অনায়াসে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য সেই দুরূহ বিষয়টিকেই শিষ্য ও আচার্য্যের প্রশ্নপ্রত্যুত্তরচ্ছলে নিরূপিত করা হইয়াছে। আর এই বিষয়টি যে, কেবল শুষ্ক তর্কের অগম্য, তাহাও এই আখ্যায়িকাদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'এই আত্মবিষয়া বুদ্ধি (আত্মজ্ঞান) তর্কদ্বারা

* তাৎপর্য্য, সাধারণতঃ জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র, আর ক্রিয়ামাত্রেই পুরুষতন্ত্র বা কর্ত্তার, অধীন হইয়া থাকে। কেন না, সন্নিহিত বস্তুর সহিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই তদ্বিষয়ে সত্য-মিথ্যা একটা জ্ঞান হইবেই হইবে ; জ্ঞাতা শত চেষ্টায়ও তাহার বাধা দিতে সমর্থ হয় না, এই কারণে জ্ঞানকে বস্তুতন্ত্র বলে। কিন্তু, ক্রিয়াসম্বন্ধে সেই নিয়ম নাই ; কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে, করিতে পারেন, ইচ্ছা না করিলে না করিতেও পারেন, কিংবা অন্য রূপও করিতে পারেন ; এই জন্য ক্রিয়াকে কর্ত্তৃতন্ত্র বলে।

লাভ করা যায় না ; অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা এই আত্মজ্ঞান অপনীত করিবেনা। পুরুষ, উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করিলেই (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে।' 'বিদ্যা আচার্য্য হইতে লব্ধ হইলেই উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত করায়' ইত্যাদি। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে, ['হে অর্জ্জুন !] 'অতএব, তুমি গুরুর সমীপে প্রণিপাত দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও।' ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি এবং সদাচার হইতেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সমর্থিত হইতেছে। অতএব, মুমুক্ষু ব্যক্তি পরমাত্ম-জ্ঞান ভিন্ন আর কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া যথাবিধি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বভয়-হর, নিত্যকল্যাণময়, অচল আশ্রয় লাভের আশায়ই যে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত বাক্য হইতে কল্পনা করা যাইতে পারে।

সামবেদীয়া

তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষদ্।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥১॥

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করভাষিতম্।
কেনোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা প্রতন্যতে॥

শান্তি পাঠ।

আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয় সমূহ বৃদ্ধি বা পুষ্টি লাভ করুক। উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউক; আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাস বা অস্বীকার না

করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার সর্ব্বদা অপ্রত্যাখ্যান (নিয়ত সম্বন্ধ) বিদ্যমান থাকুক। আর আত্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ-প্রোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রকাশিত হউক ॥

মনঃ কেন ইষিতম্ (ইড়াগমশ্ছান্দসঃ, ইষ্টম্ অভিপ্রেতম্) প্রেষিতং (প্রেরিতং চ সৎ) পততি (স্ববিষয়ং প্রতি গচ্ছতি)। কেন যুক্তঃ (নিযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্) [শরীরাভ্যন্তরস্থঃ] প্রথমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) প্রাণঃ প্রৈতি (স্বব্যাপারং প্রতি গচ্ছতি)। কেন ইষিতাং বাচম্ ইমাং (শব্দলক্ষণাং) বদন্তি লোকঃ ইতি শেষঃ]। তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ কঃ উ (অপি) দেবঃ (দ্যোতনবান্) যুনক্তি (যুঙ্ক্তে প্রেরয়তি) ॥ ১

মন কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া (স্ববিষয়ে) গমন করিতেছে? শ্রেষ্ঠ প্রাণইবা কাহার নিয়োগে গমনাগমন করিতেছে? লোক সকল কাহার ইচ্ছা-প্রণোদিত শব্দ উচ্চারণ করিতেছে এবং কোন্ দেবতা এই চক্ষুঃ ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন? ॥ ১

কেনেষিতমিতি। কেন কর্ত্রা ইষিতম্ ইষ্টম্ অভিপ্রেতং সৎ মনঃ পততি গচ্ছতি স্ববিষয়ং প্রতীতি সম্বধ্যতে। ইষেরাভীক্ষ্ণ্যার্থস্য গত্যর্থস্য চ ইহাসম্ভবাৎ ইচ্ছার্থস্যৈব এতদ্রূপমিতি গম্যতে। ইষিতমিতি ইট্প্রয়োগস্তু ছান্দসঃ, তস্যৈব প্রপূর্ব্বস্য নিয়োগার্থে প্রেষিতমিত্যেতৎ। তত্র প্রেষিতমিত্যেবোক্তে প্রেষয়িতৃপ্রেষণ-বিশেষবিষয়াকাঙ্ক্ষা স্যাৎ; কেন প্রেষয়িতৃবিশেষেণ, কীদৃশং বা প্রেষণমিতি। ইষিতমিতি তু বিশেষণে সতি তদুভয়ং নিবর্ত্ততে। কস্য ইচ্ছামাত্রেণ প্রেষিত-মিত্যর্থবিশেষনির্দ্ধারণাৎ।

যদ্যেষোঽর্থোঽভিপ্রেতঃ স্যাৎ, কেনেষিতমিত্যেতাবতৈব সিদ্ধত্বাৎ প্রেষিত-মিতি ন বক্তব্যম্। অপি চ শব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যং যুক্তমিতীচ্ছয়া কর্ম্মণা বাচা বা কেন প্রেষিতমিত্যর্থবিশেষোঽবগন্তুং যুক্তঃ।—ন; প্রশ্নসামর্থ্যাৎ; দেহাদি-সংঘাতাৎ অনিত্যাৎ কর্ম্মকার্য্যাৎ বিরক্তঃ অতোঽন্যৎ কূটস্থং নিত্যং বস্তু বুভুৎসমানঃ পৃচ্ছতীতি সামর্থ্যাদুপপদ্যতে। ইতরথা ইচ্ছাবাক্কর্ম্মভিঃ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য প্রেরয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি প্রশ্নোঽনর্থক এব স্যাৎ। এবমপি প্রেষিতশব্দস্যার্থো ন প্রদর্শিত এব? ন, সংশয়বতোঽয়ং প্রশ্ন ইতি প্রেষিতশব্দস্যার্থবিশেষ উপপদ্যতে। কিং যথাপ্রসিদ্ধমেব কার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্য প্রেষয়িতৃত্বং, কিংবা সঙ্ঘাতব্যতিরিক্তস্য

স্বতন্ত্রস্য ইচ্ছামাত্রেণৈব মন-আদিপ্রেষয়িতৃত্বম্, ইত্যস্য অর্থস্য প্রদর্শনার্থং "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" ইতি বিশেষণদ্বয়মুপপদ্যতে।

নন্থ স্বতন্ত্রং মনঃ স্ববিষয়ে স্বয়ং পততীতি প্রসিদ্ধম্; তত্র কথং প্রশ্ন উপপদ্যত ইতি? উচ্যতে।—যদি স্বতন্ত্রং মনঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ে স্যাৎ, তর্হি সর্ব্বস্য অনিষ্টচিন্তনং ন স্যাৎ, অনর্থং চ জানন্ সঙ্কল্পয়তি, অত্যুগ্রদুঃখে চ কার্য্যে বার্য্যমাণমপি প্রবর্ত্তত এব মনঃ। তস্মাদ্‌যুক্ত এব কেনেষিতমিত্যাদিপ্রশ্নঃ। কেন প্রাণো যুক্তো নিযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্ প্রৈতি গচ্ছতি স্বব্যাপারং প্রতি। প্রথম ইতি প্রাণবিশেষণং স্যাৎ, তৎপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবৃত্তীনাম্। কেন ইষিতাং বাচমিমাং শব্দলক্ষণাং বদন্তি লৌকিকাঃ। তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ স্বে স্বে বিষয়ে ক উ দেবো দ্যোতনবান্ যনক্তি নিযঙ্‌ক্তে প্রেরয়তি॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

মন কোন্ কর্ত্তার অভিলষিত ও প্রেষিত হইয়া অর্থাৎ কাহার ইচ্ছা-নিয়োজিত হইয়া স্ব কার্য্যাভিমুখে যাইতেছে? ইষ্' ধাতুর অর্থ আভীক্ষ্ণ্য (পৌনঃপুন্য) গতি ও ইচ্ছা। তন্মধ্যে আভীক্ষ্ণ্যও গত্যর্থের এখানে সম্ভব নাই; কাজেই এখানে ইচ্ছার্থক, 'ইষ্' ধাতুর প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। "প্রেষিতং" পদটিও ইচ্ছার্থক 'ইষ্' ধাতু হইতে 'প্র' উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে উহার অর্থ নিয়োগ করা। শ্রুতিতে "ইষিতং" না বলিয়া যদি কেবল "প্রেষিতং"ই বলা হইত; তাহা হইলে প্রেষয়িতা ও প্রেষণ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য পুনশ্চ আকাঙ্ক্ষা হইত, অর্থাৎ মন যাহার প্রেরণায় ধাবিত হয়, সেই প্রেষয়িতা কে? এবং তাহার প্রেষণই বা কি প্রকার? ইহা জানিবার জন্যও ঔৎসুক্য থাকিয়া যাইত; কিন্তু "ইষিতং" বিশেষণেই সেই বিশেষার্থ নির্দ্ধারিত হওয়ায় তদ্বিষয়ক বিশেষাকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি ঐ রূপ অর্থবিশেষ নিরূপণ করাই শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে "ইষিতং" পদেই যখন সেই

অভিপ্রায় অবধারিত হইল, তখন আর "প্রেষিতং" বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত হইতনা; বিশেষতঃ, শব্দের আধিক্য থাকিলে যখন অর্থেরও আধিক্য থাকা যুক্তিসিদ্ধ, তখন এরূপ অর্থও প্রতীত হইতে পারে যে, যিনি [আমাদেরই মত] স্বীয় ইচ্ছা, চেষ্টা বা বাক্যদ্বারা মনকে প্রেষিত করেন, তিনি কে ? না ; প্রশ্ন সামার্থ্যেই ওরূপ প্রতীতি হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত প্রশ্ন দৃষ্টে মনে হয় যে, কোন লোক যেন ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত, অনিত্য দেহাদিতে বিরক্ত (বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া দেহাদির অতিরিক্ত একটি কূটস্থ নিত্য বস্তুর অন্বেষণে ঐরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে উক্তপ্রকার প্রতীতিমূলক প্রশ্ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতময় এই দেহ যে, ইচ্ছা, চেষ্টা ও, বাক্য দ্বারা মনকে প্রেরণ করে, ইহাত সর্ব্বজন-বিদিত এবং প্রশ্ন-কর্ত্তাও নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐরূপ প্রশ্নের উত্থাপন একেবারেই অর্থহীন নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভাল, এ রূপ বলিলেও 'প্রেষিত' শব্দের ত কোনই অর্থ-বিশেষ প্রদর্শিত হইল না ? না,—এ প্রশ্নও যুক্তিযুক্ত হইল না ; কারণ, যে লোকের মনে মনের প্রেষণ ও প্রেষয়িতৃ-সম্বন্ধে সংশয় বিদ্যমান আছে, তাহার পক্ষে সংশয়-ভঞ্জনার্থ 'প্রেষয়িতা'পদের সার্থকতা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিময় এই দেহই 'প্রেষয়িতা' বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ ; বস্তুতঃ সেই দেহই কি মনেরও প্রেরক ? না ; তদতিরিক্ত, এমন স্বতন্ত্র (স্বাধীন) কেহ আছেন, যাঁহার ইচ্ছামাত্রে মন প্রভৃতির প্রেষণ-কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হয় ; এইরূপ বিশেষাভিপ্রায়-বিজ্ঞাপনার্থই 'ইষিত' ও 'প্রেষিত' বিশেষণ দুইটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করি,— মনই স্বয়ং স্বাধীনভাবে স্ববিষয়ে গমন করে, ইহাই ত লোকপ্রসিদ্ধ ; তবে আর ঐরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হয় কিরূপে ? হ্যাঁ, এ প্রশ্নের উত্তর বলা যাইতেছে ; মন যদি নিজের প্রবৃত্তি ও

নিবৃত্তিতে স্বাধীন হইত, তাহা হইলে কাহারও কখন অনিষ্ট-চিন্তা আসিতে পারিত না; অথচ মন জানিয়া শুনিয়াও অনর্থ (অনিষ্ট) চিন্তা করিয়া থাকে; বাধা সত্ত্বেও মন অতি প্রচণ্ড দুঃখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; [মন স্বাধীন হইলে এরূপ হইত না।] অতএব, "কেন ইষিতম্" ইত্যাদি প্রশ্ন যুক্তি-যুক্তই বটে।

প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত (প্রেরিত) হইয়া গমন করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করে? [পঞ্চবৃত্তি] প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রথমোৎপন্ন; এই কারণ প্রাণকে 'প্রথম' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণ লোক সকল কাঁহার প্রেরিত শব্দ উচ্চারণ করে? এবং কোন্ দেবতা (দ্যুতিমান্) চক্ষুঃ ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন? ॥ ১

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

যৎ (যঃ) শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, (কার্য্য প্রবৃত্তি হেতুঃ) মনসঃ মনঃ (মনন প্রয়োজকম্, এবং সর্ব্বত্র) বাচঃ হ বাচং (বাক্), সঃ দেবঃ উ (অপি) প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ [শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম বিদিত্বা] অতিমুচ্য (শ্রোত্রাদিষু আত্ম-বুদ্ধিং পরিত্যজ্য) ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (মৃত্বা) অমৃতাঃ (অমরণধর্ম্মাণঃ) ভবন্তি ॥২

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র (কার্য্য-প্রবর্ত্তক), মনের মন, বাক্যেরও বাক্য; তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ স্বরূপ; এই হেতু পণ্ডিতগণ [ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া] মৃত্যুর পর অমৃতত্ব লাভ করেন; অর্থাৎ অমর হন ॥ ২

এবং পৃষ্টবতে যোগ্যায় আহ গুরুঃ, শৃণু ত্বং যৎ পৃচ্ছসি,—মন-আদিকরণ-জাতস্য কো দেবঃ স্ববিষয়ং প্রতি প্রেরয়িতা, কথং বা প্রেরয়তীতি। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, শৃণোত্যনেনেতি শ্রোত্রং—শব্দস্য শ্রবণং প্রতি করণং শব্দাভিব্যঞ্জকং শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং; তস্য শ্রোত্রং সঃ যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ—চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তীতি।

অসাবেবংবিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদীনি নিযুঙ্‌ক্তে ইতি বক্তব্যে—নন্বেতদননুরূপং প্রতিবচনং—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতি। নৈষ দোষঃ ;—তস্য অন্যথাবিশেষানবগমাৎ। যদি হি শ্রোত্রাদিব্যাপারব্যতিরিক্তেন স্বব্যাপারেণ বিশিষ্টঃ শ্রোত্রাদিনিযোক্তা অবগম্যেত, দাত্রাদি-প্রয়োক্তৃবৎ তদিদমননুরূপং প্রতিবচনং স্যাৎ। ন ত্বিহ শ্রোত্রাদীনাং প্রয়োক্তা স্বব্যাপারবিশিষ্টো লবিত্রাদিবৎ অধিগম্যতে। শ্রোত্রাদীনামেব তু সংহতানাং ব্যাপারেণ আলোচন-সংকল্পাধ্যবসায়লক্ষণেন ফলাবসানলিঙ্গেন অবগম্যতে। অস্তি হি শ্রোত্রাদিভিরসংহতো, যৎ-প্রয়োজনপ্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদিকলাপো গৃহাদিবৎ ইতি; সংহতানাং পরার্থত্বাৎ অবগম্যতে শ্রোত্রাদীনাং প্রয়োক্তা। তস্মাৎ অনুরূপমেবেদং প্রতিবচনং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদি।

কঃ পুনরত্র পদার্থঃ "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদেঃ। ন হ্যত্র শ্রোত্রস্য শ্রোত্রান্তরেণার্থঃ ;—যথা প্রকাশস্য প্রকাশান্তরেণ। নৈষ দোষঃ। অয়মত্র পদার্থঃ,—শ্রোত্রং তাবৎ স্ববিষয়ব্যঞ্জনসমর্থং দৃষ্টম্ ; তচ্চ স্ববিষয়ব্যঞ্জনসামর্থ্যং শ্রোত্রস্য চৈতন্যে হ্যাত্মজ্যোতিষি নিত্যেঽসংহতে সর্ব্বান্তরে সতি ভবতি, নাসতি ইতি অতঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদ্যুপপদ্যতে। তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি,—"আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি," "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইত্যাদীনি। "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।" "ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত," ইত্যাদি গীতাসু। কাঠকে চ,—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" ইতি। শ্রোত্রাদ্যেব সর্ব্বস্যাত্মভূতং চেতনমিতি প্রসিদ্ধম্ ; তদিহ নিবর্ত্ত্যতে। অস্তি কিমপি বিদ্বদ্‌বুদ্ধিগম্যং সর্ব্বান্তরতমং কূটস্থমজরমমৃতমভয়মজং শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি, তৎসামর্থ্য নিমিত্তমিতি প্রতিবচনং, শব্দার্থশ্চোপপদ্যত এব।

তথা মনসোঽন্তঃকরণস্য মনঃ। ন হ্যন্তঃকরণমন্তরেণ চৈতন্যজ্যোতিষা দীপিতং স্ববিষয়সংকল্পাধ্যবসায়াদিসমর্থং স্যাৎ। তস্মান্মনসোঽপি মন ইতি। ইহ বুদ্ধিমনসী একীকৃত্য নির্দ্দেশো "মনসঃ" ইতি।

যদ্বাচো হ বাচং ;—যচ্ছব্দো যস্মাদর্থে শ্রোত্রাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সম্বধ্যতে। যস্মাৎ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্, যস্মান্মনসো মন ইত্যেবম্। বাচো হ বাচমিতি দ্বিতীয়া প্রথমাত্বেন বিপরিণম্যতে ; প্রাণস্য প্রাণ ইতি দর্শনাৎ। বাচো হ বাচমিত্যেতদনুরোধেন প্রাণস্য প্রাণমিতি কস্মাদ্দ্বিতীয়ৈব ন ক্রিয়তে ?—ন ; বহূনামনুরোধস্য যুক্তত্বাদ্‌বাচমিত্যস্য বাগিত্যেতাবদ্ বক্তব্যম্, স উ "প্রাণস্য প্রাণঃ" ইতি শব্দদ্বয়ানুরোধেন ; এবং হি

বহূনামনুরোধো যুক্তঃ কৃতঃ স্যাৎ। পৃষ্টং চ বস্তু প্রথমমেব নির্দ্দেষ্টুং যুক্তম্। স যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ প্রাণস্য প্রাণাখ্যবৃত্তিবিশেষস্য প্রাণঃ তৎকৃতং হি প্রাণস্য প্রাণনসামর্থ্যম্। ন হ্যাত্মনা অনধিষ্ঠিতস্য প্রাণনমুপপদ্যতে। "কো হ্যেবান্যাৎ, ক প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ," "ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি," ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। ইহাপি চ বক্ষ্যতে—"যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে; তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি," ইতি। শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রস্তাবে ঘ্রাণপ্রাণস্য নমু যুক্তং গ্রহণম্? সত্যমেবম্; প্রাণগ্রহণেনৈব তু ঘ্রাণপ্রাণস্য গ্রহণং কৃতম্,—এবং মন্যতে শ্রুতিঃ। সর্ব্বস্যৈব করণকলাপস্য যদর্থপ্রযুক্তা প্রবৃত্তিস্তদ্ব্রহ্মেতি প্রকরণার্থো বিবক্ষিতঃ।

তথা চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, রূপপ্রকাশকস্য চক্ষুষো যদ্রূপগ্রহণসামর্থ্যং তৎ আত্মচৈতন্যা-ধিষ্ঠিতস্যৈব অতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ। প্রষ্টুঃ পৃষ্টস্যার্থস্য জ্ঞাতুমিষ্টত্বাৎ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদি-লক্ষণং যথোক্তং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বেতি অধ্যাহ্রিয়তে। "অমৃতা ভবন্তি"ইতি ফলশ্রুতেশ্চ। জ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বং প্রাপ্যতে; "জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" ইতি সামর্থ্যাৎ শ্রোত্রাদিকরণকলাপ-মুজ্ঝিত্বা—শ্রোত্রাদৌ হ্যাত্মভাবং কৃত্বা তদুপাধিঃ সন্ তদাত্মনা জায়তে ম্রিয়তে সংসরতি চ। অতঃ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম আত্মেতি বিদিত্বা অতিমুচ্য শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবং পরিত্যজ্য যে শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবং পরিত্যজন্তি, তে ধীরা ধীমন্তঃ। নহি বিশিষ্টধীমত্ত্বমন্তরেণ শ্রোত্রাদ্যাত্মভাবঃ শক্যঃ পরিত্যক্তুম্। প্রেত্য—ব্যাবৃত্য অস্মাল্লোকাৎ পুত্রমিত্রকলত্রবন্ধুষু মমাহংভাবসংব্যবহারলক্ষণাৎ ত্যক্তসর্ব্বৈষণা ভূত্বেত্যর্থঃ। অমৃতা অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ", "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ।" "আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্ব-মিচ্ছন্।" "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে", "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"—ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অথবা অতিমুচ্য ইত্যনেনৈব এষণাত্যাগস্য সিদ্ধত্বাৎ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য অস্মাচ্ছরীরাৎ প্রেত্য মৃত্বেত্যর্থঃ॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে প্রশ্নকারী উপযুক্ত-শিষ্যকে গুরু বলিলেন,—তুমি যে মন প্রভৃতি করণ বা ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ বিষয়ে প্রেরয়িতা ও প্রেরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ, [তাহার উত্তর বলিতেছি;] শ্রবণ কর। যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ যাহা শব্দ শ্রবণের করণ বা উপায়; শব্দাভিব্যঞ্জক সেই ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র। কোন্

দেবতা চক্ষুঃ ও শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে নিযুক্ত করে? এই বলিয়া তুমি যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তিনি সেই শ্রোত্রেরও শ্রোত্র।

ভাল, প্রশ্ন ছিল, কোন্ দেবতা চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতির প্রেরণ করে? তদুত্তরেত বলা উচিত ছিল যে, 'এবংবিধ অমুক পুরুষ শ্রোত্রাদিকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করে।' কিন্তু তাহা না বলিয়া শ্রোত্রের শ্রোত্র বলায় ত প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর হইল না? না,—এ দোষ হয় না; কারণ সেই প্রেরয়িতায় অন্য প্রকার এমন কোন বিশেষ ধর্ম্মই জানা যায় না; যাহাদ্বারা দাত্রাদি-প্রযোক্তার (দা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যিনি ছেদনাদি কার্য্য করেন, তাঁহার) ন্যায় (১) তাঁহারও স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ শ্রোত্রাদির প্রেরয়িতাকে যদি সেই ব্যাপার (কার্য্য) ভিন্নও তাঁহার নিজের কোনও ব্যাপার দ্বারা পরিচিত করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্যই ঐরূপ অননুরূপ বা বিসদৃশ উত্তর প্রদান দোষাবহ হইত; কিন্তু শ্রোত্রাদির প্রেরয়িতা ত ছেদনকর্ত্তার মত কখনও স্বকৃত কোনও ব্যাপার সহযোগে অনুভূত হয় না; পরন্তু সংহত (অবয়ব সহযোগে উৎপন্ন) শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহ আলোচন, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়রূপ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি-রূপ) যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে; সেই সকল ব্যাপারের দ্বারাই তৎপ্রয়োক্তা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। (২) অতএব "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং" ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বচন অনুরূপই হইয়াছে।

(১) তাৎপর্য্য,—দাত্র অর্থ—দা। কোন লোক যখন দা দ্বারা কিছু ছেদন করিতে থাকে, তখন দাও ছেদনকর্ত্তা, উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার বা চেষ্টা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বৃক্ষের ছেদনোপযোগী যে দাত্র-সংযোগ, তাহাই তাহার নিজস্ব ব্যাপার; আর দাত্রের যে উদ্যমন ও অবনমন অর্থাৎ একবার উঠান, আবার ফেলান প্রভৃতি চেষ্টা, তাহা ছেদনকারীর স্বীয় ব্যাপার। এখানে যেরূপ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার দৃষ্ট হয় এবং সেই ব্যাপার দ্বারা ছেদনকারীরও বিশেষ পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর, ব্রহ্মে সেরূপ ব্যাপার দ্বারা পরিচয়-প্রদান সম্ভবপর হয় না; কারণ শ্রোত্রাদির ব্যাপার ছাড়া তাঁহার নিজের কোনই ব্যাপার জানা যায় না। এই কারণে শুধু "শ্রোতস্য শ্রোত্রং" ভিন্ন অন্যপ্রকার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় না।

(২) তাৎপর্য্য,—সংহত অর্থ—অবয়ব সংঘাতে বা সমষ্টিতে নির্ম্মিত। যেমন গৃহ, আসন,

জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং" ইত্যাদি পদগুলির অর্থ হইবে কিরূপ ?—প্রকাশময় একটি প্রদীপের দ্বারা যেরূপ প্রকাশময় অপর প্রদীপের কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ একটি শ্রোত্রের ও অপর শ্রোত্রের দ্বারা কিছুই উপকার হইতে পারে না ? না,—এরূপ দোষও এখানে সম্ভাবিত হয় না। "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং" ইত্যাদি পদগুলির অর্থ এইরূপ,—শ্রবণেন্দ্রিয়কে সাধারণতঃ স্ববিষয় (শব্দ) গ্রহণ করিতে সমর্থ দেখা যায় ; কিন্তু নিত্য অসংহত (নিরবয়ব),সর্ব্বান্তরস্থ আত্ম-জ্যোতিঃ বিদ্যমান থাকিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেই বিষয়াভিব্যঞ্জন-সামর্থ্য থাকে, নচেৎ থাকে না। অতএব, শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রকাশক বলিয়াই তাঁহাকে 'শ্রোত্রেরও শ্রোত্র' বলা সঙ্গত হইতে পারে। 'এই পুরুষ (মনুষ্যাদি) আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।' 'এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়'। 'সূর্য্য যাঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া তাপ দিতেছে।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং 'আদিত্যগত যে তেজ সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করে [তাহা আমার তেজঃ]।' 'হে ভারত ! ক্ষেত্রী (শরীরাধিষ্ঠাতা—আত্মাও) সেইরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত

বসন প্রভৃতি। এরূপ একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, যে কিছু সংহত পদার্থ, তৎসমস্তই পরার্থ বা অপরের অধীন (অঙ্গ)। গৃহাদি সংহত পদার্থই ইহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয়-সমূহও সংহত ; সুতরাং সে সকলও পরার্থ বা অপর অসংহত পদার্থের অধীন। সেই অপর পদার্থটিও সংহত হইলে সেও পরার্থ হইবে ; তাহা হইলে 'অনবস্থা' দোষ ঘটে, (যেরূপ তর্কের শেষ হয় না, তাহাকে অনবস্থা দোষ বলে)। কাজেই সেই অপর পদার্থটিকে অসংহতই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সেই অসংহত পদার্থ নিরবয়ব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। এই কারণেই ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার দর্শনে তৎপ্রবর্ত্তক ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এই নিয়মের অনুকূলে সাঙ্খ্যকার বলিয়াছেন—"সংঘাত-পরার্থত্বাৎ।" অর্থাৎ যে হেতু সংঘাত মাত্রই পরার্থ, অতএব অসংহত একটি পর পদার্থ আছে, বুঝিতে হয়।

আরও একটি নিয়ম এই যে,—"অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা। অর্থাৎ চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণাভিন্ন কোন অচেতনেরই প্রবৃত্তি বা কার্য্য হইতে পারে না ; যেমন অশ্বাদি পরিচালিত রথ প্রভৃতি। ইন্দ্রিয়-সমূহও অচেতন, সুতরাং সে সকলের প্রবৃত্তিতেও চেতনের সাহায্য থাকা আবশ্যক ; ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক সেই চেতনই ব্রহ্ম। এরূপেও তাহার অনুমান করা যাইতে পারে।

করে'। ইত্যাদি গীতা-বাক্যও উক্তবিধ অর্থের প্রমাণ। 'তিনি (পরমেশ্বর) নিত্যেরও নিত্য এবং চেতনেরও চেতন' ইত্যাদি কঠোপ-নিষদীয় বাক্যও পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। অভিপ্রায় এই যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ই আত্মস্বরূপ চেতন বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ; "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং" বাক্যে লোকসিদ্ধ সেই ভ্রান্ত ধারণাই দূরীকৃত করা হইয়াছে;—অর্থাৎ কেবল জ্ঞানিগণের বুদ্ধিগম্য, সকলের অন্তরস্থ, কূটস্থ, সর্ব্বভয়-নিবারক ও জরামরণবর্জ্জিত এমন কোন একটি বস্তু আছে, যাহার সাহায্যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। শ্রুতি-প্রদত্ত এইরূপ প্রতিবচন ও [আমাদের ব্যাখ্যাত উক্তপ্রকার] শব্দার্থ উভয়ই সঙ্গত হয়।

তিনি [যেমন শ্রোত্রের শ্রোত্র, তেমনি] মন—অন্তঃকরণেরও মন, কেন না সেই আত্ম-চৈতন্য জ্যোতিতে দীপ্তিমান না হইলে অন্তঃকরণ-রূপি মন স্ববিষয়ে সঙ্কল্প বা অধ্যবসায়াদি কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণ তিনি (পরমেশ্বর) মনেরও মন। বুদ্ধি ও মন উভয়কে এক করিয়া "মনসঃ" বলা হইয়াছে।

"যদ্‌বাচো হ বাচম্‌" এই স্থলে 'যৎ'শব্দটি "যস্মাৎ" অর্থে (হেত্বর্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং শ্রোত্রাদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছে। অর্থ এইরূপ,—যে হেতু শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং যে হেতু মনেরও মন। আর "প্রাণস্য প্রাণঃ", এই স্থলে 'প্রাণ' শব্দটি প্রথমান্ত থাকায় "বাচো হ বাচং" এই "বাচং"শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তিটিকে প্রথমা বিভক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, "বাচো হ বাচং" এই দ্বিতীয়ার অনুরোধে "প্রাণস্য প্রাণং" স্থলে এই প্রথমাটিকে দ্বিতীয়াতে পরিণত করা হয় না কেন? না—এ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কারণ, বহুর অনুরোধে একটির পরিবর্ত্তন করাই যুক্তি-সিদ্ধ; বিশেষতঃ অত্রত্য 'প্রাণ' শব্দ এবং "স উ প্রাণস্য প্রাণঃ", এই দুইটি প্রথমান্ত 'প্রাণ' শব্দের অনুসারে এক 'বাচং' শব্দেরই দ্বিতীয়ায় পরিবর্ত্তন দ্বারা 'বাক্যের

বাক্য' (বাচো হ বাক্) এইরূপ অর্থ করা সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমা দ্বারা উত্তর দেওয়াই সমীচীন। অভিপ্রায় এই যে,—'তুমি যে প্রাণের প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ, তাঁহার সাহায্যেই এই প্রাণবৃত্তির কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেন না, আত্মার অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কখনও প্রাণ-ব্যাপার হইতে পারে না'। অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যদি আনন্দ-স্বরূপ এই আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা বাঁচিত, আর কেইবা প্রাণধারণ করিত।' 'তিনিই প্রাণকে ঊর্দ্ধগামী করান, এবং অপান বায়ুকে অধোগামী করান' ইত্যাদি। আর এখানেও কথিত হইবে যে,—'যাঁহার দ্বারা প্রাণ প্রেরিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও'। অতএব, 'প্রাণ' শব্দের বিভক্তির পরিবর্ত্তন না করিয়া "বাচম্" শব্দেরই বিভক্তির পরিবর্ত্তন করা যুক্তিসঙ্গত। ভাল কথা, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের প্রস্তাবে 'প্রাণ'-শব্দেত ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরই গ্রহণ করা সঙ্গত হয়? [প্রাণবায়ুর গ্রহণ অপ্রাসঙ্গিক হয়]। হাঁ সত্য কথা; কিন্তু শ্রুতি মনে করেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ (করণ সমূহ) যাহার জন্য স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই সেই ব্রহ্ম; ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত অর্থ; অতএব, প্রাণ গ্রহণেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরও গ্রহণ সাধিত হইয়াছে। তিনি চক্ষুরও চক্ষুঃ, অর্থাৎ চক্ষুর যে রূপ-প্রকাশন সামর্থ্য, তাহাও আত্মচৈতন্যের অধিষ্ঠানেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; অতএব, তিনি চক্ষুরও চক্ষুঃস্বরূপ।

যিনি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেন, নিশ্চয়ই সেই বিষয়টি জানিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা থাকে। অতএব, একটি 'জ্ঞাত্বা' ক্রিয়া ঊহ্য করিয়া এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে জানিয়া—বিশেষতঃ জ্ঞান-ব্যতীত যখন অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয় না, অথচ ফলোল্লেখের সময় অমৃতত্ব লাভের কথা আছে; তখন ঐরূপ অর্থ করাই সঙ্গত। ইহার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ

অজ্ঞ লোকেরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে আত্মভাব স্থাপন করিয়া, সেই সমস্ত উপাধি-সহযোগে জন্ম-মরণাত্মক সংসার লাভ করে। অতএব, যে সকল পুরুষ শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি স্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ জানিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গে আত্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করে, তাহারাই যথার্থ ধীমান্—সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন; বস্তুতঃ বিশেষ বিজ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই শ্রোত্রাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। সেই সকল ধীমান্ পুরুষেরা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া—পুত্র, মিত্র, কলত্র ও বন্ধুজনে 'আমি আমার' প্রভৃতি ব্যবহার ত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া, অমৃতত্ব লাভ করেন (অমরত্ব প্রাপ্ত হন)। 'কোন ঋষি ধন, সন্তান ও কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারেন নাই—কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।' 'পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।' 'অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের ইচ্ছায় বাহ্য দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন।' 'যখন [সমস্ত বাসনা] পরিত্যক্ত হয়', 'এই অবস্থায়ই ব্রহ্ম লাভ করেন।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও উক্ত অভিপ্রায় প্রমাণিত হয়। অথবা 'অতিমুচ্য' কথায়ই বাসনা পরিত্যাগ লব্ধ হওয়ায় 'প্রেত্য'-শব্দে এই দেহ হইতে প্রয়াণ করিয়া—মরিয়া, এইরূপ অর্থ করিতে হয়॥ ২

> ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
> ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥ ৩ ॥
> অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
> ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৪ ॥

তত্র (তস্মিন্ ব্রহ্মণি) চক্ষুঃ ন গচ্ছতি, বাক্ ন গচ্ছতি মনঃ নো (ন গচ্ছতি)। [বয়ং] [তৎ] ন বিদ্মঃ (জানীমঃ), যথা এতৎ (ব্রহ্ম) অনুশিষ্যাৎ (শিষ্যায় উপদিশেৎ,) [তৎ অপি] ন বিজানীমঃ। তৎ (ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (বিদিক্রিয়াকর্ম্মভূতাৎ স্থূলাৎ বস্তুনঃ) অন্যৎ (পৃথক্) এব। অবিদিতাৎ (সূক্ষ্মাৎ অজ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ)

অথো (অপি) অধি (উপরি,—অন্যৎ, পৃথক্ এব)। যে নঃ (অস্মভ্যং) তৎ (ব্রহ্মতত্ত্বং) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ), [তেষাং] পূর্ব্বেষাম্ [আচার্য্যাণাম্] ইতি (এবং বচনম্) [বয়ং] শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) ॥ ৩।৪ ॥

সেখানে (ব্রহ্মে) চক্ষু যায় না, বাক্য গমন করে না, মনও স্ফূর্ত্তি পায় না; আমরা তাঁহাকে জানি না, এবং আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্যগণকে যেরূপে উপদেশ দেন, তাহাও বুঝি না। তিনি বিদিত (অর্থাৎ স্থূল বস্তু) হইতে পৃথক্ এবং সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও পৃথক্। যাঁহারা আমাদের নিকট এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট এই কথা শুনিয়াছি ॥ ৩।৪ ॥

যস্মাৎ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদ্যাত্মভূতং ব্রহ্ম, অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি চক্ষুর্গচ্ছতি স্বাত্মনি গমনাসম্ভবাৎ। তথা ন বাগ্ গচ্ছতি। বাচা হি শব্দ উচ্চার্য্যমাণোঽভিধেয়ং প্রকাশয়তি যদা, তদাঽভিধেয়ং প্রতি বাগ্ গচ্ছতীত্যুচ্যতে। তস্য চ শব্দস্য তন্নির্ব্বর্ত্তকস্য চ করণস্য আত্মা ব্রহ্ম, অতো ন বাগ্ গচ্ছতি। যথাঽগ্নির্দাহকঃ প্রকাশকশ্চাপি সন্ নহি আত্মানং প্রকাশয়তি দহতি চ; তদ্বৎ। নো মনঃ; মনশ্চান্যস্য সঙ্কল্পয়িতৃ অধ্যবসায়িতৃ চ সৎ আত্মানং সঙ্কল্পয়তি অধ্যবস্যতি চ। তস্যাপি ব্রহ্ম আত্মেতি। ইন্দ্রিয়মনোভ্যাং হি বস্তুনো বিজ্ঞানম্; তদগোচরত্বাৎ ন বিদ্মস্তদ্ব্রহ্ম ঈদৃশমিতি; অতো ন বিজানীমঃ—যথা যেন প্রকারেণ এতদ্ব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ উপদিশেৎ শিষ্যায় ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্ধি করণগোচরং তদন্যস্মৈ উপদেষ্টুং শক্যং জাতিগুণক্রিয়াবিশেষণৈঃ। ন তজ্জাত্যাদিবিশেষণবদ্ ব্রহ্ম। তস্মাদ্বিষমং শিষ্যানুপদেশেন প্রত্যায়য়িতুমিতি।

উপদেশে তদর্থগ্রহণে চ যত্নাতিশয়কর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি,—"ন বিদ্মঃ" ইত্যাদি। অত্যন্তমেবোপদেশপ্রকারপ্রত্যাখ্যানে প্রাপ্তে তদপবাদোঽয়মুচ্যতে,—সত্যমেবং প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈর্ন পরঃ প্রত্যায়য়িতুং শক্যঃ; আগমেন তু শক্যত এব প্রত্যায়য়িতুম্। তদুপদেশার্থমাগমমাহ—অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি। অন্যদেব পৃথগেব তৎ, যৎ প্রকৃতং শ্রোত্রাদীনাং শ্রোত্রাদীত্যুক্তমবিষয়শ্চ তেষাম্।—তৎ বিদিতাৎ অন্যদেব হি;—বিদিতং নাম যদ্বিদিক্রিয়য়া অতিশয়েনাপ্তং; তদ্বিদিক্রিয়াকর্ম্মভূতং ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্বিদিতং স্যাদিতি সর্ব্বমেব ব্যাকৃতং তদ্বিদিতমেব, তস্মাদন্যদেবেত্যর্থঃ। অবিদিতমজ্ঞাতং তর্হীতি প্রাপ্তে আহ,—অথো অপি অবিদিতাৎ বিদিতবিপরীতাৎ অব্যাকৃতাৎ অবিদ্যালক্ষণাৎ ব্যাকৃতবীজাৎ; —অধীতিউপর্য্যর্থে; লক্ষণয়া অন্যদিত্যর্থঃ।

যদ্ধি যস্মাদধিউপরি ভবতি তৎ তস্মাদন্যদিতি প্রসিদ্ধম্; যদ্‌বিদিতং, তদল্পং মর্ত্ত্যং দুঃখাত্মকং চেতি হেয়ম্। তস্মাদ্‌বিদিতাদন্যদ্ ব্রহ্মেত্যুক্তে তু অহেয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। তথা অবিদিতাদধীত্যুক্তেঽনুপাদেয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। কার্য্যার্থং হি কারণমন্যৎ অন্যেন উপাদীয়তে; অতশ্চ ন বেদিতুরন্যস্মৈ প্রয়োজনায় অন্যদুপাদেয়ং ভবতীত্যেবং বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যদিতি হেয়োপাদেয়প্রতিষেধেন স্বাত্মনঃ * অন্যব্রহ্মবিষয়া জিজ্ঞাসা শিষ্যস্য নিবর্ত্তিতা স্যাৎ। ন হ্যন্যস্য স্বাত্মনো বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যত্বং বস্তুনঃ সম্ভবতীত্যাত্মা ব্রহ্মেত্যেষ বাক্যার্থঃ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "য আত্মা অপহতপাপ্মা" "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম।" "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যশ্চ ইত্যেবং সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্ববিশেষরহিতস্য চিন্মাত্রজ্যোতিষো ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকস্য বাক্যার্থস্য আচার্য্যোপদেশপরম্পরয়া প্রাপ্তত্বমাহ—ইতি শুশ্রুমেত্যাদি। ব্রহ্ম চৈবমাচার্য্যোপদেশপরম্পরয়া এব অধিগন্তব্যং—ন তর্কতঃ, প্রবচন মেধা-বহুশ্রুত-তপোযজ্ঞাদিভ্যশ্চ। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং পূর্ব্বেষামাচার্য্যাণাং বচনম্। যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তদ্ ব্রহ্ম ব্যাচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তো বিস্পষ্টং কথিতবন্তঃ তেষামিত্যর্থঃ॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু ব্রহ্ম শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি-স্বরূপ; অতএব, তদ্বিষয়ে চক্ষুর গতি নাই; কেন না, নিজের উপর নিজের ক্রিয়া হয় না ও হইতে পারে না। সেইরূপ বাক্যও তদ্‌বিষয়ে যায় না; কারণ, উচ্চারিত শব্দে যখন কোন বস্তু প্রকাশ করে, তখনই বাগিন্দ্রিয় অভিধেয়ের (যাহা শব্দের মুখ্য অর্থ) প্রতি গমন করে বলিয়া ব্যবহার করা হয়। ব্রহ্ম যখন সেই শব্দের ও শব্দ-সম্পাদক ইন্দ্রিয়ের আত্মভূত, তখন তদ্‌বিষয়ে তাহার গমন অসম্ভব। অগ্নি যেরূপ স্বয়ং দাহক এবং প্রকাশক হইয়াও আপনাকে দগ্ধ ও প্রকাশিত করিতে পারে না, সেইরূপ শব্দও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ব্রহ্ম মনেরও আত্মস্বরূপ; অতএব মন অন্য বিষয়ে সংকল্প ও অধ্যবসায় করিতে

* অনন্যত্বাদ্ ব্রহ্মবিষয়া জিজ্ঞাসা শিষ্যস্য নির্বর্ত্তিতা স্যাৎ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ

পারিলেও ব্রহ্মবিষয়ে তাহা করিতে সমর্থ হয় না। কোন বিষয় জানিতে হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যেই জানিতে হয়; ব্রহ্ম যখন সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে 'ঈদৃশ' (এই প্রকার) বলিয়া জানিতে পারি না। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে 'ঈদৃশ' বলিয়া শিষ্যকে বিশেষাকারে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না; কেন না, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়, তাহাকেই তদীয় জাতি (মনুষ্যত্বাদি) গুণ (শুক্লাদি) ও ক্রিয়া (গমনাদি) দ্বারা বিশেষিত করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়; ব্রহ্মে যখন সেই জাত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মের অত্যন্ত অভাব, তখন তাঁহাকে শিষ্যগণের নিকট বিশেষ করিয়া প্রতীতি-গম্য করান অসম্ভব।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব উপদেশ করিতে এবং উপদিষ্টার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যে, নিরতিশয় যত্নের আবশ্যকতা; তাহাই "ন বিদ্মঃ" ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বুঝা গিয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ব একেবারেই উপদেশের অযোগ্য; এখন আবার তাহারই অপবাদ বা বিশেষ বিধান কথিত হইতেছে,—সত্য বটে, পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রতীতিগম্য করান যায় না; কিন্তু আগম বা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা তাঁহার প্রতীতি করান যাইতে পারে। এতদর্থে "অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যাদি আগম প্রমাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—শ্রোত্রাদির শ্রোত্রাদিস্বরূপ যে ব্রহ্ম শ্রোত্রাদির অবিষয়ীভূত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বিদিত হইতে পৃথক্ বা অন্য। বিদিত অর্থ=যাহা বিদি-ক্রিয়া—বেদন দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়'—অর্থাৎ বিদি-ক্রিয়ার কর্ম্মভূত কোন বস্তুই সময়ে কোন লোকের বিদিত হইয়া থাকে; অতএব বুঝিতে হইবে, নাম-রূপ-সম্পন্ন স্থূল বস্তুই 'বিদিত' পদে অভিহিত হয়, তিনি সেই বিদিত হইতে ভিন্ন। তাহা হইলে তিনি অবিদিত অর্থাৎ জ্ঞানের অতীত; এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে; তাঁহাতে বলিতেছেন যে, তিনি অবিদিত, অর্থাৎ বিদিতের

বিপরীত এবং ব্যাকৃত-স্থূল জগতের বীজস্বরূপ অব্যাকৃত অবিদ্যা হইতেও অধি=উপরে অর্থাৎ পৃথক্। 'অধি' অর্থ—উপরে, তাহার আবার লক্ষণা-লব্ধ অর্থ—অন্য বা পৃথক্। কেননা, যে বস্তু যাহার উপরিস্থিত, সেই বস্তু নিশ্চয়ই তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে।

যে বস্তু বিদিত বা বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই অল্প (পরিচ্ছিন্ন মর্ত্ত্য (বিনাশশীল) ও দুঃখাত্মক; অতএব তৎসমস্তই হেয় (পরিত্যাজ্য); ব্রহ্মকে তদ্‌বিপরীত (বিদিত হইতে ভিন্ন) বলায় তাঁহার অহেয়ত্ব উক্ত হইল এবং অবিদিত হইতে ভিন্ন বলায় তাঁহার অনুপাদেয়ত্বও (প্রাপ্যত্ব) কথিত হইল। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একে অপর কারণ বা সাধনের গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বেদিতা (জ্ঞাতা) কখনই অন্য প্রয়োজনে অন্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না; অর্থাৎ তিনি পরপ্রয়োজনের অধীন নহেন। অতএব, আত্মাকে বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, তাঁহার হেয়োপাদেয়ত্বও প্রতিষিদ্ধ হইল; ইহার ফলে আত্মাতিরিক্ত ব্রহ্ম বিষয়ে যে শিষ্যের জিজ্ঞাসা সম্ভাবিত ছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থই বিদিত ও অবিদিত হইতে, অন্য হইতে পারে না। অতএব বিদিতাবিদিত ভিন্ন আত্মার ব্রহ্মভাব প্রতিপাদনই উক্ত বাক্যের অভিপ্রেত; অর্থাৎ এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। 'যিনি নিষ্পাপ আত্মস্বরূপ।' 'যিনি (আত্মা) সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।' 'যে আত্মা সকলের অন্তরস্থিত।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ।

এবংবিধ সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-ধর্ম্মরহিত, শুদ্ধ চৈতন্যের ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদক উক্তরূপ বাক্যার্থ যে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত, তাহা জ্ঞাপনের উদ্দেশে "ইতি শুশ্রুম" কথার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্যগণের উপদেশপরম্পরা হইতেই উক্তপ্রকার ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু কেবল তর্ক (শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিচার) দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না এবং কেবল প্রবচন

(শাস্ত্র ব্যাখ্যা), মেধা (স্বীয় প্রতিভা), বহুতর শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা ও যজ্ঞাদি দ্বারাও তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় না। যে সকল পূর্ব্বাচার্য্য আমাদের সমীপে এই ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট আমরা উক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩।৪ ॥

যদ্‌বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

যৎ (ব্রহ্ম) বাচা অনভ্যুদিতং (অপ্রকাশিতং) যেন (ব্রহ্মণা) বাক্ অভ্যুদ্যতে (প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যতে) তৎ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি (বিজানীহি)। যৎ ইদং (উপাধিভেদসম্বদ্ধং শরীরশরীর্য্যাদিরূপং বস্তু) [লোকাঃ] উপাসতে ; ইদং [ব্রহ্ম] ন ॥ ৫ ॥

যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, পরন্তু যাঁহার সাহায্যে বাক্য উচ্চারিত হয়। তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু লোকে যাঁহাকে "ইদং" (বিভিন্নরূপবিশিষ্ট) বলিয়া উপাসনা করে, তাহা (জড়বস্তু) প্রকৃত ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥

'অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি' ইত্যনেন বাক্যেন আত্মা ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতে শ্রোতুরাশঙ্কা জাতা—তৎ কথং নু আত্মা ব্রহ্ম ? আত্মা হি নামাধিকৃতঃ কর্ম্মণ্যুপাসনে চ সংসারী কর্ম্মোপাসনং বা সাধনমনুষ্ঠায় ব্রহ্মাদিদেবান্ স্বর্গং বা প্রাপ্তুমিচ্ছতি ; তৎ তস্মাদন্য উপাস্যো বিষ্ণুরীশ্বর ইন্দ্রশ্চ প্রাণো বা ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি,ন ত্বাত্মা ; লোকপ্রত্যয়বিরোধাৎ। যথা অন্যে তার্কিকা ঈশ্বরাদন্য আত্মা ইত্যাচক্ষতে ; তথা কর্ম্মিণঃ "অমুং যজামুং যজ" ইতি অন্যা এব দেবতা উপাসতে। তস্মাদ্‌যুক্তং যদ্‌বিদিতমুপাস্যং, তদ্ ব্রহ্ম ভবেৎ, ততোঽন্য উপাসক ইতি। তামেতামাশঙ্কাং শিষ্যলিঙ্গেন উপলক্ষ্য তদ্‌বাক্যাদ্‌বা আহ—মৈবং শঙ্কিষ্ঠাঃ যৎচৈতন্যমাত্রসত্তাকং বাচা—বাগিতি জিহ্বামূলাদিষু অষ্টষু স্থানেষু বিষক্তম্ আগ্নেয়ং বর্ণানাম্ অভিব্যঞ্জকং করণং, বর্ণাশ্চ অর্থসঙ্কেত পরিচ্ছিন্না এতাবন্ত এবংক্রমপ্রযুক্তা ইত্যেবং তদভিব্যঙ্গ্যঃ শব্দঃ পদং বাগিত্যুচ্যতে। "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্, সৈষা স্পর্শান্তঃস্থোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। মিতমমিতং স্বরঃ সত্যানৃতে এব বিকারো যস্যাঃ, তয়া বাচা পদত্বেন পরিচ্ছিন্নয়া করণগুণবত্যা অনভ্যুদিতম্ অপ্রকাশিতম্ অনভ্যুক্তম্ ; যেন ব্রহ্মণা বিবক্ষিতেঽর্থে সকরণা বাক্ অভ্যুদ্যতে—চৈতন্যজ্যোতিষা প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যত

ইত্যেতৎ। "যদ্বাচো হ বাক্"ইত্যুক্তম্; "বদন্ বাক্", "যো বাচমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি:চ বাজসনেয়কে। যা বাক্ পুরুষেষু, সা ঘোষেষু প্রতিষ্ঠিতা, কশ্চিৎ তাং বেদ ব্রাহ্মণঃ" ইতি প্রশ্নমুৎপাদ্য প্রতিবচনমুক্তম্,—"সা বাগ্, যয়া স্বপ্নে ভাষতে" ইতি। সা হি বক্তুর্ব্বক্তির্নিত্যা বাক্ চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপা। "ন হি বক্তুর্ব্বক্তের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। তদেব আত্মস্বরূপং ব্রহ্ম নিরতিশয়ং ভূমাখ্যং বৃহত্ত্বাদ্ ব্রহ্মেতি বিদ্ধি বিজানীহি ত্বম্। যৈর্ব্বাগাদ্যুপাধিভিঃ "বাচো হ বাক্", "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ", "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনঃ", "কর্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা", "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"ইত্যেবমাদয়ঃ সংব্যবহারা অসংব্যবহার্য্যে নির্ব্বিশেষে পরে সাম্যে ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তন্তে, তান্ ব্যুদস্য আত্মানমেব নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম বিদ্ধীতী এব-শব্দার্থঃ। নেদং ব্রহ্ম, যদিদম্ ইত্যুপাধিভেদবিশিষ্টম্ অনাত্মেশ্বরাদি উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধীত্যুক্তেঽপি নেদং ব্রহ্ম ইতি অনাত্মনোঽব্রহ্মত্বং পুনরুচ্যতে নিয়মার্থমন্যব্রহ্মবুদ্ধিপরিসংখ্যানার্থং বা॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু; এই উপদেশ শ্রবণে শ্রোতার হৃদয়ে আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক হবে কিরূপে? কেন না, কর্ম্ম ও উপাসনায় অধিকারী সংসারী পুরুষই আত্ম-শব্দ-বাচ্য; সেই সংসারী আত্মা বিহিত কর্ম্ম বা উপাসনারূপ সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাদি দেবত্ব, কিংবা স্বর্গাদি ভোগ স্থান পাইতে ইচ্ছুক হয়, (কিন্তু স্ব-স্বরূপ পাইতে ইচ্ছা করে না)। উক্ত প্রকার লোক-ব্যবহার অনুসারে বুঝাযায় যে, উপাসক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র বা প্রাণ-ইঁহারাই উপাস্য ব্রহ্ম হইতে পারেন, কিন্তু আত্মা কখনই উপাস্য হইতে পারেন না; তাহা হইলে, উহা লোকব্যবহারের বিরুদ্ধ হয়। অপর তার্কিকগণও বলিয়া থাকেন যে, আত্মা ঈশ্বর হইতে অন্য এবং কর্ম্ম-মীমাংসকগণও 'অমুক দেবতার আরাধনা কর', 'অমুক দেবতার আরাধনা কর', এইরূপ উপদেশ দ্বারা পৃথক্ বা আত্মাতিরিক্ত দেবতারই

আরাধনা করিয়া থাকেন। অতএব যাহা বিদিত (অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত), তাহাই উপাস্য, এবং সেই উপাস্যই ব্রহ্মস্বরূপ; অবিদিত পদার্থ উপাস্যও হয় না, এবং তাহার ব্রহ্মত্বও নাই; সুতরাং উপাস্য ও উপাসক পরস্পর ভিন্ন; শিষ্যের আকার-ইঙ্গিতেই হউক, কিংবা বাক্যপ্রয়োগেই হউক, এইরূপ আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া, গুরুস্থানীয় শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন যে, না,—তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না।

যিনি, নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ তিনি বাগিন্দ্রিয় ও তদভিব্যঙ্গ্য শব্দ দ্বারা অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হন না। এখানে 'বাক্' অর্থে জিহ্বামূলাদি অষ্টস্থানে সংসক্ত বর্ণাভিব্যঞ্জক আগ্নেয় (অগ্নিদৈবতক) ইন্দ্রিয় ও তদভিব্যক্ত বর্ণসমূহ, উভয়ই বুঝিতে হইবে। এই 'বর্ণ' অর্থেও অর্থ-বোধনে সঙ্কেতিত এবং বিশেষ বিশেষ ক্রম ও সংখ্যাযুক্ত শব্দময় পদ বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—অকারই সমস্ত বাক্যের মূলস্বরূপ; সেই অকাররূপা বাক্ স্পর্শ, অন্তঃস্থ ও উষ্ম বর্ণরূপে বিভিন্নপ্রকার বহু রূপ ধারণকরে। মিত (নিয়ত-পাদযুক্ত ঋক্ প্রভৃতি), অমিত (অনিয়ত-পাদ যজুঃপ্রভৃতি), স্বর (গেয়—সাম), দৃষ্ট (প্রত্যক্ষানুসারে বিষয়-নির্দ্দেশ করা), অনৃত (অসত্য বচন), এই সকল যাহার বিকার, এবং বাগিন্দ্রিয় যাহার করণ বা কার্য্যসাধন, পুরুষনিষ্ঠ সেই বাক্‌শক্তিই এখানে 'বাক্' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। (৩) উক্তপ্রকার বাক্

(৩) তাৎপর্য্য,—"অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ।" ইত্যেতেষু আকাশপ্রদেশেষু আশ্রিতমিতি, অনেন আকাশোপাদানত্বং সূচিতম্। আগ্নেয়মিতি অগ্নিদেবতাকমিত্যর্থঃ। ন কেবলং করণং বাক্ উচ্যতে; বর্ণাশ্চ উচ্যন্তে ইত্যাহ—"বর্ণাশ্চেতি"। তদুক্তম্—"যাবন্তো যাদৃশা যে চ যদর্থপ্রতিপাদকাঃ। বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাঃ, তে তথৈবাববোধকাঃ॥" ইতি॥ 'গৌঃ ইতি পদং—গকারৌকারবিসর্জ্জনীয়-এবং ক্রমবিশেষাবচ্ছিন্নম্, ইতি মীমাংসকাদ্যনুসারেণোক্তম্। স্ফোটবাদিনোঽনুসারেণাহ—"তদভিব্যঙ্গ্য" ইতি। স্ফুটাতে—ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটঃ—পদাদিবুদ্ধিপ্রমাণকঃ। * * * "অকার" ইতি অকারপ্রধানোঙ্কারোপলক্ষিতা স্ফোটাখ্যা চিচ্ছক্তিঃ সর্ব্বা বাক্। সৈষা স্পর্শান্তঃস্থোষ্মভির্ব্যজ্যমানা। কাদয়ো মাবসানাঃ—স্পর্শাঃ, য-র-ল-বাঃ—অন্তঃস্থাঃ; শ-ষ-স-হাঃ—উষ্মাণঃ, তৈঃ ক্রমবিশেষাবচ্ছিন্নৈর্ব্যজ্যমানা নানারূপা বিবর্ত্ততে। মিতং=ঋগাদি, পাদাবসান-নিয়তাক্ষরত্বাৎ। অমিতং=যজুরাদি, অনিয়তাক্ষরপাদাবসানত্বাৎ। স্বরঃ=সাম,

যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু সেই নিত্য চৈতন্য জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রেরণায় ঐ বাক্ (বাগিন্দ্রিয় ও শব্দ) উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ প্রকাশ পায়। পূর্ব্বেই ঈশোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, 'যিনি বাক্যেরও বাক্যস্বরূপ, এবং শব্দ সম্পাদন করেন বলিয়া 'বাক্' শব্দে কথিত হন'। 'যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যের সংযমন বা পরিচালন করেন' ইত্যাদি। 'পুরুষ-গত যে বাকশক্তি তাহা ঘোষেও (বর্ণেও) অবস্থিত আছে; কোন্ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম-নিষ্ঠ) তাহা জানিতে পারেন?' এইরূপে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে, 'যাহার প্রভাবে স্বপ্নাবস্থায়ও কথা হয়, তাহাই প্রকৃত বাক্। বক্তার সেই উক্তিই (বচন) নিত্য চৈতন্যরূপা বাক্। 'বক্তার বক্তি (বাক্) কখনও বিলুপ্ত হয় না'; এই শ্রুতিই উক্ত বিষয়ে প্রমাণ। তুমি জানিও, তিনিই আত্মস্বরূপ, এবং নিরতিশয় (সর্ব্বাধিক) বৃহত্ত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্ম। অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারের অবিষয়, নির্ব্বিশেষ, পরব্রহ্মেও যে সকল উপাধি দ্বারা বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, এবং কর্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা, বিজ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ব্যবহার আরোপিত

গীতিপ্রাধান্যাৎ। সত্যং=যথাদৃষ্টার্থবচনম্। অনৃতং=তদ্‌বিপরীতম্। করণং=বাগিন্দ্রিয়ং গুণঃ—উপসর্জ্জনং যস্যাঃ, সা করণগুণবতী, পুরুষেষু চেতনেষু যা বাক্‌শক্তিঃ, সা ঘোষেষু বর্ণেষু প্রতিষ্ঠিতা, তদভিব্যঙ্গ্যত্বাদিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)।

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—উদরস্থ অগ্নি বা উত্তাপ প্রথমে ঔদরিক বায়ুতে আঘাত করে, পরে সেই প্রতিহত বায়ু জিহ্বামূল প্রভৃতি আটটি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিহত হইয়া বিভিন্নাকার ধ্বনি উৎপাদন করে; সেই ধ্বনিই জিহ্বামূলীয় ও কণ্ঠ্য প্রভৃতি বর্ণ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। শব্দোচ্চারণে অগ্নির সহায়তা থাকায় এবং "অগ্নিঃ বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ।" অর্থাৎ অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে মুখবিবরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্রুতি অনুসারে বাগিন্দ্রিয়কে আগ্নেয় বা অগ্নিদৈবতক বলা হয়। কর্ম্মমীমাংসক জৈমিনির মতে প্রত্যেক শব্দই নিত্য; সেই নিত্য শব্দের নামান্তর 'স্ফোট।' তিনি বলেন, কেবলই বর্ণময় শব্দে অর্থ-প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না। কারণ, ক খ প্রভৃতি বর্ণসমুদয় অনিত্য—উচ্চারণের পরই নষ্ট হইয়া যায়, তাহারা পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া পদ বা শব্দরূপে কোন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। পরন্তু, এক একটি বর্ণের উচ্চারণে অনুরূপ নিত্য স্ফোট অভিব্যক্ত হয় এবং তাহার দ্বারাই সঙ্কেতিত অর্থের বোধ হয়। স্ফোট শব্দ বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত এবং অর্থের অভিব্যঞ্জক হয়।

হইয়া থাকে, সেই সকল উপাধি অপনীত করিয়া প্রকৃত আত্মাকেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ইহাই "তৎ-এব" এই 'এব' শব্দের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। "ইদং" রূপে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপাধি-বিশিষ্টরূপে যে অনাত্ম ঈশ্বরের উপাসনা বা ধ্যান করা হয়, ইহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহে। (৪)

তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, এই কথা বলার পরও উক্তার্থের দৃঢ়ীকরণার্থ "নেদং ব্রহ্ম" (ইহা ব্রহ্ম নহে) বলিয়া অনাত্ম বস্তুর অব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অথবা আত্মাতেই ব্রহ্মবুদ্ধি করণার্থ, কিংবা আত্মভিন্ন পদার্থে ব্রহ্মবুদ্ধি-নিবৃত্ত্যর্থ, ঐরূপ পুনরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৪

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥

[জনঃ] মনসা যৎ ন মনুতে (সঙ্কল্পয়তি, সম্যক্ নিশ্চিনোতি), যেন মনঃ মতং (বিষয়ীকৃতম্) [ইতি ব্রহ্মবিদঃ] আহুঃ (কথয়ন্তি), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৫

যাঁহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণ মনকেও যাঁহার মত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত (উদ্ভাসিত) বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু যাহাকে "ইদং" বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥৫॥

যন্মনসা ন মনুতে। মন ইত্যন্তঃকরণং বুদ্ধিমনসোরেকত্বেন গৃহ্যতে। মনুতে অনেনেতি মনঃ সর্ব্বকরণসাধারণম্, সর্ব্ববিষয়ব্যাপকত্বাৎ। "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি শ্রুতেঃ। কামাদিবৃত্তিমৎ মনঃ, তেন মনসা যচ্চৈতন্যজ্যোতির্ম্মনসোঽবভাসকং ন মনুতে—ন সঙ্কল্পয়তি, নাপি নিশ্চিনোতি লোকঃ, মনসোঽবভাসকত্বেন নিয়ন্তৃত্বাৎ। সর্ব্ববিষয়ং

(৪) তাৎপর্য্য,—'ইদং' বা 'ইহা' বলিলেই নাম-রূপাদিবিশিষ্ট সম্মুখস্থ জড়বস্তুর প্রতীতি হয়, যাহার নাম-রূপাদি কোনই বিশেষ ধর্ম্ম নাই, তাহাকে 'ইদং' বলা যায় না। এই কারণে শ্রুতি বলিতেছেন যে, যাহাকে "ইদং" বলিয়া নামরূপাদিবিশিষ্টরূপে আরাধনা করা হয়, সেই জড়ভাগের ব্রহ্মত্ব নাই; কিন্তু এ কথায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের যে, সেখানেও অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই।

প্রতি প্রত্যগেবেতি স্বাত্মনি ন প্রবর্ত্ততেঽন্তঃকরণম্। অন্তঃস্থেন হি চৈতন্য-জ্যোতিষা অবভাসিতস্য মনসো মননসামর্থ্যম্; তেন সবৃত্তিকং মনো যেন ব্রহ্মণা মতং বিষয়ীকৃতং ব্যাপ্তমাহুঃ কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। তস্মাৎ তদেব মনস আত্মানং প্রত্যক্‌চেতয়িতারং ব্রহ্ম বিদ্ধি। নেদমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

লোকে কামাদি বৃত্তিবিশিষ্ট মনের দ্বারা মনঃপ্রকাশক চৈতন্য জ্যোতিকে মনন—সংকল্প করিতে পারে না, এবং নিশ্চিতরূপে ধারণাও করিতে পারে না। কারণ, সেই ব্রহ্মজ্যোতিই মনের উদ্ভাসক ও পরিচালক; সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে আত্মা-রূপে পরিব্যাপ্ত আছেন; এই কারণে মনও স্বস্বরূপ আত্মাতে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। বিশেষতঃ অভ্যন্তরস্থ চৈতন্য-জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইলেই মনের মনন-সামর্থ্য (চিন্তাশক্তি) সমুৎপন্ন হয়; এই কারণে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বৃত্তিসম্পন্ন মনকে যাঁহার দ্বারা মত—বিষয়ীকৃত,অর্থাৎ ব্যাপ্ত (আয়ত্ত) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; মনেরও চৈতন্য-সম্পাদক সেই আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। "নেদং" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

এখানে বুদ্ধি ও মনকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করায় 'মনঃ' শব্দের অন্তঃকরণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। যাহার দ্বারা মনন বা চিন্তা করা হয়, তাহার নাম মনঃ; সুতরাং ঐ শব্দটি সমস্ত করণবাচক (ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বোধক) 'কামনা, সংকল্প (মানস চিন্তা), বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি (অসহিষ্ণুতা), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধিবৃত্তি), ভী (ভয়), এ সমস্তই মন অর্থাৎ মনের বৃত্তি।' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কামনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণকেই 'মনঃ' বলা হয়; সুতরাং এখানে 'মনঃ' শব্দের বিশেষার্থ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ অর্থ অন্তঃকরণই বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

[লোকঃ] চক্ষুষা যৎ ন পশ্যতি (বিষয়ীকরোতি) ; যেন (চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা) চক্ষূংষি পশ্যতি, তৎ এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥

লোকে যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না ; যাহার দ্বারা চক্ষুকে দর্শন করে। তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইত্যাদি পূর্ব্বের সমান ॥ ৬ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি ন বিষয়ীকরোতি ; অন্তঃকরণবৃত্তিসংযুক্তেন লোকঃ যেন চক্ষূংষি অন্তঃকরণবৃত্তিভেদভিন্নাঃ চক্ষুর্ব্বৃত্তীঃ পশ্যতি—চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা বিষয়ীকরোতি ব্যাপ্নোতি। তদেবেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

লোকে অন্তঃকরণসংযুক্ত চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, অর্থাৎ যিনি চক্ষুর বিষয় হন না ; বিভিন্নপ্রকার অন্তঃকরণবৃত্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ চক্ষুর বৃত্তি সকল যাহার দ্বারা দর্শন করে, অর্থাৎ লোকে যে আত্মচৈতন্যজ্যোতির সাহায্যে চাক্ষুষ বৃত্তি সকলও অনুভব করিতে পারে, অপরাংশ পূর্ব্বের মত ॥ ৬ ॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

[লোকঃ] শ্রোত্রেণ (কর্ণেন) যৎ ন শৃণোতি, যেন চ ইদং শ্রোত্রং শ্রুতং (বিষয়ীকৃতম্ ভবতি), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

লোকে যাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না ; এই শ্রোত্র যাঁহার দ্বারা শ্রুত হয়, অর্থাৎ বিষয়ীকৃত হয় ; অপরাংশ পূর্ব্বের মত ॥ ৭ ॥

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি দিগ্দেবতাধিষ্ঠিতেন আকাশকার্য্যেণ মনোবৃত্তিসংযুক্তেন ন বিষয়ীকরোতি লোকঃ, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ; যৎ প্রসিদ্ধং চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা বিষয়ীকৃতম্ ; তদেবেত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

লোকসকল দিক্-দেবতা-পরিচালিত, আকাশ-সমুৎপন্ন ও মনোবৃত্তিবিশিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা যাঁহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না, অর্থাৎ যিনি শ্রবণের অবিষয় (৫) পরন্তু এই প্রসিদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয় যে আত্মচৈতন্য-জ্যোতিতে শ্রুত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, অপরাংশ পূর্ব্বের মত ॥ ৭ ॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[লোকঃ] প্রাণেন (ঘ্রাণেন) যৎ ন প্রাণিতি (ন বিষয়ীকরোতি), যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে (প্রের্য্যতে), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥

লোকে প্রাণ দ্বারা (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) যাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণও (ঘ্রাণও) [স্ববিষয়ে] প্রেরিত হয়। তাঁহাকেই—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥

যৎ প্রাণেন ঘ্রাণেন পার্থিবেন নাসিকাপুটান্তরবস্থিতেন অন্তঃকরণপ্রাণবৃত্তিভ্যাং সহিতেন যৎ ন প্রাণিতি গন্ধবৎ ন বিষয়ীকরোতি; যেন চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা অবভাস্যত্বেন স্ববিষয়ং প্রতি প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেবেত্যাদি সর্ব্বং সমানম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ
কেনোপনিষৎপদভাষ্যে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

(৫) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটি পরিচালক দেবতা আছে; ইন্দ্রিয়গণ সেই সকল দেবতাধিষ্ঠিত না হইয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। শ্রোত্রের দেবতা দিক্। এই কারণে শ্রোত্রের দিগ্দেবতাধিষ্ঠিত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহার পর, কোন ইন্দ্রিয়ই মনোবৃত্তির সহিত সম্মিলিত না হইলে, নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে 'মনোবৃত্তিবিশিষ্ট' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী হইতে সমুৎপন্ন হয়; এই কারণে এখানে শ্রোত্রকে 'আকাশ-সমুৎপন্ন' (আকাশ-কার্য্যেণ) বলা হইয়াছে।

ভাষ্যানুবাদ।

নাসারন্ধ্রে অবস্থিত ও পার্থিব (পৃথিবী হইতে সমুৎপন্ন) প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় অন্তঃকরণবৃত্তি ও পরিস্পান্দাত্মক প্রাণবৃত্তিসংযুক্ত হইয়াও যাঁহাকে গন্ধের মত অনুভব করিতে পারে না; পরন্তু প্রাণ যে আত্মচৈতন্যজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়; তাঁহাকেই—ইত্যাদি পূর্ব্বের মত ॥ ৮ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্-ভাষ্যানুবাদে প্রথম খণ্ড।

কেনোপনিষৎ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি (১)
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥৯।১॥

যদি মন্যসে সুবেদ ইতি, [তর্হি] নূনং ত্বং ব্রহ্মণঃ রূপং (স্বরূপং) দভ্রম্ (অল্পম্) এব অপি বেত্থ (জানীষে)। ত্বং [ভূতেষু] অস্য (ব্রহ্মণঃ) যৎ (রূপং) [বেত্থ], [তৎ অল্পং বেত্থ]। নু (অথবা) [ত্বং] দেবেষু অস্য (ব্রহ্মণঃ) যৎ (রূপং) [বেত্থ], [তৎ অপি অল্পম্ এব বেত্থ]। [যত এবং; তস্মাৎ] তে (তব) বিদিতম্ [ব্রহ্ম], অথ (অদ্যাপি) মীমাংস্যম্ (বিচার্য্যম্) এব মন্যে, অহমিতি শেষঃ]॥

তুমি যদি মনে কর যে, আমি ব্রহ্মের স্বরূপ উত্তমরূপে জানিয়াছি; তাহা হইলে জানিও যে, সেই রূপটি নিশ্চিতই দভ্র (অল্প)। (কেন না,) ব্রহ্মের যে (ভূত-ভৌতিক) রূপ অথবা দেবতারূপ, সেই উভয়ই (অল্প); অতএব, আমি (আচার্য্য) মনে করি, তোমার (শিষ্যের) পরিজ্ঞাত ব্রহ্ম-স্বরূপটি এখনও মীমাংস্য, অর্থাৎ বিচার ও তর্ক দ্বারা এখনও বুঝিতে বাকি আছে॥ ৯। ১॥]

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

এবং হেয়োপাদেয়-বিপরীতঃ ত্বম্ আত্মা ব্রহ্মেতি প্রত্যায়িতঃ শিষ্যঃ 'অহমেব ব্রহ্ম' ইতি সুষ্ঠু বেদ 'অহং' ইতি মাগৃহ্নীয়াদিত্যাশঙ্ক্য আচার্য্যঃ শিষ্যবুদ্ধিবিচালনার্থং যদীত্যাহ। নমু ইষ্টৈব সুবেদাহমিতি নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ। সত্যম্, ইষ্টা নিশ্চিতা প্রতিপত্তিঃ ন হি সুবেদাহমিতি। যদ্ধি বেদ্যং বস্তু বিষয়ীভবতি, তৎ সুষ্ঠু বেদিতুং শক্যম্, দাহ্যমিব দগ্ধুম্ অগ্নের্দ্দগ্ধুঃ, নতু অগ্নেঃ স্বরূপমেব। সর্ব্বস্য হি বেদিতুঃ

---

(১) দহরমেবাপি ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

স্বাত্মা ব্রহ্মেতি সর্ব্ববেদান্তানাং সুনিশ্চিতোঽর্থঃ। ইহ চ তদেব প্রতিপাদিতং প্রশ্ন-প্রতিবচনোক্ত্যা "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদ্যয়া। "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" ইতি চ বিশেষতোঽবধারিতম্। ব্রহ্মবিৎসম্প্রদায়নিশ্চয়শ্চোক্তঃ—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো, অবিদিতাদধি" ইতি; উপন্যস্তম্ উপসংহরিষ্যতি চ "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম-বিজানতাম্" ইতি। তস্মাদ্ যুক্তমেব শিষ্যস্য সুবেদেতি বুদ্ধিং নিরাকর্ত্তুম্। ন হি বেদিতা বেদিতুর্বেদিতুং শক্যঃ অগ্নির্দগ্ধুরিব দগ্ধুমগ্নেঃ। ন চান্যো বেদিতা ব্রহ্মণো-ঽস্তি, যস্য বেদ্যমন্যৎ স্যাদ্ ব্রহ্ম। "নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ" ইত্যন্যো বিজ্ঞাতা প্রতি-ষিধ্যতে। তস্মাৎ সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তির্মিথ্যৈব। তস্মাদ্ যুক্তমেবাহ আচার্য্যো যদীত্যাদি। যদি কদাচিৎ মন্যসে—সু বেদেতি—সুষ্ঠু বেদাহং ব্রহ্মেতি। কদাচিদ্ যথাশ্রুতং দুর্বিজ্ঞেয়মপি ক্ষীণদোষঃ সুমেধাঃ কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে, কশ্চিন্নেতি সাশঙ্ক-মাহ যদীত্যাদি। দৃষ্টং চ "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" ইত্যুক্তে প্রাজাপত্যঃ পণ্ডিতোঽপি অসুররাড় বিরোচনঃ স্বভাবদোষবশাৎ অনুপপদ্যমানমপি বিপরীতমর্থং শরীরমাত্মেতি প্রতিপন্নঃ। তথেন্দ্রো দেবরাট্ সকৃৎদ্বিস্ত্রিরুক্তং চাপ্রতিপদ্যমানঃ স্বভাবদোষক্ষয়মপেক্ষ্য চতুর্থে পর্য্যায়ে প্রথমোক্তমেব ব্রহ্ম প্রতিপন্নবান্। লোকেঽপি একস্মাদ্গুরোঃ শৃণ্বতাং কশ্চিদ্যথাবৎ প্রতিপদ্যতে, কশ্চিদযথাবৎ, কশ্চিদ্ বিপরীতং, কশ্চিৎ ন প্রতিপদ্যতে, কিমু বক্তব্যমতীন্দ্রিয়মাত্মতত্ত্বম্। ক ॥

অত্র হি বিপ্রতিপন্নাঃ সদসদ্বাদিনস্তার্কিকাঃ সর্ব্বে। তস্মাদবিদিতং ব্রহ্মেতি সুনিশ্চিতোক্তমপি বিষমপ্রতিপত্তিত্বাদ্ যদি মন্যস ইত্যাদি সাশঙ্কং বচনং যুক্তমেবাহ আচার্য্যস্য। খ ॥

দভ্রম্ অল্পমেবাপি নূনং ত্বং বেথ জানীষে ব্রহ্মণো রূপম্। কিমনেকানি ব্রহ্মণো রূপাণি মহান্ত্যর্ভকাণি চ?—যেনাহ দভ্রমেবেত্যাদি? বাঢ়ম্। অনেকানি হি নাম-রূপোপাধিকৃতানি ব্রহ্মণো রূপাণি, ন স্বতঃ। স্বতস্তু "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ" ইতি শব্দাদিভিঃ সহ রূপাণি প্রতিষিধ্যন্তে। ননু যেনৈব ধর্ম্মেণ যদ্রূপ্যতে, তদেব তস্য স্বরূপম্, ইতি ব্রহ্মণোঽপি যেন বিশেষেণ নিরূপণম্, তদেব তস্য স্বরূপং স্যাৎ, অত উচ্যতে,—চৈতন্যম্, পৃথিব্যাদীনামন্যতমস্য সর্ব্বেষাং বিপরিণতানাং বা ধর্ম্মো ন ভবতি। তথা শ্রোত্রাদীনামন্তঃকরণস্য চ ধর্ম্মো ন ভবতীতি। ব্রহ্মণো রূপমিতি, ব্রহ্ম রূপ্যতে চৈতন্যেন। তথা চোক্তম্—

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "বিজ্ঞানঘন এব," "সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম," "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," ইতি চ ব্রহ্মণো রূপং নির্দ্দিষ্টং শ্রুতিষু। সত্যমেবম্, তথাপি তদন্তঃকরণ-দেহে-ন্দ্রিয়োপাধিদ্বারেণৈব বিজ্ঞানাদিশব্দৈর্নির্দ্দিশ্যতে তদনুকারিত্বাদ্দেহাদি-বৃদ্ধি-সঙ্কোচ-চ্ছেদাদিষু নাশেষু চ, ন স্বতঃ। স্বতস্তু—"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজান-তাম্" ইতি স্থিতং ভবিষ্যতি। যদস্য ব্রহ্মণো রূপমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ন কেবলমধ্যাত্মোপাধি-পরিচ্ছিন্নস্য অস্য ব্রহ্মণো রূপং ত্বম্ অল্পং বেত্থ ; যদপ্যধিদৈবতো-পাধিপরিচ্ছিন্নস্য অস্য ব্রহ্মণো রূপং দেবেষু বেত্থ ত্বম্, তদপি নূনং দভ্রমেব বেত্থ ইতি মন্যেঽহম্। যদধ্যাত্মম্, যদধিদৈবম্, তদপি চ দেবেষূপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ দভ্রত্বাৎ ন নিবর্ত্ততে। যত্তু বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষং শান্তমনন্তমেকমদ্বৈতং ভূমাখ্যং নিত্যং ব্রহ্ম, ন তৎ সুবেদ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবম্, অথ নু—তস্মাৎ মন্যে অদ্যাপি মীমাংস্যং বিচার্য্যমেব তে তব ব্রহ্ম। এবমাচার্য্যোক্তঃ শিষ্য একান্তে উপবিষ্টঃ সমাহিতঃ সন্ যথোক্তমাচার্য্যেণ আগমমর্থতো বিচার্য্য, তর্কতশ্চ নির্দ্ধার্য্য, স্বানুভবং কৃত্বা, আচার্য্যসকাশমুপগম্যোবাচ—মন্যেঽহমথেদানীং বিদিতং ব্রহ্মেতি ॥ ৯ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আচার্য্য পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপদেশ দিলেন যে, 'হেয় (যাহা পরি-ত্যাগের যোগ্য) ও উপাদেয় (যাহা গ্রহণের যোগ্য), এই উভয়বিধ ভাবরহিত তুমি অর্থাৎ তোমার আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ।' শিষ্য উক্ত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন যে,—আমিই যে ব্রহ্ম, ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। পাছে 'অহং'পদে আমাকেই বুঝিয়া থাকে, আচার্য্য এই আশঙ্কায় শিষ্যের বুদ্ধি সৎপথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশে 'যদি মনে কর' ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। ভাল "অহং সুবেদ" (আমি উত্তমরূপে বুঝিয়াছি) এইরূপ নিশ্চিত বা নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান ত অভিমত বা প্রার্থনীয়ই বটে, তবে আর আশঙ্কা কেন? হ্যাঁ, ঐরূপ জ্ঞান অভিমতই সত্য ; কিন্তু "অহং সুবেদ" এই বুদ্ধি ত আর সেইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধি (অনুভব) নহে। কেন না, অগ্নি যেরূপ স্বীয় দাহযোগ্য বস্তুকেই দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আপনাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়

না ; সেইরূপ যে বস্তু জ্ঞান-যোগ্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, জ্ঞাতা ব্যক্তি সেই বস্তুকেই উত্তমরূপে জানিতে পারে ; কিন্তু নিজের স্বরূপকে কখনই জানিতে পারে না। সমস্ত বেদিতার (জ্ঞাতামাত্রের) আত্মাই যে ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের নিশ্চিত বা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। এই কেনোপনিষদেও 'শ্রোত্রের শ্রোত্র' ইত্যাদি প্রশ্ন-প্রত্যুত্তরচ্ছলে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে;এবং 'যিনি বাক্যের বিষয় হন না' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই আবার বিশেষভাবে অবধারিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ব্রহ্মবিৎ-সম্প্রদায়ের যাহা নিশ্চয় (স্থির বিশ্বাস), তাহাও 'যিনি বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্' ইত্যাদি বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইতঃ পর, 'বিশেষজ্ঞদিগের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত' ইত্যাদি বাক্যেও ঐ কথারই উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব, শিষ্যের তাদৃশ সুবেদন-বুদ্ধি অপনোদন করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। কারণ, অগ্নি যেমন অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না, তেমনি বেদিতার বেদিতাও জ্ঞানগ্রাহ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন কোনও বেদিতা নাই, ব্রহ্ম যাহার বেদ্য হইতে পারেন। 'ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন বিজ্ঞাতা নাই', এই শ্রুতিও ব্রহ্মাতিরিক্ত বেদিতার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। অতএব, 'আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি' এইরূপ বুদ্ধি নিশ্চয়ই মিথ্যা। অতএব, 'কখনও যদি তুমি মনে কর যে, আমি ব্রহ্মকে সুষ্ঠুরূপে বুঝিয়াছি,—' আচার্য্যের এই "যদি" শব্দোত্থ আশঙ্কা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। নির্দ্দোষ ও সুমেধা (ধারণা-শক্তি সম্পন্ন) কোনও ব্যক্তি দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয়ও শ্রবণ করিয়া কখন কখন বুঝিতে পারে, কখনও বা বুঝিতে পারে না ; এই কারণেই "যদি" ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা সূচিত হইয়াছে। দেখাও গিয়াছে, 'প্রজাপতি বলিয়াছিলেন,—'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, অভয় (সর্ব্বভয়-নিবারক) এবং ইহাই ব্রহ্ম।'

অসুররাজ বিরোচন পণ্ডিত হইয়াও স্বীয় স্বভাব-দোষে (রাজস-প্রকৃতি বশতঃ) প্রজাপতি-প্রদত্ত উক্ত উপদেশের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিপরীতার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন,—শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। অথচ দেবরাজ ইন্দ্র একবার, দুইবার, তিনবার পর্য্যন্ত প্রজাপতির উপদেশের রহস্য বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু স্বাভাবিক দোষরাশি বিদূরিত হইলে পর প্রজাপতির প্রথম-কথিত ব্রহ্মতত্ত্বই চতুর্থ-বারের উপদেশে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্যবহার-ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একই গুরুর নিকট বহু শিষ্য যুগপৎ একরূপ উপদেশ গ্রহণ করিলেও তন্মধ্যে কেহ বিকৃতভাবে উপদিষ্টার্থ গ্রহণ করে, কেহ যথাযথভাবে গ্রহণ করে, কেহ বা বিপরীতভাবে গ্রহণ করে, আবার কেহ বা একে-বারেই গ্রহণ করিতে পারে না। সাধারণ লোক-ব্যবহারেই যখন এইরূপ পার্থক্য ঘটে, তখন অলৌকিক আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর কথা কি ? ।ক ॥

সদসদ্‌বাদী তার্কিকগণ এ বিষয়ে বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধ-মতাব-লম্বী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ কোন কোন তার্কিক বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সৎ—নিত্য ও পরলোকভাগী। আবার কোন কোন তার্কিক বলিয়া থাকেন যে, না—আত্মা অসৎ—অনিত্য ও দেহপাতেই বিনষ্ট হয়। এইরূপে তার্কিক পণ্ডিতগণের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচলৎ রহিয়াছে। অতএব, 'ব্রহ্ম বিদিত নহেন,' ইহা সুনিশ্চিত হইলেও প্রকৃতার্থ-গ্রহণে বাধা থাকায় আচার্য্যের পক্ষে আশঙ্কা-সহকারে 'যদি মনে কর, বলা সঙ্গতই হইয়াছে ।খ ॥

তুমি ব্রহ্মের যে রূপটি জানিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই দভ্র। দভ্র অর্থ= অল্প বা ক্ষুদ্র। ভাল, তাহা হইলে ব্রহ্মের কি ছোট-বড় বহুতর রূপ আছে ? যাহাতে তুমি 'দভ্র' (অল্প) রূপের কথা বলিতেছ ? হ্যাঁ—অনেক রূপই আছে ; ব্রহ্মের নাম রূপময় উপাধিকৃত রূপ বহুতর, কিন্তু তাঁহার সেই সকল রূপ স্বাভাবিক নহে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-বর্জ্জিত, এবং অব্যয় (নির্ব্বিকার) ও

নিত্য।' এই শ্রুতিদ্বারা তাঁহার স্বরূপতঃ রূপ (আকৃতি) ও রূপ-রসাদি ধর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।গ॥

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ধর্ম্মের দ্বারা যাহাকে নিরূপিত বা পরিচিত করা হয়, তাহাই তাহার রূপ বা স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; সুতরাং যে বিশেষ ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন, তাহাই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? চৈতন্য পদার্থটি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের বা পঞ্চভূত-বিকারের, অথবা তন্মধ্যে যে কোন একটিরও ধর্ম্ম নহে, এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের কিংবা অন্তঃকরণেরও ধর্ম্ম নহে; অথচ চৈতন্য একমাত্র ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম,—ব্রহ্ম ঐ চৈতন্য দ্বারাই নিরূপিত বা পরিচিত হন; অতএব, চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয় নাই কেন? বক্ষ্যমাণ শ্রুতি-সমূহেও ঐরূপই ব্রহ্মস্বরূপ উক্ত হইয়াছে,—'ব্রহ্ম বিজ্ঞান (চৈতন্য) ও আনন্দস্বরূপ।' '(ব্রহ্ম)' কেবলই বিজ্ঞানময়। 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ।' ইত্যাদি। হ্যাঁ, যদিও এ কথা সত্য বটে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, দেহেন্দ্রিয়াদির ছেদ, ভেদ, বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ প্রভৃতি অবস্থায় আত্মা আপনাকেও যেন তদবস্থাপন্নই মনে করে; এই কারণে দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি সহযোগে বিজ্ঞানাদি-শব্দে তাঁহার নির্দ্দেশ করা হয়মাত্র, বস্তুতঃ উহা তাঁহার স্বরূপ নহে। বাস্তবিক পক্ষে 'বিজ্ঞদিগের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট বিজ্ঞাত।' এই বাক্যেই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপিত হইবে। পূর্ব্ব কথিত 'রূপ' শব্দের সহিত "যৎ অস্য" কথার সম্বন্ধ আছে;—অর্থাৎ এই ব্রহ্মের যাহা রূপ; তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম উপাধি পরিচ্ছিন্নরূপে যে ব্রহ্মরূপ জানিয়াছ, কেবল যে, তাহাই অল্প, এরূপ নহে; পরন্তু দেবতামধ্যেও যে, অধিদৈবত-রূপে ব্রহ্মরূপ অবগত হইয়াছ; আমি মনে করি, তাহাও তুমি অল্পই জানিয়াছ, অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত রূপ, তদুভয়ই উপাধি-পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং দহরত্ব বা অল্পত্ব দোষ-নির্ম্মুক্ত নহে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ-উপাধি-বর্জ্জিত,

শান্ত, অনন্ত, এক, অদ্বিতীয় ভূমা (পরম মহৎ) ও নিত্য; তাঁহাকে সহজে অবগত হওয়া যায় না; যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপ এমনই দুর্জ্জ্ঞেয়। অতএব আমি মনে করি, উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ তোমার পক্ষে এখনও মীমাংস্য—বিচার-যোগ্যই রহিয়াছে, [অতএব বিচার দ্বারা বুঝিতে সচেষ্ট হও]। শিষ্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আচার্য্যোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সমাহিতচিত্তে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া, আচার্য্যের উপদিষ্ট কথার অর্থ বিচার করিয়া এবং তর্কের দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া—অধিকন্তু, ঐ কথার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচার্য্য-সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—'আমি মনে করি, এখন ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি'।৯॥১॥

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।

যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥১০॥২॥

অহং [ব্রহ্ম] সুবেদ (সুষ্ঠু বেদ্মি) ইতি ন মন্যে। ন বেদ, ইতি চ নো (ন) বেদ। নঃ (অস্মাকং মধ্যে) যঃ (জনঃ) তৎ—'নো ন বেদ, বেদ চ ইতি' [বচনং] বেদ (বেত্তি), [সঃ] তৎ (ব্রহ্ম) বেদ॥

আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি, এরূপ মনে করি না, এবং [একেবারেই] জানি না, এরূপও মনে করি না। আমাদের মধ্যে যে জন এই 'জানি ও জানি না' কথার ভাব বুঝিতে পারে, সেই জনই ব্রহ্মকেও জানিতে পারে॥ ১০ ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথমিতি? শৃণুত;—নাহং মন্যে সু বেদেতি, নৈবাহং মন্যে সুবেদ ব্রহ্মেতি। নৈব তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্ম? ইত্যুক্তে আহ—নো ন বেদেতি বেদ চ। বেদ চেতি চশব্দাৎ ন বেদ চ।

নন্বু বিপ্রতিষিদ্ধং,—নাহং মন্যে সু বেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চেতি। যদি ন মন্যসে—সু বেদেতি, কথং মন্যসে বেদ চেতি? অথ মন্যসে—বেদৈবেতি, কথং ন মন্যসে—সুবেদেতি? একং বস্তু যেন জ্ঞায়তে, তেনৈব তদেব বস্তু ন সুবিজ্ঞায়ত ইতি বিপ্রতিষিদ্ধং সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ বর্জ্জয়িত্বা। ন চ ব্রহ্ম সংশয়িতত্বেন জ্ঞেয়ম্, বিপরীতত্বেন বেতি নিয়ন্তুং শক্যম্। সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ হি সর্ব্বত্রানর্থকরত্বেনৈব প্রসিদ্ধৌ।

এবমাচার্য্যেণ বিচাল্যমানোঽপি শিষ্যো ন বিচচাল। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যাচার্য্যোক্তাগম-সম্প্রদায়বলাৎ উপপত্ত্যনুভববলাচ্চ, জগর্জ্জ চ— ব্রহ্মবিদ্যায়াং দৃঢ়নিশ্চয়তাং দর্শয়ন্নাত্মনঃ। কথমিতি? উচ্যতে,—যো যঃ কশ্চিৎ নোঽস্মাকং সব্রহ্মচারিণাং মধ্যে তৎ—মদুক্তং বচনং তত্ত্বতো বেদ, সঃ তদ্ ব্রহ্ম বেদ। কিং পুনস্তদ্বচনমিত্যত আহ,—নো ন বেদেতি বেদ চেতি। যদেব "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যুক্তম্, তদেব বস্তু অনুমানানুভবাভ্যাং সংযোজ্য নিশ্চিতং বাক্যান্তরেণ 'নো ন বেদেতি বেদ চ' ইত্যবোচদাচার্য্যবুদ্ধিসংবাদার্থম্, মন্দবুদ্ধিগ্রহণ ব্যপোহার্থঞ্চ। তথা চ গর্জ্জিতমুপপন্নং ভবতি,—'যো নস্তদ্বেদ' ইতি॥ ১০॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল, কি প্রকার? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর,—আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি, ইহা কখনই মনে করি না। তবে কি তুমি ব্রহ্মকে বুঝিতেই পার নাই? গুরুর এই প্রশ্নোত্তরে শিষ্য বলিলেন, আমি যে, একেবারেই বুঝি না, তাহাও নহে। মূলের "বেদ চ" এই 'চ' শব্দে "ন বেদ চ" অর্থাৎ জানি না, এইরূপ অর্থও বুঝিতে হইবে।

ভাল, আমি মনে করি,—'ব্রহ্মকে জানি না, এবং জানি', এ রূপ কথা ত পরস্পর বিরুদ্ধ? কেন না, যদি মনে কর, ব্রহ্মকে জানি না, তবে আবার জানি, বলিয়া মনে কর কিরূপে? পক্ষান্তরে, ব্রহ্মকে যদি জানিয়াই থাক, তবে 'জানি' বলিয়াই মনে কর না কেন? যে ব্যক্তি যে বস্তু জানে, সেই ব্যক্তিরই যে, আবার সেই বস্তু অবিজ্ঞাত থাকা, ইহা সংশয় ও বিপর্য্যয় (ভ্রম) ভিন্ন উপপন্ন হইতে পারে না; প্রত্যুত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয়। আর ব্রহ্মকে যে, সংশয়িত বা বিপরীত-ভাবেই জানিতে হইবে; এ রূপও কোন নিয়ম করা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ, সংশয় ও বিপর্য্যয়-জ্ঞান সর্ব্বত্রই অনর্থকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। [অতএব, উক্ত জ্ঞানকে সংশয় বা বিপর্য্যয় (ভ্রম) বলা যাইতে পারে না।] (৬)

(৬) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যখন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিশেষ; তখন তাহা কখনই

শিষ্য আচার্য্যকর্ত্তৃক উক্তরূপে বিক্ষোভিত হইয়াও নিজের দৃঢ়-নিশ্চয় হইতে বিচলিত হইল না ; পরন্তু, আচার্য্যোক্ত 'তিনি বিদিত হইতে পৃথক্ এবং অবিদিত হইতেও পৃথক্' এই সাম্প্রদায়িক বাক্যানুসারে এবং যুক্তিযুক্ত অনুভবানুসারেও ব্রহ্ম-বিদ্যায় নিজের স্থিরতর ধারণা জ্ঞাপনার্থ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। কি প্রকার ? বলা যাইতেছে,—আমরা যে সকলে একত্র বেদাধ্যয়ন করি, সেই আমাদের মধ্যে যে কেহ ঐ কথার অর্থ বুঝিতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সেই লোকই ব্রহ্মকে জানিতে পারে। ঐ কথাটি যে কি ; তাহাই "নো ন বেদেতি বেদ চ" বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ইতঃ পূর্ব্বে আচার্য্যকর্ত্তৃক "অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অথো, অবিদিতাৎ অধি", এই বাক্যে যে তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে ; এবং শিষ্য নিজেও যে, সেই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ; তাহাই "নো ন বেদ" ইত্যাদি বাক্যে অনুমান ও অনুভূতি-সহযোগে প্রকাশ করিলেন ; আর মন্দমতি লোকেরা যে, ঐ তত্ত্ব-গ্রহণে অসমর্থ, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। অতএব, 'আমাদের মধ্যে যে জানে' ইত্যাদি বাক্যে যে অভিমান ব্যক্ত কয়া হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয় নাই ॥ ১০ ॥ ২ ॥

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥১১॥৩॥

[ব্রহ্ম] যস্য অমতম্ (অবিজ্ঞাতম্), তস্য মতং (সম্যক্ জ্ঞাতম্)। [ব্রহ্ম] যস্য মতং (বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ), সঃ [ব্রহ্ম] ন বেদ (ন জানাতি)। [যস্মাৎ] বিজানতাং (সম্যক্ বিদিতবতাং ব্রহ্ম সমীপে) অবিজ্ঞাতম্, অবিজানতাম্ (অসম্যগ্‌দর্শিনাম্ এব) বিজ্ঞাতম্ (ভবতি) ॥

ঘট-পটাদি বস্তুর ন্যায় জ্ঞানগম্য হইতে পারে না ; সুতরাং আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি না,' কথা সঙ্গত হইয়াছে। পুনশ্চ, ব্রহ্মই যখন আত্মারূপে (জীবভাবে) সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, অথচ আত্মা কাহারই নিকট অপ্রত্যক্ষ বা অবিজ্ঞাত থাকে না, সকলেই আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে, সুতরাং ব্রহ্মকে একেবারেই জানি না, বলা যায় না। অতএব 'তাঁহাকে জানি না, এমন নহে' বলাও অসঙ্গত হয় নাই।

যে মনে করে, ব্রহ্মকে জানি না, বস্তুতঃ সে-ই তাঁহাকে জানে; আর যে মনে করে, ব্রহ্মকে জানি, বস্তুতঃ সে তাঁহাকে জানে না। [কারণ], বিজ্ঞ জনেরা তাঁহাকে অবিজ্ঞাত বলিয়া জানেন, আর অজ্ঞ জনেরাই তাঁহাকে বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে॥ ১১॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শিষ্যাচার্য্যসংবাদাৎ প্রতিনিবৃত্য স্বেন রূপেণ শ্রুতিঃ সমস্তসংবাদনির্বৃত্তমর্থমেব বোধয়তি—যস্যামতমিত্যাদিনা। যস্য ব্রহ্মবিদঃ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ অবিদিতং ব্রহ্মেতি মতম্—অভিপ্রায়ঃ নিশ্চয়ঃ, তস্য মতং জ্ঞাতং সম্যগ্‌ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্য পুনঃ মতং জ্ঞাতং—বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ, ন বেদৈব সঃ ন ব্রহ্ম বিজানাতি সঃ। বিদ্বদবিদুষোঃ যথোক্তৌ পক্ষৌ অবধারয়তি,—অবিজ্ঞাতং বিজানতামিতি, অবিজ্ঞাতম্ অমতম্ অবিদিতমেব ব্রহ্ম বিজানতাং সম্যগ্‌বিদিতবতামিত্যেতৎ। বিজ্ঞাতং বিদিতং ব্রহ্ম অবিজানতাম্ অসম্যগ্‌দর্শিনাম্ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিষ্বেব আত্মদর্শিনামিত্যর্থঃ; নতু অত্যন্তমেব অব্যুৎপন্নবুদ্ধীনাম্। ন হি তেষাং 'বিজ্ঞাতমস্মাভির্ব্রহ্মেতি' মতির্ভবতি। ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিষু আত্মদর্শিনাং তু ব্রহ্মোপাধিবিবেকানুপলম্ভাৎ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধেশ্চ বিজ্ঞাতত্বাৎ বিদিতং ব্রহ্মেত্যুপপদ্যতে ভ্রান্তিরিতি, অতোঽসম্যগ্‌দর্শনং পূর্ব্বপক্ষত্বেন উপন্যস্যতে—বিজ্ঞাতমবিজানতামিতি। অথবা হেত্বর্থ উত্তরার্দ্ধোঽবিজ্ঞাতমিত্যাদিঃ॥ ১১॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

শ্রুতি এখন গুরু-শিষ্যভাবে উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ রূপেই (শ্রুতিরূপেই) পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন,—ব্রহ্ম অমত—বিদিত বা বিজ্ঞাত নহে, ইহা যে ব্রহ্মবিদের মত=অভিপ্রায় বা নিশ্চয়; বস্তুতঃ ব্রহ্ম তাঁহারই মত অর্থাৎ সম্যক্ পরিজ্ঞাত। পরন্তু, ব্রহ্ম যাহার মত, অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি,' এইরূপ যাহার মনে নিশ্চয় হয়, সে লোক নিশ্চয়ই জানে না; অর্থাৎ সে লোক নিশ্চয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। বিজ্ঞ ও অজ্ঞ সম্বন্ধে যে দুইটি পক্ষ কথিত হইল, এখন তাহাই অবধারণ করিয়া বলিতেছেন যে, যাঁহারা ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট

ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অবিদিত (বলিয়া মনে হয়) ; আর যাহারা অবিজানৎ অর্থাৎ সম্যক্জ্ঞান-রহিত, তাহাদের নিকটই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত (বলিয়া প্রতিভাত হন)। যাহারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, (তদতিরিক্ত আত্মা জানে না), তাহারাই এখানে 'অবিজানৎ'-(অজ্ঞ) শব্দে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে অব্যুৎপন্নবুদ্ধি লোকগণ নহে। কেন না, তাহাদের মনে 'আমরা ব্রহ্ম জানিয়াছি,' এরূপ বুদ্ধি কখনও উৎপন্ন হয় না। আত্মার উপাধি—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে যাহারা আত্মত্ব দর্শন করে, তাহারা কখনই ব্রহ্মকে উপাধি-বিযুক্তভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মোপাধিভূত বুদ্ধি প্রভৃতিকেই বুঝিতে পারে, এবং সেই বুদ্ধি-বিজ্ঞানেই ব্রহ্মকে বিজ্ঞাত বা বিদিত বলিয়া মনে করে ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ঐরূপ বিদিতত্ব-ভ্রান্তি নিতান্তই সম্ভবপর (৩)। সেই কারণে, অসম্যক্ দর্শনোল্লেখের পূর্ব্বে "বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্" বাক্যে সম্যক্ দর্শনের উল্লেখ করা সঙ্গত হইয়াছে। অথবা, উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যে "যস্যামতম্" প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহারই সমর্থনের জন্য "অবিজ্ঞাতম্" ইত্যাদি উত্তরার্দ্ধ হেতুরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

---

(৩) তাৎপর্য্য,—যে বস্তুর কোনরূপ আকৃতি আছে, কিংবা ভাল মন্দ গুণ আছে, বাক্য সেই বস্তুরই স্বরূপনিরূপণে সমর্থ হয়, এবং মনও সেই বস্তুরই চিন্তা বা ধ্যান করিতে সক্ষম হয় ; কিন্তু যাহার কোনরূপ আকৃতি বা গুণ নাই—কেবলই নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ, বাক্য তাহার স্বরূপ-নির্দ্দেশে অসমর্থ হইয়া এবং মনও তাহার স্বরূপ-নিরূপণে অকৃতকার্য্য হইয়া, ফিরিয়া আসে। ব্রহ্মও স্বভাবতঃ নিরাকার, নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ; সুতরাং বাক্য, মন, উভয়ই তন্নিরূপণে কাতর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" অধিকন্তু, মন নিজে স্বপ্রকাশ নহে, ব্রহ্মের প্রকাশে প্রকাশমান হইয়াই অপরকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপর আবার মনের বৃত্তি বা প্রকাশশক্তি পরিচ্ছিন্ন ; মন যতই ব্রহ্মবিষয়ে চিন্তা করিতে থাকে, ততই তাঁহার মহত্ত্ব বা অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারে যে, ব্রহ্মের স্বরূপ আমার জ্ঞেয় বা আয়ত্ত করিবার যোগ্য নহে। কাজেই বিজ্ঞজনেরা ব্রহ্মকে 'অবিদিত'ই মনে করেন। আর অজ্ঞ লোকেরা প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা না করিয়া, তাঁহারই বুদ্ধি প্রভৃতি কোন একটি উপাধিকে ব্রহ্ম-জ্ঞানে চিন্তা করে ; এবং তাহা জানিয়াই ব্রহ্মকে জানিয়াছি মনে করে ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ঐরূপ ব্রহ্ম (বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি) বিদিতই বটে। এইরূপে শ্রুতিকথিত 'বিদিত', ও 'অবিদিত' উভয় কথারই সামঞ্জস্য হয়।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥১২॥৪॥

[ব্রহ্ম যদা] প্রতিবোধবিদিতং (প্রত্যেক-বোধে জ্ঞাতং) [ভবতি ; তদা] [তৎ] মতং (সম্যগ্দর্শনং) [ভবতীতি শেষঃ]। [তস্মাৎ] অমৃতত্বং (মোক্ষং) হি বিন্দতে (লভতে)। [তদেব বিভজ্য দর্শয়তি],— আত্মনা (জীবাত্মস্বরূপজ্ঞানেন) বীর্য্যং (অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং) বিন্দতে, বিদ্যয়া (ব্রহ্মবিদ্যয়া) অমৃতং (মোক্ষং) বিন্দতে ॥

যিনি প্রত্যেক জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিতে পারেন, তিনিই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করেন। বিশেষ এই যে, কেবল জীবাত্মার জ্ঞানে বীর্য্য, অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, আর বিদ্যা বা পরমাত্ম-জ্ঞানে মুক্তি লাভ করেন ॥ ১২ ॥ ৪ ॥]

শঙ্করভাষ্যম্।

'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্' ইত্যবধৃতম্। যদি ব্রহ্ম অত্যন্তমেব অবিজ্ঞাতম্, লৌকিকানাং ব্রহ্মবিদাং চাবিশেষঃ প্রাপ্তঃ। 'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্' ইতি চ পরস্পরবিরুদ্ধম্। কথং তু তৎ ব্রহ্ম সম্যগ্‌বিদিতং ভবতীত্যেবমর্থমাহ—প্রতিবোধবিদিতং,—বোধং বোধং প্রতি বিদিতম্। বোধশব্দেন বৌদ্ধাঃ প্রত্যয়া উচ্যন্তে। সর্ব্বে প্রত্যয়া বিষয়ীভবন্তি যস্য, স আত্মা সর্ব্ববোধান্ প্রতিবুধ্যতে,—সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শী চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়ৈরেব প্রত্যয়েষু অবিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে, নান্যৎ দ্বারমন্তরাত্মনো বিজ্ঞানায়। অতঃ প্রত্যয়-প্রত্যগাত্মতয়া বিদিতং ব্রহ্ম যদা, তদা তৎ মতং, তৎ সম্যগ্দর্শনমিত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রত্যয়-দর্শিত্বে চোপজননাপায়বর্জিত-দৃক্‌স্বরূপতা-নিত্যত্বং বিশুদ্ধস্বরূপত্বমাত্মত্বং নির্ব্বিশেষতৈকত্বং চ সর্ব্বভূতেষু সিদ্ধং ভবেৎ ; লক্ষণভেদাভাবাৎ ব্যোম্ন ইব ঘট-গিরিগুহাদিষু। বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যদ্ ব্রহ্মেতি আগমবাক্যার্থ এবং পরিশুদ্ধ এবোপসংহৃতো ভবতি। "দৃষ্টের্দ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা, মতের্মন্তা, বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতা" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্।

যদা পুনর্ব্বোধ-ক্রিয়াকর্ত্তেতি বোধক্রিয়া-লক্ষণেন তৎকর্ত্তারং বিজানাতীতি বোধলক্ষণেন বিদিতং—প্রতিবোধ-বিদিতমিতি ব্যাখ্যায়তে। যথা যো বৃক্ষশাখাশ্চালয়তি, স বায়ুরিতি, তদ্বৎ। তদা বোধ-ক্রিয়াশক্তিমান্ আত্মা দ্রষ্টব্যম্, ন বোধস্বরূপ এব।

বোধস্তু জায়তে বিনশ্যতি চ। যদা বোধো জায়তে, তদা বোধক্রিয়য়া সবিশেষঃ। যদা বোধো নশ্যতি, তদা নষ্টবোধো দ্রব্যমাত্রং নির্ব্বিশেষঃ। তত্রৈবং সতি, বিক্রিয়াত্মকঃ সাবয়বোঽনিত্যোঽশুদ্ধ ইত্যাদয়ো দোষা ন পরিহর্ত্তুং শক্যন্তে।

যদপি কাণাদানাম্ আত্ম-মনঃসংযোগজো বোধ আত্মনি সমবৈতি, অত আত্মনি বোদ্ধৃত্বম্; নতু বিক্রিয়াত্মক আত্মা; দ্রব্যমাত্রস্তু ভবতি,ঘট ইব রাগসমবায়ী। অস্মিন্ পক্ষেঽপি অচেতনং দ্রব্যমাত্রং ব্রহ্মেতি "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বাধিতাঃ স্যুঃ। আত্মনো নিরবয়বত্বেন প্রদেশাভাবাৎ নিত্যসংযুক্তত্বাচ্চ মনসঃ স্মৃত্যুৎপত্তি-নিয়মানুপপত্তিঃ অপরিহার্য্যা স্যাৎ। সংসর্গধর্ম্মিত্বং চাত্মনঃ শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়বিরুদ্ধং কল্পিতং স্যাৎ। "অসঙ্গো ন হি সজ্জতে" "অসক্তং সর্ব্বভৃৎ" ইতি হি শ্রুতি-স্মৃতী দ্বে; ন্যায়শ্চ,—গুণবদ্ গুণবতা সংসৃজ্যতে, নাতুল্যজাতীয়ম্। অতো নির্গুণং নির্ব্বিশেষং সর্ব্ববিলক্ষণং কেনচিদপি অতুল্যজাতীয়েন সংসৃজ্যত ইত্যেতৎ ন্যায়বিরুদ্ধং ভবেৎ। তস্মাৎ নিত্যালুপ্তবিজ্ঞানস্বরূপ-জ্যোতিরাত্মা ব্রহ্ম, ইত্যয়মর্থঃ সর্ব্ববোধ-বোদ্ধৃত্বে আত্মনঃ সিধ্যতি, নান্যথা। তস্মাৎ "প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্" ইতি যথাব্যাখ্যাতএবার্থোঽস্মাভিঃ।

যৎ পুনঃ স্বসংবেদ্যতা প্রতিবোধ-বিদিতমিত্যস্য বাক্যস্য অর্থো বর্ণ্যতে। তত্র ভবতি—সোপাধিকত্বে আত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিস্বরূপত্বেন ভেদং পরিকল্প্য আত্মনা আত্মানং বেত্তীতি সংব্যবহারঃ। "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি", "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম" ইতি। নতু নিরুপাধিকস্যাত্মন একত্বে স্বসংবেদ্যতা পরসংবেদ্যতা বা সম্ভবতি। সংবেদনস্বরূপত্বাৎ সংবেদনান্তরাপেক্ষা চ ন সম্ভবতি, যথা প্রকাশস্য প্রকাশান্তরাপেক্ষায়া ন সম্ভবঃ, তদ্বৎ। বৌদ্ধপক্ষে,—স্বসংবেদ্যতায়ান্তু ক্ষণভঙ্গুরত্বং নিরাত্মকত্বঞ্চ বিজ্ঞানস্য স্যাৎ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং", "স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বাধ্যেরন্। যৎ পুনঃ 'প্রতিবোধ' শব্দেন—নির্নিমিত্তো বোধঃ প্রতিবোধো, যথা সুপ্তস্যেত্যর্থং পরিকল্পয়ন্তি। সকৃদ্‌বিজ্ঞানং প্রতিবোধইত্যপরে। নির্নিমিত্তঃ সনিমিত্তঃ সকৃদ্বা অসকৃদ্বা প্রতিবোধ এব হি সঃ।

অমৃতত্বমমরণভাবং স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষং হি যস্মাদ্‌বিন্দতে লভতে যথোক্তাৎ প্রতিবোধাৎ প্রতিবোধ-বিদিতাত্মকাৎ, তস্মাৎ প্রতিবোধ-বিদিতমেব মতমিত্যভিপ্রায়ঃ। বোধস্য হি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বঞ্চ মতমমৃতত্বে হেতুঃ। ন হ্যাত্মনোঽনাত্ম-

ত্বমমৃতত্বং ভবতি। আত্মত্বাদাত্মনোঽমৃতত্বং নিনিমিত্তমেব। এবং মর্ত্ত্যত্বমাত্মনো যদবিদ্যয়া অনাত্মত্ব-প্রতিপত্তিঃ।

কথং পুনর্যথোক্তয়া আত্মবিদ্যয়া অমৃতত্বং বিন্দতে? ইত্যত আহ;—আত্মনা স্বেন স্বরূপেণ বিন্দতে লভতে বীর্য্যং বলং সামর্থ্যম্। ধনসহায়মন্ত্রৌষধিতপোযোগ-কৃতং বীর্য্যং মৃত্যুং ন শক্নোত্যভিভবিতুম্ অনিত্যবস্তুকৃতত্বাৎ; আত্মবিদ্যাকৃতং তু বীর্য্যমাত্মনৈব বিন্দতে, নান্যেনেতি, অতোঽনন্যসাধনত্বাৎ আত্ম-বিদ্যাবীর্য্যস্য, তদেব বীর্য্যং মৃত্যুং শক্নোত্যভিভবিতুম্। যত এবমাত্ম-বিদ্যাকৃতং বীর্য্যমাত্মনৈব বিন্দতে, অতো বিদ্যয়া আত্মবিষয়য়া বিন্দতেঽমৃতম অমৃতত্বম্। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইত্যাথর্ব্বণে। অতঃ সমর্থো হেতুঃ,—"অমৃতত্বং হি বিন্দতে" ইতি ॥ ১২ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

বিশেষজ্ঞদিগের নিকট ব্রহ্ম যে বিজ্ঞাত নহে, ইহা পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে। এখন বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম যদি একান্তই অবিজ্ঞাত হন, অর্থাৎ কাহারো নিকটই পরিজ্ঞাত না হন, তাহা হইলে ত সাধারণ-লোকে ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য থাকে না? আর 'বিশেষজ্ঞদিগের তিনি অবিজ্ঞাত,' এই কথাগুলিও পরস্পর বিরুদ্ধ; অর্থাৎ যিনি বিশেষজ্ঞ, তিনি যদি ব্রহ্মকেই না জানেন, তবে আর তাঁহার বিশেষজ্ঞতা কি রহিল? ভাল, সেই ব্রহ্মকে কি উপায়ে সম্যক্‌রূপে জানা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—তিনি প্রতিবোধে বিদিত হন। 'বোধ'-শব্দে বৌদ্ধ প্রত্যয়, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে বুঝায়; অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিই আত্মার বিষয়ীভূত বা আত্ম-প্রকাশ্য হয়; সুতরাং ঘট-পটাদি-বিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতেই সেই আত্মা প্রকাশকরূপে বিদ্যমান আছেন; অতএব, সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষী ও একমাত্র চৈতন্যরূপী আত্মা বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত একীভাবে পরিজ্ঞাত হন; এবং উক্তপ্রকার বোধই সেই পরিজ্ঞানের একমাত্র দ্বার বা উপায়। অতএব বুঝিতে হইবে, যেসময় সর্ব্ববোধের সাক্ষিরূপে আত্মাকে জানিতে পারা যায়, সেই সময়ই তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান

উপস্থিত হয়। আত্মার সর্ব্ববোধ-দর্শিত্ব জানিলেই তাঁহার যে, উৎপত্তি ও ধ্বংসরাহিত্য, নিত্য-জ্ঞানস্বরূপতা, বিশুদ্ধতা এবং সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষ ও একরূপে অবস্থিতি, তাহাও প্রমাণিত (পরিজ্ঞাত) হয়। কারণ, ঘট ও গিরিগুহাদি-উপাধিগত আকাশ যেমন আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও বিভিন্ন চিহ্ন (লক্ষণ) না থাকায় স্বরূপতঃ একরূপ, তেমনি বিভিন্ন উপাধিগত আত্মাও স্বরূপতঃ একরূপ। শ্রুতির তাৎপর্য্য এইরূপ যে, তিনি বিদিতও নহে, অবিদিতও নহে—তিনি তদুভয় স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ফলতঃ এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ হইলেই বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বনিরূপণের উপসংহার সিদ্ধ হইতে পারে। অন্য শ্রুতিও তাঁহাকে 'দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের মননকর্ত্তা এবং বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ "প্রতিবোধ-বিদিতম্" কথার এইরূপ অর্থ করেন যে, লোক-ব্যবহারে দৃষ্ট হয়,—'যাহা দ্বারা বৃক্ষের শাখা স্পন্দিত বা কম্পিত হইতেছে, তাহার নাম 'বায়ু'; এইরূপে স্পন্দন-ক্রিয়া দ্বারা বায়ুর পরিচয় প্রদান করা হয় বলিয়া, যেমন স্পন্দন ক্রিয়াই বায়ুর লক্ষণ হইয়া থাকে, তেমনি আত্মাই বোধ-ক্রিয়ার কর্ত্তা; সুতরাং এই বোধ-ক্রিয়ারূপ লক্ষণ দ্বারা তৎকর্ত্তা আত্মাকেও জানা যাইতে পারে। অতএব, "প্রতিবোধ-বিদিতম্" কথার অর্থ—বোধ বা জ্ঞান-ক্রিয়ারূপ লক্ষণ দ্বারা (ব্রহ্ম) বিদিত হন। এ পক্ষে বুঝা যায় যে, আত্মা কিন্তু বোধ-ক্রিয়া সমুৎপাদনে শক্তিমান্ বা সমর্থ বটে; কিন্তু স্বয়ং বোধস্বরূপ নহে—জড় পদার্থ। উক্ত বোধ-ক্রিয়া যখন উৎপত্তি-বিনাশশীল, তখন বুঝিতে হইবে, যে সময় ঐ বোধ-ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়, আত্মা তখনই সেই বোধ-ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া সবিশেষভাব প্রাপ্ত হন, আর যখন সেই বোধ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বোধহীন আত্মা একটি জড় দ্রব্যরূপে পর্য্যবসিত হন, এবং পূর্ব্বোক্ত বোধরূপ বিশেষ ধর্ম্মটি না থাকায় নির্ব্বিশেষভাব লাভ

করেন। অতএব, এই মতে, আত্মার সবিকারত্ব, সাবয়বত্ব, অনিত্যত্ব ও অবিশুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, সে সকলের আর পরিহার করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

আর যে, কণাদমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন,—আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবার পর আত্মাতে যে বোধ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহাতেই আত্মার বোদ্ধৃত্ব ঘটে; কিন্তু আত্মা স্বয়ং বিকারী নহে। ঘট-দ্রব্যে যেরূপ লৌহিত্য গুণ সমবেত বা সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতেও বোধগুণ সমবেত হয় মাত্র; কিন্তু তাহা দ্বারা আত্মার বিকার ঘটে না। ইত্যাদি। এই পক্ষেও ব্রহ্মের অচেতন দ্রব্যরূপতাই প্রমাণিত হয়,—চেতনত্ব প্রমাণিত হয় না। তাহার ফলে ব্রহ্ম-স্বরূপ-বোধক 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বাধিত বা বিরুদ্ধার্থ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু আত্মা যখন নিরবয়ব, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ থাকা সম্ভব হয় না, (সুতরাং মনের সহিত তাহার একদেশের সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না)। বিশেষতঃ মনের সহিত তাহার সর্ব্বদাই সম্বন্ধ থাকায় স্মৃতি বা স্মরণ-জ্ঞানের যে পারম্পর্য্য বা পর পর হইবার নিয়ম আছে, সেই নিয়মও কিছুতেই রক্ষা পায় না। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় বা যুক্তি দ্বারা আত্মার যে সংসর্গ-ধর্ম্মিত্ব বা সঙ্গিত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এই পক্ষে আত্মাকে বোধ-বিশিষ্ট বলায় সেই সংসর্গ-ধর্ম্মই কল্পিত হইয়া পড়ে। 'আত্মা অসঙ্গ, অতএব কুত্রাপি সংসক্ত হয় না।' এই শ্রুতি, 'তিনি সর্ব্ব জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, কিন্তু, জগতে আসক্ত নহেন;' এই স্মৃতি এবং-গুণযুক্ত বস্তুই গুণযুক্ত অপর বস্তুর সহিত সম্মিলিত হয়, বিজাতীয় বস্তুদ্বয় পরস্পর মিলিত হয় না ও হইতে পারে না।' এই প্রকার যুক্তি দ্বারাও সবিশেষ মনের সহিত নির্ব্বিশেষ আত্মার সংসর্গ বা সম্বন্ধ-কল্পনা বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব, আত্মাকে সর্ব্ববোধ-সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিলেই তাঁহার নিত্য নির্ব্বিকার, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মভাব সিদ্ধ বা

প্রমাণিত হইতে পারে, প্রকারান্তরে হইতে পারে না। অতএব, “প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্” কথার আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রেত অর্থ।

আবার কেহ কেহ যে, ‘প্রতিবোধ’ শব্দে স্বসংবেদ্যতা অর্থ করিয়া থাকেন, সেই পক্ষেও আত্মার সোপাধিকভাব গ্রহণপূর্ব্বক আত্মার সহিত তদুপাধি বুদ্ধ্যাদির প্রভেদ কল্পনা করিয়া ‘আত্মা আত্মাকে জানে’, এইরূপ ভেদ ব্যবহার করা হইয়া থাকে; [ঔপাধিক ভেদ স্বীকার না করিলে বেদ্য-বেদিতৃভাবই হইতে পারে না।] এই ঔপাধিক ভাবেই ‘আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করে।’ ‘হে পুরুষোত্তম! (কৃষ্ণ!) তুমি নিজেই নিজকে জান।’ ইত্যাদি ভেদ-ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু আত্মা যদি উপাধিরহিত এক হয়, তাহা হইলে কখনই তাহার স্বসংবেদ্যতা বা পরসংবেদ্যতা, কিছুই সম্ভবপর হয় না; এবং সংবেদনস্বরূপ আত্মার অপর সংবেদন বা জ্ঞানেরও অপেক্ষা বা আবশ্যক হইতে পারে না। দেখা যায়, প্রকাশময় দীপাদি বস্তুগুলি কখনই অপর প্রকাশের অপেক্ষা করে না। আর বৌদ্ধমতানুসারে স্বসংবেদ্যতা স্বীকার করিলেও বিজ্ঞানের ক্ষণভঙ্গুরত্ব (ক্ষণিকত্ব)ও অসত্যতা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ ‘বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না; কারণ বিজ্ঞান পদার্থটি অবিনাশী।’ ‘নিত্য, বিভু ও সর্ব্বগত।’ ‘সেই এই আত্মা মহান্, জরা, জন্ম, মরণ ও ভয় রহিত।’ ইত্যাদি শ্রুতি সমূহের অর্থও বাধিত বা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর কেহ কেহ যে, সুষুপ্ত ব্যক্তির বোধের ন্যায় নির্নিমিত্ত (অহৈতুক) বোধকে ‘প্রতিবোধ’ শব্দের অর্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। আবার অপরাপরে বলিয়াছেন যে, ‘প্রতিবোধ’-শব্দের অর্থ—সকৃৎ বিজ্ঞান, অর্থাৎ মোক্ষলাভের কারণীভূত জ্ঞান। সে যাহা হউক; বিজ্ঞান সনিমিত্তই হউক, আর নির্নিমিত্তই হউক, এবং একবারই হউক, বা অনেকবারই হউক, ফলতঃ উহা ‘প্রতিবোধ’-ভিন্ন

আর কিছুই নহে। * [সুতরাং ঐ কথা লইয়া আর আলোচনা করা অনাবশ্যক]। যেহেতু মুমুক্ষুগণ প্রতিবোধে জায়মান আত্মানুভূতি হইতে অমৃতত্ব, অমরত্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থিতিরূপ মোক্ষ লাভ করেন; অতএব প্রতিবোধে আত্মানুভূতি করাই প্রকৃত মত, অর্থাৎ যথার্থ বিজ্ঞান। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা প্রত্যেক বোধেই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানই উক্ত অমৃতত্ব লাভের হেতু; কেননা, আত্মার যে অমৃতত্ব, তাহা আত্মারই স্বরূপ,—আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, সুতরাং আত্মার অমৃতত্ব লাভ ফলতঃ নির্নিমিত্তই হইতেছে। এইরূপ আত্মার মর্ত্ত্যত্বও (মরণশীলত্বও) অবিদ্যা দ্বারা অনাত্মত্ব-লাভ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

জিজ্ঞাসা করি, আত্ম-বিষয়ক বিদ্যা দ্বারা যে অমৃতত্ব-লাভ হয়, তাহার প্রণালী কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন, মুমুক্ষুব্যক্তি আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞানে বল অর্থাৎ অমৃতত্ব-লাভের অনুকূল সামর্থ্য লাভ করেন; কিন্তু ধনসম্পৎ, মন্ত্র, ওষধি, তপস্যা ও যোগ-দ্বারা যে, বীর্য্য (সামর্থ্য) লব্ধ হয়, তাহা কখনই মৃত্যু-ভয় নিবারণ করিতে সমর্থ

* তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি স্বয়ং অচেতন জড়পদার্থ; কিন্তু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ। বুদ্ধি নিজে অচেতন অপ্রকাশ হইলেও আত্মার প্রতিবিম্ব-পাতে উজ্জ্বল ও পরপ্রকাশে সমর্থ হয়। যখনই ঘট-পটাদি কোনও বিষয়ে বুদ্ধি-বৃত্তি হয়, তখনই তাহাতে আত্ম-চৈতন্যের প্রতিবিম্বন বা অভিব্যক্তি হয়, বুঝিতে হইবে। আত্ম-প্রতিবিম্বযুক্ত উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিকেই 'বোধ' শব্দে অভিহিত করা হয়। জ্ঞানিগণ প্রত্যেক বোধে অর্থাৎ ঘট-পটাদি-বিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধি-বৃত্তিতেই প্রকাশকরূপে আত্ম-চৈতন্যরূপী ব্রহ্মের সদ্ভাব দর্শন করিয়া থাকেন; এবং ইহাই অতি সুগম পন্থা। তাই শ্রুতি "প্রতিবোধ-বিদিতং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ন্যায়মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে; মনের সহিত সংযোগ হইলে তাহাতে জ্ঞান জন্মে; আবার সেই মনোযোগ নষ্ট হইলেই আত্মা অগ্নিহীন অঙ্গারের ন্যায় জ্ঞানহীন, অপ্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই এইমতে আত্মার শ্রুতিসম্মত জ্ঞানরূপতা সিদ্ধ হয় না। বৌদ্ধমতে জ্ঞানকে স্বসংবেদ্য অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বলা হয় সত্য, কিন্তু ঐ জ্ঞানও ক্ষণভঙ্গুর (ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী), সুতরাং অনিত্য। অতএব সেই মতেও শ্রুতি-সিদ্ধ জ্ঞানরূপী ব্রহ্মের নিত্যতা প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য মতেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা, নিত্যতা ও চৈতন্যরূপ সিদ্ধ হয় না; এই কারণেই আচার্য্য ঐ সকল ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিয়া শ্রুতিসম্মত পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হয় না; কারণ, ঐরূপ সামর্থ্য অনিত্য বস্তু হইতেই লব্ধ। অভিপ্রায় এই যে, অনিত্য বস্তুসমূহ স্বয়ং মৃত্যুভয়ে কাতর—বিনাশশীল; সুতরাং তৎকৃত সামর্থ্য আর মৃত্যু-ভয় নিবারণ করিবে কিরূপে? পরন্তু, আত্ম-জ্ঞান-লব্ধ সামর্থ্যটি সাক্ষাৎ আত্ম-প্রসূত অপর কোনও বাহ্য বস্তুর সাহায্য অপেক্ষা করে না; এই কারণে সেই আত্ম-বিদ্যা-সমুৎপাদিত বীর্য্যই মৃত্যুভয়-নিবারণে সমর্থ হয়। যেহেতু আত্ম-বিদ্যালব্ধ বীর্য্যই অমৃতত্ব সমুৎপাদনে সমর্থ; অতএব, এই আত্ম-বিষয়ক বিদ্যা দ্বারাই প্রকৃত অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করা যায়। অথর্ববেদীয় উপনিষদেও কথিত আছে যে, 'বলহীন (আত্ম-বিদ্যালব্ধ শক্তিরহিত) পুরুষ এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।' অতএব, শ্রুতি-কথিত "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" এই হেতুটি উপযুক্তই হইয়াছে ॥ ১২।৪ ॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।*
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

[মনুষ্যঃ] ইহ (অস্মিন্ লোকে) চেৎ (যদি) অবেদীৎ (যথোক্তং আত্মানং বিদিতবান্), অথ (তদা তস্য) সত্যং (সদ্ভাবঃ—পরমার্থতা) অস্তি (ভবতি)। ইহ চেৎ [তৎ ব্রহ্ম] ন অবেদীৎ, [তদা] মহতী বিনষ্টিঃ (বিনাশঃ—জন্ম-মরণাদিপ্রবাহঃ ভবতি)। [তস্মাৎ] ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) ভূতেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতেষু) [একম্ আত্মতত্ত্বম্] বিচিত্য (বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য), অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য (ব্যাবৃত্য) অমৃতাঃ ভবন্তি (ব্রহ্মৈব ভবন্তীতিভাবঃ) ॥

মনুষ্য যদি ইহ লোকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার 'সত্য' লাভ হইতে পারে। আর যদি ব্রহ্মকে জানিতে না পারে, তবে মহৎ

---

* যদ্যপি সর্ব্বত্র মূলগ্রন্থেষু "ন:চদবেদীৎ" ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তথাপি ভাষ্যে "নচেদিহাবেদীৎ" ইতি প্রতীক-বর্ণনাৎ মূলেঽপি তাদৃশ এব পাঠঃ পরিগৃহীতঃ।

অনিষ্ট হয়। জ্ঞানিগণ প্রত্যেক ভূতে এক ব্রহ্মভাব অবগত হইয়া ইহ লোক হইতে প্রয়াণের পর অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কষ্টা খলু সুর-নর-তির্য্যক্-প্রেতাদিষু সংসার-দুঃখবহুলেষু প্রাণিনিকায়েষু জন্ম-জরা-মরণ-রোগাদিসংপ্রাপ্তিরজ্ঞানাৎ; অত ইহৈব চেৎ মনুষ্যোঽধিকৃতঃ সমর্থঃ সন্ যদি অবেদীৎ আত্মানং যথোক্তলক্ষণং বিদিতবান্ যথোক্তেন প্রকারেণ। অথ তদস্তি সত্যং—মনুষ্যজন্মন্যস্মিন্ অবিনাশোঽর্থবত্তা বা সদ্ভাবো বা পরমার্থতা বা সত্যং বিদ্যতে। ন চেদিহাবেদীদিতি। ন চেদিহ জীবংশ্চেৎ অধিকৃতঃ অবেদীৎ—ন বিদিতবান্, তদা মহতী দীর্ঘা অনন্তা বিনষ্টির্বিনাশনং জন্মজরামরণাদি-প্রবন্ধাবিচ্ছেদ-লক্ষণা সংসারগতিঃ। তস্মাদেবং গুণ-দোষৌ বিজানন্তো ব্রাহ্মণাঃ ভূতেষু ভূতেষু সর্ব্ব-ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ একমাত্মতত্ত্বং ব্রহ্ম বিচিত্য বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য ধীরাঃ ধীমন্তঃ প্রেত্য ব্যাবৃত্য মমাহংভাবলক্ষণাৎ অবিদ্যারূপাৎ অস্মাৎ লোকাৎ উপরম্য সর্ব্বাত্মৈকত্বভাবম্ অদ্বৈতম্ আপন্নাঃ সন্তঃ অমৃতা ভবন্তি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যর্থঃ। "স যো হ বৈ তৎ পরং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ কেনোপনিষৎপদভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই সংসারে জীবগণ অজ্ঞানবশতঃ সুর, নর, পশু, পক্ষী ও প্রেত-প্রভৃতি দুঃখ-প্রচুর প্রাণিদেহ ধারণপূর্ব্বক কষ্টকর জন্ম, জরা, মরণ ও রোগাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব, অধিকারী মনুষ্য যদি শক্তিমান্ হইয়া পূর্ব্বোক্ত আত্মাকে উক্ত প্রকারে যথাযথভাবে জানিতে পারে, তাহা হইলে এই মনুষ্য জন্মেই তাহার সত্য লাভ হয়। এখানে "সত্য" অর্থে—অবিনাশ (মৃত্যু-অতিক্রম), অথবা অর্থবত্তা (জীবনের সফলতা), কিংবা সদ্ভাব (যথার্থ-সত্যতা), অথবা পরমার্থতা বুঝিতে হইবে। আর মনুষ্য অধিকারী হইয়াও যদি জীবদবস্থায় আত্মাকে জানিতে না পারে,

তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী বিনাশ, অর্থাৎ জন্ম, জরা, মরণাদি প্রবাহময় সংসার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই কারণেই উক্ত প্রকার গুণ ও দোষাভিজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ সুধীগণ সর্ব্বভূতে একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তা সাক্ষাৎকার করিয়া 'আমি আমার' ভাবপূর্ণ অবিদ্যাময় ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন। অনন্তর সেই আত্মৈকত্ব-দর্শনের ফলে অদ্বৈত ও আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। 'সেই যে ব্যক্তি পর ব্রহ্মকে জানে, সে নিজেও ব্রহ্মই হইয়া পড়ে।' এই শ্রুতিই কথিত বিষয়ে প্রমাণ ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্-ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

কেনোপনিষৎ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম হ (কিল) দেবেভ্যঃ (দেবহিতার্থং) বিজিগ্যে (জয়ং লব্ধবৎ অর্থাৎ দেবানাম্ অসুরাণাং চ সংগ্রামে জগদরাতীন্ ঈশ্বরসেতুভেত্তৄন্ অসুরান্ জিত্বা দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রাযচ্ছৎ)। তস্য ব্রহ্মণঃ হ বিজয়ে দেবাঃ অমহীয়ন্ত (মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ)। তে (দেবাঃ) [তৎ অজানন্তঃ] ঐক্ষন্ত (ঈক্ষিতবন্তঃ—) অস্মাকম্ এব অয়ং বিজয়ঃ, অস্মাকম্ এব অয়ং মহিমা চ ইতি ॥

ব্রহ্ম একদা ঐশ্বর-নিয়ম লঙ্ঘনকারী অসুরগণকে দেবহিতার্থে পরাজিত করেন; সেই ব্রহ্মকৃত জয়কেই দেবগণ (নিজেদের জয় মনে করিয়া) গৌরব বোধ করিয়াছিলেন; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এই বিজয় এবং মহিমা আমাদেরই—অন্যের নহে ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ যদস্তি, তদ্বিজ্ঞাতং প্রমাণৈঃ, যন্নাস্তি তদবিজ্ঞাতং শশবিষাণকল্পমত্যন্তমেবাসৎ দৃষ্টম্। তথেদং ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতত্বাৎ অসদেবেতি মন্দবুদ্ধীনাং ব্যামোহো মাভূদিতি, তদর্থেয়মাখ্যায়িকা আরভ্যতে। তদেব হি ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারেণ প্রশাস্তৃ, দেবানামপি পরো দেবঃ; ঈশ্বরাণামপি ঈশ্বরো দুর্বিজ্ঞেয়ঃ, দেবানাং জয়হেতুঃ অসুরাণাং পরাজয়হেতুঃ; তৎ কথং নাস্তীতি, এতস্য অর্থস্য অনুকূলানি হ্যুত্তরাণি

বচাংসি দৃশ্যন্তে। অথবা ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃ স্তুতয়ে। কথং ? ব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদ্ হি অগ্ন্যাদয়ো দেবা দেবানাং শ্রেষ্ঠত্বং জগ্মুঃ, ততোঽপি অতিতরামিন্দ্র ইতি। অথবা দুর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, ইত্যেতৎ প্রদর্শ্যতে ;—যেন অগ্ন্যাদয়োঽতিতেজসোঽপি ক্লেশেনৈব ব্রহ্ম বিদিতবন্তঃ, তথেন্দ্রো দেবানামীশ্বরোঽপি সন্ ইতি বক্ষ্যমাণোপনিষদ্বিধিপরং বা সর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যাব্যতিরেকেণ প্রাণিনাং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানো মিথ্যা, ইত্যেতদ্দর্শনার্থং বা আখ্যায়িকা। যথা দেবানাং জয়াদ্যভিমানস্তদ্বদিতি।

ব্রহ্ম যথোক্তলক্ষণং পরং হ কিল দেবেভ্যোঽর্থায় বিজিগ্যে জয়ং লব্ধবৎ, দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামেঽসুরান্ জিত্বা জগদরাতীন্ ঈশ্বরসেতুভেত্তৄন্ দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রাযচ্ছৎ জগতঃ স্থেম্নে। তস্য হ কিল ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ অমহীয়ন্ত— মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ, তদা আত্ম-সংস্থস্য প্রত্যগাত্মন ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বক্রিয়াফল সংযোজয়িতুঃ প্রাণিনাং সর্ব্বশক্তেঃ জগতঃ স্থিতিং চিকীর্ষোঃ অয়ং জয়ো মহিমা চ, ইত্যজানন্তস্তে দেবা ঐক্ষন্ত—ঈক্ষিতবন্তঃ অগ্ন্যাদিস্বরূপপরিচ্ছিন্নাত্মকৃতঃ অস্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকমেবায়ং মহিমা অগ্নিবাযিন্দ্রত্বাদিলক্ষণো জয়ফলভূতো ঽস্মাভিরনুভূয়তে, নাস্মৎপ্রত্যগাত্মভূতেশ্বরকৃতঃ, ইত্যেবং মিথ্যাভিমানলক্ষণবতাম্॥১৪॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম বস্তু বিজ্ঞদিগের অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট বিজ্ঞাত বলিয়া প্রতিভাত হন। [এখন কথা হইতেছে এই যে,] সাধারণতঃ দেখা যায়, যে বস্তু আছে, অর্থাৎ সত্তাবান্, তাহাই প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাত হয় ; আর যাহা নাই—শশ-বিষাণের ন্যায় একেবারেই অসৎ, তাহাই অবিজ্ঞাত থাকে। এতদনুসারে মন্দমতি লোকের মনে শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মও যখন অবিজ্ঞাত, তখন নিশ্চয়ই তিনিও শশ-বিষাণেরই মত অসৎ—অবস্তু। মন্দমতিগণের উক্ত আশঙ্কা (ভ্রম) অপনয়নার্থ বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে,—

দুর্জ্ঞেয় সেই ব্রহ্মই যখন সর্ব্ব জগতের সর্ব্বতোভাবে শাসনকর্ত্তা, দেবগণেরও পরদেবতা, অপরাপর ঈশ্বরদিগেরও (শক্তিশালিগণেরও) ঈশ্বর (প্রভু), দেবগণের বিজয়প্রদ এবং অসুরগণের পরাজয়-

কারী, তখন তিনি নাই কি প্রকারে ?—অবশ্যই আছেন। এই খণ্ডের পরবর্ত্তী বাক্য সমূহেও এই তত্ত্বেরই বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

অথবা ব্রহ্মবিদ্যারই স্তুতির জন্য এই আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে; কেন না, ব্রহ্ম-জ্ঞানের বলেই ইন্দ্রাদি দেবগণ অপরাপর দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্রহ্ম-বিদ্যার ফলেই দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

অথবা এই আখ্যায়িকায় ব্রহ্মের দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা প্রদর্শিত হইতেছে। কারণ, অতিতেজা অগ্নিপ্রভৃতি দেবতারাও অতি ক্লেশেই ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। অধিক কি, ইন্দ্র দেবপতি হইয়াও অতি ক্লেশেই ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। অতএব, উপনিষৎ-পদবাচ্য ব্রহ্মবিদ্যা-বিধানার্থ, কিংবা ব্রহ্ম বিদ্যাই একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন প্রাণিগণের যে, কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান আছে, তৎসমস্তই মিথ্যা; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ এই আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণান্বিত পর ব্রহ্ম একসময় দেবগণের নিমিত্ত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ দেবাসুর-সংগ্রামে জগতের পরম শত্রু, এবং ঐশ্বর-নিয়মের উল্লঙ্ঘনকারী অসুরগণকে জগৎ-রক্ষার্থ পরাজিত করিয়া, দেবগণকে জয় ও জয়ফল প্রদান করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই বিজয় যে, আত্ম-গত (অন্তর্যামী), সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, প্রাণিগণের সর্ব্বক্রিয়ার ফলপ্রদ, এবং জগতের স্থিতি-চিকীর্ষু পরমেশ্বরেরই বিজয়, তাহা না জানিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মহিমা (গর্ব্ব) অনুভব করিতেছিলেন। অগ্নি প্রভৃতি পরিচ্ছিন্নরূপধারী সেই দেবগণ বুঝিয়াছিলেন,—আমাদেরই এই বিজয় এবং আমাদেরই এই মহিমা অর্থাৎ বিজয়-গৌরব; এই কারণেই আমরা অগ্নিত্ব, বায়ুত্ব ও ইন্দ্রত্বাদি রূপ বিজয়-ফল অনুভব করিতেছি; কিন্তু আমাদের অন্তরস্থ পরমেশ্বর-কৃত এই বিজয় নহে। তাঁহারা এইরূপ মিথ্যা অভিমান বোধ করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ, তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব।
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

[ব্রহ্ম] হ এষাং (দেবানাং) তৎ (জয়-মহিম-বিষয়ে মিথ্যেক্ষণং) বিজজ্ঞৌ (বিজ্ঞাতবৎ)। তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) হ [ব্রহ্ম] প্রাদুর্বভূব। তৎ (প্রাদুর্ভূতং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বা অপি) ইদং যক্ষং (পূজ্যং মহদ্ভূতং) কিম্ ইতি [তে] ন ব্যজানত (ন বিজ্ঞাতবন্তঃ) ॥

ব্রহ্ম দেবগণের সেই মিথ্যাজ্ঞান বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন, কিন্তু দেবগণ ঐ আবির্ভূত রূপ দর্শন করিয়াও এই মহৎ পূজনীয় মূর্ত্তিটি যে কি? তাহা বুঝিতে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং মিথ্যাভিমানেক্ষণবতাং তৎ হ কিলৈষাং মিথ্যেক্ষণং বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবদ্ ব্রহ্ম; সর্ব্বেক্ষিতৃ হি তৎ সর্ব্বভূত-করণপ্রয়োক্তৃত্বাৎ দেবানাঞ্চ মিথ্যাজ্ঞানমুপলভ্য মৈবাসুরবদ্দেবা মিথ্যাভিমানাৎ পরাভবেয়ুরিতি তদনুকম্পয়া দেবান্ মিথ্যাভিমানাপনোদনেন অনুগৃহ্ণীয়াম্, ইতি তেভ্যো দেবেভ্যো হ কিল অর্থায় প্রাদুর্বভূব—স্বযোগমাহাত্ম্যনির্ম্মিতেন অত্যদ্ভুতেন বিস্মাপনীয়েন রূপেণ দেবানামিন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্বভূব। তৎ প্রাদুর্ভূতং ব্রহ্ম ন ব্যজানত— নৈব বিজ্ঞাতবন্তো দেবাঃ,—কিমিদং যক্ষং পূজ্যং মহদ্ভূতমিতি ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম দেব-গণের সেই ভ্রান্ত-চিন্তা জানিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়-বর্গের পরিচালন করেন বলিয়া সর্ব্বদর্শী। তিনি দেবগণের পূর্ব্বোক্ত প্রকার মিথ্যাজ্ঞান (ভ্রান্তি) বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন যে, দেবগণও অসুরগণেরই মত মিথ্যাভিমানে বিমুগ্ধ না হউক; দেবগণের মিথ্যাভিমান অপনোদন করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিব; এইরূপ স্থির করিয়া সেই দেবগণের হিতার্থ তিনি সেখানে আবির্ভূত হইলেন। অর্থাৎ স্বীয় অদ্ভুত যোগ-প্রভাবে বিরচিত বিস্ময়কর-রূপে দেবগণের দৃষ্টি-গোচরে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু দেবগণ সেই প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মরূপটি দেখিয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে, এই মহৎ বিস্ময়কর পূজনীয় রূপটি কি? ॥১৫॥২॥

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি।
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ১৬ ॥ ৩ ॥

তে (দেবাঃ) অগ্নিম্ অব্রুবন্ (উক্তবন্তঃ)—হে জাতবেদঃ (সর্ব্বজ্ঞকল্প, ত্বম্) এতৎ (অস্মদ্গোচরস্থং) বিজানীহি—(বিশেষতঃ বুধ্যস্ব—) কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি। [অগ্নিঃ] তথা (এবং অস্তু) ইতি [কৃত্বা তৎ অভ্যদ্রবৎ, ইত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ] ॥

সেই দেবগণ অগ্নিকে বলিয়াছিলেন, হে জাতবেদঃ—অগ্নে! সমীপস্থ এই যক্ষটি কি পদার্থ, তুমি [যাইয়া] তাহা অবগত হও। অগ্নিও তথাস্তু বলিয়া [তাহার দিকে ধাবিত হইলেন] ॥ ১৬ ॥ ৩ ॥]

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥১৭॥৪॥

[অগ্নিঃ] তৎ (যক্ষম্) অভ্যদ্রবৎ (প্রতিগতবান্)। [যক্ষং] তম্ (অগ্নিম্) অভ্যবদৎ (প্রত্যভাষত—ত্বম্) কঃ অসি ইতি ? অহম্ অগ্নিঃ (অগ্রং নয়তীতি) বৈ (প্রসিদ্ধঃ) অস্মি ইতি, জাতবেদাঃ (জাতান্ উৎপন্নান্ বেত্তীতি) বৈ (অপি) অহম্ অস্মি ইতি [অগ্নিঃ] অব্রবীৎ ॥

অগ্নিদেব সেই যক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন; যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে ? অগ্নি বলিলেন—আমি অগ্নি ও জাতবেদা নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৭ ॥ ৪ ॥]

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বং দহেয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥১৮॥৫॥

[যক্ষং অবোচৎ,] তস্মিন্ (এবংপ্রসিদ্ধগুণ-নামবতি) ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্ (শক্তিঃ) অস্তি ইতি ? [অগ্নিঃ অব্রবীৎ] পৃথিব্যাম্ ইদং (স্থাবরাদি) যৎ [অস্তি], ইদং সর্ব্বম্ অপি দহেয়ম্ ইতি ॥

অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সামর্থ্য কি প্রকার? [অগ্নি বলিলেন,] এই পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে, আমি তৎসমস্তই দগ্ধ করিতে পারি ॥ ১৮ ॥ ৫ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুম্, যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ১৯ ॥ ৬ ॥

এতৎ দহ ইতি [উক্ত্বা] [যক্ষং] তস্মৈ (তস্য অভিমানবতঃ অগ্নেঃ পুরতঃ) [একং] তৃণং নিদধৌ (স্থাপিতবৎ)। [অগ্নিশ্চ] সর্ব্বজবেন (সর্ব্বোৎসাহকৃতেন বেগেন) তৎ (তৃণম্) উপপ্রেয়ায় (তৎসমীপং গতবান্)। তৎ [তু] দগ্ধুং ন শশাক (সমর্থং নাভূৎ)। সঃ (অগ্নিঃ) ততঃ (যক্ষাৎ) এব নিববৃতে (নিবৃত্তঃ বভূব) [প্রত্যাগতশ্চ দেবান্ অব্রবীৎ—] যৎ এতৎ যক্ষম্, এতৎ বিজ্ঞাতুম্ অহং] ন অশকম্ (শক্তঃ নাভবম্) ॥

এইটি দগ্ধ কর বলিয়া—ব্রহ্ম সেই অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নিও উৎসাহ সহকারে সত্বর তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তৃণটি দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং দেবগণকে বলিলেন, এই যক্ষ যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ॥১৯॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তে তদজানন্তো দেবাঃ সান্তর্ভয়াঃ তদ্বিজিজ্ঞাসবঃ অগ্নিম্ অগ্রগামিনং জাতবেদসং সর্ব্বজ্ঞকল্পম্ অব্রুবন্ উক্তবন্তঃ—হে জাতবেদঃ এতৎ অস্মদ্গোচরস্থং যক্ষং বিজানীহি বিশেষতো বুধ্যস্ব, ত্বং নস্তেজস্বী, কিমেতৎ যক্ষমিতি। তথাস্তু ইতি তদ্ যক্ষম্ অভি অদ্রবৎ, তৎ প্রতি গতবান্ অগ্নিঃ। তং চ গতবন্তং পিপৃচ্ছিষুং তৎসমীপে অপ্রগল্ভত্বাৎ তুষ্ণীম্ভূতং তৎ যক্ষম্ অভ্যবদৎ অগ্নিং প্রত্যভাষত—কোঽসীতি। এবং ব্রহ্মণা পৃষ্টোঽগ্নিঃ অব্রবীৎ—অগ্নিঃ বৈ অগ্নির্নামাহং প্রসিদ্ধঃ, জাতবেদা ইতি চ, নামদ্বয়েন প্রসিদ্ধতয়া আত্মানং শ্লাঘয়ন্। ইত্যেবমুক্তবন্তং ব্রহ্ম অবোচৎ—তস্মিন্ এবং প্রসিদ্ধগুণ-নামবতি ত্বয়ি কিং বীর্য্যং সামর্থ্যম্ ইতি? সোঽব্রবীৎ—ইদং জগৎ সর্ব্বং দহেয়ং ভস্মীকুর্য্যাম্,—যদিদং স্থাবরাদি পৃথিব্যাম্ ইতি। পৃথিব্যাম্ ইত্যুপলক্ষণার্থম্; যতঃ অন্তরিক্ষস্থমপি দহ্যত এবাগ্নিনা। তস্মৈ এবমভিমানবতে ব্রহ্ম তৃণং নিদধৌ পুরোঽগ্নেঃ স্থাপিতবৎ। ব্রহ্মণা 'এতৎ তৃণমাত্রং মমাগ্রতো দহ—ন চেদসি দগ্ধুং সমর্থঃ, মুঞ্চ দগ্ধৃত্বাভিমানং সর্ব্বত্র', ইত্যুক্তঃ তৎ তৃণমুপপ্রেয়ায় তৃণসমীপং গতবান্ সর্ব্বজবেন সর্ব্বোৎসাহকৃতেন বেগেন, গত্বা তৎ ন শশাক নাশকৎ দগ্ধুম্। স জাতবেদাঃ তৃণং

দগ্ধুমশক্তো ব্রীড়িতো হতপ্রতিজ্ঞঃ তত এব যক্ষাদেব তুষ্ণীং দেবান্ প্রতি নিববৃতে নিবৃত্তঃ প্রতিগতবান্ নৈতৎ যক্ষম্ অশকং শক্তবান্ অহং বিজ্ঞাতুং বিশেষতঃ— যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১৬, ৩, । ১৯—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই দেবগণ দৃশ্যমান যক্ষের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ভীত হইয়া, তাঁহার তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় সর্ব্বজ্ঞপ্রায় এবং সকলের অগ্রগামী অগ্নিকে বলিলেন; হে জাতবেদঃ! আমাদের মধ্যে তুমিই একমাত্র তেজস্বী; অতএব আমাদের সন্নিহিত এই যক্ষটি কে? তাহা তুমি বিশেষ করিয়া অবগত হও, অর্থাৎ তুমিই উহার সংবাদ জানিয়া আইস। অগ্নি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই যক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন। অগ্নি তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, অনুদ্ধতভাবে তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন। তখন সেই যক্ষ অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন—তুমি কে? অগ্নিদেব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, দুইটি প্রসিদ্ধ নামে আত্মশ্লাঘা খ্যাপন পুরঃসর বলিলেন—আমি জাতবেদাঃ ও অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। ৪ ॥ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ত এবংবিধ গুণ ও নামান্বিত; তোমার বীর্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য কিরূপ? অগ্নি বলিলেন,—এই পৃথিবীতে স্থাবরাদি যে কিছু পদার্থ আছে,সেই সমস্তকে আমি ভস্মীভূত করিতে পারি! [যে হেতু অগ্নি দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ বস্তু-নিচয়ও ভস্মীভূত হয়, অতএব পৃথিবী পদটি অন্তরিক্ষেরও উপলক্ষণ বা বোধক বুঝিতে হইবে]।৫॥ ব্রহ্ম তাদৃশ অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটি মাত্র তৃণ স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে অগ্নে! তুমি আমার সম্মুখে এই তৃণটি দগ্ধ কর। যদি এই তৃণ-দাহে সমর্থ না হও, তবে নিজের দগ্ধৃত্বাভিমান (আমি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি, এইরূপ গর্ব্ব) পরিত্যাগ কর। অগ্নিদেব ব্রহ্মের আদেশানুসারে সম্পূর্ণ বেগ ও উৎসাহ সহকারে সেই তৃণসমীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তিনি সেই তৃণটিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। জাতবেদা

অগ্নি সেই তৃণ-দাহে অশক্ত হইলেন, এবং লজ্জিত ও প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট হইয়া মৌনিভাবে যক্ষের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—এই যক্ষ যে কি পদার্থ, তাহা আমি বিশেষভাবে অবগত হইতে পারিলাম না। ১৬, ৩। ১৯, ৬॥

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ২০ ॥ ৭ ॥

অথ (অনন্তরং) [দেবাঃ] বায়ুম্ অব্রুবন্—হে বায়ো, কিম্—এতৎ যক্ষম্, ইতি এতৎ বিজানীহি। তথা (এবমস্তু) ইতি [বায়ুঃ অব্রবীদিতি শেষঃ] ॥

অনন্তর, দেবগণ বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো! তুমি জানিয়া এস—এই যক্ষটি কে? বায়ু বলিলেন—তাহাই হউক ॥ ২০ ॥ ৭ ॥

তদভ্যদ্রবৎ ; তমভ্যবদৎ—কোহসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ২১ ॥ ৮ ॥

[বায়ুশ্চ] তৎ (যক্ষং) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) অদ্রবৎ। [যক্ষং চ] তম্ (বায়ুম্) অভ্যবদৎ—(পপ্রচ্ছ)—[ত্বং] কঃ অসি ইতি। বায়ুঃ বৈ অহম্ অস্মি ইতি, মাতরিশ্বা বৈ অহম্ অস্মি ইতি চ [বায়ুঃ] অব্রবীৎ ॥

বায়ু সেই যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? বায়ু বলিলেন—আমি হই বায়ু, এবং আমি হই মাতরিশ্বা ॥ ২১। ৮ ॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি? অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ম্*—যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ২২ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্ ইতি [যক্ষং অবোচৎ]। [বায়ুঃ অব্রবীৎ]—ইদং সর্ব্বম্ অপি আদদীয়ম্ (আদদীয় গৃহ্ণীয়াং)—যৎ ইদং পৃথিব্যাম্ ইতি ॥

সেই যক্ষ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এতাদৃশ তোমার বীর্য্য বা ক্ষমতা কি প্রকার? বায়ু বলিলেন, এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমস্তই আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিতে পারি ॥ ২২ ॥ ৯ ॥

* সর্ব্বমাদদীয়ম্ ইতি বা পাঠঃ।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্। স তত এব নিববৃতে; নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ২৩ ॥ ১০॥

[যক্ষং চ] তস্মৈ (বায়বে) তৃণং নিদধৌ এতৎ আদৎস্ব ইতি। [বায়ুঃ] তৎ (তৃণং) উপপ্রেযায়। সর্ব্বজবেন তৎ ন শশাক আদাতুম্। সঃ (বায়ুঃ) ততঃ (যক্ষাৎ) এব নিববৃতে, ন এতৎ অশকং বিজ্ঞাতুং, যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি॥

যক্ষ তাদৃশ শক্তি-গর্ব্বিত বায়ুর নিকট একটি তৃণ রক্ষা করিয়া বলিলেন, তুমি ইহা গ্রহণ কর। বায়ু সত্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ বল ও উৎসাহ প্রয়োগেও তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন দেবগণের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, এই যক্ষ যে কে, তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না ॥ ২৩ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ বায়ুমিতি। অথ অনন্তরং বায়ুমব্রুবন্—হে বায়ো এতদ্বিজানীহি ইত্যাদি-সমানার্থং পূর্ব্বেণ। বানাৎ—গমনাৎ, গন্ধনাদ্বা বায়ুঃ। মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তীতি মাতরিশ্বা। ইদং সর্ব্বমপি আদদীয় গৃহ্লীয়াম্। যদিদং পৃথিব্যামিত্যাদি সমানমেব ॥ ২০, ৭ ॥ ২১, ৮ ॥ ২২, ৯ ॥ ২৩, ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর, দেবগণ বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো! তুমি এই যক্ষকে জানিয়া আইস, ইত্যাদি আর সমস্তই পূর্ব্বশ্রুতির অর্থের অনুরূপ। ‘বা’ ধাতুর অর্থ গমন অথবা গন্ধগ্রহণ; বায়ু সেই কার্য্য করে বলিয়া ‘বায়ু’ এবং অন্তরিক্ষে বিচরণ করে বলিয়া ‘মাতরিশ্বা’ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এই পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি। ইত্যাদি অন্যান্য অংশের অর্থ পূর্ব্বের মত ॥ ২০,৭। ২৩, ১০ ॥

অথেন্দ্রমব্রুবন্, মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ২৪ ॥ ১১ ॥

অথ (অনন্তরং) [দেবাঃ] ইন্দ্রম্ অব্রুবন্—হে মঘবন্ (পূজাশালিন্ ইন্দ্র !) কিম্—এতৎ যক্ষম্ ইতি, এতৎ বিজানীহি। [ইন্দ্রঃ চ] তথা (এবং মস্তু) ইতি [উক্ত্বা] তৎ (যক্ষম্) অভ্যদ্রবৎ। [ব্রহ্ম তু] তস্মাৎ (সমীপবর্ত্তিনঃ ইন্দ্রাৎ) তিরোদধে (অন্তর্হিতম্ অভূৎ) ॥

অনন্তর, দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে পূজ্য ইন্দ্র! এই যক্ষটি কে? তাহা তুমি জানিয়া আইস। ইন্দ্রও 'তথাস্তু' বলিয়া যক্ষাভিমুখে গমন করিলেন, কিন্তু যক্ষ ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ ১১ ॥]

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ২৫ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সঃ (ইন্দ্রঃ) তস্মিন্ এব আকাশে স্ত্রিয়ং (স্ত্রীরূপাং) বহুশোভমানাং হৈমবতীং (হেমকৃতাভরণবতীম্ ইব। হিমবতঃ তনয়াং বা) উমাং (দুর্গারূপেণ প্রাদুর্ভূতাং) [যক্ষ-বৃত্তান্ত-জ্ঞাপনসমর্থাং মত্বা] আজগাম, তাং হ (স্ফুটম্) উবাচ কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি ॥

সেই অন্তরিক্ষে বহুবিধ শোভাসম্পন্ন, এবং যেন হেমাভরণে ভূষিত, অথবা হিমালয় দুহিতা উমাকে স্ত্রীরূপে আবির্ভূত দেখিয়া এবং যক্ষের বৃত্তান্ত জ্ঞাপনে সমর্থ মনে করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যক্ষটি কে? ॥ ২৫ ॥ ১২ ॥]

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর ভাষ্যম্ ॥

অথেন্দ্রমিতি। অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্ এতদ্‌বিজানীহি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরো মঘবান্ বলবত্ত্বাৎ, তথেতি তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ ইন্দ্রাৎ আত্ম-সমীপং গতাৎ তদ্‌ব্রহ্ম তিরোদধে তিরোভূতম্, ইন্দ্রস্য ইন্দ্রত্বাভিমানোঽতিতরাং নিরাকর্ত্তব্য ইতি অতঃ সংবাদমাত্রমপি নাদাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রায়। তদ্ যক্ষং যস্মিন্ আকাশে আকাশপ্রদেশে আত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতম্, ইন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে যস্মিন্নাকাশে আসীৎ, স ইন্দ্রঃ তস্মিন্ এব আকাশে তস্থৌ, কিং তদ্ যক্ষমিতি ধ্যায়ন্, ন নিববৃতেঽগ্ন্যাদিবৎ, তস্য ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা। স ইন্দ্রঃ তাম্

উমাং বহু শোভমানাং সর্ব্বেষাং হি শোভমানানাং শোভনতমাং বিদ্যাং, তদা বহু-শোভমানামিতি বিশেষণমুপপন্নং ভবতি। হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহু শোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্তত ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি কৃত্বা তামুপজগাম। ইন্দ্রঃ তাং হ উমাং কিল উবাচ পপ্রচ্ছ—ব্রূহি কিমেতদ্দর্শয়িত্বা তিরোভূতং যক্ষমিতি ॥২৪।১১॥২৫।১২॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ কেনোপনিষৎপদভাষ্যে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন—হে মঘবন্! ইহা জানিয়া এস; ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'ইন্দ্র' অর্থ পরমেশ্বর, এবং 'মঘবন্' অর্থ বলবান্। মঘবা ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া যক্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইন্দ্র সমীপবর্ত্তী হইলে, ব্রহ্ম তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্রের ঈশ্বরত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্ম ইন্দ্রের সহিত কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না। সেই যক্ষ যে আকাশ প্রদেশে আপনাকে প্রকটিত করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, এবং যক্ষরূপী ব্রহ্মের অন্তর্ধানকালে ইন্দ্র যে আকাশ প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন, ইন্দ্র তখনও সেই আকাশ প্রদেশেই অবস্থিত রহিলেন এবং সেই যক্ষটি কে? ইহা ধ্যান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্নির ন্যায় সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। যক্ষের প্রতি ইন্দ্রের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে উমারূপা তত্ত্ববিদ্যা স্ত্রীরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাধিক শোভাসম্পন্না এই উমা আমার প্রার্থিত বিষয়ের উত্তর দানে সমর্থ হইবেন, মনে করিয়া ইন্দ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—বল, এই যে, দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইল, সেই যক্ষ কে? এখানে উমা অর্থ বিদ্যা; হৈমবতী অর্থ যেন হেমাভরণ-সম্পন্না; অথবা সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবের সহিত নিত্যযুক্তা, হিমালয় সুতা—ভগবতী; উভয় অর্থেই 'বহু শোভনা' ও উত্তরদানে সামর্থ্য সুসঙ্গত হয় ॥ ২৪, ১১—২৫, ১২ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে তৃতীয় খণ্ড।

কেনোপনিষৎ

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ *। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি, ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৬ । ১ ॥

সা (হৈমবতী) হ উবাচ—[এতৎ] ব্রহ্ম ইতি। ব্রহ্মণঃ বৈ বিজয়ে যূয়ম্ এতৎ (এবং) মহীয়ধ্বং (মহিমানং প্রাপ্নুথ) ইতি। ততঃ (তদ্বাক্যাৎ) হ এব [এতৎ] ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (ইন্দ্র ইতি শেষঃ) ॥

সেই উমা ইন্দ্রকে বলিলেন—ইনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা এইরূপে মহিমা লাভ কর। অনন্তর ইন্দ্র ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন ॥ ২৬ । ১ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। হ কিল ব্রহ্মণঃ বৈ ঈশ্বরস্যৈব বিজয়ে ঈশ্বরেণৈব জিতা অসুরাঃ, যূয়ং তত্র নিমিত্তমাত্রম্। তস্যৈব বিজয়ে যূয়ং মহীয়ধ্বং মহিমানং প্রাপ্নুথ। এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণার্থম্। মিথ্যাভিমানস্তু যুষ্মাকময়ম্—অস্মাকমেবায়ং বিজয়ো হস্মাকমেবায়ং মহিমেতি। ততঃ তস্মাৎ উমাবাক্যাৎ হ এব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ইন্দ্রঃ অবধারণাৎ ততো হৈবেতি ন স্বাতন্ত্র্যেণ ॥ ২৬ । ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই উমা বলিলেন,—উহা ব্রহ্ম, এবং এই বিজয় নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মকৃত; অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরই অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তোমরা তাহাতে নিমিত্তমাত্র। তাঁহার বিজয়েই তোমরা এবংবিধ মহিমা অনুভব করিতেছ। ফল কথা, 'আমাদেরই এই বিজয়' 'আমাদেরই এই মহিমা' এইরূপ তোমাদের যে অভিমান, ইহা মিথ্যা—

*) ক্বচিৎ 'সা' ইতি পদং ন দৃশ্যতে

অজ্ঞানকৃত। সেই উমা ... তেই ইন্দ্র বুঝিযাছিলেন যে, ঐ যক্ষটি ব্রহ্ম, কিন্তু, স্ববুদ্ধি- ... ... র্থ হন নাই ॥ ২৬ । ১ ॥

তস্মাদ বা এতে ... তিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ, তে ... ন্নেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি

যৎ (যস্মাৎ) অগ্নিঃ, বায়ু, ই ... নৎ (এতৎ ... নেদিষ্ঠম (অন্তিকস্থং) পস্পশুঃ (বিদিতবন্তঃ), [যস্মাৎ ... হি প্রথমঃ (প্রথমাঃ সন্তঃ) এনৎ (এতৎ) ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (বিদাঞ্চক্রুঃ—বিজ্ঞাতি ... হেতোঃ) এতে বে দেবাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ) অন্যান্ দেবান অতিতরাম্ (অতিশেবতে ... এব) ॥

যে হেতু, অগ্নি, বায়, ইন্দ্র,—এই দেবতাত্রয় নেদিষ্ঠ (সমীপবর্ত্তী) এই ব্রহ্মকে স্পর্শ করিযাছিলেন, অর্থাৎ কথোপকথনের দ্বারা তাঁহার সন্নিহিত হইতে সমর্থ হইযাছিলেন, এবং যেহেতু তাহারাই প্রথম বা প্রধানরূপে উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিযাছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা অন্য সকল দেবতাকে গুণাদি দ্বারা অতিক্রম করিযাছিলেন ॥ ২৭ । ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ অগ্নিবায়্বিন্দ্রা এতে দেবা ব্রহ্মণং সংবাদ-দর্শনাদিনা সামীপ্যমুপগতাং, তস্মাৎ ঐশ্বর্য্যগুণৈঃ অতিতরামিব শক্তিগুণাদি মহাভাগ্যাঃ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম অতিশয়েন শেরত ইব এতে দেবাঃ। ইবশব্দোঽনর্থকোঽবধারণার্থো বা। যৎ অগ্নি বায়ঃ ইন্দ্রঃ তে হি দেবা যস্মাৎ এনৎ ব্রহ্ম নেদিষ্ঠম্ অন্তিকতমং প্রিয়তমং পস্পশুঃ স্পৃষ্টবন্তো যথোক্তৈঃ ব্রহ্মণঃ সংবাদাদিপ্রকারৈঃ। তে হি যস্মাচ্চ হেতোঃ এনৎ ব্রহ্ম প্রথমঃ—প্রথমাঃ প্রধানাঃ সন্ত ইত্যেতৎ বিদাঞ্চকার—বিদাঞ্চক্রুরিত্যে তদ্ ব্রহ্মেতি ॥ ২৭ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, এই দেবতাত্রয় কথোপকথন প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করিযাছিলেন, সেই কারণে ঐশ্বর্য্য-গুণে অর্থাৎ শক্তি, গুণ ও মহিমা প্রভৃতি সৌভাগ্যে তাঁহারা অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিযাছিলেন, অর্থাৎ সকলের মধ্যে প্রাধান্য

লাভ করিয়াছিলেন। শ্রুতির ‘ইব’ শব্দটি অর্থহীন; আর যদি সার্থক হয়, তাহা হইলে উহা অবধারণার্থক (নিশ্চয়ার্থক) বুঝিতে হইবে। যেহেতু, অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র, এই দেবতাগণ নিতান্ত নিকট-বর্ত্তী বা প্রিয়তম ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার কথোপকথনাদি দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু তাঁহারাই প্রধানতমরূপে ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন; [সেই কারণে তাঁহারা অপরাপর দেবতার মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন]॥ ২৭। ২॥

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্; স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ২৮॥ ৩॥

সঃ (ইন্দ্রঃ) হি (যতঃ) এনৎ নেদিষ্ঠং (ব্রহ্ম) পস্পর্শ, হি (যতঃ) সঃ প্রথমঃ (প্রধানঃ সন্) এনৎ (এতৎ যক্ষং) ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার, তস্মাৎ ইন্দ্রঃ বৈ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ (অতিশেতে) ইব (এব)॥

যেহেতু ইন্দ্রই সেই সন্নিহিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং প্রথমে ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন॥ ২৮॥ ৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ অগ্নিবায় অপি ইন্দ্রবাক্যাদেব বিদাঞ্চক্রতুঃ, ইন্দ্রেণ হি উমাবাক্যাৎ প্রথমং শ্রুতং ব্রহ্মেতি, অতঃ তস্মাদ্বৈ ইন্দ্রঃ অতিতরাম্ অতিশয়েন শেতে ইব অন্যান্ দেবান্। স হ্যেনং নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, যস্মাৎ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি উক্তার্থং বাক্যম্॥২৮॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু অগ্নি এবং বায়ু, উভয়েই ইন্দ্র-বাক্য হইতে [ঐ তত্ত্ব] অবগত হইয়াছিলেন; কেন না, ইন্দ্রই প্রথমে উমা-বাক্য হইতে ঐ ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেহেতু ইন্দ্র ঐ সন্নিহিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু ইন্দ্রই প্রথমে উহার ব্রহ্মত্ব বুঝিয়াছিলেন; সেই কারণে তিনি অপরাপর দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরাংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥ ২৮। ৩॥

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ, ইতীন্ন্যমীমিষদ্ আ ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

তস্য (ব্রহ্মণঃ) এষঃ আদেশঃ—(উপমোপদেশঃ—) যৎ এতৎ বিদ্যুতঃ (তড়িতঃ) ব্যদ্যুতৎ (বিদ্যোতনং কৃতবৎ—অর্থাৎ বিদ্যোতনং), আ (ইব—তদিব) ইতি, [যচ্চ চক্ষুঃ] ন্যমীমিষৎ (নিমেষং কৃতবৎ) আ (ইব) ইৎ (চ, তদিব চ ইত্যর্থঃ।) ইতি অধিদৈবতং (দেবতাবিষয়কমিদমুপমানম্) ॥

সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ এই,—এই যে বিদ্যুতের স্ফুরণ এবং এই যে চক্ষুর নিমেষ, ব্রহ্মের বিকাশ ও প্রতীতি এবং তদনুরূপ, ইহা দেবতা বিদ্যুতের সাদৃশ্যানুসারে প্রদত্ত হওয়ায়, 'অধিদৈবত' নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্য প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ এষঃ আদেশঃ উপমোপদেশঃ; নিরুপমস্য ব্রহ্মণো যেন উপমানেন উপদেশঃ, সোঽয়মাদেশ ইত্যুচ্যতে। কিং তৎ? যদেতৎ প্রসিদ্ধং লোকে বিদ্যুতঃ ব্যদ্যুতৎ বিদ্যোতনং কৃতবদিতি, এতদনুপপন্নম্ ইতি বিদ্যুতো বিদ্যোতনমিতি কল্প্যতে। আ ইত্যুপমার্থে। বিদ্যুতো বিদ্যোতনমিবেত্যর্থঃ। "যথা সকৃদ্ বিদ্যুতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরে চ দর্শনাৎ। বিদ্যুদিব হি সকৃদাত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতং ব্রহ্ম দেবেভ্যঃ। অথবা বিদ্যুতঃ 'তেজঃ' ইত্যধ্যাহার্য্যম্। ব্যদ্যুতৎ বিদ্যোতিতবৎ, আ ইব। বিদ্যুতস্তেজঃ সকৃৎ বিদ্যোতিতবদিব ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইতি-শব্দ আদেশপ্রতিনির্দ্দেশার্থঃ—ইত্যয়মাদেশ ইতি। ইচ্ছব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। অয়ং চাপরস্তস্যাদেশঃ। কোঽসৌ? ন্যমীমিষৎ। যথা চক্ষুঃ ন্যমীমিষৎ নিমেষং কৃতবৎ। স্বার্থে ণিচ্। উপমার্থ এব আকারঃ। চক্ষুষো বিষয়ং প্রতি প্রকাশ-তিরোভাব ইব চেত্যর্থঃ। ইতি অধিদৈবতম্—দেবতাবিষয়ং ব্রহ্মণ উপমান-দর্শনম্ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাদৃশ্যমূলক আদেশ এইরূপ,—নিরুপম বা উপমারহিত ব্রহ্মকে যে, উপমা দ্বারা নির্দ্দেশ করা, তাহার নাম আদেশ। সেই আদেশটি কি প্রকার? [তাহা কথিত হইতেছে—] লোকে বিদ্যুতের আলোক যে প্রকার, ব্রহ্মও সেই প্রকার। 'ব্রহ্ম

একবার বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় [illegible] ই শ্রুতিতেও তাঁহার
ঐরূপ প্রকাশই প্রতিপাদিত হই [illegible] বদ্যুতের ন্যায় এক-
বার মাত্র দেবগণের নিকট আত্ম [illegible] হিত হইয়াছিলেন।
অথবা, বিদ্যুৎ শব্দের পর একটি [illegible] গ করিতে হইবে।
“ব্যদ্যুতৎ”—প্রকাশ পাইয়াছি [illegible] । ইহার
সম্মিলিত অর্থ এইরূপ [illegible] একবার
প্রকাশ [illegible] র প্রতি-
[illegible] (একই
[illegible] এই আর একটি
[illegible], চক্ষু যেরূপ নিমেষ করে, সেইরূপ।
[illegible]পমার্থিক। অভিপ্রায় এই যে, রূপাদি বিষয়ে চক্ষুর যেরূপ প্রকাশ ও প্রকাশ-তিরোভাব, ব্রহ্মের প্রকাশ এবং তিরোভাবও তদ্রূপ। দেবতা-বিষয়ে উপমান (সাদৃশ্য) প্রদর্শিত হওয়ায় ব্রহ্মের এই আদেশকে ‘অধিদৈবত’ আদেশ বা উপদেশ বলা হয় ॥২৯।৪ ॥

অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপ-স্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

অথ (অনন্তরম্) অধ্যাত্মং (প্রত্যগাত্মবিষয়কঃ আদেশঃ উচ্যতে—)। মনঃ যৎ এতৎ (ব্রহ্ম) গচ্ছতি (বিষয়ীকরোতি) ইব, [নতু বিষয়ীকরোতি]। অনেন (মনসা) এতৎ (ব্রহ্ম) অভীক্ষ্ণং (ভৃশং, নিরন্তরং) উপস্মরতি [সাধক-ইতি শেষঃ]। এষঃ এব [ব্রহ্মবিষয়কঃ] সঙ্কল্পঃ ॥

অনন্তর ব্রহ্মবিষয়ে অধ্যাত্ম আদেশ উক্ত হইতেছে,—মন এই ব্রহ্মের নিকট যেন গমনই করে (বস্তুতঃ তাঁহার নিকট যাইতে পারে না)। সাধক এই মনের দ্বারা নিরন্তর অতিশয়রূপে ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-বিষয়ে এই প্রকার মানস চিন্তা (সংকল্প) করিতে হয় ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ॥

অথ অনন্তরম্ ধ্যাত্মং প্রত্যগাত্ম-বিষয় আদেশ উচ্যতে,—যদেতৎ গচ্ছতীব চ

মনঃ এতদ্ ব্রহ্ম ঢৌকত ইব বিষয়ীকরোতীব। যচ্চ অনেন মনসা এতদ্ ব্রহ্ম উপস্মরতি সমীপতঃ স্মরতি সাধকঃ, অভীক্ষ্ণং ভৃশং, সংকল্পশ্চ মনসো ব্রহ্মবিষয়ঃ, মন উপাধিকত্বাদ্ধি মনসঃ সঙ্কল্পস্মৃত্যাদি-প্রত্যয়ৈঃ অভিব্যজ্যতে ব্রহ্ম বিষয়ীক্রিয়মাণমিব। অতঃ স এষ ব্রহ্মণোঽধ্যাত্মমাদেশঃ। বিদ্যুন্নিমেষণবৎ অধিদৈবতং দ্রুতপ্রকাশনধর্ম্মি, অধ্যাত্মং চ মনঃপ্রত্যয়-সমকালাভিব্যক্তিধর্ম্মি ইত্যেষ আদেশঃ। এবমাদিশ্যমানং হি ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিগম্যং ভবতীতি ব্রহ্মণ আদেশোপদেশঃ। নহি নিরুপাধিকমেব ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিভিঃ আকলয়িতুং শক্যম্ ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতঃপর অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে আদেশ (উপদেশ) কথিত হইতেছে,—এই যে মন ব্রহ্মকে যেন বিষয়ীকৃতই করে, অর্থাৎ ধরে ধরে বলিয়াই যেন বোধ হয়; সাধক ব্যক্তি এই মনের দ্বারা ব্রহ্মকে সন্নিহিত ভাবে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন। মনই ব্রহ্মের উপাধি, মনের সংকল্প ও স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যয় বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন, অর্থাৎ বিজ্ঞাতবৎ হন; এই কারণে মনে মনে ব্রহ্মবিষয়েই সংকল্প বা ঐরূপ চিন্তা করিতে হয়; ইহাই ব্রহ্মসম্বন্ধে অধ্যাত্ম আদেশ। অধিদৈবত আদেশে বলা হইয়াছে, বিদ্যুৎ ও নিমেষের ন্যায় আত্ম-প্রকাশও অতি দ্রুত বা ক্ষণমাত্রস্থায়ী; আর অধ্যাত্ম-উপদেশে মনোবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অভিব্যক্তি উক্ত হইল; ইহাই উভয় আদেশের মধ্যে বিশেষ। ব্রহ্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইলেও উক্তপ্রকার আদেশে মন্দমতি ব্যক্তিবর্গেরও বুদ্ধিগম্য হইতে পারেন; এই উদ্দেশেই এইরূপ আদেশ উপদিষ্ট হইল; নচেৎ মন্দমতি লোকেরা নিরুপাধিক ব্রহ্মকে কখনই বুদ্ধি-গম্য করিতে সমর্থ হইত না ॥ ৩০।৫ ॥ *

* তাৎপর্য্য, আমার মন উক্তপ্রকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবার যে উপদেশ. তাহাই অধ্যাত্ম উপদেশ। আমার মানস সংকল্প নিরন্তর ব্রহ্ম-বিষয়ে প্রবৃত্ত হউক; যে লোক এইরূপ ধ্যান করে, তাহার নিকট আত্মভূত ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন। অভিপ্রায় এই যে, মনই ব্রহ্মের উপাধি বা অভিব্যক্তি স্থান; মানস সংকল্পের উৎকর্ষানুসারে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির ও উৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদ, অভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

তৎ (ব্রহ্ম) হ (কিল) তদ্বনং (তস্য প্রাণিজাতস্য বনং—সেব্যং সম্ভজনীয়ং) নাম (প্রখ্যাতম্)। [তস্মাৎ ব্রহ্ম] 'তদ্বনম্' ইতি উপাসিতব্যম্। সঃ যঃ (কশ্চিৎ) এতৎ (যথোক্তং ব্রহ্ম) এবং (যথোক্তগুণকং) বেদ (উপাস্তে), এনম্ (উপাসকং) হ (কিল) সর্ব্বাণি ভূতানি অভিসংবাঞ্ছন্তি (প্রার্থয়ন্তে) ॥ ৩১। ৬।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মই প্রাণিগণের বন, অর্থাৎ ভজনীয় ; এই কারণে 'তদ্বন' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে। যে কোন লোক তাঁহাকে কথিতপ্রকার গুণ ও নামানুসারে অবগত হয়, সমস্ত ভূতই তাহার নিকট [অভীষ্ট] প্রার্থনা করে ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বনং নাম ; তস্য বনং তদ্বনং, তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ম্। অতঃ তদ্বনং নাম - প্রখ্যাতং ব্রহ্ম তদ্বনমিতি যতঃ, তস্মাৎ 'তদ্বনম্' ইত্যনেনৈব গুণাভিধানেন উপাসিতব্যং চিন্তনীয়মিতি। অনেন নাম্না উপাসকস্য ফলমাহ—স যঃ কশ্চিৎ এতদযথোক্তং ব্রহ্ম এবং যথোক্তগুণং বেদ উপাস্তে ; অভি হ এনম্ উপাসকং সর্ব্বাণি ভূতানি অভি সংবাঞ্ছন্তি হ প্রার্থয়ন্ত এব, যথা ব্রহ্ম ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, সেই ব্রহ্মই 'তদ্বন' নামে প্রসিদ্ধ ; অর্থাৎ 'তৎ'-অর্থে—তাহার (প্রাণিগণের) এবং বন অর্থে—ভজনীয় (সেব্য) ; ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীরই আত্মস্বরূপ ; সুতরাং তিনি সকলেরই সেব্য। যেহেতু ব্রহ্ম সেই নামেই প্রসিদ্ধ, অতএব, তাঁহার গুণ-ব্যঞ্জক 'তদ্বন' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করা আবশ্যক। এই নামে উপাসনা করিলে উপাসকের যে ফল লব্ধ হয় ; তাহা কথিত হইতেছে,—যে কোন লোক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে যথোক্ত গুণসম্পন্নরূপে অবগত হয় ; লোকসমূহ ব্রহ্মের নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাঁহার নিকটও সেইরূপই নিজ নিজ অভীষ্ট ফল প্রার্থনা করে ॥ ৩১। ৬ ॥

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি, উক্তা ত উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৩২। ৭ ॥

[এবম্ অনুশিষ্টঃ শিষ্যঃ আচার্য্যম্ উবাচ—] ভোঃ (ভগবন্) উপনিষদং (বেদরহস্যং) ব্রূহি (মহ্যমিতি শেষঃ) ইতি। [শিষ্যে এবম্ উক্তবতি সতি আচার্য্য আহ—] তে (তুভ্যম্) উপনিষৎ উক্তা (অভিহিতা)। [কা পুনঃ সা ? ইত্যাহ—] ব্রাহ্মীং (ব্রহ্মবিষয়াং) বাব (এব) উপনিষদং তে (তুভ্যম্) অব্রূম ইতি ॥

[শিষ্য ঐরূপ উপদেশ লাভ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—] ভগবন্! (আমাকে) উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। আচার্য্য বলিলেন—আমি তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি। সেই উপনিষৎ কি ? না,—ব্রহ্মবিষয়েই আমি তোমাকে উপনিষৎ (রহস্য) বলিয়াছি ॥৩১।৭॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবমনুশিষ্টঃ শিষ্য আচার্য্যমুবাচ—উপনিষদং রহস্যং যচ্চিন্ত্যম্, ভো ভগবন্ ব্রূহীতি, এবমুক্তবতি শিষ্যে আহ আচার্য্যঃ,—উক্তা অভিহিতা তে তব উপনিষৎ। কা পুনঃ সা ? ইত্যাহ,—ব্রাহ্মীং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মন ইয়ং ব্রাহ্মী, তাং পরমাত্মবিষয়ত্বাৎ অতীতবিজ্ঞানস্য। বাব এব, তে উপনিষদম্ অব্রূম ইতি উক্তামেব পরমাত্ম-বিষয়ামুপনিষদম্ অব্রূম ইত্যবধারয়তি উত্তরার্থম্। পরমাত্ম-বিষয়ামুপনিষদং শ্রুতবত উপনিষদং ভো ব্রূহীতি পৃচ্ছতঃ শিষ্যস্য কোঽভিপ্রায়ঃ ? যদি তাবৎ শ্রুতস্যার্থস্য প্রশ্নঃ কৃতঃ, ততঃ পিষ্টপেষণবৎ পুনরুক্তোঽনর্থকঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ। অথ সাবশেষোক্তোপনিষৎ স্যাৎ; ততস্তস্যাঃ ফলবচনেন উপসংহারো ন যুক্তঃ—"প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদমৃতা ভবন্তি" ইতি। তস্মাদুক্তোপনিষচ্ছেষ-বিষয়োঽপি প্রশ্নোঽনুপপন্ন এব অনবশেষিতত্বাৎ। কস্তর্হি অভিপ্রায়ঃ প্রষ্টুরিতি ? উচ্যতে,—কিং পূর্ব্বোক্তোপনিষচ্ছেষতয়া তৎসহকারিসাধনান্তরাপেক্ষা ? অথ নিরপেক্ষৈব ? সাপেক্ষা চেৎ; অপেক্ষিতবিষয়ামুপনিষদং ব্রূহি। অথ নিরপেক্ষা চেৎ; অবধারয় পিপ্পলাদবৎ "নাতঃ পরমস্তীতি" এবমভিপ্রায়ঃ। এতদুপপন্ন-মাচার্য্যস্য অবধারণবচনম্ "উক্তা ত উপনিষৎ" ইতি।

ননু নাবধারণমিদং যতোঽন্যদ্বক্তব্যমিত্যাহ,—"তস্যৈ তপো দমঃ" ইত্যাদি। সত্যং বক্তব্যমুচ্যত আচার্য্যেণ, নতু উক্তোপনিষচ্ছেষতয়া, তৎসহকারিসাধনান্তরাভি-প্রায়েণ বা। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপায়াভিপ্রায়েণ, বেদৈস্তদঙ্গৈশ্চ সহ পাঠেন

সমীকরণাৎ তপঃপ্রভৃতীনাম্। ন হি বেদানাং শিক্ষাদ্যঙ্গানাং চ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মবিদ্যা-শেষত্বং, তৎসহকারিসাধনত্বং বা। সহপঠিতানামপি যথাযোগং বিভজ্য বিনিয়োগঃ স্যাদিতি চেৎ; যথা সূক্ত-বাকানুমন্ত্রণ-মন্ত্রাণাং যথাদৈবতং বিভাগঃ, তথা তপোদম-কর্ম্ম-সত্যাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যাশেষত্বং, তৎসহকারি-সাধনত্বং বেতি কল্প্যতে। বেদানাং তদঙ্গানাং চার্থপ্রকাশকত্বেন কর্ম্মাত্মজ্ঞানোপায়ত্বম্, ইত্যেবং হ্যয়ং বিভাগো যুজ্যতে অর্থসম্বন্ধোপপত্তিসামর্থ্যাদিতি চেৎ? ন,—অযুক্তেঃ;—ন হ্যয়ং বিভাগো ঘটনাং প্রাঞ্চতি; ন হি সর্ব্বক্রিয়া-কারক-ফলভেদ-বুদ্ধিতিরস্কারিণ্যা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ শেষা-পেক্ষা, সহকারিসাধনসম্বন্ধো বা যুজ্যতে; সর্ব্ববিষয়-ব্যাবৃত্তপ্রত্যগাত্ম-বিষয়নিষ্ঠত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়াস্তৎফলস্য চ নিঃশ্রেয়সস্য; "মোক্ষমিচ্ছন্ সদা কর্ম্ম ত্যজেদেব সসাধনম্। ত্যজতৈব হি তজ্জ্ঞেয়ং ত্যক্তুঃ প্রত্যক্ পরং পদম্॥" ইতি। তস্মাৎ কর্ম্মণাং সহকারিত্বং, কর্ম্মশেষাপেক্ষা বা ন জ্ঞানস্য উপপদ্যতে। ততোঽসদেব সূক্তবাকানু-মন্ত্রণবদ্‌যথাযোগং বিভাগ ইতি। তস্মাৎ অবধারণার্থৈব প্রশ্ন-প্রতিবচনস্য উপ-পদ্যতে। এতাবত্যেবেয়ম্ উপনিষদুক্তা অন্যনিরপেক্ষা অমৃতত্বায়॥ ৩২॥ ৭।

ভাষ্যানুবাদ।

শিষ্য এইরূপ উপদেশ লাভ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—ভগবন্! যে উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) চিন্তা করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলুন। শিষ্যের এই কথার পর আচার্য্য বলিলেন, তোমাকে ত উপনিষৎ বলা হইয়াছে। সেই উপনিষৎ কি? না,—ব্রাহ্মী—ব্রহ্মসম্বন্ধিনী; কেন না পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞান (বিদ্যা) পরমাত্ম-বিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব, নিশ্চয়ই জানিবে, আমি তোমাকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ পরমাত্ম-বিষয়ক উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান যে, ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা দৃঢ়ী-করণার্থ পুনশ্চ "অব্রূম বাব" (নিশ্চয়ই বলা হইয়াছে) বলিয়া অবধারণ করিলেন। ভাল কথা, শিষ্য যদি পরমাত্ম-বিষয়ক উপনিষৎ নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, "উপনিষদং ব্রূহি" বলিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় কি? আর যদি শ্রুত বিষয়েই প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরুক্ত এই প্রশ্নটি পিষ্ট-পেষণবৎ সম্পূর্ণ

নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর যদি বল, পূর্ব্বে যে উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে তাহা সবিশেষ (অসম্পূর্ণ), অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে আরও বলিবার আছে; তাহা হইলেও পরবর্ত্তী শ্রুতিতে 'ইহ লোক হইতে প্রয়াণের পর তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন।' এইরূপ ফলোল্লেখপূর্ব্বক উপনিষদের উপসংহার করা সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, পূর্ব্বোক্ত উপনিষদেরই অবশিষ্ট বা অনুক্ত বিষয়ে প্রশ্নকল্পনাও যুক্তিসঙ্গত হয় না; কারণ পূর্ব্বোক্ত উপনিষৎ সম্বন্ধে আরও যে, কিছু বক্তব্য বা অবশিষ্ট আছে, তাহা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় কি? হাঁ, বলা যাইতেছে,---শিষ্যের অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্ব্বে যে উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আরও কোন সহকারী সাধনের অপেক্ষা আছে কি না?---যদি সহকারী সাধনের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে, সেই অপেক্ষিত সাধন সহকারে উপনিষৎ বলুন; আর যদি অন্য সাধনের অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলেও পিপ্পলাদ মুনি যেমন বলিয়াছিলেন—"নাতঃ পরমস্তি" 'অর্থাৎ ইহার পর আর কিছুই বক্তব্য নাই,' তেমনি আপনিও উহার নিরপেক্ষত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া বলুন। শিষ্যের এবংবিধ অভিপ্রায় গ্রহণ করিলেই আচার্য্যের—"উক্তা তে উপনিষৎ," অর্থাৎ আমি ত তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি, এইরূপ সাবধারণোক্তিও যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে।

ভাল, উক্ত বাক্যটি ত অবধারণ-বাক্য নহে? কেন না, "তস্মৈ তপোদমঃ" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যে অন্য কথাই বলা হইবে? হাঁ, আচার্য্যকর্ত্তৃক অপরাপর বিষয়ই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উক্ত বিদ্যার অবশিষ্ট অংশ বা সহকারী সাধনান্তর নিরূপণের অভিপ্রায়ে উহা উক্ত হয় নাই; পরন্তু, ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের উপায় কথনাভিপ্রায়েই উহা উক্ত হইয়াছে। এই কারণেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ীভূত বেদ ও বেদাঙ্গ-পাঠের সহিত ঐ তপঃপ্রভৃতির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বেদ ও শিক্ষা

প্রভৃতি বেদাঙ্গসমূহও * সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনই ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ বা সহকারী সাধন নহে, (উহারা ব্রহ্মবিদ্যালাভের সহায় বা উপায় মাত্র)।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদিও তপঃপ্রভৃতি সাধনসমূহ বেদ ও বেদাঙ্গের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, তথাপি যোগ্যতানুসারে ঐ সকলের ত পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ হইতে পারে ?—অর্থাৎ সূক্তবাক্য, অনুমন্ত্র (এক প্রকার বেদাংশ) ও মন্ত্র, এ সকল সহপঠিত হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কার্য্যে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি তপঃ, দম ও সত্য প্রভৃতি সাধনগুলি বেদাদির সহিত একত্র পঠিত থাকিলেও যোগ্যতানুসারে উহাদের ব্রহ্ম-বিদ্যাঙ্গত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী সাধনত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহ তদর্থ প্রকাশ করে বলিয়া, উহাদেরও কর্ম্মোপযোগী আত্মজ্ঞান-সাধনত্ব কল্পনা করিতে পারা যায় ; সুতরাং এইরূপে উভয়েরই পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষতঃ এই প্রকার বিভাগে বিভিন্নার্থ-প্রদর্শনেও কি কোন ব্যাঘাত ঘটে না ? না,—এরূপ বিভাগ-কল্পনা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ; কেন না, উক্তপ্রকার বিভাগ প্রকৃত ঘটনার (বর্ণনীয় বিষয়ের) অনুগামী বা অনুকূল হয় না ; কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা যখন ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফল-বিষয়ক সর্ব্ববিধ ভেদবুদ্ধি নিবারিত করিয়া দেয়, তখন সেই ব্রহ্ম-বিদ্যার আর কোনরূপ অঙ্গের অপেক্ষা কিংবা সহকারী সাধনান্তরের সম্বন্ধ থাকাও সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ সর্ব্ববিষয়-বিমুখ, পরমাত্ম-বোধনেই ব্রহ্মবিদ্যার পরিসমাপ্তি বা তাৎপর্য্য এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফল—নিঃশ্রেয়সও

* বেদাঙ্গ ছয়প্রকার —"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ।
জ্যোতিষাময়নং চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥

অর্থাৎ শিক্ষা—বর্ণাদি উচ্চারণবিধায়ক শাস্ত্র ; কল্প—শ্রৌত কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম-প্রকাশক শাস্ত্র ; ব্যাকরণ—শব্দ শাস্ত্র ; নিরুক্ত—বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-প্রকাশক শাস্ত্র ; ছন্দসাং চিতি—ছন্দঃশাস্ত্র ; জ্যোতিষাময়নং—কর্ম্মযোগ্য কাল নিরূপক জ্যোতিঃ শাস্ত্র। এই ছয় প্রকার শাস্ত্র বৈদিক জ্ঞানলাভে সাহায্য করে বলিয়া বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

(মোক্ষও) তদ্রূপ। 'মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তি কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন অবশ্য ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিলেই ত্যাগকর্ত্তা স্বীয় পরমাত্মভাব জানিতে পারে।' এই বাক্যই উক্তার্থে প্রমাণ। কর্ম্মসমূহ কখনই ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী বা অঙ্গরূপে অপেক্ষিত হইতে পারে না। অতএব এখানে সূক্তবাক্ ও অনুমন্ত্রণের ন্যায় যোগ্যতানুসারে বিভাগকল্পনা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না; এই জন্যই প্রশ্ন ও তৎপ্রতিবচনে উক্তরূপ অবধারণার্থতাই সুসঙ্গত হয়। এপর্য্যন্ত যাহা কথিত হইল, তাহাই মুক্তিলাভের সাধনীভূত উপনিষৎ; ইহাতে অন্য কোনও সাধনের অপেক্ষা নাই ॥৩২।৭॥

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥ ৩৩ ॥ ৮ ॥

তপঃ (কায়েন্দ্রিয়মনসাং নিগ্রহঃ), দমঃ (ইন্দ্রিয়সংযমঃ), কর্ম্ম (নিষ্কামম্, অগ্নিহোত্রাদি চ) বেদাঃ ঋগাদয়ঃ, সর্ব্বাঙ্গানি শিক্ষাদীনি, ইতি (অন্যদপি), তস্যৈ (তস্যাঃ উপনিষদঃ) প্রতিষ্ঠা (পাদৌ ইব)। যদ্‌বা, তপ আদীনি এব প্রতিষ্ঠা পাদস্থানীয়ানি, বেদাঃ পুনঃ সর্ব্বাঙ্গানি অপরাঙ্গস্থানীয়াঃ। (তেষু হি সৎসু ব্রাহ্মী উপনিষৎ প্রতিতিষ্ঠতি প্রবর্ত্ততে; এতানি তপ-আদীনি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি ইত্যর্থঃ।) সত্যম্ আয়তনম্ (তস্যাঃ আশ্রয়ভূতম্) ॥

দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ দম, নিত্য ও নিষ্কাম কর্ম্ম, ঋক্ প্রভৃতি বেদ, শিক্ষা শাস্ত্র প্রভৃতি বেদাঙ্গ, এবং এই জাতীয় অপরাপর সাধনসমূহও সেই পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের প্রতিষ্ঠা (প্রাপ্তির উপায়), এবং সত্যনিষ্ঠা তাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ॥ ৩৩ ॥ ৮ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যামিমাং ব্রাহ্মীমুপনিষদং তবাগ্রেঽব্রূমেতি, তস্যৈ তস্যা উক্তায়া উপনিষদঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি তপ-আদীনি। তপঃ কায়েন্দ্রিয়-মনসাং সমাধানম্। দম উপশমঃ। কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি। এতৈর্হি সংস্কৃতস্য সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিঃ। দৃষ্টা দৃষ্টাহ্যমৃদিত-কল্মষস্যোক্তেঽপি ব্রহ্মণি অপ্রতিপত্তিঃ বিপরীতপ্রতিপত্তিশ্চ, যথেন্দ্র-বিরোচনপ্রভৃতীনাম্। তস্মাদিহ বা অতীতেষু বা বহুষু জন্মান্তরেষু তপ আদিভিঃ কৃতসত্ত্বশুদ্ধেঃ জ্ঞানং সমুৎপদ্যতে যথাশ্রুতম্,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে

কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ” ইতিমন্ত্রবর্ণাৎ। “জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ” ইতি চ স্মৃতেঃ। ইতিশব্দ উপলক্ষণত্বপ্রদর্শনার্থঃ। ইতি এবমাদ্যন্যদপি জ্ঞানোৎপত্তেরুপকারকম্—“অমানিত্বমদম্ভিত্বম্” ইত্যাদ্যুপদর্শিতং ভবতি। প্রতিষ্ঠা পাদৌ—পাদাবিবাস্যাঃ; তেষু হি সৎসু প্রতিতিষ্ঠতি ব্রহ্মবিদ্যা—প্রবর্ত্ততে পদ্ভ্যামিব পুরুষঃ। বেদাশ্চত্বারঃ; সর্ব্বাণি চাঙ্গানি শিক্ষাদীনি ষট্; কর্ম্মজ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ বেদানাং, তদ্রক্ষণার্থত্বাদঙ্গানাং প্রতিষ্ঠাত্বম্।—অথবা, প্রতিষ্ঠাশব্দস্য পাদরূপকল্পনার্থত্বাৎ বেদাস্তু ইতরাণি সর্ব্বাঙ্গানি শির আদীনি। অস্মিন্ পক্ষে শিক্ষাদীনাং বেদগ্রহণেনৈব গ্রহণং কৃতং প্রত্যেতব্যম্। অঙ্গিনি হি গৃহীতেঽঙ্গানি গৃহীতান্যেব ভবন্তি, তদায়ত্তত্বাদঙ্গানাম্। সত্যম্ আয়তনং যত্র তিষ্ঠত্যুপনিষৎ, তদায়তনম্। সত্যমিতি অমায়িতাঽকৌটিল্যং বাঙ্মনঃকায়ানাম্। তেষু হ্যাশ্রয়তি বিদ্যা, যেঽমায়াবিনঃ সাধবঃ, নাসুরপ্রকৃতিষু মায়াবিষু; “ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ” ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সত্যমায়তনমিতি কল্প্যতে। তপ-আদিষ্বেব প্রতিষ্ঠাত্বেন প্রাপ্তস্য সত্যস্য পুনরায়তনত্বেন গ্রহণং সাধনাতিশয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্। অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যতে” ॥ ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

[আচার্য্য বলিলেন]—তোমার নিকট এই যে ব্রহ্মবিদ্যা কথিত হইল, নিম্নলিখিত তপঃ প্রভৃতি ধর্ম্মই তাহার প্রাপ্তির উপায়। তপঃ—দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের স্থিরতাসম্পাদন। দম—উপশম, অর্থাৎ বিষয়-পরাঙ্মুখতা। কর্ম্ম—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি। এই সকলের দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে, মনের সত্ত্বশুদ্ধি হয়; তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। পক্ষান্তরে, বুদ্ধিগত কল্মষ (পাপ) বিদূরিত না হইলে, উপদেশ সত্ত্বেও ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রভৃতি জিজ্ঞাসুগণই এ বিষয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত। [ইন্দ্র ও বিরোচনের কথা পূর্ব্বেই কথিত আছে।] অতএব ইহ জন্মেই হউক, আর অতীত বহু জন্মেই হউক, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি হইলেই যথাশ্রুত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ‘দেবতার প্রতি যাঁহার পরমা ভক্তি থাকে, এবং দেবতার ন্যায় গুরুতেও যাঁহার পরা

ভক্তি থাকে, এই সমস্ত কথিত বিষয় সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশ পায় বা প্রতিভাত হয়। এই মন্ত্র এবং 'কর্ম্মানুষ্ঠানে পাপক্ষয় হইলে পুরুষের তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।' এই স্মৃতিবাক্যও কথিত বিষয়ে প্রমাণ। মূলের 'ইতি' শব্দটি উপলক্ষণার্থ; তাহার ফলে এবংবিধ অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মগুলিও যে, ব্রহ্মবিদ্যার উপকারক বা সহায় হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইল। প্রতিষ্ঠা অর্থ পাদ। মনুষ্য যেরূপ পদের উপর ভর করিয়া কার্য্য করে, সেইরূপ উল্লিখিত তপস্যা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেই ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত বা প্রবৃত্ত হয়; অতএব উক্ত তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্ম-বিদ্যার পাদসদৃশ। ঋক্ প্রভৃতি চারি বেদ এবং শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গই কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রতিপাদক; এই কারণে বেদ ও বেদানুকূল অঙ্গ সকল ব্রহ্ম বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতির কারণ হয়। অথবা 'প্রতিষ্ঠা' শব্দেই যখন পাদরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে,—তখন বেদসমূহকে মস্তকাদি অপরাপর অঙ্গ-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। এই পক্ষে 'বেদ' শব্দেই শিক্ষাদি ষড়ঙ্গের গ্রহণ বুঝিতে হইবে। কেন না, অঙ্গসমূহ যখন প্রধানেরই অনুগত, তখন প্রধানের গ্রহণ করিলেই তদনুগত বিষয়সমূহও স্বতই গৃহীত হইয়া যায়। সত্যই ব্রহ্ম-বিদ্যার আয়তন (আশ্রয়); কেন না, ঐ উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) প্রধানতঃ সত্যকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। 'সত্য' অর্থ—অমায়িতা, বাক্য, মন ও শরীরগত কুটিলতার অভাব। যাহারা মায়ারহিত—সাধু, ব্রহ্ম-বিদ্যা তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু অসুরস্বভাব মায়াবীকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'যে সকল লোকে কুটিলতা, মিথ্যাচরণ ও মায়া না থাকে, [বিদ্যা সেই সকল ব্যক্তিতেই প্রতিভাত হয়।'] এই কারণেই সত্যকে ব্রহ্ম-বিদ্যার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করা হয়। তপস্যা প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠা বলাতেই সত্যেরও আয়তনভাব লব্ধ হইয়াছিল সত্য, তথাপি উহার পৃথক্ আয়তনত্ব-উল্লেখের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রাপ্তির গত

প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে সত্যই প্রধানতম সাধন; (অপর সাধন সকল এতদপেক্ষা হীন)। স্মৃতিতে আছে,—'সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সত্য এক তুলাদণ্ডে ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র সত্যই সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা বিশিষ্ট বা অধিক হইয়াছিল' ॥৩৩॥৮॥

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে
লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

যঃ বৈ এতাং (ব্রহ্মবিদ্যাম্) এবং বেদ, সঃ পাপ্মানম্ অপহত্য (বিধূয়) অনন্তে (অপর্য্যন্তে) জ্যেয়ে (জ্যায়সি সর্ব্বমহত্তরে) স্বর্গে লোকে (পরমসুখাত্মকে ব্রহ্মণি) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিবসতি)। [প্রতিতিষ্ঠতীতি পুনর্ব্বচনং গ্রন্থসমাপ্তি-দ্যোতনার্থম্] ॥ ৩৪ । ৯ ॥

যে লোক যথোক্তপ্রকারে উক্ত ব্রহ্ম-বিদ্যা অবগত হয়, সে লোক স্বীয় পাপ বিধূত করিয়া অনন্ত, সুখাত্মক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মে অবস্থিতি করে। [আর সংসারে ফিরিয়া আইসে না] ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোৎসৃষ্টা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যো বৈ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং "কেনেষিতম্" ইত্যাদিনা যথোক্তাম্ এবং মহাভাগাং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ" ইত্যাদিনা স্তুতাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং বেদ, "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" ইত্যুক্তমপি ব্রহ্মবিদ্যাফলম্ অন্তে নিগময়তি—অপহত্য পাপ্মানম্ অবিদ্যাকামকর্ম্ম-লক্ষণং সংসারবীজং বিধূয় অনন্তে অপর্য্যন্তে, স্বর্গে লোকে সুখাত্মকে ব্রহ্মণীত্যেতৎ। অনন্তে ইতি বিশেষণাৎ ন ত্রিবিষ্টপে। অনন্তশব্দ ঔপচারিকোঽপি স্যাৎ ইত্যত আহ,—জ্যেয় ইতি। জ্যেয়ে জ্যায়সি সর্ব্বমহত্তরে স্বাত্মনি মুখ্যে এব প্রতিতিষ্ঠতি; ন পুনঃ সংসারমাপদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ
কেনোপনিষৎ-পদভাষ্যে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

সমাপ্তমিদং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং তলবকারোপনিষদপরপর্য্যায়-
কেনোপনিষৎপদভাষ্যম্ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

ভাষ্যানুবাদ।

"কেনেষিতম্"ইত্যাদি বাক্যে উক্ত, এবং "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশংসিত, সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় স্বরূপ, এই অত্যুত্তম ব্রহ্ম-বিদ্যাকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি, সংসারের বীজভূত, অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মাত্মক পাপ বিধূত অর্থাৎ অপনীত করিয়া অনন্ত (অসীম), সর্ব্বো-ত্তম স্বর্গলোকে অর্থাৎ সুখাত্মক ও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন, আর সংসারে ফিরিয়া আইসেন না। পূর্ব্বে "অমৃতত্বং হি বিন্দতে" শ্রুতিতে যে মুক্তি-ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে "স্বর্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি" বাক্যে তাহারই নিগমন করা হইয়াছে। [কথিত বিষয়ের যে, প্রকারান্তরে পুনঃকথন, তাহাকে 'নিগমন' বলে।] যদিও 'স্বর্গ' শব্দটি সুরলোকবাচী, তথাপি 'অনন্ত' বিশেষণ থাকায়, এখানে উহার 'ব্রহ্ম' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, সুরলোকটি অনন্ত নহে—সীমাবদ্ধ। পাছে 'অনন্ত' শব্দের আপেক্ষিক 'অনন্তত্ব' অর্থ গ্রহণ করা হয়, এই আশঙ্কায় 'জ্যেয়ে' (সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ) বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে ॥৩৪॥৯॥

ইতি কেনোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে চতুর্থ খণ্ড।

কেনোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥

যজুর্ব্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-
পদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

সহকারী সম্পাদক, সত্বাধিকারী ও প্রকাশক-
শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।
লোটাস্ লাইব্রেরী।
৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩১৮ সাল।

আভাস।

চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় কঠোপনিষৎ সমাপ্ত হইল। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, যে, উপনিষৎ মাত্রই ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যাই সংসার-সাগরে নিমগ্ন মানব মণ্ডলীর উদ্ধারের একমাত্র তরণী, এবং ত্রিতাপ-তাপিত মানব হৃদয়ে শান্তিপ্রদ মহৌষধি। কিন্তু যাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, আত্মার নিত্যত্বে শ্রদ্ধা নাই, এবং বেদ ও ঋষিবাক্যে আস্থা নাই, কেবল দেহমাত্র পরিচালন ও তৎপরিপোষণই যাহাদের একমাত্র কার্য্য, অধিকন্তু, "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।" স্বর্গ নাই অপবর্গ (মোক্ষ) নাই, এবং পরলোকগামী আত্মাও নাই, ইহাই যাহাদের মূলমন্ত্র, অন্ধের নিকট দর্পণের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাও তাহাদের সমীপে আত্মপ্রকাশনে সমর্থ হয় না—তৈলসিক্তদেহে জলসেকের ন্যায় ভাসিয়া যায়। এই কারণে লোক-হিতৈষিণী শ্রুতি, মাতার ন্যায় পুত্রকল্প মুগ্ধ মানবমণ্ডলীর মায়া-মোহ নিবারণার্থ নানা উপায়ে ও বিবিধ প্রকারে সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বিষয় উৎকৃষ্ট হইলেও উত্তম আদর্শের অভাবে অনেক সময় তদ্‌বিষয়ে দৃঢ় ধারণা বা ঐকান্তিক আগ্রহ হয় না; পরন্তু উত্তম আদর্শ সম্মুখে থাকিলে, অতি দুর্ব্বোধ্য বিষয়ও সহজেই শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। এই কারণে শ্রুতি নিজেই দয়াপরবশ হইয়া এই উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যায়িকার অবতারণাপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন—

সরলস্বভাব, শিশু, ঋষিকুমার নচিকেতা প্রশ্নকর্ত্তা, আর স্বয়ং প্রেতাধিপতি যমরাজ তাহার উত্তরদাতা; প্রধান প্রষ্টব্য বিষয়—মৃত্যুর পর এই স্থূলদেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেও, আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা অর্থাৎ সেই আত্মার লোকান্তরে গমন হয় কি না?

একদা নচিকেতার পিতা উদ্দালক ঋষি একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞটির নাম 'বিশ্বজিৎ'। যজ্ঞান্তে উপযুক্ত দক্ষিণা দান না করিলে সমুচিত ফল লাভ করা যায় না। দক্ষিণার মধ্যেও গো-দক্ষিণা সবিশেষ প্রশস্ত; তাই

ঋষি উদ্দালক যজ্ঞ-দক্ষিণার্থ কতকগুলি অদেয় গো দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। তদ্দর্শনে শিশু, সরলহৃদয় নচিকেতার মনে বড় বেদনা উপস্থিত হইল ; নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন—পিতা এ কি কার্য্য করিতেছেন—শীর্ণকায়, আসন্নমৃত্যু এই সকল অদেয় গাভী দক্ষিণা দান করিয়া ধর্ম্মের বিনিময়ে যে, অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন! দুঃখময় নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন! আমি পুত্র, প্রাণ দিয়াও ইঁহার কিঞ্চিৎ উপকার-সাধন আমার একান্ত কর্ত্তব্য। তখন নচিকেতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে পিতার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—পিতঃ! আপনি ত সমস্ত সম্পত্তিই দান করিতেছেন ; আমিও আপনার একটি সম্পত্তি ; আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন ?' বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও যখন নচিকেতা নিবৃত্ত না হইয়া আত্মদানার্থ পিতাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, তখন পিতা উদ্দালক ক্রোধান্ধ হইয়া প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে বলিয়া ফেলিলেন—'তোকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম।'

শিশু নচিকেতা অতি অল্পমাত্রও বিচলিত না হইয়া পিতার আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক যমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন ; যথাকালে তিনি যমভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যমরাজ গৃহে নাই। তিনি যমের আগমন প্রতীক্ষায় সে স্থানেই অনশনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিরাত্র অতীত হইল। যমরাজ যথাকালে প্রত্যাগত হইয়া নচিকেতার সংবাদ অবগত হইলেন এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি তিন রাত্রি অনাহারে আমার গৃহে অতিথিরূপে বাস করিয়াছ ; ইহাতে আমার মহা অপরাধ হইয়াছে। সেই তিন দিনের অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত আমি তোমাকে তিনটি বর দিতেছি ; তুমি ইচ্ছামত অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা বয়সে শিশু হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ ; তাই তিনি প্রথম বরে পিতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ পিতার মানসিক শান্তি বা অনুদ্বেগভাব প্রার্থনা করিলেন ; দ্বিতীয় বরে স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া বিনা আপত্তিতে ঐ উভয় প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন।

অনন্তর নচিকেতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তৃতীয় বরে কি প্রার্থনা করি ? দুর্লভদর্শন যমরাজের সমীপে সমাগত হইয়া যে, অকিঞ্চিৎকর, নশ্বর,

ধন, জন, ভোগৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করা, তাহা ঠিক রত্নাকরের নিকট উপস্থিত হইয়া শুক্তি-শম্বূক প্রার্থনারই অনুরূপ। অতএব, ঐ সকল বিষয় প্রার্থনা করা হইবে না। যমরাজ যখন মৃত্যুর ঈশ্বর—প্রেতাধিপতি, তখন ইঁহার নিকট হইতে পরলোকের খবরটা জানিয়া লই—মানুষ মরিয়া কি হয়। যম ভিন্ন আর কেহই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপনে সমর্থ হইবে না। অতএব ইঁহার নিকট পরলোকতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ আলোচনার পর নচিকেতা যমরাজ-সমীপে প্রার্থনা করিলেন—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যাম্ অনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

প্রভো! 'মনুষ্য মরিলে পর কেহ বলেন, সেই মনুষ্যাত্মা পরলোকে থাকে, আবার কেহ বলেন থাকে না; এই যে, একটা বিষম সংশয় রহিয়াছে, আপনার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহনাশেই সব শেষ হইয়া যায়, না—তাহার পরও আবার আত্মাকে সুখ-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্নপ্রকার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়? ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপদেশ দিয়া আমার পূর্ব্বোক্ত সংশয়চ্ছেদন করুন।'

এখানে বলা আবশ্যক যে, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে যেরূপ মৃত্যুর পর বিচারার্থ চিরাবস্থিতি এবং বিচারান্তে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকবাসের কল্পনা করা হয়, নচিকেতা সেরূপ আত্মাস্তিত্ব জানিতে চাহেন নাই; তিনি জানিতে চাহেন, একই অভিনেতা যেমন আবশ্যকমত এক একটি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাবিধ নূতন নূতন পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনি একই আত্মা বিভিন্ন কর্ম্মফল ভোগের উদ্দেশে জন্মের পর জন্ম—মৃতুর পর মৃত্যু এবং দেহের পর দেহান্তর ধারণ করেন কি না? ইহাই নচিকেতার প্রধান জিজ্ঞাস্য বিষয়।

যম দেখিলেন, এই বালকটি শিশু হইলেও বড় সহজ পাত্র নহে; একেবারে আমার গুহ্যতত্ত্ব—ঘরের খবর জানিতে চাহে! যাহা হউক, ইহাকে পরলোকতত্ত্ব বলা হইবে না, অপর বিষয় দিয়া বিদায় করিতে হইবে। ইহার পর তিনি নচিকেতাকে বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ু প্রভৃতির প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ধীর-প্রকৃতি নচিকেতা অটল অচল,—কিছুতেই

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। তখন যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন,—

তিনি বলিলেন,—সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ, তদতিরিক্ত সমস্তই অসৎ—মিথ্যা। সেই ব্রহ্মই প্রতিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হন। অগ্নি যেরূপ নানাবর্ণের কাচপাত্রের মধ্যগত হইয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, অথচ অগ্নি যাহা তাহাই থাকে, কিছুমাত্র বিকৃত হয় না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মও জীবরূপে নানাবিধ উপাধিগত হইয়া নানাকারে প্রকাশমান হইয়াও আপনার সচ্চিদানন্দময় স্বভাব পরিত্যাগ করেন না, নিজে নিত্যশুদ্ধ, নির্ব্বিকার রূপেই অবস্থান করেন।

জীব ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক হইলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য ঘটে। জীব স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মফলে স্বর্গনরকাদি লোকে গমন করে, এবং সমুচিত সুখদুঃখ ভোগ শেষ করিয়া পুনশ্চ জন্মধারণ করে।

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

কোন কোন দেহী নিজ নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞান (উপাসনা) অনুসারে যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (জরায়ুজ হয়); কেহ কেহ বা স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, ব্রহ্ম কোনরূপ ফলই ভোগ করেন না—কেবল উদাসীন ভাবে জীবের কর্ম্ম ও ফলভোগ দর্শন করেন মাত্র। এই কারণেই শ্রুতি "ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।" ইত্যাদি বাক্যে আলোক ও অন্ধকারের তুলনায় উভয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

জীব যখন নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মেরই স্বরূপ, তখন তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ বা বিকার কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না; সুতরাং দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনাশও কল্পনা করা যাইতে পারে না। তাই শ্রুতি অতি গম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন যে, "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ," অর্থাৎ নিত্য সত্য আত্মা আছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে; দেহপাতের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, এরূপ মনে করিতে হইবে না।

কিন্তু, যাহারা দেহাত্মবাদী, অজ্ঞানান্ধ, প্রমত্ত, হিতাহিত-চিন্তারহিত এবং ধনমদে মত্ত, তাহারা কখনই এই ধ্রুবসত্য পরলোক-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারে না, বা উপলব্ধি করা আবশ্যকও মনে করে না। তাহার ফলে পারলৌকিক

কল্যাণ সাধনেও প্রস্তুত হয় না; এবং কোনরূপ সৎক্রিয়া বা অধ্যাত্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ করে না; পরন্তু উচ্ছৃঙ্খলভাবে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে যমরাজ বলিয়াছেন—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
'অয়ং লোকঃ, নাস্তি পরঃ, ইতি মানী,
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥

অর্থাৎ বালস্বভাব (অবিবেকী), প্রমাদগ্রস্ত ও ধনমোহে বিমুগ্ধ লোকের নিকট পরলোক চিন্তা স্থান পায় না; তাহারা মনে করে 'ইহলোক ছাড়া পরলোক' বলিয়া কিছু নাই। তাহার ফলে তাহারা বারংবার 'আমার অধীন হইয়া বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। আত্মার পরলোকে বিশ্বাস ও তদুপযোগী ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং জীবের ব্রহ্মভাবে নিশ্চয় ও তদনুসারে যে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধ, ইহাই জীবের যমযাতনা নিবৃত্তির এবং পরম শ্রেয় মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। জীব যতকাল ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ থাকে, ততকাল তাহার স্বর্গাদি সুখসম্ভোগ সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভের আশা থাকে না। তাই শ্রুতি উপসংহারে বলিয়াছেন যে,—"তং স্বাৎ শরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং ধৈর্য্যেণ।" অর্থাৎ মুঞ্জতৃণ হইতে যেরূপ তন্মধ্যস্থ ইষীকা (গর্ভস্থ পত্র) উত্তোলন করে, সেইরূপ ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক সেই আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিতে হইবে; অর্থাৎ আত্মা যে জড়দেহ হইতে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে; ইহারই নাম বিবেক এবং ইহাই মোক্ষলাভের প্রধান সহায়। বুদ্ধিমান্ মানব উক্তরূপ বিবেকলাভে যত্নপর হইবে।

যজুর্বেদে 'কঠ' নামে একটি ব্রাহ্মণ এবং একটি সংহিতা আছে। এই 'কঠোপনিষৎ' যে কাহার অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; তবে, অধিকাংশ 'উপনিষৎ'ই ব্রাহ্মণভাগ-প্রসূত; এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, ইহাও কঠ ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত। কিন্তু, আচার্য্য শঙ্কর স্বামী দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন যে, "যদ্যপি আদিত্য এব মন্ত্রেণোচ্যতে, তদাপি * * * ব্রাহ্মণব্যাখ্যানেঽপি অবিরোধঃ।" অর্থাৎ যদি মনে কর এই মন্ত্রে আদিত্যই বর্ণিত হইয়াছেন; তাহা হইলেও আদিত্যই যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন

ব্রাহ্মণকৃত ব্যাখ্যার সহিত ইহার বিরোধ হইতে পারে না। এবং পরিশেষে "এক এবাত্মা জগতো নাত্মভেদ ইতি মন্ত্রার্থঃ।" বলিয়া ইহার মন্ত্রাত্মকতা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, এই কঠোপনিষৎটি সংহিতাভাগের অন্তর্গত বলিয়াই আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত নহে।

সম্পাদক শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

কঠোপনিষদের বিষয় সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম বল্লী।

শ্লোক-সংখ্যা।

হইতে—পর্য্যন্ত।

—*—

সূচী সমাপ্ত।

ভাষ্যভূমিকা।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে বৈবস্বতায় মৃত্যবে ব্রহ্মবিদ্যাচার্য্যায় নচিকেতসে চ। অথ কঠোপনিষদ্বল্লীনাং সুখার্থপ্রবোধনার্থমল্পগ্রন্থাবৃত্তিরারভ্যতে।

সদের্ধাতোর্বিশরণগত্যবসাদনার্থস্য উপনিপূর্ব্বস্য ক্বিপ্প্রত্যয়ান্তস্য রূপমিদম্ "উপনিষৎ"ইতি। উপনিষচ্ছব্দেন চ ব্যাচিখ্যাসিত গ্রন্থ প্রতিপাদ্যবেদ্য বস্তুবিষয়া বিদ্যোচ্যতে। কেন পুনরর্থযোগেন উপনিষচ্ছব্দেন বিদ্যোচ্যত ইতি? উচ্যতে, যে মুমুক্ষবো দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ উপনিষচ্ছব্দবাচ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাং বিদ্যামুপসদ্যোপগম্য তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি, তেষামবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্য বিশরণাদ্ধিংসনাদ্ বিনাশনাৎ ইত্যনেনার্থযোগেন বিদ্যোপনিষদিত্যুচ্যতে। তথাচ বক্ষ্যতি, "নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" ইতি। পূর্ব্বোক্তবিশেষণান্মুমুক্ষূন্ বা পরংব্রহ্ম গময়তি, ইতি ব্রহ্মগময়িতৃত্বেন যোগাদ্ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ। তথাচ বক্ষ্যতি, "ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুঃ"ইতি। লোকাদির্ব্রহ্মজ্ঞঃ যোঽগ্নিঃ, তদ্বিষয়ায়া বিদ্যায়া দ্বিতীয়েন বরেণ প্রার্থ্যমানায়াঃ স্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিহেতুত্বেন গর্ভবাসজন্মজরাদ্যুপদ্রববৃন্দস্য লোকান্তরে পৌনঃপুন্যেন প্রবৃত্তস্য অবসাদয়িতৃত্বেন শৈথিল্যাপাদনেন ধাত্বর্থযোগাদগ্নিবিদ্যাপি উপনিষদিত্যুচ্যতে। তথাচ বক্ষ্যতি "স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে" ইত্যাদি।

ননু চোপনিষচ্ছব্দেন অধ্যেতারো গ্রন্থমপ্যভিলপন্তি—'উপনিষদমধীমহে উপনিষদমধ্যাপয়ামঃ' ইতি চ। এবং; নৈষ দোষঃ, অবিদ্যাদিসংসারহেতুর্বিশরণাদেঃ সদিধাত্বর্থস্য গ্রন্থমাত্রেঽসম্ভবাদ্বিদ্যায়াঞ্চ সম্ভবাৎ গ্রন্থস্যাপি তাদর্থ্যেন তচ্ছব্দোপপত্তেঃ; "আয়ুর্বৈ ঘৃতম্" ইত্যাদিবৎ। তস্মাদ্বিদ্যায়াং মুখ্যয়া বৃত্ত্যা উপনিষচ্ছব্দো বর্ত্ততে; গ্রন্থে তু ভক্ত্যেতি। এবমুপনিষন্নির্ব্বচনেনৈব বিশিষ্টোঽধিকারী বিদ্যায়াম্ উক্তঃ। বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তো বিদ্যায়াঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মভূতম্। প্রয়োজনঞ্চাস্যা উপনিষদ আত্যন্তিকী সংসারনিবৃত্তির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণা। সম্বন্ধশ্চৈবম্ভূতপ্রয়োজনেনোক্তঃ। অতো যথোক্তাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধায়া বিদ্যায়াঃ করতলন্যস্তামলকবৎ-প্রকাশকত্বেন বিশিষ্টাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধা এতা বল্ল্যো ভবন্তীতি। অতস্তা যথাপ্রতিভানং ব্যাচক্ষ্মহে।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ।

পরমাত্মার উদ্দেশে নমস্কার, ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রবর্ত্তক ভগবান্ বৈবস্বত ও তৎশিষ্য নচিকেতার উদ্দেশে নমস্কার। (অথ *) উক্তপ্রকার মঙ্গলাচরণের পর কঠোপনিষদ্‌বল্লী সমূহের অনায়াসে অর্থগ্রহণোপযোগী অনতিবিস্তীর্ণ বৃত্তি (ব্যাখ্যা) আরব্ধ হইতেছে,—

'সদ্' ধাতুর অর্থ—বিশরণ (শিথিলীকরণ—জীর্ণতা-সম্পাদন), গতি ও অবসাদন (বিনষ্টকরণ)। ['উপ' অর্থ—নিকট—সত্বর, এবং "নি" অর্থ নিশ্চয় ও নিঃশেষ—সম্পূর্ণরূপে।] উক্তার্থ সম্পন্ন উপ + নিপূর্ব্বক 'সদ্' ধাতু হইতে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যোগে 'উপনিষৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাতব্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তুবিষয়ক বিদ্যাকে 'উপনিষৎ বলা হয়। ['সদ্' ধাতুর যে তিনপ্রকার অর্থ আছে, তন্মধ্যে] কোন্ অর্থানুসারে 'উপনিষৎ' শব্দে বিদ্যাকে বুঝায় ? বলা যাইতেছে ;—যে সকল মুমুক্ষু পুরুষ ঐহিক (দৃষ্ট) ও পারলৌকিক (আনুশ্রবিক) বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া † অর্থাৎ বৈরাগ্যসম্পন্ন

* তাৎপর্য্য,—"অথ স্যান্মঙ্গলে প্রশ্নে কার্য্যারম্ভেঽথনন্তরে।
অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামন্বাদেশাদিষু ক্বচিৎ॥"

এই প্রমাণানুসারে জানা যায়,—মঙ্গলাচরণ, প্রশ্ন, কার্য্যের আরম্ভ, আনন্তর্য্য, অধিকার (প্রাধান্যে কথন) এবং প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ 'অথ' শব্দের আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ঐ সকল অর্থে 'অথ' শব্দের প্রয়োগও আছে। কিন্তু এই ভাষ্যোল্লিখিত 'অথ' শব্দটি 'মঙ্গল' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভের প্রথমে যে,মঙ্গলাচরণ, তাহা শিষ্টাচার সম্মত ও বটে॥

† তাৎপর্য্য,—মুমুক্ষুমাত্রেরই বৈরাগ্য থাকা আবশ্যক, অথবা বৈরাগ্য না থাকিলে মুমুক্ষাই (মুক্তির ইচ্ছাই) হইতে পারে না। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার, (১) অপর বৈরাগ্য, (২) পর বৈরাগ্য। অপর বৈরাগ্যই পর বৈরাগ্যের সাধন। পাতঞ্জল-দর্শনে বৈরাগ্যের লক্ষণ এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে,—"দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥" দৃষ্ট (যাহা ইহকালে ভোগ্য), এবং আনুশ্রবিক (যাহা কেবল অনুশ্রবে—বেদে পরিজ্ঞাত,) অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভোগ্য স্বর্গাদি লোক ; এই উভয়বিধ ভোগ্য বিষয়ের যে, চিত্তের বশীকার বা তৃষ্ণানিবৃত্তি, তাহার নাম বৈরাগ্য। এই অপর বৈরাগ্যের লক্ষণ। তাহার পর "তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্ ॥" সূত্রে পরবৈরাগ্যের লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে। সূত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—পুরুষ—আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার বশত যে, সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণে, অর্থাৎ গুণাত্মক প্রকৃতিতে পর্য্যন্ত অভিলাষ না থাকা, তাহার নাম পরবৈরাগ্য। উক্ত প্রকার বৈরাগ্যবোধনার্থ ভাষ্যে 'দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণ' কথায় ব্যবহার করা হইয়াছে॥

হইয়া 'উপনিষৎ' শব্দবাচ্য, বক্ষ্যমাণ বিদ্যার আশ্রয় লইয়া তদ্গতভাবে নিঃসংশয়-চিত্তে ঐ বিদ্যার অনুশীলন করে, তাহাদের সংসার-বীজ অর্থাৎ জন্ম-মরণকারণীভূত অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিশীর্ণ (শিথিল বা ক্ষয়োন্মুখ) করে এবং হিংসা করে—বিনষ্ট করিয়া দেয়; এইরূপ অর্থযোগেই বিদ্যাকে 'উপনিষৎ' বলা হয়। এই উপনিষদেও বলিবেন যে, 'তাঁহার সেবা করিয়া মৃত্যু-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায়'। অথবা, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন মুমুক্ষুগণকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-সমীপে লইয়া যায়; এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি সাধনস্বরূপ অর্থানুসারেও 'উপনিষৎ' শব্দে ব্রহ্ম-বিদ্যা বুঝায়। এ গ্রন্থে এরূপ কথা এখানেও বলা হইবে, '[নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যা-বলে] বিরজ (ধর্ম্মাধর্ম্ম রহিত) ও বিমৃত্যু (কামনা ও অবিদ্যাবর্জ্জিত) হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' তা'ছাড়া, নচিকেতা দ্বিতীয় বরে, ভূঃপ্রভৃতি লোক সমুদয়ের অগ্রেজাত ও ব্রহ্মসম্ভূত যে অগ্নির তত্ত্ব (অগ্নিবিদ্যা) জানিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিবিদ্যার বলে স্বর্গলোক লাভ করা যায়, এবং তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে, বারংবার গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও মরণাদি উপদ্রব ভোগ করিতে হয়, তাহার অবসাদন বা শৈথিল্য করা হয়; এই কারণে উক্ত ধাত্বর্থানুসারে অগ্নিবিদ্যাকেও 'উপনিষৎ' বলা যাইতে পারে। এখানেও 'স্বর্গগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করে' ইত্যাদি বাক্যে ঐরূপ কথাই বলিবেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কেন পাঠকগণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থকেও 'উপনিষৎ' বলিয়া থাকে? যথা—'আমরা 'উপনিষৎ' অধ্যয়ন করিতেছি এবং অধ্যাপনা করিতেছি; ইত্যাদি। হাঁ, ওরূপ ব্যবহারে দোষ হয় না; কারণ, সংসারের কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ সমূহের বিশরণ বা শৈথিল্য-সম্পাদন প্রভৃতি 'সদ্' ধাতুর যে সমুদয় অর্থ উক্ত আছে, শুধু গ্রন্থে তাহার সম্ভব হয় না, পরন্তু বিদ্যাতেই সম্ভব হয়; অথচ সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনই যখন গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এইকারণে

"আয়ুর্বৈ ঘৃতম্", অর্থাৎ ঘৃতই আয়ুঃ, এইস্থলে যেরূপ আয়ুর কারণ বলিয়া ঘৃতকেই 'আয়ু' বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থেও তৎপ্রতিপাদ্য বিদ্যা-বোধক 'উপনিষৎ' শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত হয় না বা হইতে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম-বিদ্যাই উপনিষদের মুখ্য অর্থ, গ্রন্থে তাহার গৌণ অর্থ। 'উপনিষৎ' শব্দের উক্ত প্রকার অর্থ নির্ব্বাচনেই ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অধিকারিগত বিশেষও উক্ত হইল বুঝিতে হইবে। উপনিষদের বিষয় হইল—সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম; প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসার-নিবৃত্তিরূপ (যে নিবৃত্তির পর আর জন্ম-মরণাদিরূপ সংসার হয় না,) ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এবং উক্ত প্রকার প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকত্বরূপ সম্বন্ধও কথিত হইল। পূর্ব্বোক্ত প্রকার (মুমুক্ষু) অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই বিদ্যা, করতলন্যস্তামলকের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এই কারণে এই কঠোপনিষদের বল্লী বা অধ্যায়সমূহ বিশিষ্ট অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন; অতএব, আমরা (ভাষ্যকার) যথামতি সেই সকল বল্লীর ব্যাখ্যা করিব *।

* তাৎপর্য্য,—কথিত আছে যে,—"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥"

অর্থাৎ পঠনীয় শাস্ত্রের অর্থ—প্রতিপাদ্য বিষয়, সেই বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা, এবং প্রয়োজন, অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠের ফল জানা থাকিলেই শ্রোতা বা পাঠক শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; এই কারণে শাস্ত্রের প্রারম্ভেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। অধিকন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্রে অধিকারী নির্দ্দেশ করাও নিয়মবদ্ধ আছে। বেদান্তাদি শাস্ত্রে 'অনুবন্ধ-চতুষ্টয়' নামে ঐ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের উল্লেখ আছে। যে শাস্ত্রে ঐ অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নিরূপিত নাই, সেই শাস্ত্র পাঠ্য নহে এবং ব্যাখ্যেয়ও নহে। এই কারণে ভাষ্যকার প্রথমেই গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী নির্দ্দেশ করিলেন।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ।

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

প্রথমা বল্লী।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ। তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস॥ ১॥

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-সম্মতিম্।
কঠোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

[অথ ব্রহ্মবিদ্যাং বিবক্ষুঃ বেদঃ শ্রোতুঃ শ্রদ্ধাসমুৎপাদনায় আখ্যায়িকামাহ বেদপুরুষঃ, উশন্নিত্যাদিনা।] বাজশ্রবসঃ (বাজমন্নং, তদ্দানাদিনিমিত্তং শ্রবঃ যশঃ যস্য সঃ বাজশ্রবাঃ, তস্য নপ্তৃরূপগোত্রাপত্যং বাজশ্রবসঃ ঔদ্দালকির্নাম ঋষিঃ) [বিশ্বজিতা সর্ব্বমেধেন ঈজে]। স উশন্, হবৈ (হবৈ ইতি ঐতিহ্য-স্মারকৌ নিপাতৌ স্বর্গলোকমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ), সর্ব্ববেদসং (সর্ব্বস্বং) দদৌ (ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তবান্)। তস্য হ (প্রসিদ্ধস্য বাজশ্রবসস্য) নচিকেতাঃ নাম (নচি-কেতোনাম্না প্রসিদ্ধঃ) পুত্রঃ আস (আসীৎ)। ['আস' ইতিপদং ছান্দসং, তিঙন্তপ্রতিরূপকমব্যয়ং. বা]॥

[বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রোতার শ্রদ্ধা সমুৎপাদনার্থ বেদ নিজেই একটি

আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন],—বাজ অর্থ—অন্ন, সেই অন্নদান করিয়া যিনি যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনি 'বাজশ্রবাঃ'; তাঁহার পৌত্র প্রভৃতি সন্তানকে 'বাজশ্রবস' বলা যায়। উদ্দালক-পুত্র সেই বাজশ্রবস মুনি 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে স্বর্গলোক লাভের ইচ্ছায় সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। 'নচিকেতস্' নামে তাঁহার একটি পুত্র ছিল।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্রাখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুত্যর্থা॥ উশন্ কাময়মানঃ, হ বৈ ইতি বৃত্তার্থস্মরণার্থৌ নিপাতৌ। বাজমন্নং, তদ্দানাদিনিমিত্তং শ্রবো যশো যস্য, সঃ বাজশ্রবাঃ, রূঢ়িতো বা, তস্যাপত্যং বাজশ্রবসঃ। সঃ বাজশ্রবসঃ কিল বিশ্বজিতা সর্ব্বমেধেনেজে—তৎফলং কাময়মানঃ। স চৈতস্মিন্ ক্রতৌ সর্ব্ববেদসং সর্ব্বস্বং ধনং দদৌ দত্তবান্। তস্য যজমানস্য হ নচিকেতা-নাম পুত্রঃ কিল আস বভূব॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসার্থ আখ্যায়িকা (গল্প) প্রদত্ত হইয়াছে। 'উশন্' অর্থ—ফলকামী, 'হ' ও 'বৈ' কথা দুইটি নিপাত শব্দ (ব্যাকরণের কোন নিয়মানুযায়ী পদ নহে)। অতীত ঘটনা স্মরণ করান ঐ দুইটি পদের অর্থ। 'বাজ' অর্থ—অন্ন; অন্নদানে যাঁহার যশ আছে, তাঁহার নাম 'বাজশ্রবস্'। অথবা, উহা অর্থহীন নাম মাত্র। বাজশ্রবার পুত্র—'বাজশ্রবস' নামক ঋষি যজ্ঞের যথোক্ত ফল পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বমেধ (যাহাতে সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে হয়; সেই) 'বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি এই যজ্ঞে (নিজের) সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সেই যজমানের (যিনি যজ্ঞ করেন) নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল॥ ১॥

তꣳহ কুমারꣳ সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত॥ ২॥

দক্ষিণাসু নীয়মানাসু (পিত্রা জরা-জীর্ণাসু গোষু ব্রাহ্মণেভ্যো দক্ষিণার্থং দীয়মানাস্বিত্যর্থঃ)। তং কুমারং সন্তং (বাল্যে বয়সি স্থিতং নচিকেতসং) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) আবিবেশ (প্রবিবেশ, শ্রদ্ধাবান্ বভূবেত্যর্থঃ)। [জরঠ-নির্বীর্যা-

গবাদ্যনুপযুক্তবস্তুদানসময়ে অনুপযুক্তগবাদিকমস্বর্গ্যং কিমর্থং দদাতি পিতা, ন দেয়মিতি বদামীতি পুত্রস্য বুদ্ধিরাসীদিতিভাবঃ] সঃ (নচিকেতাঃ) অমন্যত (মনসি অকরোৎ)॥

পিতা যজ্ঞ-দক্ষিণা স্বরূপ জরা জীর্ণ গোসকল ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল; তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তং হ নচিকেতসং কুমারং প্রথমবয়সং সন্তমপ্রাপ্তপ্রজননশক্তিং বালমেব শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা আবিবেশ প্রবিষ্টবতী। কস্মিন্ কালে ইত্যাহ? ঋত্বিগ্ভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ দক্ষিণাসু নীয়মানাসু বিভাগেনোপ-নীয়মানাসু দক্ষিণার্থাসু গোষু স আবিষ্টশ্রদ্ধো-নচিকেতাঃ অমন্যত॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই নচিকেতা কুমার—প্রথমবয়সে স্থিত, অর্থাৎ তখনও সন্তানোৎ-পাদন শক্তি লাভ করে নাই, এরূপ বালক হইলেও পিতার হিতাকাঙ্ক্ষা বশতঃ তাহাতে (তাহার হৃদয়ে) শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি (শাস্ত্রের ও ঋষিবাক্যের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস) প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কোন্ সময়? তাই বলিতেছেন,—পিতা যখন ঋত্বিক্‌গণ ও সদস্যগণের উদ্দেশে দক্ষিণা লইয়া যাইতেছেন,—অর্থাৎ যজ্ঞের ব্রতী ও ক্রিয়ার দোষগুণ পরীক্ষক সদস্যগণের দক্ষিণার্থ যখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গোসকল উপস্থাপিত করিতেছেন *, সেই সময়—নচিকেতা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—॥ ২॥

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ॥৩॥

---

* তাৎপর্য্য,—যাঁহারা ব্রতী হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগকে ব্রতী বা 'ঋত্বিক্' বলা হয়। আর যাঁহারা সেই যজ্ঞক্রিয়া যথা বিধি সম্পাদিত হইতেছে কিনা, এইরূপ ক্রিয়াগত দোষগুণ পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে 'সদস্য' বলা হয়। "সদস্যা বিধিদর্শিনঃ", অর্থাৎ যাঁহারা বিধির পরীক্ষা করেন; তাঁহারা সদস্য॥

[শ্রদ্ধাপ্রযুক্তঃ মননপ্রকারমেব অভিব্যনক্তি—পীতোদকা ইত্যাদিনা ।] পীতো-দকাঃ (পীতমেব উদকং যাভিঃ, ন পুনঃ পাতব্যমস্তি, তাঃ) । (জগ্ধতৃণাঃ জগ্ধমেব তৃণং যাভিঃ, ন তু জগ্ধব্যমস্তি, তাঃ, তথোক্তাঃ ভোগশক্তিহীনা ইতি যাবৎ) দুগ্ধদোহাঃ (দুহ্যত ইতি দোহঃ, ক্ষীরম্ । দুগ্ধ এব দোহো যাসাং, ন পুনঃ দোগ্ধব্যমস্তি, তা দুগ্ধহীনাঃ) নিরিন্দ্রিয়াঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্যাঃ বৃদ্ধা ইতি ভাবঃ ।) তাঃ (উক্তরূপা গাঃ) দদৎ (প্রযচ্ছন্) সঃ (পুমান্) তান্ (লোকান্) গচ্ছতি । তে (প্রসিদ্ধাঃ), অনন্দাঃ (অবিদ্যমানসুখাঃ), [যে লোকাঃ সন্তি ইতি শেষঃ] ।

যে সকল গো [জন্মের মত] জল পান করিয়াছে, তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, দুগ্ধ দান করিয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াছে । যে লোক সেই সকল গো দান করে, সে লোক অনন্দ অর্থাৎ দুঃখ-বহুলরূপে প্রসিদ্ধ লোকে গমন করে ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

কথম্ ?—ইত্যুচ্যতে—পীতোদকা ইত্যাদিনা । দক্ষিণার্থা গাবো বিশেষ্যন্তে,—পীতমুদকং যাভিঃ তাঃ পীতোদকাঃ । জগ্ধং ভক্ষিতং তৃণং যাভিঃ তাঃ জগ্ধতৃণাঃ । দুগ্ধোদোহঃ ক্ষারাখ্যো যাসাং তা দুগ্ধদোহাঃ । নিরিন্দ্রিয়াঃ প্রজননাসমর্থাঃ জীর্ণাঃ নিষ্ফলা গাব ইত্যর্থঃ । যাঃ তা এবম্ভূতাঃ গাঃ ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাবুদ্ধ্যা দদৎ প্রযচ্ছন্ অনন্দা অনানন্দাঃ অসুখা নামেত্যেতৎ । যে তে লোকাঃ, তান্ স যজমানো গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিরূপ ভাবনা করিয়াছিলেন ? "পীতোদকাঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাহা কথিত হইতেছে ;—দক্ষিণার্থ প্রদেয় গোসকলের বিশেষণ প্রদত্ত হইতেছে ;—যে সকল গো পীতোদক—যাহারা শেষ উদক (জল) পান করিয়াছে, (আর পান করিবে না) জগ্ধতৃণ—যাহারা [জন্মের মত] তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, (আর ভক্ষণ করিবে না), দুগ্ধদোহ যাহাদের শেষ ক্ষীর দোহন করা হইয়াছে (আর দোহন করিতে হইবে না), এবং নিরিন্দ্রিয়—আর সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ,—অর্থাৎ জরাজীর্ণ ও নিষ্ফল । যে যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা) এবংভূত গোসকলকে দক্ষিণা-বুদ্ধিতে প্রদান করে, সেই যজমান তাদৃশ দানের ফলে সেই যে, প্রসিদ্ধ আনন্দরহিত—অসুখময় লোক, তাহাতে গমন করে ॥ ৩ ॥

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪॥

[মননপ্রকারমুপসংহরন্ উক্তপ্রকারমাহ—স হোবাচেতি।] সঃ (নচিকেতাঃ)হ (ঐতিহ্যদ্যোতকমব্যয়ং) পিতরম্ [উপগম্য] উবাচ তত, (হে তাত), কস্মৈ (ঋত্বিজে) মাং [দক্ষিণার্থং] দাস্যসি ইতি [মাং দত্ত্বাপি যজ্ঞোপকারঃ কথঞ্চিৎ করণীয়-ইত্যভিপ্রায়ঃ]। দ্বিতীয়ং তৃতীয়ম্, (এবম্প্রকারেণ দ্বিতীয়বারং তৃতীয়বারমপি উবাচ—কস্মৈ মাং দাস্যসীতি)। [অনন্তরং পিতা ক্রুদ্ধঃ সন্] তং (পুত্রং হ কিল) উবাচ, ত্বা (ত্বাং) মৃত্যবে (যমায়; দদামি (ত্বং ম্রিয়স্ব ইতি) [শাপেতার্থঃ] ॥

নচিকেতার চিন্তা প্রণালী উপসংহার করতঃ এখন উক্তির প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন,—সেই নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিকের উদ্দেশে দান করিবেন? অভিপ্রায় এই যে, যদি আমাকে দান করিয়াও যজ্ঞের কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে, তাহা করা উচিত। নচিকেতা এইরূপে দুইবার, তিনবার পিতাকে বলিলেন; [অনন্তর, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া] পুত্রকে বলিলেন যে, তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম ॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেবং ক্রতুসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টং ফলং ময়া পুত্রেণ সতা নিবারণীয়ম্—আত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিং কৃত্বা, ইত্যেবং মন্যমানঃ পিতরমুপগম্য স হোবাচ পিতরম্ হে তত তাত কস্মৈ ঋত্বিগ্বিশেষায় দক্ষিণার্থং মাং দাস্যসীতি প্রযচ্ছসীতি। এতদেবমুক্তেনাপি পিত্রা উপেক্ষ্যমাণোঽপি দ্বিতীয়ং তৃতীয়মপি উবাচ—কস্মৈ মাং দাস্যসি কস্মৈ মাং দাস্যসীতি। নায়ং কুমারস্বভাব ইতি ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা তং হ পুত্রং কিল উবাচ—মৃত্যবে বৈবস্বতায় ত্বা ত্বাং দদামীতি ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন—এইরূপে যজ্ঞের অপূর্ণতা বা অঙ্গহীনতা-নিবন্ধন পিতার যে অনিষ্ট ফল হইতেছে, আমি তাঁহার পুত্র; আমার পক্ষে প্রাণ দিয়াও যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদনপূর্ব্বক সেই অনিষ্ট নিবারণ করা আবশ্যক। নচিকেতা এইরূপ মনে করিয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে বলিতে লাগিলেন,—

তত! (পিতঃ!) আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ কোন ঋত্বিকের উদ্দেশে প্রদান করিবেন? নচিকেতা এইরূপ বলিলেও পিতা প্রথমতঃ তাহা উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু নচিকেতা উপেক্ষিত হইয়াও আবার বলিতে লাগিলেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন? নচিকেতা দুই তিনবার এইরূপ বলিলে পর, পিতা বুঝিলেন যে, ইহার স্বভাব ত বালকের মত নহে [নিতান্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ], তখন ক্রোধ সহকারে পুত্রকে বলিলেন,—বৈবস্বত (সূর্য্য-পুত্র) মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে দান করিতেছি॥ ৪॥

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥৫॥

[পিত্রা এবমুক্তঃ সন্ নচিকেতাঃ এবং চিন্তিতবান্—] বহূনামিতি। বহূনাং (শিষ্য-পুত্রাদীনাং) [মধ্যে] [অহং] প্রথমঃ [সন্] [প্রথময়া গুরুশুশ্রূষায়াং মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা] এমি (ভবামি)। বহূনাং (মধ্যমানাং চ) [মধ্যে] মধ্যমঃ [বা সন্] [মধ্যময়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা বা] এমি। যমস্য কিংস্বিৎ (কিং বা) কর্ত্তব্যং (তৎ প্রয়োজনং আসীৎ); [পিতা] অদ্য [প্রদত্তেন] ময়া (দ্বারা) যৎ (প্রয়োজনং) করিষ্যতি (সম্পাদয়িষ্যতি)। [কিমপি প্রয়োজনং নাস্তি, কেবলং ক্রোধবশাৎ অহং পিত্রা এবমুক্তোঽস্মি ইত্যাশয়ঃ]॥

পিতার উক্তি শ্রবণের পর নচিকেতা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বহুর মধ্যে অর্থাৎ পিতার উত্তম শিষ্য-পুত্রাদির মধ্যে গুরুশুশ্রূষাকার্য্যে আমি প্রথম (শ্রেষ্ঠ) হইয়া থাকি; এবং বহু মধ্যমের মধ্যেও আমি [অন্ততঃ] মধ্যম হইয়া থাকি। কিন্তু কখনও অধম (নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত) হই না। [তথাপি] যমের নিকট পিতার এমন কি কর্ত্তব্য বা প্রয়োজন ছিল, যাহা অদ্য আমার দ্বারা সম্পাদন করিবেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স এবমুক্তঃ, পুত্রঃ একান্তে পরিদেবয়াঞ্চকার। কথমিতি উচ্যতে—বহূনাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাং বা এমি গচ্ছামি প্রথমঃ সন্ মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা ইত্যর্থঃ। মধ্যমানাঞ্চ বহূনাং মধ্যমো মধ্যময়ৈব বৃত্ত্যা এমি; নাধময়া কদাচিদপি। তমেবং বিশিষ্টগুণমপি পুত্রং "মাং মৃত্যবে ত্বা দদামি" ইত্যুক্তবান্ পিতা। স কিংস্বিদ্ যমস্য

কর্ত্তব্যং প্রয়োজনং ময়া প্রদত্তেন করিষ্যতি, যৎ কর্ত্তব্যমস্ত। নূনং প্রয়োজনমনপেক্ষ্যৈব ক্রোধবশাদুক্তবান্ পিতা। তথাপি তৎ পিতুর্ব্বচো মৃষা মাভূদিতি ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

ক্রুদ্ধ পিতা এইরূপ বলিলে পর, পুত্র নচিকেতা নির্জ্জনে বসিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি প্রকার চিন্তা, তাহা বলা হইতেছে,—শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতির যাহা উত্তম বৃত্তি (ব্যবহার), সেই ব্যবহারের গুণে বহু শিষ্য বা পুত্রগণের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ করিয়া থাকি, [অন্ততঃ] বহুতর মধ্যম-শ্রেণীর শিষ্যাদির মধ্যে মধ্যম বৃত্তির (মাঝামাঝি ব্যবহারের) দ্বারা মধ্যম স্থানও অধিকার করিয়া থাকি; কিন্তু কখনও অধম বৃত্তি দ্বারা [অধম হই না]। * আমি এরূপ বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন পুত্র হইলেও পিতা আমাকে 'মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে দান করিতেছি' বলিলেন! তিনি অদ্য আমাকে দান করিয়া, আমার দ্বারা যমের কি প্রয়োজন সম্পাদন করিবেন? নিশ্চয়, পিতা কোন প্রয়োজন চিন্তা না করিয়াই কেবল ক্রোধবশে আমাকে ঐরূপ বলিয়াছেন মাত্র। [যাহা হউক,] তথাপি পিতার বাক্য মিথ্যা না হউক ॥৫॥

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥৬॥

[কথন-প্রকারমেবাহ অনুপশ্যেত্যাদিনা] অনুপশ্যেতি। পূর্ব্বে (পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ পিতৃ-

* তাৎপর্য্য,—সেবাধিকারী শিষ্য ও পুত্রাদির মধ্যে তিনটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়, (১) উত্তম; (২) মধ্যম; (৩) অধম। তন্মধ্যে, যাঁহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া—আর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া গুরুর অভিপ্রেত শুশ্রূষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা উত্তম। আর যাঁহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়াও আদেশের অপেক্ষা করেন, আদেশের পর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা মধ্যম। আর যাঁহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং আদেশ শ্রবণ করিয়াও গুরুর অভিমত শুশ্রূষাদি কার্য্যে সহজে যাইতে চাহেন না, বা যান না, তাঁহারা অধম।

নচিকেতার অভিপ্রায় এই যে,—আমি প্রথম শ্রেণীরই অন্তর্গত; অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর; কখনই অধম তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহি। এ অবস্থায় প্রিয়পুত্র আমাকে ত্যাগ করা কখনই পিতার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তথাপি যে, আমাকে যমের উদ্দেশে দান করিয়াছেন; ইহা কেবল ক্রোধেরই ফল; সুতরাং পিতা প্রকৃতপক্ষে আমাকে ত্যাগ করেন নাই। এই কারণে পিতাও আমার সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলিয়া নিতান্তই শোকাকুল হইয়াছেন। তথাপি আমার ন্যায় পুত্রের পক্ষে পিতার আদেশ প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পিতামহাদয়ঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) [গতাঃ, তান্] অনুপশ্য [পূর্ব্বক্রমেণ আলোচয়) তথা পরে (বর্ত্তমানাঃ সাধবশ্চ) [যথা বর্ত্তন্তে, তান্ অপি] প্রতিপশ্য (বিচারয়)। [আলোচ্য চ ভবানপি তেষামেব চরিত্রমনুসরতু ইত্যাশয়ঃ অসত্যাচরণং তু মাকার্ষীৎ। ইত্যাশয়েনাহ—] মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলো মনুষ্যঃ) [যতঃ] শস্যম্ ইব পচ্যতে [কালকর্ম্ম-বশাৎ মরণোন্মুখী ভবতি—ম্রিয়তে ইতি যাবৎ]। শস্যম্ ইব পুনঃ আজায়তে (কাল-কর্ম্মবশাৎ উৎপদ্যতে চ)। [অতঃ মর্ত্ত্যানাং জন্ম-মরণয়োঃ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ যমায় মাং প্রযচ্ছতো ভবতঃ শোকো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ]॥

অনুপশ্য ইত্যাদি শ্লোকে নচিকেতার উক্তি বর্ণিত হইতেছে ;— পূর্ব্বতন পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপে গিয়াছেন, অর্থাৎ যেপ্রকার আচরণ করিয়াছেন, উত্তমরূপে তাঁহাদের সেই চরিত্র একে একে আলোচনা করিয়া দেখুন, এবং বর্ত্তমান সাধুজনেরাও যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাও বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন। অভি-প্রায় —তাঁহাদের চরিত্র চিন্তা করিয়া আপনিও তদনুরূপ আচরণ করুন, কখনই সত্যভঙ্গ করিবেন না। যেহেতু মরণশীল মনুষ্য শস্যের মত নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সময় বিশেষে মরিয়া যায়, এবং শস্যেরই মত কর্ম্মবশে পুনর্ব্বার জন্মলাভ করে। [মনুষ্যের জন্মমরণ অবশ্যম্ভাবী ; অতএব আমাকে যমের উদ্দেশে দান করায় আপনর শোক করা উচিত হয় না ॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং মত্বা পরিদেদনাপূর্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টং 'কিং ময়োক্তম্'ইতি অনুপশ্য আলোচয়—বিভাবয় অনুক্রমেণ—যথা যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ পূর্ব্বে অতি-ক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়স্তব ; তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাং বৃত্তম্ অস্থাতুম্ অর্হসি। বর্ত্ত-মানাশ্চ অপরে সাধবো যথা বর্ত্তন্তে, তাংশ্চ তথা প্রতিপশ্য আলোচয়। ন চ তেষাং মৃষাকরণং বৃত্তং বর্ত্তমানং বা অস্তি। তদ্‌বিপরীতমসতাঞ্চ বৃত্তং মৃষাকরণম্। ন চ মৃষাভূতং কৃত্বা কশ্চিদজরামরো ভবতি। যতঃ শস্যমিব মর্ত্ত্যো মনুষ্যঃ পচ্যতে জীর্ণো ম্রিয়তে, মৃত্বা চ শস্যমিব আজায়তে আবির্ভবতি পুনঃ। এবমনিত্যে জীবলোকে কিং মৃষাকরণেন ?—পালয়াত্মনঃ সত্যম্ ;—প্রেষয় মাং যমায়েত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপ মনে করিয়া দীর্ঘ চিন্তার পর, 'আমি কি বলিয়া ফেলি-লাম !'—এই ভাবনায় শোকান্বিত পিতাকে বলিতে লাগিলেন

[হে পিতঃ!] আপনার পূর্ব্বতন পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপ বৃত্তি (ব্যবহার) অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সাধুগণও যেরূপ বৃত্তি বা ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন; এক একটি করিয়া তাহা দর্শন করুন, অর্থাৎ উত্তমরূপে আলোচনা (চিন্তা) করুন। আলোচনা করিয়া আপনারও তাঁহাদেরই চরিত্র (ব্যবহার) অবলম্বন করা উচিত। তাঁহাদের চরিত্রে মিথ্যাচরণ কখনও ছিল না, এবং বর্ত্তমানেও নাই। অসাধু জনেরাই মিথ্যা বা অসত্য আচরণ করিয়া থাকে; কিন্তু সেই মিথ্যা আচরণ করিয়া কেহই জরামরণরহিত—(অজর ও অমর) হইতে পারে না। কারণ, মর্ত্ত্য (মরণশীল) মনুষ্য শস্যের মত (ধান্যাদির ন্যায়) পক্ক হয়, অর্থাৎ জরাজীর্ণ হয় ও মরিয়া যায়; মরিয়া আবার শস্যেরই মত পুনর্ব্বার জন্ম বা আবির্ভাব প্রাপ্ত হয়। [অতএব] এই অনিত্য জীবলোকে (সংসারে) মিথ্যা আচরণের কি প্রয়োজন? নিজের সত্যপালন করুন—আমাকে যমের উদ্দেশে প্রেরণ করুন ॥৬॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭॥

[অথ পিত্রা যমায় প্রেষিতো নচিকেতাঃ যমস্যানুপস্থিতিকালে যমভবনং গত্বা, তত্র যমমপশ্যন্ দিনত্রয়মুপবাসেন তস্থৌ, ততশ্চ প্রবাসাৎ আগতং যমং দৃষ্ট্বা তদীয়া অমাত্যাদয় ঊচুঃ,—] বৈশ্বানর ইতি। ব্রাহ্মণঃ অতিথিঃ সন্ বৈশ্বানরঃ (অগ্নিরিব—দহন্ ইব) গৃহান্ প্রবিশতি। [ব্রাহ্মণোঽতিথিঃ গৃহমাগতঃ অনাদৃতঃ সন্ অগ্নিরিব গৃহিণাং সর্ব্বমর্থং দহতি ইত্যাশয়ঃ।] তস্য (অগ্নেরিব প্রবিষ্টস্য অতিথেঃ) এতাং (শাস্ত্রোক্তাং পাদ্যাসনাদি-দানরূপাং) শান্তিং কুর্ব্বন্তি [মহান্তো গৃহিণঃ]। [অতো হেতোঃ।] হে বৈবস্বত! (বিবস্বৎপুত্র যম!) উদকং (পাদ্যার্থং জলং) [অস্মৈ ব্রাহ্মণায়] হর (আহর, এনং পূজয়েত্যর্থঃ)॥

[নচিকেতা পিতাকর্ত্তৃক যমোদ্দেশে প্রেষিত হইয়া যমভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন যম অন্যত্র ছিলেন। নচিকেতা যমকে উপস্থিত না দেখিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন; যম প্রবাস হইতে প্রত্যা-

গত হইলে পর তাঁহার মন্ত্রিপ্রভৃতিরা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—] ব্রাহ্মণ অতিথি-রূপে অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন। [সাধু গৃহস্থগণ] তজ্জন্য এই (পাদ্যার্ঘ্যাদি দানরূপ) শান্তি করিয়া থাকেন। অতএব, হে বৈবস্বত—সূর্য্যপুত্র! তুমি [ইঁহার পাদপ্রক্ষালনার্থ] জল আনয়ন কর। [অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহে উপস্থিত হইয়া যদি উপযুক্ত আদর না পান; তাহা হইলে গৃহস্থের অতিশয় অকল্যাণ ঘটান। সেই অকল্যাণ-প্রশমনের নিমিত্ত অতিথির আদর অর্চ্চনা করিতে হয়]॥ ৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স এবমুক্তঃ পিতা আত্মনঃ সত্যতায়ৈ প্রেষয়ামাস। স চ যমভবনং গত্বা তিস্রো রাত্রীরুবাস যমে প্রোষিতে। প্রোষ্যাগতং যমম্ অমাত্যা ভার্য্যা বা ঊচুর্ব্বো-ধয়ন্তঃ—বৈশ্বানরঃ অগ্নিরেব সাক্ষাৎ প্রবিশত্যতিথিঃ সন্ ব্রাহ্মণো গৃহান্ দহন্নিব; তস্য দাহং শময়ন্ত ইবাগ্নেঃ এতাং পাদ্যাসনাদিদানলক্ষণাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি সন্তোঽতিথেঃ যতঃ, অতো হর আহর,—হে বৈবস্বত! উদকং নচিকেতসে পাদ্যার্থম্। যতশ্চা-করণে প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

পিতা (উদ্দালক) পুত্রের ঐ প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া নিজের সত্যসংরক্ষণার্থ পুত্রকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। পুত্র নচিকেতা যমভবনে গমন করতঃ সেখানে ত্রিরাত্র বাস করিলেন; তৎকালে যমরাজ প্রবাসে ছিলেন; তিনি প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে অমাত্যগণ, কিংবা পত্নীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—সাক্ষাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে যেন দগ্ধ করিবার জন্যই গৃহে প্রবেশ করেন; অর্থাৎ গৃহে উপস্থিত হন। যেহেতু সাধুগণ সেই অতিথিরূপ অগ্নির দাহপ্রশমনার্থই যেন এই—পাদ্য ও আসনাদি দানরূপ শান্তি করিয়া থাকেন; অতএব, হে বৈবস্বত (সূর্য্যতনয়—যম!) এই নচিকেতার পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনয়ন করুন; কারণ, এইরূপ না করিলে শাস্ত্রে প্রত্যবায়ের (পাপের) কথা শোনা যায় ॥ ৭ ॥

আশা-প্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চ
ইষ্টা-পূর্ত্তে পুত্র-পশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮॥

[অতিথিপূজায়া অকরণে অনিষ্টফলমাহ,—] আশেতি। ব্রাহ্মণোঽনশ্নন্ (অভুঞ্জানঃ সন্) যস্য গৃহে বসতি; [তস্য, অল্পমেধসঃ (অল্পবুদ্ধেঃ) পুরুষস্য আশা-প্রতীক্ষে (আশা চ প্রতীক্ষা চ—তে; অত্যন্তাপরিজ্ঞাত-স্বর্ণাচলাদিবস্তুপ্রাপ্ত্যর্থং যা বাসনা, সা আশা, বিজ্ঞাতপ্রাপ্যবস্তুবিষয়েচ্ছা প্রতীক্ষা) সঙ্গতং (সুহৃৎসঙ্গতি-ফলম্) সূনৃতাং (সাধুপ্রিয়বার্ত্তাং), ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্টং চ—তে পূর্ত্তং চ, ইষ্টং যজনং—তৎফলং, পূর্ত্তং তড়াগোদ্যানাদিপ্রদানফলং), সর্ব্বান্ পুত্র-পশূন্ চ (পুত্রান্ পশূংশ্চেত্যর্থঃ)। এতৎ [সর্ব্বম্] [অনশনেন ব্রাহ্মণস্য গৃহেঽবস্থানং কর্ত্তৃ] বৃঙ্‌ক্তে, (আবর্জ্জয়তি—সর্ব্বং নাশয়তীতি যাবৎ) ॥

যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ অনশনে বাস করেন; তাহার ফলে তাহার আশা অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা নাই, তাহার প্রার্থনা, আর প্রতীক্ষা অর্থাৎ যে বস্তুর প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা আছে, সেই বস্তু পাইতে ইচ্ছা, অর্থাৎ তদুভয়ের সফলতা, সঙ্গত—সজ্জন সমাগমের ফল, সূনৃতা—উত্তম প্রিয় সংবাদ, ইষ্ট—যজ্ঞাদি ক্রিয়া, পূর্ত্ত—জলাশয়-উদ্যানাদি দান, অর্থাৎ তদুভয়ের ফল, এবং পুত্র ও পশু, এই সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আশা-প্রতীক্ষে, অনির্জ্ঞাতপ্রাপ্যেষ্টার্থপ্রার্থনা—আশা। নির্জ্ঞাত-প্রাপ্যার্থ-প্রতীক্ষণং—প্রতীক্ষা, তে আশা-প্রতীক্ষে। সঙ্গতং—সৎসংযোগজং ফলম্। সূনৃতাং চ—সূনৃতা হি প্রিয়া বাক্, তন্নিমিত্তঞ্চ। ইষ্টাপূর্ত্তে—ইষ্টং যাগজং ফলম্, পূর্ত্তম্ আরামাদিক্রিয়াজং ফলম্। পুত্রপশূংশ্চ—পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ, সর্ব্বান্, এতৎ সর্ব্বং যথোক্তং বৃঙ্‌ক্তে আবর্জ্জয়তি—বিনাশয়তীত্যেতৎ; পুরুষস্য অল্পমেধসঃ অল্পপ্রজ্ঞস্য; যস্য অনশ্নন্ অভুঞ্জানঃ ব্রাহ্মণঃ গৃহে বসতি। তস্মাদনুপেক্ষণীয়ঃ সর্ব্বাবস্থাস্বপি-অতিথিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অবিজ্ঞাত প্রাপ্য বস্তুর প্রার্থনার নাম আশা, আর বিজ্ঞাতরূপ প্রাপ্য

বস্তু বিষয়ে প্রার্থনার নাম প্রতীক্ষা। এই উভয়—আশা ও প্রতীক্ষা, সঙ্গত—সজ্জনসঙ্গের ফল, সূনৃতা প্রিয় বাক্য কথনের ফল, ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থ যাগফল, পূর্ত্ত অর্থ উদ্যানাদি দানের ফল, এবং সমস্ত পুত্র ও পশু (গো অশ্বাদি); সেই ব্যক্তি এই সমস্তই বিনষ্ট করে। [কে এবং কাহার? না—] যেই অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অনশনে বাস করেন। [সেই অনশনে অবস্থিতিই গৃহস্থের ঐ সমস্ত সম্পদ নষ্ট করিয়া দেয়,] অতএব, কোন অবস্থায়ই অতিথি উপেক্ষণীয় নহে * ॥ ৮ ॥

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে-
ঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্, স্বস্তি মেঽস্তু,
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥৯॥

[এবং প্রবোধিতো যমো নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরমাহ—] তিস্র ইতি। হে ব্রহ্মন্, [ত্বং] অতিথিঃ [অতএব] নমস্যঃ (পূজার্হঃ সন্) যৎ মে গৃহে তিস্রঃ রাত্রীঃ (দিনত্রয়ং) অনশ্নন্ (অভুঞ্জানঃ সন্) অবাৎসীঃ (বাসমকার্ষীঃ); তস্মাৎ হে ব্রহ্মন্! তে (তুভ্যং) নমোঽস্তু। মে মহ্যং স্বস্তি মঙ্গলম্ [অস্তু ইতিশেষঃ] [তস্য

* তাৎপর্য্য,—অতিথিসম্বন্ধে অথর্ববেদের ১২৭ সংখ্যক অনুবাকে এইরূপ কথিত আছে,—"শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাণামশ্নাতি, যঃ পূর্ব্বোঽতিথেরশ্নাতি" ॥ ৬ ॥ এষ বা অতিথিঃ যৎ শ্রোত্রিয়ঃ, তস্মাৎ পূর্ব্বো নাশ্নীয়াৎ" ॥ ৭ ॥ অর্থাৎ যে লোক অতিথির পূর্ব্বে ভোজন করে, বস্তুতঃ সে লোক স্বীয় গৃহের সৌভাগ্য ও জ্ঞানই ভোজন করে, অর্থাৎ তাহার ঐ উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। ৬। যিনি শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ), তিনিই প্রকৃত অতিথি; তাঁহার পূর্ব্বে কখনও ভোজন করিবে না। ৭ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অতিথিকে অনশনে রাখিয়া ভোজন করিলেই অমঙ্গল হয়, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় অতিথিকে। যমরাজের সম্বন্ধেও পরোক্ষভাবে সেই অপরাধ ঘটিয়াছে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ ঐরূপ উপদেশ করা মন্ত্রিপ্রভৃতির উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মনু তৃতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন, সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে। অন্নং চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৯ ॥ শিলানপ্যুঞ্ছতো নিত্যং পঞ্চাগ্নীনপি জুহ্বতঃ। সর্ব্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোঽনর্চ্চিতো বসন্" ॥ ১০০॥ অর্থাৎ উত্তম অতিথি সমাগত হইলে তাহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা (আদর) করিয়া আসন, জল ও যথাশক্তি অন্নদান করিবে। যে লোক ইহা না করে, সে লোক শিলোঞ্ছবৃত্তিই হউক, আর নিত্য পঞ্চাগ্নিতেই হোম করুক; ব্রাহ্মণ অতিথি অনাদৃতভাবে গৃহে বাস করিলে, সে তাহার সেই সমস্ত শুভফল গ্রহণ করে। এই অপরাধ নিবারণের জন্য গৃহস্থকে সাবধান হইতে হয়।

প্রতীকারায়] প্রতি (তিস্রঃ রাত্রীঃ প্রতি) ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব (একৈকাং রাত্রিং প্রতি একৈকং বরং যথাভিলাষং প্রার্থয়স্ব ইতিভাবঃ)।

[যম এইরূপ উপদেশাত্মক প্রবোধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে সমাগত হইয়া পূজাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন],—হে ব্রহ্মন্! তুমি অতিথি; সুতরাং আমার নমস্য (পূজার্হ); যেহেতু তুমি আমার গৃহে ত্রিরাত্র অনশনে বাস করিয়াছ; অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি; আমার মঙ্গল হউক। অধিকন্তু, প্রতি অর্থাৎ এক এক রাত্রির জন্য এক একটি করিয়া—ত্রিরাত্রের জন্য ইচ্ছামত তিনটি বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবমুক্তো মৃত্যুরুবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরম্,—কিং তৎ? ইত্যাহ—তিস্রো রাত্রীঃ যৎ যস্মাৎ অবাৎসীঃ উষিতবানসি গৃহে মে মম অনশ্নন্ হে ব্রহ্মন্ অতিথিঃ সন্ নমস্যো নমস্কারার্হশ্চ; তস্মাৎ নমস্তে তুভ্যমস্তু ভবতু। হে ব্রহ্মন্ স্বস্তি ভদ্রং মেহস্তু। তস্মাদ্ ভবতোহনশনেন মদ্গৃহবাসনিমিত্তাৎ দোষাৎ তৎ-প্রাপ্ত্যুপশমেন যদ্যপি ভবদনুগ্রহেণ সর্ব্বং মম স্বস্তি স্যাৎ, তথাপি ত্বদধিকসম্প্রসা-দনার্থমনশনেনোপোষিতামেকৈকাং রাত্রিং প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্বাভিপ্রেতার্থ-বিশেষান্ প্রার্থয়স্ব মত্তঃ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

মৃত্যু ঐ কথা শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া পূজা বা সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। মৃত্যু কি বলিলেন? তাহা বলিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ!) তুমি যেহেতু অতিথি, এবং নমস্কারার্হ হইয়াও ত্রিরাত্র অনশনে (উপবাস করিয়া) আমার গৃহে বাস করিয়াছ। অতএব হে ব্রহ্মন্! তোমাকে নমস্কার; আমার কল্যাণ হউক; অর্থাৎ তুমি আমার গৃহে অনশনে বাস করায় যে দোষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহার প্রশমনে আমার মঙ্গল হউক। যদিও তোমার অনুগ্রহেই আমার সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইবে সত্য; তথাপি তোমার অধিকতর প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য [বলিতেছি যে,] তুমি এখানে অনশনে বা উপবাসে যে কয়েক রাত্রি যাপন করিয়াছ,

তাহার এক একটি রাত্রির জন্য (ফলতঃ ত্রিরাত্রের জন্য) তিনটি বর বরণ কর, অর্থাৎ তিন বরে নিজের অভিপ্রেত বিষয় সমূহ আমা হইতে প্রার্থনা কর॥ ৯ ॥

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্-
বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতঃ,
এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

[যমেনৈবমুক্তো নচিকেতাঃ প্রথমমাহ,—শান্তেতি।]—হে মৃত্যো, গৌতমো (মম পিতা) শান্তসঙ্কল্পঃ (মদনিষ্ট-সম্ভাবনয়া জায়মানঃ সংকল্পঃ শান্তঃ যস্য, সঃ তথা), সুমনাঃ (প্রসন্নমনাঃ) মা অভি (মাং প্রতি) বীতমন্যুঃ (অপগতকোপঃ চ) যথা স্যাৎ প্রতীতঃ (স এবায়ং মম পুত্রঃ সমাগত ইত্যেবং লব্ধস্মৃতিঃ সন্) ত্বৎপ্রসৃষ্টং (ত্বয়া প্রেষিতং) মা অভি (মাং প্রতি) যথা বদেৎ (ময়া সহ আলপেদিত্যর্থঃ) এতৎ ত্রয়াণাং [বরাণাং মধ্যে] প্রথমং বরং বৃণে [পিতুঃ পরিতোষণমেব প্রথমেন বরেণ প্রার্থয়ে ইত্যাশয়ঃ] ॥

যমের কথা শুনিয়া নচিকেতা প্রথমে বলিলেন,—আমার পিতা গৌতম যেন শান্তসংকল্প হন, অর্থাৎ আমার জন্য তাঁহার যে-সকল দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রশমিত হউক ; তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত এবং ক্রোধশূন্য হন। আর আপনি আমাকে পাঠাইলে, অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে গেলে পর তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারেন এবং আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। বরত্রয়ের মধ্যে ইহাই আমি প্রথম বরে প্রার্থনা করিতেছি॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতো নচিকেতাস্তু আহ—যদি দিৎসুর্ব্বরান্ ; শান্তসংকল্পঃ—উপশান্তঃ সঙ্কল্পো যস্য মাং প্রতি, 'যমং প্রাপ্য কিন্নু করিষ্যতি মম পুত্রঃ' ইতি ; স শান্তসঙ্কল্পঃ। সুমনাঃ প্রসন্নমনাশ্চ যথা স্যাৎ বীতমন্যুর্ব্বিগতরোষশ্চ, গৌতমো মম পিতা, মা অভি মাং প্রতি, হে মৃত্যো। কিঞ্চ, ত্বৎপ্রসৃষ্টং ত্বয়া বিনির্ম্মুক্তং—প্রেষিতং গৃহং প্রতি মা মাম্ অভিবদেৎ, প্রতীতো লব্ধস্মৃতিঃ—স এবায়ং পুত্রো মমাগতঃ ইত্যেবং

প্রত্যভিজানন্ ইত্যর্থঃ। এতৎ প্রয়োজনং ত্রয়াণাং বরাণাং প্রথমমাদ্যং বরং বৃণে প্রার্থয়ে, যৎ পিতুঃ পরিতোষণম্॥ ১০॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতঃপর নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যু! যদি আপনি বর দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমার পিতা গৌতম যাহাতে শান্ত-সংকল্প, সুমনা (প্রসন্নচিত্ত) এবং আমার প্রতি ক্রোধশূন্য হন, [তাহা করুন]।—অর্থাৎ আমার পিতার হৃদয়গত যে সংকল্প—'আমার পুত্র যমের সমীপে উপস্থিত হইয়া—কি করিবে, ইত্যাদিপ্রকার যে দুশ্চিন্তা, তাহা প্রশমিত হউক; তাঁহার মানসিক উদ্বেগ নিবৃত্ত হউক, এবং আমার প্রতি [যদি তাঁহার ক্রোধ হইয়া থাকে], তাহাও বিদূরিত হউক। আরো এক কথা,—আপনি আমাকে স্বগৃহাভিমুখে প্রেরণ করিলে অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে আমি গৃহে উপস্থিত হইলে, [আমার কথা যেন] তাঁহার স্মরণ হয়, অর্থাৎ 'এই আমার সেই পুত্র আসিয়াছে' এই প্রকারে আমাকে যেন চিনিতে পারেন। বরত্রয়ের মধ্যে এই বরই আমি প্রথম প্রার্থনা করিতেছি। পিতার পরিতোষ সম্পাদনই আমার প্রথম প্রয়োজন॥ ১০॥

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীতঃ,
ঔদ্দালকিরারুণির্ম্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্॥ ১১॥

[এবং প্রার্থিতো মৃত্যুঃ নচিকেতসমাহ]—আরুণিঃ (অরুণস্যাপত্যং পুমান্), ঔদ্দালকিঃ (উদ্দালক এব ঔদ্দালকিঃ, দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা,—উদ্দালকস্যাপত্যমিত্যর্থঃ, ন তু জারজঃ) [তব পিতা] পুরস্তাৎ (যমালয়ে সমাগমাৎ প্রাক্) [ত্বয়ি] যথা প্রতীতঃ (স্নেহবান্ আসীৎ), মৎপ্রসৃষ্টঃ (ময়া অনুজ্ঞাতঃ সন্, মৎপ্রেরণাবশাদিতি ভাবঃ।) [অতঃ পরমপি] মৃত্যুমুখাৎ (মম অধিকারাৎ) প্রমুক্তং (নিষ্ক্রান্তং) ত্বাং দদৃশিবান্ (দৃষ্টবান্ সন্) বীতমন্যুঃ (বিগতকোপশ্চ) ভবিতা; [ময়া যমায়

প্রেষিতোঽপি নচিকেতাঃ কিমিতি প্রত্যাগত ইত্যেবং ন কুপ্যেদিতি ভাবঃ] [তথৈব] প্রতীতো [ভবিতা]। [পরা অপি] রাত্রীঃ সুখং শয়িতা (সুখেন নিদ্রিতো ভবিতা) ॥

এইরূপ প্রার্থনায় মৃত্যু নচিকেতাকে বলিলেন,—তোমার পিতা অরুণ-তনয় ঔদ্দালকি (উদ্দালক) পূর্ব্বেও যেরূপ তোমার উপর স্নেহসম্পন্ন ছিলেন, আমার আজ্ঞা বা প্রেরণার ফলে ইতঃপরও সেইরূপই প্রীত ও অভিজ্ঞানবান্ থাকিবেন। [তুমি না যাওয়া পর্য্যন্ত] সকল রাত্রিতেই সুখে নিদ্রা যাইবেন, এবং তোমাকে মৃত্যুর অধিকার হইতে নির্ম্মুক্ত দর্শন করিয়াও তিনি ক্রোধ করিবেন না ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মৃত্যুরুবাচ,—যথা বুদ্ধিস্ত্বয়ি পুরস্তাৎ পূর্ব্বমাসীৎ স্নেহসমন্বিতা পিতুস্তব, ভবিতা প্রীতিসমন্বিতস্তব পিতা তথৈব, প্রতীতঃ প্রতীতবান্ সন্। ঔদ্দালকিঃ উদ্দালক এব ঔদ্দালকিঃ। অরুণস্যাপত্যম্ আরুণিঃ দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা ; মৎপ্রসৃষ্টো ময়াঽনুজ্ঞাতঃ সন্ উত্তরা অপি রাত্রীঃ সুখং প্রসন্নমনাঃ শয়িতা স্বপ্তা বীতমন্যুঃ বিগতমন্যুশ্চ ভবিতা স্যাৎ, ত্বাং পুত্রং দদৃশিবান্ দৃষ্টবান্ সন্ মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ প্রমুক্তং সন্তম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

মৃত্যু বলিলেন,—ইতঃপূর্ব্বে তোমার পিতার তোমার উপর যেরূপ স্নেহপূর্ণ বুদ্ধি ছিল, অরুণতনয় ঔদ্দালকি তোমার পিতা আমার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়া [তোমার প্রতি] সেইরূপই স্নেহবান্ হইবেন ; আগামী রাত্রিসকলেও সুখে—প্রসন্নচিত্তে নিদ্রা যাইবেন, এবং পুত্ররূপী তোমাকে মৃত্যুর কবল অর্থাৎ মৃত্যুর নিকট হইতে নির্ম্মুক্ত দেখিয়াও তিনি ক্রোধ করিবেন না। 'আরুণি' অর্থ—অরুণনামক কোন ব্যক্তির পুত্র ; আর 'ঔদ্দালকি' অর্থ—উদ্দালক, স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা ঔদ্দালকি দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্র, * সুতরাং অপত্যার্থেই তদ্ধিত প্রত্যয় বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥

* তাৎপর্য্য—নচিকেতার পিতার দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ; একটি আরুণি, অপরটি ঔদ্দালকি। এখন ঐ উভয় পদই যদি অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি,
ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

[স্বর্গাগ্নি-স্বরূপজ্ঞানলক্ষণং দ্বিতীয়ং বরং প্রার্থয়ন্ নচিকেতা আহ],—স্বর্গ-ইতি। স্বর্গে লোকে কিঞ্চন (কিমপি) ভয়ং নাস্তি। তত্র (স্বর্গ-লোকে) ত্বং (মৃত্যুঃ) নাসি (ন প্রভবসি), ন চ জরয়া (জরায়াঃ বার্দ্ধক্যাৎ) বিভেতি, অথবা—জরয়া (যুক্তঃ সন্ কুতশ্চিৎ অপি) ন বিভেতি ইত্যর্থঃ। [স্বর্গলোকং গত ইতি শেষঃ]। উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) শোকাতিগঃ (শোকান্ অতিক্রান্তঃ সন্) স্বর্গলোকে মোদতে (সুখমনুভবতি)। [স্বর্গলোক ইতি পুনরুক্তিরাদরাতিশয়জ্ঞাপনার্থা]॥

[নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন]—হে মৃত্যো! স্বর্গলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই; সেখানে আপনি নাই; এবং জরা হইতেও কেহ ভয় পায় না; অথবা জরাযুক্ত—বৃদ্ধ হইয়া কাহারো নিকট ভয় পায় না। লোক স্বর্গলোকে [যাইয়া] ক্ষুধা ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোক-দুঃখ-সমুত্তীর্ণ হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

হইলে অর্থ হয়—অরুণের পুত্র—আরুণি, এবং উদ্দালকের পুত্র—ঔদ্দালকি। তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে, নচিকেতার পিতা জারজ সন্তান ছিলেন; নচেৎ দুই পিতা হইবে কিরূপে? এই ভয়ে ভাষ্যকার প্রথমতঃ ঔদ্দালকি শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া বলিলেন যে, 'উদ্দালক' আর 'ঔদ্দালকি' একই অর্থ; এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের আর কোন অর্থ নাই। কিন্তু তিনি নিজেও এই অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; তাই বলিলেন,—'দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা" অথবা নচিকেতার পিতা উভয়েরই সন্তান বটে, কিন্তু জারজ নহেন—দ্ব্যামুষ্যায়ণ। দ্ব্যামুষ্যায়ণ অর্থ—দুই জনের সম্পর্কিত পুত্র (অমুষ্য প্রসিদ্ধস্য অপত্যং,—আমুষ্যায়ণঃ, দ্বয়োঃ পিত্রোঃ সম্বন্ধী আমুষ্যায়ণঃ—দ্ব্যামুষ্যায়ণঃ।) ইহাকে 'পুত্রিকাপুত্র' বলা যাইতে পারে। পুত্রিকাপুত্রের নিয়ম এই যে—নিঃসন্তান ব্যক্তি কোন এক ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে দত্তকপুত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারে, কন্যার পিতা দানের সময় বলিয়া দেন যে, "অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি।" অর্থাৎ এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার পুত্রস্থানীয় হইয়া আমার জল পিণ্ড প্রদান করিবে। অতএব এই পুত্রিকা-পুত্রের পক্ষে জনকও যেরূপ পিতা, মাতামহও তেমনি পিতৃস্থানীয় জলপিণ্ড-ভাগী; সুতরাং সেই পুত্রকে 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ' বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ এই সকল গোল-যোগের ভয়ে অর্থ করেন যে, অরুণায়া অপত্যং আরুণিঃ। অর্থাৎ অরুণা উঁহার মাতার নাম, এবং উদ্দালক উঁহার পিতার নাম; কাজেই এ পক্ষে আর পিতৃদ্বয়ের সম্ভাবনার ভয় থাকে না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নচিকেতা উবাচ,—স্বর্গে লোকে রোগাদিনিমিত্তং ভয়ং কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাস্তি। ন চ তত্র ত্বং মৃত্যো সহসা প্রভবসি, অতো জরয়া যুক্ত ইহ লোকে ইব ততো ন বিভেতি কশ্চিৎ তত্র। কিঞ্চ, তে উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্ত্বা অতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি শোকাতিগঃ সন্ মানসেন দুঃখেন বর্জ্জিতো মোদতে হৃষ্যতি স্বর্গলোকে দিব্যে॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

নচিকেতা বলিলেন, স্বর্গলোকে রোগাদিজনিত কোনও ভয় নাই, হে মৃত্যু! সেখানে আপনিও সহসা প্রভুত্ব করিতে পারেন না; এই কারণে ইহলোকের ন্যায় সেখানে কেহ জরাযুক্ত হইয়া কাহারও নিকট ভয় প্রাপ্ত হয় না। আরও এক কথা; দিব্য (অলৌকিক) স্বর্গলোকে [যাহারা বাস করে, তাহারা] অশনায়া (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোকাতিগ হইয়া অর্থাৎ মানসদুঃখরহিত হইয়া মোদ বা হর্ষ অনুভব করিয়া থাকে। 'শোকাতিগ' অর্থ—যাহারা শোককে অতিক্রম করিয়া যায়॥ ১২॥

স ত্বমগ্নিꣳ স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো,
প্রব্রূহি তꣳ শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে,
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ ১৩॥

[এবং স্বর্গ্যাগ্নিজ্ঞানফলং নিরূপ্য অগ্নিস্তুত্যা যমং প্রসাদয়ন্ নচিকেতা আহ],—স ত্বমিতি। হে মৃত্যো! স ত্বং স্বর্গ্যম্ (উক্তরূপস্বর্গসাধনম্) অগ্নিম্ (অগ্রগামিতাদিগুণযুক্ততয়া অগ্নিনামকং প্রসিদ্ধমগ্নিং বা) অধ্যেষি (জানাসি)। তম্ (অগ্নিং) শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধাবতে) মহ্যং প্রব্রূহি (কথয়)। [কুতঃ, ন হি স্বর্গ-সাধনত্বমাত্রেণ তদ্বচনমাবশ্যকমিত্যাহ স্বর্গেতি।] স্বর্গলোকাঃ (স্বর্গো লোকো যেষাং, তে তথোক্তাঃ); [মন্বন্তরপর্য্যন্তং স্বর্গলোকে স্থিত্বা পশ্চাৎ; অমৃতত্বং (দেবত্বম্) ভজন্তে (প্রাপ্নুবন্তি)। এতৎ (অগ্নি-বিজ্ঞানং) দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে (প্রার্থয়েয়মিত্যর্থঃ)॥

সম্প্রতি নচিকেতা অগ্নির স্তুতি দ্বারা যমের প্রসন্নতা সমুৎপাদনার্থ বলিতে লাগিলেন,—হে মৃত্যো (যম !) আপনি সেই প্রসিদ্ধ স্বর্গ-সাধন (যাহার সেবায় স্বর্গ লাভ হয়,) অগ্নির [যথাযথ স্বরূপটি] অবগত আছেন। [অতএব] শ্রদ্ধাবান্ আমাকে সেই অগ্নিতত্ত্ব উপদেশ দিউন। কারণ, যাহারা স্বর্গলোকে গমন করে, তাহারা অমৃতত্ব ভোগ করে। ইহাই আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥১৩॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবংগুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতমগ্নিং স্বর্গ্যং স ত্বং মৃত্যুরধ্যেষি স্মরসি জানাসীত্যর্থঃ, হে মৃত্যো ! যতস্ত্বম্ প্রব্রূহি কথয় শ্রদ্দধানায় শ্রদ্ধাবতে মহ্যং স্বর্গার্থিনে। * যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গলোকাঃ স্বর্গো লোকো যেষাং তে স্বর্গলোকাঃ যজমানাঃ অমৃতত্বম্ অমরণতাং দেবত্বং ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি। তদেতদগ্নি-বিজ্ঞানং দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

হে মৃত্যো ! যেহেতু স্বর্গলোকের প্রাপ্তি-সাধন স্বর্গ্য অগ্নির তত্ত্ব আপনিই স্মরণ করেন—অর্থাৎ অবগত আছেন ; [অতএব] শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং স্বর্গার্থী আমাকে তাহা বলুন। যে অগ্নির চয়ন (যজ্ঞ সম্পাদন) করিলে যজমানগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়া অমৃতত্ব মরণরাহিত্য—দেবত্ব প্রাপ্ত হন ; সেই অগ্নিবিদ্যা আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩

প্র তে ব্রবীমি, তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং,
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১৪ ॥

[এবং যাচিতো যমঃ প্রত্যুবাচ]--প্র তে ইতি। [হে নচিকেতঃ] [অহং] স্বর্গ্যম্ অগ্নিং প্রজানন্ (বিশেষেণ জানন্) তে (তুভ্যং) প্রব্রবীমি (প্রবচ্মি)। তৎ উ (এব) মে (মৎসকাশাৎ) নিবোধ (একাগ্রচিত্তঃ সন্ শৃণুষ্ব)। [হে নচিকেতঃ !] ত্বম্ এতং (উক্তরূপম্ অগ্নিং) অনন্তলোকাপ্তিম্ (অনন্তস্য দীর্ঘ-কালস্থায়িনঃ স্বর্গলোকস্য আপ্তিং প্রাপ্তিসাধনম্), অথো (অপি) প্রতিষ্ঠাং

(সর্ব্বলোকস্থিতিহেতুম্), গুহায়াং (সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ে) নিহিতং (নিতরাং স্থিতম্) বিদ্ধি (জানীহি) ॥

এইরূপ প্রার্থনার পর যম বলিলেন, হে নচিকেতঃ! আমি সেই স্বর্গ-সাধন অগ্নিকে উত্তমরূপে জানি, এবং তোমাকে তাহা বলিতেছি, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। তুমি জানিও,—এই অগ্নিই অনন্ত লোক-(স্বর্গলোক) প্রাপ্তির উপায়, অথচ সর্ব্ব-জগতের বিধারক; অধিকন্তু ইনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় বাস করিতে-ছেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মৃত্যোঃ প্রতিজ্ঞেয়ং,—তে তুভ্যং প্রব্রবীমি, যৎ ত্বয়া প্রার্থিতম্, তৎ উ মে মম বচসঃ নিবোধ বুধ্যস্ব একাগ্রমনাঃ সন্, স্বর্গ্যং—স্বর্গায় হিতং স্বর্গসাধন-মগ্নিং হে নচিকেতঃ প্রজানন্ বিজ্ঞাতবানহং সন্ ইত্যর্থঃ। প্রব্রবীমি, তন্নিবোধেতি চ শিষ্যবুদ্ধিসমাধানার্থং বচনম্। অধুনা অগ্নিং স্তৌতি,—অনন্তলোকাপ্তিং স্বর্গ-লোক-ফল প্রাপ্তিসাধনমিত্যেতৎ। অথো অপি প্রতিষ্ঠাম্—আশ্রয়ং জগতো বিরাড্রূপেণ তমেতমগ্নিং ময়োচ্যমানং বিদ্ধি বিজানীহি ত্বং, নিহিতং স্থিতং গুহায়াং বিদুষাং বুদ্ধৌ নিবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এটি মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ বক্তব্যনির্দ্দেশ। হে নচিকেতঃ! তুমি যাহা (বলিবার জন্য) প্রার্থনা করিয়াছিলে; আমি সেই স্বর্গহিত, অর্থাৎ স্বর্গ-সাধন অগ্নিকে উত্তমরূপে জানিয়া তোমাকে বলিতেছি; তুমি একাগ্রমনে আমার উপদেশ হইতে তাহা অবগত হও। বক্তব্য বিষয়ে শিষ্যের মনোযোগ সম্পাদনার্থ "প্রব্রবীমি" (প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি) ও "নিবোধ" (অবগত হও), এই দুইটি ক্রিয়াপদ একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। এখন অগ্নির স্তব করিতেছেন,—অনন্তলোকাপ্তি, অর্থাৎ—দীর্ঘকালস্থায়ী স্বর্গলোকের প্রাপ্তিসাধন, এবং বিরাট্রূপে সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির হেতু এই যে অগ্নির কথা বলিতেছি; তুমি জানিও,—সেই অগ্নি পণ্ডিতগণের বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত বা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারাই তাঁহার তত্ত্ব জানেন ॥ ১৪

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥১৫॥

[যমঃ] তস্মৈ (নচিকেতসে) লোকাদিং (লোকানাম্ আদিং কারণভূতং) তম্ (প্রসিদ্ধং) অগ্নিম্ (অগ্নিবিজ্ঞানং) উবাচ (উক্তবান্)। [কিঞ্চ] যাঃ (যৎস্বরূপাঃ), যাবতীঃ (যাবৎসংখ্যকাঃ) বা ইষ্টকাঃ (চেতব্যাঃ), যথা (যেন প্রকারেণ) বা [অগ্নিঃ চীয়তে]; [এতৎ সর্ব্বম্ উক্তবান্]। সঃ (নচিকেতাঃ) চ অপি তৎ (মৃত্যুনা কথিতং) যথোক্তং (যথাবৎ) প্রত্যবদৎ (অনূদিতবান্—প্রত্যুচ্চারিতবান্)। অথ (অনন্তরং) মৃত্যুঃ [অস্য যথাবৎ প্রত্যুচ্চারণেন] তুষ্টঃ [সন্] পুনঃ এব (অপি) আহ ॥

যমরাজ নচিকেতাকে লোকাদি—জগৎকারণীভূত, প্রসিদ্ধ অগ্নি-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন, এবং যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা (পরিমাণ) এবং অগ্নিচয়নের প্রণালী, এই সমস্তই নচিকেতাকে বলিলেন। নচিকেতাও মৃত্যুর সমস্ত কথা যথাযথরূপে আবৃত্তি করিলেন। অনন্তর মৃত্যু নচিকেতার তাদৃশ প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইদং শ্রুতের্ব্বচনম্। লোকাদিং—লোকানামাদিং প্রথমশরীরিত্বাৎ, অগ্নিং তং প্রকৃতং নচিকেতসা প্রার্থিতম্ উবাচ উক্তবান্ মৃত্যুঃ তস্মৈ নচিকেতসে। কিঞ্চ, যা ইষ্টকাঃ চেতব্যাঃ স্বরূপেণ, যাবতীর্ব্বা সংখ্যয়া, যথা বা চীয়তেঽগ্নির্যেন প্রকারেণ; সর্ব্বমেতদুক্তবানিত্যর্থঃ। স চাপি নচিকেতাঃ তৎ প্রত্যবদৎ—তৎ মৃত্যুনোক্তং * যথাবৎ প্রত্যয়েনাবদৎ প্রত্যুচ্চারিতবান্। অথ অস্য † প্রত্যুচ্চারণেন তুষ্টঃ সন্ মৃত্যুঃ পুনরেবাহ—বরত্রয়ব্যতিরেকেণাঽন্যং বরং দিৎসুঃ ॥ ১. ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই পঞ্চদশ শ্লোকের কথা শ্রুতির উক্তি। [শ্রুতি বলিতেছেন—]

* প্রত্যবদৎ যথোক্তং অথাস্য তস্মৃত্যুনোক্তম্' ইতি কচিৎ পাঠঃ।
† 'তস্য' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

[মৃত্যু] প্রথম শরীরী অথবা প্রথমোৎপন্নত্ব-নিবন্ধন * সর্ব্বলোকের কারণীভূত, নচিকেতার প্রার্থিত সেই অগ্নিতত্ত্ব নচিকেতাকে বলিলেন। আর, যেরূপ যতগুলি ইষ্টক [যজ্ঞস্থান প্রস্তুত করণার্থ] চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, এ সমস্ত কথা [নচিকেতাকে বলিলেন]। নচিকেতাও মৃত্যুর কথিত সেই সমস্ত কথা যথাযথরূপে প্রত্যুচ্চারণ করিলেন। অনন্তর, মৃত্যু নচিকেতার সেই প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া (প্রতিশ্রুত) বরত্রয়ের অতিরিক্ত আরও একটি বর প্রদানের ইচ্ছায় পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ,
সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

[অথ যমস্যোক্তিপ্রকারমাহ,—] মহাত্মা (যমঃ) [নচিকেতসঃ শিষ্যযোগ্যতা-বলোকনেন] প্রীয়মাণঃ (প্রীতিমান্ সন্) তং (নচিকেতসম্) অব্রবীৎ— ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) এব অদ্য (ইদানীং) তব ভূয়ঃ (পুনরপি) বরং (বরত্রয়াদন্যং চতুর্থং) দদামি (প্রযচ্ছামি)। অয়ং (ময়া বর্ণিতঃ) অগ্নিঃ তব এব নাম্না (নাচিকেত-সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি)। [কিঞ্চ], ইমাম্ অনেকরূপাং (বিচিত্রাং রত্নময়ীম্) সৃঙ্কাং (শব্দবতীং) মালাং, যদ্বা, সৃঙ্কাং—(অনিন্দিতাং) চ গতিং (কর্ম্ম বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ) গৃহাণ (স্বীকুরু)॥

অনন্তর, যমের উক্তিপ্রকার কথিত হইতেছে,—মহাত্মা যম নচিকেতাকে

* তাৎপর্য্য,—এখানে অগ্নি শব্দে বিরাট্ পুরুষ বুঝিতে হইবে।
"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥"
এই স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, অগ্নিরূপী বিরাট্ পুরুষই জীব-সৃষ্টির মধ্যে প্রথম জাত জীব, এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই কারণে অগ্নিকে 'লোকাদি' বলা হইয়াছে।

উপযুক্ত শিষ্য দেখিয়া প্রীতিসহকারে নচিকেতাকে বলিলেন,—আমি এই বিষয়েই তোমাকে আর একটি (তিনটির অতিরিক্ত—চতুর্থ একটি) বর প্রদান করিতেছি। আমি তোমাকে যে অগ্নি-বিদ্যা বলিলাম, সেই অগ্নি তোমার নামেই (নাচিকেত নামেই) প্রসিদ্ধ হইবে। অপিচ, বিচিত্ররূপা—রত্নময়ী এই 'সৃঙ্কা' (মালা) গ্রহণ কর। অথবা সৃঙ্কা অর্থ অনিন্দিত গতি, অর্থাৎ উত্তম কর্ম্ম-বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর ॥১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং ?—তং নচিকেতসমব্রবীৎ প্রীয়মাণঃ শিষ্যস্য যোগ্যতাং পশ্যন্ প্রীয়মাণঃ প্রীতিমনুভবন্ মহাত্মা অক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ বরং তব চতুর্থম্ ইহ প্রীতিনিমিত্তম্ অদ্য—ইদানীং দদামি ভূয়ঃ পুনঃ প্রযচ্ছামি। তবৈব নচিকেতসো নাম্না অভিধানেন প্রসিদ্ধো ভবিতা ময়োচ্যমানোঽয়মগ্নিঃ। কিঞ্চ সৃঙ্কাং শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাম্ ইমাম্ অনেকরূপাং বিচিত্রাং গৃহাণ স্বীকুরু। যদ্বা, সৃঙ্কামকুৎসিতাং গতিং কর্ম্মময়ীং গৃহাণ। অন্যদপি কর্ম্মবিজ্ঞানমনেকফলহেতুত্বাৎ স্বীকুরু ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকার ? [তাহা বলা হইতেছে]—মহাত্মা, অর্থাৎ মহাবুদ্ধিশালী যম নচিকেতার শিষ্য-যোগ্যতা দর্শন করিয়া প্রীতি অনুভব করিয়া বলিলেন, [আমি] প্রীতিবশতঃ এ বিষয়ে এখনই তোমাকে পুনর্ব্বার চতুর্থ একটি বর প্রদান করিতেছি,—আমি যে অগ্নির কথা বলিতেছি, সেই অগ্নি তোমারই—নচিকেতারই নামে (নাচিকেত সংজ্ঞায়) প্রসিদ্ধ হইবে। অনেকরূপা অর্থাৎ বিচিত্ররূপা শব্দযুক্ত এই রত্নময়ী (সৃঙ্কা) মালা তুমি গ্রহণ কর। অথবা, সৃঙ্কা অর্থ অনিন্দিত কর্ম্মগতি অর্থাৎ অনেকফলপ্রদ অপর একটি কর্ম্মবিদ্যা গ্রহণ কর ॥১৬॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং,
ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।
ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

[অগ্নেঃ 'নাচিকেত'-নামকরণানন্তরং পুনঃ তদারাধন-ফলমাহ],—ত্রিণাচিকেত- ইতি। ত্রিভিঃ (ত্রিভিঃ বেদৈঃ, মাতৃপিত্রাচার্য্যৈঃ বা সহ) সন্ধিং (সন্ধানং সম্বন্ধং, মাত্রাদ্যনুশাসনং বা) এত্য (প্রাপ্য) ত্রিণাচিকেতঃ (ত্রিঃ-কৃত্বঃ নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিতঃ যেন, সঃ। যদ্বা, ত্রয়ো নাচিকেতা যস্যাসৌ, ত্রিণাচিকেতঃ। নাচিকেতাগ্নেরধ্যয়ন-বিজ্ঞানানুষ্ঠানবান্ বা), [তথা] ত্রিকর্ম্মকৃৎ (ইজ্যাধ্যয়ন-দানানাং কর্ত্তা) [পুমান্] জন্ম-মৃত্যু তরতি (অতিক্রামতি)। [কিঞ্চ], ইড্যং (স্তুত্যং), ব্রহ্মজ-জ্ঞং (ব্রহ্ম বেদস্তত্র ব্যক্তত্বাদ্ ব্রহ্মজো বিষ্ণুঃ, যদ্বা, ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভাজ্ জাতঃ ব্রহ্মজঃ, সঃ চ অসৌ জ্ঞঃ চ ইতি, ব্রহ্মজজ্ঞঃ—সর্ব্বজ্ঞঃ তং) দেবং (দ্যোতমানং) বিদিত্বা (শাস্ত্রতঃ জ্ঞাত্বা) নিচায্য (আত্মস্বরূপেণ দৃষ্ট্বা বিচার্য্য বা) ইমাং (স্বানুভবগম্যাং) শান্তিম্ অত্যন্তম্ এতি (অতিশয়েন প্রাপ্নোতি) ॥

[অগ্নির 'নাচিকেত' নাম করণের পর তাঁহার আরাধনার ফল বলা হইতেছে] —যে লোক বেদত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া, অথবা মাতা, পিতা ও আচার্য্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন (অর্চ্চনা, করে, অথবা নাচিকেত অগ্নিবিদ্যার অধ্যয়ন, অনুভূতি ও অনুষ্ঠান করে, এবং ইজ্যা (জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ), বেদাধ্যয়ন ও দান করে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে। আর হিরণ্যগর্ভসম্ভূত, জ্ঞানাদিগুণসম্পন্ন স্তবনীয় ও স্বপ্রকাশ এই অগ্নিদেবকে শাস্ত্রোপদেশ হইতে অবগত হইয়া এবং আত্মস্বরূপে অনুভূত করিয়া স্বীয় অনুভবগম্য শান্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় ॥১৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি কর্ম্মস্তুতিমেবাহ,—ত্রিণাচিকেতঃ—ত্রিঃকৃত্বো নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যেন, সঃ ত্রিণাচিকেতঃ, তদ্বিজ্ঞানঃ, তদধ্যয়নঃ, তদনুষ্ঠানবান্ বা। ত্রিভির্মাতৃ-পিত্রাচার্য্যৈঃ এত্য প্রাপ্য সন্ধিং সন্ধানং সম্বন্ধম্, মাত্রাদ্যনুশাসনং যথাবৎ প্রাপ্যে-ত্যেতৎ। তদ্ধি প্রামাণ্যকারণং শ্রুত্যন্তরাদবগম্যতে,—"যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্" ইত্যাদেঃ; বেদ-স্মৃতি-শিষ্টৈর্ব্বা, প্রত্যক্ষানুমানাগমৈর্ব্বা, তেভ্যো হি বিশুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষা। ত্রিকর্ম্মকৃৎ—ইজ্যাধ্যয়নদানানাং কর্ত্তা, তরতি অতিক্রামতি জন্মমৃত্যু।

কিঞ্চ, ব্রহ্মজজ্ঞং—ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ জাতো ব্রহ্মজঃ, ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞো হ্যসৌ। তং দেবং দ্যোতনাৎ, জ্ঞানাদিগুণবন্তম্ ঈড্যং স্তুত্যং বিদিত্বা শাস্ত্রতঃ, নিচায্য দৃষ্ট্বা চাত্মভাবেন, ইমাং স্ববুদ্ধিপ্রত্যক্ষাং শান্তিম্ উপরতিম্

অত্যন্তম্ এতি অতিশয়েন এতি—বৈরাজং পদং জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠানেন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুনশ্চ কর্ম্ম-বিজ্ঞানের প্রশংসা অভিহিত হইতেছে,—'ত্রিণাচিকেত অর্থ—যাঁহারা উক্ত 'নাচিকেত'-নামক অগ্নির তিনবার চয়ন বা আরাধনা করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা উক্তপ্রকার অগ্নিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম কবিয়াছেন, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পিতা, মাতা, আচার্য্য এই তিনের সহিত সন্ধি—সম্বন্ধ, অর্থাৎ যথাযথরূপে মাতা, পিতা ও আচার্য্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—'মাতৃমান্ পিতৃমান্' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, [ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে] তাঁহাদের উপদেশই ধর্ম্মজ্ঞানে প্রধান প্রমাণ। * অথবা "ত্রিভিঃ" অর্থ—বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টজন, কিংবা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শাস্ত্র। † এ সকল হইতেও চিত্তের বিশুদ্ধি বা নির্ম্মলতা লাভ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 'ত্রিকর্ম্মকৃৎ' অর্থ—ইজ্যা (যাগ),

---

* তাৎপর্য্য,—অন্যত্র শ্রুতিতে আছে, "যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ, তথা তৎ শৈলিনোঽব্রবীৎ।" উপযুক্ত মাতা, পিতা ও আচার্য্য হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপ (প্রকৃত তত্ত্ব) বলিয়া থাকেন ; শৈলিনও ঠিক সেইরূপই বলিয়াছিলেন। শৈলিন এক জনের নাম। অভিপ্রায় এই যে,—উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার নিকট, বেদাধ্যয়ন কাল পর্য্যন্ত পিতার নিকট এবং তৎপরে আচার্য্যের নিকট যাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন ; এই কারণে তাঁহাদের কথাও প্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাৎ, আচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ।"

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, লোককে শাস্ত্রানুযায়ী আচারে সংস্থাপিত করেন, এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন ; তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলা হয় ॥

† তাৎপর্য্য,—ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র, এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মনু বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং বিবিধমাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥" অর্থাৎ যে লোক ধর্ম্মের বিশুদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও বিবিধ শাস্ত্র উত্তমরূপে জানা আবশ্যক ॥

অধ্যয়ন ও দানকর্ত্তা—দাতা ; এবংবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে।

অপিচ, ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন—ব্রহ্মজ, এবং সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন-জ্ঞ, সুতরাং তিনি 'ব্রহ্মজ-জ্ঞ' এবং দ্যোতন বা স্বপ্রকাশতা বশতঃ দেব অর্থাৎ জ্ঞান প্রভৃতিগুণসম্পন্ন। স্তবনীয় সেই অগ্নিদেবকে শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া এবং আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া এই স্বহৃদয়-বেদ্য শান্তি অর্থাৎ ভোগনিবৃত্তি অতিশয়রূপে লাভ করে।—অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠানের ফলে 'বৈরাজ' পদ (বিরাট্-পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হন) ॥ ১৭ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

[ইদানীমগ্নি-বিজ্ঞান-চয়ন-(কর্ম্ম)-ফলমুপসংহরন্ আহ]—ত্রিণাচিকেত ইতি। যঃ ত্রিণাচিকেতঃ (বারত্রয়ং নাচিকেতাগ্নিসেবকঃ) এতৎ (যথোক্তং) ত্রয়ং --(যাঃ ইষ্টকাঃ, যাবতীঃ বা, যথা বা ইতি) বিদিত্বা, নাচিকেতম্ (অগ্নিম্) এবং (আত্মস্ব-রূপেণ) বিদ্বান্ (জানন্) চিনুতে (তদ্বিষয়কং ধ্যানং সম্পাদয়তি, শ্যেন-কূর্ম্মাদ্যাকারেণ ইষ্টকাদিভির্বেদিং করোতি বা), সঃ পুরতঃ (শরীরপাতাৎ পূর্ব্বম্ এব) মৃত্যু-পাশান্ (অধর্ম্মাজ্ঞান-রাগ-দ্বেষাদিলক্ষণান্) প্রণোদ্য (প্রণুদ্য—নিরস্য) শোকাতিগঃ (দুঃখ-বর্জ্জিতঃ সন্) স্বর্গলোকে (বৈরাজে ধামনি) মোদতে (সুখমনুভবতি)॥

এখন পূর্ব্বোক্ত অগ্নিবিদ্যা ও অগ্নিচয়নের ফল প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিতেছেন,—বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক যে লোক পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞীয় ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহপ্রণালী অবগত হইয়া নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তদ্বিষয়ে ধ্যান সম্পাদন করেন ; তিনি অগ্রে অধর্ম্ম অজ্ঞান প্রভৃতি মৃত্যু-পাশ ছিন্ন করিয়া সর্ব্বদুঃখ অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন ॥১৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞান-চয়ন-ফলমুপসংহরতি প্রকরণঞ্চ; ত্রিণাচিকেতঃ—ত্রয়ং যথোক্তং 'যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা' ইত্যেতৎ বিদিত্বা অবগম্য যশ্চ এবম্ আত্ম-রূপেণ অগ্নিং বিদ্বান্ চিনুতে নির্ব্বর্ত্তয়তি নাচিকেতমগ্নিং ক্রতুম্; স মৃত্যুপাশান্ অধর্ম্মাজ্ঞান-রাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ পুরতোঽগ্রতঃ পূর্ব্বমেব শরীরপাতাদিত্যর্থঃ। প্রণোদ্য অপহায় শোকাতিগো মানসৈর্দুঃখৈর্ব্বর্জ্জিত ইত্যেতৎ। মোদতে স্বর্গলোকে বৈরাজে বিরাড়াত্মস্বরূপ-প্রতিপত্ত্যা ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন অগ্নিবিজ্ঞান ও অগ্নিচয়নের ফল এবং এই প্রকরণের উপ-সংহার করিতেছেন,—ত্রিণাচিকেত অর্থাৎ বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক যে লোক পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহণপ্রণালী, এই ত্রিবিধ বিষয় অবগত হইয়া এবং নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তদ্বিষয়ে ক্রতু অর্থাৎ (সংকল্প) ধ্যান করেন, তিনি অগ্রে—দেহপাতের পূর্ব্বেই অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগ ও দ্বেষাদিরূপ মৃত্যু-পাশ (মৃত্যুর আকর্ষণরজ্জু)-সমূহ ছিন্ন করিয়া মানস দুঃখরূপ শোকরহিত হইয়া বিরাট্‌রূপী অগ্নিকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া স্বর্গলোকে—বিরাট্‌পদে আনন্দ ভোগ করেন ॥ ১৮ ॥

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯

[অথ মৃত্যুঃ তৃতীয়ং বরং স্মারয়ন্ প্রকরণমুপসংহরতি] এষ ইতি। হে নচিকেতঃ! তে (তুভ্যম্) এষঃ স্বর্গ্যঃ (স্বর্গসাধনভূতঃ) অগ্নিঃ (তৎসম্বন্ধীয়ঃ বরঃ) [দত্তঃ], যং (বরং) দ্বিতীয়েন বরেণ অবৃণীথাঃ (বৃতবান্) [অসি], [ত্বম্ ইতি শেষঃ]। জনাসঃ (জনাঃ) এতম্ অগ্নিং তব এব [নাম্না] প্রবক্ষ্যন্তি, (ব্যবহরিষ্যন্তি)। [অধুনা] হে নচিকেতঃ! তৃতীয়ম্ (অবশিষ্টং) বরং বৃণীষ্ব (প্রার্থয়স্ব) ॥

[অনন্তর, মৃত্যু নচিকেতাকে তৃতীয় বর স্মরণ করাইয়া প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিতেছেন],—হে নচিকেতঃ! তোমাকে স্বর্গ-সাধনীভূত এই অগ্নি সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করা হইল,—তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে। জনগণ তোমারই নামে এই অগ্নির ব্যবহার করিবে। হে নচিকেতঃ! তুমি এখন অবশিষ্ট তৃতীয় বর প্রার্থনা কর॥ ১৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এষঃ তে তুভ্যমগ্নির্ব্বরো হে নচিকেতঃ স্বর্গ্যঃ স্বর্গসাধনঃ, যম্ অগ্নিং বরম্ অবৃণীথাঃ বৃতবান্ প্রার্থিতবানসি দ্বিতীয়েন বরেণ, সোঽগ্নির্ব্বরো দত্ত ইত্যুক্তোপসংহারঃ। কিঞ্চ, এতম্ অগ্নিং তবৈব নাম্না প্রবক্ষ্যন্তি জনাসো জনা ইত্যেতৎ। এষ বরো দত্তো ময়া চতুর্থঃ তুষ্টেন। তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব। তস্মিন্ হ্যদত্তে ঋণবানহমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

হে নচিকেতঃ! তুমি দ্বিতীয় বরে যে অগ্নিবিজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলে, স্বর্গ্য—স্বর্গ-সাধনীভূত এই সেই অগ্নিবিদ্যারূপ দ্বিতীয় বর প্রদত্ত হইল। এটি পূর্ব্বোক্ত কথারই উপসংহার মাত্র। আরও এক কথা, সমস্ত লোকে এই অগ্নিকে তোমারই নামে অভিহিত করিবে। আমি পরিতুষ্ট হইয়া এই চতুর্থ বর প্রদান করিলাম। হে নচিকেতঃ! [এখন] তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত সেই (তৃতীয়) বর প্রদান না করিলে আমি ঋণগ্রস্ত থাকিব॥ ১৯॥

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং,
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ ২০॥

[অথ তৃতীয়বর-প্রার্থনা-প্রকারমাহ]—যেয়মিতি। [নচিকেতা আহ—মনুষ্যে (প্রাণিমাত্রে) প্রেতে (মৃতে সতি) যা (সর্ব্বজনবিদিতা) ইয়ং বিচিকিৎসা (সংশয়ঃ)—অয়ং (পরলোকগামী) [আত্মা] অস্তি ইতি একে (কেচন বাদিনঃ বদন্তি),

অয়ং (পরলোকগামী আত্মা) নাস্তি ইতি চ একে (কেচিৎ বাদিনঃ বদন্তি), অহং ত্বয়া অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ সন্) এতৎ (পরলোক-তত্ত্বম্) বিদ্যাং (বিজানীয়াম্)। বরাণাং (মধ্যে) এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ (ময়া বৃতঃ) ॥

[অনন্তর নচিকেতার তৃতীয় বর প্রার্থনার প্রণালী কথিত হইতেছে],—নচিকেতা বলিলেন,—মনুষ্য মরিলে পর, কেহ কেহ বলেন, পরলোকগামী আত্মা আছে; আবার কেহ কেহ বলেন—আত্মার পরলোক-গমন নাই ; এই যে,সর্ব্বজন-বিদিত সংশয়, [হে মৃত্যো!] আপনকার উপদেশে এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর॥২০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতাবদ্ব্যতিক্রান্তেন বিধি-প্রতিষেধার্থেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণেন অবগন্তব্যম্,—যদ্বৎ বরদ্বয়সূচিতং বস্তু নাত্মতত্ত্ববিষয়-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানম্। অতো বিধি-প্রতিষেধার্থ-বিষয়স্য আত্মনি ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপলক্ষণস্য স্বাভাবিকস্যাজ্ঞানস্য সংসার-বীজস্য নিবৃত্ত্যর্থং তদ্বিপরীতব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপণ-লক্ষণশূন্যম্ আত্যন্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং বক্তব্যম্; ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তমেতমর্থং দ্বিতীয়-বরপ্রাপ্ত্যাপি অকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরম্ আত্মজ্ঞানমন্তরেণ ইত্যাখ্যায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি।

যতঃ পূর্ব্বস্মাৎ কর্ম্মগোচরাৎ সাধ্য-সাধন-লক্ষণাদনিত্যাদ্বিরক্তস্য আত্ম-জ্ঞানেঽধিকারঃ; ইতি তন্নিন্দার্থং পুত্রাদ্যুপন্যাসেন প্রলোভনং ক্রিয়তে। নচিকেতা উবাচ—'তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব' ইত্যুক্তঃ সন্; যেয়ং বিচিকিৎসা সংশয়ঃ—প্রেতে মৃতে মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে—অস্তি শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিব্যতিরিক্তো দেহান্তরসম্বন্ধ্যাত্মা ইত্যেকে মন্যন্তে, নায়মস্তীতি চৈকে—নায়মেবংবিধোঽস্তীতি চৈকে। অতশ্চাস্মাকং ন প্রত্যক্ষেণ নাপ্যনুমানেন নির্ণয়বিজ্ঞানম্। এতদ্বিজ্ঞানাধীনো হি পরঃ পুরুষার্থ ইত্যত এতৎ বিদ্যাং বিজানীয়াম্ অহম্ অনুশিষ্টঃ জ্ঞাপিতস্ত্বয়া। বরাণামেষ বরস্তৃতীয়োঽবশিষ্টঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

বিধি-প্রতিষেধার্থক অর্থাৎ মানবীয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবোধক অতীত মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক গ্রন্থে বরদ্বয় উপলক্ষে যে যে বিষয় উল্লিখিত

হইয়াছে *, বুঝিতে হইবে, তৎসমস্তই (সাংসারিক বিষয়); কোনটিই আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নহে। অতএব বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রের বিষয়—যাহা আত্মাতে ক্রিয়া, কারক (কর্ত্তৃত্বাদি) ও তৎফলের অধ্যারোপাত্মক এবং জীবের স্বভাব-সিদ্ধ, সংসার-বীজভূত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য, এখন তদ্বিপরীত—ক্রিয়া, কারক ও তৎফলের অধ্যারোপশূন্য এবং আত্যন্তিক মুক্তিসাধন ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিপাদন আবশ্যক; এই উদ্দেশে পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। তৃতীয় বরে যে আত্মজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা না পাইলে দ্বিতীয় বর লাভেও যে, কৃতার্থতা হইতে পারে না, এই বিষয়টিই আখ্যায়িকা বা উপস্থিত গল্প দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছেন।

যেহেতু পূর্ব্বোক্ত সাধ্য-সাধনাত্মক অনিত্য কর্ম্ম ফল হইতে বিরক্ত অর্থাৎ কর্ম্মফলে তৃষ্ণারহিত ব্যক্তিরই আত্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে, এই কারণে তাহার নিন্দাপ্রকাশার্থ [প্রথমতঃ] পুত্রাদি ফলের উল্লেখ দ্বারা নচিকেতার লোভোৎপাদন করা হইতেছে;—'হে নচিকেতঃ! তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, এইরূপে অভিহিত হইয়া নচিকেতা বলিলেন, এই যে একটা সংশয় আছে,—এক সম্প্রদায় বলেন মনুষ্য মৃত্যুর পরও বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক এবং দেহান্তরগামী আত্মা আছে; আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, না—ঐ প্রকার আত্মা নাই বা থাকিতে পারে না। এই তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান দ্বারাও আমাদের নিশ্চয়রূপে জানিবার উপায় নাই; অথচ পরম পুরুষার্থ (মুক্তি) লাভ

* "মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" এই শ্রৌতসূত্র হইতে জানা যায় যে, বেদের দুইটি ভাগ; একটির নাম মন্ত্র, অপরটির নাম ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে মন্ত্রভাগের অধিকাংশই সংহিতা নামে পরিচিত, আর ব্রাহ্মণ ভাগ স্বনামেই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত; কিন্তু তন্মধ্যেও স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ প্রধানতঃ মানবীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞাপক বিধি ও নিষেধ প্রতিপাদনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আর উপনিষৎগুলি প্রধানতঃ উপাসনা ও আত্মতত্ত্ব নিরূপণে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই বিজ্ঞানেরই অধীন। অতএব আপনকার উপদেশে আমি এই তত্ত্ব জানিতে চাই। বর সমূহের মধ্যে ইহাই অবশিষ্ট তৃতীয় বর ॥ ২০॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব,
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥ ২১ ॥

[যমস্তু নচিকেতসা এবং প্রার্থিতঃ সন্ উবাচ—দেবৈঃ অপি অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) পুরা (পূর্ব্বং) বিচিকিৎসিতং (সংশয়িতং)। [ইদং তত্ত্বং শ্রুতমপি প্রাকৃতৈঃ জনৈঃ] নহি সুবিজ্ঞেয়ং চ (নৈব সম্যক্ বিজ্ঞাতুং শক্যং)। [যতঃ] ধর্ম্মঃ (জগৎধারকঃ) এষঃ (আত্মা) অণুঃ (অণুবৎ স্বভাবতএব দুর্ব্বিজ্ঞেয়ঃ)। [অতঃ] হে নচিকেতঃ ! অন্যং (পরলোকতত্ত্বভিন্নং) বরং বৃণীষ্ব (প্রার্থয়স্ব)। মা (মাং) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধম্ আগ্রহাতিশয়ং মা কার্ষীঃ); মা (মাং প্রতি) এনং (বরং) অতিসৃজ পরিত্যজ); [মাং প্রতি নৈবং প্রশ্নঃ কার্য্যস্ত্বয়া, ইত্যাশয়ঃ]।

যম নচিকেতার এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে নচিকেতঃ! ইতঃপূর্ব্বে দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও সাধারণ লোকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না; কারণ, ধর্ম্ম (জগৎধারক) এই আত্মা স্বভাবতই অণু অর্থাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয়। অতএব হে নচিকেতঃ! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর; এ বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না; আমার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন পরিত্যাগ কর ॥ ২. ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিময়মেকান্ততো নিঃশ্রেয়স-সাধনাত্মজ্ঞানার্হো ন বা ? ইত্যেতৎ-পরীক্ষার্থমাহ—দেবৈরপি অত্র এতস্মিন্ বস্তুনি বিচিকিৎসিতং সংশয়িতং পুরা পূর্ব্বম্। ন হি সুবিজ্ঞেয়ং সুষ্ঠু বিজ্ঞেয়ম্ অসকৃৎ শ্রুতমপি প্রাকৃতৈর্জ্জনৈঃ, যতঃ অণুঃ সূক্ষ্মঃ এষঃ আত্মাখ্যো ধর্ম্মঃ। অতঃ অন্যম্ অসন্দিগ্ধফলং বরং নচিকেতঃ বৃণীষ্ব। মা মাং মা উপরোৎসীঃ উপরোধং মাকার্ষীরধমর্ণমিবোত্তমর্ণঃ। অতিসৃজ বিমুঞ্চ এনং বরং মা মাং প্রতি ॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই নচিকেতা মোক্ষ-সাধন আত্মজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র কি না?

ইহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে যম বলিতে লাগিলেন,—পূর্ব্বে দেবগণও এই বস্তুবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন; অর্থাৎ দেবগণেরও এই বিষয়ে সংশয় আছে। যেহেতু এই সূক্ষ্ম আত্মারূপ ধর্ম্মটি অতীব দুর্জ্ঞেয়; অজ্ঞ লোকেরা বারংবার শ্রবণ করিয়াও এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। অতএব, হে নচিকেতঃ! অসন্দিগ্ধ ফলজনক (যাহার ফল বিষয়ে সন্দেহ নাই, এমন) বর প্রার্থনা কর; উত্তমর্ণ (ঋণদাতা) যেমন অধমর্ণকে (ঋণ-গ্রহীতাকে) বাধ্য করে, তেমনি তুমিও আমাকে আর উপরোধ করিও না; আমার নিকট ঐ বর-প্রার্থনা পরিত্যাগ কর ॥২১॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল,
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো-
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

[অথ নচিকেতাঃ প্রত্যুবাচ;—মৃত্যো! অত্র (বিষয়ে) কিল (কিলেতি ঐতিহ্যসূচকং, পুরা ইত্যাশয়ঃ।) দেবৈঃ অপি বিচিকিৎসিতং, ত্বং চ যৎ ন সুজ্ঞেয়ম্ আত্থ (কথয়সি)। অস্য (তত্ত্বস্য) বক্তা চ ত্বাদৃক্ (ত্বৎসদৃশঃ) অন্যঃ ন লভ্যঃ; [অতঃ] এতস্য (বরস্য) তুল্যঃ অন্যঃ কশ্চিৎ বরঃ ন [অস্তি ইতি মন্যে।]

অনন্তর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো! দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন; এবং তুমিও এই বিষয়টি অনায়াসবোধ্য নয় বলিতেছ; অথচ এ বিষয়ে তোমার মত অপর বক্তাও লাভ করা সম্ভবপর নহে। অতএব [আমি মনে করি যে,] ইহার তুল্য অন্য কোন বর নাই, অথবা অন্য কোন বরই ইহার তুল্য হইতে পারে না॥ ২২॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবমুক্তো নচিকেতা আহ,—দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিলেতি ভবত এবমুপশ্রুতম্ *; ত্বঞ্চ মৃত্যো যদ্ যস্মাৎ ন সুজ্ঞেয়ম্ আত্মতত্ত্বম্ আত্থ কথয়সি। অতঃ পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাৎ বক্তা চাস্য ধর্ম্মস্য ত্বাদৃক্ ত্বত্তুল্যোঽন্যঃ পণ্ডিতশ্চ ন লভ্যঃ

* ভবত এব নঃ শ্রুতম্, ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অন্বিষ্যমাণোঽপি। অয়ং তু বরো নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তিহেতুঃ। অতো নান্যো বরস্তুল্যঃ সদৃশোঽস্তি এতস্য কশ্চিদপি; অনিত্যফলত্বাদন্যস্য সর্ব্বস্যৈবেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই কথার পর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো! দেবগণও এবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহাদেরও যে, এবিষয়ে সংশয় আছে, এইরূপ কথা আপনার নিকটই শ্রবণ করিলাম, আর যেহেতু আপনিও এই আত্ম-তত্ত্বকে সুজ্ঞেয় নয়, বলিতেছেন, অতএব ইহা যখন পণ্ডিতগণেরও অবিজ্ঞেয়, তখন অন্বেষণ করিয়াও এই ধর্ম্মতত্ত্বের বক্তা আপনকার সদৃশ অপর কোন পণ্ডিতকে লাভ করা যাইবে না। অথচ এই বরই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির (মোক্ষ-লাভের) [একমাত্র] উপায়; অতএব ইহার তুল্য অন্য কোনও বর নাই। অভিপ্রায় এই যে, অন্য সমস্তেরই ফল যখন অনিত্য; তখন অন্য কোন বরই ইহার সদৃশ হইতে পারে না॥ ২২॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব;
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি॥ ২৩॥

[মৃত্যুঃ নচিকেতসম্ আত্মবিদ্যাধিকার-পরীক্ষার্থং পুনরপি প্রলোভয়ন্ আহ],—শতায়ুষ ইত্যাদি। [হে নচিকেতঃ! ত্বং] শতায়ুষঃ (শতং বর্ষাণি আয়ূংষি যেষাং, তান্)—পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, (প্রার্থয়স্ব), তথা বহূন্ পশূন্ (গবাদীন্), হস্তি-হিরণ্যং (হস্তী চ হিরণ্যং চ, তৎ), অশ্বান্, ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) মহৎ (বিস্তীর্ণম্) আয়তনম্ (সাম্রাজ্যমিত্যর্থঃ) বৃণীষ্ব। স্বয়ং চ (স্বয়মপি) যাবৎ শরদঃ (বর্ষাণি) [জীবিতুম্] ইচ্ছসি, [তাবৎ] জীব (শরীরং ধারয়)॥

নচিকেতার আত্মবিজ্ঞানে অধিকার আছে কিনা, ইহার পরীক্ষার্থ পুনশ্চ প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক যম বলিতে লাগিলেন,—হে নচিকেতঃ! তুমি শতবর্ষ-জীবী পুত্র-পৌত্র, বহু গবাদি পশু, হস্তী, সুবর্ণ ও অশ্ব সমূহ প্রার্থনা কর। পৃথিবীর

বিশাল আয়তন, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর; এবং নিজেও যত বৎসর ইচ্ছা কর, জীবন ধারণ কর ॥২৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবমুক্তোঽপি পুনঃ প্রলোভয়ন্নুবাচ মৃত্যুঃ,—শতায়ুষঃ—শতং বর্ষাণি আয়ূংষি যেষাং তান্ শতায়ুষঃ, পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব। কিঞ্চ, গবাদিলক্ষণান্ বহূন্ পশূন্, হস্তিহিরণ্যং—হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ হস্তিহিরণ্যম্, অশ্বাংশ্চ। কিঞ্চ, ভূমেঃ পৃথিব্যাঃ মহৎ বিস্তীর্ণম্ আয়তনম্ আশ্রয়ং—মণ্ডলং সাম্রাজ্যং * বৃণীষ্ব। কিঞ্চ, সর্ব্বমপি এতদনর্থকং স্বয়ং চেৎ অল্পায়ুরিতাত আহ,—স্বয়ঞ্চ ত্বং জীব—ধারয শরীরং সমগ্রেন্দ্রিয়কলাপং, শরদো বর্ষাণি যাবদিচ্ছসি জীবিতুমিত্যর্থঃ।২৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যু পুনশ্চ প্রলোভন-প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—শতবর্ষ পরিমিত যাহাদের আয়ুঃ (জীবনকাল), এবংবিধ অর্থাৎ শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্রগণ প্রার্থনা কর। অপিচ গো প্রভৃতি বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য (সুবর্ণ) এবং অশ্বসমূহ (প্রার্থনা কর)। আর ভূমির অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ আয়তন আশ্রয় বা মণ্ডল, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর। আরও এক কথা, নিজে অল্পায়ুঃ হইলে এই সমস্তই বৃথা বা বিফল; এই কারণে বলিলেন যে, তুমি নিজেও যত বৎসর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা কর, [ততবৎসর] বাঁচিয়া থাক, অর্থাৎ সমগ্র ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন শরীর ধারণ কর ॥ ২৩ ॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং,
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি,
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪ ॥

হে নচিকেতঃ! [ত্বং] যদি এতত্তুল্যং (মৎপ্রদত্ত-বরতুল্যম্, আত্মতত্ত্ব-সদৃশং বা অপরং কঞ্চন) বরং মন্যসে, [তদা তমপি] বৃণীষ্ব। [অপিচ,] বিত্তং,

* 'সাম্রাজ্যং রাজ্যম্' 'ইতি কচিৎ, 'মণ্ডলং রাজ্যম' ইতি চ কচিৎ পাঠো দৃশ্যতে।

চিরজীবিকাং (চিরজীবিত্বং) চ [বৃণীষ্ব]। [যদ্বা, হে নচিকেতঃ! ত্বং যদি চিরজীবিকাং (দীর্ঘকালজীবনধারণহেতুভূতং) বিত্তং (ধনং) চ এতত্তুল্যং বরং মন্যসে, তর্হি তমপি বৃণীষ্ব ইত্যর্থঃ]। [আদরাতিশয়খ্যাপনার্থং প্রাগুক্তস্য পুনরুক্তিঃ।] মহাভূমৌ (বিস্তীর্ণভূমিভাগে) ত্বম্ এধি (রাজা ভব ইত্যাশয়ঃ)। ত্বা (ত্বাং) কামানাং (দিব্যানাং মানুষাণাং চ কাম্যমানানাং) কামভাজং (কামভাগিনং) করোমি [অহমিতি শেষঃ]॥

হে নচিকেতঃ! তুমি যদি ইহার অনুরূপ অপর বর (প্রার্থনীয়) আছে, মনে কর; তাহা হইলে তাহাও প্রার্থনা করিতে পার; এবং দীর্ঘজীবন ও জীবন-রক্ষার্থ প্রভূত বিত্তও প্রার্থনা করিতে পার। হে নচিকেতঃ! তুমি বিস্তীর্ণ ভূমিতে থাক, অর্থাৎ ঐরূপ ভূভাগের রাজা হও। আমি তোমাকে স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত কাম্যফলের ভোগভাগী করিতেছি॥২৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতত্তুল্যম্ এতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশম্ অন্যমপি যদি মন্যসে বরম্, তমপি বৃণীষ্ব। কিঞ্চ, বিত্তং প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি, চিরজীবিকাঞ্চ সহ বিত্তেন বৃণীষ্বেত্যেতৎ। কিং বহুনা, মহাভূমৌ মহত্যাং ভূমৌ রাজা নচিকেতস্ত্বমেধি ভব। কিঞ্চান্যৎ, কামানাং দিব্যানাং মানুষাণাঞ্চ ত্বা ত্বাং কামভাজং কামভাগিনং কামার্হং করোমি; সত্যসঙ্কল্পো হ্যহং দেব ইতি ভাবঃ॥ ৪।

ভাষ্যানুবাদ।

[হে নচিকেতঃ! তুমি] যদি এতৎ-তুল্য অর্থাৎ কথিত বরের সদৃশ অন্য বরও আছে, মনে কর; তাহাও প্রার্থনা কর। অপিচ, বিত্ত অর্থাৎ প্রভূত সুবর্ণ-রত্নাদি বিত্তের সহিত চিরজীবিকা (দীর্ঘজীবন) অথবা বংশানুক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বিত্ত প্রার্থনা কর। আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি? হে নচিকেতঃ! তুমি মহাভূমিতে অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ভূমিতে রাজা হও। আরও এক কথা, দেবতা ও মনুষ্যের উপভোগ্য যত প্রকার কাম্য পদার্থ আছে, আমি তোমাকে সেই কামভাগী অর্থাৎ কাম ভোগের উপযুক্ত করিতেছি। অভিপ্রায় এই যে, আমি

সত্য-সংকল্প দেবতা, অর্থাৎ তুমি জানিয়া রাখ, আমি ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥

যে যে কামা দুর্ল্লভা মর্ত্ত্যলোকে,
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব,
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫ ॥

যে যে ইতি। [অপিচ] মর্ত্ত্যলোকে (ভূলোকে, মানুষদেহে বা)। যে যে কামাঃ (প্রার্থনীয়াঃ) দুর্ল্লভাঃ (দুঃখেন লব্ধুং শক্যাঃ), [তান্] সর্ব্বান্ কামান্ (ভোগ্যবস্তূনি) ছন্দতঃ (স্বেচ্ছানুসারেণ) প্রার্থয়স্ব। কিঞ্চ, ইমাঃ রূপশীলাদিগুণবত্যঃ সরথাঃ (রথস্থাঃ), সতূর্য্যাঃ (বাদিত্রাদিসমন্বিতাঃ) রামাঃ (রময়ন্তি প্রীণয়ন্তি পুরুষান্ ইতি রামাঃ স্ত্রিয়ঃ অপ্সরসো বা [বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ]। ঈদৃশাঃ (এবংবিধা রামাঃ) [অস্মদাদ্যনুগ্রহং বিনা] মনুষ্যৈঃ (নরৈঃ) নহি লম্ভনীয়াঃ (নৈব লভ্যা ইত্যর্থঃ)। [তদুপযোগম্ আহ]—হে নচিকেতঃ! আভিঃ (রথাদ্যুপেতাভিঃ) মৎপ্রত্তাভিঃ (মদ্দত্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ) পরিচারয়স্ব (আত্মানং সেবয়)। মরণং (মরণবিষয়কং প্রশ্নং) মানুপ্রাক্ষীঃ (নৈবং পৃচ্ছেত্যর্থঃ) [তস্য দুর্ব্বাচ্যত্বাদিতি ভাবঃ]॥

অপিচ, [হে নচিকেতঃ!] মর্ত্ত্যলোকে যে সকল পদার্থ প্রার্থনীয় অথচ দুর্ল্লভ; তুমি স্বেচ্ছানুসারে সে সমুদয় প্রার্থনা কর। [দেখ] রথস্থ ও বাদিত্রাদি-সমন্বিত; এই রমণী বা অপ্সরোগণ রহিয়াছে। এরূপ রমণীগণ মনুষ্যের লাভ করা সম্ভব নহে। আমার প্রদত্ত এই রমণীগণ দ্বারা নিজের পরিচর্য্যা করাও। হে নচিকেতঃ! মরণবিষয়ক প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও না ॥ ২৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে যে কামাঃ প্রার্থনীয়া দুর্ল্লভাশ্চ মর্ত্ত্যলোকে, সর্ব্বান্ তান্ কামান্ ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ প্রার্থয়স্ব। কিঞ্চ, ইমাঃ দিব্যা অপ্সরসঃ, রময়ন্তি পুরুষানিতি রামাঃ, সহ রথৈর্ব্বর্ত্তন্তে ইতি সরথাঃ, সতূর্য্যাঃ সবাদিত্রাঃ তাশ্চ ন হি লম্ভনীয়াঃ প্রাপণীয়াঃ ঈদৃশা, এবংবিধা

মনুষ্যৈঃ মর্ত্ত্যৈঃ অস্মদাদিপ্রসাদমন্তরেণ। আভিঃ মৎপ্রত্তাভিঃ ময়া দত্তাভিঃ পরিচারিকাভিঃ পরিচারয় আত্মানম্—পাদপ্রক্ষালনাদিশুশ্রূষাং কারয় আত্মন ইত্যর্থঃ। হে নচিকেতঃ মরণং মরণসম্বদ্ধং প্রশ্নং—প্রেত্যাস্তি নাস্তীতি কাকদন্তপরীক্ষারূপং মা অনুপ্রাক্ষীঃ মৈবং প্রষ্টুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

মর্ত্ত্যলোকে যাহা যাহা কাম্য অর্থাৎ মনুষ্যের প্রার্থনীয়, অথচ দুর্লভ, [হে নচিকেতঃ ! তুমি] তৎসমুদয় ইচ্ছামত প্রার্থনা কর। আর [দেখ] পুরুষের প্রীতিকর এই দিব্য অপ্সরোগণ বাদ্যযন্ত্রসহকারে রথের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে; ঈদৃশ রমণীগণ অস্মদীয় অনুগ্রহ ব্যতীত মনুষ্যগণের লাভযোগ্য হয় না। আমার প্রদত্ত এই সকল পরিচারিকাদ্বারা পরিচর্য্যা করাও, অর্থাৎ নিজের পাদপ্রক্ষালনাদি শুশ্রূষাকার্য্য করাও। হে নচিকেতঃ! কাকদন্ত-পরীক্ষার ন্যায় অনাবশ্যক, 'মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না' এই মরণ-বিষয়ক প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৫ ॥

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে ॥ ২৬ ॥

[এবং প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতাঃ অক্ষুব্ধ এব শতায়ুষ ইত্যাদেঃ উত্তরমাহ—শ্ব ইত্যাদিনা।]—হে অন্তক ! (মৃত্যো) [ত্বয়া উপন্যস্তাঃ পুত্রাপ্সরঃপ্রভৃতয়ঃ ভোগাঃ] শ্বোভাবাঃ (শ্বঃ-আগামিনি দিনে স্থাস্যতি বা নবা ভাবঃ সত্তা যেষাং, তথাভূতাঃ), [তথা] মর্ত্ত্যস্য (মনুষ্যস্য) যদেতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ (বীর্য্যং), [তৎ] জরয়ন্তি (শিথিলীকুর্ব্বন্তি)। [অতঃ- ত্বয়োক্তা ভোগা অনর্থায় এব সম্পদ্যন্তে ইতি ভাবঃ] ; [যদপি স্বয়ং চ জীবেত্যাদ্যুক্তং, তস্যোত্তরমাহ],—সর্ব্বম্ অপি [কিং বহুনা-ব্রহ্মণোঽপি] জীবিতম্ (আয়ুঃ) অল্পমেব [পরিমিতত্বাদিত্যাশয়ঃ]। [ইমা রামা

ইত্যস্যোত্তরমাহ—তবৈবেতি] ; বাহাঃ (অশ্বরথাদয়ঃ) তবৈব [সন্তু], নৃত্য-গীতে চ তব [এব স্তাম্] ॥

[নচিকেতা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যমকর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও চঞ্চল না হইয়া যমের কথায় উত্তর দিতে লাগিলেন। নচিকেতা বলিলেন],—হে অন্তক! (যম!) [আপনি পুত্র অপ্সরা প্রভৃতি যে সমুদয় ভোগ্যবস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই] শ্বোভাব অর্থাৎ কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে কি না, সন্দেহের বিষয়, এবং মর্ত্ত্যের অর্থাৎ মরণশীল মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিকে জীর্ণ করিয়া দেয়। [আর যে দীর্ঘজীবনের কথা বলিয়াছেন, সেই] সমস্ত জীবন—[এমন কি ব্রহ্মার জীবন পর্য্যন্ত] নিশ্চয়ই অল্প। [অতএব] বাহ অর্থাৎ অশ্ব-রথাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, নৃত্যগীতও আপনকারই থাকুক [আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই] ॥২৬॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মৃত্যুনা এবং প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতা মহাহ্রদবদক্ষোভ্য আহ,—শ্বো-ভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতি সন্দিহ্যমান এব যেষাং ভাবো ভবনং,—ত্বয়োপন্য-স্তানাং ভোগানাং, তে শ্বোভাবাঃ। কিঞ্চ, মর্ত্ত্যস্য মনুষ্যস্য অন্তক—হে মৃত্যো যদেতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ, তৎ জরয়ন্তি অপক্ষপয়ন্তি। অপ্সরঃপ্রভৃতয়ো ভোগাঃ অনর্থায়ৈবৈতে ধর্ম্মবীর্য্যপ্রজ্ঞাতেজোযশঃপ্রভৃতীনাং ক্ষপয়িতৃত্বাৎ। যাং চাপি দীর্ঘজীবিকাং ত্বং দিৎসসি, তত্রাপি শৃণু,—সর্ব্বং—যদ্ব্রহ্মণোঽপি জীবিতম্ আয়ুঃ অল্পমেব, কিমুতাস্মদাদিদীর্ঘজীবিকা। অতস্তবৈব তিষ্ঠন্তু বাহাঃ রথাদয়ঃ, তথা তব নৃত্যগীতে চ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

নচিকেতা এইরূপ প্রলোভিত হইয়াও সমুদ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধভাবে বলিতে লাগিলেন,—হে অন্তক (যম!) আপনি যে সকল ভোগ্য বস্তুর উপন্যাস করিয়াছেন, সে সকলের ভাব অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব কল্য থাকিবে কি থাকিবে না—সন্দেহের বিষয়; [অতএব সে সকল বস্তু] শ্বোভাব। আরও এক কথা,—অপ্সরা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহ মর্ত্ত্যের (মনুষ্যের) এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গত তেজঃ (শক্তি), তাহাকে

জীর্ণ করে, অর্থাৎ ক্ষয়োন্মুখ করে। ধর্ম্ম, বীর্য্য, জ্ঞান, তেজঃ ও যশ প্রভৃতিকে ক্ষয় করে বলিয়া, এ সমস্ত বস্তু অনর্থেরই কারণ। আর আপনি যে সুদীর্ঘ জীবন দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতেও বলিতেছি শ্রবণ করুন ; সমস্ত জীবন, অধিক কি, ব্রহ্মার যে জীবন বা আয়ুঃ, তাহাও যখন নিশ্চয়ই অল্প, তখন আমাদের ন্যায় লোকদিগের আর কথা কি ? অতএব, রথাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, এবং নৃত্য-গীতও আপনকারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭ ॥

[বৃণীষ্ব বিত্তমিত্যাদেরুত্তরমাহ—ন বিত্তেনেতি।]—মনুষ্যঃ বিত্তেন (ধনেন) ন তর্পণীয়ঃ (আপ্যায়নীয়ঃ প্রার্থনীয়ঃ) [ইত্যাহ], লপ্স্যামহ ইতি। ত্বা (ত্বাং) চেদ্ অদ্রাক্ষ্ম (দৃষ্টবন্তঃ স্মঃ) তর্হি] বিত্তং লপ্স্যামহে। ত্বং যাবৎ ঈশিষ্যসি (যামে পদে প্রভুঃ স্থাস্যসি) তাবৎ জীবিষ্যামঃ [বয়মিতি শেষঃ] ; [তাবৎ তব প্রভুত্বাদিতি ভাবঃ] [অতঃ তদ্বিষয়ে পৃথক্ প্রার্থনমনুচিতম্]। [তস্মাৎ] বরস্তু (বরঃ পুনঃ) স এব (প্রাগ্যাচিতঃ এব) মে (মম) বরণীয়ঃ (প্রার্থনীয়ঃ), [নান্যঃ সংসারগোচর ইত্যাশয়ঃ] [তু শব্দঃ অস্য বরস্য সর্ব্বাতিশায়িতাদ্যোতকঃ] ॥

[এখন নচিকেতা যথোক্ত "বৃণীষ্ব বিত্তম্" ইত্যাদি বাক্যের উত্তর দিতেছেন] —মনুষ্য বিত্ত বা ধনদ্বারা তর্পণীয় (তৃপ্তিলাভের যোগ্য) হইতে পারে না। [বিশেষতঃ] আপনাকে যখন দর্শন করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই বিত্তলাভ করিব। আর আপনি যে পর্য্যন্ত যমপদের প্রভু থাকিবেন, আমরা তাবৎকাল নিশ্চয়ই জীবিত থাকিব। তাহার জন্য আর প্রার্থনায় প্রয়োজন নাই]। অতএব, আমার প্রথমোক্ত বরই প্রার্থনীয় ॥ ২৭ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ ন প্রভূতেন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। ন হি লোকে বিত্তলাভঃ

কস্যচিৎ তৃপ্তিকরো দৃষ্টঃ। যদি নাম অস্মাকং বিত্ততৃষ্ণা স্যাৎ, লপ্স্যামহে প্রাপ্স্যামহে বিত্তম্ অদ্রাক্ষ্ম দৃষ্টবন্তো বয়ং চেৎ ত্বা ত্বাম্; জীবিতমপি তথৈব; জীবিষ্যামঃ যাবদ্ যাম্যে পদে ত্বম্ ঈশিষ্যসি—ঈশিষ্যসে প্রভুঃ স্যাঃ। কথং হি মর্ত্ত্যঃ ত্বয়া সমেত্য অল্পধনায়ুর্ভবেৎ? বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব, যদাত্মবিজ্ঞানম্॥ ২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা, মনুষ্য প্রচুরতর ধন দ্বারা তর্পণীয় (হয়) না। কারণ, জগতে বিত্তলাভ কাহারও পক্ষে তৃপ্তিকর হইতে দেখা যায় নাই। আমাদের যদি ধন-তৃষ্ণা থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাহা পাইব; কারণ—আপনাকে দর্শন করিয়াছি; জীবনের সম্বন্ধেও সেইরূপই,—আপনি যে পর্য্যন্ত যম-রাজ্যে ঈশ্বর—প্রভু থাকিবেন; কেন না, মর্ত্ত্যজন আপনার সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া কেনই বা অল্পধন ও অল্পায়ুঃ হইবে? সেই যে, (পূর্ব্ব কথিত) আত্ম-বিজ্ঞান, তাহাই কিন্তু আমার প্রার্থনীয় বর॥ ২৭॥

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি-প্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥ ২৮॥

[পূর্ব্বোক্তমেব বিবৃণোতি—অজীর্য্যতামিতি]।—[হে মৃত্যো!] ক্বধঃস্থঃ (কুঃ পৃথিবী, অধঃ অন্তরিক্ষলোকাপেক্ষয়া, তস্যাং তিষ্ঠতীতি ক্বধঃস্থঃ) কো জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ (জরামরণসম্পন্নঃ জনঃ) অজীর্য্যতাং (জরারহিতানাং) অমৃতানাং (দেবানাং) [সকাশম্] উপেত্য প্রজানন্ (আত্মনঃ উৎকৃষ্টং প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যমস্তীতি বিদ্বান্ সন্) বর্ণরতিপ্রমোদান্—(বর্ণো ব্রাহ্মণাদিঃ, দেহগতশোভাবিশেষো বা। রতিঃ বিষয়ানুভবজং সুখং প্রমোদঃ প্রকৃষ্টবিষয়ানুভবজং সুখম্ এতান্ পূর্ব্বানুভূতান্ ইদানীং নিবৃত্তান্ বিষয়ান্ অপ্সরঃপ্রভৃতীন্ বা) অভিধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্ অনবস্থিততয়া

নিরূপয়ন্) অতিদীর্ঘে জীবিতে রমেত [ন কোঽপীত্যর্থঃ]। [বয়োঽধিকত্বে জরাদ্যাপত্ত্যা ভোগশক্তেরভাবাৎ প্রত্যুত ক্লেশ এব ভবেদিতি ভাবঃ]॥

নচিকেতা পূর্ব্বোক্ত কথাই পুনর্ব্বার বিবৃত করিতেছেন,—হে মৃত্যো! ভূতলস্থ, জরা-মরণশালী কোন্ লোক জরামরণহীন দেবগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, অপ্সরা প্রভৃতি বর্ণ-রতি-প্রমোদ সমূহকে অর্থাৎ শরীর-শোভা ক্রীড়া ও তজ্জনিত সুখকে অস্থির অনিত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি-য়াও অতিশয় দীর্ঘজীবনে আনন্দ অনুভব করে ?॥ ২৮॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যতশ্চ অজীর্য্যতাং বয়োহানিমপ্রাপ্নুবতাম্ অমৃতানাং সকাশম্ উপেত্য উপগম্য আত্মন উৎকৃষ্টং প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যম্, তেভ্যঃ প্রজানন্ উপলভমানঃ স্বয়ন্তু জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ—জরামরণবান্, ক্বধঃস্থঃ—কুঃ পৃথিবী, অধশ্চাসাবন্তরিক্ষাদিলোকাপেক্ষয়া, তস্যাং তিষ্ঠতীতি ক্বধঃস্থঃ সন্ কথমেবমবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ং পুত্রবিত্তহিরণ্যাদ্যস্থিরং বৃণীতে। 'ক্ব তদাস্থঃ' ইতি বা পাঠান্তরম্। অস্মিন্ পক্ষে চ এবমক্ষরযোজনা—তেষু পুত্রাদিষু আস্থা আস্থিতিঃ তাৎপর্য্যেণ বর্ত্তনং যস্য, স তদাস্থঃ। ততোঽধিকতরং পুরুষার্থং দুষ্প্রাপমপি অভিপ্রেপ্সুঃ ক্ব তদাস্থো ভবেৎ ? ন কশ্চিৎ তদসারজ্ঞঃ তদর্থী স্যাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বো হি উপর্য্যুপর্য্যেব বুভূষতি লোকঃ, তস্মান্ন পুত্রবিত্তাদিলোভৈঃ প্রলোভ্যোঽহম্। কিঞ্চ অপ্সরঃপ্রমুখান্ বর্ণরতিপ্রমোদান্ অনবস্থিতরূপতয়া অভিধ্যায়ন্ নিরূপয়ন্ যথাবৎ অতি দীর্ঘে জীবিতে কো বিবেকী রমেত ?

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু অজীর্য্যৎ অর্থাৎ বয়সের হানি (জরাপ্রাপ্তি)-রহিত অমৃত দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিজের অন্য প্রকার উৎকৃষ্ট প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া উচিত, ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং নিজে জীর্য্যৎ ও মর্ত্ত্য অর্থাৎ জরা-মরণসম্পন্ন ও ক্বধঃস্থ হইয়া,—'কু' অর্থ পৃথিবী, উহা অন্তরীক্ষের নিম্নবর্ত্তী; সুতরাং 'অধঃ' শব্দবাচ্য, সেই ক্বধে অর্থাৎ পৃথিবীতলে বাস করিয়া কিরূপে অজ্ঞ-জনপ্রার্থনীয় ও অনিত্য পুত্র, বিত্ত ও হিরণ্য প্রভৃতি বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে ? [ক্বধঃস্থ স্থানে] 'ক্ব তদাস্থঃ' পাঠান্তর আছে। এই

পক্ষে ইহার শব্দার্থ এইরূপ, সেই সকলে (পুত্রাদিতে) আস্থা—স্থিতি অর্থাৎ তন্ময়ভাবে অবস্থিতি যাহার, সেই লোক 'তদাস্থ'। সেই পুত্রাদি অপেক্ষাও অধিকতর, অথচ দুর্লভ পুরুষার্থ পাইতে ইচ্ছুক লোক কোথায় 'তদাস্থ' হয়? অভিপ্রায় এই যে, যে লোক সার পদার্থ জানে না, সে-ই ঐ সকল বিষয়ের প্রার্থী হইয়া থাকে; কারণ, সমস্ত লোকই উত্তরোত্তর উন্নত হইতে ইচ্ছা করে; অতএব আমি পুত্রাদির প্রলোভনে প্রলোভ্য নহি। আরও কথা,—বর্ণ-রতি-প্রমোদ অর্থাৎ শরীর-শোভা, ক্রীড়া-কৌতুকও প্রমোদ-পরায়ণ অপ্সরাপ্রভৃতিকে যথাযথরূপে অর্থাৎ উৎপত্তি-ধ্বংসশীল অনিত্যরূপে অবগত হইয়া কোন্ বিবেচক পুরুষ অতিদীর্ঘ জীবনে প্রীতি অনুভব করে? ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী ॥১॥১॥

[নচিকেতাঃ প্রকৃতপ্রশ্নার্থং স্মারয়ন্ স্বাভিপ্রায়মাহ যস্মিন্নিতি]।—হে মৃত্যো! [ময়া প্রার্থিতং] যস্মিন্ (বিষয়ে) ইদম্ (আত্মা অস্তি ন বেতি) যৎ (যস্মাৎ) বিচিকিৎসন্তি (সন্দিহতে জনাঃ), তৎ (তদেব আত্মতত্ত্বং) মহতি সাম্পরায়ে (পরলোকবিষয়ে) [মোক্ষার্থং মহাপ্রয়োজনায়] নঃ (অস্মভ্যং) ব্রূহি (উপদিশ)। [সাম্পরায়পদস্য শ্রেয়োমাত্রসাধারণ্যাৎ মুক্ত্যর্থত্বলাভায় মহতীত্যুক্তম্]। যোঽয়ং বরঃ (আত্মতত্ত্বোক্তিপ্রার্থনরূপঃ) গূঢ়ং (গূঢ়ত্বং গোপ্যতাম্) অনুপ্রবিষ্টঃ (প্রাপ্তঃ), তস্মাৎ (বরাৎ) অন্যং (বরং) নচিকেতা ন বৃণীতে ইতি ॥ ২৯ ॥

এখন নচিকেতা প্রকৃত প্রশ্নের কথা যমকে স্মরণ করাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছেন,—হে মৃত্যো! যেহেতু আত্মার পরলোকাস্তিত্ব সম্বন্ধে লোক

সংশয় করিয়া থাকে ; অতএব পারলৌকিক মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন ; যে আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক বরটি অতিশয় গোপনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন ; [জানিবেন], নচিকেতা ঐ বর ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করে না ॥ ২৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতো বিহায় অনিত্যৈঃ কামৈঃ প্রলোভনং, যৎ ময়া প্রার্থিতম্ ;—যস্মিন্ প্রেতে ইদং বিচিকিৎসনং বিচিকিৎসন্তি অস্তি নাস্তীত্যেবংপ্রকারম্। হে মৃত্যো সাম্পরায়ে পরলোকবিষয়ে মহতি মহৎপ্রয়োজননিমিত্তে আত্মনো নির্ণয়বিজ্ঞানং যৎ তদ্ব্রূহি কথয় নোঽস্মভ্যম্। কিং বহুনা, যোঽয়ং প্রকৃতাত্মবিষয়ো বরো গূঢ়ং গহনং দুর্ব্বিবেচনং প্রাপ্তোঽনুপ্রবিষ্টঃ, তস্মাৎ বরাদন্যম্ অবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ম্ অনিত্যবিষয়ং বরং নচিকেতা ন বৃণীতে মনসাপীতি শ্রুতের্ব্বচনমিতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎপ্রণীতে কঠোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-বল্লী-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতএব অনিত্য কাম্যফলে প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি—সেই প্রেত বা মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা সংশয় আছে ; অর্থাৎ [পরলোক] আছে, কি নাই ; লোকে এবম্প্রকার সংশয় করিয়া থাকে। হে মৃত্যো ! পরলোকে মহা প্রয়োজন বা অভীষ্ট সাধনের উপযোগী যে আত্ম-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, তাহা আমাদের উদ্দেশে উপদেশ করুন। আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি ? এই যে প্রস্তাবিত আত্ম-তত্ত্ববিষয়ক বর, যাহা অত্যন্ত গহন বা চিন্তার অগম্যভাবাপন্ন, তদ্‌ব্যতীত—যাহা বিবেকহীন পুরুষের প্রার্থনাযোগ্য অনিত্য বিষয়ে বর, নচিকেতা তাহা মনে মনেও প্রার্থনা করে না। এই অংশটুকু শ্রুতির কথা ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়া বল্লী।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি, হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥

[দীয়মানপি পুত্রাদিকামং হিত্বা আত্ম-বিদ্যামেব যাচমানস্য নচিকেতসঃ বৈরাগ্যম্ আত্মবিদ্যাগ্রহণযোগ্যতাংচ অনুভূয় আত্ম-তত্ত্বম্ উপদিদিক্ষুঃ প্রথমং বিদ্যাবিদ্যয়োঃ গুণ-দোষৌ আহ যমঃ অন্যদিত্যাদিনা]।—শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মজ্ঞানম্) অন্যৎ (পৃথক্), প্রেয়ঃ উত (প্রিয়তমং দারাপত্যাদিকাম্যমানং বস্ত্বপি) অন্যৎ এব। তে উভে (শ্রেয়ঃপ্রেয়সী) নানার্থে (ভিন্নপ্রয়োজনকে মোক্ষ-ভোগ সাধকে) পুরুষং (দেহিনং) সিনীতঃ (বধ্নীতঃ) [মোক্ষায় অভ্যুদয়ায় চ পুরুষপ্রবৃত্তেঃ ইত্যর্থঃ]। [ততঃ কিমিত্যত আহ], তয়োঃ (শ্রেয়ঃপ্রেয়সোর্মধ্যে) শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মবিদ্যাম্) আদদানস্য (উপাসীনস্য) সাধু (ভদ্রং সংসারমোচনরূপং) ভবতি। য উ (যঃ পুনঃ) প্রেয়ঃ (দারাপত্যাদিকামং) বৃণীতে (উপাদত্তে) [সঃ] অর্থাৎ (পরমপুরুষার্থাৎ) হীয়তে (হীনো ভবতি), [ভবপাশৈঃ এব বদ্ধো ভবতীত্যাশয়ঃ]।

[পুত্রাদি কাম্য-পদার্থনিচয় প্রদান করিলেও নচিকেতা তৎসমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মবিদ্যাই প্রার্থনা করিতেছে দর্শন করিয়া, যমরাজ আত্ম-বিদ্যা উপদেশের ইচ্ছায় প্রথমতঃ বিদ্যা ও অবিদ্যায় গুণ ও দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে,]—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম-কল্যাণময় আত্ম-জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রেয়ঃ হইতে পৃথক্ এবং প্রেয়ঃও (পুত্র-বিত্তাদি অর্থও) অন্য বা পৃথক্। তদুভয়ের প্রয়োজনও বিভিন্নরূপ, অর্থাৎ শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তিলাভ, আর প্রেয়ের প্রয়োজন অভ্যুদয় লাভ। এই উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে। যিনি তদুভয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যিনি প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তিনি প্রকৃত পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে বিচ্যুত হন॥ ৩০। ১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরীক্ষ্য শিষ্যং বিদ্যাযোগ্যতাঞ্চ অবগম্যাহ—অন্যৎ পৃথগেব শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং, তথা অন্যৎ উতৈব অপি চ প্রেয়ঃ প্রিয়তরমপি; তে প্রেয়ঃশ্রেয়সী উভে নানার্থে ভিন্নপ্রয়োজনে সতী পুরুষমধিকৃতং বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টং সিনীতঃ বধ্নীতঃ; তাভ্যাং বিদ্যাবিদ্যাভ্যাম্ আত্মকর্ত্তব্যতয়া প্রযুজ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। শ্রেয়ঃ-প্রেয়সোর্হি অভ্যুদয়ামৃতত্বার্থী পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে। অতঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপ্রয়োজন-কর্ত্তব্যতয়া তাভ্যাং বদ্ধ ইত্যুচ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। তে যদ্যপি একৈকপুরুষার্থসম্বন্ধিনী, [তথাপি] বিদ্যা-বিদ্যারূপত্বাদ্‌বিরুদ্ধে; ইত্যন্যতরাপরিত্যাগেন একেন পুরুষেণ সহানুষ্ঠাতুমশক্যত্বাৎ তয়োর্হিত্বা অবিদ্যারূপং প্রেয়ঃ, শ্রেয় এব কেবলম্ আদদানস্য উপাদানং কুর্ব্বতঃ সাধু শোভনং শিবং ভবতি। যস্তু অদূরদর্শী বিমূঢ়ো হীয়তে বিযুজ্যতে অর্থাৎ পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনান্নিত্যাৎ প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? য উ প্রেয়ো বৃণীতে উপাদত্তে ইত্যেতৎ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যমরাজ [এইরূপে] শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া এবং তাহার বিদ্যাগ্রহণের যোগ্যতা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স একটি পৃথক্ (শ্রেয়ঃ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ), তেমনি প্রেয়ঃ অর্থাৎ লৌকিক প্রিয় পদার্থ সমূহও [নিঃশ্রেয়স অপেক্ষা] পৃথক্। সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই বিভিন্ন প্রযোজনের সাধক ; এই কারণে যিনি আপনাকে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মযুক্ত মনে করেন, তাদৃশ অধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া থাকে। বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, এতদুভয়ই পুরুষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে ; সমস্ত পুরুষ সেই নির্দ্দেশানুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য-বোধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ; কেন না, যিনি মোক্ষাভিলাষী, তিনি শ্রেয়ঃ-পথে, আর যিনি অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি উন্নত লোকাভিলাষী, তিনি প্রেয়ঃ-পথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উদ্দেশে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সমস্ত পুরুষকে তদুভয়ের দ্বারা আবদ্ধ বলা হইয়াছে। সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

যদিও [মোক্ষ ও অভ্যুদয়রূপ] বিভিন্নপ্রকার পুরুষার্থের সাধক হউক, তথাপি উহারা যখন বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপ, তখন নিশ্চয়ই পরস্পরে বিরুদ্ধ ; সুতরাং একই ব্যক্তি [ঐ দুইটির মধ্যে] একটি পরিত্যাগ না করিয়া কখনই এক সঙ্গে দুইটিরই অনুষ্ঠান করিতে পারে না ; (কাজেই দুইটির মধ্যে একটিকে ত্যাগ করিতে হইবে)। যে লোক তদুভয়ের মধ্যে অবিদ্যাত্মক প্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়। কিন্তু যিনি অদূরদর্শী মোহগ্রস্ত, তিনি নিত্য ও পারমার্থিক পুরুষার্থরূপ প্রয়োজন হইতে বিযুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হন। ইনি কে ? না,—যিনি [শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ,
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ৩১ । ২ ॥

[বিদ্বদবিদুষোঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়োগ্রহণপ্রভেদমাহ] শ্রেয়শ্চেতি। ['এতঃ' ইত্যত্র আ+ইতঃ ইতি পদচ্ছেদঃ]। [উক্তরূপং] শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ (দ্বে এব) মনুষ্যম্ এতঃ (প্রাপ্য তিষ্ঠতঃ)। ধীরো (জ্ঞানী) তৌ (শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃশব্দিতৌ বিদ্যা-বিদ্যারূপৌ) সম্পরীত্য (সম্যক্ আলোচ্য) বিবিনক্তি (শ্রেয়ঃ মোচকং, প্রেয়শ্চ বন্ধকমিতি নিশ্চিনোতি)। [এবং বিবিচ্য কিং করোতীত্যত আহ,—] ধীরো (বিবেকী) প্রেয়সঃ (প্রিয়তমান্ দারাপত্যাদিকামান্) অভি (অবজ্ঞায়) শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মবিদ্যাং) বৃণীতে। মন্দো (বিবেকহীনঃ) যোগক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্তকামপ্রাপ্তির্যোগঃ, তস্য পরিরক্ষণং ক্ষেমঃ, তন্নিমিত্ত) প্রেয়ঃ (ধনাদি) বৃণীতে (প্রার্থয়তে)। [বিবেকী গুণাতিশয়ং দৃষ্ট্বা শ্রেয়ো গৃহ্নাতি ; অবিবেকী তু আপাত রমণীয়ং প্রেয়ঃ এব গৃহ্নাতীতি ভাবঃ]॥

[এখন বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, উভয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-গ্রহণে পার্থক্য বলিতেছেন,—] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয় ;

জ্ঞানী জন আলোচনা করিয়া উভয়ের স্বরূপ (একটি বিদ্যাত্মক, অপরটি অবিদ্যাত্মক; এইরূপ) নির্দ্ধারণ করেন, এবং নির্দ্ধারণ করিয়া প্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন। আর অল্পবুদ্ধি লোক দেহাদি-রক্ষার্থ প্রেয়ঃ গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিবেকী গুণাধিক্য দর্শনে শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, আর অবিবেকী আপাত মনোরম প্রেয়ঃ (ধনাদি) গ্রহণ করে। ॥ ৩২। ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যুভে অপি কর্ত্তুং স্বায়ত্তে পুরুষেণ, কিমর্থং প্রেয় এবাদত্তে বাহুল্যেন লোক ইতি? উচ্যতে—সত্যং স্বায়ত্তে, তথাপি সাধনতঃ ফলতশ্চ মন্দবুদ্ধীনাং দুর্ব্বিবেকরূপে সতী ব্যামিশ্রীভূতে ইব মনুষ্যম্ এতঃ পুরুষম্ আ+ইতঃ প্রাপ্নুতঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ। অতো হংস ইবাম্ভসঃ পয়ঃ, তৌ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপদার্থৌ সম্পরীত্য সম্যক্ পরিগম্য মনসা সম্যক্ আলোচ্য গুরুলাঘবং বিবিনক্তি—পৃথক্ করোতি ধীরঃ ধীমান্। বিবিচ্য চ শ্রেয়ো হি শ্রেয় এব অভিবৃণীতে প্রেয়সোঽভ্যহিতত্বাৎ শ্রেয়সঃ। কোঽসৌ?—ধীরঃ। যস্তু মন্দোঽল্পবুদ্ধিঃ, স সদসদ্বিবেকাসামর্থ্যাৎ যোগক্ষেমাদ্ যোগক্ষেমনিমিত্তং শরীরাদ্যুপচয়-রক্ষণনিমিত্তমিত্যেতৎ, প্রেয়ঃ পশুপুত্রাদিলক্ষণং বৃণীতে॥ ৩১। ২॥

ভাষ্যানুবাদ।

[ভাল,] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েরই অনুষ্ঠান করা যদি পুরুষের ইচ্ছাধীন হয়, তবে অধিকাংশ লোকই প্রেয়ঃ গ্রহণ করে কেন? [উত্তর] বলা যাইতেছে,—উভয়ই নিজের আয়ত্ত বটে, কিন্তু আয়ত্ত হইলেও ঐ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, সাধন ও ফল উভয়েতেই অবিবিক্তরূপে—পরস্পর মিশ্রিত ভাবেই যেন পুরুষের সমীপে উপস্থিত হয়। অতএব ধীর ব্যক্তি জল হইতে দুগ্ধগ্রাহী হংসের মত সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃপদার্থ দুইটিকে মনে মনে উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া উভয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করেন, অর্থাৎ তদুভয়ের লাঘব ও গৌরবের বিশ্লেষণ করেন। এইরূপ বিচারের পর প্রেয়ঃ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া শ্রেয়ঃই গ্রহণ করেন। ইনি কে? না—ধীরব্যক্তি (ধৈর্য্য-সহকারে যাহার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে; সে)। আর যে

লোক অল্পবুদ্ধি, বিচারশক্তির অভাববশতঃ সে লোক যোগ-ক্ষেমের নিমিত্ত অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির বৃদ্ধি ও পরিরক্ষণোদ্দেশে পশু-পুত্রাদি-রূপ প্রেয়ঃ বস্তু প্রার্থনা করে ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্
অভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

[পুনরপি যমঃ নচিকেতসং প্রশংসন্ আহ—, স ত্বমিতি। হে নচিকেতঃ, স ত্বং (ময়া প্রলোভ্যমানোঽপি) প্রিয়ান্ (সম্বন্ধবশাৎ প্রীতিপ্রদান্ দারাপুত্রাদীন্), প্রিয়রূপান্ চ (স্বভাবতো রমণীয়ান্ গৃহারামক্ষেত্রাদীন্ চ) কামান্ (কাম্যমানান্) অভিধ্যায়ন্ (অস্থিরতয়া চিন্তয়ন্) অত্যস্রাক্ষীঃ (ত্যক্তবানভূরিত্যর্থঃ)। বিত্তময়ীং (সুবর্ণময়ীম্) এতাং (সন্নিহিততরাং) সৃঙ্কাং (মালাং) (যদ্বা কুৎসিতাং সংসারগতিং) ন অবাপ্তঃ (ন স্বীকৃতবান্ অসি)। [সৃঙ্কেয়মতিশ্লাঘ্যা, ইত্যাহ,—] বহবো মনুষ্যাঃ যস্যাং মজ্জন্তি (আসক্তা ভবন্তি)। [তাদৃশীমপি ময়া দীয়মানাং ন গৃহীতবান্ অসি, অতস্ত্বং মহাসত্ত্বোঽসি, ইতি ভাবঃ।]

[যমরাজ পুনশ্চ নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন],— হে নচিকেতঃ! সেই তুমি [আমা দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও] স্বভাবসৌন্দর্য্যে ও গুণে রমণীয় স্ত্রীপুত্রাদি কাম্য বিষয় সমূহকে অনিত্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ। বহুমূল্য এই সুবর্ণমালা, অথবা ক্লেশবহুল নিকৃষ্ট সংসারগতি প্রাপ্ত হও নাই। সাধারণতঃ বহু মনুষ্য যাহাতে মগ্ন হইয়া থাকে [অতএব তুমি মহাসত্ত্ব] ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স ত্বং পুনঃপুনর্ম্ময়া প্রলোভ্যমানোঽপি প্রিয়ান্ পুত্রাদীন্ প্রিয়রূপাংশ্চ অপ্সরঃ-প্রভৃতিলক্ষণান্ কামান্ অভিধ্যায়ন্ চিন্তয়ন্—তেষাম্ অনিত্যত্বাসারত্বাদিদোষান্, হে নচিকেতঃ! অত্যস্রাক্ষীঃ অতিসৃষ্টবান্ পরিত্যক্তবানসি ; অহো বুদ্ধিমত্তা তব। ন এতাম্ অবাপ্তবানসি সৃঙ্কাং সৃতিং কুৎসিতাং মূঢ়জনপ্রবৃত্তাং বিত্তময়ীং ধনপ্রায়াম্। যস্যাং সৃতৌ মজ্জন্তি সীদন্তি বহবঃ অনেকে মূঢ়াঃ মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

[যম বলিলেন ;] হে নচিকেতঃ ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন দেখাইলেও তুমি যে, প্রিয় (স্বভাবতঃ মনোরম) পুত্র প্রভৃতি ও প্রিয়রূপ (রূপে-গুণে মধুর) অপ্সরঃপ্রভৃতি কাম্যনিচয়কে (ভোগ্যসমূহকে) তাহাদের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষদর্শনে পরিত্যাগ করিয়াছ ; অহো তোমার আশ্চর্য্য বুদ্ধি ! মূঢ়জনের প্রবৃত্তি-জনক ধনবহুল এই কুৎসিত সৃঙ্কা অর্থাৎ সংসারগতি বা রত্নমাল্য গ্রহণ কর নাই। এই পথে একজন নহে—বহুতর মূঢ় মনুষ্য নিমগ্ন বা অবসন্ন হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

[শ্রেয়ঃ প্রেয়সোবিপরীতফলত্বং কুত ইত্যাকাঙ্ক্ষয়া তত্র হেতুং প্রদর্শয়ন্ নচিকেতসং স্তৌতি—] দূরমিতি। যা অবিদ্যা (বিদ্যাভিন্না) [ঐহিকসুখসাধনত্বেন] জ্ঞাতা, যা চ বিদ্যা (অমৃতত্বসাধনম্ ইতি) জ্ঞাতা], এতে দূরম্ (অতিশয়েন) বিপরীতে (অন্যোন্যপৃথক্স্বভাবে) [তদেব স্পষ্টয়তি—] বিষূচী (বিরুদ্ধফলহেতূ)। নচিকেতসং ত্বা (ত্বাং) বিদ্যাভীপ্সিনং (বিদ্যাভিকাঙ্ক্ষিণং) মন্যে (জানামি)। [যতঃ] বহবঃ কামাঃ [ত্বাং] ন অলোলুপন্ত (শ্রেয়ঃপথাৎ ন বিচালিতং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ)। [ত্বং কৈরপি কামৈঃ প্রলুব্ধো ন ভবসীতি ভাবঃ] ॥

[শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ, এতদুভয়ে বিরুদ্ধফল সমুৎপাদন করে কেন ? ইহার কারণপ্রদর্শনপূর্ব্বক নচিকেতার প্রশংসা করিতেছেন,—] এই যে, অবিদ্যা ও বিদ্যা পরিজ্ঞাত হইল ; এই উভয়ই বিপরীতস্বভাব ও বিরুদ্ধফলপ্রদ। [হে নচিকেতঃ !] তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি ; কারণ, [মৎপ্রদর্শিত] বহুতর কাম্য বস্তুও তোমার লোভ সমুৎপাদন করিতে পারে নাই। অর্থাৎ তোমাকে শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই] ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

"তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি, হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে" ইত্যুক্তম্। তৎ কস্মাৎ? যতো দূরং দূরেণ মহতা অন্তরেণ এতে বিপরীতে অন্যোন্যব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকাত্মকত্বাৎ তমঃ-প্রকাশাবিব। বিষূচী বিষূচ্যৌ নানাগতী ভিন্নফলে সংসার মোক্ষহেতুত্বেন ইত্যেতৎ। কে তে? ইত্যুচ্যতে—যা চ অবিদ্যা প্রেয়োবিষয়া, বিদ্যেতি চ শ্রেয়োবিষয়া জ্ঞাতা নির্জ্ঞাতা অবগতা পণ্ডিতৈঃ। তত্র বিদ্যাভীপ্সিনং বিদ্যার্থিনং নচিকেতসং ত্বামহং মন্যে। কস্মাৎ? যস্মাৎ অবিদ্বদ্বুদ্ধিপ্রলোভিনঃ কামাঃ অপ্সরঃপ্রভৃতয়ো বহবোঽপি ত্বা ত্বাং ন অলোলুপন্ত ন বিচ্ছেদং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমার্গাৎ আত্মোপভোগাভিবাঞ্ছাসম্পাদনেন। অতো বিদ্যার্থিনং শ্রেয়োভাজনং মন্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৩৩॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, 'তদুভয়ের মধ্যে শ্রেয়োগ্রাহীর মঙ্গল হয়, আর প্রেয়োগ্রাহী পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে ভ্রষ্ট হয়।' এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহার কারণ কি? [উত্তর],—যেহেতু এই উভয়ই অত্যন্ত ব্যবধানে বিপরীত অর্থাৎ এতদুভয়ের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক; কেন না শ্রেয়ঃ বস্তুটি বিবেক-স্বরূপ, আর প্রেয়ঃপদার্থটি অবিবেকস্বরূপ; সুতরাং আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় এই উভয়ই (শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ) পরস্পর পৃথক্-স্বভাবসম্পন্ন। অধিকন্তু, সংসার ও মোক্ষফল সমুৎপাদন করে বলিয়া উভয়ই বিষূচী অর্থাৎ বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ফলপ্রদ। সেই উভয় কে কে? না,—পণ্ডিতগণ প্রেয়োবিষয়ে যাহাকে অবিদ্যা বলিয়া এবং শ্রেয়োবিষয়ে যাহাকে বিদ্যা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তন্মধ্যে নচিকেতা নামক তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করিতেছি, কেন না, যেহেতু অজ্ঞজনের চিত্তে প্রলোভজনক অপ্সরা প্রভৃতি বহুতর কাম্য পদার্থও তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় সম্ভোগ-বাঞ্ছা সমুৎপাদন দ্বারা শ্রেয়ঃপথ হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন

করিতে পারে নাই; এই কারণই তোমাকে বিদ্যার্থী—শ্রেয়ঃপাত্র বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া-
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ৩৪ ॥ ৫ ॥

[অবিদ্যাপরপর্য্যায়-প্রেয়সঃ ফলপ্রদর্শনেন নিন্দামাহ—] অবিদ্যায়ামিতি। অবিদ্যায়াম্ (অবিবেকরূপায়াং) অন্তরে (মধ্যে) বর্ত্তমানাঃ (কেবলং তন্মাত্রোপাসকাঃ অপি), স্বয়ং ধীরাঃ (স্বয়মেব ধীমন্ত ইতি বদন্তঃ) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (আত্মানং পণ্ডিতং চ অবগচ্ছন্তঃ), দন্দ্রম্যমাণাঃ (বক্রগতয়ঃ, কুটিলস্বভাবাঃ) মূঢ়াঃ (কামভোগেন মোহিতাঃ), পরিযন্তি (পরিতঃ স্বর্গনরকাদীন্ গচ্ছন্তি)। [তত্র দৃষ্টান্তঃ]—অন্ধেন এব নীয়মানাঃ (পরিচালিতাঃ) অন্ধাঃ যথা, [তেঽপি তথা ইত্যাশয়ঃ] ॥

অবিদ্যা যাহার অপর নাম, সেই প্রেয়ের মন্দফলপ্রদর্শনে নিন্দা বলিতেছেন,—অবিবেকরূপ অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও যাহারা আপনারাই আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই বক্রগতি মূঢ়গণ অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় [নানা লোকে] পরিভ্রমণ করিয়া থাকে [কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না] ॥ ৩৪ । ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যেতু সংসারভাজো জনাঃ অবিদ্যায়াম্ অন্তরে মধ্যে ঘনীভূতে ইব তমসি বর্ত্তমানাঃ বেষ্ট্যমানাঃ পুত্রপশ্বাদিতৃষ্ণাপাশশতৈঃ, স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেতি মন্যমানাঃ,তে দন্দ্রম্যমাণাঃ অত্যর্থং কুটিলাম্ অনেকরূপাং গতিং গচ্ছন্তো জরামরণরোগাদিদুঃখৈঃ পরিযন্তি পরিগচ্ছন্তি মূঢ়া অবিবেকিনঃ, অন্ধেনৈব দৃষ্টিবিহীনেনৈব নীয়মানাঃ বিষমে পথি যথা বহবোঽন্ধা মহান্তমনর্থমৃচ্ছন্তি, তদ্বৎ ॥৩৪॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিন্তু যে সকল লোক সংসারভাগী এবং গাঢ়তর অন্ধকারের ন্যায়

অবিদ্যামধ্যে অবস্থিত—পুত্র পশু প্রভৃতিবিষয়ক শত শত তৃষ্ণায় সংবেষ্টিত; পরন্তু, আপনারাই আপনাদিগকে ধীর অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান-সম্পন্ন ও পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ বলিয়া মনে করে; বহুতর অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ দুর্গম পথে অপর অন্ধ অর্থাৎ দৃষ্টিহীন লোকদ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রভূত অনর্থ (দুঃখ) প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ, সেই সকল বিবেকহীন মূঢ়গণ জরা, মরণ ও রোগাদিজনিত বহু দুঃখে অত্যন্ত বক্র (দুর্ব্বোধ) বিবিধ কর্ম্মগতি লাভ করতঃ অনর্থ প্রাপ্ত হয়॥ ৩৪॥ ৫॥

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥ ৩৫॥ ৬॥

[কুত এবম্? ইত্যাহ—] ন সাম্পরায় ইতি। [সম্ (সম্যক্) পরা (পরাক্কালে দেহপাতাদূর্দ্ধমেব) ঈয়তে (গম্যতে ইতি সম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ শাস্ত্রীয়সাধনবিশেষঃ) সাম্পরায়ঃ]। স সাম্পরায়ঃ বালম্ (বালকসদৃশম্, অবিবে-কিনমিতি যাবৎ), বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ (অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্নম্, অতএব) প্রমাদ্যন্তং (প্রমাদোপেতং—সর্ব্বদা অনবধানং জনং) প্রতি ন ভাতি (প্রতীতিবিষয়ো ন ভবতি)। [তদেব ব্যনক্তি] অয়ং লোক ইতি। অয়ং (দৃশ্যমান এব) লোকঃ (ভূলোকঃ) অস্তি, পরো লোকঃ (আমুষ্মিকঃ স্বর্গাদিঃ) ন অস্তি ইতি মানী (ইত্যেবং মননশীলঃ, অভিমানীতি বা) পুনঃ পুনঃ মে (মম যমস্য) বশম্ (অধীনতাম্) আপদ্যতে। [উক্ত-লক্ষণাঃ জনাঃ বিত্তাদিকং নিত্যং মন্বানা মৃত্বা মৃত্বা যমযাতনামেবানুভবন্তীত্যর্থঃ]।

কেন এরূপ হয়? তাহা বলিতেছেন,—যে লোক বালক (বালকের ন্যায়) বিবেকহীন, প্রমাদগ্রস্ত এবং ধন-মোহে বিমূঢ়, তাহার নিকট সাম্পরায় অর্থাৎ পরলোকসাধন বা পরলোক-চিন্তা প্রতিভাত হয় না। এই উপস্থিত লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] পরলোক (মৃত্যুর পরভাবী স্বর্গ-নরকাদি লোক) নাই; এইরূপ অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়॥ ৩৫॥ ৬॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতএব মূঢ়ত্বাৎ, ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি। সম্পরেয়ত ইতি সাম্পরায়ঃ পর-লোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ সাম্পরায়ঃ ; স চ বালম্ অবিবে-কিনং প্রতি ন ভাতি ন প্রকাশতে নোপতিষ্ঠত ইত্যেতৎ। প্রমাদ্যন্তং প্রমাদং কুর্ব্বন্তং পুত্রপশ্বাদিপ্রয়োজনেষু আসক্তমনসং, তথা বিত্তমোহেন বিত্তনিমিত্তেন অবিবেকেন মূঢ়ং তমসাচ্ছন্নম্। সতু, অয়মেব লোকঃ—যোঽয়ং দৃশ্যমানঃ স্ত্র্যন্নপা-নাদিবিশিষ্টঃ,নাস্তি পরঃ অদৃষ্টো লোকঃ, ইত্যেবং মননশীলো মানী পুনঃ পুনঃ জনিত্বা বশম্ অধীনতাম্ আপদ্যতে মে মৃত্যোর্ম্ম। জননমরণাদিলক্ষণ দুঃখপ্রবন্ধারূঢ় এব ভবতীত্যর্থঃ। প্রায়েণ হ্যেবংবিধ এব লোকঃ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এবংবিধ মূঢ়তাবশতই সাম্পরায় প্রতিভাত হয় না। দেহপাতের পর যাহা সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ‘সম্পরায়’ (স্বর্গাদি লোক), সেই সম্পরায়-প্রাপ্তিই যাহার প্রয়োজন, শাস্ত্রোক্ত তাদৃশ বিশেষ বিশেষ সাধনের নাম ‘সাম্পরায়’ ; তাহা বালক অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না—প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ উপস্থিত হয় না ; প্রমাদী—প্রমাদকারী (অমনোযোগী) অর্থাৎ পুত্র, পশু প্রভৃতির উদ্দেশেই আসক্তচিত্ত ; বিত্তজনিত মোহে মূঢ়, অর্থাৎ তমোময় অবিবেকে সমাচ্ছন্ন। [এই প্রকার লোকের নিকট পূর্ব্বোক্ত ‘সাম্পরায়’ প্রতিভাত হয় না]। ‘এই যে স্ত্রী-অন্নপানাদিময় পরিদৃশ্যমান লোক, একমাত্র এই লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] অদৃষ্ট (যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, এরূপ) কোনও লোক বর্ত্তমান নাই ; এইরূপ চিন্তাশীল অভিমানী ব্যক্তি বারংবার জন্মধারণ করিয়া মৃত্যুরূপী আমার বশতা প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ জন্ম-মরণাদিরূপ দুঃখ-ধারা প্রাপ্ত হয়। প্রায় অধিকাংশ লোকই এই প্রকার ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য * বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা,
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

[সাম্পরায়প্রকাশাভাবে হেত্বন্তরমাহ] শ্রবণায়েতি। যঃ (সাম্পরায়ঃ) বহুভিঃ (জনৈঃ) শ্রবণায় অপি (শ্রোতুমপি) ন লভ্যঃ, [অনেকে এব তচ্ছ্রবণসৌভাগ্যশালিনো ন ভবন্তি']। [তর্হি কিং শব্দাবেশ্য এব? নেত্যাহ]—শৃণ্বন্তোঽপি (শাস্ত্রাৎ তং জানন্তোঽপি) বহবঃ যং ন বিদ্যুঃ (যথাযথরূপেণ ন জানন্তি)। [কুতো ন বিদ্যুরিত্যত আহ] —অস্য (সাম্পরায়স্য) বক্তা (যথাবৎ তৎস্বরূপোপদেষ্টা) আশ্চর্য্যঃ (বিস্ময়নীয়ঃ—দুর্লভঃ)। অস্য লব্ধা (প্রাপ্তা শ্রোতাপি) কুশলঃ (নিপুণ এব) কুশলানুশিষ্টঃ (কুশলৈঃ আত্মদর্শিভিঃ যথাবদনুশিক্ষিতঃ) জ্ঞাতা (বোদ্ধা চ) আশ্চর্য্যঃ (দুর্লভ ইত্যর্থঃ) ॥

কেন যে পরলোক প্রতিভাত হয় না, তাহার আরও কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।—বহু লোকে যে সাম্পরায়কে শ্রবণ করিতেও পায় না, এবং বহু লোকে যাহা শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হয় না; কারণ, ইহার বক্তা আশ্চর্য্যভূত (দুর্লভ)। কুশল বা অভিজ্ঞ লোকই ইহার লব্ধা, অর্থাৎ শ্রোতা হইয়া থাকে এবং কুশলানুশিষ্ট, অর্থাৎ আত্মদর্শী লোকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ইহা জানিতে পারে; তাদৃশ জ্ঞাতাও আশ্চর্য্যভূত ॥ ৩৬॥৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্তু শ্রেয়োঽর্থী, সহস্রেষু কশ্চিদেব আত্মবিদ্ ভবতি ত্বদ্বিধঃ, যস্মাৎ শ্রবণায়াপি শ্রবণার্থং শ্রোতুমপি যো ন লভ্য আত্মা বহুভিঃ অনেকৈঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবঃ অনেকে অন্যে যম্ আত্মানং ন বিদ্যুঃ ন বিদন্তি অভাগিনঃ অসংস্কৃতাত্মানো ন বিজানীয়ুঃ। কিঞ্চ, অস্য বক্তাপি আশ্চর্য্যঃ অদ্ভুতবদেব অনেকেষু কশ্চিদেব ভবতি। তথা শ্রুত্বাপি অস্য আত্মনঃ কুশলো নিপুণ এবানেকেষু লব্ধা কশ্চিদেব ভবতি। যস্মাৎ আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কশ্চিদেব, কুশলানুশিষ্টঃ কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টঃ সন্ ॥৩৬॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি প্রকৃত কল্যাণার্থী; তোমার ন্যায় তাদৃশ আত্মজ্ঞ লোক

---

* আশ্চর্য্যো বক্তা ইত্যপি পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

সহস্রের মধ্যে কেহ (অতি অল্পই) হইয়া থাকে ; যে হেতু, অনেকে যে আত্মাকে শ্রবণ করিতেও পায় না; এবং অপর বহু লোক যে আত্মাকে জানিতে (বুঝিতে) পারে না,—অর্থাৎ ভাগ্যহীন অপরিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা ইহাকে জানিতেও পারে না। আরও এক কথা, ইহার বক্তাও (স্বরূপপ্রকাশকও) আশ্চর্য্যভূত, অর্থাৎ অনেকের মধ্যে কেহই হইয়া থাকে ; সেইরূপ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কুশল বা নিপুণ ব্যক্তিই অর্থাৎ অনেকের মধ্যে অতি অল্প লোকই সমর্থ হয়,—যেহেতু কুশল আচার্য্যজন কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া যেরূপ লোক ইহা জানিতে পারে, নিশ্চয়ই সেরূপ লোকও অতি অল্প। (খ) ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি,
অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥৩৭॥৮॥

[পদ-পদার্থ-জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ অনুশিষ্টঃ শিষ্যঃ কুতো ন জ্ঞাতা ? ন বা লব্ধা ভবতি ? ইত্যত আহ]—ন নরেণেতি। অবরেণ (প্রাকৃতবুদ্ধিশালিনা) নরেণ (মনুষ্যেণ) প্রোক্তঃ (উপদিষ্টঃ) [অপি] সু (সম্যক্ যথাবত্তথা) বিজ্ঞেয়ো ন (ভবতি)। বহুধা (অস্তি, নাস্তি, কর্ত্তা অকর্ত্তা ইত্যাদ্যনেকপ্রকারেণ) চিন্ত্যমানঃ (প্রতীয়মানঃ) এষঃ (আত্মা) অনন্যপ্রোক্তে (অহং ব্রহ্মণোঽনন্যঃ অপৃথক্ ইত্যেবং জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ উপদিষ্টে) অত্র (আত্মনি) গতিঃ (পূর্ব্বোক্তো বিকল্পঃ) নাস্তি (ন প্রসরতি)। [অথবা, অত্র আত্মনি অনন্যত্বেন স্বস্বরূপেণ প্রোক্তে সতি

(খ) তাৎপর্য্য,—এই শ্রুতির অনুরূপ ভাব ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকে নিবদ্ধ আছে। সেই শ্লোকটি এই,—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥"

এস্থলে কথিত হইয়াছে যে,"আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি অপর লোকের নিকট আশ্চর্য্য পদার্থরূপে প্রতীত হন, কিংবা নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত—বিস্ময়াভিভূত হইয়া আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ; এই প্রকার বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই আশ্চর্য্যবৎ এবং অনেকে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও উহার রহস্য বুঝিতে পারেন না।" অতএব, উক্ত গীতাবাক্যের সহিত এই শ্রুতিবাক্যের যে, ভাবগত সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত হয় না ॥

[জগন্তেদস্ত] গতিঃ অবগতিঃ নাস্তীত্যর্থঃ]। [ননু ব্যাখ্যাতৃবচনত আত্মজ্ঞানাভাবেঽপি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং স্যাৎ ইত্যত আহ],—অণীয়ানিতি। অণুপ্রমাণাৎ (অণুপরিমাণতোঽপি) অণীয়ান্ (অতিসূক্ষ্মঃ) [অতো ন প্রত্যক্ষঃ] অতর্ক্যঃ (তর্কস্যাবিষয়ঃ) [অনুমানাগোচরশ্চ, কেবলানুমানস্য প্রতিপক্ষাদিবাধিতত্বাদিতি ভাবঃ] ॥

[ভালকথা, পদ ও পদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের উপদেশে শিষ্য আত্মাকে জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন],—অবর (সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন) নর বা মনুষ্যরূপী আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও এই আত্মা সম্যক্‌রূপে জ্ঞানগোচর হয় না; কারণ, এই আত্মা 'আছে, নাই; কর্ত্তা অকর্ত্তা' ইত্যাদি বহু প্রকার তর্কে সমাক্রান্ত। যিনি ব্রহ্মকে অনন্য বা অপৃথক্‌রূপে জানিয়াছেন, তাদৃশ আচার্য্যকর্ত্তৃক এই আত্মা উপদিষ্ট হইলে [শিষ্যের নিকট] পূর্ব্বোক্ত বিতর্কের গতি বা সম্ভাবনা থাকে না। অধিকন্তু, এই আত্মা অণুপরিমাণ হইতেও অতিশয় অণু—অণীয়ান্ (অতিসূক্ষ্ম), (সুতরাং প্রত্যক্ষের অবিষয়) এবং অতর্ক্য অর্থাৎ তর্ক বা অনুমানেরও অগম্য ॥৩৭॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কস্মাৎ? ন হি নরেণ মনুষ্যেণ অবরেণ প্রোক্তোঽবরেণ হীনেন প্রাকৃতবুদ্ধিনা ইত্যেতৎ, উক্তঃ এষঃ আত্মা, যং ত্বং মাং পৃচ্ছসি। ন হি সুষ্ঠু সম্যক্ বিজ্ঞেয়ো বিজ্ঞাতুং শক্যঃ, যস্মাৎ বহুধা—অস্তি নাস্তি, কর্ত্তা অকর্ত্তা, শুদ্ধোঽশুদ্ধ ইত্যাগ্যনেকধা চিন্ত্যমানো বাদিভিঃ।

কথং পুনঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ? ইত্যুচ্যতে—অনন্যপ্রোক্তে অনন্যেন অপৃথগ্‌দর্শিনা আচার্য্যেণ প্রতিপাদ্য-ব্রহ্মাত্মভূতেন প্রোক্তে উক্তে আত্মনি গতিঃ অনেকধা—অস্তিনাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা গতিরস্মিন্নাত্মনি নাস্তি ন বিদ্যতে, সর্ব্ববিকল্পগতিপ্রত্যস্তমিতরূপত্বাদাত্মনঃ। অথবা, স্বাত্মভূতে অনন্যস্মিন্ আত্মনি প্রোক্তে—অনন্যপ্রোক্তে গতিঃ অত্র অন্যস্যাবগতির্নাস্তি জ্ঞেয়স্যান্যস্যাভাবাৎ। জ্ঞানস্য হ্যেষা পরা নিষ্ঠা, যদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্। অতঃ অবগন্তব্যাভাবাৎ ন গতিরত্রাবশিষ্যতে। সংসারগতির্ব্বাত্র নাস্তি, অনন্য আত্মনি প্রোক্তে নান্তরীয়কত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানফলস্য মোক্ষস্য। অথবা, প্রোচ্যমানব্রহ্মাত্মভূতেনাচার্য্যেণ অনন্যতয়া প্রোক্তে আত্মনি অগতিঃ অনববোধোঽপরিজ্ঞানমত্র নাস্তি; ভবত্যেবাবগতিস্তদ্বিষয়া শ্রোতুঃ 'তদনন্যোঽহমিতি' আচার্য্যস্যেবেত্যর্থঃ।

এবং সুবিজ্ঞেয় আত্মা আগমবতা আচার্য্যেণ অনন্যতয়া প্রোক্ত ইত্যর্থঃ। ইতরথা, অণীয়ান্ অণুপ্রমাণাদপি সম্পদ্যতে আত্মা। অতর্ক্যম্ অতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহেন, কেবলেন তর্কেণ তর্ক্যমাণোঽণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততোঽণুতরমন্যোঽভ্যূহতি, ততোঽপ্যন্যোঽণুতমমিতি। ন হি তর্কস্য নিষ্ঠা ক্বচিদ্ বিদ্যতে॥৩৭॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

কারণ কি? না,—তুমি আমাকে যে আত্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ, সেই আত্মা অবর অর্থাৎ বিবেকহীন, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যকর্ত্তৃক উক্ত বা ব্যাখ্যাত হইলে নিশ্চয়ই সু=সুষ্ঠু—সম্যক্‌রূপে (যথাযথরূপে) বিজ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যোগ্য হয় না; কারণ, বাদিগণ কর্ত্তৃক (বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক) [এই আত্মা] আছে, নাই, কর্ত্তা ও অকর্ত্তা (কর্ত্তা নহে), ইত্যাদি বহুবিধরূপে চিন্তিত (বিতর্কিত) হইয়া থাকে।

তাহা হইলে, কিরূপে সুবিজ্ঞেয় হয়? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে,—অনন্য অর্থাৎ সর্ব্বত্র অভেদদর্শী এবং (যাহার কথা প্রতিপাদন করিতে হইবে, সেই) প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যাহার আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে ও আত্মায় ভেদ দর্শন করেন না, এবংবিধ আচার্য্যকর্ত্তৃক কথিত হইলেই এই আত্মাতে 'আছে, নাই' ইত্যাদিরূপ বহুবিধ চিন্তার গতি বা সম্ভাবনা থাকে না; কারণ, সর্ব্বপ্রকার বিকল্প বা ভেদপ্রতীতি-রাহিত্যই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। অথবা, অনন্য বা অভিন্ন আত্মা উপদিষ্ট হইলে পর এ জগতে অপর কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; কারণ, তখন জানিবার যোগ্য অন্য কোন বস্তুই থাকে না। কেন না; আত্মায় একত্ব বিজ্ঞান উপস্থিত হইলে জ্ঞানের (বুদ্ধিবৃত্তির) পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। অতএব, জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাববশতই আর কোনও জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে না। অথবা, ['গতিরত্র নাস্তি' কথার অর্থ]—সংসারগতি আর থাকে না, অর্থাৎ তাহার আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। কেননা, আত্মা ব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অভিন্ন, এই

উপদেশ উক্ত হইলে পর, মোক্ষলাভ সেই বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল। অথবা, যে আচার্য্য বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছেন; সেই আচার্য্য আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তদ্বিষয়ে আর অনবগতি বা জ্ঞানের অভাব থাকে না, অর্থাৎ আচার্য্যের ন্যায় শ্রোতারও তদ্বিষয়ে 'আমি ব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অপৃথক্', এই জ্ঞান নিশ্চয়ই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, এইপ্রকার শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্য্যকর্ত্তৃক অনন্যরূপে অভিহিত হইলে, আত্মা সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। নচেৎ, আত্মা অণুপ্রমাণ বা সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অণীয়ান্ অতিশয় সূক্ষ্ম (দুর্ব্বিজ্ঞেয়) হইয়া পড়ে। [উক্ত আত্মা] কেবল স্বীয় বুদ্ধির-বলে সম্ভাবিত তর্ক দ্বারা বিচারণীয় হইতে পারে না; কারণ, কোন ব্যক্তি তর্ক-সাহায্যে আত্মাকে অণুপরিমাণ সাব্যস্ত করিলে, অপরে আবার তদপেক্ষাও 'অণু'তর বলিয়া তর্ক করিতে পারে, অপরে আবার তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম অণু বলিয়া অণুতম সম্ভাবিত করিতে পারে। কেন না তর্কের ত কখনও কোথাও বিশ্রাম বা শেষ নাই বা হইতে পারে না) (গ) ॥ ৩৭॥৮॥

(গ) তাৎপর্য্য,—যে লোক নিজে যাহা অনুভব করেন নাই, তিনি স্বীয় প্রতিভা ও শাস্ত্র চর্চ্চার ফলে যতই পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান লাভ করুন না কেন, তাঁহার তৎসমস্ত জ্ঞানই পরোক্ষ ভাবে থাকে; সুতরাং তাঁহার উপদেশে শিষ্য-হৃদয়েও পরোক্ষ জ্ঞান ভিন্ন কখনই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে না। আত্মতত্ত্বোপদেশ সম্বন্ধেও সেই কথা, যে আচার্য্য কেবল শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানে ও স্বীয় প্রতিভার সাহায্যে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাঁহার উপদেশ সত্য হইতে পারে এবং শ্রোতারও হৃদয়রঞ্জক হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা কখনই শ্রোতার হৃদয়-গত সন্দেহ-শঙ্কা সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিতে পারে না; কাজেই তাদৃশ আচার্য্যোক্ত আত্মতত্ত্ব শিষ্যের নিকট সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম বলিয়া প্রতীত হয়। পক্ষান্তরে, যে আচার্য্য স্বয়ং আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, এবং আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন; তাঁহার নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায়, সমস্ত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, এবং জগতে তাঁহার কোনও জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের উদ্দেশে শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে। অভিপ্রায় এই যে, গুরুর কেবল বেদাভিজ্ঞতা থাকিলেই হইবে না, ব্রহ্মনিষ্ঠাও থাকা আবশ্যক।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ, সত্যধৃতির্বতাসি,
ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৩৮॥৯॥

[ইদানীমাত্মজ্ঞানোপায়ং বক্তুমুপক্রমতে] নৈষেতি। হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম) ত্বং যাং (মতিং) আপঃ (প্রাপ্তবানসি), এষা (ব্রহ্মগোচরা) মতিঃ তর্কেণ (স্ববুদ্ধি-পরিকল্পিতেন বিচারেণ) ন [আ + অপ + নেয়া ইতি পদচ্ছেদঃ] আপনেয়া (প্রাপ্যা ন ভবতি]। অথবা, তর্কেণ ন আ—সম্যক্ অপনেয়া (নৈব দূরীকর্ত্তব্যা)। [পরন্তু] অন্যেন ('ব্রহ্মণোঽনন্যোঽহমিতি' জানতা) প্রোক্তা (তদুপদেশজন্যা সতী) সুজ্ঞানায় (সম্যক্ জ্ঞানায়) [ভবতি]। হে নচিকেতঃ ! [ত্বং] সত্যধৃতিঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ, অচাল্য-ধৈর্য্যবানিতি বা) অসি (ভবসি)। বত [বতেত্যনুকম্পায়াং, নানাপ্রকারেণ প্রলো-ভিতোঽপি ব্রহ্মস্বরূপবোধবিষয়ে ধৈর্য্যং ন মুক্তবানসি ইত্যভিপ্রায়ঃ] ত্বাদৃক্ (ত্বত্তুল্যঃ) প্রষ্টা (পৃচ্ছকঃ) নো ভূয়াৎ (ন ভবেৎ)। [নঃ (অস্মভ্যং) ত্বাদৃক্ প্রষ্টা ভূয়াদিতি বা] ॥

এখন আত্মজ্ঞানের উপায় নিরূপণার্থ বলিতেছেন— হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম !) তুমি যে মতি (সদ্বুদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়াছ ; তর্ক দ্বারা এই মতি লাভ করা যায় না ; অথবা তর্কের সাহায্যে এই সদ্বুদ্ধি অপনীত করা উচিত হয় না। [পরন্তু] অন্য অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই (আত্মা) যথাযথরূপে জ্ঞানের যোগ্য হয়। হে নচিকেতঃ ! তুমি সত্যসন্ধ আছ ; তোমার ন্যায় প্রশ্নকারী (জিজ্ঞাসু) আর হয় না। অথবা আমাদের নিকট তোমার ন্যায় প্রষ্টা (আরও) হউক ॥৩৮॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অতোঽনন্যপ্রোক্তে আত্মনি উৎপন্না যেয়মাগমপ্রতিপাদ্যা আত্ম-মতিঃ, নৈষা তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণ আপনেয়া নাপনীয়া ন প্রাপণীয়েত্যর্থঃ। নাপনেতব্যা বা নোপহন্তব্যা। তার্কিকো হ্যনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি। অত এব চ যেয়মাগমপ্রসূতা মতিঃ অন্যেনৈব আগমাভিজ্ঞেন আচার্য্যেণৈব তার্কিকাৎ প্রোক্তা সতী সুজ্ঞানায় ভবতি, হে প্রেষ্ঠ প্রিয়তম ! কা পুনঃ সা তর্কাগম্যা মতি-রিতি ? উচ্যতে—যাং ত্বং মতিং মদ্বরপ্রদানেন আপঃ প্রাপ্তবানসি। সত্যা অবি-

তথবিষয়া ধৃতির্যস্য তব, স ত্বং সত্যধৃতিঃ,বতাসীত্যনুকম্পয়ন্নাহ মৃত্যুর্নাচিকেতসম্,—বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানস্তুতয়ে, ত্বাদৃক্ ত্বত্তুল্যো নোঽস্মভ্যং ভূয়াৎ ভবতাৎ। ভবতু অন্যঃ পুত্রঃ শিষ্যো বা প্রষ্টা। কীদৃক্? যাদৃক্ ত্বং হে নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৩৮॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতএব, অনন্য-কর্তৃক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্যকর্তৃক উক্ত আত্মা বিষয়ে এই যে, আগম-গম্য বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে; [শাস্ত্র-নিরপেক্ষ] কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রসূত তর্ক দ্বারা এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অথবা [এই বুদ্ধি] অপনীত বা নিহত করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রজ্ঞান-রহিত তার্কিক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে যে কোন একটাকে (আত্মা বলিয়া) কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব, হে প্রিয়তম! তার্কিক অপেক্ষা আগমাভিজ্ঞ আচার্য্যকর্তৃক অভিহিত হইলেই উক্ত মতি সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবার যোগ্য হয় *। ভাল, তর্কের অগম্য সেই মতিটি কি? তাহা বলা যাইতেছে,—তুমি আমার বরপ্রদান অনুসারে যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি সত্যধৃতি অর্থাৎ তোমার ধৃতি বা ধারণাশক্তি সত্য—যথার্থ বিষয়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তরোক্ত বিদ্যার প্রশংসার্থ 'বত' ও 'অসি'শব্দ প্রয়োগে মৃত্যু নচিকেতার

(*) তাৎপর্য্য,—যাহারা শাস্ত্রের উপদেশ অমান্য করিয়া কেবল নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায়; তাহারা সেই শুষ্ক তর্ক দ্বারা কখনই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, যে পদার্থ স্বয়ং অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ-যোগ্য হয় না এবং উপযুক্ত হেতু না থাকায় অনুমানেরও বিষয় হয় না, তাদৃশ পদার্থ কেবল আগম-গম্য—শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত তাদৃশ পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ হয় না এবং হইতেও পারে না। কাজেই যাহারা শাস্ত্রের আদেশ উপেক্ষা করিয়া কেবলই তর্কের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে চাহে,তাহাদের আত্মতত্ত্ব ত বোঝা হয়ই না, পরন্তু পূর্ব্ব সঞ্চিত আত্ম প্রতীতিটুকুও অন্তর্হিত হইয়া যায়; ক্রমে নাস্তিক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কারণে শ্রুতি বলিলেন "নৈষা তর্কেণ মতি-রাপনেয়া।"

তবে বলা আবশ্যক যে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কই দোষাবহ ও উপেক্ষণীয়; কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণার্থ ও সংশয়নিরাসার্থ তর্কের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। তাই অন্য শ্রুতি "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" বলিয়া শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মননাত্মক তর্কেরও সাহায্য লইবার বিধান করিয়াছেন। আর, "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" এই মনুবচনে স্পষ্টাক্ষরেই অলৌকিক বিষয় বিজ্ঞানের জন্য তর্কের অবশ্যগ্রহণীয়তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥

প্রতি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক বলিতেছেন—আমাদের নিকট অপর পুত্র বা শিষ্যও তোমার ন্যায় প্রষ্টা (প্রশ্নকর্ত্তা) হউক। কিরূপ প্রষ্টা? না, হে নচিকেতঃ! তুমি আমার নিকট যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ॥ ৩৮॥৯॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং,
　　ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
　　রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥৩৯॥১০॥

[মৃত্যুঃ নচিকেতসং প্রোৎসাহয়ন্ পুনরপ্যাহ—] জানামীতি। শেবধিঃ (নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণঃ) অনিত্যম্ (অনিত্যঃ) ইতি অহং জানামি। হি (যস্মাৎ) ধ্রুবং (শাশ্বতং তৎ ব্রহ্ম) অধ্রুবৈঃ (অনিত্যৈঃ,) [যদ্বা ন বিদ্যতে ধ্রুবং ব্রহ্ম যেষাং, তৈঃ অধ্রুবৈঃ জ্ঞানরহিতৈঃ সাধনৈঃ] ন হি প্রাপ্যতে। ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) ময়া অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ (চয়নসাধনৈঃ) নাচিকেতঃ অগ্নিঃ (ইষ্টকাচিতস্থোঽগ্নিঃ) চিতঃ (গৃহীতঃ আরাধিতঃ)। [তেন চ অহমধিকারাপন্নঃ সন্] নিত্যম্ (আপেক্ষিক-সত্যং যাম্যপদং) প্রাপ্তবান্ অস্মি॥

যম নচিকেতার উৎসাহ সংবর্দ্ধনার্থ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থাৎ কর্ম্মফলরূপ স্বর্গাদি সম্পৎ যে অনিত্য, ইহা আমি জানি। যে হেতু অনিত্য সাধনের দ্বারা ধ্রুব (নিত্য বস্তু) সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সেই কারণেই আমি অনিত্য দ্রব্যময় সাধন দ্বারা নাচিকেত অগ্নির চয়ন করায়, অর্থাৎ অনিত্য দ্রব্য দ্বারা অগ্নি চয়ন পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করায় আপেক্ষিক নিত্য [এই যমাধিকার] প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ৩৯॥ ১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি তুষ্ট আহ—জানাম্যহং শেবধিঃ নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণঃ নিধিরিব প্রার্থ্যত-ইতি। অসৌ অনিত্যম্ অনিত্য ইতি জানামি। ন হি যস্মাদ্ অনিত্যৈঃ অধ্রুবৈঃ যৎ নিত্যং ধ্রুবং তৎ প্রাপ্যতে পরমাত্মাখ্যঃ শেবধিঃ। যস্তু অনিত্য-সুখাত্মকঃ শেবধিঃ, স এব অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ প্রাপ্যতে হি যতঃ, ততঃ তস্মাৎ ময়া জানতাপি নিত্যম্ অনিত্যসাধনৈন প্রাপ্যতইতি, নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ

পশ্বাদিভিঃ স্বর্গসুখসাধনভূতোঽগ্নিঃ নির্ব্বর্ত্তিত ইত্যর্থঃ। তেনাহম্ অধিকারাপন্নো নিত্যং যাম্যং স্থানং স্বর্গাখ্যং নিত্যম্ আপেক্ষিকং প্রাপ্তবানস্মি॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যম সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থ—নিধি (ধনরাশি), কর্ম্মফলও নিধিরই মত প্রার্থিত হয়, এই কারণে কর্ম্মফলকেও 'নিধি'বলা হইয়া থাকে, ইহা যে অনিত্য, তাহা আমি জানি। (হি) যেহেতু অধ্রুব বা অনিত্য সাধন দ্বারা নিত্য সেই পরমাত্ম-নামক শেবধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পরন্তু, যাহা অনিত্য সুখাত্মক শেবধি, অনিত্য দ্রব্য দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনিত্য সাধনে নিত্য বস্তু লাভ করা যায় না, ইহা জনিয়াও আমি অনিত্য পশু প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা স্বর্গসাধন নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি, এবং তাহা দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপেক্ষিক নিত্য (অপর পদার্থ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী), স্বর্গসংজ্ঞক এই যমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং,
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং, দৃষ্ট্বা
ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥৪০॥১১॥

[ন কেবলমহমেব জানামি, মৎপ্রসাদাৎ ত্বমপি জানাসি, ইত্যাহ]—কামস্যেতি। হে নচিকেতঃ! [ত্বং] ধৃত্যা (ধৈর্য্যেণ মনোদার্ঢ্যেন) ধীরঃ (ধীমান্ সন্) কামস্য (অভিলষিতার্থস্য) আপ্তিং (সমাপ্তিং) জগতঃ প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়ং), ক্রতোঃ (যজ্ঞস্য) অনন্ত্যম্ (অনন্তফলম্) অভয়স্য পারং (পরাং নিষ্ঠাং), স্তোমমহৎ (স্তোমং স্তুত্যং, মহৎ - অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাদ্যনেকগুণযুক্তম্), উরুগায়ং (প্রশস্তং বৈরাজং পদং), প্রতিষ্ঠাম্ (আত্মন উত্তমাং স্থিতিঞ্চ) দৃষ্ট্বা (বিচার্য্য) [সর্ব্বমেতৎ সংসার-ভোগজাতম্] অত্যস্রাক্ষীঃ (ত্যক্তবান্ অসি)। "অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাম্" ইতি প্রাগুক্তস্য "জগতঃ প্রতিষ্ঠাং, ক্রতোরনন্ত্যম্" ইতি বিশেষণদ্বয়েনানুবাদঃ। "স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে" ইত্যস্য "অভয়স্য পারম্" ইত্যনেনানুবাদঃ।

"ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যম্' ইত্যাদিনোক্তং "স্তোমমহদুরুগায়ম্" ইত্যনেনানূদিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

[কেবল যে, আমিই ইহা জানি, তাহা নহে, আমার অনুগ্রহে তুমিও জানিয়াছ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—হে নচিকেতঃ! তুমি স্বীয় ধৈর্য্যগুণে সুবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অভিলষিত বিষয়ের পরাকাষ্ঠা, জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতিসাধন, যজ্ঞের অনন্ত ফল, সর্ব্বভয়-বিনিবারক, স্তবনীয় ও মহৎ বৈরাজ পদ বা হিরণ্য-গর্ভাধিকার এবং নিজের অত্যুত্তম গতিলাভ; এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু বিচারপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছ ॥ ৪০॥১১॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্।

ত্বং তু কামস্য আপ্তিং সমাপ্তিম্, অত্র হি সর্ব্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ,জগতঃ সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবাদেঃ, প্রতিষ্ঠাম্ আশ্রয়ং সর্ব্বাত্মকত্বাৎ, ক্রতোঃ উপাসনায়াঃ ফলং হৈরণ্যগর্ভং পদং অনন্ত্যম্ আনন্ত্যম্। অভয়স্য চ পারং পরাং নিষ্ঠাম্। স্তোমং স্তুত্যং, মহৎ—অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাদ্যনেকগুণসহিতম্, স্তোমঞ্চ তন্মহচ্চ নিরতিশয়ত্বাৎ—স্তোমমহৎ। উরুগায়ং বিস্তীর্ণাং গতিম্। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমাত্মনঃ অনুত্তমামপি দৃষ্ট্বা, ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ ধীরো ধীমান্ সন্ নচিকেতঃ! অত্যস্রাক্ষীঃ—পরমেবাকাঙ্‌ক্ষন্ অতিসৃষ্টবান্ অসি সর্ব্বমেতৎ সংসারভোগজাতম্। অহো বত অনুত্তমগুণোঽসি! ॥৪০॥১১

ভাষ্যানুবাদ।

হে নচিকেতঃ! তুমি কিন্তু ধৈর্য্যগুণে ধীর হইয়া যাহাতে সমস্ত কাম বা অভিলাষের পরিসমাপ্তি হয়, সেই কামাপ্তি, অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতাত্মক সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়; কারণ, ইহাই সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময়; সর্ব্বভয় নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা, স্তোম অর্থ—স্তবনীয় (প্রশংসার্হ), 'মহৎ' অর্থ—অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অনেক গুণসমন্বিত, সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বলিয়া স্তোম-মহৎ এবং উরুগায়—বিস্তীর্ণা (সুদীর্ঘ) গতি (শুভফল), অনন্ত ক্রতুফল—হিরণ্যগর্ভাধিকার এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিজের অত্যুত্তম গতি বা পরিণাম বিচারপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছ; অর্থাৎ পরম পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব্বোক্ত সাংসারিক ভোগ্য বস্তুসমূহ

পরিত্যাগ করিয়াছ। বড় আহ্লাদের বিষয় যে, তুমি অত্যুত্তম গুণসম্পন্ন হইয়াছ ॥৪০॥১১॥

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং,
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥৪১॥১২॥

[ইদানীং দেহব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনঃ ফলকথনেন প্রশংসামাহ]—তমিতি। দুর্দ্দর্শং (দুঃখেন প্রযত্নাতিশয়েন দ্রষ্টুং শক্যং জ্ঞেয়মিতি যাবৎ), গূঢ়ম্ (অনভিব্যক্তস্বরূপম্), অনু প্রবিষ্টং (প্রেরকতয়া সর্ব্বজগদন্তঃপ্রবিষ্টং), গুহাহিতং (গুহায়াং প্রাণিবুদ্ধৌ আহিতং সংস্থিতং), গহ্বরেষ্ঠং (গহ্বরে—রাগদ্বেষাদ্যনর্থসংকুলে দেহে স্থিতম্), পুরাণং (সনাতনম্) তং দেবং (দ্যোতমানং স্বপ্রকাশং বা আত্মানং) [অত্র গূঢ়ত্বমনুপ্রবিষ্টত্বং গুহাহিতত্বং চ গহ্বরেষ্ঠত্বে হেতুঃ, তচ্চ দুর্দ্দর্শত্বে হেতুরিতি জ্ঞেয়ম্]। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন (অধ্যাত্মযোগেন আত্মবিষয়ক-সমাধি-যোগেন জাতো যোঽধিগমঃ, তেন) মত্বা (জ্ঞাত্বা) ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি। [সংসারাৎ মুচ্যতে ইতি ভাবঃ]।

দুর্দ্দশ (অতিশয় প্রয়াসবেদ্য—দুর্বিজ্ঞেয়), গূঢ় (অব্যক্ত-স্বরূপ), সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, সকলের বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, রাগদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থসমাকুল দেহরূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত এবং পুরাণ অর্থাৎ নিত্য ও প্রকাশময় সেই পরমাত্মাকে সমাধিযোগ দ্বারা অবগত হইয়া ধীরব্যক্তি হর্ষ ও শোক অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ অতিক্রম করে। অর্থাৎ হর্ষ-শোকময় সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে ॥৪১॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যং ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি আত্মানং, তং দুর্দ্দর্শং—দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শম্, অতিসূক্ষ্মত্বাৎ। গূঢ়ং গহনম্, অনুপ্রবিষ্টং প্রাকৃতবিষয়বিকারবিজ্ঞানৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ। গুহাহিতং—গুহায়াং বুদ্ধৌ হিতং নিহিতং স্থিতং, তত্রোপলভ্যমানত্বাৎ। গহ্বরেষ্ঠং—গহ্বরে বিষমে অনেকানর্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠম্। যত এবং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো গুহাহিতশ্চ, অতোঽসৌ গহ্বরেষ্ঠঃ, অতো দুর্দ্দর্শঃ। তং পুরাণং পুরাতনম্ অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন—বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য চেতস আত্মনি সমাধানম্ অধ্যাত্মযোগঃ,

তস্যাধিগমঃ,প্রাপ্তিঃ তেন মত্বা দেবম্ আত্মানং ধীরো হর্ষ-শোকৌ আত্মন উৎকর্ষাপ-কর্ষয়োরভাবাৎ জহাতি ॥৪১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

[হে নচিকেতঃ !] তুমি যে আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই আত্মা দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্মতাহেতু অতি কষ্টে তাহার দর্শন হয় ; গূঢ় (দুর্জ্ঞেয়) ও অনুপ্রবিষ্ট, অর্থাৎ লৌকিক শব্দাদি-বিষয়গ্রাহী বিজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ; গুহাহিত অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত ; কেন না, সেই স্থানেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। আর রাগ-দ্বেষাদি অনেকপ্রকার অনর্থসঙ্কুল দেহাদিতে অবস্থান বা প্রতীয়মান হয় বলিয়া গহ্বরেষ্ঠ, পুরাণ অর্থ—পুরাতন, সেই দেব - আত্মাকে অধ্যাত্ম-যোগাধিগম দ্বারা (অর্থাৎ বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে স্থিরীকরণের নাম অধ্যাত্মযোগ, তাহার যে অধিগম অর্থাৎ আয়ত্তীকরণ, তাহা দ্বারা) মনন বা ধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করেন ; কারণ, আত্মাতে [হর্ষ ও শোকের কারণীভূত] উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, কিছুই নাই ॥৪১॥১২॥

এতৎ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেনমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা,
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥৪২॥১৩॥

[কিঞ্চ], [যো] মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) এতৎ (ব্রহ্ম) [আচার্য্যেভ্যঃ] শ্রুত্বা, ধর্ম্ম্যং (জগদ্ধারকং) অণুং (সূক্ষ্মং) [আত্মানং] প্রবৃহ্য (শরীরাদেঃ জড়বর্গাৎ পৃথক্‌কৃত্য) সম্পরিগৃহ্য (সম্যক্ আত্মভাবেন জ্ঞাত্বা) [আস্তে], স এনং মোদনীয়ম্ (আত্মানং) আপ্য (প্রাপ্য) মোদতে, হি (নিশ্চয়ে)। [এনং আত্মানং] লব্ধ্বা [স্থিতং] নচিকেতসং (ত্বাং প্রতি) সদ্ম (ব্রহ্মস্থানং) বিবৃতং (অপাবৃতদ্বারং) মন্যে (জানামি)। [ত্বং হি ব্রহ্মজ্ঞতয়া সর্ব্বকামত্যাগেন বিশেষতো মোক্ষার্হোঽসীতি ভাবঃ]॥

যে মনুষ্য আচার্য্যের নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত এই সূক্ষ্ম

আত্মাকে দেহাদি জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া এবং সম্যক্‌রূপে আত্মস্বরূপে জানিয়া থাকে, সেই মর্ত্ত্য এই মোদনীয় (আনন্দকর) আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করে। নচিকেতার (তোমার) আশ্রয় (ব্রহ্মসদন) বিবৃতদ্বার বলিয়া মনে করি॥ ৪২॥১৩॥]

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, এতদাত্মতত্ত্বং, যদহং বক্ষ্যামি, তৎ শ্রুত্বা আচার্য্যসকাশাৎ সম্যগাত্মভাবেন পরিগৃহ্য উপাদায় মর্ত্ত্যো মরণধর্ম্মা ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যং প্রবৃহ্য উদ্যম্য পৃথক্‌কৃত্য শরীরাদেঃ, অণুং সূক্ষ্মম্ এতমাত্মানমাপ্য প্রাপ্য, স মর্ত্ত্যো বিদ্বান্ মোদতে মোদনীয়ং হি হর্ষণীয়মাত্মানং লব্ধ্বা। তদেতদেবংবিধং ব্রহ্ম সদ্ম ভবনং নচিকেতসং ত্বাং প্রতি অপাবৃতদ্বারং বিবৃতম্ অভিমুখীভূতং মন্যে; মোক্ষার্হং ত্বাং মন্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪২॥১৩।

ভাষ্যানুবাদ।

আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিব; মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য সেই আত্মতত্ত্ব আচার্য্য-সমীপে শ্রবণ করিয়া—পরে আত্মরূপে তাহা স্বীকার করিয়া—ধর্ম্মসম্মত এই সূক্ষ্ম আত্মাকে শরীর প্রভৃতি [অনাত্ম পদার্থ] হইতে পৃথক্ করিয়া—মোদনীয় অর্থাৎ হর্ষের করণীভূত সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই বিদ্বান্ মনুষ্য আনন্দ লাভ করেন। এবংবিধ সেই ব্রহ্মরূপ ভবনকে (আশ্রয় স্থানকে) নচিকেতার—তোমার পক্ষে বিবৃতদ্বার বা তোমার অভিমুখীভূত বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ তোমাকে মোক্ষের উপযুক্ত পাত্র মনে করি॥৪২॥১৩॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা-
দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ
যত্তৎ পশ্যসি, তদ্বদ॥৪৩॥১৪॥

অলং মৎপ্রশংসয়া, তত্ত্বং ব্রূহীত্যাহ নচিকেতাঃ] অন্যত্রেতি। ধর্ম্মাৎ (শাস্ত্রোক্তাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানাদেঃ) অন্যত্র, অধর্ম্মাৎ অন্যত্র (ধর্ম্মাধর্ম্মাতীতমিতি

যাবৎ)। অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ (কৃতং কার্য্যং, অকৃতং কারণং, তস্মাৎ) অন্যত্র (তদুভয়বিলক্ষণমিতি যাবৎ)। ভূতাৎ (অতীতাৎ) চ, ভব্যাৎ (আগামিনশ্চ) [চকারাৎ বর্ত্তমানাৎ অপি] অন্যত্র (তন্ত্রিতয়বিলক্ষণমিতি যাবৎ)। [কৃতাকৃতাদিত্যস্য বিবরণং বা ভূতাচ্চেত্যাদি]। তৎ (লোকবিলক্ষণতয়া প্রসিদ্ধং) যৎ (বস্তু) পশ্যসি (জানাসি); তৎ বদ [মহ্যমিতি শেষঃ]॥

[নচিকেতা বলিলেন, আমার প্রশংসায় আর প্রয়োজন নাই]; ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত, কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান হইতেও ভিন্ন, যে বস্তু আপনি জানেন, তাহা আমাকে বলুন ॥৪৩॥১৪॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতৎ শ্রুত্বা নচিকেতাঃ পুনরাহ—যদ্যহং যোগ্যঃ প্রসন্নশ্চাসি ভগবন্ মাং প্রতি, অন্যত্র ধর্ম্মাৎ শাস্ত্রীয়াৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ, তৎফলাৎ তৎকারকেভ্যশ্চ পৃথগ্‌ভূতমিত্যর্থঃ। তথা অন্যত্র অধর্ম্মাৎ বিহিতাকরণরূপাৎ পাপাৎ, তথা অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ; কৃতং কার্য্যম্, অকৃতং কারণম্, অস্মাদন্যত্র। কিঞ্চ, অন্যত্র ভূতাচ্চ অতিক্রান্তাৎ কালাৎ, ভব্যাচ্চ ভবিষ্যতশ্চ, তথা অন্যত্র বর্ত্তমানাৎ, কালত্রয়েণ যন্ন পরিচ্ছিদ্যত ইত্যর্থঃ। যৎ ঈদৃশং বস্তু সর্ব্ব-ব্যবহারগোচরাতীতং পশ্যসি জানাসি, তৎ বদ মহ্যম্ ॥১৪॥৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

নচিকেতা পুনর্ব্বার বলিলেন, আমি যদি (উপদেশের) যোগ্য হইয়া থাকি, এবং আপনিও যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; [তাহা হইলে] ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্ম-ফল ও ধর্ম্ম-সাধন হইতে পৃথক্, সেইরূপ অধর্ম্ম হইতে পৃথক্, আর এই কৃত ও অকৃত হইতে পৃথক্, অর্থাৎ কৃত অর্থ—কার্য্য, অকৃত অর্থ—কারণ, তদুভয় হইতেও পৃথক্। আরও এক কথা, ভূত—অতীত কাল, ভব্য—ভবিষ্যৎকাল এবং বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন; অর্থাৎ উক্ত কালত্রয়ের দ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন হয় না; সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারের অগোচর এবংবিধ যে বস্তু আপনি দর্শন করেন অর্থাৎ জানেন; তাহা আমায় বলুন ॥৪৩॥১৪॥

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি,
তপাꣳসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তত্তে পদꣳ সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥৪৪॥১৫॥

[নচিকেতসা পৃষ্টং ব্রহ্মস্বরূপং তন্মহিমোক্তিপূর্ব্বকং বক্তুমুপক্রমতে]—সর্ব্ব-ইতি। সর্ব্বে বেদাঃ (বেদৈকদেশাঃ উপনিষদঃ) যৎ (বস্তু) পদং (পদনীয়ং প্রাপ্তব্যমিত্যর্থঃ), আমনন্তি (মুখ্যবৃত্ত্যা বোধয়ন্তি); সর্ব্বাণি তপাংসি (কর্ম্মাণি) চ যৎ বদন্তি (যৎপ্রাপ্তয়ে বিহিতানি); যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং (গুরুগৃহবাসাদিরূপং ঊর্দ্ধরেতস্ত্বাদিব্রতং বা) চরন্তি (অনুতিষ্ঠন্তি) [সাধবইতি শেষঃ]। তৎ পদং তে (তুভ্যং) সংগ্রহেণ (সঙ্ক্ষেপেণ) ব্রবীমি—'ওম্'ইতি এতৎ। [তৎ পদং—'ওম্' ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ]॥

সমস্ত বেদ (বেদের একদেশ—উপনিষৎসমূহ) যাহাকে পদ বা প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সমস্ত তপস্যা (কর্ম্মসমূহও) যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, [এবং] সাধুগণ যাহার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য (গুরুগৃহে বাস ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি) আচরণ করেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি—'ওম্'-ই সেই পদ॥৪৪॥১৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইত্যেবং পৃষ্টবতে মৃত্যুরুবাচ পৃষ্টং বস্তু বিশেষণান্তরঞ্চ বিবক্ষন্,—সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদং পদনীয়ং গমনীয়ম্ অবিভাগেন অবিরোধেন আমনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি, যৎপ্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুল-বাসলক্ষণম্ অন্যদ্বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং চরন্তি; তৎ তে তুভ্যং পদং যজ্জ্ঞাতুমিচ্ছসি, সংগ্রহেণ সঙ্ক্ষেপতো ব্রবীমি,—ওম্ ইত্যেতৎ; তদেতৎ পদং যৎবুভুৎসিতং ত্বয়া, তদেতদোমিতি ওম্ শব্দবাচ্যম্, ওম্শব্দপ্রতীকঞ্চ ॥৪৪॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইপ্রকার প্রশ্নকারী নচিকেতাকে জিজ্ঞাসিত বস্তু ও তদ্বিষয়ক অপরাপর বিশেষণ বলিবার অভিপ্রায়ে যম বলিতে লাগিলেন যে, সমস্ত বেদ (বেদাংশ উপনিষৎ শাস্ত্রসমূহ) যাহাকে অভিন্নরূপে পদ অর্থাৎ

পদনীয় (প্রাপ্তব্য) বলিয়া থাকেন ; সমস্ত তপস্যাও (কর্ম্মরাশিও) যাহাকে বলিয়া থাকেন ; অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তির উদ্দেশে তপস্যা (অভি-হিত হইয়াছে) । [সাধুগণ] যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় গুরুগৃহে বাসরূপ অথবা অন্যপ্রকার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন ; তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছ ; আমি সংক্ষেপে তোমাকে সেই পদ বলিতেছি—'ওম্', ইহাই তোমার বুভুৎসিত (যাহা বুঝিতে ইচ্ছা করিয়াছ,) সেই পদ ; অর্থাৎ এই যে, 'ওম্' শব্দের অর্থ ও ব্রহ্ম-প্রতীক 'ওম্' শব্দ ; এই উভয়কেই সেই 'পদ' বলিয়া জানিবে * ॥৪৪॥১৫॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্ ।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥৪৫॥১৬॥

[ওঙ্কারস্য উপাসনাং বিধায় তৎফলং প্রদর্শয়ন্ স্তুতিমাহ—] এতদ্ধ্যেবেতি । এতৎ (ওঙ্কাররূপং) অক্ষরম্ এব হি ব্রহ্ম (অপরং ব্রহ্ম) । এতদেব হি অক্ষরং পরম্ [ব্রহ্ম—পরমাত্মাখ্যং] । [হি শব্দৌ উভয়ত্র প্রসিদ্ধিদ্যোতকৌ] । এতৎ এব হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা যঃ (অধিকারী) যৎ ইচ্ছতি (কাময়তে), তস্য তৎ [সিধ্যতীতিশেষঃ] ॥

এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) প্রসিদ্ধ [অপর] ব্রহ্ম স্বরূপ এবং এই অক্ষরই প্রসিদ্ধ পর ব্রহ্মস্বরূপ । এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয় ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অত এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম অপরম্, এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরঞ্চ । তয়োর্হি প্রতীক-মেতদক্ষরম্ । এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা উপাস্য ব্রহ্মেতি, যো যদিচ্ছতি পরমপরং বা, তস্য তদ্ভবতি,—পরং চেৎ—জ্ঞাতব্যম্, অপরং চেৎ—প্রাপ্তব্যম্ ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥

---

* তাৎপর্য্য,—যাঁহারা উত্তমাধিকারী, তাঁহারা 'ওম্' শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমি ব্রহ্মস্বরূপ) এইরূপে উপাসনা করিবেন । আর যাহারা মন্দাধিকারী, তাহারা 'ওম্' শব্দকে ব্রহ্মের প্রতীক করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়া 'ওম্' শব্দেই ব্রহ্মের ধ্যান করিবে । ব্রহ্মবাচক 'ওম্' শব্দকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করায় 'ওম্' শব্দকে ব্রহ্ম 'প্রতীক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে । কোনরূপ সম্বন্ধ থাকায় এক বস্তুকে যে, অপর বস্তুরূপে কল্পনা করা, তাহার নাম 'প্রতীক' । 'প্রতীক' একরূপ উপাসনার প্রণালী ।

ভাষ্যানুবাদ।

অতএব প্রসিদ্ধ এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) অপর ব্রহ্মস্বরূপ (কার্য্য ব্রহ্মস্বরূপ) এবং এই অক্ষরই পর ব্রহ্মস্বরূপও ; কারণ এই অক্ষরই উক্ত উভয়প্রকার ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন। এই অক্ষরকেই ব্রহ্মরূপে জানিয়া—উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে—পর বা অপর ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পর ব্রহ্মকে যদি [আলম্বন করেন, তবে] তিনি জ্ঞাতব্যরূপে সিদ্ধ হন], আর অপর ব্রহ্মকে যদি [আলম্বন করেন, তাহা হইলে] তিনি প্রাপ্তব্যরূপে (গন্তব্যরূপে) [সিদ্ধ হন] * ॥৪৫॥১৬॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৪৬॥১৭॥

এতৎ (ওঙ্কাররূপং) আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ (অপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনানাং মধ্যে প্রশস্ততমম্)। এতৎ আলম্বনং পরং [পরব্রহ্মবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ]। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে [ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবৎ পূজ্যো ভবতীতি ভাবঃ]॥

এই ওঙ্কারই [অপর ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধন আলম্বনের মধ্যে] শ্রেষ্ঠ আলম্বন ; [এবং] এই আলম্বনই [পরব্রহ্মের প্রাপ্তি সাধন বলিয়া] পর। এই আলম্বন অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে [ব্রহ্মের ন্যায়] পূজ্য হয় ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যত এবম্, অতএব এতৎ আলম্বনম্ এতদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমম্। এতদালম্বনং পরম্ অপরঞ্চ, পরাপরব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ। অতঃ এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। পরস্মিন্ ব্রহ্মণি অপরস্মিংশ্চ ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবদুপাস্যো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥

---

* তাৎপর্য্য,—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলে, আর হিরণ্যগর্ভকে অপর ব্রহ্ম বলে, কার্য্য ব্রহ্মও ইঁহার নামান্তর। যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ জানেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের আর কোথাও যাইতে হয় না। দেহাদি উপাধিবিগমে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, এই কারণে পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হন না ; আর যাঁহারা অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, দেহপাতের পর, তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোকে যা'ন, সুতরাং অপর ব্রহ্ম তাঁহাদের পক্ষে প্রাপ্তব্য হন।

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু এই অক্ষরই পর ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন; অতএব এই আলম্বনই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সাধন আলম্বন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—অতিশয় প্রশংসনীয় আলম্বন, এবং এই আলম্বনই পর ও অপর ব্রহ্ম-বিষয়ত্ব নিবন্ধন পর ও অপর। অতএব, সাধক এই আলম্বন জানিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। পরব্রহ্মেই হউক বা অপর ব্রহ্মেই হউক, নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মেরই ন্যায় উপাস্য হন ॥৪৬॥১৭॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৪৭॥১৮॥

[ইদানীং আত্মনঃ স্বরূপং নির্দ্দিশন্ আহ]—ন জায়তে ইতি। [নেত্যগ্রেঽ-প্যন্বেতি]। বিপশ্চিৎ (আত্মজ্ঞঃ) ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে), ম্রিয়তে বা (ন চ নশ্যতি), [দেহযোগ বিয়োগনিবন্ধন-জনিমৃতিযুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ]। [কুতইত্যতো হেতুদ্বয়মাহ—] অয়ং (আত্মা) কুতশ্চিৎ (কারণাৎ) ন বভূব, [অস্মাচ্চ আত্মনঃ] কশ্চিৎ (অন্যঃ) ন বভূব। [জন্ম-মৃত্যুহীনত্ব ৎ] পুরাণঃ (পুরং দেহম্ অণতি গচ্ছতীতি পুরাণঃ, সদাতনো বা)। [অতঃ] অজো নিত্যঃ (স্বরূপেণ জন্ম-মরণহীনঃ), শাশ্বতঃ (অবিকারশ্চ) অয়ং (আত্মা) শরীরে (আত্মন উপাধিভূতে দেহে) হন্যমানে (সতি, স্বয়ং) ন হন্যতে (ন হিংস্যতে) ॥

বিপশ্চিৎ (আত্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ) ব্যক্তি [জানেন যে,] এই আত্মা জন্মে না, অথবা মরে না; [আত্মাও] কোন কিছু হইতে হয় নাই এবং ইহা হইতেও কেহ জন্মে নাই। এই হেতু এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য, শাশ্বত (নির্ব্বিকার) ও পুরাণ অর্থাৎ দেহপ্রবিষ্ট বা চিরবর্ত্তমান। দেহ নিহত হইলেও সে নিহত হয় না ॥ ৪৭ ॥ ১৮ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যাদিনা পৃষ্টস্য আত্মনোঽশেষবিশেষরহিতস্য আলম্বনত্বেন

প্রতীকত্বেন চোঙ্কারো নির্দ্দিষ্টঃ; অপরস্য চ ব্রহ্মণো মন্দ-মধ্যমপ্রতিপত্তৄন্ প্রতি। অথেদানীং তস্যোঙ্কারালম্বনস্যাত্মনঃ সাক্ষাৎস্বরূপনির্দ্দিধারয়িষয়া ইদমুচ্যতে,—

ন জায়তে নোৎপদ্যতে, ম্রিয়তে বা ন ম্রিয়তে চ, উৎপত্তিমতো বস্তুনোঽনিত্যস্যানেকা বিক্রিয়াঃ, তাসামাদ্যন্তে জন্ম-বিনাশলক্ষণে বিক্রিয়ে ইহাত্মনি প্রতিষিধ্যেতে প্রথমং সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধার্থং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইতি। বিপশ্চিৎ মেধাবী সর্ব্বজ্ঞঃ, অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ।

কিঞ্চ, নায়মাত্মা কুতশ্চিৎ কারণান্তরাৎ বভূব ন প্রভূতঃ। স্বস্মাচ্চ আত্মনো ন বভূব কশ্চিদর্থান্তরভূতঃ। অতোঽয়মাত্মা অজো নিত্যঃ, শাশ্বতোঽপক্ষয়বিবর্জিতঃ। যো হ্যশাশ্বতঃ, সোঽপক্ষীয়তে; অয়ন্তু শাশ্বতঃ; অতএব পুরাণঃ পুরাপি নব এবেতি; যো হ্যবয়বোপচয়দ্বারেণ অভিনির্বর্ত্ত্যতে, স ইদানীং নবঃ, যথা—কুম্ভাদিঃ, তদ্বিপরীতস্তু আত্মা পুরাণো বৃদ্ধিবিবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। যত এবম্, অতো ন হন্যতে ন হিংস্যতে হন্যমানে শস্ত্রাদিভিঃ শরীরে; তৎস্থোঽপ্যাকাশবদেব ॥৪৭॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

[ইতঃপূর্ব্বে] "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" ইত্যাদি বাক্যে যে নির্ব্বিশেষ আত্মা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল; তাহার আলম্বন (বিষয়) ও প্রতীক-রূপে ওঙ্কার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এবং মধ্যম ও অধম বোদ্ধাদের জন্যও অ-পর ব্রহ্মের [আলম্বন ও প্রতীকরূপে ওঙ্কার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে]। অতঃপর এখন সেই ওঙ্কারের আলম্বনীভূত আত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বরূপ নির্দ্ধারণেচ্ছায় ইহা কথিত হইতেছে,—

বিপশ্চিৎ অর্থ ধারণাশক্তিসম্পন্ন—সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তাহার স্বভাব-সিদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বভাব বিলুপ্ত (বিস্মৃত) হয় না; [অতএব সে] জন্মে না—উৎপন্ন হয় না; অথবা মরে না। উৎপত্তিশালী বস্তু-মাত্রেরই অনেকপ্রকার (ছয় প্রকার) বিকার [আছে]। তন্মধ্যে, জন্ম ও মরণরূপ দুইটিমাত্র বিকারের প্রতিষেধেই অন্য সমস্ত বিকারেরও প্রতিষেধ হইতে পারে, এই কারণে এখানে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" কথায় প্রথমতঃ জন্ম ও মরণরূপ আদি ও অন্ত বিকারদ্বয়ের প্রতিষেধ করা হইল।

আরও এক কথা, এই আত্মা অপর কোনও কারণ হইতে সম্ভূত হয় নাই, এই আত্মা হইতেও অপর কোন পদার্থ জন্মে নাই। অতএব, এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য ও শাশ্বত—ক্ষয়রহিত ; কেন না, যাহা শাশ্বত নহে, তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু এই আত্মা শাশ্বত, অতএব পুরাণ, অর্থাৎ পূর্ব্বেও নূতনই (ছিল) ; কারণ, অবয়ব-বৃদ্ধির দ্বারা যে বস্তু নিষ্পন্ন হয় (অভিব্যক্ত হয়), তাহাই 'এখন নূতন' (বলিয়া ব্যবহৃত হয়), যেমন—কলস প্রভৃতি। কিন্তু আত্মা ঠিক তাহার বিপরীত—পুরাণ অর্থাৎ বৃদ্ধিরহিত। যেহেতু আত্মা এইরূপ ; অতএব, শস্ত্রাদি দ্বারা শরীর নিহত হইলেও শরীরস্থ আকাশের ন্যায় আত্মা নিহত বা হিংসার বিষয় হয় না * ॥৪৭॥১৮॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥৪৮॥১৯॥

[নম্বেবং হন্তা হতশ্চাহমিতি প্রতীতিঃ কথং সম্পদ্যতে ? ভ্রান্ত্যা ; ইত্যাহ], —হন্তেতি। দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্নঃ] হন্তা (হননকারী জনঃ) চেৎ (যদি) হন্তুং (হনিষ্যামি এনম্, ইতি) মন্যতে (চিন্তয়তি), [তথা] হতঃ [অপি] চেৎ (যদি) [আত্মানং] হতং (অন্যেন বিনাশিতং) মন্যতে ; [তর্হি] তৌ উভৌ [অপি] ন বিজানীতঃ (সামান্যতো জানন্তৌ অপি বিশেষেণ ন জানীতঃ)। [যতঃ] অয়ং (আত্মা) ন হন্তি [কঞ্চিৎ, স্বয়ং চ পরৈঃ] ন হন্যতে। [অয়মাত্মা হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীত্যাশয়ঃ] ॥

---

* তাৎপর্য্য,—মহামুনি যাস্ক "জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।" এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রেরই ছয়টি বিকার আছে ; (১) জন্ম, (২) সত্তা, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম (ক্ষয়োন্মুখতা), (৫) অপক্ষয় (ক্ষীণতা প্রাপ্তি) ও (৬) বিনাশ। উৎপত্তিশীল সৎপদার্থ এমন কিছু নাই, যাহা উক্ত ষড়্বিধ বিকার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কিন্তু আত্মা সৎপদার্থ হইলেও উল্লিখিত বিকারসম্বন্ধ-রহিত—নির্ব্বিকার। তাই শ্রুতি আত্মার সম্বন্ধে প্রথম বিকার জন্ম ও শেষ বিকার বিনাশ, এই উভয় বিকারের প্রতিষেধ করিলেন। উদ্দেশ্য—আত্মার যখন জন্মই নাই, তখন জন্মাধীন—সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম ও অপক্ষয়, এই বিকার চতুষ্টয়ও অসম্ভব। তাহার পর "ন ম্রিয়তে" কথায় 'বিনাশ' নামক ষষ্ঠ বিকারও নিষিদ্ধ হইয়াছে। "অজো নিত্যঃ" ইত্যাদি কথায় পূর্ব্বকথিত বিষয়েরই উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র।

হত্যাকারী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি (অমুককে) হনন করিব; এবং হত ব্যক্তিও যদি মনে করে যে, আমি হত হইয়াছি। তাহারা ভয়েই বিশেষরূপে [আত্মতত্ত্ব] জানে না। কারণ, এই আত্মা [অপরকে] হনন করে না, এবং নিজেও অপর কর্ত্তৃক [হত হয় না ॥৪৮॥১৯॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবম্ভূতমপ্যাত্মানং শরীরমাত্রাত্মদৃষ্টিঃ হন্তা চেদ্ যদি মন্যতে চিন্তয়তি ইচ্ছতি হন্তুং—হনিষ্যাম্যেনমিতি; যোঽপ্যন্যো হতঃ, সোঽপি চেৎ মন্যতে হতমাত্মানং—হতোঽহমিতি; উভাবপি তৌ ন বিজানীতঃ স্বমাত্মানম্। যতো নায়ং হন্তি অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ। তথা ন হন্যতে আকাশবদবিক্রিয়ত্বাদেব। অতোঽনাত্মজ্ঞবিষয় এব ধর্ম্মাধর্ম্মাদিলক্ষণঃ সংসারো ন ব্রহ্মজ্ঞস্য, শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ ন্যায়াচ্চ ধর্ম্মাঽধর্ম্মাদ্যনুপপত্তেঃ ॥৪৮॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে লোক কেবল দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে, তাদৃশ হন্তা ব্যক্তি যদি হনন করিতে, অর্থাৎ 'আমি ইহাকে বধ করিব' এইরূপ মনে করে বা চিন্তা করে; আর অপর যে লোক হত হয়, সেও যদি 'আমি হত' বলিয়া আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই স্বীয় আত্মাকে বিশেষরূপে জানে না; যেহেতু অবিক্রিয়ত্বনিবন্ধন এই আত্মা (কাহাকেও) বধ করে না, সেইরূপ আকাশের ন্যায় নির্ব্বিকারত্ব হেতু (অপরকর্ত্তৃক) হতও হয় না। অতএব, আত্মজ্ঞান-রহিত ব্যক্তির পক্ষেই ধর্ম্মাধর্ম্মাদিময় সংসার, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে নহে। কারণ, শ্রুতি প্রামাণ্য এবং ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, আত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিময় সংসার সম্ভবপর হয় না * ॥৪৮॥১৯॥

* ইহার অনুরূপ শ্লোক ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—
"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥" ২য় অধ্যায়, ১৯
ইহার আর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা অনাবশ্যক॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥৪৯॥২০॥

[বিপশ্চিত আত্মদর্শন প্রকারমাহ—] অণোরণীয়ানিতি। অণোঃ (সূক্ষ্মাৎ পরমাণুপ্রভৃতেঃ) অণীয়ান্ (অতিশয়েন সূক্ষ্মঃ), [তথা] মহতঃ (আকাশাদেরপি) মহীয়ান্ (অতিশয়েন মহান্) আত্মা (পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ), অস্য জন্তোঃ (প্রাণিনঃ) গুহায়াং (হৃদয়ে) নিহিতঃ (নিয়তং স্থিতঃ) [অস্তি]। [নাস্তি ক্রতুঃ সংকল্পঃ —কামনা যস্য, সঃ] অক্রতুঃ (বীতরাগঃ) [অতএব] বীতশোকঃ (বিগতদুঃখশ্চ সন্) ধাতুপ্রসাদাৎ (ধাতূনাং মনআদি-করণানাং নৈর্ম্মল্যাৎ) আত্মনঃ তং (পূর্ব্বোক্তং) মহিমানং (অবিক্রিয়ত্বাদিকং) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি) ॥

বিপশ্চিৎ ব্যক্তি যে প্রকারে আত্মদর্শন করেন, তাহা বলা হইতেছে,—পরমাণু প্রভৃতি অণু (সূক্ষ্ম) বস্তু অপেক্ষাও অণীয়ান্ (অতিশয় সূক্ষ্ম) এবং আকাশাদি মহৎ পদার্থ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্, আত্মা এই প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন। নিষ্কাম ব্যক্তি শোকরহিত হইয়া মন প্রভৃতি ধাতুর (ইন্দ্রিয়ের) প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহার ফলে আত্মার সেই মহিমা (নির্ব্বিকারত্বাদি ভাব) সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥৪৯॥২০॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনরাত্মানং জানাতীত্যুচ্যতে,—অণোঃ সূক্ষ্মা অণীয়ান্ শ্যামাকাদেরণুতরঃ। মহতো মহৎপরিমাণাৎ মহীয়ান্ মহত্তরঃ পৃথিব্যাদেঃ, অণু মহদ্বা যদস্তি লোকে বস্তু, তৎ তেনৈবাত্মনা নিত্যেনাত্মবৎ সম্ভবতি; তদাত্মনা বিনির্ম্মুক্তমসৎ সম্পদ্যতে। তস্মাদসাবেবাত্মা অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ সর্ব্ব-নাম রূপবস্তূপাধিকত্বাৎ। স চাত্মা অস্য জন্তোঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য প্রাণিজাতস্য গুহায়াং হৃদয়ে নিহিতঃ আত্মভূতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ। তম্ আত্মানং দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানলিঙ্গং অক্রতুঃ অকামঃ দৃষ্টাদৃষ্ট-বাহ্যবিষয়েভ্য উপরতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। যদা চৈবং তদা মনআদীনি করণানি ধাতবঃ শরীরস্য ধারণাৎ প্রসীদন্তীতি, এষাং ধাতূনাং প্রসাদাৎ আত্মনো মহিমানং কর্ম্ম-

নিমিত্তবৃদ্ধি-ক্ষয়রহিতং পশ্যতি বীতশোকঃ। ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ 'অয়মহমস্মি' ইতি সাক্ষাৎ বিজানাতি ; ততো বিগতশোকো ভবতি ॥৪৯॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ।

[পণ্ডিতগণ] আত্মাকে কি প্রকার দর্শন করেন, তাহা বলা হইতেছে,—শ্যামাক (শস্যবিশেষ) প্রভৃতি অণু বা সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও অণীয়ান্ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং পৃথিব্যাদি মহৎ পদার্থ হইতেও মহত্তর, অর্থাৎ অণু বা মহৎ যে কোন বস্তু আছে, তৎসমস্তই সেই নিত্য আত্মা দ্বারা আত্মবান্ অর্থাৎ সত্তাবান্ হয় ; আর সেই আত্ম-বিরহিত হইলেই অসৎ হইয়া পড়ে। অতএব, এই আত্মাই সমস্ত নাম ও রূপময় উপাধি সম্পন্ন হওয়ায় অণু অপেক্ষাও অণু এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ বলিয়া পরিচিত হন। * সেই আত্মাই জন্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় নিহিত বা আত্মরূপে অবস্থিত আছেন। পুরুষ যখন অক্রতু—অকাম, অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক বাহ্য বিষয়ে বিরক্তচিত্ত হয়, তখন তাহার ধাতু অর্থাৎ শরীর-ধারক মনঃপ্রভৃতি করণবর্গ প্রসন্ন বা নির্ম্মল হয় ; এই সকল ধাতুর প্রসন্নতানিবন্ধন কর্ম্মজনিত বৃদ্ধি-ক্ষয়রহিত আত্ম-মহিমা দর্শন করেন। অর্থাৎ ধাতুপ্রসন্নতা-বশতঃ 'আমি হই এইরূপ' ইত্যাকারে আত্মার মহিমা সাক্ষাৎকার করেন, তাহার পর বীতশোক অর্থাৎ শোক-দুঃখ বিনির্ম্মুক্ত হন ॥৪৯॥২০॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥৫০॥২১॥

* তাৎপর্য্য,—যদিও একই বস্তুর অণুত্ব ও মহত্ত্ব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হয় সত্য, তথাপি প্রকারান্তরে উহার উপপত্তি হইতে পারে। জগতে যে কিছু অণু ও মহৎ পদার্থ আছে, সর্ব্বব্যাপী আত্মা তৎসমস্ত পদার্থেই অনুস্যূত আছেন, আত্মা অনুস্যূত থাকাতেই সমস্ত পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে। আত্মার সেই সম্বন্ধ স্থগিত হইয়া গেলে, সমস্তই অসৎ—মিথ্যা হইয়া পড়ে। এইরূপে অণু ও মহৎ পদার্থে সম্বন্ধ থাকায়ই আত্মার অণুত্ব ও মহত্ত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপতঃ আত্মায় ঐ সকল ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই।

[পুনশ্চ আত্মনো মহিমানমেবাহ] আসীন ইতি। [অয়ম্ আত্মা] আসীনঃ (অচল এব সন্) দূরং ব্রজতি (গচ্ছতি)। [তথা] শয়ানঃ (উপরতক্রিয়ঃ চ সন্) সর্ব্বতঃ যাতি। মদামদং (মদো হর্ষঃ, অমদঃ হর্ষাভাবঃ, তদ্বিশিষ্টং, এবং বিরুদ্ধধর্ম্মবন্তং) দেবং (প্রকাশমানং) তং (আত্মানং) মদন্যঃ (মাং বিনা) কঃ জ্ঞাতুং (তত্ত্বতঃ অনুভবিতুং) অর্হতি শক্নোতি ॥

উক্ত আত্মা একত্র অবস্থিত থাকিয়াও দূরগামী, এবং শয়ান অর্থাৎ ক্রিয়া-রহিত হইয়াও সর্ব্বত্র গামী; মদামদ অর্থাৎ হর্ষ ও তদভাববান্ সেই প্রকাশ-মান্ আত্মাকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয়? ॥৫০॥২১॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যথা দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা কামিভিঃ প্রাকৃতপুরুষৈঃ, যস্মাৎ আসীনঃ অবস্থিতোঽচল এব সন্ দূরং ব্রজতি; শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ; এবমসৌ আত্মা দেবো মদামদঃ, সমদোঽমদশ্চ সহর্ষোঽহর্ষশ্চ বিরুদ্ধধর্ম্মবান্, অতোঽশক্যত্বাজ্জ্ঞাতুং কঃ তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি। অস্মদাদেরেব সূক্ষ্মবুদ্ধেঃ পণ্ডিতস্য সুবিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা স্থিতিগতিনিত্যানিত্যাদিবিরুদ্ধানেকবিধ ধর্ম্মোপাধিকত্বাদ্ বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাদ্ বিশ্বরূপইব চিন্তামণিবদবভাসতে। অতো দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি, কস্তং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতীতি। করণানামুপশমঃ শয়নং, করণজনিতস্যৈকদেশবিজ্ঞানস্যোপশমঃ শয়ানস্য ভবতি। যদা চৈবং কেবলসামান্যবিজ্ঞানত্বাৎ সর্ব্বতো যাতীব, যদা বিশেষবিজ্ঞানস্থঃ স্বেন রূপেণ স্থিত এব সন্ মনআদিগতিষু তদুপাধিকত্বাদ্ দূরং ব্রজতীব। স চেহৈব বর্ত্ততে ॥৫০॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু এই আত্মা আসীন (অবস্থিত) অর্থাৎ নিশ্চল থাকিয়াও দূরে গমন করে, এবং শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করে; প্রকাশমান এই আত্মা সমদ—সহর্ষও বটে এবং অমদ—অহর্ষও (হর্ষহীনও) বটে; এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মসম্পন্ন; অতএব, তাহাকে জানিবার শক্তি নাই; সুতরাং সেই মদামদ দেবকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয়? ফলকথা, স্থিতি, গতি, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম উপস্থিত থাকায়—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবত্তা-নিবন্ধন

'চিন্তামণির' ন্যায় বহুরূপে প্রকাশমান আত্মা আমাদের ন্যায় সূক্ষ্ম, বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতের পক্ষেই একমাত্র সুবিজ্ঞেয়—(অন্যের পক্ষে নহে)। অতএব 'আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে?' এই কথায় সেই দুর্বিবজ্ঞেয়তাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। শয়ন অর্থ—ইন্দ্রিয়গণের উপশম বা বৃত্তিরোধ; শয়ান ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জাত একদেশ বিজ্ঞানের ('আমি মনুষ্য' ইত্যাদি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের) উপশম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মা যখন বিশেষ জ্ঞান হইতে উপরত হয়, তখন কেবলই সামান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধ থাকায় যেন সর্ব্বতোভাবে গমনই করে; আর যখন স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই বিশেষ-বিজ্ঞানস্থ হয়, তখন মনঃ প্রভৃতি করণের গতিতে তদুপাধিক আত্মাও যেন দূরেই গমন করে। বস্তুতঃ আত্মা এখানেই থাকে, কোথাও যায় না ॥৫০॥২১॥

অশরীরং্‌ শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৫১॥২২

[পুনস্তন্মহিমোক্তিপূর্ব্বকং তজ্‌জ্ঞানফলমাহ]—অশরীরমিতি ॥ অনবস্থেষু (নশ্বরেষু) শরীরেষু (প্রাণিদেহেষু) অবস্থিতং [স্বয়ং তু] অশরীরং (তৎশরীর-নিমিত্তক-বিকাররহিতং) মহান্তং (দেশতঃ কালতঃ গুণতশ্চ অপরিচ্ছিন্নং বিভুং সর্ব্বব্যাপিনম্) আত্মানং (দেহিনং) মত্বা ধীরো ন শোচতি (মুক্তো ভবতি)।

অস্থির বা অনিত্য শরীরে অবস্থিত, অথচ স্বয়ং শরীর-রহিত, মহৎ ও বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া ধীর ব্যক্তি শোক (দুঃখ) করে না ॥৫১॥২২॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদ্বিজ্ঞানাচ্চ শোকাত্যয় ইত্যপি দর্শয়তি—অশরীরং স্বেন রূপেণ আকাশকল্প আত্মা, তম্ অশরীরং, শরীরেষু দেব-পিতৃ-মনুষ্যাদিশরীরেষু অনবস্থেষু অনিত্যেষু অবস্থিতিরহিতেষু অবস্থিতং—নিত্যম্ অবিকৃতমিত্যেতৎ। মহান্তম্, মহত্ত্বস্য আপেক্ষিকত্বশঙ্কায়ামাহ—বিভুং ব্যাপিনম্ আত্মানম্। আত্মগ্রহণং স্বতোঽনন্যত্ব-প্রদর্শনার্থম্; আত্মশব্দঃ প্রত্যগাত্মবিষয় এব মুখ্যঃ, তমীদৃশমাত্মানং মত্বা 'অয়মহম্' ইতি ধীরো ধীমান্ ন শোচতি। ন হ্যেবংবিধস্য আত্মবিদঃ শোকোপপত্তিঃ ॥৫১॥২২॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে যে, শোকের অবসান হয়; ইহাও প্রদর্শিত হইতেছে,—আত্মা স্বরূপতঃ আকাশের ন্যায়; অতএব, অশরীর, অথচ অনবস্থিত অর্থাৎ স্থিরতা-রহিত ও অনিত্য—দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদি দেহে অবস্থিত [স্বয়ং কিন্তু] নিত্য—অবিকৃত ও মহৎ, ঘটপটাদি পদার্থ অপেক্ষা মহত্ত্ব-শঙ্কা নিরাসার্থ বলিলেন—বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী; সেই আত্মাকে অবগত হইয়া অর্থাৎ 'আমি এইরূপই', ইহা জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না। কেন না, এবংবিধ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শোক সম্ভব হয় না। 'আত্মা' শব্দের প্রত্যগাত্মা (জীব) অর্থই মুখ্য, অর্থাৎ প্রথম প্রতীতির বিষয়। জীব যে, স্বভাবতই ব্রহ্ম হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে, তাহা জ্ঞাপনার্থ এখানে 'আত্মা'-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥২১॥২২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৫২॥২৩

[আত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বেঽপি সুবিজ্ঞানোপায়মাহ] নায়মিতি। অয়ম্ আত্মা প্রবচনেন (শাস্ত্র-ব্যাখ্যানেন অধ্যয়নাদিনা বা) লভ্যো (দর্শনীয়ো) ন (ভবতি), মেধয়া (স্বকীয়প্রজ্ঞাবলেন) ন [লভ্যঃ], বহুনা শ্রুতেন (শাস্ত্র-শ্রবণেন বা) [লভ্যঃ]। [কিন্তু] এষঃ (মুমুক্ষুঃ) যম্ এব (স্বস্বরূপম্ আত্মানং) বৃণুতে (প্রাপ্যতয়া প্রার্থয়তে), তেন (আত্মনা) এব [সঃ মুমুক্ষুঃ] লভ্যঃ। অথবা এষঃ (ঈশ্বরঃ ভক্ত্যারাধিতঃ সন্) যম্ এব সেবকং বৃণুতে (আত্মদর্শনায় বরয়তি যস্মৈ প্রসীদতীতি যাবৎ) তেনৈব (বৃতেনৈব) লভ্যো (দর্শনীয়ঃ)। কথম্? এষ আত্মা স্বাং (স্বকীয়াং পারমার্থিকীং) তনূং (মূর্ত্তিং) তস্য (সাধকস্য সমীপে) বিবৃণুতে (প্রদর্শয়তি।

আত্মা স্বভাবতঃ দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইলেও তাঁহাকে জানিবার উপায় আছে, সেই

উপায় কথিত হইতেছে—প্রবচন অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব জানা যায় না; কেবল মেধা (ধারণাশক্তি) দ্বারা কিংবা বহুল শাস্ত্র শ্রবণেও আত্মাকে লাভ করা যায় না। পরন্তু, এই সাধক স্ব স্বরূপে যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, সেই আত্মা কর্তৃক এই সাধক লভ্য হন; অথবা এই অংশের অর্থ এইরূপ,—এই ঈশ্বর ভক্তিভরে আরাধিত হইয়া যাঁহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ আত্মদর্শনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন; কারণ, তিনি (ঈশ্বর) তাঁহার নিকটই স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করেন ॥ ৫২॥২৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যপি দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা, তথাপ্যুপায়েন সুবিজ্ঞেয় এব. ইত্যাহ নায়মাত্মা প্রবচনেন অনেকবেদস্বীকরণেন লভ্যো জ্ঞেয়ঃ, নাপি মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা, ন বহুনা শ্রুতেন কেবলেন। কেন তর্হি লভ্যঃ? ইত্যুচ্যতে,—যমেব স্বমাত্মানম্ এষ সাধকো বৃণুতে প্রার্থয়তে, তেনৈবাত্মনা বরিত্রা স্বয়মাত্মা লভ্যো জ্ঞায়ত ইত্যেতৎ। নিষ্কামশ্চাত্মানমেব প্রার্থয়তে; আত্মনৈবাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ। কথং লভ্যতে? ইত্যুচ্যতে,—তস্য আত্মকামস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং স্বাং তনূং স্বকীয়ং যাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥৫২॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

যদিও এই আত্মা [স্বভাবতঃ] দুর্বিজ্ঞেয়ই বটে, তথাপি উপায়বিশেষে নিশ্চয়ই সুবিজ্ঞেয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ বহুতর বেদ অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য (বিজ্ঞেয়) হন না; মেধা—শাস্ত্রার্থ-ধারণাশক্তি দ্বারাও (লভ্য) হন না; কেবল বহু শাস্ত্রশ্রবণেও [লভ্য হন] না। তবে কি উপায়ে লভ্য? তদুত্তরে বলা হইতেছে,—এই সাধক স্বকীয় যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনা করেন, বরণকারী সেই আত্মাকর্তৃক আত্মাই অর্থাৎ নিজেই নিজের লভ্য—জ্ঞেয় হন। নিষ্কাম পুরুষ আত্মাকেই প্রার্থনা করেন; এবং আত্মাই (নিজেই) আত্মার (নিজের) লভ্য হয়। কি প্রকারে

তাঁহাকে লাভ করা যায়? তাই বলিতেছেন,—স্বীয় আত্মাই যাহার [একমাত্র] কামনার বিষয় হয়, সেই আত্মকামের নিকট আত্মা আপনার পারমার্থিক তনু, অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করিয়া থাকেন॥ ৫২॥২৩॥

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥৫৩॥২৪

[আত্মলাভস্য পরিপন্থিদোষং প্রদর্শয়ন্ তদুপায়ান্ আহ] নাবিরত ইতি। দুশ্চরিতাৎ (নিন্দিতাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধাৎ আচারাৎ) অবিরতঃ (অনিবৃত্তঃ দুরাচারীতি যাবৎ) ন, অশান্তঃ (শ্রবণ-মনন-ধ্যানৈঃ অসম্পাদিতেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) ন, অসমাহিতঃ (একাগ্রতারহিতঃ, বিক্ষিপ্তচিত্তঃ) ন, অশান্তমানসঃ (বিষয়ভোগে অলংবুদ্ধিরহিতঃ বিষয়লম্পট ইতি যাবৎ) চ প্রজ্ঞানেন (ব্রহ্মবিজ্ঞানেন) এনম্ (আত্মানং) ন আপ্নুয়াৎ (ন প্রাপ্নোতি)। [অথবা প্রাগুক্তদোষ-দূষিতঃ কোঽপি এনং ন আপ্নুয়াৎ; পরন্তু কেবলং প্রজ্ঞানেন (তত্ত্বজ্ঞানাধিগমেন এনম্ আত্মানং আপ্নুয়াদিত্যর্থঃ)।

যে লোক দুশ্চরিত হইতে (শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে) বিরত নহে, সংযতেন্দ্রিয় নহে, সমাহিতচিত্ত নহে এবং ভোগস্পৃহারহিতও নহে; সে লোক ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে পারে না। অথবা, পূর্ব্বোক্ত কেহই আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেবল প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৫৩॥ ২৪॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চান্যৎ, ন দুশ্চরিতাৎ প্রতিষিদ্ধাৎ শ্রুতিস্মৃত্যবিহিতাৎ পাপকর্ম্মণঃ অবিরতঃ অনুপরতঃ। নাপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ অশান্তঃ, অনুপরতঃ। নাপি অসমাহিতঃ অনেকাগ্রমনা বিক্ষিপ্তচিত্তঃ। সমাহিতচিত্তোঽপি সন্ সমাধানফলার্থিত্বাৎ নাপি অশান্তমানসো ব্যাপৃতচিত্তো বা আত্মানং প্রাপ্নুয়াৎ। কেন প্রাপ্নুয়াৎ? ইত্যুচ্যতে,—প্রজ্ঞানেন ব্রহ্মবিজ্ঞানেন এনং প্রকৃতমাত্মানম্ আপ্নুয়াৎ। যস্তু দুশ্চরিতাদ্বিরত ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ, সমাহিতচিত্তঃ সমাধানফলাদপি উপশান্তমানসশ্চ আচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন এনং যথোক্তমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৫৩॥ ২৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা, [যে লোক] দুশ্চরিত হইতে অর্থাৎ যাহা শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রবিহিত নহে, এমন প্রতিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম হইতে বিরত নহে ; ইন্দ্রিয়-লৌল্য—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঔৎসুক্য বশতঃ অশান্ত বা উপরত নহে ; আর অসমাহিত অর্থাৎ একাগ্রতারহিত—বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলচিত্ত ; এবং সমাহিতচিত্ত হইয়াও ফল কামনায় অশান্ত-মানস অর্থাৎ বিষযাসক্ত-চিত্ত ; সে লোক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। তবে কি উপায়ে প্রাপ্ত হয় ? এই নিমিত্ত বলা হইতেছে,—প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রস্তাবিত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। পরন্তু, যে লোক দুষ্ট ব্যবহার ও ইন্দ্রিয়-লালসা হইতে বিরত, সমাহিতচিত্ত ও সমাধি-ফল লাভে বীতস্পৃহ, এবং উপযুক্ত আচার্য্যবান্, সেই লোকই প্রজ্ঞানের দ্বারা উক্তপ্রকার আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ॥৫৩॥২৪॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।

মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং, ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ৫৪॥২৫

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী ॥১॥২॥

[যথোক্তসাধনশূন্যস্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং বক্তুমাহ—] যস্যেতি। যস্য (আত্মনঃ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণত্বজাতিঃ) চ ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়ত্বজাতিঃ) চ (ইতরেতরবস্তুসমুচ্চয়ে চ দ্বয়ং) উভে ওদনঃ (অন্নং) ভবতঃ। মৃত্যুঃ (সর্ব্বপ্রাণিনাং মারকঃ) যস্য উপ-সেচনম্ (উপকরণং শাকস্থানীয়ং ব্যঞ্জনরূপমিত্যর্থঃ), সঃ (এবং জগৎসংহর্ত্তৃত্ব-গুণকঃ) যত্র [তিষ্ঠতি] [তৎ] ইত্থা (ইত্থম্ এবংপ্রকারেণ) কো বেদ ? (ন কোঽপীতি ভাবঃ) ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ১ ॥ ২ ॥

উক্ত সাধন-রহিত ব্যক্তির পক্ষে আত্মার দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন যে,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি (অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তুই) যাঁহার ওদন (অন্ন), অর্থাৎ অন্নের ন্যায় সংহার্য্য বস্তু ; এবং সর্ব্বপ্রাণি-সংহারক মৃত্যুও যাঁহার উপসেচন (ব্যঞ্জনস্থানীয়) ; তিনি যেখানে থাকেন, তাহা বিশেষরূপে কে জানে ? ॥৫৪॥২৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্ত্বনেবংভূতঃ, যস্য আত্মনঃ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ—ব্রহ্মক্ষত্রে সর্ব্বধর্ম্মবিধারকে অপি সর্ব্বপ্রাণভূতে উভে ওদনঃ অশনং ভবতঃ—স্যাতাম্। সর্ব্বহরোঽপি মৃত্যুঃ যস্য উপসেচনমেব ওদনস্য অশনত্বেঽপ্যপর্য্যাপ্তঃ, তং প্রাকৃতবুদ্ধির্যথোক্তসাধনরহিতঃ সন্ কঃ ইত্থা ইত্থমেবং যথোক্তসাধনবানিবেত্যর্থঃ। বেদ বিজানাতি, যত্র সঃ আত্মেতি ॥ ৫৪ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে
দ্বিতীয়বল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের পরিরক্ষক এবং সকলের প্রাণস্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় যাঁহার ওদন অর্থাৎ খাদ্য হয়; আর সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও যাঁহার উপসেচন (শাক বা ব্যঞ্জনস্থানীয়); অর্থাৎ ওদন ভক্ষণেও পর্য্যাপ্ত বা যথেষ্ট নহে; * পূর্ব্বোক্ত সদাচার প্রভৃতি সাধনশূন্য ও প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন লোক উক্ত সাধন-সম্পন্নের ন্যায় তাহা জানিতে পারে?—যেখানে সেই আত্মা অবস্থিত আছেন ॥৫৪॥২৫॥

ইতি কঠোপনিষদ্ভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

* তাৎপর্য্য,—ব্রাহ্মণ জাতি পবিত্র ধর্ম্মের উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা এবং ক্ষত্রিয় জাতি দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-সংরক্ষণ দ্বারা ধর্ম্মরক্ষক ও লোকের প্রাণস্বরূপ; এই কারণে জগতে উভয় জাতির প্রাধান্য। সেই প্রধানভূত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দ্বারাই জাগতিক চরাচর সমস্ত পদার্থই বুঝিয়া লইতে হইবে। আর ভক্ষ্য বস্তু সমূহ যেরূপ বাহ্যদৃষ্টিতে বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তৎসমস্ত ভোক্তাতেই স্থান প্রাপ্ত হয়; জাগতিক বস্তুসমূহও তদ্রূপ সাধারণের দৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সেই পরমাত্মাতেই বিলীন থাকে—সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে; বিলুপ্ত হইয়া যায় না।

তৃতীয়া বল্লী।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে,
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি,
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥৫৫॥১

[ইদানীং প্রাপ্য-প্রাপকবিবেকার্থং পরমাত্ম-জীবাত্মনোঃ স্বরূপভেদমাহ]—ঋতমিতি। লোকে (অস্মিন্ শরীরে) সুকৃতস্য [কর্ম্মণঃ] ঋতং (অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ সত্যং ফলং—সুখ-দুঃখাদিকং) পিবন্তৌ (ভুঞ্জানৌ), [সুকৃতস্য লোকে পুণ্যলব্ধ-স্বর্গাদিস্থানে বা]। গুহাং (গুহায়াং বুদ্ধৌ) পরমে (বাহ্যাকাশাপেক্ষয়া উৎকৃষ্টে) পরার্দ্ধে (পরস্য ব্রহ্মণঃ অর্দ্ধস্থানকল্পে হৃদয়াকাশে) [পরমত্যন্তং পরেভ্যঃ বা আ—সমন্তাৎ ঋদ্ধে অভিবৃদ্ধে মুখ্যপ্রাণে ইতি বা] প্রবিষ্টৌ, [পরমে পরার্দ্ধে গুহাং (হৃদয়গহ্বরং) প্রবিষ্টৌ ইতি বা]। ব্রহ্মবিদঃ [জীব-পরমাত্মানৌ] ছায়া-তপৌ (তমঃপ্রকাশৌ) [ইব] বদন্তি (কথয়ন্তি)। [অপিচ] যে চ পঞ্চাগ্নয়ঃ (গার্হপত্যাহবনীয়দক্ষিণাগ্নিসভ্যাবসথ্যাঃ পঞ্চ অগ্নয়ো যেষাং তে; দ্যুপর্জন্যপৃথিবী পুরুষস্ত্রীরূপ-পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠা বা গৃহস্থাঃ) ত্রিণাচিকেতাঃ (ত্রিঃকৃত্বঃ নাচিকেতো-ঽগ্নিশ্চিতো যৈঃ, তে ত্রিবারকৃতনাচিকেতাগ্নয়ঃ যে, তে চ বদন্তি)। ['ব্রহ্মবিদঃ' ইত্যনেন জ্ঞানিনাং, 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' ইত্যনেন উপাসকানাং 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ইত্যনেন কর্ম্মিণাং বা পৃথগেব উদ্দেশঃ কৃত ইতি বোদ্ধব্যম্ ইতি। অত্র জীবঃ সাক্ষাৎ পিবতি, পরমাত্মা তু স্বয়ং অপিবন্ অপি জীবং পায়য়তি, অতঃ চ পানপ্রযোজক-স্যাপি তস্য কর্ত্তৃত্বম্ উপর্য্যতে ইত্যাশয়ঃ]॥

সম্প্রতি পাপ্য ও প্রাপকের পার্থক্য-জ্ঞাপনার্থ জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত ভেদ বলিতেছেন,—যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ এবং যাহারা পঞ্চাগ্নিসম্পন্ন, অথবা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যানিষ্ঠ ও তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন বা আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সংসারে স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম ফলের ভোক্তা এবং বুদ্ধিরূপ গুহায় উত্তম, ব্রহ্মবাসের যোগ্য হৃদয়াকাশে অবস্থিত বা অভিব্যক্ত [জীব ও পরমাত্মা] ছায়া ও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন-স্বভাবসম্পন্ন ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ঋতং পিবন্তৌ ইত্যস্যা বল্ল্যাঃ সম্বন্ধঃ—বিদ্যাবিদ্যে নানাবিরুদ্ধফলে ইত্যুপন্যস্তে, ন তু সফলে তে যথাবৎ নির্ণীতে। তন্নির্ণয়ার্থা রথরূপক-কল্পনা; তথা চ প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যম্। এবঞ্চ প্রাপ্তৃ-প্রাপ্য-গন্তৃ-গন্তব্যবিবেকার্থং রথরূপকদ্বারা দ্বৌ আত্মানৌ উপন্যস্যেতে—ঋতমিতি। ঋতং সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং পিবন্তৌ; একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্ক্তে নেতরঃ, তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তৌ ইত্যুচ্যেতে ছত্রিন্যায়েন। সুকৃতস্য স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ ঋতমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। লোকে অস্মিন্ শরীরে, গুহাং গুহায়াং বুদ্ধৌ প্রবিষ্টৌ। পরমে—বাহ্যপুরুষাকাশ-সংস্থানাপেক্ষয়া পরমম্। পরার্দ্ধে পরস্য ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং, তস্মিন্ হি পরং ব্রহ্মোপলভ্যতে। ততঃ তস্মিন্ পরমে পরার্দ্ধে হার্দ্দাকাশে প্রবিষ্টৌ ইত্যর্থঃ। তৌ চ চ্ছায়াতপাবিব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন, ব্রহ্মবিদো বদন্তি কথয়ন্তি। ন কেবলমকর্ম্মিণ এব বদন্তি; পঞ্চাগ্নয়ো গৃহস্থাঃ; যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ত্রিঃকৃত্বো নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যৈঃ, তে ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ৫৫॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

"ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি তৃতীয় বল্লীর সহিত পূর্ব্ববল্লীর সম্বন্ধ এইরূপ,—নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ফলপ্রদ বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয় ইতঃপূর্ব্ব উল্লিখিতমাত্র হইয়াছে; কিন্তু ফলের সহিত যথাযথরূপে নিরূপিত হয় নাই; তাহারই নিরূপণার্থ 'রথ'-রূপকের কল্পনা; ঐরূপে নিরূপণ করিলেই বুঝিবার সুবিধা হয়। এইরূপ সুবিধা হয় বলিয়াই প্রথমতঃ প্রাপক ও প্রাপ্য এবং গন্তা (মুমুক্ষু) ও গন্তব্য (পরমাত্মা), এতদুভয়ের বিবেক বা পার্থক্য প্রদর্শনার্থ "ঋতং" ইত্যাদিমন্ত্রে [জীব ও পরম] উভয় আত্মাই উপন্যস্ত হইতেছে। 'ঋত' অর্থ—সত্য, কর্ম্মের ফলও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সত্য, [এই কারণে এখানে 'ঋত' শব্দে কর্ম্মফল বুঝিতে হইবে]। [যদিও] এক জীবই কেবল কর্ম্মফল পান করে—ভোগ করে, অপরে (পরমাত্মা ভোগ করে) না সত্য, তথাপি 'ছত্রি'-ন্যায় অনুসারে পানকর্ত্তা জীবের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উভয়কেই

পানকর্ত্তা (পিবন্তৌ) বলা হইয়াছে *। লোকে অর্থাৎ এই শরীরে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোক্তা, বুদ্ধিরূপ গুহাতে—পরম অর্থাৎ বহিঃস্থিত ভৌতিক আকাশ ও দেহস্থ অধ্যাত্মাকাশ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয় বলিয়া ব্রহ্মের অর্দ্ধস্থান-যোগ্য—পরার্দ্ধ যে হার্দ্দাকাশ (হৃদয়াকাশ বা দহরাকাশ), সেই পরম পরার্দ্ধ হার্দ্দাকাশে প্রবিষ্ট। উভয়ের মধ্যে একটি সংসারী—জন্ম-মরণাদি-দুঃখ-ভাগী, অপরটি তদ্বিপরীত। এজন্য সেই উভয়কে (জীব ও পরমাত্মাকে) ছায়া ও আতপের ন্যায় (অন্ধকার ও আলোকের ন্যায়) বিভিন্নস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ বর্ণনা করেন। কেবল যে, অকর্ম্মিগণই (জ্ঞানিগণই) বলিয়া থাকেন, তাহা নহে ; পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ পঞ্চপ্রকার অগ্নির † সেবক গৃহস্থগণ এবং যাঁহারা তিনবার করিয়া নাচিকেতসংজ্ঞক অগ্নির চয়ন করিয়াছেন, সেই ত্রিণাচিকেতগণও [বলিয়া থাকেন] ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥৫৬॥২

[ইদানীমপি অগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা চ নাত্যন্তং দুর্ল্লভা, ইত্যাহ]—যঃ সেতুরিতি। ঈজানানাং (যজনশীলানাং কর্ম্মিণাং) যঃ (নাচিকেতঃ অগ্নিঃ) সেতুঃ (দুঃখোত্তর-ণার্থত্বাৎ সেতুরিব), [তং] নাচিকেতং (অগ্নিং) শকেমহি (চেতুং জ্ঞাতুং চ

* তাৎপর্য্য,—'ছত্রি'-ন্যায়টি এইরূপ,—কোন একজন রাজা পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন কোথাও গমন করেন, তখন একমাত্র রাজাই রাজচিহ্নস্বরূপ ছত্র মস্তকে ধারণ করেন ; কিন্তু সহচর পরিজনেরা কেহই ছত্র ধারণ করে না ; কারণ, রাজসন্নিধানে অন্যের ছত্র ধারণ করা ব্যবহারবিরুদ্ধ। এই অবস্থায় একমাত্র রাজার ছত্র দর্শন করিয়াই দর্শকগণ 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি', অর্থাৎ ছত্রধারিগণ যাইতেছে' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেখানে যেমন একজনের ছত্র থাকায় তৎসহচর অপর সকলকেও 'ছত্রী' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, তেমন এখানেও জীবের ভোগসম্বন্ধ থাকায়ই তৎসহবর্ত্তী পরমাত্মা পরমেশ্বরকেও 'ভোক্তা' (পিবন্তৌ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা দোষাবহ হয় নাই ॥

† পঞ্চপ্রকার অগ্নি এই :—গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্য, আবসথ্য। অথবা, দ্যুলোক, পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী)। এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার প্রণালী ছান্দোগ্যোপনিষদে উত্তমরূপে উল্লিখিত আছে ॥

শক্নুমঃ) [বয়মিতি শেষঃ]। অভয়ং (ভয়রহিতং) পারং [সংসারার্ণবস্যেতি শেষঃ] তিতীর্ষতাং (তর্ত্তুমিচ্ছতাং জ্ঞানিনাং) [আশ্রয়ভূতং] যৎ অক্ষরং (অবিকারি) পরং ব্রহ্ম ; [তদপি জ্ঞাতুং শকেমহি]। [কর্ম্ম-জ্ঞানগম্যে পরাপরে ব্রহ্মণী জ্ঞাতব্যে ইত্যাশয়ঃ]

এখনও যে, অগ্নিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা নিতান্ত দুর্লভ নহে, এই মন্ত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞকারিগণের যাহা দুঃখ-পারের উপায়ীভূত সেতুস্বরূপ, [আমরা] সেই নাচিকেত অগ্নিকে জানিতে ও চয়ন করিতে সমর্থ। আর [সংসার-সাগরের] অভয় পার পাইতে ইচ্ছুক জ্ঞানিগণের পরম আশ্রয়স্বরূপ যে, অক্ষর (নির্ব্বিকার) পরব্রহ্ম, [তাহাকেও আমরা জানিতে সমর্থ]। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্ম দ্বারা অপর ব্রহ্মকে এবং জ্ঞানের দ্বারা পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া আবশ্যক ॥৫৬॥২॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ সেতুঃ সেতুরিব সেতুঃ, ঈজানানাং যজমানানাং কর্ম্মিণাং দুঃখসন্তরণার্থত্বাৎ, নাচিকেতং নাচিকেতোঽগ্নিঃ তং, বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ শকেমহি শক্নুবন্তঃ। কিঞ্চ, যচ্চ অভয়ং ভয়শূন্যং সংসারস্য পারং তিতীর্ষতাং তর্ত্তুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদাং যৎ পরম্ আশ্রয়ম্ অক্ষরম্ আত্মাখ্যং ব্রহ্ম, তচ্চ জ্ঞাতুং শকেমহি শক্নুবন্তঃ। পরাপরে ব্রহ্মণী কর্ম্মি-ব্রহ্মবিদাশ্রয়ে বেদিতব্যে ইতি বাক্যার্থঃ। এতয়োরেব হ্যুপন্যাসঃ কৃতঃ "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি ॥৫৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞশীল কর্ম্মিগণের সেতু (বাঁধ), অর্থাৎ দুঃখসাগর পার হইবার উপায় বলিয়া সেতু সদৃশ যে নাচিকেত অগ্নি, তাঁহাকে অমরা জানিতে এবং চয়ন করিতে সমর্থ হই। অপিচ, অভয় অর্থাৎ ভয়-শূন্য, সংসার-সাগরের পার সমুত্তরণাভিলাষী ব্রহ্মবিদ্গণের পরম আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্ম-নামক যে পরব্রহ্ম, তাঁহাকেও জানিতে সমর্থ হই। এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মী ও ব্রহ্মবিদ্গণের আশ্রয় বা অবলম্বনীয় পর ও অপর ব্রহ্মকে জানা আবশ্যক। পূর্ব্বে 'ঋতং পিবন্তৌ' বলিয়া এই পরাপর ব্রহ্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥২ ॥

আত্মানꣳ রথিনং বিদ্ধি শরীরꣳ রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৫৭॥৩

[বিদ্যাবিদ্যাবশাৎ সংসার-মোক্ষলাভসাধনং শরীরং রথরূপক-কল্পনয়া আহ—'আত্মানম্' ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন] আত্মানমিতি। আত্মানং (শরীরাধিষ্ঠাতারং জীবং) রথিনং (রথস্বামিনং) [এব] বিদ্ধি (জানীহি)। শরীরং (জীবদেহং) তু (পুনঃ) রথং (ইন্দ্রিয়াশ্ব-পরিচালিতত্বাৎ রথস্থানীয়ং) এব [বিদ্ধি]। বুদ্ধিং (নিশ্চয়াত্মকম্ অন্তঃকরণং) তু সারথিং (শরীর-রথচালকং) বিদ্ধি। মনঃ (সংকল্প-বিকল্পস্বভাবম্ অন্তঃকরণং) চ (অপি) প্রগ্রহং (ইন্দ্রিয়াশ্বসংযমনরজ্জুং) [বিদ্ধি]॥

[যাহা দ্বারা বিদ্যাফলে মোক্ষ ও অবিদ্যাবশে সংসার লাভ হয়, সেই শরীরকে রথরূপে কল্পনা করিয়া দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন,]—শরীরাধিষ্ঠাতা আত্মাকে (জীবকে) রথী (রথের মালিক) বলিয়া জানিবে ; জীবাধিষ্ঠিত শরীরকে রথ বলিয়া—বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া জানিবে ॥৫৭॥৩॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র য উপাধিকৃতঃ সংসারী বিদ্যাবিদ্যয়োরধিকৃতো মোক্ষগমনায় সংসারগমনায় চ, তস্য তদুভয়গমনে সাধনো রথঃ কল্প্যতে। তত্র আত্মানম্ ঋতপং সংসারিণং রথিনং রথস্বামিনং বিদ্ধি বিজানীহি। শরীরং রথম্ এব তু রথবদ্ধ-হয়স্থানীয়ৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ আকৃষ্যমাণত্বাৎ শরীরস্য। বুদ্ধিং তু অধ্যবসায়লক্ষণাং সারথিং বিদ্ধি, বুদ্ধিনেতৃপ্রধানত্বাৎ শরীরস্য ; সারথিনেতৃপ্রধান ইব রথঃ। সর্ব্বং হি দেহগতং কার্য্যং বুদ্ধিকর্ত্তব্যমেব প্রায়েণ। মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাদিলক্ষণং প্রগ্রহমেব চ রশনাং বিদ্ধি। মনসা হি প্রগৃহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রবর্ত্তন্তে, রশনয়েব অশ্বাঃ ॥৫৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত উভয়ের মধ্যে যিনি উপাধিকৃত সংসার লাভ করিয়া বিদ্যা ও অবিদ্যার বশে মোক্ষ ও সংসারলাভে অধিকারী হন, তাঁহার সেই উভয় স্থানে গমনোপযোগী রথের কল্পনা করা হইতেছে,—পূর্ব্বোক্ত ঋতপানকারী সংসারী আত্মাকে রথী অর্থাৎ রথস্বামী বলিয়া জানিও ; রথ-সংযোজিত অশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক আকৃষ্ট বা পরি-

চালিত হয় বলিয়া শরীরকে নিশ্চয়ই রথ [বলিয়া জানিও]। রথ-পরিচালকের মধ্যে যেমন সারথিই প্রধান, তেমন শরীর-পরিচালকের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান; কেন না, দেহগত যত প্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিনিষ্পাদ্য; এই কারণে অধ্যবসায় বা নিশ্চয়স্বভাব বুদ্ধিকে সারথি [বলিয়া] জানিও এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-নিচয় মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই [স্ব স্ব বিষয়ে] প্রবৃত্ত হয়; এই কারণে সংকল্প-বিকল্প স্বভাব (সংশয়াত্মক) মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ রশনা (লাগাম) [বলিয়া] নিশ্চয় [জানিও] ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৫৮॥৪

মনীষিণঃ (প্রাজ্ঞাঃ) ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) হয়ান্ (শরীর-রথবাহান্ অশ্বান্) আহুঃ; বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) তেষু (তেষাং ইন্দ্রিয়াশ্বানাং) গোচরান্ (বিষয়ভূতান্ সঞ্চরণদেশান্) [আহুরিত্যর্থঃ] আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং (শরীরেন্দ্রিয়-মনোভিঃ সমন্বিতং) [আত্মানঞ্চ] ভোক্তা (সুখদুঃখানুভবকর্ত্তা) ইতি আহুঃ [মনীষিণঃ ইতি শেষঃ] ॥

মনীষিগণ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে হয় অর্থাৎ শরীররূপ রথের চালক অশ্ব বলিয়া থাকেন; শব্দাদি বিষয় সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়াশ্বগণের গোচর অর্থাৎ বিচরণস্থান বলিয়া থাকেন, এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে [সুখ-দুঃখাদির] ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি হয়ানাহুঃ রথকল্পনাকুশলাঃ, শরীররথাকর্ষণসামান্যাৎ। তেষ্বেব ইন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন পরিকল্পিতেষু গোচরান্ মার্গান্ রূপাদীন্ বিষয়ান্ বিদ্ধি। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মানং ভোক্তেতি সংসারীত্যাহুঃ মনীষিণো বিবেকিনঃ। ন হি কেবলস্যাত্মনো ভোক্তৃত্বমস্তি, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতমেব তস্য ভোক্তৃত্বম্। তথা চ শ্রুত্যন্তরং কেবলস্যাভোক্তৃত্বমেব দর্শয়তি,—"ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যাদি। এবঞ্চ সতি বক্ষ্যমাণ-রথ-কল্পনয়া বৈষ্ণবস্য পদস্য আত্মতয়া প্রতিপত্তিরুপপদ্যতে, নান্যথা, স্বভাবানতিক্রমাৎ ॥৫৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

রথ-কল্পনায় কুশল পণ্ডিতগণ শরীররূপ রথের আকর্ষণ-সাদৃশ্য থাকায় চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। রূপাদি বিষয়সমূহকে অশ্বরূপে পরিকল্পিত ইন্দ্রিয়গণের গোচর অর্থাৎ বিচরণ-পথ বলিয়া জানিও; মনীষী অর্থাৎ বিবেকিগণ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে ভোক্তা—সংসারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেন না, বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধি-সহযোগেই আত্মার ভোক্তৃত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, কেবল অর্থাৎ উপাধিরহিত আত্মার কখনই ভোক্তৃত্ব নাই। [আত্মা] যেন ধ্যানই করে এবং যেন গমনাগমনই করে, ইত্যাদি অপর শ্রুতিও উপাধিরহিত—কেবল আত্মার অভোক্তৃত্বই প্রদর্শন করিতেছেন। এইরূপ হইলেই বক্ষ্যমাণ (পরে যাহা বলা হইবে, সেই) রথ-কল্পনা দ্বারা যে বিষ্ণুপদকে আত্ম-স্বরূপে লাভ, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে; নচেৎ স্বভাব যখন বিনষ্ট হয় না, [তখন সংসারীর পক্ষে আত্মস্বরূপে বৈষ্ণব-পদ-প্রাপ্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ সংসারী কখনই অসংসারীকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না; কারণ, সংসারী আত্মার ভোক্তৃত্বাদি স্বভাব কখনই বিনষ্ট হয় না॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥৫৯॥৫

[ইদানীং বুদ্ধ্যাদীনামসংযমে দোষমাহ—য ইত্যাদিনা]—যঃ (বুদ্ধিরূপ-সারথিঃ) তু (পুনঃ) অযুক্তেন (অনিগৃহীতেন) মনসা [যুক্তঃ সন্] সদা অবিজ্ঞান-বান্ (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ে বিবেকহীনঃ) ভবতি, সারথেঃ দুষ্টাশ্বা ইব তস্য (বুদ্ধি-সারথেঃ) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদীনি) অবশ্যানি (উন্মার্গগামীনি) [ভবন্তি]॥

কিন্তু, যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্ব্বদা অসংযত মনের সহিত সম্বদ্ধ, অপর সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত থাকে না, অর্থাৎ (বিপথগামী হয়) ॥৫৯॥৫॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তত্রৈবং সতি যস্তু বুদ্ধ্যাখ্যঃ সারথিঃ অবিজ্ঞানবান্ অনিপুণোঽবিবেকী প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ ভবতি। যথেতরো রথচর্য্যায়াম্, অযুক্তেন অপ্রগৃহীতেন অসমাহিতেন মনসা প্রগ্রহস্থানীয়েন সদা যুক্তো ভবতি, তস্য অকুশলস্য বুদ্ধিসারথেঃ ইন্দ্রিয়াণি অশ্বস্থানীয়ানি অবশ্যানি অশক্যনিবারণানি দুষ্টাশ্বা অদান্তাশ্বা ইব ইতরসারথে-র্ভবন্তি ॥ ৫৯॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই অবস্থায় কিন্তু যে বুদ্ধিনামক সারথি রথ-চালননিযুক্ত অপরাপর সারথির ন্যায় অবিজ্ঞানবান্—নৈপুণ্যরহিত, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয় অবধারণে বিবেকবিহীন হয়; [এবং] অযুক্ত অর্থাৎ অসংযত বা একাগ্রতাহীন [ইন্দ্রিয়াশ্বের] প্রগ্রহস্থানীয় মনের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকে; লোকপ্রসিদ্ধ সারথির দুষ্ট বা অশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় সেই কৌশলহীন বুদ্ধি-সারথির অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশবর্ত্তী বা শক্তির আয়ত্ত থাকে না, অর্থাৎ নিবারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥৬০॥৬॥

[ইদানীং সংযম-ফলমাহ—যস্তু ইত্যাদিনা]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ) তু (তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষাৎ বিশেষজ্ঞাপনার্থঃ)। সদা যুক্তেন (নিগৃহীতেন) মনসা বিজ্ঞানবান্ (হেয়োপাদেয়-বিবেকবান্) ভবতি, তস্য ইন্দ্রিয়াণি সারথেঃ সদশ্বা (শিক্ষিতা অশ্বাঃ) ইব বশ্যানি [ভবন্তি] ॥

[এখন ইন্দ্রিয় সংযমের গুণ বলিতেছেন]—কিন্তু, যিনি সর্ব্বদা সংযতমনে বিজ্ঞানবান্ হন, অর্থাৎ কোন্‌টি ত্যাজ্য আর কোনটি গ্রাহ্য, ইহার প্রভেদ বুঝেন, সারথির সদশ্ব অর্থাৎ শিক্ষিত অশ্বগণের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্ত্তী থাকে ॥৬০॥৬॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

[যস্তু পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীত-সারথির্ভবতি তস্য ফলমাহ]—যস্তু বিজ্ঞানবান্

নিপুণঃ বিবেকবান্ যুক্তেন মনসা প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সদা, তস্য অশ্বস্থানীয়ানি ইন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুং বা শক্যানি বশ্যানি দান্তাঃ সদশ্বা ইবেতরসারথেঃ ॥৬০॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

[কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত বিপরীতভাবাপন্ন সারথি তাঁহার ফল বলিতেছেন]—কিন্তু যিনি যুক্ত অর্থাৎ সংযত মনের সাহায্যে বিজ্ঞানবান্—হেয়োপাদেয় বিবেকসম্পন্ন হন। অর্থাৎ যিনি সদা সংযতমনা ও সমাহিতচিত্ত থাকেন ; অপর সারথির সৎ (শিক্ষিত) অশ্বগণের ন্যায় তাহার অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশ্য হয়। অর্থাৎ [ইচ্ছামত] নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি বিষয়ে যথেচ্ছরূপে পরিচালন যোগ্য হয় ॥ ৬০॥৬॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭॥

[ইদানীং সংযমাভাবস্য দোষমাহ যস্ত্বিত্যাদিনা মন্ত্রদ্বয়েন]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ) তু (পুনঃ) অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকহীনঃ) অমনস্কঃ (অবশীকৃতমনাঃ, অসমাহিতমনা বা)। [অতএব] সদা অশুচিঃ (মলিনান্তঃকরণঃ) ভবতি। সঃ তৎ ("সর্ব্বে বেদা যৎ" ইত্যুক্তলক্ষণং) পদং (ব্রহ্মস্বরূপং) ন আপ্নোতি, সংসারং জন্ম-মরণরূপম্ অধিগচ্ছতি চ ॥

এখন সংযমাভাবের দোষ বলিতেছেন,—আবার যে সারথি পূর্ব্বোক্ত বিবেকহীন অসংযত-মনা এবং তজ্জন্য ফলে সর্ব্বদা অশুচি (অবিশুদ্ধচিত্ত) [সেই সারথি দ্বারা] রথী সেই পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু সংসার লাভ করে ॥৬১॥৭॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র পূর্ব্বোক্তস্য অবিজ্ঞানবতো বুদ্ধিসারথেরিদং ফলমাহ ; যস্তু অবিজ্ঞানবান্ ভবতি, অমনস্কঃ অপ্রগৃহীতমনস্কঃ, সঃ তত এব অশুচিঃ সদৈব। ন সঃ রথী তৎ পূর্ব্বোক্তমক্ষরং যৎ পরং পদম্ আপ্নোতি তেন সারথিনা। ন কেবলং তৎ নাপ্নোতি—সংসারঞ্চ জন্মমরণলক্ষণম্ অধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

তন্মধ্যে এখন পূর্ব্বোক্ত অবিজ্ঞানবান্ বুদ্ধি-সারথির ফল কথিত হইতেছে,—যিনি অবিজ্ঞানবান্ বা পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানহীন, অসংযতমনা এবং সেই কারণেই সর্ব্বদা অশুচি (অশুদ্ধান্তঃকরণ), সেই রথী সেই সারথি দ্বারা (বুদ্ধি দ্বারা) সেই পূর্ব্বকথিত 'অক্ষর'-সংজ্ঞক পরম পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন না। কেবল যে, সেই পদই প্রাপ্ত হন না, তাহা নহে—[অধিকন্তু]জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারকেও প্রাপ্ত হন* ॥৬১॥৭

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৬২॥৮॥

যঃ (রথী) তু (পুনঃ) বিজ্ঞানবান্ (বিবেকবদ্বুদ্ধিরূপসারথিযুক্তঃ), সমনস্কঃ (বশীকৃতমনস্কঃ), [তত এব] সদা শুচিশ্চ ভবতি যস্মাৎ (প্রাপ্তাৎ পদাৎ ব্রহ্মরূপাৎ) [ভ্রষ্টঃ সন্] ভূয়ঃ (পুনরপি, সংসারে) ন জায়তে, সঃ তু তৎপদম্ আপ্নোতি (লভতে) ॥

পক্ষান্তরে, যে রথী বিজ্ঞান-সম্পন্ন বুদ্ধিসারথিসমন্বিত, সংযতমনাঃ এবং সর্ব্বদা শুচি (বিশুদ্ধান্তঃকরণ), সেই রথীই সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া আর পুনর্ব্বার জন্ম ধারণ করিতে না হয় ॥৬২॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্তু দ্বিতীয়ো বিজ্ঞানবান্ ভবতি বিজ্ঞানবৎসারথ্যুপেতো রথী, বিদ্বানিত্যেতৎ। যুক্তমনাঃ সমনস্কঃ, সঃ তত এব সদা শুচিঃ; স তু তৎপদমাপ্নোতি। যস্মাদাপ্তাৎ পদাৎ অপ্রচ্যুতঃ সন্ ভূয়ঃ পুনঃ ন জায়তে সংসারে ॥ ৬২॥৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিন্তু দ্বিতীয় (অপর) যে রথী বিজ্ঞানসম্পন্ন সারথিযুক্ত অর্থাৎ

* তাৎপর্য্য—প্রকৃত বিজ্ঞান বা শুভাশুভ বিষয়ে উপযুক্ত বিবেক-বোধ না থাকায় মনঃসংযম হইতে পারে না; সংযমের অভাবে অসৎ বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া সদ্বিষয়েও নিয়োজিত করিতে পারা যায় না; সেই কারণে অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অসৎ বিষয়ের অনুধ্যানে মলিন বা কলুষিত হইয়া পড়ে; কলুষিত অন্তঃকরণে কখনই ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিফলিত হয় না; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে তাহার ভাগ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ঘটে না। পক্ষান্তরে অন্তঃকরণ কলুষিত থাকায় প্রবল বাসনাবশে সুখদুঃখভোগের জন্য জন্ম-মরণাত্মক সংসারপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

বিদ্বান্, সমনস্ক অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত এবং সেই কারণে সর্ব্বদাই শুচি থাকেন; তিনি কিন্তু সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে প্রাপ্ত পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার আর সংসারে জন্মিতে না হয় ॥৬২॥৮॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৬৩॥৯॥

[অথ পূর্ব্বোক্তং পদং প্রদর্শয়ন্ তৎপ্রাপকমপ্যাহ !—বিজ্ঞানেতি। যঃ নরঃ বিজ্ঞানসারথিঃ (বিবেকসম্পন্না বুদ্ধিঃ সারথিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) মনঃপ্রগ্রহবান্ (মনএব প্রগ্রহঃ ইন্দ্রিয়াশ্বসংযমনরজ্জুঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ, সমাহিতমনা ইত্যর্থঃ)। [চ ভবতি]। সঃ অধ্বনঃ (সংসারগতেঃ) পারং (অবসানং) বিষ্ণোঃ (ব্যাপকস্য ব্রহ্মণঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং পদং (স্থানং, ব্রহ্মত্বমিত্যর্থঃ), [অত্র 'রাহোঃ শিরঃ' ইত্যাদিবৎ অভেদে ষষ্ঠী] আপ্নোতি [সংসারাৎ মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ] ॥

এখন পূর্ব্বোক্ত 'পদ' বস্তু নির্দ্দেশপূর্ব্বক তৎপ্রাপক ব্যক্তির নির্দ্দেশ করিতেছেন,—বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি, এবং মন যাহার ইন্দ্রিয়রূপ-অশ্বসংযমনের রজ্জু, তিনি সংসার-গতির পরিসমাপ্তিরূপ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পদ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হন ॥৬৩॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং তৎপদম্ ইত্যাহ,—বিজ্ঞানসারথির্যস্তু যো বিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্ব্বোক্তঃ মনঃ-প্রগ্রহবান্ প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচির্নরো বিদ্বান্; সঃ অধ্বনঃ সংসারগতেঃ পারং পরমেব অধিগন্তব্যমিত্যেতৎ, আপ্নোতি মুচ্যতে সর্ব্ব-সংসার-বন্ধনৈঃ। তৎ বিষ্ণোঃ ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বাসুদেবাখ্যস্য পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং সতত্ত্বমিত্যেতৎ। যৎ অসৌ আপ্নোতি বিদ্বান্ ॥৬৩॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই পদ কি? তাহা বলিতেছেন,—কিন্তু যে বিদ্বান্ নর, অর্থাৎ বিজ্ঞান-সারথি, বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি,এবম্ভূত এবং পূর্ব্বোক্ত মনোরূপ প্রগ্রহসম্পন্ন অর্থাৎ বশীকৃতমনা—সমাহিতচিত্ত ও শুচি হন, তিনি অধ্বের (পথের) অর্থাৎ সংসারগতির পরপার—যাহা অবশ্য

প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। বিষ্ণুর অর্থাৎ ব্যাপনস্বভাব (সর্ব্বব্যাপী) ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মার যাহা পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ—স্থান (সতত্ত্ব), এই বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হন ॥৬৩॥৯ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥৬৪॥১০॥

[ইদানীং পরমাত্মাখ্য-তৎপদস্য প্রত্যগাত্মতয়া অধিগমার্থম্ ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ তদ্বিবেকপ্রকার উচ্যতে]—ইন্দ্রিয়েভ্য ইতি। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-রসন-ঘ্রাণ পাদ-পায়ূপস্থেভ্যঃ) অর্থাঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাখ্যাঃ বিষয়াঃ স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ) পরাঃ [স্থূলাঃ শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ, সূক্ষ্মাশ্চ তন্মাত্রাত্মকা ইন্দ্রিয়াণাং কারণত্বাৎ পরাঃ, ইত্যভিপ্রায়ঃ]। অর্থেভ্যঃ (শব্দাদিভ্যঃ) চ (অপি) মনঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকম্ অন্তঃকরণং) পরম্। [বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারস্য মনোঽধীনত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ]। মনসঃ (সংশয়াত্মকাৎ) তু বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ) তু (পুনঃ) পরা। [বিষয়ভোগস্য নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ]। বুদ্ধেঃ [অপি] মহান্ (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্বামী) আত্মা (জীবঃ) পরঃ। [বুদ্ধিব্যাপারস্যাপি আত্মার্থত্বাদিত্যাশয়ঃ] ॥

[এখন, পূর্ব্বোক্ত পরমাত্ম-রূপ 'পদকে' জীবাভিন্নরূপে পাইতে হইবে ; এই কারণ ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মার উপদেশ দিতেছেন,]—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ (স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দাদি বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে স্থূল শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক বলিয়া, আর সূক্ষ্ম শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের কারণ বা উৎপাদক বলিয়া শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ মনের অধীন। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; কারণ, বিষয়-ভোগ কার্য্যটি বুদ্ধিকৃত নিশ্চয়েরই অধীন। মহান্ ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর আত্মা (জীব) বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কারণ, আত্মার জন্যই বুদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে ॥৬৪॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অধুনা যৎপদং গন্তব্যম্, তস্যেন্দ্রিয়াণি স্থূলানি আরভ্য সূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ প্রত্যগাত্মতয়াঽধিগমঃ কর্ত্তব্যঃ, ইত্যেবমর্থমিদমারভ্যতে। স্থূলানি তাবদিন্দ্রিয়াণি,

তানি যৈঃ অর্থৈরাত্মপ্রকাশনায় আরব্ধানি, তেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ স্বকার্য্যেভ্যঃ তে পরা হি অর্থাঃ সূক্ষ্মা মহান্তশ্চ প্রত্যগাত্মভূতাশ্চ। তেভ্যো হ্যর্থেভ্যশ্চ পরং সূক্ষ্মতরং মহৎ প্রত্যগাত্মভূতঞ্চ মনঃ। মনঃশব্দবাচ্যং মনস আরম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্। সঙ্কল্পবিকল্পাদ্যারম্ভকত্বাৎ। মনসোঽপি পরা সূক্ষ্মতরা মহত্তরা প্রত্যগাত্মভূতা চ বুদ্ধিঃ। বুদ্ধিশব্দবাচ্যমধ্যবসায়াদ্যারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্। বুদ্ধেরাত্মা সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্মভূতত্বাদাত্মা মহান্ সর্ব্বমহত্বাৎ অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং, মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে ॥৬৪॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।

[পূর্ব্বে যে পদকে 'প্রাপ্তব্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,]—সেই পদকেই প্রত্যগাত্মা জীবরূপে অধিগত হইতে হইবে; তাহাও আবার স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সূক্ষ্মত্বের তারতম্য ক্রমে (সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ইত্যাদি রূপে) প্রত্যগাত্ম-বিষয়ক বিবেক জ্ঞান সাপেক্ষ। এখন সেই বিবেক প্রদর্শনার্থ [এই শ্লোক] আরব্ধ হইতেছে,—ইন্দ্রিয় সমূহ [স্বভাবতই অর্থ অপেক্ষা] স্থূল; যে শব্দাদি-অর্থসমূহ [ইন্দ্রিয় সংযোগে] আপনাদিগকে প্রকাশিত বা জ্ঞানগম্য করিবার জন্য সেই ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাদন করিয়াছে, সেই অর্থসমূহ স্বোৎপাদিত ইন্দ্রিয় সমুদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ সূক্ষ্ম, মহৎ (ব্যাপক) এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ। সেই অর্থ অপেক্ষাও মনঃ পর—সূক্ষ্মতর, মহৎ ও প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ। এখানে 'মনঃ'শব্দে মনের উৎপাদক ভূত-সূক্ষ্ম (তন্মাত্র) বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিই সংকল্প-বিকল্পাদির আরম্ভক বা প্রবর্ত্তক; এই কারণে মন অপেক্ষাও বুদ্ধি পরা; অর্থাৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর, অতিশয় মহৎ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ। 'বুদ্ধি' শব্দেও অধ্যবসায় প্রভৃতি বুদ্ধি ধর্ম্মের উৎপাদক সূক্ষ্মভূত বুঝিতে হইবে। সমস্ত প্রাণি-বুদ্ধির আত্মস্বরূপ বলিয়া আত্মা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া মহান্—অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে প্রথম-

জাত যে, বোধাবোধ স্বরূপ হিরণ্য-গর্ভতত্ত্ব ; সেই মহান্ আত্মা বুদ্ধি অপেক্ষাও পর বলিয়া কথিত হন (৩) ॥৬৪॥১০॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥৬৫॥১১॥

[পুনরপ্যাহ—] মহতঃ (পূর্ব্বোক্তাৎ হিরণ্যগর্ভতত্ত্বাৎ) অব্যক্তং (সর্ব্বজগদ্-বীজভূতং প্রধানং) পরম্। অব্যক্তাৎ (প্রকৃতেঃ) পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) পরঃ।

(৩) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ প্রাকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন জনসমাজ দেহকে আত্মা বলিয়া মনে না করিলেও নিজ নিজ বোধানুসারে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম পদার্থে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। প্রকৃত প্রত্যগাত্মা (জীব) পদার্থকে জানে না। অথচ পূর্ব্বোল্লিখিত 'পরম পদ' পাইতে হইলে প্রত্যগাত্মার যথার্থ স্বরূপটি জানা একান্ত আবশ্যক। তাই শ্রুতি নিজেই প্রাকৃত-বুদ্ধি লোকের কল্পিত প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া যথার্থ আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার উদ্দেশে ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অনাত্ম-পদার্থের আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথমতঃ অব্যক্তসংজ্ঞক মায়া হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল। এই পঞ্চভূত অবিমিশ্র এবং অতিশয় সূক্ষ্ম, এই কারণে ইহাদিগকে 'সূক্ষ্মভূত', 'তন্মাত্র', (শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র) ও 'অপঞ্চীকৃত ভূত'নামেও অভিহিত করা হয়। পরে ঐ পঞ্চভূতেরই পরস্পর সংমিশ্রণে যে অবস্থা ঘটে, তাহাকেই 'স্থূলভূত' (ব্যবহারিক আকাশাদি) বলা হয় ; সেই স্থূলভূত সমূহে আবার তৎকারণ শব্দাদি তন্মাত্র সমূহও স্থূলতাপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি সংজ্ঞা ধারণ করে ; স্থূলই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক—জগতে এই পাঁচটির অতিরিক্ত কোন 'অর্থ'—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নাই। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অভাবে এই সকল অর্থ (শব্দাদি বিষয়) থাকিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে না ; এই কারণে ঐ পাঁচপ্রকার 'অর্থ' হইতে স্ব স্ব গ্রাহক পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি হইল। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত আছে যে, "শব্দরাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ। রূপরাগাদভূৎ চক্ষুর্ঘ্রাণ-গন্ধ-জিঘৃক্ষয়া।" শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় নিচয় যে, শব্দাদি বিষয় গ্রহণের জন্যই হইয়াছে, তাহা উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। এই কারণে কারণীভূত অর্থ সমূহ তৎকার্য্য ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্যাপকও বটে, এবং উহাদের আত্মস্বরূপও বটে। 'পর' শব্দ এই তিন প্রকার অর্থই ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবভাব যেমন অবিনশ্বর, ইন্দ্রিয়ের নিকট তৎকারণীভূত বিষয় সমূহও সেইরূপ অবিনশ্বর ; এই কারণে আত্মভূত বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনও ভূতসূক্ষ্ম হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং 'অর্থ' অপেক্ষা মনের পরত্ব হইতে পারে না ; এই কারণে 'মনঃ' শব্দে তৎকারণ 'ভূতসূক্ষ্ম' অর্থ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বুদ্ধিকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সেই ধারণানিবৃত্তির জন্য বুদ্ধি শব্দের 'অধ্যবসায়' সম্পন্ন ভূত-সূক্ষ্ম অর্থ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ বুদ্ধিকৃত অধ্যবসায় বা নিশ্চয় না থাকিলে, মনের সংকল্প বিকল্প কোন কার্য্যকর হয় না ; এজন্য মন অপেক্ষা বুদ্ধির পরত্ব। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিই সমস্ত বুদ্ধির সমষ্টি স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি হইতেই জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয় ; সুতরাং তাহা সূক্ষ্মতমও বটে, মহৎও বটে, এবং সর্ব্ববুদ্ধির স্বরূপ-নির্ব্বাহক আত্মস্বরূপও বটে। যে যাহার কারণ, সে তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম, মহৎ ও তদাত্মভূত হয় ; এই মতের উপর নির্ভর করিয়া, এখানে 'পর' শব্দে ঐরূপ তিনটি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

পুরুষাৎ (পুরুষাপেক্ষয়া) পরং কিঞ্চিৎ ন [অস্তি] ; সা (স পুরুষঃ) কাষ্ঠা (অবধিঃ,) [সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-প্রত্যগাত্মভাবানাং পর্য্যবসানং]। [সেতি বিধেয়াপেক্ষয়া স্ত্রীলিঙ্গোক্তিঃ]। সা পরা গতিঃ (পরং বিশ্রামস্থানম্) ॥

(স পুরুষঃ) সর্ব্বজগতের বীজভূত অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূর্ব্বোক্ত মহৎ অপেক্ষা পর, অব্যক্ত হইতেও পুরুষ (পরমাত্মা) পর ; কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা আর কিছুই পর নাই ; তিনিই কাষ্ঠা, অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব ও আত্মভাবের চরম সীমা, এবং সেই পুরুষই (জীবের) পরা (সর্ব্বোত্তমা) গতি বা গন্তব্যস্থান ॥৬৫॥১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মহতোঽপি পরং সূক্ষ্মতরং প্রত্যগাত্মভূতং সর্ব্বমহত্তরং চ অব্যক্তং সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতম্ অব্যাকৃতনাম-রূপং সতত্ত্বং সর্ব্বকার্য্য-কারণ শক্তি-সমাহার-রূপম্ অব্যক্তম্ অব্যাকৃতাকাশাদি-নামবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ। তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতরঃ সর্ব্বকারণ-কারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ, মহাংশ্চ, অতএব পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ। ততোঽন্যস্য পরস্য প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ—পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিদিতি। যস্মাৎ নাস্তি পুরুষাৎ চিন্মাত্র-ঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্ত্বন্তরম্ ; তস্মাৎ সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-প্রত্যগাত্মত্বানাং সা কাষ্ঠা নিষ্ঠা পর্য্যবসানম্। অত্র হি ইন্দ্রিয়েভ্য আরভ্য সূক্ষ্মত্বাদি পরিসমাপ্তম্। অতএব চ গন্তৄণাং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং সা পরা প্রকৃষ্টা গতিঃ। "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" ইতি স্মৃতেঃ ॥৬৫॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।

সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ অনভিব্যক্ত-নাম-রূপাত্মক, সর্ব্বপ্রকার কার্য্য-কারণশক্তির সমষ্টিস্বরূপ, অব্যক্ত, অব্যাকৃত (অস্ফুট) ও আকাশাদি শব্দ-বাচ্য এবং ক্ষুদ্র বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি নিহিত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে (ব্রহ্মেতে) ওত-প্রোতভাবে (সর্ব্বতোভাবে) আশ্রিত আছে। উক্ত অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূর্ব্বোক্ত 'মহৎ' অপেক্ষাও পর—সূক্ষ্ম, মহত্তর ও প্রত্যগাত্মস্বরূপ। সমস্ত কারণেরও কারণ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আত্মা। সেই অব্যক্ত অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম ও মহান্ এবং সমস্ত বস্তুর পূরণের কারণ

বলিয়া 'পুরুষ' পদবাচ্য। তদ্ভিন্ন অপর 'পর' বস্তুর সম্ভাবনা-নিবারণার্থ বলিতেছেন,—পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু 'পর' নাই। যেহেতু কেবলই চিন্ময় স্বরূপ সেই পুরুষ অপেক্ষা 'পর' অন্য কোনও বস্তু নাই; সেই হেতু উহাই সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব ও প্রত্যগাত্মত্ব ধর্ম্মের একমাত্র কাষ্ঠা বা পর্য্যবসান স্থান। কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে সূক্ষ্মত্বাদি পর্য্যন্ত ধর্ম্মের ইহাঁতেই পরিসমাপ্তি বা শেষ হইয়াছে; এই নিমিত্ত সর্ব্বত্র গমনশীল সংসারিগণের সেই পুরুষই 'পরা' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম গতি বা গন্তব্য স্থান। ভগবদ্গীতারূপ স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, '[জীব] যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর ফিরিয়া আইসে না; [তাহাই আমার ধাম'] ॥৬৫॥১১॥

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥৬৬॥১২॥

[পরমগতিত্বেন কথিতস্য পুরুষস্য উপলব্ধিপ্রকারমাহ]—এষ ইতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু) গূঢ়ঃ (দর্শন-স্পর্শনাদিবিষয়-বিজ্ঞানজনিত-মোহাচ্ছন্নঃ) এষ আত্মা [ভূগর্ভনিহিত-রত্নরাশিবৎ] ন প্রকাশতে (স্বরূপতঃ ন বিভাতি)। [সর্ব্বেষু (পুরুষেষু) ন প্রকাশতে, অপিতু কস্যচিদেব সকাশে প্রকাশতে ইত্যর্থো বা]। [কৈঃ কেন উপায়েন দৃশ্যতে? ইত্যত আহ]—সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (সূক্ষ্মত্বাদিবিশ্রাম-স্থানত্বেন যে আত্মানং পশ্যন্তি তৈঃ) অগ্র্যয়া (একাগ্রতা-সম্পন্নয়া) সূক্ষ্ময়া (যোগোপাসনাদি-সংস্কৃতয়া) বুদ্ধ্যা তু (নতু বহিরিন্দ্রিয়ৈঃ) [এষ আত্মা] দৃশ্যতে [যথাযথরূপং গৃহ্যতে]॥

পূর্ব্ব শ্লোকে 'পরা গতি' বলিয়া যাহাকে বলা হইয়াছে; এখন তাহার প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন,—ইনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে নিহিত থাকায় প্রকাশ পান না, অথবা সকলের নিকট প্রকাশ পান না। [কাহার নিকট কি উপায়ে প্রকাশ পান? তাহা বলিতেছেন]—পূর্ব্বকথিত প্রকারে পরম সূক্ষ্মত্বদর্শী পুরুষ একাগ্রতাযুক্ত ও সূক্ষ্ম বা যোগাদিসাধনে পরিশোধিত বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান, অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে ॥৬৬॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু গতিশ্চেদাগত্যাপি ভবিতব্যং, কথং 'যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে" ইতি? নৈষ দোষঃ। সর্ব্বস্য প্রত্যগাত্মত্বাৎ অবগতিরেব গতিরিত্যুপচর্য্যতে। প্রত্যগাত্মত্বঞ্চ দর্শিতম্ ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিপরত্বেন। যো হি গন্তা, সোঽয়ম্ অপ্রত্যগ্রূপং পুরুষং গচ্ছতি অনাত্মভূতং, ন বিন্দতি স্বরূপেণ। তথা চ শ্রুতিঃ;—"অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণবঃ", ইত্যাদ্যা। তথাচ দর্শয়তি প্রত্যগাত্মত্বং সর্ব্বস্য,—এষ পুরুষঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ সংবৃতো দর্শনশ্রবণাদিকর্ম্মা অবিদ্যা-মায়াচ্ছন্নঃ, অতএব আত্মা ন প্রকাশতে আত্মত্বেন কস্যচিৎ। অহো অতিগম্ভীরা দুরবগাহ্যা বিচিত্রা মায়া চেয়ম্; যদয়ং সর্ব্বো জন্তুঃ পরমার্থতঃ পরমার্থসতত্ত্বোঽপ্যেবং বোধ্যমানোঽহং পরমাত্মেতি ন গৃহ্লাতি,অনাত্মানং দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতম্ আত্মনো দৃশ্যমানমপি ঘটাদিবদাত্মত্বেন 'অহমমুষ্য পুত্রঃ' ইত্যনুচ্যমানোঽপি গৃহ্লাতি। নূনং পরস্যৈব মায়য়া মোমুহ্যমানঃ সর্ব্বো লোকোঽয়ং বংভ্রমীতি। তথাচ স্মরণম্,—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" ইত্যাদি।

নমু বিরুদ্ধমিদমুচ্যতে,—"মত্বা ধীরো ন শোচতি," "ন প্রকাশতে" ইতি চ। নৈতদেবম্। অসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বাৎ ন প্রকাশত ইত্যুক্তম্। দৃশ্যতে তু সংস্কৃতয়া অগ্র্যয়া অগ্রমিবাগ্র্যা তয়া,একাগ্রতয়া উপেতয়া ইত্যেতৎ, সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মবস্তু-নিরূপণপরয়া। কৈঃ?—সূক্ষ্মদর্শিভিঃ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যাদিপ্রকারেণ সূক্ষ্মতাপারম্পর্য্যদর্শনেন পরং সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং, তে সূক্ষ্মদর্শিনঃ, তৈঃ সূক্ষ্মদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈরিত্যেতৎ ॥৬৬॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদি গতি হয়, তবে আগতি বা প্রত্যাগমনও অবশ্যই হইবে; তবে 'যাহা হইতে পুনর্ব্বার আর জন্ম হয় না,' বলা হয় কিরূপে? না—ইহাতে দোষ হয় না; সর্ব্বভূতের প্রত্যগাত্ম-রূপে যে, অবগতি (জ্ঞান), তাহাকেই এখানে 'গতি' বলিয়া উপচার বা গৌণ-প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি অপেক্ষা পরত্ব-নিবন্ধন যে, প্রত্যগাত্মত্ব, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যে লোক গমন করে, সে অপ্রাপ্ত অপ্রত্যক্রূপী—অনাত্মভূত পদার্থকেই

প্রাপ্ত হয়, ইহার বিপর্য্যয় হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহাকে 'আত্মা' বলিয়া জানিত না, তাহাকে 'আত্মা' বলিয়া জানিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে 'যাহারা ব্যবহারিক পথগামী না হইয়াও পথের পার পায়; অর্থাৎ সংসারের পর পারে যায়,' ইত্যাদি শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন। এই কারণ এই শ্রুতিও সর্ব্ববস্তুর প্রত্যগাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছে,—ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে গূঢ়—আবৃত অর্থাৎ দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিদ্যা বা অজ্ঞানাত্মক মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন, এই পুরুষসংজ্ঞক আত্মা 'আত্মা'রূপে কাহারো নিকট প্রকাশ পায় না। অতএব, [বুঝিতে হইবে] বিচিত্ররূপা এই মায়া অতি গভীর ও দুরবগাহ্য, অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য; যেহেতু এই প্রাণিসমূহ পরমার্থতঃ পরমাত্মস্বরূপ হইয়াও এবং 'তুমি পরমাত্মস্বরূপ' এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও 'আমি পরমাত্মা', ইহা বুঝিতে পারে না; অথচ, অনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি ঘটাদির ন্যায় আত্ম-দৃশ্য হইলেও অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও এবং ['তুমি অমুকের পুত্র'] এইরূপ উপদেশ না পাইয়াও 'আমি অমুকের পুত্র' এইরূপে 'আত্মা' বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। 'আমি (ভগবান্) যোগমায়া দ্বারা সম্যক্‌রূপে আবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ পাই না।' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য (ভগবদ্গীতা) উক্তার্থের অনুরূপ।

ভাল, 'ধীরব্যক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া শোক মুক্ত হন।' আবার 'তিনি প্রকাশ পান না।' এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে কেন? না—ইহা এরূপ (বিরুদ্ধ) নহে; কারণ, অসংস্কৃত বা অবিশুদ্ধবুদ্ধির অজ্ঞেয় বলিয়াই "ন প্রকাশতে" বলা হইয়াছে। পরন্তু, সংস্কৃত, অগ্র্য—যেন অগ্রবর্ত্তী (শ্রেষ্ঠ), অর্থাৎ একাগ্রতাযুক্ত, এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম-বস্তু গ্রহণে তৎপরা বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়। কাহারা দেখেন?—সূক্ষ্মদর্শী অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত নিয়মানুসারে সূক্ষ্মতার তর-তমভাব ক্রমে পরম সূক্ষ্ম তত্ত্ব

দর্শন করিতে যাহাদের স্বভাব, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, সেই সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক [দৃষ্ট হয়] ॥৬৬॥১২ ॥

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥৬৭॥১৩॥ *

[পুনঃ স্তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ] যচ্ছেদিতি। প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী জনঃ) বাক্ (বাচং) মনসী (মনসি) [ছান্দসং দীর্ঘত্বং] যচ্ছেৎ (নিযচ্ছেৎ, মনসোঽধীনাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। [বাক্-শব্দোঽত্র সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণামুপলক্ষণার্থঃ ; তেন সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ।] তৎ (মনঃ) জ্ঞানে (প্রকাশস্বরূপে) আত্মনি (বুদ্ধৌ) যচ্ছেৎ। জ্ঞানং (বুদ্ধিং) মহতি আত্মনি (মহত্তত্ত্বাখ্যায়াং হিরণ্যগর্ভবুদ্ধৌ জীবাত্মনি বা) যচ্ছেৎ ; তৎ (জ্ঞানং চ) শান্তে (সর্ব্ববিকাররহিতে) আত্মনি (পরমাত্মনি) যচ্ছেৎ ॥

[পুনশ্চ আত্মলাভের উপায় বলিতেছেন], প্রাজ্ঞ (বিবেকশালী) লোক বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন ; এখানে 'বাক্' শব্দটি উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করিবেন ; সেই মনকে 'জ্ঞান' শব্দ বাচ্য বুদ্ধিরূপ আত্মাতে সংযত করিবেন ; সেই বুদ্ধিকেও আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ মহত্তত্ত্বে নিয়মিত রাখিবেন, এবং তাহাকেও আবার শান্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৎপ্রতিপত্ত্যুপায়মাহ,—যচ্ছেন্নিয়চ্ছেদুপসংহরেৎ প্রাজ্ঞো বিবেকী। কিম্? বাক্—বাচম্; বাগত্রোপলক্ষণার্থা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্। ক? মনসী মনসি। ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্। তচ্চ মনো যচ্ছেৎ জ্ঞানে প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধাবাত্মনি। বুদ্ধিহি মনআদিকরণানি আপ্নোতি, ইত্যাত্মা ; প্রত্যক্ তেষাম্। জ্ঞানং বুদ্ধিমাত্মনি মহতি প্রথমজে নিযচ্ছেৎ। প্রথমজবৎ স্বচ্ছস্বভাবমাত্মনো বিজ্ঞানমাপাদয়েদিত্যর্থঃ। তঞ্চ মহান্তমাত্মানং যচ্ছেৎ শান্তে সর্ব্ববিশেষ-প্রত্যস্তমিতরূপেঽবিক্রিয়ে সর্ব্বান্তরে সর্ব্ব-বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণি মুখ্যে আত্মনি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

* "জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞানের উপায় বলিতেছেন, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়কে সংযমিত করিবেন, অর্থাৎ অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থাপন করিবেন। কোথায়? না—মনে। এখানে 'বাক্' শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণার্থক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধক; [সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই মনে সংযমন করা বুঝাইতেছে।] 'মনসী' এখানে ছন্দের অনুরোধে বা বৈদিক নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে; [কিন্তু 'মনসি' বুঝিতে হইবে। সেই মনকেও জ্ঞান, অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব [বুদ্ধি সাত্ত্বিক বলিয়া বিষয় প্রকাশ করাই উহার স্বভাব, সেই] বুদ্ধিরূপ আত্মাতে নিয়মিত করিবেন। বুদ্ধিই মন প্রভৃতি করণবর্গকে [বিষয়-গ্রহণোদ্দেশে] প্রাপ্ত হয়, এই কারণে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ। * সেই জ্ঞানপদবাচ্য বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহৎ (মহত্তত্ত্বরূপ) আত্মাতে নিয়োজিত করিবেন; অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে প্রথমজাত (হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত) বুদ্ধির ন্যায় স্বচ্ছ—নির্ম্মল করিবেন। সেই মহৎ আত্মাকেও আবার সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত, বিকারশূন্য, সর্ব্বান্তরবর্ত্তী ও সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি বিজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মাতে (চৈতন্যময়ে) নিযোজিত করিবেন॥ ৬৭॥১৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

* তাৎপর্য্য—আত্মাশব্দের অর্থ এইরূপ কথিত আছে,—"যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সততং ভাবঃ, তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥" অর্থাৎ যেহেতু প্রাপ্ত হয়, যেহেতু আদান বা বিষয় গ্রহণ করে, যেহেতু শব্দাদি বিষয় সমূহকে ভোগ করে, এবং যেহেতু সর্ব্বদা ইহার সত্তা রহিয়াছে, সেই কারণে দেহীকে 'আত্মা' বলা হয়।

সর্ব্বপ্রাপ্তি আত্মার একটি ধর্ম্ম, বুদ্ধিও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে; এই কারণে ভাষ্যে বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণের 'আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥৬৮॥১৪॥

[এবমাত্মদর্শনোপায়ং নির্দ্দিশ্য মুমুক্ষূন্ প্রত্যুপদিশতি]—উত্তিষ্ঠতেতি। [হে মুমুক্ষবঃ! যূয়ম্] উত্তিষ্ঠত (নানাবিধবিষয়চিন্তাং হিত্বা আত্মজ্ঞানোন্মুখা ভবত)। জাগ্রত (জাগৃত, অজ্ঞান-মোহ-নিদ্রাং মুঞ্চত)। বরান্ (শ্রেষ্ঠান্ আর্য্যান্) প্রাপ্য (আচার্য্যসমীপং গত্বা) নিবোধত (নিতরাং বুধ্যধ্বম্)। [তত্র সাবধানেন ভবিতব্যমিত্যত আহ,] ক্ষুরস্যেতি। নিশিতা (তীক্ষ্ণীকৃতা) দুরত্যয়া (দুঃখেন অত্যেতুম্ অতিক্রামিতুং শক্যা, দৃঢ়তর-সাধনং বিনা অত্যেতুমশক্যা ইত্যর্থঃ।) ক্ষুরস্য (কেশনিকৃন্তনসাধনস্য) ধারা (ধারামিব প্রান্তভাগমিব) দুর্গং (দুঃখেন গন্তুং শক্যং, দুর্গমমিতি যাবৎ)। তৎ (তং) পথঃ (পন্থানং তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণং), কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ, বিবেকিন ইতি যাবৎ) বদন্তি (কথয়ন্তি)। অত উত্তিষ্ঠত—জাগ্রতেত্যাদ্যুক্তির্যুক্তেতি ॥

[এইরূপে আত্মদর্শনের উপায় নির্দ্দেশের পর মুমুক্ষুগণকে উপদেশ দিতেছেন যে, হে মুমুক্ষুগণ! তোমরা] উত্থিত হও অর্থাৎ বিবিধ বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভে উদ্যোগী হও; [মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া] জাগ্রত হও; এবং শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর; বিবেকিগণ সেই আত্মজ্ঞানরূপ পথকে দুরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥৬৮॥১৪ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং পুরুষে আত্মনি সর্ব্বং প্রবিলাপ্য নাম-রূপ-কর্ম্মত্রয়ং যৎ মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঃ ক্রিয়া-কারক-ফললক্ষণং স্বাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন, মরীচ্যুদক-রজ্জুসর্প-গগনমলানীব মরীচিরজ্জু-গগনস্বরূপদর্শনেনৈব স্বস্থঃ প্রশান্তঃ কৃতকৃত্যো ভবতি যতঃ, অতস্তদ্দর্শনার্থমনাদ্যবিদ্যাপ্রসুপ্তা উত্তিষ্ঠত হে জন্তবঃ! আত্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত; জাগ্রত অজ্ঞাননিদ্রায়া ঘোররূপায়াঃ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথম্? প্রাপ্য উপগম্য বরান্—প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ তদ্বিদঃ তদুপদিষ্টং সর্ব্বান্তরমাত্মানম্ "অহমস্মি" ইতি নিবোধত অবগচ্ছত। ন হ্যুপেক্ষিতব্যমিতি শ্রুতিরনুকম্পয়াহ—মাতৃবৎ, অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিবিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞেয়স্য। কিমিব সূক্ষ্মবুদ্ধিরিতি, উচ্যতে—ক্ষুরস্য

ধারা অগ্রং, নিশিতা তীক্ষ্ণীকৃতা দুরত্যয়া দুঃখেন অত্যয়ো যস্যাঃ, সা দুরত্যয়া, যথা সা পদ্ভ্যাং দুর্গমনীয়া, তথা দুর্গং দুঃসম্পাদ্যমিত্যেতৎ, পথঃ পন্থানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং মার্গং কবয়ো মেধাবিনো বদন্তি, জ্ঞেয়স্যাতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বং বদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৬৮॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

সূর্য্যকিরণ, রজ্জু ও গগনের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানে সূর্য্যকিরণে উদক, রজ্জুতে সর্প, এবং গগনে মালিন্য ভ্রম দূরীকরণের ন্যায় যেহেতু [জ্ঞানী] পুরুষ, অজ্ঞান-সমুৎপাদিত এবং ক্রিয়া, কারকও ফলাত্মক, নাম (সংজ্ঞা), (আকৃতি) রূপ ও কর্ম্ম (ক্রিয়া), এই তিনকে 'আত্মা'-যাথার্থ্য জ্ঞানের দ্বারা আত্মাতে বিলীন করিয়া প্রকৃতিস্থ, প্রশান্ত (অনুদ্বিগ্ন) ও কৃতকৃত্য হন; অতএব হে অনাদি অবিদ্যা-নিদ্রায় প্রসুপ্ত জীবগণ*! (প্রাণিগণ) সেই আত্মতত্ত্ব দর্শনার্থ উত্থিত হও, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানে অভিমুখী হও, এবং জাগ্রৎ হও, অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের বীজভূত, ভয়ঙ্কর অজ্ঞান-নিদ্রার ক্ষয় কর। কি উপায়ে?—আত্মতত্ত্বজ্ঞ উত্তম আচার্য্যগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশ-লব্ধ, সর্ব্বান্তরস্থ আত্মাকে 'অহম্ অস্মি' (আমিই এই আত্মা) এইরূপে অবগত হও। ইহা উপেক্ষা করা উচিত নহে, এইকথা শ্রুতি মাতার ন্যায় দয়াপূর্ব্বক বলিতেছেন,—কারণ, এই বেদিতব্য বিষয়টি (আত্মতত্ত্ব) অতিসূক্ষ্ম বা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিগম্য; এই কারণে শ্রুতি নিজেই মাতার ন্যায় দয়া পরবশ হইয়া বলিতেছেন যে, 'এ বিষয়ে উপেক্ষা করা উচিত নহে। কাহার ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি? তাই বলিতেছেন,—নিশিত—তীক্ষ্ণীকৃত, দুরত্যয় অর্থাৎ দুঃখে যাহাকে অতিক্রম করা যায়; সেই ক্ষুরধারা যেমন পাদদ্বয় দ্বারা দুর্গমনীয়, কবিগণ—মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ তেমনি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ পথকে দুর্গ অর্থাৎ দুঃসম্পাদ্য (দুর্লভ) বলিয়া বর্ণনা করেন। অভিপ্রায় এই যে,

বিজ্ঞেয় পদার্থটি অতিসূক্ষ্ম বলিয়াই তদ্বিষয়ে জ্ঞান সম্পাদনকে দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করেন ॥৬৮॥১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎপ্রমুচ্যতে ॥৬ ॥১৫॥

[ইদানীম্ আত্মনোদুর্জ্ঞেয়ত্বে হেতুমুপন্যস্যতি]—অশব্দমিতি। যদ্ (ব্রহ্ম) অশব্দং (শব্দগুণহীনম্, ইত্থমিতি শব্দাবেদ্যঞ্চ), অস্পর্শং (স্পর্শগুণহীনম্; অতএব ন ত্বগ্বিষয়ঃ); অরূপম্ (অতএব ন চক্ষুর্গোচরম্), অব্যয়ং (নির্বিকারং); তথা অরসং (রসগুণবর্জ্জিতম্, অতএব রসনেন্দ্রিয়াবিষয়ঃ); নিত্যম্ (জন্ম-নাশ-রহিতম্), অগন্ধবৎ (অত এব ঘ্রাণেন্দ্রিয়াবিষয়শ্চ) ভবতি। [তজ্‌জ্ঞানং কেন মার্গেণ ভবতীত্যত আহ]—অনাদীতি। অনাদ্যনন্তম্ (আদ্যন্ত-বর্জ্জিতম্), মহতঃ (মহত্তত্ত্বাভিমানিনঃ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং ধ্রুবং (শশ্বদেকপ্রকারং) তং (প্রাগুক্তম্ আত্মানং) নিচায্য (বিচার্য্য শ্রবণাদিভির্নিশ্চিত্য তৎপরোক্ষজ্ঞান-দ্বারা) মৃত্যুমুখাৎ (সংসৃতিবন্ধাৎ) প্রমুচ্যতে (প্রকর্ষেণ মুচ্যতে)। [শব্দাদ্যবেদ্যো-ঽপি সন্ আচার্য্যসহায়লব্ধশ্রবণমননধ্যানাবৃত্ত্যা প্রসন্নঃ স্বাপরোক্ষ্যং সম্পাদ্য বন্ধা-ন্মোচয়তীতি ভাবঃ ॥

[এখন আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়ত্বের কারণ প্রদর্শন করিতেছেন],—যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবর্জ্জিত এবং নিত্য (জন্ম-মরণরহিত), আদি-অন্তহীন ও মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভের উপাধি হইতেও পর (উৎকৃষ্ট)। সেই ধ্রুব (চিরদিন একরূপ) আত্মাকে চিন্তা করিয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া (তজ্জনিত সাক্ষাৎকারের ফলে) [মুমুক্ষু ব্যক্তি] মৃত্যুর মুখস্বরূপ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥]

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

তৎকথমতিসূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্যেতি উচ্যতে,—স্থূলা তাবদিয়ং মেদিনী শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধোপচিতা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ভূতা; তথা শরীরম্। তত্র একৈকগুণাপকর্ষেণ

গন্ধাদীনাং সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাশম্,ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাদ্বিকারাঃ শব্দান্তা যত্র ন সন্তি, কিমু তস্য সূক্ষ্মত্বাদি-নিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম্,ইত্যেতদ্দর্শয়তি শ্রুতিঃ,—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

এতদ্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম। অব্যয়ং যদ্ধি শব্দাদিমৎ, তৎ ব্যেতি ; ইদন্তু অশব্দাদিমত্ত্বাৎ অব্যয়ং—ন ব্যেতি ন ক্ষীয়তে, অতএব চ নিত্যং ; যদ্ধি ব্যেতি তদনিত্যম্ ; ইদন্তু ন ব্যেতি, অতো নিত্যম্। ইতশ্চ নিত্যম্—অনাদি অবিদ্যমান আদিঃ কারণমস্য, তদিদমনাদি। যচ্চ আদিমৎ, তৎ কার্য্যত্বাদনিত্যং কারণে প্রলীয়তে,—যথা পৃথিব্যাদি। ইদন্তু সর্ব্বকারণত্বাদকার্য্যম্ ; অকার্য্যত্বান্নিত্যং, ন তস্য কারণমস্তি যস্মিন্ লীয়েত। তথা অনন্তম্—অবিদ্যমানোঽন্তঃ কার্য্যং যস্য, তদনন্তম্। যথা কদল্যাদেঃ ফলাদিকার্য্যোৎপাদনেনাপ্যনিত্যত্বং দৃষ্টম্ ; ন চ তথাপ্যন্তবত্ত্বং ব্রহ্মণঃ ; অতোঽপি নিত্যম্। মহতো মহত্তত্ত্বাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যাৎ পরং বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ ; সর্ব্বসাক্ষি হি সর্ব্বভূতাত্মত্বাদ্ ব্রহ্ম। উক্তং হি "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইত্যাদি। ধ্রুবঞ্চ কূটস্থং নিত্যং, ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বম্। তদেবম্ভূতং ব্রহ্ম আত্মানং নিচায্য অবগম্য তম্ আত্মানং, মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ অবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণাৎ প্রমুচ্যতে বিযুজ্যতে ॥ ৬৯॥১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম পদার্থের অতি সূক্ষ্মতা কেন? [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে যে,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় (গ্রহণ-যোগ্য) ; শরীরও ঠিক সেই-রূপ। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূত চতুষ্টয়ে গন্ধাদি গুণের এক একটির অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্থূলতানিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি শব্দ পর্য্যন্ত গুণ সমুদয় যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহার যে সর্ব্বাধিক সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে ; তাহাও কি আর বলিতে হয়? "অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ং, তথারসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ" এই শ্রুতি ঐ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছেন,—

এই ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম অব্যয়; কারণ, যাহা শব্দাদি-গুণবিশিষ্ট, তাহাই বিশেষ রূপ (অর্থাৎ বিকার) প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই ব্রহ্ম শব্দাদি গুণহীন বলিয়া অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। এই কারণে নিত্যও বটে; কারণ, যাহা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনিত্য হয়, কিন্তু আত্মা যেহেতু বিকারপ্রাপ্ত হয় না, অতএব নিত্য। আর এই কারণেও নিত্য,—তিনি অনাদি; যাহার আদি—কারণ নাই, তিনি অনাদি; যাহা আদিমান্, তাহাই কার্য্য (উৎপন্ন), কার্য্যত্ব হেতুই অনিত্য, অনিত্য বস্তুমাত্রই কারণে বিলীন হইযা থাকে; যেমন [অনিত্য] পৃথিবী প্রভৃতি। কিন্তু, এই ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুরই কারণ; সুতরাং অকার্য্য; অকার্য্যত্ব হেতুই নিত্য—তাহার এমন কোনও কারণ নাই, যাহাতে বিলীন হইতে পারেন। সেইরূপ [তিনি] অনন্ত; যাহার অন্ত বা বিনাশ নাই, তাহা অনন্ত; কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের যেরূপ ফলোৎপাদনের পরে (বিনাশ হওয়ায়) অনিত্যত্ব দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মের সেরূপও অন্ত (বিনাশও) নাই, এই কারণেও তিনি নিত্য। মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব অপেক্ষাও পর অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার; কারণ তিনি নিত্য জ্ঞান স্বরূপ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের আত্মা, এই কারণে সর্ব্বসাক্ষী বা সর্ব্বান্তর্য্যামী। 'সর্ব্বভূতে গূঢ় বা অন্তর্নিহিত এই আত্মা,' ইত্যাদি বাক্যেও ইহা উক্ত হইয়াছে। ধ্রুব অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য, পৃথিব্যাদির ন্যায় তাঁহার নিত্যত্ব আপেক্ষিক নহে। এবম্ভূত সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুমুখ অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকারস্থ অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্ম হইতে প্রমুক্ত হয়, অর্থাৎ বিযুক্ত হয় ॥৬৯॥১৫॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৭০॥১৬॥

[এবং বেদপুরুষঃ যম-নচিকেতঃসংবাদমনূদ্য সাধুশিক্ষায়ৈ এতদ্বিদ্যাপ্রবচন-শ্রবণয়োঃ ফলোক্তিপূর্ব্বকমুপসংহরতি]—নাচিকেতমিতি। মেধাবী (পণ্ডিতঃ)

মৃত্যুপ্রোক্তং (যমেন কথিতং) [বস্তুতস্তু] সনাতনং (অনাদিকালপ্রবৃত্তং, বেদস্য অনাদিত্বাদিত্যাশয়ঃ)। নাচিকেতম্ (নচিকেতঃসম্বন্ধি, যম-নচিকেতঃসংবাদরূপম্) উপাখ্যানম্ (চরিতম্) উক্ত্বা (জিজ্ঞাসবে ব্যাখ্যায় , [স্বয়ং] চ শ্রুত্বা ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্ম এব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ, তস্মিন্) মহীয়তে (উপাস্যতে)।

মেধাবী (বিবেকী) ব্যক্তি মৃত্যু—যম কর্ত্তৃক কথিত, সনাতন (অনাদি) এই 'নাচিকেত' উপাখ্যান (চরিত্র) অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া এবং নিজেও শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মবৎ) পূজিত হন ॥১০॥১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুত্যর্থমাহ শ্রুতিঃ—নাচিকেতং নচিকেতসা প্রাপ্তং নাচিকেতং, মৃত্যুনা প্রোক্তং মৃত্যুপ্রোক্তম্ ইদমুপাখ্যানমাখ্যানং বল্লীত্রয়লক্ষণং সনাতনং চিরন্তনং বৈদিকত্বাৎ, উক্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ, শ্রুত্বা চ আচার্য্যেভ্যঃ মেধাবী, ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকস্তস্মিন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে আত্মভূত উপাস্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥১০॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

বর্ণিত বিজ্ঞান প্রশংসার্থ শ্রুতি বলিতেছেন,—নাচিকেত অর্থাৎ নাচিকেতা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত—'নাচিকেত' এবং মৃত্যু কর্ত্তৃক যাহা উক্ত, সেই মৃত্যুপ্রোক্ত এই বল্লীত্রয়রূপ উপাখ্যানটি সনাতন, অর্থাৎ বেদোক্ত বলিয়া চিরন্তন (অনাদি) ; ইহা ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে বলিয়া এবং আচার্য্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া মেধাবী (বিবেকী) ব্যক্তির ব্রহ্ম-স্বরূপ যে লোক ব্রহ্মলোক, তাহাতে মহিত হন অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হইয়া [সকলের] উপাস্য হন ॥১০॥১৬॥

য ইমং * পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥১১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদি তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥১॥৩॥

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

* য ইদম্ ইতি বা পাঠঃ।

[পুনশ্চ ফলান্তরকথনেন অধ্যায়মুপসংহরতি]—যঃ (জনঃ) প্রযতঃ (সংযতচিত্তঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং) গুহ্যম্ (যস্মৈ কস্মৈচিৎ অবাচ্যম্) ইমং (উপাখ্যান রূপং গ্রন্থং) ব্রহ্মসংসদি (ব্রহ্মণ-সভায়াং) শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ (গ্রন্থং তদর্থং চ বোধয়েৎ), তৎ (শ্রাবণং) আনন্ত্যায় (অনন্তফলোৎপত্তয়ে) কল্পতে (সমর্থং ভবতি)॥

যিনি সংযতচিত্তে পরম গুহ্য (গোপনীয়) এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-সভায় কিংবা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, অর্থাৎ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, কিংবা ইহার অর্থ বুঝাইয়া দেন; তাহা [তাহার] অনন্ত ফলোৎপাদনে সমর্থ হয়॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা॥১॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ কশ্চিদিমং গ্রন্থং পরমং প্রকৃষ্টং, গুহ্যং গোপ্যং শ্রাবয়েৎ গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ, ব্রাহ্মণানাং সংসদি ব্রহ্মসংসদি, প্রযতঃ শুচির্ভূত্বা, শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ, ভুঞ্জানান্ তৎ শ্রাদ্ধম্ অস্য আনন্ত্যায় অনন্তফলায় কল্পতে সম্পদ্যতে। দ্বির্ব্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্॥৭১॥১৭॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত-কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে কোন লোক প্রযত অর্থাৎ শুচি হইয়া পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় এই গ্রন্থ ও গ্রন্থার্থ ব্রাহ্মণের সভায় কিংবা শ্রাদ্ধকালে ভোক্তাদিগকে শ্রবণ করান, ইহার সেই শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলের নিমিত্ত সম্পন্ন হয়। শ্রুতিতে "তদানন্ত্যায় কল্পতে" কথার দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তি-সূচক॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়বল্লী সমাপ্ত॥

কঠোপনিষৎ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

প্রথমা বল্লী।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥৭২॥১॥

[আত্মনো দুরধিগমত্ব-কারণং বক্তুমুপক্রমতে,]—পরাঞ্চীতি। স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়মেব ভবতীতি স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বরঃ), খানি (ইন্দ্রিয়াণি) পরাঞ্চি (পরাণি বাহ্য-বস্তূনি অঞ্চন্তি গচ্ছন্তি ইতি,—পরাঙ্‌খানি) [অতএব] ব্যতৃণৎ (কুৎসিতান্যকরোৎ,—হিংসিতবানিত্যর্থো বা)। তস্মাৎ (কারণাৎ) [জীবঃ] পরাঙ্ (বাহ্যান্ বিষয়ান্) পশ্যতি। অন্তরাত্মন্ (অন্তরাত্মানম্) ন [পশ্যতি]। কশ্চিৎ (কশ্চিদেব) ধীরঃ (জ্ঞানী) অমৃতত্বং (মুক্তিম্) ইচ্ছন্ আবৃত্তচক্ষুঃ (চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং, তেন বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত-সর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ সন্) প্রত্যগাত্মানম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্ আত্মানম্) ঐক্ষৎ (ঐক্ষত - সাক্ষাৎ পশ্যতীত্যর্থঃ) ॥

আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্বের কারণ বলা হইতেছে—স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বাধীন পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যপদার্থদর্শী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; সেই কারণে জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। অল্পমাত্র ধীর ব্যক্তিই মুক্তি-লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥৭২॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইত্যুক্তম্। কঃ পুনঃ প্রতিবন্ধোহগ্র্যায়া বুদ্ধেঃ, যেন তদভাবাদাত্মা ন দৃশ্যতে? ইতি তদদর্শনকারণপ্রদর্শনার্থা বল্লী আরভ্যতে। বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃ-প্রতিবন্ধ-কারণে তদপনয়নায় যত্ন আরব্ধুং শক্যতে নান্যথেতি।

পরাঞ্চি পরাক্ অঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি খানি তদুপলক্ষিতানি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি খানি ইত্যুচ্যন্তে। তানি পরাঞ্চ্যেব শব্দাদিবিষয়-প্রকাশনায় প্রবর্ত্তন্তে। যস্মাদেবং-স্বভাবকানি তানি ব্যতৃণৎ হিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ। কোহসৌ? স্বয়ম্ভূঃ যঃ পরমেশ্বরঃ—স্বয়মেব স্বতন্ত্রো ভবতি সর্ব্বদা, ন পরতন্ত্র ইতি। তস্মাৎ পরাঙ্ প্রত্যগ্রূপান্ অনাত্মভূতান্ শব্দাদীন্ পশ্যতি উপলভতে উপলব্ধা, ন অন্তরাত্মন্—ন অন্তরাত্মানমিত্যর্থঃ। এবংস্বভাবেঽপি সতি লোকস্য, * কশ্চিৎ নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃপ্রবর্ত্তনমিব ধীরো ধীমান্ বিবেকী প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা, প্রতীচ্যেবাত্মশব্দো রূঢ়ো লোকে নান্যস্মিন্; ব্যুৎপত্তিপক্ষেঽপি তত্রৈবাত্মশব্দো বর্ত্ততে,—"যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে" ইতি আত্মশব্দব্যুৎপত্তিস্মরণাৎ। তং প্রত্যগাত্মানং স্বস্বভাবমৈক্ষৎ অপশ্যৎ পশ্যতীত্যর্থঃ, ছন্দসি কালানিয়মাৎ। কথং পশ্যতি? ইত্যুচ্যতে,—আবৃত্তচক্ষুঃ আবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিয়জাতম্ অশেষবিষয়াদ্ যস্য, স আবৃত্তচক্ষুঃ, স এবং সংস্কৃতঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতি; ন হি বাহ্যবিষয়ালোচনপরত্বং প্রত্যগাত্মেক্ষণঞ্চৈকস্য সম্ভবতীতি। কিমিচ্ছন্ পুনরিত্থং মহতা প্রয়াসেন স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃত্বা ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতীতি? উচ্যতে,—অমৃতত্বম্ অমরণধর্ম্মত্বং নিত্যস্বভাবতামিচ্ছন্ আত্মন ইত্যর্থঃ ॥৭২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ববল্লীতে কথিত হইয়াছে যে, 'এই আত্মা সর্ব্বভূতে নিগূঢ়

---

* কশ্চিদিত্যধিকারি-দুর্ল্লভত্বং দ্যোতয়তি। যথা কশ্চিৎ কার্ত্তবীর্য্যাদিঃ নদ্যা নর্ম্মদাদি-রূপায়াঃ প্রতিস্রোতঃ-প্রবর্ত্তনং করোতি; এবমনেকজন্ম-সংসিদ্ধ ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিনদী-প্রতিস্রোতঃ-প্রবর্ত্তনং কৃত্বা গুরুমুপগতো বিবেকী তত্ত্বং পদার্থ-বিবেকবান্ প্রত্যগাত্মানং স্বং স্বভাবং পশ্যতীতি সম্বন্ধঃ। প্রত্যগাত্ম পদং ব্যাচষ্টে—প্রত্যক্চেতি। নন্বাত্মশব্দ-বাচ্যঃ প্রত্যক্ দেহাদিরপি ভবতি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতীচ্যেবেতি। অন্যস্মিন্ দেহাদৌ আত্মশব্দ-প্রয়োগস্তু তাদাত্ম্যাভিমানাদিত্যর্থঃ। ইতি গোপাল-যতীন্দ্র টীকা।

আছেন, [এই কারণে সকলের নিকট] প্রকাশ পান না; কিন্তু একাগ্রতা-সম্পন্ন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।' এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সেই একাগ্রতাসম্পন্ন বুদ্ধি লাভের প্রতিবন্ধক বা বাধক কি আছে? যাহাতে তাহার অভাবে আত্মা দৃষ্ট হইতেছে না। এইহেতু সেই অদর্শনের কারণ প্রদর্শনার্থ এই বল্লী আরব্ধ হইতেছে। কারণ, শ্রেয়োলাভের প্রতিবন্ধক কারণটি জানিতে পারিলেই তাহার অপসারণের জন্য যত্ন আরম্ভ করা যাইতে পারে, না জানিলে পারা যায় না।

বাহ্য বিষয়ে গমন করে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে 'পরাঞ্চি' (পরাক্) বলা হইয়াছে। এখানে 'খানি' কথাটি শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক; এইকারণে 'খানি' পদে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ উক্ত হইল। সেই ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়ের প্রকাশার্থ বহির্মুখ হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; যে হেতু, [পরমেশ্বর] এবংবিধ স্বভাবসম্পন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়-সমূহকে হিংসা বা হনন করিয়াছেন। ইনি (হিংসাকারী) কে? —স্বয়ম্ভূ—পরমেশ্বর; যিনি স্বয়ংই সর্ব্বদা স্বতন্ত্রভাবে (স্বাধীন ভাবে) থাকেন, কখনও পরতন্ত্র বা পরাধীন হন না। সেই হেতুই (জীব) পরাক্ অর্থাৎ বাহ্য—অনাত্মভূত শব্দাদি-বিষয়-সমূহই দর্শন করে—অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে; অন্তরাত্মন্ অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না। সাধারণ জীবলোকের এইরূপ স্বভাব হইলেও সকলে যেমন নদীর স্রোতকে বিপরীতগামী করিতে পারে না, [অতি অল্প লোকেই পারে,] তেমন কোনও ধীর অর্থাৎ বিবেকশালী পুরুষই প্রত্যক্স্বরূপ আত্মাকে অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন; বেদেতে কালের নিয়ম না থাকায় এখানে দর্শন করিয়া থাকেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। কিরূপে দর্শন করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'আবৃত্তচক্ষুঃ'। যাহার চক্ষুঃ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সর্ব্ববিষয় হইতে আবৃত্ত—প্রত্যাহৃত হইয়াছে, তিনিই

'আবৃত্তচক্ষুঃ'; তিনি এইরূপে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন। কারণ, একই ব্যক্তির পক্ষে বাহ্য বিষয়ের আলোচনা ও পরমাত্ম-সন্দর্শন সম্ভবপর হয় না। ভাল, ধীরব্যক্তি কি কারণে এরূপ মহাপ্রযত্নে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করিয়া, প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে যে, অমৃতত্ব—মরণ-রাহিত্য অর্থাৎ নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব বা স্বরূপ পাইবার ইচ্ছায়। লোকব্যবহারে 'আত্ম'-শব্দটি প্রত্যক্ অর্থেই (ব্যাপক চৈতন্য অর্থেই) প্রসিদ্ধ; তদ্ভিন্ন (দেহাদি) অর্থে প্রসিদ্ধ নহে। এই কারণে "প্রত্যগাত্মানং" কথায় 'প্রত্যক্স্বরূপ 'আত্মা' অর্থই বুঝিতে হইবে। আর যৌগিকার্থানুসারেও 'আত্ম' শব্দে সেই 'প্রত্যক্' অর্থই প্রতিপাদন করে। কারণ, স্মৃতিতে আছে— "যেহেতু ব্যাপিয়া থাকে, যেহেতু আদান বা গ্রহণ করে, যেহেতু জগতে বিষয় ভোগ করে এবং যেহেতু ইহার ভাব বা সত্তা চিরদিন সন্তত বা অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে, সেইহেতু 'আত্মা' বলিয়া কথিত হয়॥" স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও আত্মশব্দে দেহাদি অর্থ না বুঝিয়া ব্যাপক চৈতন্য অর্থ বুঝিতে হইবে॥ ৭২॥ ১॥

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ,
তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ৭৩॥২॥

[মুমুক্ষুঃ সর্ব্বথা অপ্রমাদী স্যাদিত্যাহ, পরাচ ইতি। যে বালাঃ (বালবৎ অবিবেকিনঃ) পরাচঃ (বাহ্যান্) কামান্ (স্রক্-চন্দন-বনিতাদিবিষয়ান্) অনুযন্তি (অনুসরন্তি) তে বিততস্য (বহুকালব্যাপিনঃ) মৃত্যোঃ (অবিদ্যাকামকর্ম্মাদেঃ) পাশং (বন্ধং— তৎকৃত-জনন-মরণাদিক্লেশং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। অথ (তস্মাৎ) ইহ (লোকে) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) ধ্রুবং (কূটস্থং) অমৃতত্বং (মোক্ষং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা)

অধ্রুবেষু (বিত্তাদিষু বিষয়ে) ন প্রার্থয়ন্তে [কিঞ্চিৎ ইতি শেষঃ]। যদ্বা, অধ্রুবেষু (অনিত্যেষু পদার্থেষু মধ্যে) ধ্রুবং ('নিত্যং—স্থিরমিদম্' ইতি মত্বা) ন প্রার্থয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তির যে, সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকা আবশ্যক, তাহা বলিতেছেন,—বালকগণ অর্থাৎ বালকের ন্যায় অবিবেকসম্পন্ন যে সকল লোক বাহ্য শব্দাদি বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা অতি মহৎ (বহুকালব্যাপী) অবিদ্যা-বাসনাদিরূপ মৃত্যুর পাশ অর্থাৎ জন্ম-মরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে ধীরগণ ধ্রুব অর্থাৎ প্রকৃত সত্য মোক্ষের স্বরূপ অবগত হইয়া এই জগতে অধ্রুব বা মিথ্যা বস্তু বিষয়ে কিছুই প্রার্থনা বা পাইতে ইচ্ছা করে না ॥ ৭৩।২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যৎ তাবৎ স্বাভাবিকং পরাগেবানাত্মদর্শনং,তদাত্মদর্শনস্য প্রতিবন্ধকারণমবিদ্যা, তৎপ্রতিকূলত্বাৎ যা চ পরাক্ষু এবাবিদ্যোপপ্রদর্শিতেষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু তৃষ্ণা, তাভ্যামবিদ্যা-তৃষ্ণাভ্যাং প্রতিবদ্ধাত্মদর্শনাঃ পরাচো বহির্গতানেব কামান্ কাম্যান্ বিষয়ান্ অনুযন্তি অনুগচ্ছন্তি, বালা অল্পপ্রজ্ঞাঃ। তে তেন কারণেন মৃত্যোরবিদ্যা-কামকর্ম্মসমুদায়স্য যন্তি গচ্ছন্তি বিততস্য বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতো ব্যাপ্তস্য পাশং—পাশ্যতে বধ্যতে যেন, তং পাশং—দেহেন্দ্রিয়াদিসংযোগ-বিয়োগলক্ষণম্ অনবরতং জন্ম-মরণ-জরা-রোগাদ্যনেকানর্থব্রাতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যত এবম্, অথ তস্মাৎ ধীরা বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণম্ অমৃতত্বম্ ধ্রুবং বিদিত্বা। দেবাদ্যমৃতত্বং হ্যধ্রুবম্, ইদন্তু প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং ধ্রুবম্, "ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে, নো কনীয়ান্ ইতি শ্রুতেঃ। তদেবম্ভূতং কূটস্থম্ অবিচাল্যম্ অমৃতত্বং বিদিত্বা অধ্রুবেষু সর্ব্বপদার্থেষু অনিত্যেষু নির্দ্ধার্য্য ব্রাহ্মণা ইহ সংসারেঽনর্থপ্রায়ে ন প্রার্থয়ন্তে কিঞ্চিদপি; প্রত্যগাত্মদর্শনপ্রতিকূলত্বাৎ। পুত্র-বিত্ত-লোকৈষণাভ্যো ব্যুত্তিষ্ঠন্ত্যে-বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

লোকের স্বভাবসিদ্ধ যে, বাহ্য অনাত্ম-পদার্থ দর্শন, আত্মদর্শনের প্রতিকূল বলিয়া, তাহাই অবিদ্যা পদবাচ্য; সেই অবিদ্যা এবং আত্ম-দর্শনের প্রতিকূলাত্মক অবিদ্যা-সম্পাদিত যে ঐহিক ও পারলৌকিক বাহ্য-বিষয়ে ভোগ-তৃষ্ণা, এতদুভয়ের দ্বারা যে সকল বালক বা অল্পবুদ্ধি

লোক আত্মদৃষ্টি-রহিত হইয়া পরাক্ অর্থাৎ কেবল অনাত্ম-বাহ্য বিষয় সমূহেরই অনুগমন বা অনুসরণ করে, তাহারা সেই কারণেই বিতত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ—সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্ম, এতৎসমুদয়াত্মক মৃত্যুর—যাহা দ্বারা [জীবগণ] আবদ্ধ হয়, সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগ-বিয়োগাত্মক, পাশ অর্থাৎ নিরন্তর জন্ম, মরণ, জরা ও রোগ প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থরাশি প্রাপ্ত হয়। যেহেতু [অবিবেকে] এইরূপ হয়, সেই হেতুই ধীর অর্থাৎ বিবেকিগণ, ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থানরূপ অমৃতত্বকে (মোক্ষকে) 'ধ্রুব' জানিয়া, (অর্থাৎ দেবাদি-ভাবরূপ যে অমৃতত্ব, উহা অধ্রুব (চিরস্থায়ী নহে), কিন্তু এই ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপে অবস্থিতিরূপ অমৃতত্বই ধ্রুব ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'ইহা কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিও পায় না, হ্রাসও পায় না'। এইরূপ কূটস্থ (যাহা চিরকাল একরূপে থাকে, এমন) এবং কোন কর্ম্মের স্বরূপ ফল নহে ; ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণগণ) এই অনর্থবহুল সংসারে অনিত্য সর্ব্বপদার্থ মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। কারণ, তৎসমস্তই পরমাত্ম-দর্শনের প্রতিকূল ; এইজন্য তাঁহারা পুত্র, বিত্ত ও লোকবিষয়ক কামনা হইতে ব্যুত্থান করেন ; অর্থাৎ সেই সমুদয়ের কামনা পরিত্যাগ করেন ॥ ৭৩॥২॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে।

এতদ্বৈ তৎ ॥৭৪॥৩॥

[যদধিগমে অন্যত্র প্রার্থনানিবৃত্তির্ভবতি, তৎস্বরূপ-বিবক্ষয়া আহ] — যেনেতি। যেন এতেনৈব (জ্ঞানস্বরূপেণ আত্মনা প্রেরিতো জীবঃ) রূপং, রসং, গন্ধং, শব্দান্, মৈথুনান্ (পরস্পর-সংযোগজান্) স্পর্শান্ চ বিজানাতি ; অত্র (আত্মনি, আত্মস্বরূপাবস্থিতিরূপে মোক্ষে ইত্যর্থঃ।) [জ্ঞাতব্যতয়া] কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ] [স সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ]। এতৎ বৈ (এতদেব নচিকেতসা পৃষ্টং যৎ) তৎ (বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ ॥

যাহার লাভে অন্য সর্ব্ববিষয়ে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, [জীব] এই যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার [প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া] রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও পরস্পরের সংযোগ-জাত স্পর্শ অবগত হয়। ইহাতে অর্থাৎ সেই আত্মাধিগমাত্মক মোক্ষে আর কি [জ্ঞাতব্য] অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ সে অবস্থায় কিছুই আর জ্ঞাতব্য থাকে না, তখন আত্মা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে ॥৭৪॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্বিজ্ঞানাৎ ন কিঞ্চিদন্যৎ প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণাঃ, কথং তদধিগম ইতি ? উচ্যতে—যেন বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ চ মৈথুনান্ মৈথুননিমিত্তান্ সুখপ্রত্যয়ান্ বিজানাতি বিস্পষ্টং জানাতি সর্ব্বো লোকঃ। নমু নৈবং প্রসিদ্ধির্লোকস্য 'আত্মনা দেহাদিবিলক্ষণেনাহং বিজানামি' ইতি ; 'দেহাদিসঙ্ঘাতোঽহং বিজানামি' ইতি তু সর্ব্বো লোকোঽবগচ্ছতি। নমু, দেহাদিসঙ্ঘাতস্যাপি শব্দাদিস্বরূপত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞেয়ত্বাবিশেষাচ্চ ন যুক্তং বিজ্ঞাতৃত্বম্। যদি হি দেহাদিসঙ্ঘাতো রূপাদ্যাত্মকঃ সন্ রূপাদীন্ বিজানীয়াৎ, তর্হি বাহ্যা অপি রূপাদয়োঽন্যোন্যং স্বং স্বং রূপঞ্চ বিজানীয়ুঃ ; ন চৈতদস্তি। তস্মাৎ দেহাদিলক্ষণাংশ্চ রূপাদীন্ এতেনৈব দেহাদিব্যতিরিক্তেনৈব বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা বিজানাতি লোকঃ। যথা, যেন লৌহো দহতি, সোঽগ্নিরিতি তদ্বৎ। আত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং কিমত্র অস্মিন্ লোকে পরিশিষ্যতে, ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে , সর্ব্বমেব ত্বাত্মনা বিজ্ঞেয়ম্। যস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে, স আত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ। এতদ্বৈ তৎ। কিং তৎ ? যৎ নচিকেতসা পৃষ্টং, দেবাদিভিরপি বিচিকিৎসিতং, ধর্ম্মাদিভ্যোঽন্যৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং, যস্মাৎ পরং নাস্তি, তদ্বৈ এতদধিগতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যাহাকে জানিলে পর ব্রাহ্মণগণ অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না ; তাহাকে জানা যায় কি উপায়ে ? তাহা বলিতেছেন,—সমস্ত লোক যেই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুন অর্থাৎ পরস্পর সংযোগ-জাত সুখানুভূতি বিস্পষ্টরূপে জানিতে পারে। ভাল, আমরা যে,দেহাদি-ব্যতিরিক্ত বা দেহাদি জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ

পৃথক্ স্বভাব আত্মা দ্বারা সমস্ত বিষয় জানিতেছি, এ-রূপ ত লোক-প্রসিদ্ধি নাই ; অর্থাৎ কেহই ঐরূপ মনে করে না ; পরন্তু 'দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাতরূপী আমি জানিতেছি', এইরূপই সকলে মনে করিয়া থাকে। [বেশ কথা,] জিজ্ঞাসা করি, [অচেতন] দেহাদি-সমষ্টির যখন শব্দাদি বিষয় হইতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, এবং জ্ঞেয়ত্ব অংশেও যখন উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের ন্যায় দেহাদি-সংঘাতও যখন অচেতন এবং জ্ঞেয় পদার্থ ; তখন দেহাদি-সংঘাতেরও জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হইতে পারে না। আর দেহাদি-সংঘাত যদি রূপাদির স্বরূপ বা অনুরূপ হইয়াও রূপাদি বিষয়সমূহকে জানিতে পারে, তাহা হইলে স্বয়ং দৃশ্যরূপাদি বিষয়সমূহও পরস্পরে পরস্পরকে জানিতে পারিত ; অথচ তাহা কখনই হয় না। অতএব লোকে দেহেন্দ্রিয়াদিগত শব্দাদি বিষয়সমূহকেও দেহাদি হইতে পৃথক—এই বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মার সাহায্যেই অবগত হইয়া থাকে। যেমন লৌহ যাহার সাহায্যে দাহ হয়, তাহার নাম অগ্নি ; এখানেও তেমনি ভাব বুঝিতে হয়। এই জগতে আত্মার অবিজ্ঞেয় কি পদার্থ আছে ? কিছুই নাই ; সমস্ত বস্তুই আত্মার বিজ্ঞেয়। যে আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছুই অবশিষ্ট নাই ; অর্থাৎ যে আত্মার কিছুই জানিতে বাকি নাই ; সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ। ইহাই সেই বস্তু ; সেইটি কি, না—যাহা নচিকেতার জিজ্ঞাসিত, দেবতা প্রভৃতিরও সংশয় স্থল ও ধর্ম্মাদি হইতে পৃথক্ বিষ্ণুর পরম পদ এবং যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই ; তাহাই এই পরিজ্ঞাত বস্তু ॥৭৪॥৩॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৭৫॥৪॥

[পুনরপি তমেবার্থং ব্যক্তীকরোতি স্বপ্নান্তমিত্যাদিনা]—স্বপ্নান্তং (সুষুপ্তিং) জাগরিতান্তং (স্বপ্নং), যদ্বা, স্বপ্নান্তং (স্বপ্নদৃশ্যং) জাগরিতান্তং (জাগ্রদ্দৃশ্যং)

চ, উভৌ (সুষুপ্তি-স্বপ্নৌ) যেন (চৈতন্যাত্মনা) [প্রেরিতো জীবঃ] অনুপশ্যতি। [তং] মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা (বিদিত্বা) ধীরঃ (বিবেকী) ন শোচতি [স মুচ্যতে ইতি ভাবঃ]॥

জীব, স্বপ্নান্ত অর্থাৎ স্বপ্নকালীন দৃশ্য ও জাগরিতান্ত অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় দৃশ্য বস্তু, এই উভয়প্রকার দৃশ্য বস্তু যাহা দ্বারা দর্শন করে, ধীর ব্যক্তি সেই মহান্, বিভু আত্মাকে মনন করার পর আর দুঃখ বোধ করেন না ॥৭৫॥৪॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতি সূক্ষ্মত্বাৎ দুর্বিজ্ঞেয়মিতি মত্বা এতমেবার্থং পুনঃ পুনরাহ—স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। তথা জাগরিতান্তং জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়ং চ, উভৌ স্বপ্ন-জাগরিতান্তৌ যেনাত্মনা অনুপশ্যতি লোক ইতি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। তং মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা অবগম্য আত্মভাবেন সাক্ষাৎ 'অহমস্মি পরমাত্মা' ইতি, ধীরো ন শোচতি ॥৭৫॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

[পরমাত্মার] অতিসূক্ষ্মতাই দুর্ব্বিজ্ঞেয়তার কারণ; ইহা মনে করিয়া এই একই বিষয়কে বারংবার বলিতেছেন,—স্বপ্নান্ত অর্থ—স্বপ্ন-মধ্য অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য ; সেইরূপ, জাগরিতান্ত অর্থ—জাগরিত-মধ্য অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা বিজ্ঞেয়। লোকে যে আত্মার সাহায্যে এই উভয়বিধ স্বপ্নান্ত ও জাগরিতান্ত বস্তুনিচয় দর্শন করে। অন্যান্য কথা সমস্তই পূর্ব্ববৎ। ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ বিভু (ব্যাপক) আত্মাকে মনন করিয়া—অর্থাৎ আমিই পরমাত্মস্বরূপ, এইরূপে আত্ম-সাক্ষাৎ-কার করিয়া আর শোক করেন না ॥৭৫॥৪॥

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

যঃ (অধিকারী) ইমং মধ্বদং (মধু—কর্ম্মফলং অত্তীতি—মধ্বদঃ, তং সংসারিণ-মিতি যাবৎ) জীবং (প্রাণাদিধারকং) আত্মানং ভূত-ভব্যস্য (দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ,

ভূত-ভাবিনোঃ) ঈশানম (প্রেরকং) অন্তিকাৎ (স্বসমীপে অস্মিন্নেব দেহে) বেদ (জানাতি)। [সঃ] ততঃ [অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ] ন বিজুগুপ্সতে [আত্মৈকত্ব-দর্শিনঃ ভেদজ্ঞানাভাবাৎ অন্যতো ভয়েন আত্মানং রক্ষিতুং নেচ্ছতীতি ভাবঃ] । এতদ্বৈ তৎ, যৎ ত্বয়া পৃষ্টঃ। যদ্বা, ততঃ (তস্মাৎ ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শিনঃ সকাশাৎ অন্যঃ কশ্চিৎ ভয়েন আত্মানং গোপায়িতুং নেচ্ছতীতি ভাবঃ)। অন্যৎ সমানম্ ॥

যে অধিকারী পুরুষ কর্ম্মফলভোক্তা ও প্রাণধারক এই আত্মাকে এই দেহেই অতীত ও অনাগত বিষয়ের ঈশান অর্থাৎ প্রেরক বলিয়া জানেন; তিনি সেই জ্ঞানবশতঃ [ভয়ে] আত্মাকে গোপন করিয়া রাখেন না। অর্থাৎ সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মসত্তা দর্শন করায় তাঁহার ভয় থাকে না; সুতরাং আত্মগোপনেরও প্রয়োজন হয় না। অথবা তাঁহার নিকটও কেহ আত্মগোপন করা আবশ্যক মনে করে না ॥১৬॥৫ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যঃ কশ্চিৎ ইমং মধ্বদং কর্ম্মফলভুজং জীবং প্রাণাদিকলাপস্য ধারয়িতারম্ আত্মানং বেদ বিজানাতি, অন্তিকাৎ অন্তিকে সমীপে ঈশানম্ ঈশিতারং ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্য, ততঃ তদ্বিজ্ঞানাৎ ঊর্দ্ধমাত্মানং ন বিজুগুপ্সতে—ন গোপায়িতুমিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ। যাবৎ হি ভয়মধ্যস্থোঽনিত্যম্ আত্মানং মন্যতে, তাবৎ গোপায়িতুমিচ্ছতি আত্মানম্। যদা তু নিত্যম্ অদ্বৈতম্ আত্মানং বিজানাতি, তদা কিং কঃ কুতো বা গোপায়িতুমিচ্ছেৎ। এতদ্বৈ তদিতি পূর্ব্ববৎ ॥ ১৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা,—যে কোন লোক মধ্বদ অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলভোক্তা ও প্রাণাদিসমুদায়ের ধারক—জীব আত্মাকে স্বসমীপে ভূত-ভব্যের অর্থাৎ ত্রিকালের ঈশান বা ঈশ্বর বলিয়া জানেন, (তিনি) সেই বিজ্ঞানের পর আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না; কারণ, তিনি অভয় (ভয়রহিত ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীব যে পর্য্যন্ত ভয়মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া আত্মাকে অনিত্য মনে করে; সেই পর্য্যন্তই আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু, যখন অদ্বৈত আত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারে, তখন কে কাহার নিকট হইতে কেন বা কি

গোপন করিবে ? * 'ইহাই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয় ;' ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত ।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ।
এতদ্বৈ তৎ ॥৭৭॥৬॥

যঃ (পরমপুরুষঃ) পূর্ব্বং (প্রথমং) তপসঃ (জ্ঞানময়াৎ ব্রহ্মণঃ) জাতম্ (উৎপন্নং সৎ) অদ্ভ্যঃ [অত্র অপ্ শব্দঃ পঞ্চভূতোপলক্ষকঃ], [ততশ্চ—পঞ্চভূতেভ্যঃ] পূর্ব্বম্ (অগ্রে) অজায়ত । গুহাং (সর্ব্বপ্রাণি-হৃদয়ং) প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং (তত্র স্থিত্বা শব্দাদি-বিষয়ান্ উপভুঞ্জানং) ভূতেভিঃ (ভূতৈঃ—ভূতকার্য্যৈঃ দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ উপলক্ষিতং) [তং] যঃ (মুমুক্ষুঃ) ব্যপশ্যত (বিশেষেণ পশ্যতি ইত্যর্থঃ) । "এতৎ বৈ তৎ" ইত্যেতৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ॥

তপ অর্থাৎ তপোময় (জ্ঞানময় ব্রহ্ম) হইতে প্রথমজাত যে পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) জলের (বস্তুতঃ সমস্ত ভূতের) পূর্ব্বে জন্মলাভ করিয়াছেন, প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় প্রবিষ্ট এবং পঞ্চভূতের পরিণাম দেহেন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত সেই পুরুষকে যে

* তাৎপর্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, জীব যতকাল দ্বৈতজ্ঞানের অধীন থাকে—'আমি পৃথক্, অমুক পৃথক্', এইরূপে ভেদদর্শন করে, ততকালই ভয় অনুভব করিয়া থাকে ;—'অমুকে আমার অনিষ্ট করিবে, অমুকে আমায় বধ করিবে,' ইত্যাদি চিন্তায় ভীত হইয়া থাকে ; কিন্তু যখন সেই দ্বৈত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়,—সর্ব্বত্রই একত্ব দর্শন করে, তখন কে কাহার নিকট ভয় পাইবে ?—শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ।" অর্থাৎ—দ্বিতীয়ত্ব বোধ হইতেই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে । বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে এই কথাটি আরও বিশদভাবে বর্ণিত আছে । সেখানে আছে—সৃষ্টির প্রথমে একটি পুরুষ উৎপন্ন হইলেন, তিনি এত বড় বিশ্বরাজ্যের মধ্যে একাকী থাকিয়া প্রথমে ভীত হইলেন ; অপর একটি সহায় পাইতে ইচ্ছা করিলেন । পরেই তাঁহার প্রবোধ জন্মিল ;—তিনি মনে করিতে লাগিলেন "যৎ মদন্যৎ নাস্তি, কুতো নু বিভেমি ?" 'যখন আমি ভিন্ন আর কিছু নাই, তখন কি কারণে আমি ভয় করিতেছি ?'—"তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায়", 'ইহার পরই তাঁহার ভয় অপগত হইল ।' "কস্মাৎ ব্যভেষ্যৎ ? দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি ।" অর্থাৎ 'কেন ভীত হইবে ?—দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেই ভয় হইয়া থাকে ।' অভিপ্রায় এই যে,—সেই সময় দ্বিতীয় যখন কেহই ছিল না, তখন আর অনিষ্টেরও সম্ভাবনা ছিল না ; সুতরাং প্রথমজাত পুরুষের মনে আর ভয় স্থান পায় নাই । সেইরূপ পরবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যেও যাহার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয়বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়া যায়—অভয় মোক্ষপদে অবস্থান হয় । তখন আর আত্মগোপনের প্রয়োজন বা ইচ্ছা হয় না ।

মুমুক্ষু ব্যক্তি দর্শন করেন; বস্তুতঃ তিনিই সেই আত্মাকে দর্শন করেন। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব ॥৭৭॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যঃ প্রত্যগাত্মা ঈশ্বরভাবেন নির্দ্দিষ্টঃ, স সর্ব্বাত্মা, ইত্যেতৎ দর্শয়তি,—যঃ কশ্চিৎ মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বং প্রথমং তপসো জ্ঞানাদিলক্ষণাৎ ব্রহ্মণ ইত্যেতৎ, জাতমুৎপন্নং হিরণ্যগর্ভম্। কিমপেক্ষ্য পূর্ব্বম্? ইত্যাহ—অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বম্, অপ্‌সহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যঃ, ন কেবলাভ্যোঽদ্ভ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। অজায়ত, উৎপন্নো যঃ, তং প্রথমজং, দেবাদিশরীরাণি উৎপাদ্য সর্ব্বপ্রাণিগুহাং হৃদয়াকাশং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং শব্দাদীন্ উপলভমানং, ভূতেভির্ভূতৈঃ কার্য্য-কারণলক্ষণৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং যো ব্যপশ্যত—যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ। যঃ এবং পশ্যতি, স এতদেব পশ্যতি—যৎ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৭৭॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে যাহাকে প্রত্যক্-আত্মা পরমেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তিনিই যে, সকলের আত্মস্বরূপ; এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন,—প্রথমে তপ অর্থাৎ জ্ঞানাদিময় ব্রহ্ম হইতে জাত—হিরণ্যগর্ভকে—, কাহার পূর্ব্বে জাত? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিলেন—জলের পূর্ব্বে; অভিপ্রায় এই যে, কেবল জলেরই পূর্ব্বে নহে—জল ও অপর চারি ভূত, এই পঞ্চভূতেরই পূর্ব্বে যিনি জন্মধারণ করিয়াছেন এবং দেবতাপ্রভৃতির শরীর সমুৎপাদন পূর্ব্বক সমস্ত প্রাণীর গুহা বা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন; অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় সমূহ ভোগ করিতেছেন। 'ভূত' অর্থ কার্য্য-কারণময় দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি; তৎসহযোগে বর্ত্তমান সেই প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভকে যে মুমুক্ষু পুরুষ দর্শন করেন। যিনি উক্তপ্রকার আত্মভাব দর্শন করেন; তিনি বস্তুতঃ পূর্ব্বকথিত সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন ॥৭৭॥৬॥

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত।
এতদ্বৈ তৎ ॥৭৮॥৭॥

পুনরপি হিরণ্যগর্ভমেব বিশিষ্যাহ—যা ইতি। যা দেবতাময়ী (সর্ব্বদেবতা-

ত্মিকা) [অত্র প্রাধান্যাৎ দেবতোল্লেখঃ।] অদিতিঃ (অদনাৎ—সর্ব্বজগদ্-ভোক্তৃত্বাৎ 'অদিতি'-শব্দ-বাচ্যা দেবতা) প্রাণেন (হিরণ্যগর্ভরূপেণ) সংভবতি (অভিব্যজ্যতে)। যা [চ] ভূতেভিঃ (ভূতৈঃ সহিতা) ব্যজায়ত (উৎপন্না)। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং [তাং যঃ পশ্যতি সঃ] এতৎ এব [পশ্যতি ; যৎ তৎ নচিকেতসা পৃষ্টং ইত্যাদি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ]

সর্ব্বদেবতাময়ী যে অদিতি সর্ব্বজগদ্‌ভোক্ত্রী) প্রাণরূপে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে সম্ভূত হইয়াছিলেন ; এবং যিনি সর্ব্বভূত-সমন্বিত হইয়া প্রকটিত হইয়াছেন ; গুহাবস্থিত তাঁহাকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন ॥৭৮॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যা সর্ব্বদেবতাময়ী সর্ব্বদেবাত্মিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি, শব্দাদীনাম্ অদনাৎ অদিতিঃ, তাং পূর্ব্ববদ্ গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্ অদিতিম্। তামেব বিশিনষ্টি,—যা ভূতেভিঃ ভূতৈঃ সমন্বিতা ব্যজায়ত - উৎপন্নেত্যেতৎ ॥৭৮॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

সর্ব্বদেবাত্মিকা যে অদিতি প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে পরব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হন, শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করেন বলিয়া তাঁহাকে অদিতি বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত সেই অদিতিকে [যিনি জানেন] সেই অদিতিকেই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, যেই অদিতি ভূতবর্গসমন্বিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। [অন্যান্য অংশ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যারই অনুরূপ] ॥৭৮॥৭॥

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা-
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৭৯॥৮॥

গর্ভিণীভিঃ (গর্ভবতীভিঃ) সুভৃতঃ (সুপথ্যভোজনাদিনা পরিপোষিতঃ) গর্ভ ইব

অরণ্যোঃ (উত্তরাধরারণ্যোঃ, তৎসদৃশে যজ্ঞে হৃদয়ে চ) নিহিতঃ (স্থিতঃ ; [যঃ] জাতবেদাঃ (অগ্নিঃ, জাতং সর্ব্বং বেত্তীতি জাতবেদাঃ—সর্ব্বজ্ঞঃ বিরাট্ পুরুষশ্চ) মনুষ্যেভিঃ জাগৃবদ্ভিঃ (জাগরণশীলৈঃ, প্রমাদরহিতৈঃ যোগিভিঃ) হবিষ্মদ্ভিঃ (হবনকর্ত্তৃভিশ্চ কর্ম্মিভিঃ চ সদ্ভিঃ ইত্যর্থঃ) দিবেদিবে (প্রত্যহং) ঈড্যঃ (যজ্ঞে স্তবনীয়ঃ, হৃদয়ে চ ধ্যাতঃ) [ভবতি] ; এতং বৈ তৎ ইতি পূর্ব্ববৎ ॥

গর্ভিণীগণ গর্ভস্থ শিশুকে যেরূপ উপযুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ জাগৃবান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে প্রমাদরহিত ও হবিষ্মৎ (যাঁহারা যজ্ঞে হোম করেন,) মনুষ্যগণ দ্বিবিধ অরণীতে, (উত্তরারণী ও অধরারণীতে, অর্থাৎ হৃদয়ে ও যজ্ঞে) নিহিত বা অবস্থিত যে জাতবেদা—অগ্নিকে (ভৌতিক অগ্নি ও বিরাট্ পুরুষ, এই উভয়কে) [উপযুক্ত ক্রিয়া ও সদাচার দ্বারা] পরিপুষ্ট করেন, এবং প্রত্যহ [হৃদয়ে] ধ্যান ও [যজ্ঞে] স্তব করেন ; তিনি সেই বস্তু ॥৭১॥৮॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ ; যোঽধিযজ্ঞে উত্তরাধরারণ্যোর্নিহিতঃ স্থিতো জাতবেদা অগ্নিঃ ; পুনঃ সর্ব্বহবিষাং ভোক্তা, অধ্যাত্মঞ্চ যোগিভির্গর্ভ ইব গর্ভিণীভিরন্তর্ব্বত্নীভিঃ অগর্হিতান্নপান-ভোজনাদিনা যথা গর্ভঃ সুভৃতঃ সুষ্ঠু সম্যগ্ ভৃতো লোক ইব, ইত্থমেব ঋত্বিগ্ভির্যোগিভিশ্চ সুভৃত ইত্যেতৎ।

কিঞ্চ, দিবে দিবে অহন্যহনি ঈড্যঃ স্তুত্যো বন্দ্যশ্চ কর্ম্মিভির্যোগিভিশ্চ—অধ্বরে হৃদয়ে চ, জাগৃবদ্ভির্জাগরণশীলৈঃ অপ্রমত্তৈরিত্যেতৎ ; হবিষ্মদ্ভিঃ আজ্যাদিমদ্ভিঃ ধ্যানভাবনাবদ্ভিশ্চ, মনুষ্যেভির্মনুষ্যৈরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ—তদেব প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৭১॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা,—অধিযজ্ঞে অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যজ্ঞে উত্তর ও অধর অরণীতে * স্থিত অগ্নি সমস্ত হবিঃ (যজ্ঞে প্রদেয় বস্তুকে 'হবিঃ, বলা হয়) ভোগ করেন, এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে—গর্ভিণীগণ কর্ত্তৃক

* তাৎপর্য্য, অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ খণ্ডকে 'অরণী' বলা হয়। যে দুই খণ্ড কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় ; তাহার উপরের খণ্ডকে 'অধর অরণী' ও নিম্নের খণ্ডকে 'উত্তর অরণী' বলা হয়। এখানে 'অগ্নি' শব্দে ভৌতিক অগ্নি ও বিরাটপুরুষ, উভয়ই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মিগণ লৌকিক যজ্ঞে যেরূপ কাষ্ঠ খণ্ডে অগ্নির অভিব্যক্তি সম্পাদন করেন, সেইরূপ যোগিগণ স্বীয় হৃদয়ে বিরাট্ পুরুষের ধ্যান করেন।

গর্ভ (গর্ভস্থ সন্তান) যেরূপ অদূষিত অন্নপানাদি দ্বারা যথোপযুক্তরূপে পরিপোষিত হয়, সেইরূপ যোগিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পরিপোষিত হন অর্থাৎ ঋত্বিক্ (যাজ্ঞিক) ও যোগিগণ কর্ত্তৃক সুভৃত হন।

আরও এক কথা, এই অগ্নি জাগৃবান্—জাগরণশীল অর্থাৎ প্রমাদ-শূন্য যোগিগণকর্ত্তৃক হৃদয়ে বন্দনীয় এবং হবিষ্মৎ অর্থাৎ আজ্যাদি যজ্ঞোপকরণ-সম্পন্নগণকর্ত্তৃক যজ্ঞে অর্চ্চনীয়। [অভিপ্রায় এই যে,] তিনি যাজ্ঞিক ও ধ্যানী, উভয়প্রকার মনুষ্যেরই সেবনীয়। এই বিরাট্-রূপী অগ্নিই সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্ম স্বরূপ ॥ ৭৯ ॥ ৮ ॥

যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥৮০॥৯॥

[পুনশ্চ মহিমোক্তিপূর্ব্বকং তৎ পৃষ্টং বিশিষ্যাহ, যতশ্চোদেতীতি]—সূর্য্যঃ [প্রত্যহং] যতঃ (যস্মাৎ, উদেতি, প্রাণাৎ) [প্রলয়কালে চ] যত্র (যস্মিন্ চ) অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছতি। সর্ব্বে দেবাঃ (প্রকাশন-স্বভাবানি ইন্দ্রিয়াণি) তং (প্রাণং) অর্পিতাঃ, (তমাশ্রিত্য স্থিতা ইত্যর্থঃ)। তৎ (তং সর্ব্বদেবাশ্রয়ং) কশ্চন (কোঽপি) [গুণতঃ স্বরূপতো বা] ন উ (নৈব) অত্যেতি (অতিক্রামতি)। এতদ্বৈ তৎ, যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্ ॥

[পুনশ্চ মহিমাপ্রদর্শন পূর্ব্বক নচিকেতার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন]—সূর্য্যদেব সৃষ্টিকালে যাঁহা হইতে উদিত হন, এবং প্রলয়-কালেও যাঁহাতে অস্তমিত হন, সমস্ত দেবতাগণ অর্থাৎ প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ কেহই তৎস্বরূপাতিরিক্ত নহে। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥ ৮০ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ ; যতশ্চ যস্মাৎ প্রাণাৎ উদেতি উত্তিষ্ঠতি সূর্য্যঃ, অস্তং নিম্লোচনং তিরোধানং যত্র যস্মিন্নেব চ প্রাণে অহন্যহনি গচ্ছতি ; তং প্রাণমাত্মানং দেবাঃ সর্ব্বেঽগ্ন্যাদয়ঃ অধিদৈবং, বাগাদয়শ্চাধ্যাত্মং, সর্ব্বে বিশ্বে অরা ইব রথনাভৌ অর্পিতাঃ সম্প্রবেশিতাঃ

স্থিতিকালে ; সোঽপি ব্রহ্মৈব ; তদেতৎ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম। তৎ উ নাত্যেতি নাতীত্য তদাত্মকতাং তদন্যত্বং গচ্ছতি কশ্চন কশ্চিদপি। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮০ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা,—সূর্য্য প্রতিদিন যে প্রাণ হইতে উদয় লাভ করেন, এবং যে প্রাণে অস্তমিত অর্থাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হন। সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ দেবাধিকারে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, আর দেহাধিকারে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণরূপী আত্মাতে অর্পিত আছে, অর্থাৎ অবস্থিতি কালে তাঁহারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। উল্লিখিত প্রাণও নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ ; সেই ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময় ; [অতএব] কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ; অর্থাৎ তদাত্মকতা ত্যাগ করিয়া তদ্ভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয় না। ইহাই সেই—॥৮০॥৯॥

যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥৮১॥১০॥

[ইদানীম্ আত্মনঃ সার্ব্বকালিকমেকত্বং দর্শয়িতুমাহ যদিতি]। ইহ (অস্মিন্ লোকে) যৎ (আত্মবস্তু), অমুত্র (পরকালেঽপি) তৎ (তদেব, ন তু ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ।) [তথা] অমুত্র (পরলোকে) যৎ (আত্মবস্তু), ইহ (অস্মিন্ লোকেঽপি) তৎ অনু (অনুগতং ; ন ততঃ ভিন্নমিত্যর্থঃ।) অথবা,— ইহ (প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যে কার্য্যোপাধৌ দেহে) যৎ (চৈতন্যং), অমুত্র (অদৃশ্যে কারণোপাধৌ মায়ায়াম্ অপি) তদেব, ন ততোঽন্যদিত্যর্থঃ।) [তথা] অমুত্র (কারণোপাধৌ) যৎ (চৈতন্যং), ইহ (কার্য্যোপাধৌ অপি) তৎ (তদেব চৈতন্যং) অনু (অনুগতং)। যঃ (জনঃ) ইহ (আত্ম-চৈতন্যয়োঃ) নানা ইব (উপাধিভেদাৎ ভেদমিব) পশ্যতি। সঃ (ভেদদর্শী), মৃত্যোঃ মৃত্যুং (মরণাৎ পরমপি মরণং, ভূয়োভূয়ো মরণমনুভবতীত্যর্থঃ) ॥

এখন আত্মচৈতন্যের সার্ব্বকালিক একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, ইহ লোকে যে আত্মা, স্বর্গাদি পরলোকেও সেই আত্মাই, এবং পরলোকে যে আত্মা, ইহ লোকেও সেই আত্মাই অনুগত থাকে। অথবা, এই কার্য্যোপাধি দেহে যে

চৈতন্য, অদৃশ্য কারণোপাধি (ঈশ্বরোপাধি) মায়াতেও সেই চৈতন্যই; আর সেই কারণোপাধিতে যে চৈতন্য, এই কার্য্যোপাধি দেহেও সেই একই চৈতন্য অনুস্যূত রহিয়াছেন। যে লোক এই চৈতন্যে নানাভাবের ন্যায় দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণ-প্রবাহ লাভ করে॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্ ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু বর্ত্তমানং তত্তদুপাধিত্বাদ্‌ব্রহ্মবদবভাসমানং সংসার্য্যন্যৎ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণ ইতি মাভূৎ কস্যচিদাশঙ্কা, ইতীদমাহ—

যদেবেহ কার্য্যকারণোপাধিসমন্বিতং সংসারধর্ম্মবৎ অবভাসমানম্ অবিবেকিনাং, তদেব স্বাত্মস্থম্ অমুত্র নিত্যবিজ্ঞানঘনস্বভাবং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জিতং ব্রহ্ম। যচ্চ অমুত্র অমুষ্মিন্ আত্মনি স্থিতং, তদন্বিহ—তদেবেহ নাম-রূপ-কার্য্য-কারণোপাধিমনু বিভাব্যমানং নান্যৎ। তত্রৈবং সতি উপাধিস্বভাব-ভেদদৃষ্টিলক্ষণয়াঽবিদ্যয়া মোহিতঃ সন্ য ইহ ব্রহ্মণি অনানাভূতে 'পরস্মাদন্যোঽহং, মত্তোঽন্যৎ পরং ব্রহ্ম, ইতি নানেব ভিন্নমিব পশ্যতি উপলভতে; স মৃত্যোঃ মরণাৎ মৃত্যুং মরণং পুনঃ পুনর্জন্ম-মরণ-ভাবম্ আপ্নোতি প্রতিপদ্যতে। তস্মাৎ তথা ন পশ্যেৎ। বিজ্ঞানৈকরসং নৈরন্তর্য্যেণ আকাশবৎ পরিপূর্ণং ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি পশ্যেদিতি বাক্যার্থঃ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থিত এবং বিভিন্ন উপাধি-যোগে অব্রহ্মভাবে প্রতীয়মান যে সংসারী বা জীব-চৈতন্য, সেই সংসারী চৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্; এইরূপ কাহারো আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা-নিবৃত্তির উদ্দেশে এই কথা বলিতেছেন—

এখানে দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ কার্য্য-কারণ-উপাধিসমন্বিত থাকায় (১)

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্ত শাস্ত্র বলেন, "কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ, কারণোপাধিরীশ্বরঃ।" অভিপ্রায় এই যে, যে মায়া হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মায়াতে প্রতিফলিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর; এবং ঈশ্বরোপাধি সেই মায়ার নাম 'কারণোপাধি'। সেই মায়া হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চৈতন্যের নাম 'জীব' ও তদুপাধি অন্তঃকরণের নাম 'কার্য্যোপাধি'। দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি জীবোপাধি হইলেও প্রধানতঃ অন্তঃকরণই তাহার অভিব্যক্তি স্থান বলিয়া, অন্তঃকরণকেই সাধারণতঃ তাহার 'উপাধি' বলিয়া ব্যবহার করা হয়। সংসার দশায় উক্ত কার্য্যোপাধি-পরিচ্ছিন্ন ও সুখ-দুঃখাদিভোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান যে জীব-

বিবেকবিহীন জনগণের নিকট যে চৈতন্য [জন্ম-মরণাদিরূপ] সংসার ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হন; স্বহৃদয়াভিব্যক্ত সেই চৈতন্যই পশ্চাৎ নিত্য বিজ্ঞানময় ও সর্ব্ববিধ সংসার-ধর্ম্মরহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, সেই কারণোপাধিতে (অমুত্র) যে চৈতন্য অবস্থিত, সেই চৈতন্যই আবার এই নাম-রূপ ও কার্য্যকারণাত্মক উপাধিতে অনুগতভাবে প্রতীত হন, কিন্তু [তাহা হইতে] অন্য নহে। জীব ও ঈশ্বরোপাধিতে যখন চৈতন্যের একত্বই নির্দ্ধারিত হইল, তখন যে ব্যক্তি উপাধিসম্বন্ধ ও ভেদজ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যা দ্বারা বিমোহিত হইয়া অভিন্নস্বরূপ এই ব্রহ্মে 'আমি পরব্রহ্ম হইতে অন্য, এবং পর-ব্রহ্মও আমা হইতে পৃথক্' এইভাবে যেন নানাত্বই দর্শন করে, অর্থাৎ ভেদবৎ উপলব্ধি করে; সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু—মরণকে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব, ঐরূপ ভেদদর্শন করিবে না; পরন্তু, 'আমি আকাশবৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপই বটে,' এইরূপে দর্শন করিবে ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ॥৮২॥ ১১॥

[ইদানীং চৈতন্যৈকত্বদর্শনোপায়ং বিবক্ষন্ ভেদদর্শনম্ অপবদতি]—মনসৈবেতি। মনসা (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-সংশোধিতেন অন্তঃকরণেন) এব ইদম্ (ব্রহ্মৈকত্বম্) আপ্তব্যম্ (উপলভ্যম্) [নান্যেন কেনচিৎ, ইত্যভিপ্রায়ঃ।] ইহ (ব্রহ্মণি) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি অত্যল্পমপি ইত্যর্থঃ) নানা (ভেদঃ) নাস্তি, [ইত্যেতৎ ব্রহ্মাবগতৌ বুধ্যতে, ইতি বাক্যশেষঃ।] য ইহ নানা ইব [নতু নানাত্বমস্তি] পশ্যতি; স মৃত্যোঃ [পরং] মৃত্যুং গচ্ছতি। [অন্য-ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥

চৈতন্য, আর কারণোপাধিগত সর্ব্বব্যাপক যে ঈশ্বরচৈতন্য, উভয়ই এক অভিন্ন; কেবল অবিদ্যাবশতঃ ঔপাধিক ভেদ বোধ হয় মাত্র; সেই অবিদ্যা-বিগমে উপাধিকৃত পরিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং উভয়ের ভেদ-বোধও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন উভয়ের—উভয়ের কেন—সর্ব্বত্রই এক মাত্র চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

একমাত্র মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব (ব্রহ্মের একত্ব) প্রাপ্ত বা অবগত হইতে হইবে। এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। শেষাংশের অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রাগেকত্ববিজ্ঞানাৎ আচার্য্যাগম-সংস্কৃতেন মনসৈব ইদং ব্রহ্ম একরসমাপ্তব্যম্—'আত্মৈব নান্যদস্তি' ইতি। আপ্তে চ নানাত্বপ্রত্যুপস্থাপিকায়া অবিদ্যায়া নিবৃত্তত্বাৎ ইহ ব্রহ্মণি নানা নাস্তি কিঞ্চন—অণুমাত্রমপি। যস্তু পুনরবিদ্যা-তিমিরদৃষ্টিং ন মুঞ্চতি—ইহ ব্রহ্মণি নানেব পশ্যতি; স মৃত্যোর্মৃত্যুং গচ্ছত্যেব—স্বল্পমপি ভেদমধ্যারোপয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশে মনের সংস্কার বা নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া সেই সংস্কৃত মনের দ্বারাই এক রস (এক—অখণ্ড) ব্রহ্মকে পাইতে হইবে, অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্মই) সৎ, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অসৎ, [ইহা বুঝিতে হইবে]। এই ব্রহ্মৈকত্ব বিজ্ঞাত হইলে নানাত্ব বা ভেদবুদ্ধি সমুৎপাদক অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং তখন এই ব্রহ্মে কোনরূপ অর্থাৎ অত্যল্প-মাত্রও নানা (ভেদ) থাকে না বা প্রতীতির বিষয় হয় না। কিন্তু, যে লোক অবিদ্যা-তিমিরদৃষ্টি (অবিদ্যাময় মোহদর্শন) ত্যাগ করে না, এই ব্রহ্মে যেন নানাভাবই দর্শন করে, সে লোক সেই অত্যল্পমাত্র ভেদ আরোপণের ফলেও নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। *
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

[আত্মনঃ দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ পুনরপি তৎস্বরূপমেবাহ]—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ; উপাধিভূতান্তঃকরণস্য অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তৎপরিমাণ ইত্যর্থঃ।) পুরুষঃ (আত্মা) মধ্যে আত্মনি (শরীরমধ্যে) তিষ্ঠতি; [স এব চ] ভূত-ভব্যস্য

* ঈশানং ভূতভব্যস্য ইতি বা পাঠঃ।—ভূতভব্যস্য ঈশানং বিদিত্বা ইত্যর্থঃ।

(অতীতস্য অনাগতস্য) [বর্ত্তমানস্য চ] ঈশানঃ (প্রভুঃ শাসকঃ)। ততঃ (তৎস্বরূপবিজ্ঞানাৎ পরং) ন বিজুগুপ্সতে (সর্ব্বভয়-বিরহিতব্রহ্মস্বরূপলাভাৎ আত্মানং ন কুতশ্চিৎ গোপায়িতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ)। অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হওয়ায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ (আত্মা) আত্ম-মধ্যে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন ; অথচ সেই পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ [ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ের] ঈশ্বর (শাসক)। তাঁহাকে জানিলে [কেহই আর] আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না। ইহাই সেই বস্তু ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি তদেব প্রকৃতং ব্রহ্মাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রোঽঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ। অঙ্গুষ্ঠপরিমাণং হৃদয়পুণ্ডরীকং, তচ্ছিদ্রবর্ত্ত্যন্তঃকরণোপাধিরঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র-বংশপর্বমধ্যবর্ত্ত্যম্বরবৎ। পুরুষঃ—পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি। মধ্যে আত্মনি শরীরে তিষ্ঠতি যঃ ; তমাত্মানমীশানং ভূত-ভব্যস্য বিদিত্বা ন তত ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ৮৩॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুনশ্চ সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্মের বিষয়ই বলিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থ—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ; সাধারণতঃ হৃৎপদ্মের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ ; সুতরাং সেই হৃৎপদ্মের ছিদ্রস্থিত অন্তঃকরণরূপ জীবোপাধিটিও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ; অতএব অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বংশ-পর্ব্বের মধ্যবর্ত্তী আকাশের যেরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব ব্যবহার হয়, সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তঃকরণে প্রতিফলিত আত্ম-চৈতন্যকেও 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণতা লাভ করে, সেই 'পুরুষ' পদবাচ্য যে চৈতন্য আত্ম-মধ্যে—শরীরে অবস্থান করেন ; ভূত (অতীত) ও ভব্য (যাহা হইবে), এতদুভয়ের ঈশানকে (শাসন-কর্ত্তাকে) জানিয়া—"ন ততঃ" ইত্যাদি অংশের ব্যাখা পূর্ব্ববৎ॥৮৩॥১২॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৪ ॥ ১৩ ॥

[পুনরপি তদেবাহ]—অঙ্গুষ্ঠেতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (পূর্ব্ববৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ) পুরুষঃ (আত্মা) অধূমকঃ (অধূমকং ধূমরহিতং) জ্যোতিঃ (তেজঃ) ইব, ভূত-ভব্যস্য ঈশানঃ [চ]। স এব (পুরুষঃ) অদ্য [বর্ত্ততে]; শ্বঃ উ (শ্বোঽপি ভবিষ্যৎ কালেঽপি) সঃ [এব পুরুষঃ] [বর্ত্তিষ্যতে]। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত সেই পুরুষই নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় (উজ্জ্বল) এবং ভূত ও ভব্যের ঈশান। সেই পুরুষই অদ্য [বর্ত্তমান আছেন] এবং কল্যও সেই পুরুষই [বর্ত্তমান থাকিবেন], অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে একই অবিকৃত আত্মা থাকে ; পৃথক্ নহে ॥ ৮৪ ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ, অধূমকমিতি যুক্তং জ্যোতিঃ-পরত্বাৎ। যস্ত্বেবং লক্ষিতো যোগিভির্হৃদয় ঈশানো ভূত-ভব্যস্য, স এব নিত্যঃ কূটস্থোঽদ্যেদানীং প্রাণিষু বর্ত্তমানঃ, স উ শ্বোঽপি বর্ত্তিষ্যতে, নান্যস্তৎসমোঽন্যশ্চ জনিষ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন "নায়মস্তীতি চৈকে" ইত্যয়ং পক্ষো ন্যায়তো-ঽপ্রাপ্তোঽপি স্ববচনেন শ্রুত্যা প্রত্যুক্তঃ ; তথা ক্ষণভঙ্গবাদশ্চ ॥ ৮৪ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ।

অপি চ, সেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষ অধূমক (ধূমহীন) জ্যোতির ন্যায়। শ্রুতিতে 'অধূমকঃ'-শব্দটি পুংলিঙ্গ থাকিলেও ক্লীবলিঙ্গ জ্যোতির বিশেষণ হওয়ায় 'অধূমকং' বুঝিতে হইবে। যোগিগণ স্বহৃদয়ে অর্থাৎ সমাহিতচিত্তে যাঁহাকে এইরূপে ভূত-ভব্যের ঈশান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সেই নিত্য কূটস্থ পুরুষই অদ্য অর্থাৎ এখনও সমস্ত প্রাণীতে বর্ত্তমান আছেন, এবং কল্যও বর্ত্তমান থাকিবেন। অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে পৃথক্ কেহ জন্মিবে না। কেহ কেহ বলেন, 'পরলোকগামী আত্মা নাই' পূর্ব্বোক্ত এই পক্ষটি যুক্তি-বিরুদ্ধ ; সুতরাং অসম্ভব হইলেও শ্রুতি নিজবাক্যে তাহার প্রত্যাখ্যান করিলেন, ইহা দ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদও (১) প্রত্যাখ্যাত হইল ॥ ৮৪ ॥ ১৩ ॥

(১) তাৎপর্য্য—ক্ষণভঙ্গবাদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি মত। সেই মত এইরূপ—ক্ষণভঙ্গ-বাদীরা বলেন যে, জগতে যে কোন পদার্থ আছে, সমস্তই ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী ; প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে। আত্মাও ক্ষণিক ; বুদ্ধিই

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ৮৫ ॥ ১৪

[ভেদদর্শনফলম্ অনর্থ-লাভং স্পষ্টয়তি]—যথেতি। পর্ব্বতেষু দুর্গে (দুর্গমে ঊর্দ্ধভাগে) বৃষ্টম্ উদকং যথা (বিধাবতি বিবিধতয়া অধোভাগে ধাবতি গচ্ছতি); এবং [আত্মনঃ] ধর্ম্মান্ পৃথক্ (আত্মনো ভিন্নান্) পশ্যন্ (জানন্ জনঃ) তানেব (শরীরভেদান্) অনু (তদ্দর্শনানন্তরমেব) বিধাবতি (প্রাপ্নোতি), [ন মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ] ॥

ভেদ দর্শনের অনর্থময় ফল প্রদর্শন করিতেছেন,—যেমন পর্ব্বতে দুর্গমপ্রদেশে পতিত মেঘোদক নিম্নপ্রদেশে নানাভাবে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি আত্মার বিবিধ ভেদদর্শনকারী ব্যক্তি সেই ভেদদর্শনের পরই নানাবিধ শরীর-প্রভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি ভেদদর্শনাপবাদং ব্রহ্মণ আহ,—যথা উদকং দুর্গে দুর্গমে দেশে উচ্ছ্রিতে বৃষ্টং সিক্তং পর্ব্বতেষু পর্ব্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু বিধাবতি বিকীর্ণং সদ্ বিনশ্যতি এবং ধর্ম্মান্ আত্মনো ভিন্নান্ পৃথক্ পশ্যন্ পৃথগেব প্রতিশরীরং পশ্যন্ তানেব শরীরভেদানুবর্ত্তিনঃ অনুবিধাবতি—শরীরভেদমেব পৃথক্ পুনঃ পুনঃ প্রতিপদ্যত-ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুনশ্চ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভেদদর্শনের নিন্দা করিতেছেন,—দুর্গ অর্থাৎ দুর্গম উন্নতপ্রদেশে বৃষ্ট অর্থাৎ মেঘনির্ম্মুক্ত উদক যেমন পর্ব্বতে অর্থাৎ পর্ব্বতবিশিষ্ট নিম্নপ্রদেশসমূহে বিশেষরূপে ধাবমান হয়—ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যে লোক আত্ম-ধর্ম্মসমূহ প্রত্যেক শরীরে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করে, সেই লোক বিভিন্ন

আত্মা; বুদ্ধির অতিরিক্ত নিত্য স্থির কোন আত্মা নাই; সুতরাং আত্মার পরলোক-সম্বন্ধও নাই। বুদ্ধি ক্ষণিক হইলেও তাহার প্রবাহ বা ধারাটি চিরস্থায়ী; যেমন স্রোতের জল স্থির না থাকিলেও স্রোতটি স্থির থাকে, ক্ষণনাশ্য বুদ্ধির অবস্থাও সেইরূপ। এখানে একই আত্মার পূর্ব্বাপর কালসম্বন্ধ উল্লেখ থাকায় সেই ক্ষণভঙ্গবাদের প্রতিবাদ করা হইল, বুঝিতে হইবে।

শরীরগত সেই সকল ভেদাভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয় ; [কখনও আর মুক্ত হইতে পারে না] ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৮৬ ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী সমাপ্তা ॥ ২ ॥ ১

[ব্রহ্মৈকত্বদর্শিনস্তু নৈবমিত্যাহ]—যথেতি। হে গৌতম ! যথা শুদ্ধম্ উদকং শুদ্ধে (উদকে) সিক্তং (নিক্ষিপ্তং সৎ) তাদৃগেব (শুদ্ধমেব) ভবতি, [ন তু পৃথক্ তিষ্ঠতি] বিজানতঃ (একত্বং পশ্যতঃ) মুনেঃ (মননশীলস্য) আত্মা (অদ্বিতীয়-ব্রহ্মস্বরূপম্) এব ভবতি, [ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত্যা বিমুচ্যতে ইতি ভাবঃ। গৌত-মেতি নচিকেতসঃ সম্বোধনম্ ॥

হে গৌতম ! নচিকেতঃ ! শুদ্ধ বা নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন তাদৃশই (নির্ম্মলই) হইয়া যায়, তেমনি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মৈকত্বাভিজ্ঞ মুনির আত্মাও ব্রহ্মই হয় ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অস্য পুনর্বিদ্যাবতো বিধ্বস্তোপাধিকৃতভেদদর্শনস্য বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনৈকরসম্ অদ্বয়ম্ আত্মানং পশ্যতো বিজানতো মুনের্মননশীলস্য আত্মস্বরূপং কথং সম্ভবতীতি উচ্যতে, যথা উদকং শুদ্ধে প্রসন্নে শুদ্ধং প্রসন্নম্ আসিক্তং প্রক্ষিপ্তম্ একরসমেব নান্যথা তাদৃগেব ভবতি আত্মাপ্যেবমেব ভবতি, একত্বং বিজানতো মুনেঃ মনন-শীলস্য, হে গৌতম ! তস্মাৎ কুতার্কিক-ভেদদৃষ্টিং নাস্তিককুদৃষ্টিঞ্চ উজ্ঝিত্বা মাতৃ-পিতৃ-সহস্রেভ্যোঽপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টম্ আত্মৈকত্বদর্শনং শান্তদর্পৈরাদরণীয়-মিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীমদাচার্য্য-শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কঠকোপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে বিদ্বানের উপাধিকৃত ভেদদর্শন বা ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়া গিয়াছে ; বিশুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিকৃত পরিচ্ছেদরহিত, বিজ্ঞানঘন,

একরস আত্মদর্শী মুনির আত্মা কি প্রকার হয়? এতদুত্তরে বলি-তেছেন যে, শুদ্ধ অর্থাৎ প্রসন্ন বা নির্ম্মল জল অপর শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, একাকার অর্থাৎ তদ্রূপই হইয়া যায়, ইহার অন্যথা হয় না, হে গৌতম! (নচিকেতঃ!) বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ আত্মৈকত্বদর্শী মুনির (মননশীলের) আত্মাও ঠিক সেইরূপই হইয়া যায়। অতএব, কুতার্কিক-গণের ভেদোপদেশ ও নাস্তিকগণের অসদ্‌বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক, সহস্র সহস্র মাতাপিতা অপেক্ষাও হিতৈষিণী শ্রুতির উপদেশে অভিমান ত্যাগ করিয়া আদর করা উচিত ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

ইতি কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লীর ভাষ্যানুবাদ
সমাপ্ত ॥ ২। ১ ॥

দ্বিতীয়া বল্লী।

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৭ ॥ ১

[পুরমিতি। একাদশদ্বারং (শীর্ষণ্যানি সপ্ত, নাভিরেকা, পায়ূপস্থে দ্বে, শিরসি একম্, ইতি একাদশ দ্বারাণি যস্য, তৎ একাদশদ্বারম্) পুরং (দেহম্), অবক্রচেতসঃ (অবক্রম্ অকুটিলম্ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতমেকরূপং চেতো বিজ্ঞানমস্যেতি, নিত্যপ্রকাশরূপস্য) অজস্য (জন্মরহিতস্য) ব্রহ্মণঃ, [অধীনমিতি] অনুষ্ঠায় (তদধীনতয়া নিশ্চিত্য) [মমতাত্যাগাৎ বিবেকী জনঃ] ন শোচতি। [দেহত্যাগাৎ প্রাগেব অবিদ্যাক্ষয়াৎ] বিমুক্তঃ (অহঙ্কারাদিবন্ধরহিতঃ সন্) [দেহপাতাৎ পরং] বিমুচ্যতে (কৈবল্যং প্রাপ্তো ভবতি) ' ন পুনর্জায়তে ইত্যভিপ্রায়ঃ]। এতৎ বৈ তৎ (ইতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্)॥

মস্তকে—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, এই সপ্ত, ব্রহ্মরন্ধ্র এক, অধোদেশে নাভি এক, এবং মলমূত্র দ্বার দুই, এই একাদশ দ্বার-বিশিষ্ট পুর অর্থাৎ নগরস্বরূপ এই দেহটী অপরিবর্ত্তনশীল চৈতন্যময় অজ—জন্মরহিত ব্রহ্মের অধীন; বিবেকী জন এইরূপ অবধারণ করিয়া [আমি, আমার ইত্যাদি বুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ] শোক বা দুঃখ ভোগ করেন না; এবং [অবিদ্যাক্ষয় হওয়ায়] এই দেহেই বিমুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দেহপাতের পর বিশেষভাবে বিমুক্ত হয়, অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়; [সে লোক আর জন্মধারণ করে না] ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মতত্ত্বনির্দ্ধারণার্থোঽয়মারম্ভঃ—দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদ্‌ব্রহ্মণঃ। পুরং পুরমিব পুরম্, দ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাদ্যনেকপুরোপকরণসম্পত্তিদর্শনাৎ শরীরং পুরম্। পুরঞ্চ সোপকরণং স্বাত্মনা অসংহতস্বতন্ত্রস্বাম্যর্থং দৃষ্টম্; তথেদং পুরসামান্যাৎ অনেকোপকরণসংহতং শরীরং স্বাত্মনা অসংহতরাজস্থানীয়স্বাম্যর্থং ভবিতুমর্হতি। তচ্চেদং শরীরাখ্যং পুরম্ একাদশদ্বারং; একাদশ দ্বারাণ্যস্য—সপ্ত শীর্ষণ্যানি, নাভ্যা

সহার্দ্ধাঙ্কি ত্রীণি, শিরস্যেকং, তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্। কস্য ?—অজস্য জন্মাদি-বিক্রিয়ারহিতস্য আত্মনো রাজস্থানীয়স্য পুরধর্ম্মবিলক্ষণস্য। অবক্রচেতসঃ, অবক্রম্ অকুটিলম্ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতম্ একরূপং চেতো বিজ্ঞানমস্যেতি অবক্রচেতাঃ, তস্য অবক্রচেতসো রাজস্থানীয়স্য ব্রহ্মণঃ। যস্যেদং পুরং, তং পরমেশ্বরং পুরস্বামিনম্ অনুষ্ঠায় ধ্যাত্বা ; ধ্যানং হি তস্যানুষ্ঠানং সম্যগ্‌বিজ্ঞানপূর্ব্বকম্। তং সর্ব্বৈষণাবিনির্মুক্তঃ সন্ সমং সর্ব্বভূতস্থং ধ্যাত্বা ন শোচতি। তদ্‌বিজ্ঞানাদ-ভয়প্রাপ্তেঃ শোকাবসরাভাবাৎ কুতো ভয়েক্ষা। ইহৈবাবিদ্যাকৃতকামকর্ম্ম-বন্ধনৈর্ব্বিমুক্তো ভবতি। বিমুক্তশ্চ সন্ বিমুচ্যতে—পুনঃ শরীরং ন গৃহ্লাতী-ত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয় ; এই কারণে পুনঃ প্রকারান্তরে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের উদ্দেশে এই বল্লী আরব্ধ হইতেছে,—'পুর' অর্থ—পুর-সদৃশ, প্রসিদ্ধ পুরে (নগরে) যেমন দ্বারপাল, পুরস্বামী ও পুরোপযোগী অন্যান্য বস্তু থাকে, এই শরীরেও সেই সমস্ত বিদ্যমান থাকায় এই শরীর 'পুর' বলিয়া কথিত হয়। দেখা যায়—পুর ও পুরোপকরণ বস্তুগুলি, পুরের সহিত যিনি সংহত নন, অর্থাৎ পুরের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে যাঁহার স্বরূপতঃ ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, এমন একজন স্বাধীন স্বামীর (পুরাধিপতির) অধীন থাকে ; পুরসাদৃশ্য থাকায় অনেকপ্রকার উপকরণ-(দ্বার-পালাদিস্থানীয় ইন্দ্রিয়াদি-) সমন্বিত এই শরীরও সেইরূপ শরীরের সহিত অসংহত (শরীরের হ্রাসবৃদ্ধিতে যাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, এমন) একজন রাজস্থানীয় স্বামীর অধীন থাকা আবশ্যক। সেই এই শরীরসংজ্ঞক পুরটি একাদশ দ্বারযুক্ত ; তন্মধ্যে মস্তকে সপ্ত (চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসাদ্বয় ও মুখ), নাভিসহ অধোবর্ত্তী তিন (নাভি, পায়ু ও উপস্থ), ব্রহ্মরন্ধ্র এক ; এই একাদশটি দ্বার থাকায় শরীররূপ পুরটিও একাদশ দ্বারযুক্ত *। এই পুরটি কাহার ?

* তাৎপর্য্য—পুরসাদৃশ্যমাহ দ্বারেতি। দৃষ্টান্তে দ্বারপালাঃ—ভটাঃ, তেষাং অধিষ্ঠাতারঃ—অধিপতয়ঃ। 'আদি' শব্দেন মন্ত্রি-বন্দি-সপ্তপ্রাকার-যন্ত্রাট্টালিকাদির্গৃহ্যতে। দার্ষ্টান্তিকেতু—মূর্দ্ধ-

[উত্তর—] যিনি অজ অর্থাৎ জন্মাদিবিকার-রহিত, পুর হইতে বিভিন্নপ্রকার ও স্বাধীন রাজস্থানীয় আত্মা, এবং যিনি অবক্রচেতা অর্থাৎ যাঁহার চৈতন্য—বিজ্ঞান কখনও বক্র বা কুটিল নহে; পরন্তু সূর্য্যের ন্যায় নিত্যপ্রকাশমান ও কূটস্থ বা চিরস্থিত; সেই আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মের [পুর বা অভিব্যক্তি স্থান]। যাঁহার এই পুর, সেই পুরস্বামী পরমেশ্বরকে অনুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ ধ্যান করিয়া লোকে আর শোকপ্রাপ্ত হয় না। তাঁহার যথার্থস্বরূপ বিজ্ঞানপূর্ব্বক যে ধ্যান, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান-পূর্ব্বক যে ধ্যান, তাঁহার পক্ষে তদ্ভিন্ন আর কোনরূপ অনুষ্ঠান সম্ভব-পর হয় না। [বিবেকী পুরুষ] সর্ব্বপ্রকার কামনা-রহিত হইয়া সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সেই পুরস্বামী আত্মাকে ধ্যান করিলে

নাভিসহিত-চক্ষুঃশ্রোত্র-নাসিকা-মুখাধোরন্ধ্রাণি দ্বারাণি; দ্বারপালাঃ—চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি। নাভেঃ সমানঃ, মূর্দ্ধ্নশ্চ প্রাণঃ, তেষামধিষ্ঠাতারঃ—দিগ্বাতাদয়ঃ। 'আদি'-শব্দেন ত্বঙ্-মাংস-রুধির-মেদো-মজ্জাস্থিস্নায়বঃ প্রাকারসদৃশাঃ। মূলাধারাজ্ঞান্তানি অট্টালিকাসদৃশানি; সন্ধয়ঃ যন্ত্রাণি; রোমাণি প্রাকারোপরিস্থিত-বিশাখসদৃশানি, ইত্যাদি দ্রষ্টব্যম্। (গোপাল-যতীন্দ্র টীকা)।

ভাবার্থ—ভাষ্যস্থ 'দ্বারপাল' ইত্যাদি কথায় লোক প্রসিদ্ধ পুরের সহিত শরীরের সাদৃশ্য সূচিত হইতেছে: দৃষ্টান্ত স্থলে দ্বারপাল হয় ভটগণ (বীরগণ); অধিপতি বা স্বামী হন—তাহাদের অধিষ্ঠাতা বা নেতা। ভাষ্যোক্ত 'আদি' শব্দে মন্ত্রী, বন্দী (স্তুতিপাঠক) সপ্তপ্রকার প্রাচীর, যন্ত্র ও অট্টালিকা প্রভৃতি পুরোপযোগী বস্তুসমূহ বুঝিতে হইবে। দার্ষ্টান্তিক স্থলেও (শরীররূপ পুরে) মূর্দ্ধন্ (ব্রহ্মরন্ধ্র), নাভি, চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা ও মুখ এবং অধোবর্ত্তী—রন্ধ্রদ্বয় (মল-মূত্রদ্বার), এই একাদশটি রন্ধ্রকে দ্বার এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে সেই দ্বারের দ্বারপাল বলা হইয়াছে। আর সমান নামক বায়ু নাভির এবং প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারপাল। দিক্, বাত, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, এই দেবতাগণ আবার সেই দ্বারপাল-স্থানীয় ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। ভাষ্যোক্ত 'আদি' শব্দে—ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ু প্রভৃতিকে শরীর-পুরীর প্রাচীর স্থানীয় বুঝিতে হইবে। আর মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা, এই ষট্চক্র দেহ-পুরের অট্টালিকা স্থানীয়। দৈহিক সন্ধিসমূহ যন্ত্রস্থানীয়, এবং রোমনিচয় প্রাচীরোপরিস্থিত তৃণাদিসদৃশ। এইরূপে পুরের অন্যান্য অংশেও শরীরের সাদৃশ্য যোজনা করিয়া লইতে হইবে।

লোকপ্রসিদ্ধ পুরী ও পুরস্বামী সম্পূর্ণ পৃথক্—পুরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পুরস্বামীর বাস্তবিক পক্ষে কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; এদিকে শরীররূপ পুর ও তৎস্বামী আত্মাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ; দেহের উপচয় বা অপচয়ে দেহস্বামী আত্মার কিছুমাত্র ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না; কূটস্থ একরূপই থাকেন। আর শরীর না থাকিলেও আত্মার অস্তিত্বে কোনই বাধা ঘটে না; এই কারণে আত্মাকে 'স্বতন্ত্র' বলা হইয়াছে।

আর কখনও শোক করেন না; কারণ, আত্মজ্ঞানে অভয়প্রাপ্তি হয়; তৎকালে শোকের অবসরই থাকে না; সুতরাং ভয়দর্শন হইবে কোথা হইতে? [অধিকন্তু] সেই ব্যক্তি এই দেহেই অবিদ্যা ও তৎকৃত কামকর্ম্মাদি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, বিমুক্ত থাকিয়াও [দেহপাতের পর] আবার বিমুক্ত হন—পুনর্ব্বার আর শরীর গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ তাঁহার আর জন্ম হয় না॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্-
হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমস-
দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥৮৮॥২॥

[ইদানীং তস্যৈবাত্মনঃ সর্ব্বপুরসম্বন্ধিত্বমাহ—হংস ইতি।]-হংসঃ (হন্তি গচ্ছতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতীতি হংসঃ—পরমাত্মা সূর্য্যশ্চ)। শুচিষৎ (শুচৌ দিবি সীদতি বসতি ইতি শুচিষৎ)। বসুঃ—(বাসয়তি সর্ব্বমিতি বসুঃ—সর্ব্বলোকস্থিতিহেতুঃ)। অন্তরিক্ষসৎ—(বায়ুরূপেণ অন্তরিক্ষে সীদতীতি অন্তরীক্ষগ ইত্যর্থঃ।) হোতা (অগ্নিঃ), [যদ্বা জুহোতি শব্দাদিবিষয়ান্ অত্তি অনুভবতীতি--ইন্দ্রিয়াদিস্থঃ)। বেদিষৎ—(বেদ্যাং পূজ্যতয়াস্তীতি বেদিষৎ), অতিথিঃ (সোমঃ সন্) দুরোণসৎ (দুরোণে সোমরসপাত্রে—কলসে সীদতীতি দুরোণসৎ)। নৃষৎ (নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি নৃষৎ)। বরসৎ (বরেষু ব্রহ্মাদিদেবেষু সীদতি অস্তীতি বরসৎ)। ঋতসৎ—(ঋতে যজ্ঞে সত্যস্বরূপে বেদে বা সীদতীতি ঋতসৎ)। ব্যোমসৎ—(ব্যোম্নি আকাশে সীদতীতি ব্যোমসৎ)। [যদ্বা ব্যোতমস্যাং জগদিতি জগৎপ্রসূঃ প্রকৃতিঃ ব্যোমেত্যুচ্যতে; প্রকৃতিস্থ ইত্যর্থঃ] অব্জাঃ—(অপ্সু শঙ্খ-মৎস্যাদিরূপেণ জায়তে ইত্যব্জাঃ)। গোজাঃ—(গবি পৃথিব্যাং জায়ত ইতি গোজাঃ)। ঋতজাঃ—(সত্যফলক-যজ্ঞাদিরূপেণ জায়ত ইতি ঋতজাঃ)। অদ্রিজাঃ—(অদ্রিভ্যো জায়ত ইতি অদ্রিজাঃ)। ঋতং (সত্যম্), [যদ্বা ঋতং মুখ্যতো বেদপ্রতিপাদ্যম্]। বৃহৎ—(সর্ব্বকারণত্বাৎ মহৎ), এতদ্বৈ তদিতি। [অত্র-পরমাত্মপক্ষে সূর্য্যপক্ষে চ সর্ব্বাণি বিশেষণানি যথাসম্ভবং যোজ্যানি]॥

পূর্ব্বোক্ত আত্মার যে, সর্ব্বশরীরে তুল্যরূপ সম্বন্ধ আছে, এইখানে তাহাই

কথিত হইতেছে,—সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বলিয়া পরমাত্মা ও সূর্য্য, উভয়ই 'হংস' পদবাচ্য। সেই হংসই আবার স্বর্গরূপ শুচি প্রদেশে অবস্থিতি করেন বলিয়া 'শুচিষৎ'; সর্ব্বলোকের স্থিতিসাধক বলিয়া 'বসু'; বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ'; স্বয়ংই অগ্নিস্বরূপ বলিয়া কিংবা শব্দাদি বিষয় সমূহ ভোগ করেন বলিয়া 'হোতা'; পৃথিবীরূপ বেদিতে (পূর্ব্বোক্ত হোতার আশ্রয়ে) বাস করেন বলিয়া 'বেদিষৎ'; অতিথিরূপে অর্থাৎ সোমরসরূপে দুরোণে (কলসে) বাস করেন বলিয়া 'অতিথি' ও 'দুরোণসৎ'; নৃতে (মনুষ্যে) অবস্থান করায় 'নৃষৎ'; সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থিতি করেন বলিয়া 'বরসৎ'; শঙ্খ ও মৎস্যাদিরূপে জলে জন্ম ধারণ করেন বলিয়া 'অব্‌জা', গোরূপা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া গোজা, ঋত অর্থ—সত্য,—অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল, তাহাতে প্রকটিত হন বলিয়া 'ঋতজা'; এবং পর্ব্বতে প্রকাশ পান বলিয়া 'অদ্রিজা' [শব্দে অভিহিত হন।] আর তিনি স্বয়ং সত্য স্বরূপ এবং মহৎ; ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥৮॥২॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

স তু নৈকপুরবর্ত্ত্যেবাত্মা, কিন্তর্হি ?—সর্ব্বপুরবর্ত্তী। কথং ? হংসঃ—হন্তি গচ্ছতীতি, শুচিষৎ শুচৌ দিবি আদিত্যাত্মনা সীদতীতি। বসুঃ বাসয়তি সর্ব্বানিতি। বায়্বাত্মনা অন্তরিক্ষে সীদতীত্যন্তরিক্ষষৎ। হোতা অগ্নিঃ, "অগ্নির্ব্বৈ হোতা" ইতি শ্রুতেঃ। বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি বেদিষৎ। "ইয়ং বেদিঃ পরোঽন্তঃ পৃথিব্যাঃ," ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ *। অতিথিঃ সোমঃ সন্ দুরোণে কলসে সীদতীতি দুরোণসৎ। ব্রাহ্মণোঽতিথিরূপেণ বা দুরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি দুরোণষৎ। নৃষৎ—নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি নৃষৎ। বরসৎ বরেষু দেবেষু সীদতীতি বরসৎ। ঋতসৎ ঋতং সত্যং যজ্ঞো বা, তস্মিন্ সীদতীতি ঋতসৎ। ব্যোমসৎ—ব্যোম্নি আকাশে সীদতীতি ব্যোমসৎ। অব্জা অপ্সু শঙ্খ-শুক্তি-মকরাদিরূপেণ জায়ত ইতি অব্জাঃ। গোজাঃ—গবি পৃথিব্যাং ব্রীহিযবাদিরূপেণ জায়ত ইতি গোজাঃ। ঋতজাঃ—যজ্ঞাঙ্গরূপেণ জায়ত ইতি ঋতজাঃ। অদ্রিজাঃ—পর্ব্বতেভ্যো নদ্যাদিরূপেণ জায়ত ইতি অদ্রিজাঃ। সর্ব্বাত্মাপি সন্ ঋতম্ অবিতথস্বভাব এব। বৃহৎ—মহান্ সর্ব্বকারণত্বাৎ। যদাপ্যাদিত্য এব

---

* তাৎপর্য্য—যা যজ্ঞে প্রসিদ্ধা বেদিঃ, পৃথিব্যাঃ পরোঽন্তঃ পরস্বভাবঃ ইতি বেদ্যাঃ পৃথিবীস্বভাবত্ব সংকীর্ত্তনাৎ পৃথিবী 'বেদি'-শব্দবাচ্যা ভবতীত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)।

মন্ত্রেণোচ্যতে ; তদাপ্যস্যাত্ম-স্বরূপত্বমাদিত্যস্যাঙ্গীকৃতমিতি ব্রাহ্মণ-ব্যাখ্যানেঽপ্য-বিরোধঃ। সর্ব্বথাপ্যেক এবাত্মা জগতো নাত্মভেদ ইতি মন্ত্রার্থঃ ॥৮৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিন্তু সেই আত্মা যে, একটিমাত্র শরীররূপ পুরে বাস করেন, তাহা নহে ; তবে কি ? তিনি সমস্ত শরীরপুরে বাস করেন। কি প্রকারে ?—তিনি হনন অর্থাৎ (সর্ব্বত্র) গমন করেন বলিয়া 'হংস' পদ বাচ্য। এবং শুচি অর্থাৎ দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে অবস্থান করেন বলিয়া শুচিষৎ ; সমস্ত বস্তুতে অবস্থিতি করেন," এই কারণে 'বসু', অন্তরিক্ষে (আকাশে) বায়ুরূপে অবস্থান করেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ' শ্রুতিতে যে অগ্নিকে 'হোতা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি সেই অগ্নিরূপ হোতা ; এবং পৃথিবীরূপ বেদিতে অবস্থান করেন বলিয়া 'বেদিষৎ'। শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই যে যজ্ঞ-প্রসিদ্ধ বেদী, ইহা পৃথিবীরই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে।' তিনিই আবার সোমরূপী অতিথি হইয়া দুরোণে (কলসে) অবস্থান করেন বলিয়া, অথবা ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহে (দুরোণে) উপস্থিত হন বলিয়া 'অতিথি ও দুরোণ-সৎ' ; নৃ—মনুষ্য সমূহে অবস্থান করেন বলিয়া নৃষৎ, দেবাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে প্রকাশ পান বলিয়া 'বরসৎ' ; 'ঋত' অর্থ সত্য অথবা যজ্ঞ, তাহাতে থাকেন বলিয়া 'ঋতসৎ' ; আকাশে অবস্থিতি হেতু 'ব্যোমসৎ'। শঙ্খ, শুক্তি (ঝিনুক) ও মকরাদিরূপে জলে জন্মধারণ করেন বলিয়া 'অব্জা', পৃথিবীতে ধান্য যবাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া 'গোজা', যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যরূপে জন্ম লাভ করেন বলিয়া 'ঋতজা', পর্ব্বত হইতে নদী প্রভৃতি-রূপে জন্মলাভ হেতু 'অদ্রিজা' শব্দবাচ্য হন। কিন্তু, তিনি সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময় হইয়াও স্বয়ং ঋতই অর্থাৎ সত্য স্বরূপই থাকেন, (বিকৃত হন না), এবং তিনি সর্ব্ব জগতের কারণ, এই জন্য বৃহৎ—মহৎ। কঠ ব্রাহ্মণোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উল্লিখিত মন্ত্রে যদি সূর্য্যকেই অভিধেয়

বা বর্ণনীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়, * তাহা হইলেও সূর্য্যকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করায় ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যায়ও কোন বিরোধ হইতে পারে না। ফল কথা, যে কোন রকমেই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই জগতে একই আত্মা, আত্মভেদ নাই; [ইহা প্রমাণিত হইল] ॥ ৮৮ ॥২॥

ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥৮৯॥৩॥

[ঊর্দ্ধমিতি। [যত্তচ্ছব্দাবত্র গ্রাহ্যৌ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বাদিনা প্রাগুক্তঃ যঃ] প্রাণং (প্রাণবায়ুম্) ঊর্দ্ধম্ উন্নয়তি (ঊর্দ্ধগতিমত্তয়া প্রেরয়তি), অপানঞ্চ (বায়ুং) প্রত্যক্ (অধো) [বিন্মূত্রাদিনিষ্কাসনহেতুতয়া] অস্যতি (ক্ষিপতি প্রেরয়তি), মধ্যে (হৃদি) আসীনং (অবস্থিতং) [তং] বামনং (মুমুক্ষুভিঃ ভজনীয়ং) বিশ্বে (সর্ব্বে) দেবাঃ (চক্ষুরাদয়ঃ) উপাসত ইতি। বিশ্বদেবা ইতি পাঠান্তরম্। [এতেন প্রাণাপানপ্রেরকত্বলিঙ্গেন প্রাগুক্তেশানো মুখ্যঃ'প্রাণঃ' ইত্যপি শঙ্কা নিরস্তা, নিরবকাশবামনশ্রুত্যাদেঃ ॥]

যিনি প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ব্যাপারকে ঊর্দ্ধগামী করেন এবং অপান বায়ুর বৃত্তিকে অধোগামী করেন; হৃদয় মধ্যে অবস্থিত, মুমুক্ষুর উপাস্য সেই বামনকে (আত্মাকে) সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে, বা তাঁহারই প্রেরণায় নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে ॥৮৯॥৩॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আত্মনঃ স্বরূপাধিগমে লিঙ্গমুচ্যতে,—ঊর্দ্ধং হৃদয়াৎ প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বায়ু-

---

* তাৎপর্য্য—"অসৌ বা আদিত্যঃ হংসঃ শুচিষৎ":ইতি ব্রাহ্মণেন আদিত্যো মন্ত্রার্থত্বয়া ব্যাখ্যাতঃ। কথং তদ্বিরুদ্ধমিদং ব্যাখ্যাতং? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপি আদিত্য এবেতি। "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" ইতি মন্ত্রাৎ মণ্ডলোপলক্ষিতস্য চিৎ-ধাতোরিষ্যত এব সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)।

ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—"হংসঃ শুচিষৎ" মন্ত্রের ব্যাখ্যাস্থলে কঠব্রাহ্মণে যখন 'এই আদিত্যই হংস ও শুচিসৎ' ইত্যাদি কথায় স্পষ্টাক্ষরেই আদিত্যের উল্লেখ রহিয়াছে; তখন এই মন্ত্রের ব্রহ্মপক্ষে অর্থ করা যায় কিরূপে? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না—তাহাতেও এই ব্যাখ্যার ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ, 'জগৎ অর্থ—গমনশীল—জঙ্গম ও তস্থুষস্ অর্থাৎ স্থিতি-শীল—স্থাবর; সূর্য্যই এতদুভয়ের আত্মা,' এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত যে, চিন্ময় ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বাত্মক; সুতরাং তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা লইয়াই আদিত্যেরও সর্ব্বাত্মকতা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মুন্নয়তি ঊর্দ্ধং গময়তি। তথাপানং প্রত্যক্—অধোঽস্ততি ক্ষিপতি। য ইতি বাক্যশেষঃ। তং মধ্যে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধাবভিব্যক্তং বিজ্ঞান-প্রকাশনং, বামনং বর্ণনীয়ং সম্ভজনীয়ং, বিশ্বে সর্ব্বে দেবাঃ চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা রূপাদি-বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানমুপাসতে, তাদর্থ্যেনাম্নুপরতব্যাপারা ভবন্তীত্যর্থঃ। যদর্থা যৎপ্রযুক্তাশ্চ সর্ব্বে বায়ুকরণব্যাপারাঃ; সোঽন্যঃ সিদ্ধ ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ৮৯॥৩॥]

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞানের উপায় কথিত হইতেছে;—[যিনি] প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ বায়ুর ব্যাপারকে হৃদয় প্রদেশ হইতে উর্দ্ধে লইয়া যান, এবং অপান বায়ুকেও অধোদিকে প্রেরণ করেন, শ্রুতিতে 'যঃ' এই কর্তৃপদটি অনুক্ত রহিয়াছে; [তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে]। হৃৎপদ্ম-মধ্যবর্ত্তী আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত,—অর্থাৎ বুদ্ধিতে যাহার জ্ঞান প্রকাশ অভিব্যক্ত বা প্রকটিত হয়; মুমুক্ষুগণের সম্যক্ ভজনীয় (উপাস্য) সেই বামনকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর—প্রেরক (আত্মাকে) চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রজাগণ যেরূপ রাজার উপহার প্রদান করতঃ উপাসনা করে, সেইরূপ রূপরসাদি বিষয়ে জ্ঞান (অনুভূতি) সমুৎপাদন করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, হৃৎ-পদ্ম-মধ্যস্থ সেই আত্মার উদ্দেশ্যেই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হয় না। প্রাণাদি করণবর্গের ব্যাপার-নিচয় যাহার উদ্দেশে এবং যাহার প্রেরণায় সম্পাদিত হয়, তিনি এই করণবর্গ হইতে পৃথক্—স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য লভ্য অর্থ ॥ ৮৯ ॥ ৩

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥৯০॥৪॥

[অস্যেতি। শরীরস্থস্য অস্য দেহিনঃ (দেহবতো জীবস্য) বিস্রংসমানস্য (স্থূলং

দেহং ত্যজতঃ) দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য [সতঃ] অত্র (প্রাণাদিসমন্বিতে দেহে) কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ]। এতদ্বৈ তদিতি [যস্য অপগমে অত্র ন কিঞ্চিদপি তিষ্ঠতি], এতৎ বৈ (এব) তৎ, [যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্]॥

এই শরীরস্থ দেহী (দেহাভিমানী জীব) বিস্রংসমান হইলে— দেহ হইতে বহির্গত হইলে, এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ প্রাণাদি করণনিচয় কিছুই থাকে না। [যাহার অপগমে প্রাণাদি করণবর্গ পলায়ন করে], তাহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মবস্তু ॥ ১০॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ,—অস্য শরীরস্থস্য আত্মনো বিস্রংসমানস্য অবস্রংসমানস্য ভ্রংশমানস্য দেহিনো দেহবতঃ। বিস্রংসনশব্দার্থমাহ—দেহাদ্ বিমুচ্যমানস্যেতি। কিমত্র পরিশিষ্যতে প্রাণাদিকলাপে, ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে ; অত্র দেহে, পুরস্বামি-বিদ্রবণ ইব পুর-বাসিনাম্। যস্য আত্মনঃ অপগমে ক্ষণমাত্রাৎ কার্য্যকারণকলাপরূপং সর্ব্বমিদং হতবলং বিধ্বস্তং ভবতি বিনষ্টং ভবতি ; সোঽন্যঃ সিদ্ধ আত্মা ॥১০॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা, এই শরীরস্থ দেহী অর্থাৎ দেহাভিমানী আত্মা (জীব) বিস্রংসমান বা ভ্রংশমান হইলে— নিজেই বিস্রংসন শব্দের অর্থ বলিতেছেন—দেহ হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ বহির্গত হইলে প্রাণাদি সমষ্টিময় এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ কিছুই থাকে না। পুরাধিপতির অপগমে যেরূপ পুরবাসিগণ বিধ্বস্ত বা পলায়িত হয়, সেইরূপ যে আত্মার অপগমে কার্য্যকারণাত্মক এই প্রাণাদি সমষ্টি তৎক্ষণাৎ বলহীন—বিধ্বস্ত—বিনষ্ট হইয়া যায় ; সেই আত্মা প্রাণাদি হইতে পৃথক্ ইহা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইল। (*) ॥ ১০॥৪॥

* তাৎপর্য্য—আত্মা যদি দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু না হইত, তাহা হইলে কখনই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে মৃত্যু ঘটিত না। পক্ষান্তরে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎস্বামী আত্মা আছে বলিয়াই সেই আত্মার অপগমে ইন্দ্রিয়াদি চলিয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, চেতন আত্মার অভাবেই যখন এই দেহ ভোগের অযোগ্য—জড়বৎ পড়িয়া থাকে, তখন নিশ্চয়ই এই দেহ সেই চৈতন্যের অধীন ; অধিকন্তু, পুর ও পুরস্বামী যেরূপ পৃথক্, এই দেহ ও দেহস্বামী আত্মাও সেইরূপ পৃথক্ পদার্থ।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥৯১॥৫॥

কশ্চন (কশ্চিদপি) মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা মনুষ্যঃ) প্রাণেন ন জীবতি, অপানেন (বায়ুনা চ) ন [জীবতি]। তু (পুনঃ) ইতরেণ (তদ্বিলক্ষণেন) জীবন্তি (প্রাণান্ ধারয়ন্তি), [ইতরেণ কেন? ইত্যাহ]—যস্মিন্ (পরাত্মনি) এতৌ (প্রাণাপানৌ) উপাশ্রিতৌ (অধীনতয়া বর্ত্তেতে)॥

মরণশীল মনুষ্য প্রাণ বা অপানের দ্বারা জীবিত থাকে না; পরন্তু, এই উভয়ই (প্রাণ ও অপান) যাহাতে আশ্রিত আছে; প্রাণাপান-বিলক্ষণ সেই পরমাত্মার সাহায্যেই জীবিত থাকে ॥ ৯১॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্যান্মতং—প্রাণাপানাদ্যপগমাদেবেদং বিধ্বস্তং ভবতি, ন তু ব্যতিরিক্তাত্মাপগমাৎ, প্রাণাদিভিরেবেহ মর্ত্ত্যো জীবতীতি। নৈতদস্তি,—ন প্রাণেন, ন অপানেন চক্ষুরাদিনা বা মর্ত্ত্যঃ মনুষ্যো দেহবান্ কশ্চন জীবতি। ন কোঽপি জীবতি। ন হ্যেষাং পরার্থানাং সংহত্যকারিত্বাৎ জীবনহেতুত্বম্ উপপদ্যতে। স্বার্থেনাসংহতেন পরেণ কেনচিদপ্রযুক্তং সংহতানামবস্থানং ন দৃষ্টম্; যথা গৃহাদীনাং লোকে, তথা প্রাণাদীনামপি সংহতত্বাদ্ভবিতুমর্হতি। অত ইতরেণতু ইতরেণৈব সংহতপ্রাণাদিবিলক্ষণেন তু সর্ব্বে সংহতাঃ সন্তো জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি। যস্মিন্ সংহত-বিলক্ষণে আত্মনি সতি পরস্মিন্ এতৌ প্রাণাপানৌ চক্ষুরাদিভিঃ সংহতৌ উপাশ্রিতৌ; যস্যাসংহতস্যার্থে প্রাণাপানাদিঃ সর্ব্বং স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে সংহতঃ সন্; স ততোঽন্যঃ সিদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৯১॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণাদি বায়ুর অপগমেই এই দেহ বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাণাদির অতিরিক্ত আত্মার অপগমে বিধ্বস্ত হয় না; কারণ, এ জগতে মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল প্রাণিগণ প্রাণাদি দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। না, এরূপ হইতে পারে না; কারণ, মর্ত্ত্য—মনুষ্য অর্থাৎ দেহধারী কেহই প্রাণের দ্বারা কিংবা

অপানের দ্বারা অথবা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা জীবন ধারণ করে না। কেন না, ইহারা সকলেই সংহত্যকারী অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে কার্য্য-সম্পাদক; সুতরাং পরার্থ (অপরের প্রয়োজন সাধনার্থ উৎপন্ন); পরার্থ বলিয়া ইহারা জীবনধারণের কারণ হইতে পারে না। জগতে স্বার্থ বা পরোদ্দেশ্যশূন্য—অসংহত অপর কাহারও দ্বারা পরিচালিত না হইয়া যেমন গৃহাদি কোন সংহত (সাবয়ব) বস্তুকেই অবস্থান করিতে দেখা যায় না; প্রাণাদি করণ নিচয়ও যখন সংহত, তখন তাহাদের সম্বন্ধেও তেমনি ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অতএব নিশ্চয়ই প্রাণ প্রভৃতি সংহত পদার্থ হইতে বিভিন্নরূপ (অসংহত) অপরের দ্বারা সমস্ত বস্তু সংহত (সম্মিলিত বা সাবয়ব) হইয়া জীবিত থাকে। সংহতবিলক্ষণ যে—পরমাত্মা বিদ্যমান থাকিলে এই প্রাণ ও অপান চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংহতভাবে বর্ত্তমান থাকে। [অভিপ্রায় এই যে,] প্রাণ ও অপানাদি করণনিচয় সংহত হইয়া যেই অসংহত আত্মার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কার্য্য করতঃ অবস্থান করে, সেই অসংহত পদার্থটি যে প্রাণাদি হইতে পৃথক্, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইল * ॥ ৯১ ॥ ৫ ॥

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৯২॥৬॥

["যেয়ং প্রেতে" ইত্যাদিনা নচিকেতসা যঃ পরলোকাস্তিত্বে সন্দেহঃ কৃতঃ,

* তাৎপর্য্য—সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল পদার্থ সংহত অর্থাৎ অবয়ব রাশির পরস্পর সম্মিশ্রণে সমুৎপন্ন এবং সম্মিলিতভাবে কার্য্যকারী হইয়া থাকে; সেই সমস্ত পদার্থই পরার্থ; অর্থাৎ অপর কোন পদার্থের প্রয়োজন সাধনই সে সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজের কোনও প্রয়োজন থাকে না। গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত। সাংখ্যদর্শনেও এই নিয়মটি সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। সেই সূত্রটি এই—"সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য ॥" (সাংখ্য দর্শন, ১।৬৬ সূত্র) ইহার অর্থ এই যে, যে হেতু পরিদৃশ্যমান গৃহ, শয্যাদি সংহত পদার্থ মাত্রই পরার্থ—অপর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সাধনার্থ সৃষ্ট হয়; অতএব, ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত এই সংহত দেহও পরার্থ—অর্থাৎ অপর কোনও অসংহত পদার্থের প্রয়োজন সাধনার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই অপর পদার্থটিই পুরুষ—আত্মা। সেই আত্মাকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থত্ব হইতে পারে; আবার সেই পদার্থটিকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থত্ব হইতে পারে; এইরূপ অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে। এই কারণে প্রথমেই আত্মাকে অসংহত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ইদানীং তন্নিবৃত্ত্যর্থং বিশিষ্যাহ]—হন্ত ত ইতি। হে গৌতম, হন্ত ইদানীম্ তে (তুভ্যং) ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামি। [যদবিজ্ঞানাৎ] আত্মা মরণং প্রাপ্য চ যথা ভবতি ; [তচ্চ তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি] ॥

হে গৌতম! [তোমার সংশয় নিবৃত্তির জন্য] এই গুহ্য (গোপনীয়) সনাতন (নিত্য) ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে বলিতেছি। এবং আত্মা (জীব) [ব্রহ্মকে না জানিয়া] মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যেরূপে সংসার লাভ করে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি ॥ ৯২॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

হন্ত ইদানীং পুনরপি তে তুভ্যমিদং গুহ্যং গোপ্যং ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনং প্রবক্ষ্যামি। যদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বসংসারোপরমো ভবতি, অবিজ্ঞানাচ্চ যস্য মরণং প্রাপ্য যথা চাত্মা ভবতি—যথা সংসরতি, তথা শৃণু, হে গৌতম ॥৯২॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

'হন্ত' কথাটি আহ্লাদসূচক ; হে গৌতম! (নচিকেতঃ!) এখন পুনশ্চ তোমার উদ্দেশে এই গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় (যে-সে লোকের নিকট অপ্রকাশ্য), সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন বা চিরস্থির ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব ; যাঁহার (ব্রহ্মের) জ্ঞানে সংসারের উপরম বা নিবৃত্তি (মুক্তি) হয়, আর যাঁহার অবিজ্ঞানে অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে না জানার ফলে, আত্মা (দেহী) মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যে প্রকার হয়, অর্থাৎ যে প্রকারে সংসার লাভ করে ; তাহা শ্রবণ কর ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

[পূর্ব্বোক্তং "যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি" ইতি বিবৃণ্বন্ আহ]—যোনিমিতি। অন্যে (কেচন) দেহিনো (দেহধারণযোগ্যাঃ জীবাঃ) যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং (স্বস্বকর্ম্ম-বিদ্যানুসারেণ) শরীরত্বায় শরীরগ্রহণার্থং যোনিং প্রপদ্যন্তে জরায়ুজা ভবন্তি। অন্যে (দেহিনঃ) [যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং] স্থাণুং (স্থাবরদেহং) সংযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥

নিজ নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন কোন দেহী শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (শুক্র-শোণিত-সংযোগে উৎপন্ন হয়)। অপর কোন কোন দেহী স্থাণু অর্থাৎ বৃক্ষ-পাষাণাদি স্থাবর দেহ লাভ করে ॥৯৩॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোনিং যোনিদ্বারং শুক্র-বীজসমন্বিতাঃ সন্তোঽন্যে কেচিদবিদ্যাবন্তো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে, শরীরত্বায় শরীরগ্রহণার্থং দেহিনো দেহবন্তঃ, যোনিং প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। স্থাণুং বৃক্ষাদিস্থাবরভাবম্, অন্যে অত্যন্তাধমা মরণং প্রাপ্য অনুসংযন্তি অনুগচ্ছন্তি। যথাকর্ম্ম—যদ্ যস্য কর্ম্ম—তদ্ যথাকর্ম্ম, যৈর্যাদৃশং কর্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং, তদ্বশেন ইত্যেতৎ। তথা যথাশ্রুতং—যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং, তদনুরূপমেব শরীরং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ; "যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥৯৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

কতকগুলি অবিদ্যাশালী, দেহী—দেহধারী মূঢ় ব্যক্তি শরীর গ্রহণের নিমিত্ত শুক্র-বীজ সমন্বিত হইয়া যোনি-দ্বার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে; অপর অতিশয় অধম ব্যক্তিরা মরণ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্থাণু অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়। [বুঝিতে হইবে] যাহার যেরূপ কর্ম্ম, অর্থাৎ ইহ জন্মে যাহারা যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তদনুসারে—এবং যাহারা যেরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে, তদনুসারে শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে,—'[যাহার] যেরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সঞ্চিত আছে; [তাহার] তদনুসারেই জন্ম হইয়া থাকে' * ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

* তাৎপর্য্য—এই শ্লোকেই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর প্রদত্ত হইল,—ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত, দেহী মৃত্যুর পর পুনশ্চ দেহান্তর লাভ করে; তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের তারতম্যানুসারে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিভিন্ন প্রকার শরীরপ্রাপ্তি হয়; জীব স্বোপার্জ্জিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের সূক্ষ্ম সংস্কার অনুসারে ভোগোপযোগী দেহে প্রবেশ করে, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কারানুযায়ী প্রবৃত্তির পরবশ হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাবী মঙ্গলের জন্য শুভ কর্ম্ম ও সদ্বিদ্যার অনুশীলন করা আবশ্যক। শ্রুতির এই সংক্ষিপ্ত কথাই মনুসংহিতায় সুস্পষ্টভাবে অভিহিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্।" ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

[পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্মস্বরূপমাহ]—য এষ ইতি। য এষ পুরুষঃ সুপ্তেষু (প্রাণাদিষু নির্ব্যাপারেষু সৎসু) কামং (কাম্যমানং ভোগ্যবিষয়ং) কামং (স্বেচ্ছানুসারেণ) নির্ম্মিমাণঃ (সম্পাদয়ন্ সন্) জাগর্ত্তি, (অনুপহতস্বভাব এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ)। তৎ (স পুরুষঃ) [তদেবেতি বিধেয়াপেক্ষয়া নপুংসকত্বম্], এব শুক্রং (শুদ্ধম্ উজ্জ্বলং), তৎ [এব] ব্রহ্ম, তৎ এব অমৃতম্ (অনশ্বরম্) উচ্যতে। প্রাজ্ঞৈরিতি শেষঃ।।

[তস্যৈব মহিমান্তরমাহ]—সর্ব্বে লোকাঃ (পৃথিব্যাদয়ঃ) তস্মিন্ (পরম কারণে ব্রহ্মণি) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ)। কশ্চন উ (কশ্চিদপি) তৎ (ব্রহ্ম) ন অত্যেতি (অতিক্রম্য ন বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ)। এতৎ বৈ (এতদেব) তৎ, [যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্ আত্মতত্ত্বম্]॥

এখন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মস্বরূপ অভিহিত হইতেছে—প্রাণাদি করণবর্গ সুপ্ত অর্থাৎ নির্ব্যাপার হইলে পর এই যে পুরুষ (আত্মা) ইচ্ছামত বা প্রচুরপরিমাণে কাম্য (অভীষ্ট ভোগ্য) বিষয়সমূহ নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন, অর্থাৎ স্বীয় স্বপ্রকাশভাব পরিত্যাগ করেন না; তিনিই শুদ্ধ (প্রকাশময়), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী বলিয়া কথিত হন। পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই তাঁহাতে আশ্রিত; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৯৪॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামীতি, তদাহ—য এষ সুপ্তেষু প্রাণাদিষু জাগর্ত্তি—ন স্বপিতি। কথম্?—কামং কামং তং তমভিপ্রেতং স্ত্র্যাদ্যর্থম্ অবিদ্যয়া নির্ম্মিমাণো নিষ্পাদয়ন্ জাগর্ত্তি পুরুষো যঃ, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং, তদ্ ব্রহ্ম, নান্যদ্‌গুহ্যং ব্রহ্মাস্তি। তদেব অমৃতম্ অবিনাশি উচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু। কিং চ, পৃথিব্যাদয়ো লোকাস্তস্মিন্নেব সর্ব্বে ব্রহ্মণি শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সর্ব্বলোককারণত্বাৎ তস্য। তদু নাত্যেতি কশ্চনেত্যাদি পূর্ব্ববদেব ॥ ৯৪ ॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

ইতঃপূর্ব্বে 'গুহ্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিব' বলিয়া যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে; তাহা বলিতেছেন,—

এই যে পুরুষ প্রাণ প্রভৃতি সুপ্ত হইলেও জাগ্রৎ থাকেন—সুপ্ত হন না। কি প্রকারে [জাগ্রৎ থাকেন] ? কাম্যমান স্ত্রী প্রভৃতি তত্তৎ ভোগ্য পদার্থ অবিদ্যা-বলে নির্ম্মাণ করতঃ—সম্পাদন করতঃ যে পুরুষ জাগ্রৎ থাকেন, * তিনিই শুক্র—শুভ্র বা নির্দ্দোষ, তিনিই ব্রহ্ম; তদতিরিক্ত আর কোনও গুহ্য ব্রহ্ম নাই; এবং সমস্ত শাস্ত্রে তিনিই অমৃত অর্থাৎ বিনাশ রহিত বলিয়া কথিত হন। আরও এক কথা,—পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত আছে, কারণ তিনিই সমস্ত লোকের কারণ, [কার্য্য মাত্রই কারণে আশ্রিত থাকে]। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেরই মত ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
　রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
　রূপংরূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯৫ ॥ ৯ ॥

ইদানীং দেহভেদেঽপি আত্মন একত্বং প্রতিপাদয়িতুং সদৃষ্টান্তমাহ—অগ্নিরি-

* তাৎপর্য্য—স্বপ্নাবস্থায় যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য্য হইতে বিরত হয়, নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তখনও আত্মা জাগরিত থাকে; স্বপ্রকাশরূপে তাৎকালিক বিষয়রাশি প্রকাশ করিতে থাকে। অধিকন্তু, আত্মাই স্বীয় অজ্ঞান বা অবিদ্যার সাহায্যে তৎকালে স্বপ্নদৃশ্য বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া নিজেই সে সমস্ত প্রকাশিত করিয়া ভোগ করে। "নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।" [ব্রহ্ম সূত্র ৩।১।১] এই সূত্রে আত্মাকেই স্বপ্নদৃশ্য পুত্রাদি পদার্থের নির্ম্মাতা বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "ন তত্র রথা রথযোগাঃ পন্থানঃ, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে।" অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে যে রথ, রথবাহক অশ্ব ও তদুপযোগী পথ দৃষ্ট হয়; তৎসমুদয় প্রকৃতপক্ষে তৎকালে বিদ্যমান না থাকিলেও আত্মাই স্বগত অজ্ঞান দ্বারা ঐ সকল রথাদি দৃশ্য পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।' এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই স্বপ্নদৃশ্য বস্তুনিচয়কে আত্ম-নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ম্]। যথা এক [এব] অগ্নিঃ ভুবনং (ইমং লোকং) প্রবিষ্টঃ (সন্) রূপং রূপং প্রতি (কাষ্ঠাদি-দাহ্যভেদানুসারেণ) প্রতিরূপঃ (তত্তদুপাধি-সদৃশপ্রকাশঃ) বভূব। তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাং অভ্যন্তরস্থ আত্মা) একঃ [এব সন্] রূপং রূপং (প্রতিদেহং) প্রতিরূপঃ (তত্তদ্-দেহো-পাধ্যনুরূপঃ) [ভবন্ অপি] বহিঃ চ (সর্ব্বভূতেভ্যঃ পৃথক্ এব, স্বয়মবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ)। যদ্বা, তথা এক [এব] আত্মা সর্ব্বভূতানাং অন্তঃ (অভ্যন্তরে) বহিশ্চ (বহিরপি) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ ভবতীত্যর্থঃ॥

দেহভেদেও যে, আত্মার ভেদ হয় না, পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহাই কথিত হইতেছে,—একই অগ্নি যেরূপ জগতে প্রবেশপূর্ব্বক বিভিন্ন দাহ্য পদার্থানুসারে তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সেইরূপ সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুসারে সেই সকল উপাধির অনুরূপ হইয়াও বহিঃ অর্থাৎ সমস্ত উপাধি হইতে পৃথক্—অবিকৃতভাবেই থাকেন। অথবা একই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন উপাধির অনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হন॥ ৯৫ ॥ ৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অনেক-কুতার্কিক-পাষণ্ড-কুবুদ্ধি-বিচালিতান্তঃকরণানাং প্রমাণোপপন্নমপি আত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্ অসকৃৎ উচ্যমানমপি অনৃজুবুদ্ধীনাং ব্রাহ্মণানাং চেতসি নাধীয়তে, ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী পুনঃ পুনরাহ শ্রুতিঃ—অগ্নির্যথা এক এব প্রকাশাত্মা সন্ ভুবনং—ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্—অয়ং লোকঃ, তমিমং প্রবিষ্টোঽনু-প্রবিষ্টঃ, রূপং রূপং প্রতি—দার্ব্বাদিদাহ্যভেদং প্রতীত্যর্থঃ, প্রতিরূপস্তত্র তত্র প্রতিরূপবান্—দাহ্যভেদেন বহুবিধো বভূব। এক এব তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং সর্ব্বেষাং ভূতানামভ্যন্তর আত্মা অতিসূক্ষ্মত্বাৎ দার্ব্বাদিম্বিব সর্ব্বদেহং প্রতি প্রবিষ্টত্বাৎ প্রতিরূপো বভূব, বহিশ্চ স্বেনাবিকৃতেন রূপেণ অকাশবৎ॥ ৯৫ ॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

বহুতর কুতার্কিক ও পাষণ্ডগণের অসদ্বুদ্ধি দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ বিচালিত বা বিকৃত হইয়াছে; সেই সকল কুটিলমতি ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ে এই আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান প্রমাণ সমর্থিত হইলেও এবং পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট

হইলেও স্থান পায় না; এই কারণে শ্রুতি সেই আত্মৈকত্ব প্রতিপাদনে আগ্রহান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ [তাহাই] প্রতিপাদন করিতেছেন *—একই অগ্নি যেরূপ প্রকাশস্বভাব হইলেও ভুবনে অর্থাৎ সমস্ত ভূত যেখানে উৎপন্ন হয়, সেই 'ভুবন' পদবাচ্য এই লোকে (জগতে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক রূপ অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যেক দাহ্য ভেদানুসারে প্রতিরূপ হয়; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দাহ্য পদার্থানুসারে বহুবিধ হইয়াছে (হইয়া থাকে)। সেইরূপ কাষ্ঠাদির মধ্যগত অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে স্থিত—অন্তরাত্মা এক হইয়াও অতি সূক্ষ্মতাহেতু সর্ব্ব দেহে প্রবেশ বশতঃ [সেই সকলের] প্রতিরূপ (সদৃশ) হইয়াছে; তথাপি [তিনি] বহিঃ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার ॥ ৯৫ ॥ ৯ ॥

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

[পুনরপ্যাহ]—এক [এব] বায়ুঃ যথা ভুবনং প্রবিষ্টঃ সন্ রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব; তথা একএব সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং (প্রতিদেহং) প্রতিরূপঃ [ভবন্ অপি] বহিঃ চ [স্বরূপেণ অবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ]॥

---

* তাৎপর্য্য—এস্থলে 'কুতার্কিক' শব্দে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনের রচয়িতাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদী; তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, একের জন্মে যখন অপরের জন্ম হয় না,—একের মরণে যখন অপরের মরণ হয় না,—একের ব্যাপারে যখন অপরের কার্য্যসিদ্ধি হয় না,—একের চেষ্টায় যখন অপর কাহারো চেষ্টা হয় না,—ইত্যাদি কারণে এবং আরও বহুকারণে বলিতে হয় যে, আত্মা এক নহে—দেহভেদে ভিন্ন; যত দেহ, তত আত্মা, সকলেই পরস্পর-নিরপেক্ষ ও নিত্যসিদ্ধ। এই কারণেই জন্মমরণাদি কার্য্যগুলির অব্যবস্থা হয় না। জনসাধারণ পাছে সেই সকল কুতার্কিকগণের অসদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আত্মার নানাত্বসিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাবান্ এবং আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানে উপেক্ষা বা অনাদর প্রকাশ করে; এই আশঙ্কায় শ্রুতি নিজেই পুনঃ পুনঃ আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছেন। আত্মার উপাধিভূত দেহ অনেক হইলেও আত্মা যে অনেক নহে—সর্ব্বদেহে এক, ইহাই পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যে পরিস্ফুট হইবে ॥

একই বায়ু যেরূপ জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইরূপ সর্ব্বভুতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন; তথাপি তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃতই আছেন॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তথা অন্যো দৃষ্টান্তঃ—বায়ুর্যথৈক ইত্যাদি। প্রাণাত্মনা দেহেষু অনুপ্রবিষ্টঃ। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূবেতি সমানম্ ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেইরূপ অপর একটি দৃষ্টান্ত এই যে,—'বায়ু যেমন এক হইয়াও' ইত্যাদি। [একই বায়ু] প্রাণরূপে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়াছেন। অপর সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

[ক্লিশ্যমানজগদন্তঃপ্রবিষ্টস্য আত্মনোঽপি তদ্বদেব ক্লেশঃ স্যাৎ, ইতি শঙ্কাং পরিহরন্ সদৃষ্টান্তমাহ] সূর্য্যো যথেতি। যথা সূর্য্যঃ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ (চক্ষুর্নিয়ন্তৃতয়া চক্ষুরন্তস্থঃ সন্নপি) চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ (চক্ষুঃসম্বন্ধিভিঃ বাহ্যৈঃ দোষৈঃ) ন লিপ্যতে। তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একঃ [সন্ অপি] লোক-দুঃখেন ন লিপ্যতে (ন সংস্পৃশ্যতে)। [যতঃ] বাহ্যঃ (অসঙ্গ-স্বভাবঃ)॥

যেমন একই সূর্য্য সর্ব্বলোকের চক্ষু অর্থাৎ নিয়ন্তৃরূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ হইয়াও চক্ষুঃসম্বন্ধী বাহ্যপদার্থগত দোষে লিপ্ত হন না; তেমনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোকদুঃখে লিপ্ত বা সম্বদ্ধ হন না; [কারণ, তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা হইয়াও] বাহ্য অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গ ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

একস্য সর্ব্বাত্মত্বে সংসারদুঃখিত্বং পরস্যৈব স্যাৎ, ইতি প্রাপ্তং; অত ইদমুচ্যতে,

—সূর্য্যো যথা চক্ষুষ আলোকেন উপকারং কুর্ব্বন্ মূত্রপুরীষাদ্যশুচিপ্রকাশনেন তদ্দর্শিনঃ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুরপি সন্ ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈঃ অশুচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈঃ আধ্যাত্মিকৈঃ পাপ-দোষৈঃ, বাহ্যৈশ্চ অশুচ্যাদিসংসর্গদোষৈঃ। একঃ সন্ তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ। লোকো হ্যবিদ্যয়া স্বাত্মনি অধ্যস্তয়া কামকর্ম্মোদ্ভবং দুঃখমনুভবতি, ন তু সা পরমার্থতঃ স্বাত্মনি। যথা রজ্জু-শুক্তিকোষরগগনেষু সর্প-রজতোদক-মলানি ন রজ্জ্বাদীনাং স্বতো দোষরূপাণি সন্তি, সংসর্গিণি বিপরীতবুদ্ধ্যধ্যাসনিমিত্তাত্তু তদ্দোষবদ্ বিভাব্যন্তে। ন তদ্দোষৈস্তেষাং লেপঃ. বিপরীতবুদ্ধ্যধ্যাসবাহ্যা হি তে। তথা আত্মনি সর্ব্বো লোকঃ ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মকং বিজ্ঞানং সর্পাদিস্থানীয়ং বিপরীতমধ্যস্য তন্নিমিত্তং জন্ম-জরা-মরণাদি-দুঃখমনুভবতি, নত্বাত্মা সর্ব্বলোকাত্মাপি সন্ বিপরীতাধ্যারোপনিমিত্তেন লিপ্যতে লোকদুঃখেন। কুতঃ?—বাহ্যো রজ্জ্বাদিবদেব বিপরীতবুদ্ধ্যধ্যাসবাহ্যো হি সঃ॥১৭॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।

এক পরমাত্মাই সর্ব্বাত্মক হইলে সংসার-দুঃখও তাঁহারই হইতে পারে? এই শঙ্কায় কথিত হইতেছে,—আলোক দ্বারা চক্ষুর উপকার-কারক সূর্য্য যেরূপ মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুর প্রকাশন দ্বারা সেই সকল অপবিত্রদর্শী লোকের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াও চাক্ষুষ পাপদোষে এবং বাহ্যদোষে লিপ্ত হন না। অপবিত্র বস্তু দর্শনে মনের মধ্যে যে পাপোদয় হয়, তাহাই এখানে আধ্যাত্মিক 'চাক্ষুষ' দোষ; আর অপবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ জনিত যে দোষ হয়, তাহাই এখানে 'বাহ্যদোষ' নামে অভিহিত হইয়াছে। সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোক-দুঃখে লিপ্ত হন না; কারণ, তিনি বাহ্য (ভ্রমের অতীত)। [সাধারণতঃ] সমস্ত লোকই আপনাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত অবিদ্যা বশতই কামনা ও তদনুযায়ী ক্রিয়া-সমুৎপন্ন দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আত্মাতে সেই অবিদ্যা নাই; স্বভাবতঃই রজ্জু প্রভৃতির দোষরূপী অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতির ভ্রান্তি বা অজ্ঞান-কল্পিত সর্প, রজত, জল ও মালিন্য (নীল আভা) পথ যেরূপ [যথাক্রমে] রজ্জু, শুক্তিকা (ঝিনুক),

উষরভূমি ও আকাশে [দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ] থাকে না; কেবল বিপরীত বুদ্ধির অধ্যাস বা আরোপ বশতই সেগুলি ঐসকল বস্তুর ন্যায় প্রকাশ পায় মাত্র। কিন্তু সেই সমস্ত আরোপিত বস্তুর দোষে সেই রজ্জু প্রভৃতি পদার্থের কিছুমাত্র লেপ বা সংস্পর্শ হয় না; কারণ, সেই সকল পদার্থ বিপরীত বুদ্ধি বা ভ্রান্তি-অধ্যাসের অতীত। সেইরূপ সমস্ত লোকে আত্মাতেও সর্পাদির ন্যায় ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফলাত্মক বিপরীত বিজ্ঞানের অধ্যাস করিয়া সেই অধ্যাস-জনিত জন্ম-মরণাদি দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মা সর্ব্ব লোকের আত্মস্বরূপ হইয়াও বিপরীত বুদ্ধির (আমি, স্থূল, কৃশ, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞানের) অধ্যাস বশতঃ লোক-দুঃখে অর্থাৎ সাধারণ লোকের অনুভূত দুঃখে লিপ্ত হয় না; কারণ, সেই আত্মা বাহ্য, অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিরই ন্যায় বিপরীত বুদ্ধ্যাত্মক (ভ্রান্তিময়) অধ্যাসের অতীত॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

[তস্যৈব মহিমান্তর-প্রদর্শন-পূর্ব্বকমুপাসনফলমাহ]—বশী এক ইতি। (সর্ব্বনিয়ন্তা) যঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একঃ (এক এব সন্) একং [এব] রূপং (অদ্বিতীয়মাত্মানমেব) বহুধা (দেব-তির্য্যঙ্-মনুষ্যাদি-ভেদেন অনেকপ্রকারং) করোতি। আত্মস্থং (স্বহৃদয়ে প্রকাশমানং) তম্ (আত্মানং) যে ধীরাঃ (বিবেক-শালিনঃ) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ অনুভবন্তি)। তেষাং [এব] শাশ্বতং (নিত্যং) সুখং [ভবতি], ইতরেষাং (অনাত্মদর্শিনাং) ন [অবিদ্যাবৃত-চিত্তত্বাদিতি ভাবঃ] ॥

[তাঁহারই অপর মহিমা কথনপূর্ব্বক উপাসনাফল বলিতেছেন],—বশী (সর্ব্ব-নিয়ন্তা) ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ যিনি এক হইয়াও স্বীয় একটি রূপকে (আপনাকে) দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদিভেদে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন। নিজ

নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল ধীরগণ (বিবেকিগণ) সাক্ষাৎ অনুভব করেন ; তাঁহাদেরই নিত্য সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, স হি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ একঃ, ন তৎসমোঽভ্যধিকো বা অন্যোঽস্তি। বশী সর্ব্বং হ্যস্য জগদ্ বশে বর্ত্ততে। কুতঃ ?—সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। যত একমেব সদৈকরসমাত্মানং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনরূপং নামরূপাদ্যশুদ্ধোপাধিভেদবশেন বহুধা অনেকপ্রকারেণ যঃ করোতি, স্বাত্মসত্তামাত্রেণ অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। তম্ আত্মস্থং স্বশরীর-হৃদয়াকাশে বুদ্ধৌ চৈতন্যাকারেণ অভিব্যক্তমিত্যেতৎ। ন হি শরীরস্য আধারত্বমাত্মনঃ ; আকাশবদমূর্ত্তত্বাৎ ; আদর্শস্থং মুখমিতি যদ্বৎ। তমেতমীশ্বরম্ আত্মানং যে নিবৃত্তবাহ্যবৃত্তয়ঃ অনুপশ্যন্তি আচার্য্যাগমোপদেশম্ অনু সাক্ষাদনুভবন্তি ধীরাঃ বিবেকিনঃ। তেষাং পরমেশ্বরভূতানাং শাশ্বতং নিত্যং সুখম্ আত্মানন্দ-লক্ষণং ভবতি, নেতরেষাং বাহ্যাসক্তবুদ্ধীনাম্ অবিবেকিনাং স্বাত্মভূতমপি অবিদ্যা-ব্যবধানাৎ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—সেই পরমেশ্বরই সর্ব্বগত ও স্বতন্ত্র (স্বাধীন) এবং তাঁহার সমান বা অধিক আর কেহই নাই। [তিনি] বশী, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া আছে ; কারণ—তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ; যে হেতু যিনি এক হইয়াও একরস (একই-প্রকার) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) অশুদ্ধ (সদোষ) নাম-রূপাদি উপাধিভেদ অনুসারে বহুধা অর্থাৎ অনেক প্রকার করিয়া থাকেন ; কারণ, তিনি স্বরূপতই অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন। আত্মস্থ অর্থাৎ স্বশরীরস্থিত হৃদয়াকাশে—বুদ্ধিতে চৈতন্যরূপে প্রকাশমান ; আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত (পরিচ্ছেদশূন্য) আত্মার পক্ষে এই শরীর কখনই আধার বা আশ্রয় হইতে পারে না ; [এই কারণেই 'আত্মস্থ' শব্দের ঐরূপ অর্থ করা হইল], আদর্শে প্রতিবিম্বিত মুখকে যেমন আদর্শস্থ বলা হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত সেই ঈশ্বর-রূপী আত্মাকে যে সকল বাহ্যবিষয়াসক্তি-রহিত, ধীর অর্থাৎ বিবেক-

শালী লোক আচার্য্য ও আগমোপদেশানুসারে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাঁহারা পরমেশ্বর ভাব-প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বর-ভাবাপন্ন সেই সকল ধীর ব্যক্তিরই শাশ্বত নিত্য আত্মানন্দস্বরূপ সুখ লাভ হয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন যাহারা বাহ্যবিষয়ে আসক্তচিত্ত—অবিবেকী, স্বস্বরূপ হইলেও অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকায় তাহাদের পক্ষে উক্ত সুখ প্রকাশ পায় না॥ ৯৮॥ ১২॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা- *
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥৯৯॥১৩॥

[অপিচ],—অনিত্যানাং (বিনাশশীলানাং) নিত্যঃ (অবিনাশী কারণশক্তি-রূপঃ), চেতনানাং (বুদ্ধিমতাং—ব্রহ্মাদীনামপি) চেতনঃ (বোধসম্পাদকঃ), যঃ একঃ [সন্] বহূনাং (সংসারিণাং) কামান্ (অভিলষিতার্থান্—কর্ম্মফলানি) বিদধাতি (প্রদদাতি)। আত্মস্থং (বুদ্ধিস্থং) তং (আত্মানং) যে ধীরাঃ অনুপশ্যন্তি; তেষাং [এব] শাশ্বতী (নিত্যা) শান্তিঃ [ভবতি], ইতরেষাং ন॥

[আরও এক কথা],—সমস্ত অনিত্য পদার্থের নিত্য (অবিনাশী কারণস্বরূপ), এবং ব্রহ্মাদি সমস্ত চেতনের চৈতন্যপ্রদ যিনি এক হইয়াও বহুর—(সংসারীর) কাম অর্থাৎ কর্ম্মফল প্রদান করেন, আত্মস্থ সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি সাক্ষাৎ দর্শন করেন; তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি লাভ হয়, অপর সকলের হয় না॥ ৯৯॥ ১৩॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, নিত্যঃ অবিনাশী, অনিত্যানাং বিনাশিনাম্। চেতনঃ চেতনানাং চেতয়িতৃণাং ব্রহ্মাদীনাং প্রাণিনাম্। অগ্নিনিমিত্তমিব দাহকত্বম্ অনগ্নীনাম্ উদকাদীনাম্, আত্মচৈতন্যনিমিত্তমেব চেতয়িতৃত্বমন্যেষাম্।

কিঞ্চ, স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ কামিনাং সংসারিণাং কর্ম্মানুরূপং কামান্ কর্ম্মফলানি

* নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্, ইতি বা পাঠঃ।

স্বানুগ্রহনিমিত্তাংশ্চ কামান্ য একো বহূনাম্ অনেকেষাম্ অনায়াসেন বিদধাতি প্রযচ্ছতীত্যেতৎ। তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ, তেষাং শান্তিঃ উপরতিঃ শাশ্বতী নিত্যা স্বাত্মভূতৈব স্যাৎ, ন ইতরেষাম্ অনেবংবিধানাম্ ॥৯৯॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা,—অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল পদার্থ-নিচয়ের নিত্য—অবিনাশী শক্তি-স্বরূপ * এবং চেতন অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মা প্রভৃতিরও চেতন অর্থাৎ বোধ-সম্পাদক,—অর্থাৎ অগ্নিসম্পর্ক বশতঃ জলাদি পদার্থের যেমন দাহকতা উৎপন্ন হয়, তেমনি অপর সমস্ত প্রাণীর চেতয়িতৃত্ব বা চৈতন্যও আত্মচৈতন্য-সম্পর্কাধীন।

আরও এক কথা, সকলের ঈশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ যিনি এক হইয়াও কামনাশালী সংসারিগণের কর্ম্মানুরূপ কর্ম্মফল এবং স্বীয় অনুগ্রহ প্রদত্ত ও বহু কাম্য বিষয় অনায়াসে বিধান করেন—প্রদান করেন। আত্মস্থ (বুদ্ধিতে প্রকাশমান) সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি সাক্ষাৎ দর্শন করেন ; তাঁহাদেরই নিত্য স্বাত্মস্বরূপ শান্তি অর্থাৎ উপশম হইয়া থাকে, কিন্তু অপর সকলের—যাহারা উক্তপ্রকার নহে, তাহাদিগের হয় না ॥ ৯৯ ॥ ১৩ ॥

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্‌বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥১০০॥১৪॥

[যৎ পূর্ব্বোক্তং] অনির্দ্দেশ্যং (ইয়ত্তয়া নির্দ্দেষ্টুমশক্যং) পরমং সুখং (আত্মানন্দলক্ষণং) 'তৎ এতৎ' (প্রত্যক্ষযোগ্যং) ইতি মন্যন্তে। নু (বিতর্কে)

* তাৎপর্য্য—'বিধাতা পূর্ব্বকালের অনুরূপ সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি এবং জগদ্‌বৈচিত্র্যদর্শনেও বুঝা যায় যে, প্রলয়ান্তে পূর্ব্বকল্পানুরূপ বস্তুনিচয়ই সৃষ্ট হয় ; কিন্তু প্রলয় কালে বিলীয়মান বস্তুনিচয় যদি একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইত, কিছুমাত্রও না থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ অনুরূপ সৃষ্টি কখনই হইতে পারিত না ; এই কারণে প্রলয় কালে বিনষ্ট বস্তুনিচয়েরও সূক্ষ্ম শক্তি অবশিষ্ট থাকে বিনষ্ট হয় না ; সেই কারণ-শক্তি অনুসারেই প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার জগৎ-রচনা হইয়া থাকে। এখানে বিনাশশীল পদার্থ সমূহের সেই কারণ-শক্তিকেই 'নিত্য' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

কথং (কেন প্রকারেণ) তৎ (পরমং সুখং) বিজানীয়াং (আত্মবুদ্ধিগম্যং কুর্য্যাং ?) [তৎ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ আত্মসুখং] ভাতি কিমু ? (প্রকাশতে কিং ?) [যতঃ তৎ] বিভাতি বা ? 'অস্মৎ'-প্রতীতি বিষয়তয়া বিস্পষ্টং দৃশ্যতে বা নবা ? 'অহং'-প্রতীতি-বিষয়তয়া কথঞ্চিৎ প্রতীয়মানত্বেন তদ্‌বিজ্ঞানে সমাশ্বাসো জায়তে ইতি ভাবঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনির্দ্দেশ্য (বিশেষরূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য) যে পরম সুখকে (আত্মানন্দকে) [যতিগণ] 'তদেতৎ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়া মনে করেন; তাহা কি প্রকারে অনুভব করিব ? উহা প্রকাশ পায় কি ? যে হেতু 'আমি' এই আত্মবুদ্ধির বিষয়রূপে উহা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায় কি না পায় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যত্তদাত্মবিজ্ঞানসুখম্ অনির্দ্দেশ্যং নির্দ্দেষ্টুমশক্যং পরমং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতপুরুষ-বাঙ্মনসয়োঃ অগোচরমপি সৎ নিবৃত্তৈষণা যে ব্রাহ্মণাঃ, তে তদেতৎ প্রত্যক্ষমেবেতি মন্যন্তে। কথং নু কেন প্রকারেণ তৎ সুখমহং বিজানীয়াম্—ইদমিত্যাত্মবুদ্ধিবিষয়ম্ আপাদয়েয়ম্, যথা নিবৃত্তবিষয়ৈষণা যতয়ঃ। কিমু তদ্ভাতি দীপ্যতে প্রকাশাত্মকং তৎ ? যতোঽস্মদ্‌বুদ্ধিগোচরত্বেন বিভাতি বিস্পষ্টং দৃশ্যতে কিংবা নেতি ॥১০০॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই যে আত্মানুভূতিরূপ সুখ, উহা অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ নির্দ্দেশের (বিশেষরূপে জ্ঞাপনের) অযোগ্য, এবং পরম বা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অসংস্কৃত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষগণের বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও যাঁহারা বীতস্পৃহ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ), তাঁহারা উহাকে "তৎ এতৎ" অর্থাৎ 'ইহা সেই সুখ' এইরূপে প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়াই মনে করেন। আমি কি প্রকারে সেই সুখ বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি, অর্থাৎ সেই বীতস্পৃহ যতিগণের ন্যায় 'ইহা' এইরূপে স্ববুদ্ধির বিষয় করিতে পারি ? সেই প্রকাশস্বভাব সুখ কি প্রকাশিত হয় ? যে হেতু, 'আমি' এইরূপে 'অস্মৎ'-বুদ্ধির বিষয় হইয়া উহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় অর্থাৎ অনুভূত হয় কি না হয় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১০১॥১৫॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী ॥২॥২॥

[প্রাগুক্তপ্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুং তস্য অ-পরপ্রকাশ্যত্বমাহ—ন তত্রেতি। তত্র (তস্মিন্ স্বপ্রকাশানন্দ-স্বরূপে আত্মনি) সূর্য্যঃ ন ভাতি (ন তং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ)। চন্দ্রতারকং (চন্দ্রঃ তারকাসঙ্ঘশ্চ) ন [ভাতি]। ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) বিদ্যুতঃ ন ভান্তি ; অয়ং অগ্নিঃ কুতঃ (কারণবিশেষাৎ) [ভায়াৎ ?]। [কিং বহুনা—] ভান্তং (প্রকাশমানং) তম্ (আত্মানম্) এব অনু (অনুসৃত্য) সর্ব্বং (সূর্য্যাদিকং জ্যোতিঃ) ভাতি (প্রকাশং লভতে) ; ইদং সর্ব্বং (জগৎ) তস্য (আত্মজ্যোতিষঃ) ভাসা (দীপ্ত্যা) বিভাতি। (প্রকাশতে)। অতঃ তৎ ব্রহ্ম সূর্য্যাদিজ্যোতিঃ-স্বরূপেণ ভাতি চ বিভাতি চ, ইত্যাশয়ঃ] ॥

[পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত 'কিমু ভাতি বিভাতি বা' এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলিতেছেন—] সেই স্বপ্রকাশ আনন্দময় আত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহও প্রকাশ করিতে পারে না ; বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ করিতে পারে না ; এই লোক-লোচনগোচর অগ্নি আর প্রকাশ করিবে কি প্রকারে ? অধিক কি ? সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ প্রকাশমান সেই আত্মারই অনুগত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এই সমস্ত জগৎই তাঁহার দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে] ॥১০১॥১৫॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়া বল্লী ব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্রোত্তরমিদং—ভাতি চ বিভাতি চেতি। কথং—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ভাতি, তদ্ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়ম্ অস্মদ্দৃষ্টিগোচরোঽগ্নিঃ। কিং বহুনা যদিদমাদিত্যাদিকং সর্ব্বং ভাতি, তত্তমেব পরমেশ্বরং ভান্তং দীপ্যমানম্ অনুভাতি অনুদীপ্যতে। যথা জলোল্মুকাদি অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তমনুদহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ।

তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদি বিভাতি। যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ। কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা তস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোঽবগম্যতে। ন হি স্বতো বিদ্যমানং ভাসনমন্যস্য কর্ত্তুং শক্যম্। ঘটাদীনাম্ অন্যাবভাসকত্বাদর্শনাৎ, ভাসনরূপাণাঞ্চ আদিত্যাদীনাং তদ্দর্শনাৎ ॥১০১॥১৫॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপনিষদ্‌ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়-বল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্॥ বল্লী সমাপ্তা॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই—তিনি সামান্য ও বিশেষাকারে প্রকাশ পান; কিপ্রকার?—সূর্য্য সর্ব্ববস্তু-প্রকাশক হইয়াও সর্ব্বাত্মভূত সেই ব্রহ্মে প্রকাশ পান না; অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারেন না; চন্দ্র এবং তারকাও সেইরূপ; এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না। আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই অগ্নি আর পারিবে কোথা হইতে? অধিকের প্রয়োজন কি? এই যে সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত [জ্যোতিঃ] পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে; তাহা সেই পরমেশ্বরে প্রকাশমান বলিয়াই তাঁহার অনুগত ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। জল উল্মুক (জ্বলৎকাষ্ঠ খণ্ড) প্রভৃতি পদার্থ যেমন অগ্নিসংযোগ বশতঃ দাহকারী অগ্নির অনুগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি এই সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহও তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হয়।

যে হেতু এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভাত হন। এবং কার্য্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রহ্মের দীপ্তি-রূপতা স্বতই অবগত হয়। কেন না; যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই; সে কখনই অন্যের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায়,—দীপ্তিহীন ঘটাদি পদার্থসমূহ অন্যের অবভাসক হয় না, অথচ প্রকাশস্বরূপ আদিত্যাদির অন্য প্রকাশক হইয়া থাকে॥ ১০১ ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

তৃতীয়া-বল্লী।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

[ইদানীং সংসারমূলত্বেন ব্রহ্ম প্রস্তৌতি—"ঊর্দ্ধমূল' ইত্যাদিনা। এষঃ (সংসার-রূপঃ) অশ্বত্থঃ (শ্বঃ—আগমিনি দিবসেঽপি ন স্থাতা, ইতি অশ্বত্থঃ, তদাখ্যঃ বৃক্ষশ্চ), ঊর্দ্ধং (সর্ব্বোচ্চতমং ব্রহ্ম) মূলং (আদিকারণং যস্য, সঃ) ঊর্দ্ধমূলঃ, অবাচ্যঃ (অধোবর্ত্তিন্যঃ) শাখাঃ (দেবাসুর-মনুষ্যাদিরূপঃ বিস্তারো যস্য, সঃ—) অবাক্‌শাখঃ, সনাতনঃ (অনাদিপ্রবাহরূপঃ) [চ প্রবৃত্তঃ]। "তদেব শুক্রং ইত্যাদ্যংশঃ পূর্ব্বমেব। ২।২।৮ শ্লোকে ব্যাখ্যাতঃ ॥

[এখন সংসার বৃক্ষের-মূলরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন],—এই যে সংসাররূপ বৃক্ষ, ইহা অশ্বত্থ অর্থাৎ আগামী দিবসেও থাকিবে কি না, বলা যায় না; ঊর্দ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চতম ব্রহ্ম ইহার মূল বা আদিকারণ, ইহার শাখা অর্থাৎ দেবাসুরাদি বিস্তার অধঃ—নিম্নদেশে বিস্তৃত, এবং ইহা সনাতন বা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত ॥ ১১০॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তূলাবধারণেনৈব মূলাবধারণং বৃক্ষস্য ক্রিয়তে লোকে যথা, এবং সংসারকার্য্য-বৃক্ষাবধারণেন তন্মূলস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবদিধারয়িষয়া ইয়ং ষষ্ঠী বল্লী আরভ্যতে—ঊর্দ্ধমূলঃ—ঊর্দ্ধং মূলং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমস্যেতি সোঽয়ম্ অব্যক্তাদিস্থাবরান্তঃ সংসারবৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলঃ। বৃক্ষশ্চ ব্রশ্চনাৎ, বিনশ্বরত্বাৎ। অবিচ্ছিন্ন-জন্ম-জরা-মরণ-শোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিক্ষণমন্যথাস্বভাবো মায়ামরীচ্যুদক-গন্ধর্ব্ব-নগরাদিবৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদবসানে চ বৃক্ষবদভাবাত্মকঃ, কদলী-স্তম্ভবৎ নিঃসারঃ অনেকশত-পাষণ্ডবুদ্ধিবিকল্পাস্পদঃ, তত্ত্ববিজিজ্ঞাসুভিরনির্ধারিতেদংতত্ত্বো বেদান্ত-নির্দ্ধারিত-

পরব্রহ্মমূলসারঃ, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাব্যক্তবীজ-প্রভবঃ অপরব্রহ্ম-বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি-দ্বয়াত্মক-হিরণ্যগর্ভাঙ্কুরঃ, সর্ব্বপ্রাণিলিঙ্গভেদস্কন্ধঃ, তত্তত্তৃষ্ণাজলাসেকোদ্ভূতদর্পঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়বিষয়-প্রবালাঙ্কুরঃ, শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিদ্যোপদেশপলাশঃ, যজ্ঞ-দান-তপ-আদ্যনেকক্রিয়াসুপুষ্পঃ, সুখদুঃখ-বেদনানেকরসঃ, প্রাণ্যুপজীব্যানন্তফলঃ তত্তৃষ্ণা-সলিলাবসেকপ্ররূঢ়জটিলীকৃতদৃঢ়বদ্ধমূলঃ, সত্যনামাদিসপ্তলোক ব্রহ্মাদিভূতপক্ষি-কৃতনীড়ঃ, প্রাণিসুখদুঃখোদ্ভূত-হর্ষ-শোক-জাত-নৃত্যগীতবাদিত্রক্ষ্বেলিতা-স্ফোটিত-হসিতাক্রুষ্টরুদিত-হাহা-মুঞ্চমুঞ্চেত্যাদ্যনেক-শব্দকৃততুমুলীভূতমহারবঃ বেদান্তবিহিত-ব্রহ্মাত্ম-দর্শনাসঙ্গ শস্ত্র-কৃতোচ্ছেদঃ এষ সংসারবৃক্ষঃ অশ্বত্থঃ—অশ্বত্থবৎ কামকর্ম্ম-বাতেরিতনিত্যপ্রচলিতস্বভাবঃ, স্বর্গনরকতির্য্যক্প্রেতাদিভিঃ শাখাভিরবাক্শাখঃ, (অবাঞ্চঃ শাখা যস্য সঃ)। সনাতনঃ অনাদিত্বাচ্চিরপ্রবৃত্তঃ। যদস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলং, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ চৈতন্যাত্ম-জোতিঃস্বভাবং, তদেব ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ, তদেবামৃতম্ অবিনাশস্বভাবম্ উচ্যতে কথ্যতে, সত্যত্বাৎ। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্,' অনৃতমন্যদতো মর্ত্ত্যম্। তস্মিন্ পরমার্থসত্যে ব্রহ্মণি লোকা গন্ধর্ব্বনগরমরীচ্যুদক-মায়াসমাঃ পরমার্থদর্শনাভাবাবগম্যমানাঃ, শ্রিতা আশ্রিতাঃ, সর্ব্বে সমস্তা উৎপত্তিস্থিতিলয়েষু। তদু তদ্ব্রহ্ম নাত্যেতি নাতিবর্ত্ততে, মৃদাদিক-মিব ঘটাদিকার্য্যং কশ্চন কশ্চিদপি বিকারঃ। এতদ্বৈ তদ্॥ ১১০॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

জগতে [শিমুল প্রভৃতি] বৃক্ষের তুলা দর্শনেই যেমন তাহার মূলেরও অস্তিত্ব অবধারণ করা হইয়া থাকে ; তেমনি কার্য্যভূত এই সংসাররূপ বৃক্ষের অবধারণে অর্থাৎ অস্তিত্ব দর্শনেই তন্মূলীভূত ব্রহ্মেরও অবধারণ হইতে পারে (১) এই কারণে ব্রহ্মস্বরূপাবধারণার্থ এই [তৃতীয়] বল্লী আরব্ধ হইতেছে,—

---

(১) তাৎপর্য্য—শাল্মল্যাদি-তূলদর্শনেন অদৃষ্টমপি বৃক্ষমূলং যথা অস্তীত্যবধার্য্যতে, তদ্বৎ অদৃষ্টস্যাপি ব্রহ্মণোঽবধারণায় প্রক্রমতে—'তূলাবধারণেনেতি। (আনন্দগিরিঃ)।

অভিপ্রায় এই যে, দূর হইতে শাল্মলী (শিমুল) প্রভৃতি বৃক্ষের তুলা দেখিয়াই যেমন সেই বৃক্ষের মূল না দেখিলেও 'আছে' বলিয়া নিশ্চয় করা হয়, সেইরূপ সংসাররূপ কার্য্য দর্শনে তন্মূলীভূত ব্রহ্ম পরিদৃষ্ট না হইলেও অবধারণ করা যাইতে পারে ; এতদর্থ 'তুলাবধারণেন' কথার অবতারণা করা হইতেছে।

'ঊর্দ্ধমূল' অর্থ—ঊর্দ্ধ (উৎকৃষ্ট) যে বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাই যাহার মূল, (আদি কারণ); অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর (স্থিতিশীল বৃক্ষাদি) পর্য্যন্ত যে এই সেই সংসার বৃক্ষ, ইহাই 'ঊর্দ্ধমূল' এবং ব্রশ্চন বশতঃ (ছেদ্যত্ব নিবন্ধন) 'বৃক্ষ' পদবাচ্য। জন্ম, জরা, মরণ, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থাত্মক (দুঃখ-ময়), প্রতিক্ষণে বিকারস্বভাব মায়া (ভেল্কী), মরীচিজ্জল, (মরীচিকা) ও গন্ধর্ব্ব-নগর প্রভৃতির ন্যায় দৃষ্ট-নষ্টস্বভাব অর্থাৎ দেখিতে দেখিতে নষ্ট হওয়া যাহার স্বভাব, পরিণামেও বৃক্ষের ন্যায় অভাবাত্মক (অভাবে পর্য্যবসিত হয়), কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার, শত শত পাষণ্ড-গণের নানাবিধ কল্পনার বিষয়, অথচ তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যাহার 'ইদংতত্ত্ব' অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম, বেদান্তশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত পরব্রহ্মই যাহার সারভূত মূল, অবিদ্যা (অজ্ঞান), কাম (বাসনা), কর্ম্ম ও অব্যক্তরূপ (প্রকৃতি—মায়ারূপ) বীজ হইতে সমুৎপন্ন, অপর-ব্রহ্মের (মায়োপহিত ঈশ্বরের) জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিসমন্বিত হিরণ্যগর্ভ (সূক্ষ্ম শরীরসমষ্টিগত চৈতন্য) যাহার অঙ্কুর, সমস্ত প্রাণি-গণের সূক্ষ্মদেহের (২) বিভাগাবস্থা যাহার স্কন্ধ, ভোগতৃষ্ণারূপ জল-সেকে যাহার বৃদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষুঃকর্ণাদির) বিষয় (রূপ-রস শব্দাদি) যাহার নবপল্লবের অঙ্কুর, শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়বিদ্যার উপদেশ যাহার পত্র; যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়ানিচয় যাহার উৎকৃষ্ট

(২) তাৎপর্য্য—বেদান্তমতে দেহ তিনপ্রকার—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ। তন্মধ্যে, হস্ত-পদাদিসংযুক্ত দৃশ্যমান এই দেহই স্থূল দেহ। ইহাকে অন্নময় কোষও বলে। সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব বা অংশ সপ্তদশ। "বুদ্ধি-কর্ম্মেন্দ্রিয়-প্রাণ-পঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ 'সূক্ষ্মং' তৎ 'লিঙ্গ' মুচ্যতে॥" অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, পঞ্চ প্রাণ মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ পদার্থে 'সূক্ষ্ম' শরীর হয়, ইহার নামান্তর 'লিঙ্গ' শরীর। এই শরীরই জীবের প্রধানতঃ ভোগসাধন। যে অজ্ঞানের বশে ব্রহ্মেরও জীবভাব হইয়াছে, সেই অজ্ঞানেরই নাম 'কারণ শরীর'।

পুষ্প, সুখ দুঃখানুভব যাহার বিবিধ রস, প্রাণিগণের উপভোগ্য স্বর্গাদি ফলই যাহার ফল, ফলতৃষ্ণারূপ সলিলসেকে সমুৎপন্ন ও যাহার দৃঢ়বন্ধন (অবান্তর মূল সমূহ), [সাত্ত্বিক-রাজস ও তামসভাব] মিশ্রিত সত্যাদিনামক (ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য) এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় (পক্ষীর বাসা) নির্ম্মিত করিয়াছে ; প্রাণিগণের সুখজাত হর্ষে ও দুঃখজাত শোকে সমুদ্ভূত নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রীড়া, আস্ফোটন, (গর্ব্বপ্রকাশ), হাস্য, রোদন, আকর্ষণ, 'হায় হায়' ! ছাড়—ছাড় ! ইত্যাদি বহুবিধ শব্দই যাহাতে তুমুল মহাকোলাহল ; বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মাত্মদর্শনরূপ অসঙ্গ (অনাসক্তিময়) শস্ত্র দ্বারা যাহার ছেদন হয় ; এবম্ভূত এই সংসারই অশ্বথ বৃক্ষ, অর্থাৎ অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় কামনা ও তদনুগত কর্ম্মরূপ বায়ু দ্বারা সতত চঞ্চলস্বভাব ; স্বর্গ, নরক, তির্য্যক্ ও প্রেতাদি দেহপ্রাপ্তিরূপ শাখা সমূহ দ্বারা অবাক্‌শাখ অর্থাৎ ইহার শাখা সমূহ অবাক্—অধোগামী, সনাতন অর্থাৎ অনাদি বলিয়াই চিরন্তন। এই সংসার-বৃক্ষের যিনি মূল, তিনিই শুক্র—শুভ্র বা শুদ্ধ—জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ চৈতন্যাত্মক আত্মজ্যোতিঃস্বভাবাত্মক ; সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বনিবন্ধন তিনিই ব্রহ্ম, সত্যস্বভাব বলিয়া তিনিই অমৃত—অবিনাশ বলিয়া কথিত হন। [কারণ, অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] '[ঘটপটাদি] বিকার আর কিছুই নহে কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র।' 'অন্য (ব্রহ্মভিন্ন) সমস্তই অনৃত (মিথ্যা) অতএব মর্ত্ত্য (মরণশীল)।' গন্ধর্ব্বনগরী, মরীচিকা-জল ও মায়ার সদৃশ ও তত্ত্বদৃষ্টিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান সমস্ত লোক (জগৎ) সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশাবস্থায় পরমার্থ-সত্য সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত থাকে। ঘটাদি কার্য্যসমূহ যেরূপ মৃত্তিকা অতিক্রম করিয়া থাকে না, সেইরূপ কেহই—কোন বিকারই সেই ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে না বা করিতে পারে না। ইহাই সেইবস্তু [নচিকেতা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন] ॥১১০॥১॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১১১॥২॥

[যদিদমিতি। যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং জগৎ (সর্ব্বমেব জগদিত্যর্থঃ) প্রাণে (প্রাণাখ্যে ব্রহ্মণি) [স্থিতং, তত এব চ] নিঃসৃতং (উৎপন্নং সৎ) এজতি (যৎ-প্রেরণয়া চেষ্টতে)। এতৎ (প্রাণাখ্যং ব্রহ্ম) মহৎ ভয়ং (ভয়ানকং) উদ্যতম্ উদ্ধৃতং বজ্রং (বজ্রমিব) যে বিদুঃ, তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥

এই যে কিছু জগৎ (জাগতিক পদার্থ) সমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত (উৎপন্ন) এবং প্রাণসত্তায় স্পন্দমান হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রাণ ব্রহ্মকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সমুদ্যত বজ্রের ন্যায় মনে করেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত শাসন মানিয়া চলেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন ॥ ১১১॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্বিজ্ঞানাদমৃতা ভবন্তীত্যুচ্যতে, জগতো মূলং তদেব নাস্তি ব্রহ্ম, অসত এবেদং নিঃসৃতমিতি।

তন্ন; যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চ ইদং জগৎ সর্ব্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি এজতি কম্পতে। তত এব নিঃসৃতং নির্গতং সৎ প্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে। যদেবং জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম, তৎ মহদ্ভয়ম্,মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ—বিভেত্যস্মাদিতি মহদ্ভয়ম্। বজ্রমুদ্যতং উদ্যতমিব বজ্রম্, যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনম্ অভিমুখীভূতং দৃষ্ট্বা ভৃত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্ত্তন্তে, তথেদং চন্দ্রাদিত্যগ্রহনক্ষত্রতারকাদিলক্ষণং জগৎ সেশ্বরং নিয়মেন ক্ষণমপ্যবিশ্রান্তং বর্ত্তত ইত্যুক্তং ভবতি। যে এতৎ বিদুঃ স্বাত্মপ্রবৃত্তি-সাক্ষিভূতমেকং ব্রহ্ম, অমৃতা অমরণধর্ম্মাণস্তে ভবন্তি ॥ ১১১॥২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, যাঁহার বিজ্ঞানে লোকসমূহ অমৃত হয় বলা হইতেছে, জগ-তের মূল কারণ সেই ব্রহ্মেরই ত অস্তিত্ব নাই ? কারণ এই জগৎ অসৎ হইতেই নিঃসৃত বা সমুৎপন্ন হইয়াছে ; [সুতরাং ইহার মূলীভূত কোন সৎপদার্থই থাকিতে পারে না]। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ;

[কারণ,] যাহা এই কিছু অর্থাৎ এই যে কিছু জগৎ, বা জাগতিক পদার্থ, তৎ সমস্তই প্রাণের অর্থাৎ পরব্রহ্মের সত্তায়ই স্পন্দমান হইতেছে,—সেই পরব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়া তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছে। যিনি এবম্ভূত—জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির কারণস্বরূপ—ব্রহ্ম, তিনি মহৎভয়; তিনি মহৎও বটে এবং ভয়ও বটে,—অর্থাৎ সকলে তাঁহা হইতে ভয় পাইয়া থাকে। বজ্র উদ্যত অর্থ যেন উদ্যত (উত্থাপিত) বজ্রই। এই কথা উক্ত হইল যে, প্রভুকে উদ্যত বজ্রহস্তে সম্মুখাগত দর্শন করিয়া, ভৃত্যগণ যেরূপ নিয়মিতভাবে তাঁহার শাসনে থাকে; সেইরূপ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাদি ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ক্ষণকালও বিশ্রাম না করিয়া তাঁহার নিয়মাধীন হইয়া থাকে। আত্মকর্ম্মের সাক্ষিভূত এই এক ব্রহ্মকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুরহিত হন ॥১১১॥২॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ১১২ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি—ভয়াদিতি। অগ্নিঃ অস্য (জগৎকারণস্য ব্রহ্মণঃ) ভয়াৎ তপতি, সূর্য্যঃ [অস্য] ভয়াৎ তপতি। [অস্য] ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ, বায়ুশ্চ, পঞ্চমঃ মৃতুঃ (যমশ্চ) ধাবতি (নিয়মেন স্বস্বব্যাপারান্ সম্পাদয়তি ইত্যর্থঃ)। [অন্যথা মহেশ্বরাণাং তেষাং স্বস্ব-কর্ম্মষু ঔদাসীন্যমপি সম্ভাব্যেত ইত্যাশয়ঃ]॥

পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই প্রকাশার্থ বলিতেছেন,—অগ্নি ইঁহারই ভয়ে তাপ দিতেছেন, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছেন, এবং ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং [পূর্ব্বাপেক্ষায়] পঞ্চম মৃত্যুও (যমও) ধাবিত হন, অর্থাৎ যথানিয়মে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ১১২॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং তদ্ভয়াৎ জগদ্বর্ত্ততে ?—ইত্যাহ, ভয়াৎ ভীত্যা অস্য পরমেশ্বরস্য অগ্নিস্তপতি, ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ, ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ন হি ঈশ্বরাণাং

লোকপালানাং সমর্থানাং সতাং নিয়ন্তা চেৎ বজ্রোদ্যতকরবৎ ন স্যাৎ, স্বামিভয়-ভীতানামিব ভৃত্যানাং নিয়তা প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে ॥১১২॥৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তাঁহার ভয়ে জগৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে কি প্রকারে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন, এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন, সূর্য্য ভয়ে তাপ দিতেছেন ; ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম মৃত্যুও (যমও) [নিজ নিজ কার্য্যে] ধাবিত (সত্বর অগ্রসর) হইতেছেন । কারণ, যাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বর অর্থাৎ শাসনক্ষমতাপ্রাপ্ত, লোকপাল (ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিপতি) এবং সমর্থ বা শক্তিশালী, তাঁহাদের যদি বজ্রোদ্যত-করের ন্যায় [ভয়ানক একজন] নিয়ন্তা বা পরিচালক না থাকিত, তাহা হইলে কখনই প্রভুভয়ে ভীত ভৃত্যের ন্যায় তাহাদেরও সুনিয়মিত ভাবে কার্য্যসম্পাদন সম্ভবপর হইত না ॥১১২॥৩॥

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

[তৎস্বরূপাধিগমফলমাহ ইহেতি]।—ইহ (অস্মিন্ এব দেহে) চেৎ (যদি) বোদ্ধুং (ব্রহ্ম অবগন্তুং) অশকৎ (শক্তো ভবেৎ), [তদা] শরীরস্য বিস্রসঃ (বিস্রংসনাৎ—পতনাৎ) প্রাক্ (পূর্ব্বমেব) [বন্ধনাৎ মুচ্যতে, জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ]। [বোদ্ধুং অশক্তঃ চেৎ, তদা] ততঃ (অনববোধাদেব) সর্গেষু (ভোগস্থানেষু স্বর্গাদিষু) শরীরত্বায় (দেহলাভায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি, ন মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ)। অথবা, ইহ (লোকে) শরীরস্য বিস্রসঃ (পতনাৎ) প্রাক্ চেৎ (যদি) [ব্রহ্ম] বোদ্ধুং অশকৎ (অশক্নুবন্—অসমর্থঃ ভবেৎ), ততঃ (অসামর্থ্যাৎ) সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে, লোকবিশেষে শরীরবিশেষং লভতে, ইত্যর্থঃ) ॥

পূর্ব্বোক্ত ভয়ানকের অবগতির ফল বলিতেছেন—এই দেহেই যদি কেহ সেই ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয় এবং জানে ; শরীর-পাতের পূর্ব্বেই সেই লোক

সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। আর যে লোক বুঝিতে অশক্ত হয়, সে তাহার ফলেই স্বর্গাদি ভোগ স্থানে শরীর লাভের অধিকারী হয়॥

অথবা—ইহলোকে শরীর পাতের পূর্ব্বে যদি ব্রহ্মকে বুঝিতে শক্ত না হয়, তাহা হইলে নানাবিধ লোকে শরীর লাভ করে ; [পক্ষান্তরে তাঁহাকে জানিতে পারিলে আর শরীর লাভ করিতে হয় না—মুক্তি হয়] ॥১১৩॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তচ্চেহ জীবন্নেব চেৎ যদি অশকৎ—শক্তঃ সন্ জানাতি ইত্যেতৎ ভয়-কারণং ব্রহ্ম বোদ্ধুমবগন্তুং—প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরস্য বিস্রসোঽবস্রংসনাৎ পতনাৎ সংসারবন্ধনাৎ বিমুচ্যতে। ন চেদশকদ্বোদ্ধুং ততোঽনবোধাৎ সর্গেষু—সৃজ্যন্তে যেষু স্রষ্টব্যাঃ প্রাণিন ইতি সর্গাঃ—পৃথিব্যাদয়ো লোকাঃ, তেষু সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় শরীরভাবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি—শরীরং গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীর-বিস্রংসনাৎ প্রাগাত্মাববোধায় যত্ন আস্থেয়ঃ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই দেহে অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই যদি ভয়-কারণ সেই ব্রহ্মকে বুঝিতে —অবগত হইতে শক্ত হয় এবং শক্ত হইয়া জানিতে পারে ; সেই লোক শরীর-বিস্রংসন অর্থাৎ দেহপাতের পূর্ব্বেই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। আর যদি অবগত হইতে শক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই অব-গতির অভাবেই স্রষ্টব্য প্রাণিগণ যে সকল লোকে সৃষ্ট হয়, সেই সকল পৃথিবী প্রভৃতি লোকে শরীরত্ব (শরীরিত্ব) অর্থাৎ শরীর-লাভে সমর্থ হয়, উপযুক্ত শরীর গ্রহণ করে। অতএব শরীর পাতের পূর্ব্বেই আত্মজ্ঞানের জন্য যত্ন করা আবশ্যক ॥১১৩॥৪॥

যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে, তথা গন্ধর্ব্বলোকে,
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ১১৪ ॥ ৫ ॥

আত্মনো দর্শনপ্রকারমাহ—যথেতি। আদর্শে (দর্পণে) [মুখং] যথা

[প্রতিবিম্বভূতঃ দৃশ্যতে]; আত্মনি (বুদ্ধৌ) [পরমাত্মা] তথা পরিদদৃশে (পরিদৃশ্যতে) [জ্ঞানিভিরিতি শেষঃ]। স্বপ্নে যথা [অস্পষ্টরূপং] পিতৃলোকে তথা। অপ্সু (জলে) যথা, গন্ধর্ব্বলোকে তথা পরিদদৃশে ইব (পরিদৃশ্যতে ইব) [পরমাত্মা ইতি শেষঃ]। [কেবলং] ব্রহ্মলোকে ছায়াতপয়োঃ (আলোকান্ধকারয়োঃ) ইব [অত্যন্তবৈলক্ষণ্যেন আত্মানাত্মনোঃ দর্শনং ভবতি, ইতি ভাবঃ]॥

এখন আত্মদর্শনের প্রকারভেদ বলা হইতেছে,—দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব যেরূপ, বুদ্ধিতে আত্মপ্রতিবিম্ব, সেইরূপ ও স্বপ্নে যেরূপ, পিতৃলোকেও সেইরূপ, এবং জলে যেরূপ, গন্ধর্ব্বলোকেও সেইরূপই জ্ঞানিগণ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মলোকেই আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিলক্ষণভাবে আত্মা ও অনাত্ম-পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাদিহৈবাত্মনো দর্শনম্ আদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টমুপপদ্যতে, ন লোকান্তরেষু ব্রহ্ম-লোকাদন্যত্র। স চ দুষ্প্রাপঃ। কথম্? ইত্যুচ্যতে—যথা আদর্শে প্রতিবিম্বভূতম্ আত্মানং পশ্যতি লোকঃ অত্যন্তবিবিক্তং; তথা ইহ আত্মনি স্ববুদ্ধাবাদর্শবন্নির্ম্মলীভূতায়াং বিবিক্তমাত্মনো দর্শনং ভবতীত্যর্থঃ। যথা স্বপ্নে অবিবিক্তং জাগ্রদ্বাসনোদ্ভূতং, তথা পিতৃলোকে অবিবিক্তমেব দর্শনম্ আত্মনঃ কর্ম্মফলোপভোগাসক্তত্বাৎ। যথা চ অপ্‌সু অবিবিক্তাবয়বমাত্মস্বরূপং পরীব দদৃশে পরিদৃশ্যত ইব, তথা গন্ধর্ব্বলোকে-অবিবিক্তমেব দর্শনমাত্মনঃ। এবঞ্চ লোকান্তরেষ্বপি শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদবগম্যতে। ছায়াতপয়োরিব অত্যন্তবিবিক্তং ব্রহ্মলোক এবৈকস্মিন্। স চ দুষ্প্রাপঃ অত্যন্ত-বিশিষ্টকর্ম্মজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ। তস্মাদাত্মদর্শনায় ইহৈব যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১১৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু এই দেহেই আদর্শস্থ মুখের ন্যায় আত্মার সুস্পষ্ট দর্শন সম্ভবপর হয়, পরন্তু ব্রহ্মলোক ভিন্ন অন্য কোন লোকেই সেরূপ দর্শন হইতে পারে না। অথচ সেই ব্রহ্মলোকও অতিদুর্লভ; কেন দুর্লভ, তাহাই বলা হইতেছে,—

মানুষ আদর্শে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে যেরূপ অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে দর্শন করে, আদর্শের ন্যায় অতি নির্ম্মলীভূত আত্মাতে—স্বীয় বুদ্ধিতেও সেইরূপ অতি পরিষ্কারভাবে আত্মদর্শন হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেরূপ অবিবিক্ত অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন সংস্কারসহকৃত, পিতৃলোকেও সেইরূপ অবিবিক্তরূপে (সম্মিশ্রিতভাবে) আত্মার দর্শন হইয়া থাকে; কারণ, (আত্মা তৎকালেও) কর্ম্মফল-ভোগে আসক্ত থাকে। জলে যেরূপ অবয়ব বিভাগহীন অবস্থায়ই যেন আত্মা পরিদৃষ্ট হয়, গন্ধর্ব্ব-লোকেও সেইরূপ অবিবিক্তাবস্থায় আত্মার দর্শন হয়, অর্থাৎ সেই অবস্থায় আত্মার বিশেষভাব প্রতীত হয় না। শাস্ত্রের প্রামাণ্যানুসারে অন্যান্য লোকেও এইভাবে প্রতীতির তারতম্য জানা যায়। একমাত্র ব্রহ্মলোকেই ছায়া ও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় অত্যন্ত বিবিক্ত বা পরিস্ফুটরূপে [দর্শন হয়] সেই ব্রহ্ম-লোকও অতিশয় দুর্লভ; কারণ, ঐ লোকটি অতিশয় বিশিষ্ট কর্ম্ম (অশ্বমেধ প্রভৃতি) ও জ্ঞান বা উপসনাদ্বারা লভ্য। অভিপ্রায় এই যে, অতএব, আত্মদর্শনের জন্য ইহ জন্মেই যত্ন করা আবশ্যক ॥১১৪॥৫॥

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ১১৫ ॥ ৬ ॥

আত্মবোধে প্রকারান্তরমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। পৃথক্ (আকাশা-দিভ্য একৈকশঃ) উৎপদ্যমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবং (আত্মনো ভিন্নত্বং), উদয়াস্তময়ৌ (জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থয়োঃ উৎপত্তি-প্রলয়ৌ চ যৎ; ধীরঃ (জনঃ) এতৎ মত্বা (বিবেকেন জ্ঞাত্বা) ন শোচতি (দুঃখভাক্ ন ভবতি, মুচ্যতে ইতি ভাবঃ)॥

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রকারান্তর কথিত হইতেছে,—আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় সমূহের যে, চেতন আত্মা হইতে পার্থক্য, এবং উদয় ও অস্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় বৃত্তিলাভ আর স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় বা বৃত্তিহীনতা, ধীর ব্যক্তি ইহা জানিয়া আর দুঃখ ভোগ করেন না, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ॥১১৫॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কথমসৌ বোদ্ধব্যঃ ? কিংবা তদববোধে প্রয়োজনম্ ? ইত্যুচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেন স্বকারণেভ্য আকাশাদিভ্যঃ পৃথগুৎপদ্যমানানাম্ অত্যন্তবিশুদ্ধাৎ কেবলাচ্চিন্মাত্রাৎ আত্মস্বরূপাৎ পৃথগ্ভাবং স্বভাববিলক্ষণাত্মকতাং, তথা তেষামেবেন্দ্রিয়াণাম্ উদয়াস্তময়ৌ চ যৎ পৃথগুৎপদ্যমানানাম্ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ চ জাগ্রৎস্বাপাবস্থাগতিপত্ত্যা নাত্মন ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিবেকতঃ, ধীরো ধীমান্ ন শোচতি। আত্মনো নিত্যৈকস্বভাবত্বাব্যভিচারাচ্ছোকাদিকারণত্বানুপপত্তেঃ। তথা চ শ্রুত্যন্তরং—"তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি ॥ ১১৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকারে ইহাকে (আত্মাকে) বুঝিতে হইবে ? এবং তাহাকে জানিবার প্রয়োজনই বা কি ? এই নিমিত্ত বলিতেছেন,—নিজ নিজ বিষয় (শব্দাদি) গ্রহণের উদ্দেশে স্বকারণ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন * শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের যে অতিশয় বিশুদ্ধ কেবলই চিন্ময় আত্মা হইতে পৃথক্ভাব অর্থাৎ স্বভাববৈলক্ষণ্য, এবং পৃথক্ভাবে উৎপন্ন সেই ইন্দ্রিয়গণের যে, উদয় ও অস্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় উৎপত্তি ও স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় (বৃত্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি), ইহাও সেই ইন্দ্রিয়গণেরই—আত্মার নহে ; ধীর অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী বুদ্ধিশালী ব্যক্তি বিবেকপূর্ব্বক ইহা অবগত হইয়া শোক করেন না ; কারণ, আত্মা স্বভাবতই নিত্য

* শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি-প্রণালী এইরূপ—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, এই পঞ্চভূতের এক একটি সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্রাদি এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের এক-একটি রাজস অংশ হইতে ক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হইয়াছে আর পঞ্চভূতের সম্মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক ভূতেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয় সমান ভাবে নিহিত আছে।

ও এক, কখনই তাঁহার সে স্বভাবের ব্যত্যয় হয় না; সুতরাং তন্নিমিত্ত শোক দুঃখাদির কিছুমাত্র কারণও থাকিতে পারে না। এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে—'আত্মবিৎ ব্যক্তি শোক অতীত হন' ॥১১৫॥৬॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ ।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বাবশেষত্বেন আত্মা অধিগন্তব্যঃ, ইতি তৎক্রমমাহ—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ" ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং, মনসঃ [অপি] সত্ত্বং (বুদ্ধিঃ) উত্তমম্। মহান্ আত্মা (হিরণ্যগর্ভোপাধিভূতা বুদ্ধিসমষ্টিঃ) সত্ত্বাৎ অধি (অধিকঃ), অব্যক্তং (প্রকৃতিঃমায়া) মহতঃ উত্তমম্ ॥

বাহ্য সর্ব্ব পদার্থের পরিশেষরূপে আত্মাকে জানিতে হইবে; এই নিমিত্ত তাহার ক্রম বলা হইতেছে,—ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সত্ত্ব (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভের উপাধি মহৎ-তত্ত্ব-সমষ্টি শ্রেষ্ঠ, মহৎ অপেক্ষাও অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) শ্রেষ্ঠ ॥১১৬॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাদাত্মন ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাব উক্তঃ, নাঽসৌ বহিরধিগন্তব্যঃ। যস্মাৎ প্রত্যগাত্মা স সর্ব্বস্য; তৎকথমিত্যুচ্যতে,—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মন ইত্যাদি। অর্থানামিহেন্দ্রিয়সমানজাতীয়ত্বাৎ ইন্দ্রিয়গ্রহণেনৈব গ্রহণম্। পূর্ব্ববদন্যৎ। সত্ত্বশব্দাদ্-বুদ্ধিরিহোচ্যতে ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে আত্মা হইতে ইন্দ্রিয় সমূহের পৃথক্‌ভাব বা পার্থক্যের উপদেশ উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মা বাহিরে জ্ঞাতব্য নহে; যে হেতু সেই আত্মা সকলেরই প্রত্যক্-স্বরূপ। তবে তাঁহাকে কিরূপে [জানিতে হইবে;] তাহা কথিত হইতেছে—ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়—অর্থ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় সমূহ ও ইন্দ্রিয়ের সমান-জাতীয় (অচেতন জড় পদার্থ); এই কারণে ইন্দ্রিয়-গ্রহণেই সেই বিষয়

সমূহের গ্রহণ করা হইয়াছে। অপর সমস্তই প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর দশম শ্লোকের ব্যাখ্যার অনুরূপ। এখানে 'সত্ত্ব' শব্দে 'বুদ্ধিতত্ত্ব' উক্ত হইয়াছে॥ ১১৬॥ ৭॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
তং জ্ঞাত্বা * মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ১১৭॥ ৮॥

ব্যাপকঃ (সর্ব্বব্যাপী), [ন বিদ্যতে লিঙ্গং যস্য, সঃ] অলিঙ্গঃ (সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতঃ) এব পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) তু (পুনঃ) অব্যক্তাৎ চ (অপি) পরঃ (নাতঃ পরমপি কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ)। জন্তুঃ (প্রাণী) তং (পুরুষং) জ্ঞাত্বা (বিবেকতঃ অধিগম্য) মুচ্যতে [সংসার-বন্ধনৈরিতি শেষঃ।] অমৃতত্বং চ (অপি) গচ্ছতি॥

সর্ব্বব্যাপী, অলিঙ্গ (সর্ব্বপ্রকার চিহ্নবর্জ্জিত) পুরুষ (পরমাত্মা) অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; তাঁহাকে জানিয়া লোকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করে॥১১৭॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকঃ ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ সর্বস্য কারণত্বাৎ। অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং—বুদ্ধ্যাদি, তদবিদ্যমানং যস্যেতি সোঽয়ম্ অলিঙ্গ এব চ। সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত ইত্যেতৎ। তং জ্ঞাত্বা আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ মুচ্যতে জন্তুঃ অবিদ্যাদিহৃদয়গ্রন্থিভির্জীবন্নেব; পতিতেঽপি শরীরেঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। সোঽলিঙ্গঃ পরোঽব্যক্তাৎ পুরুষ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ ১১৭॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্যাপক আকাশাদি সর্ব্ব পদার্থেরও কারণ বলিয়া সর্ব্বব্যাপী এবং অলিঙ্গ—যদ্দ্বারা লিঙ্গন অর্থাৎ অবগতি হয়, তাহার নাম লিঙ্গ—বুদ্ধি প্রভৃতি চিহ্ন; সেই লিঙ্গ যাঁহার নাই, তিনিই অলিঙ্গ, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাঁহার কোনরূপ 'লিঙ্গ' নাই—তিনি সর্ব্ববিধ সংসার ধর্ম্মরহিত। জন্তু

---

* বং জ্ঞাত্বা ইতি বা পাঠঃ।

(পুরুষ) আচার্য্য ও শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে জানিয়া জীবদবস্থায়ই অবিদ্যাপ্রভৃতি হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হয়। শরীরপাতের পরও অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে। সেই অলিঙ্গ পুরুষ অব্যক্ত অপেক্ষাও পর; এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥১১৭॥৮॥

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য,
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্। *
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি † ॥ ১১৮ ॥৯

তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনং যথা ভবতি, তদাহ—নেতি। অস্য (পূর্ব্বোক্তস্য অলিঙ্গস্য) রূপং (স্বরূপং) সংদৃশে (প্রত্যক্ষবিষয়ে) ন তিষ্ঠতি; [অতঃ] কশ্চিৎ (কোঽপি) এনং (পুরুষং) চক্ষুষা (কেনচিদপি ইন্দ্রিয়েণ) ন পশ্যতি (ন অবগচ্ছতি)। [পরন্তু] মনীষা (বিকল্পহীনয়া) হৃদা (হৃদয়স্থয়া বুদ্ধ্যা করণেন) মনসা (মননেন) [পুরুষঃ] অভিকৢপ্তঃ (অভিব্যক্তঃ বিজ্ঞাতঃ ভবতীত্যর্থঃ)। যে (জনাঃ) এনং (পুরুষং) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥

যে উপায়ে সেই অলিঙ্গ পুরুষের দর্শন হইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে—ইহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রত্যক্ষবিষয়ে থাকে না; সুতরাং কেহই চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে পায় না। [পরন্তু] বিকল্পহীন, হৃদয়স্থ বুদ্ধি দ্বারা মনের (মননের) সাহায্যে সেই পুরুষ অভিব্যক্ত হন; যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত বা বিমুক্ত হন ॥১১৮॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং তর্হি তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনমুপপদ্যতে? ইত্যুচ্যতে,—ন সন্দৃশে দর্শনবিষয়ে ন তিষ্ঠতি প্রত্যাগাত্মনোঽস্য রূপম্। অতো ন চক্ষুষা সর্ব্বেন্দ্রিয়েণ; চক্ষুর্গ্রহণস্যোপলক্ষণার্থত্বাৎ। পশ্যতি নোপলভতে কশ্চন কশ্চিদপ্যেনং প্রকৃতমাত্মানম্।

* কশ্চনৈনম্ ইতি বা পাঠঃ।

† য এতদ্বিদুরিতি বা পাঠঃ।

কথং তর্হি তং পশ্যেৎ? ইত্যুচ্যতে—হৃদা হৃৎস্থয়া বুদ্ধ্যা। মনীষা—মনসঃ সঙ্কল্পাদিরূপস্যেষ্টে নিয়ন্তৃত্বেনেতি মনীট্, তয়া মনীষা বিকল্পবর্জ্জিতয়া বুদ্ধ্যা। মনসা মননরূপেণ সম্যগ্‌দর্শনেন। অভিকৢপ্তোঽভিসমর্থিতোঽভিপ্রকাশিত ইত্যেতৎ। আত্মা জ্ঞাতুং শক্য ইতি বাক্যশেষঃ। তমাত্মানং ব্রহ্মেতদ্ যে বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১১৮॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

তাহা হইলে কিরূপে সেই অলিঙ্গ পুরুষের দর্শন সম্পন্ন হইতে পারে? তাহা বলা হইতেছে—এই প্রত্যক্-আত্মার রূপ (স্বরূপ) দর্শন বিষয়ে অবস্থান করে না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হয় না। এখানে 'চক্ষু' শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক (বোধক), ['চক্ষু' শব্দেই সমস্ত ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে]। অতএব, কেহই চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই এই আত্মাকে দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারে না; তবে কি প্রকারে তাহাকে দর্শন করিবে? এইজন্য বলিতেছেন—'হৃৎ' অর্থ—হৃদয়স্থ বুদ্ধি; মনীট্ (মনীষা) অর্থ—সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের প্রভু বা পরিচালক (বিকল্পহীন)। 'মনসা' অর্থ—মনন—সম্যক্ দর্শন দ্বারা। [সম্মিলিত অর্থ এইরূপ—] বিকল্পহীন (স্থির বা সংযত) বুদ্ধি দ্বারা মননের সাহায্যে (উক্ত পুরুষ) সম্যক্ বা যথাযথরূপে প্রকাশিত হন; অর্থাৎ ঐ উপায়ে আত্মাকে জানা যাইতে পারে। উক্ত বাক্যে এইটুকু শেষ বা অনুক্ত রহিয়াছে। সেই আত্মাকে ব্রহ্মভাবে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন ॥১১৮॥৯॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে * তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥১১৯॥১০॥

[অথ বুদ্ধিস্থৈর্য্যোপায়ং যোগমাহ—যদেতি। জ্ঞানানি করণে ল্যুট্। যদা পঞ্চ জ্ঞানানি (জ্ঞানসাধনানি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) মনসা সহ অবতিষ্ঠন্তে

* বিচেষ্টতি ইতি বা পাঠঃ।

(বিষয়েভ্যঃ ব্যাবৃত্ত্য অন্তর্মুখতয়া তিষ্ঠন্তি), বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে (বিষয়ান্ প্রতি ন ধাবতি)। তাং (বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহাররূপাং) পরমাং গতিং (পরমসাধনং জ্ঞানস্য) (আহুঃ বদন্তি) [যোগিন ইতি শেষঃ] ॥

এখন বুদ্ধির স্থিরতার উপায়ভূত যোগ বলিতেছেন,—যখন জ্ঞানসাধন [শ্রোত্রাদি] পাঁচটি ইন্দ্রিয় মনের সহিত অবস্থান করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্মুখ হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধিও চেষ্টা না করে, অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হয়, যোগিগণ সেই অবস্থাকেই পরমা গতি (জ্ঞানের পরম সাধন) বলিয়া থাকেন॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সা হৃদ্-মনীট্ কথং প্রাপ্যতে ? ইতি তদর্থো যোগ উচ্যতে,—যদা যস্মিন্ কালে স্ববিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি আত্মন্যেব পঞ্চ জ্ঞানানি—জ্ঞানার্থত্বাৎ শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানান্যুচ্যন্তে। অবতিষ্ঠন্তে সহ মনসা যদনুগতানি, তেন সঙ্কল্পাদিব্যাবৃত্তেনান্তঃকরণেন। বুদ্ধিশ্চ অধ্যবসায়লক্ষণা ন বিচেষ্টতে স্বব্যাপারেষু ন চেষ্টতে ন ব্যাপ্রিয়তে। তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

মনোবশীকরণের উপায় সেই বুদ্ধি কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তন্নিমিত্ত 'যোগ' কথিত হইতেছে—জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ 'জ্ঞান' বলিয়া কথিত হয়। সেই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যে সময় স্বস্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাভিমুখে অবস্থান করে,অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যাহার অনুগত হইয়া থাকে—সংকল্পাদি-রহিত সেই অন্তঃকরণের সহিত নিবৃত্ত হয় এবং নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিও চেষ্টা না করে—অর্থাৎ স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে ব্যাপৃত না হয় ; তাহাকে পরমা গতি, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাধন বলা যায় ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥১২০॥১১॥

উক্তায়া এব অবস্থায়া যোগসংজ্ঞামাহ—তামিতি। তাং (উক্তলক্ষণাং

স্থিরাং (নিশ্চলাং ইন্দ্রিয়ধারণাং (ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মনি স্থাপনম্) 'যোগম্' ইতি মন্যন্তে [যোগিন ইতি শেষঃ]। [যদা খলু যোগসাধনে প্রবৃত্তো ভবতি], তদা [এব] অপ্রমত্তঃ (প্রমাদরহিতো) ভবতি, [যোগী ইতি শেষঃ]। হি (যস্মাৎ) যোগঃ প্রভবাপ্যয়ৌ (হিতসাধকঃ অহিতসাধকশ্চ ভবতি), [যোগারম্ভে প্রমাদাৎ অহিতম্, অপ্রমাদাচ্চ হিতং ভবতি; তস্মাৎ অহিত-পরিহারায় প্রমাদঃ পরিবর্জ্জনীয় ইতি ভাবঃ]॥

পূর্ব্বোক্ত অবস্থাকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন,—সেই পূর্ব্বকথিত স্থিরতর ইন্দ্রিয়ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরীকরণকেই (যোগিগণ) যোগ বলিয়া মনে করেন। সেই যোগারম্ভকালে সাধক প্রমাদ-(অনবধানতা) রহিত হইবে। কারণ, যোগই প্রভব- (সিদ্ধি) ও অপ্যয়ের (বিনাশের) কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রমাদে অপায়, আর অপ্রমাদে সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব, প্রমাদ-পরিত্যাগে যত্ন-পর হইবে ॥১২০॥১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তামীদৃশীং তদবস্থাং যোগমিতি মন্যন্তে বিয়োগমেব সন্তম্। সর্ব্বানর্থসংযোগ-বিয়োগলক্ষণা হি ইয়মবস্থা যোগিনঃ। এতস্যাং হ্যবস্থায়াম্ অবিদ্যাধ্যারোপণবর্জ্জিত-স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ আত্মা। স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্—স্থিরামচলাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাং বাহ্যান্তঃ-করণানাং ধারণামিত্যর্থঃ। অপ্রমত্তঃ প্রমাদবর্জ্জিতঃ সমাধানং প্রতি নিত্যং প্রযত্নবান্; তদা তস্মিন্ কালে, যদৈব প্রবৃত্তযোগো ভবতীতি সামর্থ্যাদবগম্যতে। ন হি বুদ্ধ্যাদি-চেষ্টাভাবে প্রমাদসম্ভবোঽস্তি। তস্মাৎ প্রাগেব বুদ্ধ্যাদিচেষ্টোপরমাৎ অপ্রমাদো বিধীয়তে। অথবা, যদৈবেন্দ্রিয়াণাং স্থিরা ধারণা, তদানীমেব, নিরঙ্কুশমপ্রমত্তত্বম্, ইত্যতোঽভিধীয়তে অপ্রমত্তস্তদা ভবতীতি। কুতঃ ? যোগো হি যস্মাৎ প্রভ-বাপ্যয়ৌ উপজনাপায়ধর্ম্মকঃ ইত্যর্থঃ। অতঃ অপায়পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্ত্তব্য-ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকৃত পক্ষে বিয়োগাত্মক (ভোগত্যাগ-স্বরূপ) হইলেও যোগিগণ ঈদৃশ সেই অবস্থাকে 'যোগ' বলিয়া মনে করেন। কারণ, এই

অবস্থাটি যোগীর সর্ব্বপ্রকার অনর্থ সম্বন্ধের বিয়োগাত্মক। এই অবস্থায়ই আত্মা অবিদ্যার আরোপ রহিত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়; স্থির অর্থ—চাঞ্চল্য-রহিত, ইন্দ্রিয়-ধারণা অর্থ—বাহ্য ও অন্তঃকরণ সমূহের ধারণা (আত্মাভিমুখীকরণ)। [সাধক ব্যক্তি] যখনই যোগে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই সমাধির প্রতি অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদ-বর্জ্জিত হইবে। মূলে 'যখনই' ইত্যাদি অংশ না থাকিলেও "তদা" শব্দ থাকার কল্পনা করিয়া লইতে হয়। কারণ, বুদ্ধি প্রভৃতি করণসমূহের চেষ্টার অভাব হইলে, কখনই প্রমাদের সম্ভাবনা হয় না। অতএব, বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়া-বিরামের পূর্ব্বেই প্রমাদত্যাগ বিহিত হইতেছে। অথবা, যখনই ইন্দ্রিয় সমূহের স্থিরতর ধারণা হয়, তখনই অব্যাহত ভাবে অপ্রমাদ সম্পন্ন হইয়া থাকে; এই কারণে তখন 'অপ্রমত্ত হইবার' বিধান করা হইতেছে। ইহার কারণ? যে হেতু যোগই প্রভব ও অপ্যয় স্বরূপ, অর্থাৎ হিত ও অপায়ের (অহিতের) কারণ হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব, অপায় বা অহিত পরিহারার্থ অপ্রমাদ বা অনবধানতা ত্যাগ করা আবশ্যক ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

আত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বেন গুরূপদেশমাত্রগম্যত্বমাহ নৈবেতি। বাচা (বাক্যেন) ন এব, মনসা (অন্তঃকরণেন) ন এব, চক্ষুষা (চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং, ততশ্চ কেনাপি ইন্দ্রিয়েণ) ন এব প্রাপ্তুং (জ্ঞাতুং) শক্যঃ (বিজ্ঞেয়ঃ) [পরমাত্মা ইতি শেষঃ]। [তস্মাৎ] [আত্মা]-অস্তি' ইতি ব্রুবতঃ (আত্মাস্তিত্ববাদিনঃ আচার্য্যাৎ) অন্যত্র (নাস্তিকাদৌ) তৎ (আত্মস্বরূপং) কথম্ উপলভ্যতে? [ন কথমপি, ইতি ভাবঃ]॥

দুর্বিজ্ঞেয় আত্মাকে কেবল গুরুর উপদেশ সাহায্যেই জানা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে,—আত্মা নিশ্চয়ই বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে,

এবং চক্ষু দ্বারাও (কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও) প্রাপ্তির যোগ্য নহে। অতএব আত্মার অস্তিত্ববাদী গুরু ভিন্ন অন্যত্র (নাস্তিকাদির নিকট) কিরূপে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে ? ॥১২১॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বুদ্ধ্যাদিচেষ্টাবিষয়ং চেদ্ ব্রহ্ম,'ইদং তৎ' ইতি বিশেষতো গৃহ্যেত,বুদ্ধ্যাদ্যুপরমে চ গ্রহণকারণাভাবাদনুপলভ্যমানং নাস্ত্যেব ব্রহ্ম। যদ্ধি করণগোচরং, তৎ 'অস্তি'ইতি প্রসিদ্ধং লোকে ; বিপরীতঞ্চাসদিতি। অতশ্চানর্থকো যোগোঽনুপলভ্যমানত্বাদ্ বা 'নাস্তীতি' উপলব্ধব্যং ব্রহ্ম, ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে। সত্যম্—

নৈব বাচা, ন মনসা, ন চক্ষুষা—নাণ্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। তথাপি সর্ব্ববিশেষরহিতোঽপি জগতো মূলমিত্যবগতত্বাদস্ত্যেব ; কার্য্যপ্রবিলাপনস্যাস্তিত্বনিষ্ঠত্বাৎ। তথা ইদং কার্য্যং সৌক্ষ্ম্যতারতম্যপারম্পর্য্যেণ অনুগম্যমানং সদ্-বুদ্ধিনিষ্ঠামেবাবগময়তি। যদাপি বিষয়প্রবিলাপনেন প্রবিলাপ্যমানা বুদ্ধিঃ,তদাপি সা সৎপ্রত্যয়গর্ভৈব বিলীয়তে। বুদ্ধির্হি নঃ প্রমাণং সদসতোর্যাথাত্ম্যাবগমে। মূলং চেজ্জগতো ন স্যাৎ, অসদন্বিতমেবেদং কার্য্যমসদিত্যেব গৃহ্যেত, ন ত্বেতদস্তি—সৎ-সদিত্যেব তু গৃহ্যতে। যথা মৃদাদিকার্য্য ঘটাদি মৃদাদ্যন্বিতম্। তস্মাজ্জগতো মূলমাত্মা অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ।

তস্মাদস্তীতি ব্রুবতোঽস্তিত্ববাদিন আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাদন্যত্র নাস্তিক-বাদিনি নাস্তি জগতো মূলমাত্মা, নিরন্বয়মেবেদং কার্য্যমভাবান্তং প্রবিলীয়ত-ইতি মন্যমানে বিপরীতদর্শিনি কথং তৎ ব্রহ্ম তত্ত্বত উপলভ্যতে, ন কথঞ্চনোপ-লভ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১২১ ॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম যদি বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানসাধনের বিষয়ীভূত হইতেন, তাহা হইলে 'ইহা সেই ব্রহ্ম', ইত্যাকার বিশেষ ভাবে অবশ্যই তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারিত ; কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতির উপরম অর্থাৎ ব্যাপারের অবিষয়তা নিবন্ধন জানিবার উপায় না থাকায় উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই বা অসৎ। কারণ, জগতে যাহা করণ-

গোচর (জ্ঞানসাধনের বিষয়), তাহাই 'সৎ', আর তদ্বিপরীত মাত্রই 'অসৎ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই কারণে যোগ-সাধন অনর্থক (বিফল), অথবা, যখন উপলব্ধি হয় না, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই; এইরূপ সম্ভাবনায় এইকথা বলিতেছেন যে, সত্য বটে, বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে, চক্ষু দ্বারা নহে কিংবা অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারাও পাইবার যোগ্য নহে; তথাপি কার্য্যের বিলয়ন বা বিনাশ যখন সৎ বস্তুকে (কারণকে) অবলম্বন না করিয়া হইতেই পারে না, তখন ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষ গুণ-রহিত হইলেও জগতের মূল কারণ রূপে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতীতি আছে। সেইরূপ দেখাও যায়, [ধ্বংসোন্মুখ] কোন একটি কার্য্য বা জন্য বস্তু উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে উহা যে সৎরূপেই অবস্থান করে, এইরূপই প্রতীতি (সদ্‌বুদ্ধি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। * যখন বুদ্ধির বিষয়ের (সূক্ষ্মভাগের) বিলয়ন বা বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তদ্বিষয়ক বুদ্ধিও বিলীন (বিনষ্ট) হইয়া যায়, তখনও সেই বুদ্ধি যেন 'সৎ' প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন্‌টি যথার্থ সৎ, আর কোন্‌টি যথার্থ অসৎ, এই তত্ত্ব নির্ণয়ে বুদ্ধিই আমাদের একমাত্র প্রমাণ। জগতের মূল কারণ যদি অসৎই হইত, তাহা হইলে মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ সমুৎপাদিত ঘটাদি কার্য্য যেরূপ মৃত্তিকা সংবলিত রূপে গৃহীত (প্রতীত)

---

* তাৎপর্য্য—দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমে পরমাণু, পরে দ্ব্যণুক (সম্মিলিত দুইটি (পরমাণু) তাহার পর ত্রসরেণু (সম্মিলিত তিনটী পরমাণু), তাহার পর মৃত্তিকাচূর্ণ, অনন্তর, যে দুই অংশের সম্মিলনে ঘট প্রস্তুত হয়, সেই দুই অংশ কপাল ও কপালিকা; অবশেষে স্থূল ঘট প্রস্তুত হয়। আরম্ভকালে যেমন ক্রমিক স্থূলত্বে পর্য্যবসান, বিনাশ বা বিলয়কালে তেমনি উত্তরোত্তর সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবসান হয়—ঘটের ধ্বংসে কপাল ও কপালিকা, তাহার ধ্বংসে আবার চূর্ণভাব, এইরূপে ত্রসরেণু, দ্ব্যণুক, পরমাণু, ক্রমে অব্যক্তভাব উপস্থিত হয়। সেই অব্যক্তও আবার শক্তিরূপে নিত্য সত্য ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে। অতএব, কার্য্যবস্তু যতই বিনষ্ট হউক—সূক্ষ্মতার চরমসীমায় উপস্থিত হউক না কেন, কিছুতেই আকাশকুসুমের ন্যায় 'অসৎ' হইয়া যায় না। কারণ স্বরূপে পরিণতিই কার্য্যবস্তুর বিনাশ বা বিলয়, অত্যন্ত উচ্ছেদ নহে। এই কারণেই ভাষ্যকার বলিলেন যে, বিলীয়মান ঘটাদি কার্য্য সমূহ যতই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হউক না কেন, পরিণামে তখনও যে, উহা সৎ-বিদ্যমানই আছে, এই বোধই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে॥

হয়, সেইরূপ অসৎকারণান্বিত কার্য্য—জগৎও 'অসৎ' বলিয়াই প্রতীত হইত ; কিন্তু সেরূপ ত হয় না, বরং 'সৎ' বলিয়াই পরিগৃহীত হয়। অতএব, জগতের মূলকারণ আত্মা যে, আছেন, ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ বুঝিতে হইবে।

অতএব, '[আত্মা] আছে' ইহা যিনি বলেন, সেই আত্মাস্তিত্ববাদী, শাস্ত্রার্থানুসারী শ্রদ্ধাবান্ ভিন্ন অন্যত্র নাস্তিকবাদী অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে, জগতের মূল কারণ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই জগৎকার্য্যটি নিরন্বয় অর্থাৎ কারণের সহিত সম্বন্ধ-রহিতভাবেই অভাবে পর্য্যবসিত হইবে', এই প্রকার বিপরীতদর্শী নাস্তিকের নিকট সেই ব্রহ্ম কিরূপে যথাযথরূপে উপলব্ধি বা প্রতীতির বিষয় হইবেন ? কোন প্রকারেই উপলব্ধ হইতে পারেন না ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

আত্মোপলব্ধিপ্রকারমাহ—অস্তীত্যাদি। উভয়োঃ (সোপাধিক-নিরুপাধিকয়োর্মধ্যে) [নিরুপাধিক আত্মা] তত্ত্বভাবেন (অপরিণামি-সত্যরূপেণ) 'অস্তি' (সৎ) ইত্যেব উপলব্ধব্যঃ (বোদ্ধব্যঃ)। 'অস্তি'ইতি (এবং) উপলব্ধস্য (উপলব্ধুঃ —জ্ঞাতুঃ সকাশে) তত্ত্বভাবঃ (নিরুপাধিকস্বভাবঃ) প্রসীদতি (নিঃসংশয়ং প্রতীতিবিষয়ো ভবতি, ইত্যর্থঃ) ॥

পুনশ্চ আত্মোপলব্ধির প্রণালী বলিতেছেন—উপাধিযুক্ত ও তদ্বিযুক্ত, এতদুভয় প্রকারের মধ্যে নিরুপাধিক আত্মাকেই তত্ত্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃত সত্যরূপে 'অস্তি' অর্থাৎ 'সৎ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে লোক 'অস্তি' বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার নিকট পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বভাব আত্মার কূটস্থ সত্যরূপ প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায় ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মাদপোহ্যাসদ্বাদিপক্ষমাসুরম্ অস্তীত্যেব আত্মা উপলব্ধব্যঃ সৎকার্য্যবুদ্ধ্যাদ্যুপা-

ধিভিঃ। যদা তু তদ্রহিতোঽবিক্রিয় আত্মা,কার্য্যঞ্চ কারণব্যতিরেকেণ নাস্তি, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"ইতি শ্রুতেঃ। তদা তস্য নিরুপাধিকস্য অলিঙ্গস্য সদসদাদিপ্রত্যয়বিষয়ত্ববর্জিতস্য আত্মনঃ তত্ত্বভাবো ভবতি। তেন চ রূপেণাত্মোপলব্ধব্য ইত্যনুবর্ত্ততে। তত্রাপ্যুভয়োঃ সোপাধিক-নিরুপাধিকয়োরস্তিত্ব-তত্ত্বভাবয়োঃ নির্দ্ধারণার্থা ষষ্ঠী। পূর্ব্বম্ অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য আত্মনঃ সৎকার্য্যোপাধি-কৃতাস্তিত্ব-প্রত্যয়েনোপলব্ধস্যেত্যর্থঃ। পশ্চাৎপ্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিরূপ আত্মনঃ তত্ত্বভাবঃ বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যোঽদ্বয়স্বভাবো "নেতি নেতি" "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্" "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে নিরুক্তেঽনিলয়নে" ইত্যাদিশ্রুতিনির্দ্দিষ্টঃ প্রসীদতি অভিমুখীভবতি, আত্মনঃ প্রকাশনায় পূর্ব্বমস্তীত্যুপলব্ধবত ইত্যেতৎ॥ ১২২॥ ১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতএব, অসুরসম্মত অসদ্‌বাদিগের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎকার্য্য (সদ্‌ব্রহ্মসম্ভূত) বুদ্ধ্যাদি উপাধি-সমন্বিত আত্মাকে 'অস্তি' (সৎ) বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যখন বিকারহীন আত্মা পূর্ব্বোক্ত উপাধি-রহিত হয় এবং 'বিকার (ঘটাদি কার্য্য) কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।' এই শ্রুতি অনুসারে যখন জানা যায় যে, কারণের অতিরিক্তও কার্য্যের সত্তা নাই; তখন সেই উপাধিরহিত, অলিঙ্গ এবং সদসদাত্মক (কার্য্য-কারণভাবময়) বুদ্ধির অবিষয় আত্মার 'তত্ত্বভাব' প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়; সেইরূপেই আত্মার উপলব্ধি করা উচিত। তন্মধ্যেও সোপাধিক ও নিরুপাধিক অর্থাৎ অস্তিত্ব ও তত্ত্বভাব, এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমে 'অস্তি'রূপেই উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ প্রথমে বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য সম্বন্ধ বশতঃ যে আত্মা 'সৎ'প্রতীতির বিষয় হয়, পশ্চাৎ সেই আত্মারই সর্ব্বোপাধি-রহিত 'তত্ত্বভাব', যাহা বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্, স্বভাবত অদ্বিতীয় এবং যাহা 'ইহা ব্রহ্ম নহে ইহা নহে', 'স্থূল, অণু ও হ্রস্ব নহে;' এবং 'অদৃশ্য, অনাত্ম্য (দেহাদি রহিত) ও বিলয়-রহিত' ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সেই তত্ত্বভাব প্রসন্ন হয় অর্থাৎ তাহার সম্মুখীন হয়। [কাহার ? না—] আত্ম-প্রকাশের

উদ্দেশে যে লোক তৎপূর্ব্বে ‘অস্তি’ বলিয়া আত্মার উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার—॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১২৩॥১৪

মুমুক্ষোঃ তাদৃশপ্রসাদসাধ্যং ফলমাহ,—যদেতি। অস্য হৃদি শ্রিতাঃ (অন্তঃকরণগতাঃ) সর্ব্বে কামাঃ (বাসনাঃ) যদা প্রমুচ্যন্তে, [কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ, মুক্তা ভবন্তি, অপগচ্ছন্তীতি যাবৎ]। অথ (অনন্তরং) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলো মনুষ্যঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) ভবতি। অত্র (অস্মিন্ এব দেহে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে (ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ)॥

এই মুমুক্ষুর হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা যখন বিমুক্ত হইয়া যায় (আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়), তাহার পর সেই মর্ত্ত্য (মরণশীল মনুষ্য) অমৃত হন ; এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন ॥ ১২৩॥১৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং পরমার্থদর্শিনো যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বে কামাঃ কাময়িতব্যস্যান্যস্যাভাবাৎ, প্রমুচ্যন্তে বিশীর্য্যন্তে, যেঽস্য প্রাক্ প্রতিবোধাদ্বিদুষো হৃদি বুদ্ধৌ শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ। বুদ্ধির্হি কামানামাশ্রয়ঃ নাত্মা “কামঃ সঙ্কল্পঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাচ্চ। অথ তদা মর্ত্ত্যঃ প্রাক্ প্রবোধাদাসীৎ, স প্রবোধোত্তরকালমবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণস্য মৃত্যোঃ বিনাশাৎ অমৃতো ভবতি গমনপ্রযোজকস্য বা মৃত্যোর্বিনাশাদ্গমনানুপপত্তেঃ। অত্র ইহৈব প্রদীপনির্ব্বাণবৎ সর্ব্ববন্ধনোপশমাদ্ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ॥ ১২৩॥১৪

ভাষ্যানুবাদ।

এইপ্রকার পরমার্থতত্ত্বদর্শী পুরুষের প্রতিবোধ অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি সমুদিত হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত কামনা (বিষয়-তৃষ্ণা) হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াছিল ; আর কিছু কাময়িতব্য (প্রার্থনীয়) না থাকায় যখন সেই সকল কামনা প্রমুক্ত অর্থাৎ বিশীর্ণ (অসার) হইয়া যায়। বুদ্ধিই কামনার আশ্রয়, আত্মা নহে ; ইহা যুক্তিতে এবং ‘কামনা-সংকল্প

[প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল মনেরই]' ইত্যাদি অপর শ্রুতি অনুসারেও [জানা যায়]। তখন, আত্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যিনি মর্ত্ত্য (মরণশীল) ছিলেন ; জ্ঞানোদয়ের পর অবিদ্যা, কামনা ও তদনুরূপ চেষ্টাত্মক মৃত্যুর বিনাশ হওয়ায় সেই মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল জীবই অমৃত হন। অথবা, জীবের লোকান্তরে গমনসাধক যে মৃত্যু, তাদৃশ মৃত্যুর অভাব বশতঃ অমৃত হন ; কারণ, মৃত্যুর পর জ্ঞানীর আত্মার অন্যত্র গমন সম্ভবপর হয় না ; পরন্তু, প্রদীপনির্ব্বাণের ন্যায় সমস্ত বন্ধনের একেবারে উপশম হওয়ায় এই দেহেই তিনি ব্রহ্ম ভোগ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান ॥ ১২৩ ॥ ১৪ ॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্ ॥ ১২৪॥১৫

কদা পুনঃ সর্ব্বকামানাং সম্যক্ সমুচ্ছেদো ভবেৎ ? ইত্যাহ—যদেতি। ইহ (মানুষদেহে) হৃদয়স্য সর্ব্বে গ্রন্থয়ঃ (গ্রন্থিবৎ অবিদ্যাবন্ধনানি) যদা প্রভিদ্যন্তে (অপযান্তি)। অথ (তদা) মর্ত্ত্যঃ [সর্ব্বকাম-প্রহাণেন] অমৃতঃ (মুক্তঃ) ভবতি। এতাবৎ (এতাবদেব) অনুশাসনম্ (নিষ্কামকর্ম্ম-শ্রবণ-মনন-ধ্যান-কর্ত্তব্যোক্তিপরঃ বেদান্ত-শাস্ত্রস্যোপদেশ ইত্যর্থঃ) ॥

সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদ হয় কখন ? তাই বলিতেছেন যে,—এই মানুষ-দেহেই যে সময় হৃদয়গত সমস্ত অবিদ্যা-গ্রন্থি ভিন্ন বা বিনষ্ট হইয়া যায় ; সেই সময়ই সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদবশতঃ মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে। এই পর্য্যন্তই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ [ইহার অধিক আর উপদেশ নাই] ॥১২৪॥১৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কদা পুনঃ কামানাং মূলতো বিনাশঃ ? ইত্যুচ্যতে। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে ভেদমুপযান্তি বিনশ্যন্তি হৃদয়স্য বুদ্ধেরিহ জীবত এব গ্রন্থয়ো গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপা অবিদ্যাপ্রত্যয়া ইত্যর্থঃ। 'অহমিদং শরীরং, মমেদং ধনং, সুখী দুঃখী চাহম্'ইত্যেবমাদিলক্ষণাঃ তদ্বিপরীতাৎ ব্রহ্মাত্মপ্রত্যয়োপজননাৎ 'ব্রহ্মৈবাহমস্ম্যসংসারী' ইতি।

বিনষ্টেষু অবিদ্যাগ্রন্থিষু তন্নিমিত্তাঃ কামা মূলতো বিনশ্যন্তি। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি, এতাবদ্ধি—এতাবদেবৈতাবন্মাত্রং, নাধিকমস্তীত্যাশঙ্কা কর্ত্তব্যা। অনুশাসনম্ অনুশিষ্টিঃ উপদেশঃ সর্ব্ববেদান্তানামিতি বাক্যশেষঃ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যখন এই জীবৎ-দেহেই হৃদয়গত গ্রন্থিসমূহ, অর্থাৎ দৃঢ়তর গ্রন্থিবন্ধনের ন্যায় সমস্ত অবিদ্যা-বুদ্ধি (ভ্রান্তি জ্ঞান সমুদয়) সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়—অর্থাৎ 'আমি এই শরীর (স্থূল, কৃশ ইত্যাদি), আমার এই ধন, আমি সুখী ও দুঃখী', ইত্যাদি প্রকার অবিদ্যাত্মক প্রতীতি সমূহ যখন তদ্‌বিপরীত—'আমি অসংসারী ব্রহ্মস্বরূপই' এইরূপ ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। অবিদ্যা-গ্রন্থিসমূহ বিনষ্ট হইলে, তদধীন বা তন্মূলক কামনাসমূহও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন, সেই মর্ত্ত্য ব্যক্তি অমৃত হন। এই পর্য্যন্তই—ইহা অপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া আশঙ্কা করা উচিত নহে, অনুশাসন অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের উপদেশ [এতদপেক্ষা আর অধিক তত্ত্বোপদেশ নাই]। 'সর্ব্ববেদান্তানাং' পদটি শ্রুতিতে না থাকিলেও উহা ঐ বাক্যের শেষাংশ; এই কারণে ভাষ্যকার ঐটুকু ব্যাখ্যায় সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য-
　　স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি,
　　বিম্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

এবং মোক্ষহেতুব্রহ্মবিদ্যামুক্‌্‌ত্বা জ্ঞানিনঃ চরমদেহাৎ নিষ্ক্রমণে মার্গবিশেষমাহ—শতমিত্যাদিনা। হৃদয়স্য (হৃদয়সম্বন্ধিন্যঃ) শতঞ্চ একা চ (একোত্তরশতং)

নাড্যঃ [সন্তি] ; তাসাং [মধ্যে] একা (সুষুম্নাখ্যা নাড়ী) মূর্দ্ধানমভি (প্রতি) নিঃসৃতা (মূর্দ্ধপর্য্যন্তং গতা)। তয়া (সুষুম্নাখ্যয়া নাড্যা) ঊর্দ্ধম্ আয়ন্ (গচ্ছন্) অমৃতত্বম্ এতি (অমৃতো ভবতীত্যর্থঃ)। অন্যাঃ (শতং নাড্যঃ) বিষ্বঙ্উৎক্রমণে (লোকান্তরগমনার্থং) ভবন্তি ॥

হৃদয়স্থ একশত একটি নাড়ী আছে ; তন্মধ্যে একটি নাড়ী (সুষুম্না নাড়ী) মূর্দ্ধ (ব্রহ্মরন্ধ্র) অভিমুখে নির্গত হইয়াছে ; [মানুষ মৃত্যুকালে] সেই নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে , অপরাপর নাড়ীসমূহ অন্যান্ত লোকে গমনের কারণ হয় ॥ ১২৫॥১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নিরস্তাশেষবিশেষ-ব্যাপিব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্ত্যা প্রভিন্নসমস্তাবিদ্যাদিগ্রন্থেঃ জীবত এব ব্রহ্মভূতস্য বিদুষো ন গতির্বিদ্যতে, ইত্যুক্তম্। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে", ইত্যুক্তত্বাৎ, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি।" "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। যে পুনর্ম্মন্দব্রহ্মবিদো বিদ্যান্তরশীলিনশ্চ ব্রহ্মলোকভাজঃ, যে চ তদ্বিপরীতাঃ সংসার-ভাজঃ, তেষামেষ গতিবিশেষ উচ্যতে। প্রকৃতোৎকৃষ্টব্রহ্মবিদ্যাফলস্তুতয়ে। কিঞ্চান্যৎ, অগ্নিবিদ্যা পৃষ্টা, প্রত্যুক্তা চ। তস্যাশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রকারো বক্তব্য ইতি মন্ত্রারম্ভঃ।

তত্র—শতঞ্চ শতসঙ্খ্যকা, একা চ—সুষুম্না নাম পুরুষস্য হৃদয়াদ্‌বিনিঃসৃতা নাড্যঃ শিরাঃ। তাসাং মধ্যে মূর্দ্ধানং ভিত্ত্বাঽভিনিঃসৃতা নির্গতা একা সুষুম্না নাম; তয়া অন্তকালে হৃদয়ে আত্মানং বশীকৃত্য যোজয়েৎ। তয়া নাড্যা ঊর্দ্ধম্ উপরি আয়ন্ গচ্ছন্ আদিত্যদ্বারেণ অমৃতত্বম্ অরণধর্ম্মত্বমাপেক্ষিকম্।"আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। ব্রহ্মণা বা সহ কালান্তরেণ মুখ্যমমৃতত্বমেতি—ভুক্ত্বা ভোগানমুপমান্ ব্রহ্মলোকগতান্। বিষ্বক্ নানাবিধগতয়ঃ অন্যা নাড্য উৎক্রমণে উৎক্রমণনিমিত্তং ভবন্তি ; সংসারপ্রতিপত্ত্যর্থা এব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মরহিত, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে আত্মরূপে অবগত হওয়ায় যাহার সমস্ত অবিদ্যা-গ্রন্থি বিধ্বস্ত হইয়াছে ; জীবদবস্থায়ই ব্রহ্ম-

ভাবাপন্ন সেই জ্ঞানীর আর লোকান্তরে গতি হয় না, '[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] এই দেহেই ব্রহ্ম ভোগ করেন'; এই উদাহৃত শ্রুতি দ্বারা এ কথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে এবং এতদনুকূলে 'তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত বা লোকান্তরগামী হয় না।' '[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।' ইত্যাদি আরও শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে। আর যাহারা অল্পপরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞ, অথবা [পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা প্রভৃতি] অপরাপর বিদ্যার অনুশীলন করিয়া ব্রহ্মলোকগামী হন; এবং যাহারা ঐ প্রকার নহে—সংসারগামী; এখন তাহাদের বিভিন্নপ্রকার গতির কথা অভিহিত হইতেছে,—প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যাফলগত উৎকর্ষের প্রশংসা করাই ইহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। আরও এক কথা,—অগ্নিবিদ্যা জিজ্ঞাসিত ও বর্ণিত হইয়াছে মাত্র; এখন তাহারও ফললাভের প্রকার বলা আবশ্যক। এই কারণে এই মন্ত্রের অবতারণা হইয়াছে।

পুরুষের হৃদয়-প্রদেশ হইতে শত অর্থাৎ শতসংখ্যক ও সুষুম্না নামক একটি—এই একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি সুষুম্নানামক নাড়ী মূর্দ্ধদেশ (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। অন্তকালে আত্মাকে বশীভূত করিয়া স্বহৃদয়ে সেই নাড়ীর সহিত সংযোজিত করিবে। সেই নাড়ীর সাহায্যে ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইয়া আদিত্য-মণ্ডলের দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ অমরত্ব লাভ করেন। 'ভূতসংপ্লব' অর্থ—প্রলয় কাল; তৎকালপর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকাকে 'অমৃতত্ব' বলা হয়।' এই স্মৃতিবাক্য অনুসারে জানা যায় যে, এই অমৃতত্ব ধর্ম্মটি আপেক্ষিক অর্থাৎ অপরাপর অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়িত্ব মাত্র। অথবা; তাঁহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া সেখানে অনুপম বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া সেই ব্রহ্মার লয় কালে ব্রহ্মার সহিত যথার্থ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। অপর নাড়ী সমূহ উৎক্রমণকালে নানাপ্রকার গতি লাভের কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অপরাপর

নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইলে জীবের বিভিন্ন লোকে গতি হইয়া থাকে। ফল কথা, সেই সকল নাড়ী কেবল সংসার প্রাপ্তিরই নিদান হইয়া থাকে মাত্র * ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥১২৬॥১৭॥

অথ সর্ব্ববল্ল্যর্থমুপসংহরন্ আহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইত্যাদি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ-হৃদয়াভিব্যক্তত্বাৎ) পুরুষঃ (পুরি—হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ) অন্তরাত্মা (অন্তর্য্যামী) সদা (নিয়তং) জনানাং (প্রাণিনাং) হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) সন্নিবিষ্টঃ (অবস্থিতঃ) [অস্তি]। [মুমুক্ষুঃ] মুঞ্জাৎ (তদাখ্যতৃণাৎ) ইষীকাং (গর্ভস্থদলং) ইব স্বাৎ (স্বকীয়াৎ) শরীরাৎ তং (অন্তর্য্যামিনং) ধৈর্য্যেণ (তিতিক্ষয়া) প্রবৃহেৎ (পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। তং (দেহাৎ নিষ্কৃষ্টং) শুক্রং (শুদ্ধং) অমৃতং (ব্রহ্ম) বিদ্যাৎ (বিজানীয়াদিত্যর্থঃ)। উপনিষৎ-সমাপ্তৌ দ্বির্ব্বচনম্ ॥

এখন সমস্ত বল্লীর অর্থ সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জাতৃণ হইতে যেরূপ ইষীকা (মধ্যের ডগটি) বাহির করেন, সেইরূপ ধৈর্য্য সহকারে সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ করিবেন; এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। গ্রন্থসমাপ্তি জ্ঞাপনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ১২৬॥১৭॥

(*) তাৎপর্য্য—উৎক্রমণ সম্বন্ধে কথা এই যে, যাঁহারা আত্মার ব্রহ্মভাব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের আর উৎক্রমণ অর্থাৎ লোকান্তরে গমন হয় না। প্রাণাদি উপাধি সমূহ এখানেই স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়, আত্মাও ব্রহ্মে মিলিয়া যায়। আর যাঁহারা অপর-ব্রহ্ম-বিদ্যা বা কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার অনুশীলন করিয়াছেন; উপাসনার তারতম্যানুসারে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা সুষুম্নানাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া আদিত্য-মণ্ডলে যাইয়া দীর্ঘকাল সুখ সম্ভোগ করিয়া পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হন, কেহ বা ব্রহ্মলোকে যাইয়া জ্ঞানানুশীলনে পূর্ণত্ব লাভ করিয়া সেই:ব্রহ্মার মুক্তির সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। আর যাঁহারা কেবলই যাগাদি কর্ম্ম করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে যাইয়া ভোগান্তে পুনশ্চ ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ইদানীং সর্ব্ববল্ল্যর্থোপসংহারার্থমাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জনানাং সম্বন্ধিনি হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ যথা ব্যাখ্যাতঃ। তং স্বাৎ আত্মীয়াৎ শরীরাৎ প্রবৃহেৎ উদ্যচ্ছেৎ নিষ্কর্ষেৎ পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কিমিব ? ইত্যুচ্যতে—মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং অন্তঃস্থাং ধৈর্য্যেণ অপ্রমাদেন। তং শরীরান্নিষ্কৃষ্টং চিন্মাত্রং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ—শুক্রং শুদ্ধম্ অমৃতং যথোক্তং ব্রহ্মেতি। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি দ্বির্ব্বচনমুপনিষৎসমাপ্ত্যর্থম্-ইতিশব্দশ্চ ॥ ১২৬ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন সমস্ত বল্লীর অর্থ উপসংহারার্থ বলিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদা জনসম্বন্ধীয় হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে নিবিষ্ট (বর্ত্তমান) রহিয়াছেন। এই অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। তাহাকে স্বীয় শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিবে। কাহার ন্যায় ? তাই বলা হইতেছে যে, মুঞ্জ হইতে তাহার অন্তঃস্থিত ইষীকাকে যেরূপ, সেইরূপ ধৈর্য্য সহকারে অর্থাৎ অপ্রমাদ সহকারে। শরীর-নিষ্কৃষ্ট (শরীর হইতে পৃথক্‌কৃত) সেই চিন্ময় আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত-প্রকার শুক্র (শুদ্ধ) অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে। পুনর্ব্বার যে 'তাহাকে শুক্র অমৃত বলিয়া জানিবে' বলা হইয়াছে; ইহা উপনিষৎসমাপ্তির সূচকমাত্র ॥ ১২৬ ॥ ১৭ ॥

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
　বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্ ।
ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্‌বিমৃত্যু-
　রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১২৭॥১৮॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥ ২॥৩

ইতি কাঠকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইদানীমাখ্যায়িকার্থমুপসংহরন্তী শ্রুতিরাহ—মৃত্যুপ্রোক্তামিতি। অথ (অনন্তরং) নচিকেতঃ (নচিকেতাঃ) মৃত্যুপ্রোক্তাং (যমেন কথিতাং) এতাং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারাং) বিদ্যাং (তত্ত্বজ্ঞানং) কৃৎস্নং (সসাধনং সফলং চ) যোগ-বিধিং (যোগানুষ্ঠানং) চ লব্ধ্বা (অধিগম্য) [প্রথমং] বিরজঃ (নির্দোষঃ) বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুকারণীভূতাবিদ্যারহিতশ্চ সন্) ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ (ব্রহ্মস্বরূপ এব) অভূৎ। অন্যোঽপি যঃ (কশ্চিৎ) এবং অধ্যাত্মং এবংবিৎ (প্রাগুক্তরূপমেব আত্মানং বেত্তি (জানাতি) [সোঽপি নচিকেতোবদেব ব্রহ্মপ্রাপ্তো ভবতীতি ভাবঃ]॥

এখন আখ্যায়িকার বিষয় উপসংহার পূর্ব্বক শ্রুতি বলিতেছেন—অনন্তর নচিকেতা মৃত্যুকর্ত্তৃক কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমস্ত (সাধন ও ফল সহকারে) যোগানুষ্ঠান পদ্ধতি অবগত হইয়া রজঃ (পাপাদি দোষ) রহিত ও বিমৃত্যু, অর্থাৎ মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাবিহীন হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরও যে লোক এই প্রকারেই আত্মতত্ত্ব অবগত হয়, [সেও নচিকেতার ন্যায় বিরজঃ, বিমৃত্যু, হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়]॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোৎসৃষ্টা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে কাঠকোপনিষদি তৃতীয়া বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিদ্যাস্তুত্যর্থোঽয়মাখ্যায়িকার্থোপসংহারঃ অধুনোচ্যতে,—মৃত্যুপ্রোক্তাং যমোক্তা-মেতাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং সমস্তং সোপকরণং সফলমিত্যেতৎ। নচিকেতাঃ অথ বরপ্রদানান্মৃত্যোঃ লব্ধ্বা প্রাপ্যেত্যর্থঃ। কিং? ব্রহ্মপ্রাপ্তোঽভূৎ মুক্তোঽভবদিত্যর্থঃ। কথং? বিদ্যাপ্রাপ্ত্যা বিরজো বিগতরজাঃ বিগতধর্ম্মাধর্ম্মো বিমৃত্যুঃ বিগতকামাবিদ্যশ্চ সন্ পূর্ব্বমিত্যর্থঃ। ন কেবলং নচিকেতা এব অন্যোঽপি য এবং নচিকেতোবৎ আত্ম-বিৎ অধ্যাত্মমেবং নিরুপচরিতং প্রত্যক্স্বরূপং প্রাপ্যতত্ত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ। নান্যদ্রূপমপ্রত্যগ্রূপং তদেবমধ্যাত্মম্ এবম্ উক্তপ্রকারেণ যো বেদ

বিজানাতীতি এবংবিৎ, সোঽপি বিরজাঃ সন্ ব্রহ্ম প্রাপ্য বিমৃত্যুর্ভবতীতি বাক্যশেষঃ ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সম্প্রতি এতদুপনিষদুক্ত বিদ্যার প্রশংসার্থ আখ্যায়িকায় বর্ণিত বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে,—নাচিকেতা মৃত্যুকর্ত্তৃক বর প্রদানের পর যথোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং কৃৎস্ন (সাকল্যে) অর্থাৎ যোগোপায় ও যোগ-ফলের সহিত যোগবিধি (যোগানুষ্ঠান পদ্ধতি) অবগত হইয়া কি হইলেন ? না—ব্রহ্মপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত হইলেন। কি প্রকারে ?—বিদ্যা-প্রাপ্তির ফলে প্রথমে বিরজ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ রজোদোষ-রহিত এবং বিমৃত্যু অর্থাৎ বিষয়বাসনা ও অবিদ্যাশূন্য হইয়া। কেবল নচিকেতাই নহে, অপরও যে কোন লোক নচিকেতার ন্যায় অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রকৃত প্রত্যক্-আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া—যাহা প্রত্যক্ স্বরূপ নহে, এমন অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত না হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়, সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ (এবংবিৎ) ব্যক্তিও বিরজ হইয়া ব্রহ্মলাভ করতঃ বিমৃত্যু (মৃত্যুরহিত অমৃত) হয় ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়বল্লীর ভাষ্যানুবাদ

সমাপ্ত ॥

কঠোপনিষৎ সমাপ্ত।

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অথর্ব্ববেদীয়

প্রশ্নোপনিষৎ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-

শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যসমেত

মূল, অন্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ।

সম্পাদক ও অনুবাদক

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

লোটাস্ লাইব্রেরী।

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

১৩১৮ সাল।

আভাস।

প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষৎ, উভয়ই এক অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ; উভয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়েরও যথেষ্টপরিমাণে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডকে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে আছে, প্রশ্নে আবার তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আবার প্রশ্নে যাহা সংক্ষিপ্ত, মুণ্ডকে তাহারই বিস্তৃতি রহিয়াছে। এই সংক্ষেপ ও বিস্তার লইয়াই উভয়ের পার্থক্য ঘটিয়াছে; বিশেষতঃ মুণ্ডকে যেমন পরাপর ব্রহ্ম-বিদ্যার সবিশেষ উপদেশ রহিয়াছে, প্রশ্নোপনিষদে আবার তেমনি প্রাণোপাসনার বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণই যে, স্থূল-সূক্ষ্ম ও সমষ্টি-ব্যষ্টি এবং অধ্যাত্মাদিভাবে সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা, এবং সোমরূপ অন্নই যে, নানারূপে ভোগ্য; তাহা বিভিন্নপ্রকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষগত শ্রদ্ধাদি ষোড়শপ্রকার কলার উৎপত্তি এবং সেই ষোড়শ কলা-সমন্বিত পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহও অতি বিশদভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

প্রশ্নোপনিষদের বিষয়সূচী।

আরম্ভ ও সমাপ্তির শ্লোক সংখ্যা।

প্রথম প্রশ্নে—

দ্বিতীয় প্রশ্নে—

তৃতীয় প্রশ্নে—

চতুর্থ প্রশ্নে—

পঞ্চম প্রশ্নে—

ষষ্ঠ প্রশ্নে—

সমাপ্ত।

অথর্ববেদীয়া

প্রশ্নোপনিষৎ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্॥

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নঃ তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ,এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ॥ ১॥

সরলার্থঃ—প্রণম্য গুরু-পাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-সম্মতিম্।
প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

ইহ খলু দুঃখসাগর-নিমগ্নান্ নিরীক্ষ্য সমুপজাতকরুণমিব আথর্ব্বণ-ব্রাহ্মণমিদং বক্ষ্যমাণবিদ্যা-স্তুতয়ে শিষ্যবুদ্ধি-সমবধানায় চ আখ্যায়িকারূপেণ জ্ঞানোপাসনে বক্তুং প্রবর্ত্ততে সুকেশা ইত্যাদি।

সুকেশা [নাম] ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজসুতঃ), সত্যকামঃ [নাম] শৈব্যঃ (শিবিনন্দনঃ), গার্গ্যঃ (গর্গবংশসম্ভূতঃ), সৌর্য্যায়ণী (সৌর্য্যায়ণিঃ—সূর্য্য-পুত্রস্য অপত্যং), কৌসল্যঃ [নাম] আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্রঃ), বৈদর্ভিঃ (বিদর্ভদেশোৎপন্নঃ) ভার্গবঃ (ভৃগুবংশীয়ঃ), কবন্ধী [নাম] কাত্যায়নঃ (কত্যস্য যুবা পুত্রঃ), তে (প্রসিদ্ধাঃ) এতে (সুকেশাদয়ঃ ষট্) ব্রহ্মপরাঃ (অপরং ব্রহ্ম পরং উপাস্যতয়া প্রধানং যেষাং, তে তথোক্তাঃ, বেদপরা বা) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মারাধন-নিরতাঃ, বেদনিষ্ঠা বা) পরং (নির্ব্বিশেষং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মতত্ত্বং) অন্বেষমাণাঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্তঃ) [সন্তি]। তে 'এষঃ (বুদ্ধিস্থঃ পিপ্পলাদঃ) তৎ সর্ব্বং (অস্মদভীষ্টং সর্ব্বমেব) বক্ষ্যতি (অস্মান্ কথয়িষ্যতি)' ; ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ ষট্) সমিৎপাণয়ঃ (যজ্ঞোপকরণকাষ্ঠহস্তাঃ সন্তঃ) ভগবন্তং (পূজার্হং) পিপ্পলাদং (তদাখ্যমাচার্য্যং) উপসন্নাঃ (সংপ্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ॥

ভরদ্বাজ-নন্দন সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গবংশজাত সৌর্য্যায়ণী, অশ্বল-তনয় কৌসল্য, বিদর্ভদেশীয় ভার্গব এবং কত্যপুত্র কবন্ধী, ইহারা সকলেই অপর ব্রহ্মের উপাসনায় তৎপর ও তদুচিত অনুষ্ঠান-নিরত, এবং পর তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক। ইনিই (পিপ্পলাদ) আমাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় উপদেশ দিবেন ; এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারা হস্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে নমঃ ॥ মন্ত্রোক্তস্যার্থস্য বিস্তরানুবাদীদং ব্রাহ্মণমারভ্যতে। ঋষিপ্রশ্নপ্রতিবচনাখ্যায়িকা তু বিদ্যাস্তুতয়ে,—এবং সংবৎসরব্রহ্মচর্য্যসংবাসাদি-যুক্তৈস্তপোযুক্তৈর্গ্রাহ্যা পিপ্পলাদাদিবৎ সর্ব্বজ্ঞকল্পৈরাচার্য্যৈর্ব্বক্তব্যা চ, ন সা যেন-কেনচিদিতি বিদ্যাং স্তৌতি। ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসূচনাচ্চ তৎকর্ত্তব্যতা স্যাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আথর্ব্বণ মন্ত্রোপনিষদে (মুণ্ডকোপনিষদে) যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ

ভাগোক্ত প্রশ্নোপনিষৎ আরব্ধ হইতেছে, (১) বর্ণনীয় বিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসাখ্যাপনার্থ ঋষিগণের প্রশ্ন ও প্রতিবচনাত্মক আখ্যায়িকাটি (গল্পটি) রচিত হইয়াছে;—বক্ষ্যমাণ বিদ্যা পিপ্পলাদ প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতুল্য আচার্য্যগণেরই বক্তব্য বা উপদেশদানের যোগ্য এবং সংবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য—সংযতভাবে গুরুসমীপে বাস ও উপযুক্ত তপস্যাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেরই গ্রহণযোগ্য; কিন্তু যে-সে লোকের বাচ্যও নহে, গ্রাহ্যও নহে; [উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনীয়] বিদ্যার এবংবিধ প্রশংসা সূচিত হইতেছে। আর বিদ্যালাভের পক্ষে যে, ব্রহ্ম-

(১) তাৎপর্য্য—'প্রশ্ন' ও 'মুণ্ডক', এই দুইখানিই আথর্ব্বণ উপনিষৎ। তন্মধ্যে প্রশ্নোপনিষৎ খানি ব্রাহ্মণভাগের আর মুণ্ডকোপনিষৎ খানি মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। উভয়ের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়েরও অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে; অর্থাৎ মুণ্ডকোপনিষদে যে বিষয়টি উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রশ্নোপনিষদেও আবার সেই বিষয়টিই বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, উভয় উপনিষদে যখন একই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে; অথর্ব্ববেদে মন্ত্রকাণ্ডীয় মুণ্ডকোপনিষৎসত্ত্বে আবার সেই বেদেই এই ব্রাহ্মণোপনিষৎ আরম্ভের প্রয়োজন কি? বরং ইহাতে পুনরুক্তিদোষই উপস্থিত হইতে পারে; এই আশঙ্কার অপনয়ন-মানসেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"মন্ত্রোক্তস্যার্থস্য বিস্তরবাদি ইদং ব্রাহ্মণম্ আরভ্যতে"।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও মন্ত্রকাণ্ডীয় 'মুণ্ডকোপনিষৎ'সত্ত্বে ব্রাহ্মণভাগে পুনর্ব্বার অনুরূপ উপনিষৎ হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে পুনরুক্তিদোষ হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সে দোষ হইতে পারে না; কারণ, মন্ত্রোপনিষদে যে সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে; এই উপনিষদে সেই সকল বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তার্থকে বিস্তৃত করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা বা বিস্তার করা যখন ব্রাহ্মণভাগের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত; তখন ইহাতে পুনরুক্তি বা আনর্থক্য দোষ ঘটিতে পারে না। এখানে মুণ্ডকোপনিষদের অর্থ এইরূপে বিবৃত করা হইয়াছে,—মুণ্ডকে প্রথমতঃ "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ," এইরূপ ভূমিকা করিয়া ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদকে 'অপরা বিদ্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অপরা বিদ্যাও দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম ও উপাসনা। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডেই কর্ম্ম-বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে; সেইজন্য তাহার আর পৃথক্ বিবরণ না করিয়া তৎফলে লোকের বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থ ইহার প্রথম অংশে কেবল তাহার ফলমাত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে উপাসনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরাবিদ্যার কথা মুণ্ডকোপনিষদেই বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে আর তাহার বিবৃতি করা হয় নাই। পরাবিদ্যা বিষয়েও মুণ্ডকোক্ত "যথা সুদীপ্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ ইহার চতুর্থ অংশে বিবৃত করা হইয়াছে। মুণ্ডকোক্ত "প্রণবো ধনুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্য ইহার পঞ্চম অংশ আরব্ধ হইয়াছে। আর মুণ্ডকোক্ত "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ", ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ ইহার ষষ্ঠ অংশে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই ভাষ্যকার প্রশ্নোপনিষৎকে মুণ্ডকোক্ত অর্থের 'বিস্তরবাদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চর্য্যাদিই প্রকৃষ্ট সাধন, ইহা সূচনা করায়ও ব্রহ্মচর্য্যাদির কর্ত্তব্যতা জ্ঞান হইতে পারে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সুকেশা চ নামতঃ, ভরদ্বাজস্যাপত্যং ভারদ্বাজঃ। শৈব্যশ্চ—শিবেরপত্যং শৈব্যঃ, সত্যকামো নামতঃ। সৌর্য্যায়ণী—সূর্য্যস্যাপত্যং সৌর্য্যঃ তস্যাপত্যং সৌর্য্যায়ণিঃ ছান্দসং 'সৌর্য্যায়ণী' ইতি, গার্গ্যঃ গর্গগোত্রোৎপন্নঃ। কৌসল্যশ্চ নামতঃ, অশ্বলস্যাপত্যমাশ্বলায়নঃ। ভার্গবঃ—ভৃগোর্গোত্রাপত্যং ভার্গবঃ, বৈদর্ভিঃ বিদর্ভেষু ভবঃ। কবন্ধী নামতঃ, কত্যস্যাপত্যং কাত্যায়নঃ। বিদ্যমানঃ প্রপিতামহো যস্য সঃ, যুবার্থপ্রত্যয়ঃ।

তে হৈতে ব্রহ্মপরা অপরং ব্রহ্ম পরত্বেন গতাঃ, তদনুষ্ঠাননিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ। কিং তৎ?—যৎ নিত্যং বিজ্ঞেয়মিতি, তৎপ্রাপ্ত্যর্থং যথাকামং যতিষ্যামঃ, ইত্যেবং তদন্বেষণং কুর্ব্বন্তঃ, তদধিগমায় 'এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি' ইতি আচার্য্যমুপজগ্মুঃ। কথম্?—তে হ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ভার-গৃহীতহস্তাঃ সন্তো ভগবন্তং পূজাবন্তং পিপ্পলাদম্ আচার্য্যম্ উপসন্না উপজগ্মুঃ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

সুকেশা নামক ভরদ্বাজ-পুত্র, সত্যকাম নামক শিবিসুত, গর্গকুলোৎপন্ন সৌর্য্যায়ণী। সূর্য্যের পুত্র—সৌর্য্য, তাহার পুত্র—সৌর্য্যায়ণী, (এই পদটি চ্ছান্দস-(বৈদিক) প্রয়োগমাত্র, বস্তুতঃ 'সৌর্য্যায়ণি' হইবে)। কৌসল্য নামক অশ্বলপুত্র, ভার্গব অর্থ ভৃগুর বংশজাত (সন্তান) বৈদর্ভি—বিদর্ভদেশ-সম্ভূত, কবন্ধী নামক কাত্যায়ন অর্থাৎ কত্যের যুবা পুত্র; যুবার্থে 'আয়নন্' প্রত্যয় হইয়াছে, [অতএব বুঝিতে হইবে যে,] তাঁহার প্রপিতামহ তৎকালেও বর্ত্তমান আছেন।

প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত ইঁহারা ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ অপর ব্রহ্মকে (হিরণ্যগর্ভকে) পরমারাধ্যরূপে অবগত হইয়া, তাঁহারই আরাধনায় তৎপর আছেন, অধিকন্তু পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে-

ছেন। তাহা কিরূপ? যিনি নিত্য বিজ্ঞেয়রূপ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য); তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা ইচ্ছামত যত্ন করিব; এইরূপে সেই পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে 'ইনিই সেই সমস্ত জিজ্ঞাস্য বিষয় [আমাদিগকে] বলিবেন' স্থির করিয়া, সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উদ্দেশে আচার্য্য-সমীপে গিয়াছিলেন। কি প্রকারে? না—সমিৎপাণি হইয়া; অর্থাৎ আচার্য্যের যজ্ঞসম্পাদনোপযোগী কাষ্ঠরাশি হস্তে লইয়া (২) ভগবান্ (পূজ্যপাদ) আচার্য্য পিপ্পলাদ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ। যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ,সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

স ঋষিঃ (পিপ্পলাদঃ) তান্ (সুকেশাদীন্ ষট্) হ (ঐতিহ্যসূচকং) [বক্ষ্যমাণং বচনম্] উবাচ (উপদিদেশ)—[যূয়ং] তপসা (বৈধক্লেশসহনেন—কায়নিগ্রহেণ), ব্রহ্মচর্য্যেণ (সংযমাদিনা) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা চ) ভূয়ঃ (পুনরপি) সংবৎসরং (তাবৎকালং) সংবৎস্যথ শুশ্রূষাদি-পরিচর্য্যয়া গুরুং প্রসাদয়ন্তঃ তৎসমীপে তিষ্ঠত। [অনন্তরং চ] যথাকামং (যথেচ্ছং) প্রশ্নান্ (প্রষ্টব্যান্ বিষয়ান্) পৃচ্ছত; [মাম্ ইতি শেষঃ]। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ (বয়ং তান্ বিষয়ান্ জানীমঃ), [তদা] বঃ (যুষ্মান্) সর্ব্বং হ (এব) বক্ষ্যামঃ (কথয়িষ্যামঃ) ॥

পিপ্পলাদ ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা পুনশ্চ সংবৎসর কাল

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে আছে—"রিক্তহস্তো ন পশ্যেৎ তু রাজানং ভিষজং গুরুম্ ॥"

অর্থাৎ রিক্তহস্তে—কোনরূপ উপহার না লইয়া শুধু হাতে কখনই রাজা, চিকিৎসক ও গুরুকে (আচার্য্যকে) দর্শন করিবে না; অর্থাৎ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইবে না। অতএব রিক্তহস্তে কখনও গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে নাই; এই কারণে আচারাভিজ্ঞ সুকেশাদি ছয়জন ঋষি ঋষিযোগ্য যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার হস্তে লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে ইহাও জানা গেল যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুসমীপে সমাগম সময়ে আপনার যোগ্যতানুরূপ উপহার আনয়ন করিবেন মাত্র, কিন্তু উপহারের তারতম্য চিন্তা করিবেন না। শ্রদ্ধা ও ভক্তির ইহাই প্রকৃত পরিচয়।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা বা আদরসম্পন্ন হইয়া [গুরুসমীপে] বাস কর ; তাহার পর, ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; আমরা যদি জানি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে তাহা বলিব ॥ ২

শাঙ্করভাষ্যম্।

তান্ এবমুপগতান্ স হ কিল ঋষিঃ উবাচ—ভূয়ঃ পুনরেব, যদ্যপি যূয়ং পূর্ব্বং তপস্বিন এব তথাপীহ তপসা ইন্দ্রিয়সংযমেন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চাস্তিক্য-বুদ্ধ্যা আদরবন্তঃ সংবৎসরং কালং সংবৎস্যথ—সম্যগ্‌গুরুশুশ্রূষাপরাঃ সন্তো বৎস্যথ। ততো যথাকামং যো যস্য কামস্তমনতিক্রম্য—যদ্‌বিষয়ে যস্য জিজ্ঞাসা, তদ্‌বিষয়ান্ প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি তদ্ যুষ্মৎপৃষ্টং বিজ্ঞাস্যামঃ, অনুদ্ধতত্ব প্রদর্শনার্থো যদিশব্দো নাজ্ঞানসংশয়ার্থঃ প্রশ্ননির্ণয়াদবসীয়তে। সর্ব্বং হ বো বঃ পৃষ্টার্থং বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

সেই ঋষি (পিপ্পলাদ) উপস্থিত সেই ঋষিগণকে বলিলেন যে, যদিও তোমরা ইতঃপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ তপস্যা দ্বারা তপস্বীই বট, তথাপি পুনর্ব্বার বিশেষরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধিতে আদর সম্পন্ন হইয়া সংবৎসরকাল বাস কর, অর্থাৎ উত্তমরূপে গুরু-শুশ্রূষায় তৎপর হইয়া অবস্থিতি কর। তাহার পর, কামনানুসারে অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছা, সে সেই বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; যদি তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় আমার জানা থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ই বলিব। এখানে নিজের ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার পরিহারার্থই-'যদি' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় জ্ঞাপনার্থ নহে ; কারণ, পরবর্ত্তী প্রশ্নোত্তর সমূহ দর্শন করিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় ছিল না ॥ ২

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

অথ (সংবৎসরাৎ পরং) কাত্যায়নঃ কবন্ধী উপেত্য (পিপ্পলাদ-সমীপং গত্বা) পপ্রচ্ছ (পিপ্পলাদং পৃষ্টবান্)—ভগবন্ (হে পূজ্য!) ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) প্রজাঃ (উৎপত্তিশালিনঃ জীবাঃ) কুতঃ (কস্মাৎ কারণবিশেষাৎ] হ বৈ (ঐতিহ্যাবধারণদ্যোতকং নিপাতদ্বয়ং) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) ' ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ ॥

কাত্যায়ন কবন্ধী এক বৎসর পরে উপস্থিত হইয়া [পিপ্পলাদকে] জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! এই প্রজাগণ (উৎপত্তিশীল জীবগণ) কোথা হইতে জন্মলাভ করে? ॥৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ সংবৎসরাদূর্দ্ধং কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য উপগম্য পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্,—হে ভগবন্! কুতঃ কস্মাৎ হ বৈ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে উৎপদ্যন্তে ইতি। অপরবিদ্যা-কর্ম্মণোঃ (৩) সমুচ্চিতাসমুচ্চিতয়োর্যৎ কার্য্যং যা গতিঃ, তদ্বক্তব্যমিতি তদর্থোঽয়ং প্রশ্নঃ ॥৩

---

(৩) তাৎপর্য্য—"পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ" ইত্যুপক্রান্তে অস্মিন্ ব্রহ্মপ্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃক-প্রজাসৃষ্টি বিষয় প্রশ্ন-প্রত্যুক্ত্যোরসঙ্গতিমাশঙ্ক্য প্রশ্ন-প্রত্যুক্তিরূপায়াঃ শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ—"অপর-বিদ্যেতি"; "তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ" ইতি সমুচ্চিত-কার্য্যস্য ব্রহ্মলোকস্য 'অথ উত্তরেণ" ইতি তদগতের্দেবযানমার্গস্য চেহ বক্ষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ। ইদমুপলক্ষণং কেবলকর্ম্মণাং চ, ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। কেবলকর্ম্মকার্য্যস্যাপি চন্দ্রলোকস্য তদগতেঃ পিতৃযানস্য চ "তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ" প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যদ্যপি ইদমপি পরব্রহ্মজিজ্ঞাসাবসরে অসঙ্গতমেব, তথাপি কেবলকর্ম্মকার্য্যাৎ সমুচ্চিতকর্ম্মকার্য্যাচ্চ বিরক্তস্যৈব তত্রাধিকার ইতি। ততো বৈরাগ্যার্থমিদমুচ্যতে। আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, সুকেশা প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই পরব্রহ্মের অন্বেষণার্থ পিপ্পলাদ মুনির সমীপে সমাগত হইয়াছেন; সুতরাং পরব্রহ্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত ও স্বাভাবিক; কিন্তু প্রজাপতি কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এরূপ প্রশ্ন এবং তাহার প্রত্যুত্তর বর্ণন, এতদুভয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। উক্ত প্রকার অসঙ্গতি দোষ পরিহারার্থ ভাষ্যকার অপর বিদ্যা শব্দটি দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সৃষ্টি জিজ্ঞাসা অসঙ্গত হউক, প্রকৃত পক্ষে উহা দোষাবহ হয় নাই। কারণ. কর্ম্মফলে বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থই উহার অবতারণা; মানুষ যতকাল পরব্রহ্ম জানিতে না পারে, ততকাল যতই অপর ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভ প্রভৃতির আরাধনা কর্ম্মানুষ্ঠান করুক না কেন, কিছুতেই শাশ্বত শান্তি লাভ হয় না।

যাঁহারা উপাসনা সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তৎফলরূপে ব্রহ্মলোক লাভ করেন; এবং উত্তরায়ণ বা 'দেবযান' পথে গমন করেন। আর যাহারা কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন; তাঁহারা তৎফল স্বরূপ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, এবং দক্ষিণায়নে বা 'পিতৃযান' পথে প্রয়াণ করেন।

ভাষ্যানুবাদ।

'অথ' অর্থ—অনন্তর, সংবৎসরের পর কবন্ধিনামক কাত্যায়ন [পিপ্পলাদ সমীপে] উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—ভগবন্! কোথা হইতে এই ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ জন্মলাভ করে—উৎপন্ন হয় ? অভিপ্রায় এই যে, অপর ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্ম্ম সমুচ্চিত বা অসমুচ্চিত ভাবে (এক সঙ্গে বা পৃথক্ পৃথক্) অনুষ্ঠান করিলে, যে প্রকার ফল ও গতি লাভ হয় ; তাহা বলিতে হইবে। সেই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই এই প্রশ্ন হইয়াছে ॥ ৩

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো হ বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪

সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (কবন্ধিনে) উবাচ ; সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রজাপতিঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) হ (কিল) বৈ (অবধারণে) প্রজাকামঃ (প্রজা মে জায়তাম্, ইত্যভিলাষবান্ সন্) তপঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারং জ্ঞানলক্ষণং) অতপ্যত (আলোচিতবান্)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা এতৌ (রয়িপ্রাণৌ) মে প্রজাঃ (সৃজ্যমানাঃ) বহুধা করিষ্যতঃ (অনেকপ্রকারেণ বর্দ্ধয়িষ্যতঃ) ইতি [নিশ্চিত্য] রয়িং (ধনং অর্থাৎ ধনলভ্যানামন্নানামুপকারকং চন্দ্রং) চ প্রাণং (ভোক্তারম্ অগ্নিং অর্থাৎ তদধিদৈবতং সূর্য্যং) চ, (ইতি এবংলক্ষণং) মিথুনং (ভোজ্যভোক্তৃযুগলং) উৎপাদয়তে (উৎপাদিতবানিত্যর্থঃ)॥

পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন—সেই লোকপ্রসিদ্ধ প্রজাপতি (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী হইয়া তপস্যা (মনে মনে আলোচনা) করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া [বুঝিলেন যে,] এই যে রয়ি (ধন) ও প্রাণ অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র ; ইহারাই আমার প্রজাগণকে বহুপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত করিবে, এইরূপ

যাঁহারা উক্ত সমুচ্চিত ও অসমুচ্চিত কর্ম্ম ফল ব্রহ্মলোক ও চন্দ্রলোক হইতে বিরত হন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদেরই এই পরাবিদ্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার অপরের নহে। এই উপদেশ প্রদানার্থই প্রথমে সৃষ্টি বিষয়ে জিজ্ঞাসার অবতারণা করা হইয়াছে।

নিশ্চয় করিয়া [ভোগ্য-ভোক্তৃরূপে] রয়ি অর্থ ধন—ধনলভ্য অন্নের পুষ্টিকর চন্দ্র, ও প্রাণ (প্রাণসম্বন্ধী অগ্নির অধিদেবতা সূর্য্য) এই উভয়কে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্মৈ এবং পৃষ্টবতে স হোবাচ—তদপাকরণায়াহ—প্রজাকামঃ প্রজা আত্মনঃ সিসৃক্ষুর্বৈ প্রজাপতিঃ সর্ব্বাত্মা সন্ জগৎ স্রক্ষ্যামি ইত্যেবং বিজ্ঞানবান্ যথোক্তকারী তদ্ভাবভাবিতঃ কল্পাদৌ নির্ব্বৃত্তো হিরণ্যগর্ভঃ সৃজ্যমানানাং প্রজানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পতিঃ সন্ জন্মান্তরভাবিতং জ্ঞানং শ্রুতিপ্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোঽন্বালোচয়ৎ অতপ্যত। অথ তু স এবং তপস্তপ্ত্বা শ্রৌতং জ্ঞানমন্বালোচ্য সৃষ্টিসাধনভূতং মিথুনমুৎপাদয়তে—মিথুনং দ্বন্দ্বমুৎপাদিতবান্। রয়িঞ্চ সোমমন্নং, প্রাণঞ্চাগ্নিমত্তারম্ ইত্যেতৌ অগ্নীষোমৌ অত্তন্নভূতৌ মে মম বহুধা অনেকধা প্রজাঃ করিষ্যত ইত্যেবং সঞ্চিন্ত্য অণ্ডোৎপত্তিক্রমেণ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবকল্পয়ৎ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি (পিপ্পলাদ) পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকারী কবন্ধীকে বলিলেন—তাঁহার শঙ্কা দূরীকরণার্থ বলিলেন—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া নিজের করণীয় প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া—অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বাত্মক প্রজাপতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিব' এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন এবং যথোক্ত কর্ম্মকারী (তদুপযুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানকারী) ও তদ্ভাবে ভাবিত অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় সেই প্রজাপতি ভাবনা-সম্পন্ন [আত্মাই] [বর্ত্তমান] কল্পের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইয়া সৃজ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাগণের পতি হইয়া—এই শ্রুতিতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে জন্মান্তরীণ সংস্কারলব্ধ জ্ঞানরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা তদ্‌বিষয়ক পূর্ব্বসংস্কারকে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন। অনন্তর, তিনি এবংবিধ তপস্যা করিয়া—শ্রৌতবিজ্ঞানের পর্য্যালোচনার

পর সৃষ্টির সাধন বা সহায়ভূত রয়ি—চন্দ্ররূপ অন্ন এবং প্রাণ—অগ্নিরূপ ভোক্তা, এই উভয় 'মিথুন' সৃষ্টি করিলেন—দ্বন্দ্ব উৎপাদন করিলেন। [সহাবস্থিত বস্তুদ্বয়কে 'দ্বন্দ্ব' বলা হয়]। এই ভোক্তা ও ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ অগ্নীষোম (সূর্য্য ও চন্দ্র) আমার প্রজাগণকে অনেক প্রকারে [পরিণত] করিবে; এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা সন্তানোৎপাদনের ক্রমানুসারে অর্থাৎ অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া পরে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন ॥ (৪) ॥ ৪

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং, যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ, তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫

(৪) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বকল্পে যিনি সমুচ্চিতভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অর্থাৎ উপাসনার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি হিরণ্যগর্ভরূপে প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বপদার্থ সৃষ্টি করিব, এইরূপ ভাবনা করিয়াছেন, এবং উপাসনাকালেও আপনাকে সর্ব্বাত্মক প্রজাপতিরূপে চিন্তা করিয়াছেন। সেই সংস্কারসম্পন্ন তিনিই নিজ কর্ম্মফলে পরবর্ত্তী কল্পের প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত প্রজার অধীশ্বর (প্রজাপতি) হইয়া আবির্ভূত হন ; এবং তপস্যা বা চিন্তা দ্বারা পূর্ব্বকল্পীয় সুপ্ত সংস্কার সমূহকে পুনর্ব্বার জাগরিত করেন। সংস্কারের উদ্বোধক সেই চিন্তাই তাঁহার তপস্যা, তদ্ভিন্ন আর কোনরূপ তপস্যা তাঁহার নাই। সেই তপস্যার ফলে তাঁহার সেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় ; অনন্তর সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বেই সৃষ্টি রক্ষার উপায় বিধান করা আবশ্যক ; নচেৎ সৃজ্যমান পদার্থনিচয় বালির বাঁধের ন্যায় আপনা হইতেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে ; এই কারণে তিনি প্রথমেই সূর্য্য ও চন্দ্র, এই দুইটি পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। তন্মধ্যে সূর্য্য স্বয়ং ভোক্তা, এবং চন্দ্র তাঁহার ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, এক তেজেরই তিনটি অবস্থা (১) আধিদৈবিক (সূর্য্য), (২) আধিভৌতিক (অগ্নি), এবং (৩) আধ্যাত্মিক (দৈহিক উষ্মা)।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ [গীতা ১৫।১৪]

ভগবদ্গীতার কথানুসারে বুঝা যায় যে, দেহগত অগ্নিই প্রাণাপান সাহায্যে ভুক্ত অন্নের পরিপাক সাধন করেন। এই নিমিত্ত শ্রুতিতে অগ্নি বা সূর্য্যের উল্লেখ না করিয়া প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতির সমন্বয়ানুরোধে 'প্রাণ'পদেই সূর্য্য অর্থ বুঝিতে হইবে। সূর্য্য অগ্নি ও প্রাণ, ইঁহারা সকলেই আদান, শোধন ও পরিপাকসাধন করিয়া থাকে ; তজ্জন্য ইঁহাদিগকে ভোক্তৃশ্রেণীতে গণ্য করা যায়।

অপর দিকে ভোজ্যরূপে চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন ; জীবভোজ্য যত প্রকার অন্ন আছে, সমস্তই চন্দ্রকিরণে পুষ্টিলাভ করে ; এই কারণে চন্দ্রকেও ভোজ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার আহার—অন্নই ধনলভ্য, এই কারণে শ্রুতিতে চন্দ্র শব্দের পরিবর্ত্তে 'রয়ি'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রয়ি' অর্থ—ধন।

শ্রুতিঃ স্বয়মেব প্রাণাদিশব্দার্থমাহ—আদিত্য ইত্যাদিনা। আদিত্যঃ হ বৈ (এব) প্রাণঃ (পূর্ব্বোক্তপ্রাণশব্দবাচ্যঃ), চন্দ্রমা এব রয়িঃ (পূর্ব্বোক্তরয়িপদার্থঃ)। যৎ মূর্ত্তং (স্থূলং), যৎ চ অমূর্ত্তং (সূক্ষ্মং), এতৎ সর্ব্বং বৈ (এব) রয়িঃ (অন্নং), [যত এতস্য ভোক্তৃ অপি অন্যেন ভুজ্যতে], তস্মাৎ মূর্ত্তিঃ (স্থূলরূপং মূর্ত্তম্) এব রয়ি (অন্নং) [অমূর্ত্তেন প্রাণেন অত্তমানত্বাৎ ইতি ভাবঃ]॥

[শ্রুতি নিজেই 'রয়ি' ও 'প্রাণ' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন]—আদিত্যই 'প্রাণ' পদবাচ্য এবং চন্দ্রই 'রয়ি' পদার্থ। মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) যে সমস্ত পদার্থ, তৎসমস্তই 'রয়ি' অর্থাৎ অন্নস্বরূপ, [কিন্তু, মূর্ত্তমাত্রই অমূর্ত্তের উপভোগযোগ্য]; অতএব মূর্ত্তি বা স্থূল বস্তুই [যথার্থ] রয়ি বা অন্নস্বরূপ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্রাদিত্যো হ বৈ প্রাণোঽত্তা অগ্নিঃ; রয়িরেব চন্দ্রমাঃ। রয়িরেবান্নং সোম এব। তদেতদেকমত্তা অগ্নিশ্চান্নঞ্চ প্রজাপতিঃ,একং তু মিথুনম্; গুণ-প্রধানকৃতো ভেদঃ। কথম্? রয়িবৈর্ব অন্নমেব সর্বং যদ্ ... যন্মূর্তঞ্চ স্থূলঞ্চ অমূর্তঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ মূর্তামূর্তে অত্রন্নরূপে রয়িরেব। তস্মাৎ প্রবিভক্তাদমূর্ত্তাৎ যদন্যন্মূর্ত্তরূপং মূর্ত্তিঃ, সৈব রয়িঃ অন্নম্ অমূর্ত্তেন অত্ত্রা অত্তমানত্বাৎ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তন্মধ্যে আদিত্যই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং চন্দ্রই 'রয়ি'—অর্থাৎ সোম—চন্দ্রই রয়ি বা অন্নস্বরূপ। সেই এই ভোক্তা ও অন্ন, উভয়ই এক প্রজাপতিস্বরূপ; মিথুনও (পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও রয়ির সহবর্ত্তিতারূপ দ্বন্দ্বও) একই বটে; গুণ-প্রধানভাব নিবন্ধন অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তৃভাব বশতঃ ভেদ হইয়া থাকে। কি প্রকারে? এই সমস্তই রয়ি বা অন্নস্বরূপ তাহা কি?—যাহা এই মূর্ত্ত স্থূল এবং যাহা অমূর্ত্ত—সূক্ষ্ম; অত্তা (ভোক্তা) ও অন্নস্বরূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দ্বয় রয়ি বা অন্নস্বরূপই। অতএব প্রবিভক্ত বা মূর্ত্ত হইতে পৃথক্‌কৃত অমূর্ত্ত পদার্থ হইতে যে পৃথক্ মূর্ত্তরূপ—মূর্ত্তি

(স্থূল পদার্থ), তাহাই [প্রকৃতপক্ষে] রয়ি ; কারণ, উহা অমূর্ত্তকর্তৃক ভুক্ত হইয়া থাকে (৫) ॥ ৫

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি,তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং, যদধঃ, যদূর্দ্ধং,যদন্তরা দিশঃ, যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

[ইদানীং রয়িবৎ প্রাণস্যাপি সর্ব্বাত্মকত্বং বক্তুমাহ]—আদিত্য ইত্যাদি। আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) উদয়ন্ (উদ্গচ্ছন্ সন্) যৎ প্রাচীং (পূর্ব্বাং) দিশং প্রবিশতি (স্বপ্রভয়া প্রকাশয়তি), তেন (প্রাচীদিক্প্রবেশেন) প্রাচ্যান্ (পূর্ব্বদিগ্গতান্) প্রাণান্ রশ্মিষু (স্বীয়কিরণেষু) সন্নিধত্তে (সংবধ্নাতি—কিরণৈর্ব্যাপ্নোতি, ইত্যর্থঃ)। যৎ দক্ষিণাং [দিশং প্রবিশতি, তেন তত্রত্যান্ প্রাণান রশ্মিষু সন্নিধত্তে। এবমুত্তরত্রাপি যোজনীয়ম্]। যৎ প্রতীচীং (পাশ্চমাং দিশং), যৎ উদীচীং (উত্তরাং) দিশং যৎ অধঃ (দিশং) যৎ ঊর্দ্ধং (ঊর্দ্ধদিগ্ভাগং), যৎ অন্তরা (মধ্যবর্ত্তিনীঃ) দিশঃ, (অবান্তরদিশঃ), যৎ [চ] [অন্যদপি] সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন (তত্তদ্দিক্প্রবেশেন) [তত্তদ্দিক্স্থান্] সর্ব্বান্ প্রাণান্ (প্রাণচক্ষুরাদীন্) রশ্মিষু সন্নিধত্তে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥

[এখন রয়ির ন্যায় উক্ত প্রাণেরও সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে],—আদিত্য উদয়কালে যে পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করেন—স্বীয় কিরণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন, তাহা দ্বারা পূর্ব্বদিক্গত প্রাণসমূহকে স্বীয় রশ্মিসমূহে সন্নিহিত

(৫) তৎপর্য্য—প্রজাপতি নিজেই যখন সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময়, তখন ভোক্তাও তিনি এবং ভোজনীয় অন্নও তিনি ; সুতরাং রয়ি ও প্রাণ বস্তুতঃ একই পদার্থ ; তবে একটি অন্ন, অপরটি তাহার ভোক্তা, এরূপ বিভাগের কারণ কি ? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, যদিও উভয় এক অভিন্নই বটে, তথাপি স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে উভয়ের মধ্যে একটা বিভাগ কল্পনা করিয়া স্থূল পদার্থকে গুণ বা অপ্রধান অন্ন, আর সূক্ষ্ম পদার্থকে প্রধান বা তাহার ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থূল পদার্থের ভোক্তা সূক্ষ্ম বায়ু প্রভৃতিও আবার অপরের ভোগ্য হয় ; সুতরাং মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই রয়ি বা অন্নপদবাচ্য সত্য ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিভাগানুসারে জানা যায় যে, অবশেষে সমস্ত বস্তুই অমূর্ত্ত প্রাণের ভোগ্য হইয়া থাকে, এই কারণে মূর্ত্তকে রয়ি আর অমূর্ত্তকে ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

করেন, অর্থাৎ রশ্মি-সংযোগে পরিব্যাপ্ত করেন। আর যে, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, উর্দ্ধ, অবান্তরদিক্ (কোণ) এবং আরও যে সমস্ত (বস্তু) প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা তত্রত্য সমস্ত প্রাণকে রশ্মিতে সন্নিহিত বা সংবদ্ধ করেন ॥ ৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

তথা অমূর্ত্তোঽপি প্রাণোঽত্তা সর্ব্বমেব,যচ্চাদ্যম্। কথম্?—অথ আদিত্য উদয়ন্ উদ্গচ্ছন্ প্রাণিনাং চক্ষুর্গোচরমাগচ্ছন্ যৎ প্রাচীং দিশং স্বপ্রকাশেন প্রবিশতি ব্যাপ্নোতি; তেন স্বাত্মব্যাপ্ত্যা সর্ব্বান্ তৎস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তর্ভূতান্ * রশ্মিষু স্বাত্মাবভাসরূপেষু ব্যাপ্তিমৎসু ব্যাপ্তত্বাৎ প্রাণিনঃ সন্নিধত্তে সন্নিবেশয়তি, আত্মভূতান্ করোতীত্যর্থঃ। তথৈব যৎ প্রবিশতি দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীম্, অধঃ উর্দ্ধং, যৎ প্রবিশতি, যচ্চ অন্তরা দিশঃ কোণদিশোঽবান্তরদিশঃ, যচ্চান্যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন স্বপ্রকাশব্যাপ্ত্যা সর্ব্বান্ সর্ব্বদিক্স্থান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

যে কিছু অদনীয় বা অন্ন, তৎসমুদয়ও [প্রাণ স্বরূপ, অতএব] ভোক্তা অমূর্ত্ত প্রাণও সর্ব্বাত্মক। কি প্রকারে? [তাহা বলা হইতেছে—] আদিত্য উদীয়মান হইয়া—লোকলোচনের গোচর হইয়া যে, প্রাচী (পূর্ব্ব) দিকে প্রবেশ করেন,—স্বীয় প্রভা দ্বারা ঐ দিক্‌কে পরিব্যাপ্ত করেন; সেই স্বীয় ব্যাপ্তি দ্বারাই ব্যাপ্তিমান্ বা ব্যাপক, স্বীয় প্রকাশরূপ রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত বা সম্বদ্ধ থাকায় তত্রত্য—পূর্ব্বদিক্‌স্থিত প্রাণেরই অন্তর্ভূত প্রাণসমূহকে প্রাণিগণকে সন্নিহিত—সন্নিবেশিত অর্থাৎ স্বাত্মভূত বা প্রকাশমান করিয়া থাকেন। সেই প্রকারই তিনি যে, দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করেন, পশ্চিমদিকে যে, [প্রবেশ করেন], [এবং] উত্তর অধঃ ও উর্দ্ধদিকে যে প্রবেশ

---

* সর্ব্বান্তঃস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তর্ভূতানিতি বা পাঠঃ।

করেন, আর যে, অন্তরা দিক্—কোণ দিক্ অবান্তর বা পূর্ব্বাদি দিকের মধ্যগত দিক্‌সমূহকে এবং অপরও যে সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; তাহাতেও স্বীয় প্রকাশ সম্বন্ধ দ্বারা সর্ববদিক্-গত সমস্ত প্রাণকে রশ্মিসমূহে সন্নিহিত (আপনার ন্যায় প্রকাশমান) করিয়া থাকেন ॥ ৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭

[অথ প্রাণাদিত্যস্য সর্ব্বাত্মকত্ব-সমর্থনায়াহ স এষ ইতি]—সঃ আদিত্যরূপেণোক্ত এষ বিশ্বরূপঃ (বিশ্বং বিবিধং জগৎ রূপং যস্য স তথোক্তঃ সর্ব্বাত্মা ইত্যর্থঃ), [অতএব] বৈশ্বানরঃ (নরাঃ জীবাঃ, বিশ্বে নরা অস্য ইতি, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বা, স তথোক্তঃ) প্রাণঃ (আদিত্যরূপঃ) অগ্নিঃ (দাহপ্রকাশহেতুঃ অত্তা) উদয়তে (প্রত্যহমুদ্‌গচ্ছতি)। তদেতৎ আদিত্যমাহাত্ম্যং) ঋচা (পাদবদ্ধমন্ত্রেণ) অভ্যুক্তম্ (বর্ণিতম্) ॥

সেই পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত বিশ্বরূপী, বৈশ্বানর (সর্ব্বজীবাত্মক) প্রাণস্বরূপ অগ্নি (ভোক্তা) [আদিত্যরূপে প্রত্যহ] উদিত হন, ইহা ঋকেও উক্ত হইয়াছে। [ছন্দোবদ্ধ—পাদযুক্ত মন্ত্রকে 'ঋক্' বলা হইয়াছে] ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স এষোঽত্তা প্রাণো বৈশ্বানরঃ সর্ব্বাত্মা বিশ্বরূপঃ, বিশ্বাত্মত্বাচ্চ প্রাণোঽগ্নিশ্চ, স এবাত্তা উদয়তে—উদ্‌গচ্ছতি প্রত্যহং সর্ব্বা দিশঃ আত্মসাৎ কুর্ব্বন্। তদেতদুক্তং বস্তু ঋচা মন্ত্রেণাপ্যভ্যুক্তম্ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

সেই এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর (সর্ববনরাভিমানী) ও বিশ্বরূপ (সর্ববজগন্ময়); সর্ববাত্মক বলিয়াই সেই প্রাণ অগ্নি স্বরূপও বটে; সেই অত্তাই প্রত্যহ সমস্ত দিগ্‌গুলকে নিজের আয়ত্ত (প্রকাশময়)

করিয়া উদিত—উদ্‌গত হইয়া থাকেন। এই কথিত বিষয়টি ঋক্ কর্ত্তৃকও বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে (৬) ॥ ৭

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ ॥ ৮

[তামেব ঋচমাহ]—বিশ্বরূপমিত্যাদি। বিশ্বরূপং (সর্ব্বাত্মানং, হরিণং (রশ্মিমন্তং, হরণশীলং সর্ব্বসংহার কারণং বা), জাতবেদসং (জাতানি বেদাংসি—সর্ব্ববিষয়ক-জ্ঞানানি যস্মাৎ; তং তথোক্তম্), পরায়ণং (সর্ব্বাশ্রয়ভূতং) একং (অদ্বিতীয়ং—ভেদশূন্যং) জ্যোতিঃ (তেজোময়ং), তপন্তং (তাপং কুর্ব্বন্তং সূর্য্যং) [অহং বিজানামীতি শেষঃ]। সহস্ররশ্মিঃ (অনন্তকিরণঃ), শতধা (প্রাণিভেদ-বশাৎ বহুপ্রকারেণ) বর্ত্তমানঃ, প্রজানাং (জন্মশীলানাং) প্রাণঃ (সংস্থিতি-কারণং) এষ সূর্য্য উদয়তি (প্রত্যহমুদ্‌গচ্ছতীত্যর্থঃ) ॥

বিশ্বরূপী, হরিণ—রশ্মিযুক্ত বা সর্ব্বসংহারক, জাতবেদা (সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ), সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়, এক, জ্যোতির্ম্ময় ও তাপপ্রদ [সূর্য্যকে আমি বিশেষরূপে জানি]। অনন্তরশ্মিসম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহুরূপে প্রকাশমান এবং সমস্ত প্রজার প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য [প্রত্যহ] উদিত হইতেছেন ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিশ্বরূপং সর্ব্বরূপং হরিণং রশ্মিমন্তং, জাতবেদসং জাতপ্রজ্ঞানং, পরায়ণং সর্ব্বপ্রাণাশ্রয়ং, জ্যোতিরেকং সর্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতমদ্বিতীয়ং, তপন্তং তাপক্রিয়াং কুর্ব্বাণং, স্বাত্মানং সূর্য্যং সূরয়ো বিজ্ঞাতবন্তো ব্রহ্মবিদঃ। কোহসৌ? যং বিজ্ঞাত-বন্তঃ? সহস্ররশ্মিঃ অনেকরশ্মিঃ শতধা অনেকধা প্রাণিভেদেন বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষঃ সূর্য্যঃ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

বিশ্বরূপ—সর্ব্বরূপী, হরিণ—রশ্মিমান্, জাতবেদস্—প্রজ্ঞানসম্পন্ন, পরায়ণ সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ীভূত, এক বা প্রধান জ্যোতিঃ অর্থাৎ

(৬) তাৎপর্য্য—ছন্দোবদ্ধ পাদযুক্ত মন্ত্রকে ঋক্ (ঋচা) বলা হয়। উপনিষদের অনেকস্থানে এইরূপ ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায়।

সমস্ত প্রাণীর অদ্বিতীয় চক্ষুঃস্বরূপ, এবং তাপপ্রদ, স্বাত্মভূত সূর্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে জানিয়াছেন। যাঁহাকে জানিয়াছেন, ইনি কে? না—সহস্ররশ্মি—অনেক কিরণ-সম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহু-প্রকারে অবস্থিত এবং প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদিত হইয়া থাকেন॥ ৮

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ; তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্‌যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে; তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে। তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥৯

[সূর্য্যাচন্দ্রমসাত্মক-প্রজাপতেঃ সর্ব্বপ্রজোৎপাদনপ্রকারং বক্তুং তস্য কালরূপং রূপান্তরমাহ]—সংবৎসর ইত্যাদি। 'বৈ' শব্দঃ প্রসিদ্ধিদ্যোতকঃ। [পূর্ব্বোক্তঃ চন্দ্রসূর্য্যাত্মকঃ] প্রজাপতিরেব সংবৎসরঃ [সংবৎসরস্য চন্দ্র-সূর্য্যাধীনত্বাদিতি ভাবঃ]। তস্য (প্রজাপতেঃ) দক্ষিণং চ, উত্তরং চ, [ইত্যেতে দ্বে] অয়নে (মার্গৌ) [বর্ত্তেতে]। ['হ' 'বৈ' পদদ্বয়ং প্রসিদ্ধিসূচকং,] তৎ (তস্মাৎ) যে (ফলার্থিনঃ) তৎ (যথা স্যাৎ, তথা) ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্টং বৈদিকং যাগাদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং—স্মৃত্যুক্তং কূপারামাদিকরণং; তদুভয়ং) কৃতং (প্রযত্নসম্পাদিতম্) ইতি কৃত্বা উপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি)। তে (তদনুষ্ঠাতারঃ) চান্দ্রমসং (চন্দ্রমসি ভবং) লোকম্ এব (নতু লোকান্তরং) অভিজয়ন্তে (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তি)। তে (চান্দ্রমস-লোকগতাঃ) এব (ন তু অন্যে) পুনঃ (তত্রত্যভোগক্ষয়াৎ পরং) আবর্ত্তন্তে (মর্ত্ত্যলোকং পুনরাগচ্ছন্তীত্যর্থঃ)। তস্মাৎ এতে (কর্ম্মিণঃ) ঋষয়ঃ (স্বর্গদ্রষ্টারঃ) প্রজাকামাঃ (সন্তানার্থিনঃ); [তত এব চ] দক্ষিণং (দক্ষিণায়নং) প্রতিপদ্যন্তে (লভন্তে)। এষঃ (চান্দ্রমসঃ লোকঃ) হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) রয়িঃ (অন্নং—ভোগ্যঃ), যঃ পিতৃযাণঃ (ধূমাদিলক্ষণ-পিতৃযাণলভ্যঃ চান্দ্রমসো লোক ইত্যর্থঃ)॥

চন্দ্র সূর্য্যাত্মক প্রজাপতি হইতে যে প্রকারে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হয়, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপতির কালস্বরূপ অপর একটি রূপ নির্দ্দেশ করিতে-ছেন।—সেই চন্দ্রাদিত্যময় প্রজাপতিই আবার সংবৎসরস্বরূপ; তাহার দুইটি

অয়ন বা পথরূপ অংশ আছে,—একটি দক্ষিণ, অপরটি উত্তর। অতএব যাহারা কৃত অর্থাৎ যত্নসাধ্য—অনিত্য মনে করিয়া ইষ্ট—বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্ম ও পূর্ত্ত—স্মৃত্যুক্ত কূপ ও উদ্যান নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারাই পুনর্ব্বার [ইহলোকে] প্রত্যাগত হয়, সেই কারণেই প্রজাকাম বা সন্তানার্থী এই সকল (কর্ম্মী) ঋষি দক্ষিণায়ন (ধূমাদিমার্গ) প্রাপ্ত হন। ইহাই রয়ি—সর্ব্বভোগ্য, যাহা পিতৃযাণ (ধূমাদিমার্গ) বলিয়া কথিত হয়॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যশ্চাসৌ চন্দ্রমা মূর্ত্তিরন্নম্, অমূর্ত্তিশ্চ প্রাণোঽত্তাদিত্যঃ, তদেকমেতন্মিথুনং সর্ব্বং কথং প্রজাঃ করিষ্যত ইতি? উচ্যতে—তদেব কালঃ সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তন্নির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ সংবৎসরস্য। চন্দ্রাদিত্য-নির্ব্বর্ত্ত্য-তিথ্যহোরাত্র-সমুদায়ো হি সংবৎসরঃ তদনন্যত্বাদ্রয়ি-প্রাণমিথুনাত্মক এব ইত্যুচ্যতে। তৎ কথং? তস্য সংবৎসরস্য প্রজাপতেঃ অয়নে মার্গৌ দ্বৌ—দক্ষিণং চোত্তরঞ্চ। প্রসিদ্ধে হ্যয়নে ষণ্মাসলক্ষণে, যাভ্যাং দক্ষিণেনোত্তরেণ চ যাতি সবিতা কেবলকর্ম্মিণাং জ্ঞানসংযুক্তকর্ম্মবতাঞ্চ লোকান্ বিদধৎ। কথং তৎ? তত্র চ ব্রাহ্মণাদিষু যে হ বৈ ঋষয়ঃ তদুপাসত ইতি। ক্রিয়াবিশেষণো দ্বিতীয়স্তচ্ছব্দঃ। ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ—ইষ্টাপূর্ত্তে, ইত্যাদি কৃতমেবোপাসতে, নাকৃতং নিত্যম্; তে চান্দ্রমসমেব চন্দ্রমসি ভবং প্রজাপতের্ম্মিথুনাত্মকস্যাংশং রয়িমন্নভূতং লোকম্ অভিজয়ন্তে, কৃতরূপত্বাচ্চান্দ্রমসস্য। তএব চ কৃতক্ষয়াৎ পুনরাবর্ত্তন্তে; "ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি" ইতি হ্যুক্তম্। যস্মাদেবং প্রজাপতিমন্নাত্মকং ফলত্বেনাভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি চন্দ্রমিষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মণা এতে ঋষয়ঃ স্বর্গদ্রষ্টারঃ প্রজাকামাঃ প্রজার্থিনো গৃহস্থাঃ, তস্মাৎ স্বকৃতমেব দক্ষিণং দক্ষিণায়নোপলক্ষিতং চন্দ্রং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়িঃ অন্নং, যঃ পিতৃযাণঃ পিতৃযাণোপলক্ষিতশ্চন্দ্রঃ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

এই যে, মূর্ত্তিসম্পন্ন চন্দ্রমারূপ অন্ন এবং অমূর্ত্ত প্রাণস্বরূপ ভক্ষণকর্ত্তা আদিত্য সর্ব্বময় হইলেও এই একটি মাত্র মিথুনই কি প্রকারে প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিবে? হাঁ, বলা যাইতেছে,—

সেই পূর্ব্বোক্ত মিথুনই কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতি-স্বরূপ ; কারণ, তাহা দ্বারাই (চন্দ্র সূর্য্য দ্বারাই অহোরাত্রাদিরূপে) সংবৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেন না, চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা সম্পাদ্য তিথি ও অহোরাত্র সমষ্টিরূপ সংবৎসর (৭) [কার্য্য-কারণের অভেদ নিয়মানুসারে কখনই] সেই মিথুনাত্মক চন্দ্র সূর্য্য হইতে অন্য নহে ; এই কারণেই রয়ি ও প্রাণের মিথুনাত্মক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাই বা (মিথুন-নিষ্পাদ্যই বা) কি প্রকারে ? [এই প্রকারে]—সেই সংবৎসররূপী প্রজাপতির দুইটি অয়ন বা পথ—দক্ষিণ এবং উত্তর। সূর্য্য দক্ষিণ ও উত্তরসংজ্ঞক যে দুইটি অয়ন দ্বারা কেবল কর্ম্মীদিগের (উপাসনা-রহিত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের) এবং জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের ফল-বিধানার্থ (৮) গমন করেন, ষণ্মাসাত্মক সেই দুইটি অয়ন (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) প্রসিদ্ধই [আছে]। তাহা কি প্রকার ? [তদুত্তরে বলিতেছেন]—শ্রুতির দ্বিতীয় 'তৎ' শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ। সেই ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যাহারা সেইরূপ উপাসনা করেন ; ইষ্ট ও পূর্ত্ত, এই উভয়বিধ 'কৃত' (অনিত্য) কর্ম্মেরই উপাসনা করেন ; (৯)

(৭) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ মাস দুই প্রকার—সৌর ও চন্দ্র। তন্মধ্যে সূর্য্যের এক উদয় হইতে পুনরুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে, অহোরাত্র সময়, তাহাকে একটি দিন ধরিয়া তাহারই ত্রিশ দিনে যে মাস, তাহাকে সৌর মাস বলে। আর প্রতিপৎ তিথি হইতে গণনা করিয়া প্রতিপৎ তিথির পূর্ব্ব তিথি (অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিতে যে মাস, তাহাকে চান্দ্র মাস বলে। সৌর মাস সূর্য্য দ্বারা, আর চান্দ্র মাস চন্দ্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

(৮) তাৎপর্য্য—যাঁহারা উপাসনা করেন না, কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দক্ষিণায়নে (ধূমাদিমার্গে) গমন করেন, আর যাঁহারা উপাসনা ও কর্ম্ম, উভয়ই করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তরায়ণে গমন করেন।

(৯) তাৎপর্য্য—ইষ্ট ও পূর্ত্তকর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত পরিচয় এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র (সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম), তপস্যা, সত্য ব্যবহার, ভূতগণের পরিরক্ষণ, অতিথি-সৎকার এবং বৈশ্বদেব—ভূতগণের উদ্দেশে যথাবিধি ভোজ্যদানাদি ক্রিয়া,—বেদ-বিহিত এই সকল কর্ম্মকে 'ইষ্ট' বলা হয়। আর—

"বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ বাপী (দীর্ঘিকা), কূপ, সরোবর প্রভৃতি (জলাশয়), দেবালয়, অন্নদান এবং উদ্যানাদি

—অকৃত বা নিত্য কর্ম্মের নহে; তাঁহারা চান্দ্রমস—চন্দ্র-সম্ভূত, মিথুনাত্মক, প্রজাপতিরই অংশভূত রয়ি—অন্নস্বরূপ লোক (চন্দ্র-লোক) সম্যক্‌রূপে জয় করেন (প্রাপ্ত হন); কারণ, চান্দ্রমস লোকও কৃতরূপী (অনিত্য)। তাঁহারাই আবার কর্ম্ম-ক্ষয়ের পর প্রত্যাবৃত্ত হন (১০)। 'এই লোকে অথবা [এতদপেক্ষাও] হীনতর লোকে প্রবেশ করেন।' এই কথাটি [মন্ত্রকাণ্ডে] উক্ত আছে। যে হেতু, এই সকল ঋষি—স্বর্গ-দ্রষ্টা, পূর্ব্বোক্ত প্রজাকাম—ফলার্থী গৃহস্থগণ উক্তপ্রকার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা এই অন্নরূপী প্রজাপতি চন্দ্রকে ফল-রূপে সম্পন্ন করেন, সেই হেতুই [তাঁহারা] স্বসম্পাদিত দক্ষিণ অর্থাৎ দক্ষিণায়নগম্য চন্দ্রকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই যে, পিতৃযাণ অর্থাৎ পিতৃযাণোপলক্ষিত চন্দ্র, ইহাই সেই প্রসিদ্ধ রয়ি—অন্ন॥ ৯

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যা-দিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণম্; এতস্মান্ন * পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ॥ ১০

অথ (অনন্তরং) [অনাবৃত্তিসাধনময়নমুচ্যতে]—তপসা (বৈধক্লেশ-সহনেন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ইন্দ্রিয়-সংযমেন) শ্রদ্ধয়া (তৎপরতয়া, আস্তিক্যবুদ্ধ্যা বা)

সম্পাদন কার্য্যকে 'পূর্ত্ত' বলা হইয়া থাকে। এই উভয়প্রকার কর্ম্মই পুরুষের প্রযত্নসাধ্য ও ইচ্ছাধীন, অনিত্য; এই কারণে 'কৃত' বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্মমাত্রই অনিত্য; 'কৃত'-পদবাচ্য; এখানে বিশেষ করিয়া 'কৃত' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কেবল উক্ত কর্ম্মদ্বয়ই যে অনিত্য, তাহা নহে—উহাদের ফলও (স্বর্গাদিও) অনিত্য। অতএব তৎফলে কাহারও আসক্ত হওয়া সঙ্গত নহে।

(১০) ভগবদ্গীতায় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক বিবরণ লিখিত আছে,—

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ—কেবল কর্ম্মযোগী ব্যক্তি দেহত্যাগের পর যে পথ অবলম্বনে চন্দ্র লোকে যান, সেই পথের প্রথমেই ধূম, পরে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সর্ব্বশেষে দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এইরূপ কষ্টকর পথ দিয়া জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রলোকে যায় এবং ভোগশেষে ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

* তস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে ইতি বা পাঠঃ।

বিদ্যয়া (উপাসনেন) আত্মানং অন্বিষ্য (আদিত্যং প্রাণম্ আচার্য্যাৎ 'অহমস্মি' ইতি জ্ঞাত্বা) উত্তরেণ (উত্তরায়ণেন অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ইতি যাবৎ) আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে, (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ)। এতৎ (প্রাজাপত্যং রূপং) বৈ (এব) প্রাণানাম্ (প্রাণ-চক্ষুরাদীনাং) আয়তনম্ (আশ্রয়ঃ), এতৎ অমৃতম্ (অবিনাশি), [অতএব] অভয়ং (নাস্তি বিনাশাদিভয়ং যস্মিন্, তৎ তথা)। এতৎ পরায়ণং (উৎকৃষ্টং স্থানম্ উপাসকানাং, বিদ্যাসহকৃতকর্ম্মিণাং চ)। এতস্মাৎ (স্থানাৎ আদিত্যাৎ) পুনঃ ন আবর্ত্তন্তে (ন সংসরন্তি), [জ্ঞানিনঃ, জ্ঞানসহকৃত-কর্ম্মিণশ্চ ইতিশেষঃ]। ইতি। এষঃ (পূর্ব্বোক্ত আদিত্যঃ) নিরোধঃ (অনাবৃত্তিসাধনঃ) [অথবা অবিদুষাং গতিনিরোধ ইত্যর্থঃ]। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণ-প্রকারঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) [অস্তি ইতি শেষঃ]॥

এখন অনাবৃত্তি-সাধক পথ কথিত হইতেছে]—আর উত্তর পথে (অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে) তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া আদিত্যকে জয় করেন; অর্থাৎ আদিত্যলোকে গমন করেন। ইহাই প্রাণসমূহের আয়তন (অর্থাৎ আশ্রয়) ইহাই অমৃত (বিনাশহীন), [অতএব] অভয়। ইহাই পরমার্থ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান), এই স্থান হইতে আর ফিরিয়া আইসে না; [কারণ ইহাই তাহাদের] নিরোধ বা অনাবৃত্তি-সাধন। অথবা নিরোধ অর্থ অবিদ্বদ্‌গণের অগম্য স্থান॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ উত্তরেণ অয়নেন প্রজাপতেরংশং প্রাণমত্তারম্ আদিত্যমভিজয়ন্তে। কেন? তপসা ইন্দ্রিয়জয়েন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া, বিদ্যয়া চ প্রজাপত্যাত্ম-বিষয়য়া আত্মানং প্রাণং সূর্য্যং জগতঃ তস্থুষশ্চ অন্বিষ্য 'অহমস্মি' ইতি বিদিত্বা আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে অভিপ্রাপ্নুবন্তি। এতদ্বৈ আয়তনং সর্ব্বপ্রাণানাং সামান্যম্ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, এতদমৃতম্ অবিনাশি, অভয়ং, অতএব ভয়বর্জ্জিতং—ন চন্দ্রবৎ ক্ষয়-বৃদ্ধিভয়বৎ, এতৎ পরায়ণং পরা গতির্ব্বিদ্যাবতাং কর্ম্মিণাঞ্চ জ্ঞানবতাম্, এতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে যথেতরে কেবলকর্ম্মিণঃ, ইতি—যস্মাদেষঃ অবিদুষাং নিরোধঃ; আদিত্যাদ্ধি নিরুদ্ধা অবিদ্বাংসঃ। নৈতে সংবৎসরমাদিত্যমাত্মানং প্রাণ-মভিপ্রাপ্নুবন্তি। স হি সংবৎসরঃ কালাত্মা অবিদুষাং নিরোধঃ। তত্তত্রাস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্ত্রঃ॥১০

ভাষ্যানুবাদ।

"অথ"—['অথ' শব্দে পূর্ব্বোক্ত পথের সহিত ইহার পার্থক্য সূচনা করিতেছে]। উত্তরায়ণ দ্বারা প্রজাপতির অংশভূত, ভোক্তা, প্রাণরূপী আদিত্যকে জয় করিয়া থাকেন; কি উপায়ে?—তপস্যা—ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রজাপতিতে আত্মভাববিষয়ক বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা আত্মা—প্রাণরূপী সূর্য্যকে এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্তকেই অন্বেষণ করিয়া—'আমিই তদাত্মক' এইরূপে অবগত হইয়া আদিত্যকে জয় করেন, অর্থাৎ আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। ইহাই সমস্ত প্রাণের আয়তন বা সাধারণ আশ্রয়, ইহা অমৃত—বিনাশরহিত, অতএব অভয়—সর্ব্বভয়বিবর্জিত, অর্থাৎ চন্দ্রলোকের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিজনিত ভয়স্থান নহে। ইহাই বিদ্যাসহকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের উৎকৃষ্ট গম্যস্থান। জ্ঞানরহিত কর্ম্মিগণের ন্যায় [ইহারা] এই স্থান হইতে পুনরাবৃত্ত হন না; কারণ, ইহা বিদ্যাবিহীনগণের নিরোধ স্থান; অর্থাৎ অবিদ্বদ্ ব্যক্তিরা আদিত্য হইতে প্রতিষিদ্ধ; সুতরাং তাহারা সংবৎসরাত্মক আদিত্যরূপী আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেন না, কালরূপী সেই সংবৎসর অবিদ্বান্ দিগের নিরোধ বা নিষিদ্ধ স্থান (১১)। এ বিষয়ে এইরূপ মন্ত্র আছে—॥১০

(১১) তাৎপর্য্য—'নিরোধ' অর্থ—গতির প্রতিষেধ স্থান। অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানমাত্র করিয়া থাকেন, উপাসনা কিংবা দেবতা চিন্তা করেন না, তাঁহারা চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং ভোগ শেষে সেখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে জন্ম লাভ করেন; কিন্তু তাঁহারা কখনও এই আদিত্য-লোকে প্রবেশ করিতে পারেন না; কারণ, ইহা তাঁহাদের নিরোধ—গন্তব্য সীমার বহির্ভূত সেতুস্বরূপ। আর যাঁহারা আদিত্যে আত্মভাব স্থাপনপূর্ব্বক উপাসনা করেন, কিংবা উপাসনা সহকারে কর্ম্ম করেন, কেবল তাঁহারাই এই আদিত্যলোকে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং এখানেই জ্ঞানানুশীলনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন; পুনর্ব্বার আর ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন না। কিন্তু টীকাকার শঙ্করানন্দ এই 'নিরোধ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'নিরোধ' অর্থ—অনাবৃত্তিসাধন মোক্ষস্বরূপ, অর্থাৎ এই আদিত্যই জ্ঞানী ও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণকে মোক্ষমার্গে উন্নীত করেন; সুতরাং তাহাদিগকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেন না।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি ॥১১

[সংবৎসরাত্মনঃ আদিত্যস্য রূপকপুরিকল্পনমাহ—পঞ্চপাদমিত্যাদিনা]।— ইমে (বুদ্ধিস্থাঃ) অন্যে (কালজ্ঞাঃ) পঞ্চপাদং (পঞ্চ ঋতবঃ পাদা আবর্ত্তনসহায়া যস্য আদিত্যস্য স তথোক্তঃ, তং), [হেমন্ত-শিশিরৌ একীকৃত্য ঋতূনাং পঞ্চবিধত্বং বোধ্যম্।] পিতরং (জগজ্জনয়িতারম্), দ্বাদশাকৃতিং (দ্বাদশ মাসা আকৃতয়ঃ অবয়বা যস্য, স তথোক্তঃ, তম্), দিবঃ (অন্তরীক্ষাৎ) পরে (উর্দ্ধে) অর্দ্ধে (স্থানে—স্বর্গে) [স্থিতং], পুরীষিণং (পুরীষং—পুরীষমিব ত্যাজ্যং উদকম্ অস্য অস্তীতি, তম্) [আদিত্যম্] আহুঃ (কথয়ন্তি) [কালবিদ ইতি শেষঃ]। অথ (পক্ষান্তরসূচকং), পরে (অপরে কালবিদঃ) উ (তু—পুনঃ) বিচক্ষণং (বিচক্ষণে—নিপুণে) সপ্তচক্রে (সপ্তসংখ্যকা অশ্বাঃ চক্রাণি গতিসাধনানি যস্য ; সঃ. তস্মিন্), ষড়রে (ষড়্ ঋতবঃ অরাঃ—নাভিশলাকাঃ যস্য, সঃ, তস্মিন্), [আদিত্যে ইদং জগৎ] অর্পিতম্ আহুঃ। ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তৌ ॥

এই অপর কালবিদ্‌গণ, [আদিত্যকে] পাঁচটি পাদযুক্ত, পিতা (জগতের জন্ম-হেতু), দ্বাদশ প্রকার আকৃতি (অবয়ব) বিশিষ্ট, পুরীষী (বিষ্ঠার ন্যায় জলত্যাগকারী) এবং দ্যুলোকের (অন্তরীক্ষলোকেরও) পরার্দ্ধে (স্বর্গে) [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন। আবার অপর সকলে [এই জগৎকে] সপ্তচক্র বিশিষ্ট ছয়টি অর (নাভিশলাকাসম্পন্ন) এবং বিচক্ষণে (আদিত্যে) অর্পিত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পঞ্চপাদং পঞ্চর্ত্তবঃ পাদা ইবাস্য সংবৎসরাত্মন আদিত্যস্য, তৈরসৌ পাদৈরিব ঋতুভিরাবর্ত্ততে। হেমন্তশিশিরাবেকীকৃত্যেয়ং কল্পনা। পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বং তস্য ; তং, দ্বাদশাকৃতিং—দ্বাদশমাসা আকৃতয়োঽবয়বাঃ, আকরণং বা অবয়বিকরণমস্য দ্বাদশমাসৈঃ, তং দ্বাদশাকৃতিং, দিবঃ দ্যুলোকাৎ পরে উর্দ্ধে অর্দ্ধেস্থানে তৃতীয়স্যাং দিবীত্যর্থঃ পুরীষিণং পুরীষবন্তম্‌উদকবন্তমাহুঃ,—কালবিদঃ।

অথ তমেবান্যে ইমে উপরে কালবিদঃ বিচক্ষণং নিপুণং সর্ব্বজ্ঞং সপ্তচক্রে সপ্তহয়রূপে চক্রে সন্ততগতিমতি কালাত্মনি ষড়রে ষড়্ঋতুমতি আহুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ কথয়ন্তি, অর্পিতম্ অরা ইব রথনাভৌ নিবিষ্টমিতি। যদি পঞ্চপাদো দ্বাদশাকৃতির্যদি সপ্তচক্রঃ ষড়রঃ, সর্ব্বথাপি সংবৎসরঃ কালাত্মা প্রজাপতিশ্চন্দ্রাদিত্যলক্ষণোঽপি জগতঃ কারণম্ ॥১১

ভাষ্যানুবাদ।

অন্য কালবিদ্‌গণ [এই আদিত্যকে] পঞ্চপাদ – পাঁচটি ঋতুই এই সংবৎসরাত্মক আদিত্যের পাদস্বরূপ]; [কারণ,] সেই ঋতুরূপ পাদ সমূহ দ্বারাই এই আদিত্য বিবর্ত্তমান হইয়া থাকেন, অর্থাৎ পরিভ্রমণ করেন। হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে এক ধরিয়া এইরূপ (ঋতুর পঞ্চত্ব) কল্পনা [করা হইয়াছে]। পিতা—সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির হেতু বলিয়া তাঁহার (আদিত্যের) পিতৃত্ব কল্পনা [হইয়াছে]। দ্বাদশাকৃতি—দ্বাদশ মাসই ইহার আকৃতি বা অবয়ব; অথবা দ্বাদশ মাস দ্বারাই ইহার আ-করণ অবয়বিত্ব সম্পাদন [হয় বলিয়া] ইনি দ্বাদশাকৃতি; পুরীষিন্—উদকরূপ পুরীষ (মল)-সম্পন্ন, (১২) বিচক্ষণ—নিপুণ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং দ্যুলোকেরও পরে অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকেরও উর্দ্ধে—তৃতীয় স্বর্গে [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন। 'অথ' শব্দ (পক্ষান্তরসূচক), অপর এই সকল কালবিদ্‌গণ কিন্তু রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় ষড়্‌বিধ ঋতুযুক্ত এবং সপ্তচক্রে অর্থাৎ সপ্তাশ্বরূপে চক্রবৎ সর্ব্বদা গমনশীল (পরিবর্ত্তন-স্বভাব) এই কালচক্রে বিচক্ষণকে—নিপুণ সর্ব্বজ্ঞকে (আদিত্যকে) অবস্থিত বলিয়া থাকেন; আর রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকা সমূহের ন্যায় (সেই বিচক্ষণে আবার) এই সমস্ত জগৎকে

(১২) তাৎপর্য্য—আদিত্যকে 'পুরীষী' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ প্রাণিগণ যেরূপ ভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া পুনশ্চ তাহা পুরীষরূপে (বিষ্ঠারূপে) পরিত্যাগ করে; আদিত্যও সেই-রূপ পৃথিবী হইতে রস ভাগ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ বৃষ্টিরূপে ত্যাগ করেন; এবং তাহা দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি করেন। মনু বলিয়াছেন—"আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ, বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥"

অর্পিত—সন্নিবিষ্ট বলিয়া থাকেন। [ফল কথা,] যদি পঞ্চপাদ ও দ্বাদশাকৃতিই হন, অথবা যদি সপ্তচক্র ও ষড়রই হন, সর্ব্ব-প্রকারেই (১৩) কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতিই যে, চন্দ্র-সূর্য্যরূপেও জগতের কারণ; (ইহা সিদ্ধ হইতেছে) ॥১১

মাসো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ; শুক্লঃ প্রাণঃ তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টং কুর্ব্বন্তি; ইতর ইতরস্মিন্ ॥১২

[সংবৎসরবৎ মাসোঽপি রয়ি-প্রাণাত্মক ইত্যাহ]—মাস ইতি। ['বৈ' শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ] মাসঃ (শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষাত্মকঃ) বৈ প্রজাপতিঃ; তস্য (মাসরূপস্য প্রজাপতেঃ) কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ, তত্র চন্দ্রমসঃ ক্ষীয়মাণত্বাৎ)। শুক্লঃ (শুক্লপক্ষঃ) [এব] প্রাণঃ (ভোক্তা—আদিত্যঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) এতে ঋষয়ঃ (প্রাণ-সর্ব্বাত্মকত্বদর্শিনঃ) শুক্লে (শুক্লপক্ষে) ইষ্টং (যাগং) কুর্ব্বন্তি; ইতরে (অপরে—প্রাণসর্ব্বাত্মকত্বদর্শনহীনাঃ) ইতরস্মিন্ (কৃষ্ণপক্ষে) [ইষ্টং কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ]। প্রাণদর্শিনো হি কৃষ্ণপক্ষে ইষ্টং কুর্ব্বন্তোঽপি শুক্লপক্ষে এব কুর্ব্বন্তি, যতস্তে প্রাণব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ পশ্যন্তি; প্রাণদর্শনহীনাস্তু শুক্লপক্ষে কুর্ব্বন্তোঽপি প্রাণদর্শনাভাবাৎ কৃষ্ণপক্ষে এব তে কুর্ব্বন্তীত্যভিপ্রায়ঃ।]॥

[সংবৎসরের ন্যায় এক একটি মাসও যে রয়ি ও প্রাণস্বরূপ; তাহা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন]—প্রসিদ্ধ মাসই প্রজাপতিস্বরূপ, তাহার কৃষ্ণপক্ষই রয়ি—অন্ন-

---

(১৩) হেমন্ত ও শীত ঋতুকে এক করিয়া ধরিলে এক বৎসরে পাঁচটির অধিক ঋতু হয় না; সূর্য্যদেব এই পাঁচটি ঋতুর সাহায্যেই এক বৎসরকাল স্বীয় কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই কারণে ঋতু পাঁচটিকে তাঁহার পাদ বা চরণ বলা হইয়াছে। দ্বাদশ মাস লইয়াই একটি সংবৎসররূপ অবয়বী সম্পন্ন হয়; এই কারণে দ্বাদশ মাসকে অবয়ব এবং সংবৎসরকে তাহার অবয়বী বলা হইয়াছে। সূর্য্যের সাতটি অশ্ব প্রসিদ্ধ আছে এবং কালের ও নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীলতা স্বাভাবিক, এই কারণে কালকে 'চক্র' বলা হইয়াছে। রথ-চক্রের মধ্যেও যেরূপ নাভিরন্ধ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা সংযোজিত থাকে; এই কাল-চক্রেও সেইরূপ ছয়টি ঋতু সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। উভয় মতে এই মাত্র বিশেষ যে, প্রথম পক্ষে পাঁচটি ঋতুকে পাদ এবং দ্বাদশ মাসকে অবয়ব বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি ঋতুকে শলাকা [কালাবয়ব] এবং সমস্ত সংবৎসরকে চক্র ও প্রসিদ্ধ সপ্ত অশ্বকে অশ্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পক্ষেই কালের সর্ব্বাত্মকতার পক্ষে কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় নাই।

স্বরূপ চন্দ্র, আর শুক্লপক্ষই প্রাণ—ভোক্তা—আদিত্য। সেই কারণে এই ঋষিগণ (যাঁহারা প্রাণকে সর্ব্বময় বলিয়া বুঝিয়াছেন; তাঁহারা) শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন; আর অপর সকলে অপর পক্ষে (কৃষ্ণপক্ষে) যজ্ঞ করেন ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মিন্নিদং শ্রিতং * বিশ্বং, স এব প্রজাপতিঃ সংবৎসরাখ্যঃ স্বাবয়বে মাসে কৃৎস্নঃ পরিসমাপ্যতে। মাসো বৈ প্রজাপতির্যথোক্তলক্ষণ এব মিথুনাত্মকঃ। তস্য মাসাত্মনঃ প্রজাপতেরেকো ভাগঃ কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িরন্নং চন্দ্রমাঃ, অপরো ভাগঃ শুক্লঃ শুক্লপক্ষঃ প্রাণ আদিত্যোঽত্তাগ্নিঃ। যস্মাৎ শুক্লপক্ষাত্মানং প্রাণং সর্ব্বমেব পশ্যন্তি; তস্মাৎ প্রাণদর্শিন এতে ঋষয়ঃ কৃষ্ণপক্ষেঽপীষ্টং যাগং কুর্ব্বন্তঃ শুক্লপক্ষ-এব কুর্ব্বন্তি। প্রাণব্যতিরেকেণ 'কৃষ্ণপক্ষস্তৈর্ন দৃশ্যতে যস্মাৎ; ইতরে তু প্রাণং ন পশ্যন্তীত্যদর্শনলক্ষণং কৃষ্ণাত্মানমেব পশ্যন্তি। ইতরে ইতরস্মিন্ কৃষ্ণপক্ষ এব কুর্ব্বন্তি শুক্লে কুর্ব্বন্তোঽপি ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ।

যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে; সেই সংবৎসর-সংজ্ঞক প্রজাপতিই সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অবয়ব বা অংশভূত মাসে পরিসমাপ্ত আছেন। পূর্ব্বোক্তলক্ষণ মিথুনাত্মক (রয়ি ও প্রাণাত্মক) প্রজাপতিই মাসস্বরূপ। সেই মাসরূপী প্রজাপতির একটি ভাগ—কৃষ্ণপক্ষটি 'রয়ি'—অন্নস্বরূপ চন্দ্র, অপরভাগ—শুক্লপক্ষটি প্রাণ আদিত্য—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ। যে হেতু সমস্তকেই শুক্লপক্ষাত্মক প্রাণরূপে দর্শন করেন; সেই হেতু প্রাণদর্শী এই সকল ঋষি কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করিলেও [বস্তুতঃ] শুক্ল পক্ষেই করিয়া থাকেন; যে হেতু, প্রাণ ভিন্ন কৃষ্ণ পক্ষ তাঁহারা দেখিতে পান না। কিন্তু অপর সকলে প্রাণকে দেখিতে পায় না; অদর্শনাত্মক কৃষ্ণ পক্ষকেই দর্শন করিয়া থাকে। অপর সকলে শুক্লপক্ষে করিলেও অন্যত্র—কৃষ্ণ পক্ষেই করিয়া থাকে (১৪) ॥১২

---

* প্রোতম্ ইতি বা পাঠঃ।

(১৪) তাৎপর্য্য—যাঁহারা সর্ব্বত্র জ্ঞানপ্রকাশময় শুক্ল প্রাণের সদ্ভাব দর্শন করেন, তাঁহাদের

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি, যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে; ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে॥ ১৩

[মাসরূপোঽপি প্রজাপতিরহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে, ইত্যাহ]—অহোরাত্র-ইতি। অহোরাত্রঃ (দিবারাত্রাত্মকঃ কালঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাপতিঃ। তস্য (অহোরাত্রাত্মকস্য প্রজাপতেঃ) অহঃ (দিনং) এব প্রাণঃ—(ভোক্তা অগ্নিরূপঃ), রাত্রিঃ এব রয়িঃ (অন্নং—চন্দ্রঃ)। যে (জনাঃ) দিবা রত্যা (মৈথুনেন) সংযুজ্যন্তে, (সংবধ্যন্তে), এতে (রতিসম্পন্নাঃ) প্রাণং বৈ (এব) প্রস্কন্দন্তি (নিঃসারয়ন্তি; বিনাশয়ন্তীতি যাবৎ)। রাত্রৌ যৎ রত্যা সংযুজ্যন্তে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচারিধর্ম্মঃ সংযমঃ) এব [ভবতীতি শেষঃ]। [তস্মাৎ দিবা গ্রাম্যধর্ম্মো ন সেবনীয়ঃ; রাত্রৌ তু ঋতুকালে সেবনীয়ঃ ইত্যয়ং প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ।]॥

সেই প্রসিদ্ধ প্রজাপতি আবার অহোরাত্রস্বরূপ; দিনই তাঁহার প্রাণ বা ভোক্তা (আদিত্য ও অগ্নিস্বরূপ), এবং রাত্রিই তাঁহার রয়ি অর্থাৎ অন্নস্থানীয় চন্দ্রমাস্বরূপ। [অতএব] যাহারা দিনে রতিসংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে বহিষ্কৃত করে; আর যে, রাত্রিতে (ঋতুকালে) রতিসংবদ্ধ হওয়া, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই বটে, অর্থাৎ তাহা দ্বারাই প্রাণ সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যই রক্ষিত হইয়া থাকে॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সোঽপি মাসাত্মা প্রজাপতিঃ স্বাবয়বেঽহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে। অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ পূর্ব্ববৎ। তস্যাপ্যহরেব প্রাণঃ অত্তা অগ্নিঃ রাত্রিরেব রয়িঃ পূর্ব্ববৎ। প্রাণম্ অহরাত্মানং বৈ এতে প্রস্কন্দন্তি নির্গময়ন্তি শোষয়ন্তি বা স্বাত্মনো বিচ্ছিদ্য অপনয়ন্তি। কে? যে দিবা অহনি রত্যা রতিকারণভূতয়া সহ স্ত্রিয়া সংযুজ্যন্তে মিথুনং মৈথুনমাচরন্তি মূঢ়াঃ। যত এবং, তস্মাৎ তন্ন কর্ত্তব্যমিতি প্রতিষেধঃ প্রাসঙ্গিকঃ। যৎ রাত্রৌ সংযুজ্যন্তে রত্যা ঋতৌ, ব্রহ্মচর্য্যমেব তদিতি প্রশস্তত্বাৎ ঋতৌ ভার্য্যাগমনং কর্ত্তব্যমিতি। অয়মপি

নিকট জ্ঞানময় কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কোন বস্তুই প্রতিভাত হয় না; সুতরাং কৃষ্ণপক্ষে কর্ম্ম করিলেও তাঁহারা শুক্ল-পক্ষোচিত ফল লাভ করেন। আর যাঁহারা অজ্ঞ—প্রাণবিজ্ঞানবিহীন; তাঁহারা শুক্লপক্ষে কার্য্য করিলেও জ্ঞান-দৃষ্টির অভাবে ফলতঃ কৃষ্ণপক্ষে কৃত কর্ম্মেরই ফল লাভ করেন—প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিকট সমস্তই কৃষ্ণপক্ষ—অন্ধকারাচ্ছন্ন।

প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ। প্রকৃতং তূচ্যতে—সোঽহোরাত্রাত্মকঃ প্রজাপতির্ব্রীহি-যবাত্মন্নাত্মনা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বের ন্যায় সেই মাসাত্মক প্রজাপতিও আবার স্বীয় অবয়ব-ভূত (মাসের অংশভূত) অহোরাত্রে (দিবা ও রাত্রিতে) সমাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারও দিবাই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং রাত্রিই রয়ি (অন্ন – চন্দ্রমাঃ)। ইঁহারা সেই অহঃস্বরূপ প্রাণকেই প্রস্কন্দিত করে—নির্গত করায় অথবা বিশেষরূপে শোষিত করে, অর্থাৎ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীকৃত করে। কাহারা?—যে সমস্ত মূঢ় দিনে রতিসহ অর্থাৎ রতির কারণীভূত স্ত্রীর সহিত সংবদ্ধ হয়—মিথুনীভাব বা মৈথুন আবরণ করে। যে হেতু এইরূপ [হয়], সেই হেতু তাহা করা উচিত নহে; এই প্রতিষেধ বা নিষেধটি (এখানে) প্রাসঙ্গিক (অর্থাৎ এই প্রতিষেধের উদ্দেশে এই শ্রুতির অবতারণা হয় নাই)। আর ঋতুকালে যে রতির সহিত সম্বদ্ধ হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্যেরই স্বরূপ; অতএব প্রশস্ততা নিবন্ধন [রাত্রিতেই] ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন করা উচিত। এই বিধিটিও প্রাসঙ্গিক বা প্রসঙ্গাগত (১৫); প্রকৃত বিষয় বলা হইতেছে যে, সেই অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতিই ব্রীহি-যবাদি অন্নরূপে অবস্থান করেন ॥১৩

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ,তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪

[অধুনা প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে অন্নমিত্যাদিনা]—অন্নং (ব্রীহি-যবাদিরূপঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাপতিঃ, ততঃ (তস্মাৎ ভুক্তাৎ অন্নাৎ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ রেতঃ (শুক্রং) [নিষ্পদ্যতে ইতি শেষঃ]।

(১৫) অভিপ্রায় এই যে, প্রথমেই প্রশ্ন হইয়াছিল যে, "কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।" অর্থাৎ কোথা হইতে এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে? এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর-দান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে সেগুলি উক্ত প্রশ্নের উত্তর নহে, ইতঃ পর সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে।

তস্মাৎ (রেতসঃ) ইমাঃ (জাগতিকাঃ) প্রজাঃ (জায়মানাঃ জন্তবঃ) প্রজায়ন্তে ইতি (উত্তরম্) ॥

[এখন প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—[ব্রীহি যবাদিরূপ] অন্নই সেই প্রজাপতি ; তাহা হইতেই (অন্ন হইতেই) সেই রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয় এবং] তাহা হইতে এই সকল প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং ক্রমেণাহোরাত্রঃ প্রজাপতিরন্নে বিপরিণম্যতে ; অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ। * কথম্? ততস্তস্মাদ্ হ বৈ রেতো নৃবীজং তৎ প্রজাকারণং, তস্মাৎ যোষিতি সিক্তাৎ ইমা মনুষ্যাদিলক্ষণাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ;—যৎপৃষ্টং 'কুতো হ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে' ইতি। তদেবং চন্দ্রাদিত্যমিথুনাদিক্রমেণ অহোরাত্রান্তেন অন্নরেতোদ্বারেণ ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত-ইতি নির্ণীতম্ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপ ক্রমানুসারে অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতি অন্নেতে পরিণত হন ; অন্নই সেই প্রজাপতি। কিরূপে ? তাহা হইতেই সেই প্রজার কারণ (প্রজোৎপত্তির কারণ) নর-বীজ রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয়]। যোষিতে (নারীতে) নিষিক্ত সেই রেতঃ হইতে এই মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণ জন্মলাভ করিয়া থাকে। 'কোথা হইতে এই সকল প্রজা জন্ম লাভ করে ?' বলিয়া যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল ; পূর্ব্বোক্ত-প্রকার চন্দ্র ও আদিত্যরূপ মিথুনাদি হইতে অহোরাত্র পর্য্যন্ত ক্রমানুসারে রেতঃ দ্বারা এই সমস্ত প্রজা জন্ম লাভ করে ; এই কথায় তাহাই নির্ণীত হইল ॥১৪

তদ্যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি, তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

[ইদানীং প্রজাপতিব্রতফলমাহ]—তদ্য ইতি। তৎ (তস্মাৎ) যে (গৃহস্থাঃ) অবিদ্বাংসঃ) হ (এব) বৈ তৎ (প্রসিদ্ধং) প্রজাপতি-ব্রতং (তদাখ্যং ব্রতং) চরন্তি

* এবং ক্রমেণ পরিক্রম্য। তৎ অন্ন বৈ প্রজাপতিঃ ইতি বা পাঠঃ।

(অনুতিষ্ঠন্তি); তে মিথুনং (পুত্রং কন্যাং চ) উৎপাদয়ন্তে (জনয়ন্তি)। যেষাং তপঃ (চান্দ্রায়ণব্রতাদি) ব্রহ্মচর্য্যং, যেষু [চ] সত্যং (অসত্যাভাবঃ) প্রতিষ্ঠিতং (স্থিরতরং বর্ত্ততে), তেষাম্ এব এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেরংশভূতঃ চন্দ্রলোক ইত্যর্থঃ) [ভবতীতি শেষঃ] ॥

অতএব যাঁহারা সেই প্রজাপতিব্রত আচরণ বা প্রতিপালন করেন, তাঁহারা মিথুন (পুত্র ও কন্যা) উৎপাদন করেন। যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য স্থিরতর আছে, এবং যাঁহাদের সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; উক্ত ব্রহ্মলোক (চন্দ্রলোক) তাঁহাদেরই লভ্য হইয়া থাকে ॥১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৎ তত্রৈবং সতি যে গৃহস্থাঃ 'হ বৈ' ইতি প্রসিদ্ধ-স্মরণার্থৌ নিপাতৌ। তৎ প্রজাপতের্ব্রতম্—ঋতৌ ভার্য্যাগমনং চরন্তি কুর্ব্বন্তি; তেষাং দৃষ্টং ফলমিদম্। কিম্? তে মিথুনং পুত্রং দুহিতরঞ্চোৎপাদয়ন্তে। অদৃষ্টঞ্চ ফলম্—ইষ্টাপূর্ত্তদত্তকারিণাং তেষামেব এষঃ যশ্চান্দ্রমসো ব্রহ্মলোকঃ পিতৃযাণলক্ষণঃ, যেষাং তপঃ স্নাতকব্রতাদি, ব্রহ্মচর্য্যম্। ঋতোরন্যত্র মৈথুনাসমাচরণং—ব্রহ্মচর্য্যম্। যেষু চ সত্যমনৃতবর্জ্জনং প্রতিষ্ঠিতম্ অব্যভিচারিতয়া বর্ত্ততে নিত্যমেব॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায়, যে সকল গৃহস্থ সেই প্রজাপতি-ব্রত—ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন আচরণ করিয়া থাকেন; ইহা তাঁহাদের দৃষ্ট ফল (ঐহিক ফল)। ইহা কি? তাঁহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্যাসন্তান উৎপাদন করিয়া থাকেন। (১৬) আর অদৃষ্ট ফলও (পার-

(১৬) তাৎপর্য্য—যাহারা অজ্ঞ গৃহী, তাহারা যদি ঋতুকালে কেবল ভার্য্যাগমনরূপ প্রজাপতি-ব্রত প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহারা কেবল পুত্র-কন্যা সমুৎপাদনরূপ দৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় মাত্র, কিন্তু চন্দ্রলোক লাভরূপ অদৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় না। আর যাঁহারা তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠা সহকারে ইষ্ট (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম), পূর্ত্ত (বাপী কূপাদি খনন) এবং 'দত্ত' কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রজাপতিব্রতও পালন করেন, কেবল তাঁহারাই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। চন্দ্রও প্রজাপতিরই (ব্রহ্মারই) অংশ, এই কারণে চন্দ্রলোককে 'ব্রহ্মলোক' বলা হইয়াছে। 'ইষ্ট' ও 'পূর্ত্ত' কর্ম্মের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এখন 'দত্ত' কর্ম্মের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে,—"শরণাগত-সংত্রাণং ভূতানাং বাপ্য-হিংসনম্। বহির্বেদি চ যৎ দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে॥" অর্থাৎ শরণাগতকে রক্ষা করা, কোন ভূতের হিংসা না করা, সর্ব্বদা দান করা; এই সকল কর্ম্ম 'দত্ত' বলিয়া কথিত হয়।

লৌকিক ফল এই যে, পিতৃযাণগম্য চান্দ্রমস ব্রহ্মলোক, ইহা ইষ্ট পূর্ত্ত ও দত্তানুষ্ঠানকারী তাঁহাদেরই হইয়া থাকে, যাঁহাদের তপস্যা—স্নাতক-ব্রত প্রভৃতি [ও] ব্রহ্মচর্য্য—ঋতু ভিন্ন সময়ে মৈথুন বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং যাঁহাদের সত্য—অসত্যবর্জ্জন প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সর্ব্বদা অব্যভি-চারিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৫

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি ॥১৬

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥১

[অথ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিনিদানমাহ]—তেষামিতি। যেষু (জনেষু) জিহ্মং (কৌটিল্যং), অনৃতং (অসত্যসমাচারঃ) [চ] ন, মায়া (ছলং) চ ন [বিদ্যতে], তেষাং (জনানাং) অসৌ বিরজঃ (বিশুদ্ধঃ) ব্রহ্মলোকঃ [লভ্যো ভবতি] ॥

[এখন ব্রহ্মলোক-লাভের উপযোগী গুণ বলা হইতেছে]—যাঁহাদের কপটতা মিথ্যা ব্যবহার ও ছল নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক লাভযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্তু পুনরাদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাত্মভাবঃ বিরজঃ শুদ্ধো ন চন্দ্র-ব্রহ্ম-লোকবদ্ রজস্বলো বৃদ্ধিক্ষয়াদিযুক্তঃ, অসৌ কেষাং ? তেষামিত্যুচ্যতে,—যথা গৃহস্থা-নামনেকবিরুদ্ধ-সংব্যবহারপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ জিহ্মং কৌটিল্যং বক্রভাবোঽবশ্যম্ভাবি, তথা ন যেষু জিহ্মম্। যথা চ গৃহস্থানাং ক্রীড়াদিনিমিত্তমনৃতমবর্জনীয়ং, তথা ন যেষু তৎ, তথা মায়া গৃহস্থানামিব ন যেষু বিদ্যতে। মায়া নাম বহিরন্যথা আত্মানং প্রকাশ্যান্যথৈব কার্য্যং করোতি, সা মায়া মিথ্যাচাররূপা। মায়েত্যেবমাদয়ো দোষা যেষ্বধিকারিষু ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষুষু নিমিত্তাভাবান্ন বিদ্যন্তে; তৎসাধনানু-রূপেণৈব তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ, ইত্যেষা জ্ঞানযুক্তকর্ম্মবতাং গতিঃ। পূর্ব্বোক্তস্তু ব্রহ্মলোকঃ কেবলকর্ম্মিণাং চন্দ্রলক্ষণ ইতি ॥ ১৬

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

আদিত্য দ্বারা পরিলক্ষিত যে, প্রাণাত্মরূপী উত্তরায়ণ, ইহা বিরজঃ —বিশুদ্ধ অর্থাৎ চন্দ্র-ব্রহ্মলোকের ন্যায় রজোযুক্ত (মলিন) বা হ্রাস-বৃদ্ধি যুক্ত নহে। ইহা যাহাদের [লভ্য], তাহাদের কথা কথিত হইতেছে,—গৃহস্থগণের অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার থাকায় যেরূপ জিহ্ম অর্থাৎ কুটিলতা বা বক্রভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে, যাঁহাদের সেরূপ বক্রতা নাই, এবং গৃহস্থগণের যেরূপ ক্রীড়া-কৌতুকাদির জন্য অনৃত অর্থাৎ অসত্য ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া থাকে, সেরূপ যাঁহাদের তাহা (মিথ্যা ব্যবহার) নাই; সেইরূপ গৃহস্থগণের ন্যায় যাঁহাদের মায়া নাই। মায়া সাধারণতঃ বাহিরে আপনাকে অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া কার্য্যতঃ অন্যপ্রকার করিয়া থাকে, সেই মিথ্যা ব্যবহারই মায়া শব্দের অর্থ। অধিকারপ্রাপ্ত যে সকল ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুতে (সন্ন্যাসীতে) প্রয়োজনাভাববশতই মায়া প্রভৃতি দোষসমূহ বিদ্যমান নাই, এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাদৃশ ব্যক্তির সেই সাধনেরই অনুরূপ গতি বা প্রাপ্য স্থান; আর পূর্ব্বোক্ত চন্দ্ররূপ ব্রহ্মলোক, কেবল কর্ম্মীদিগেরই গন্তব্য স্থান ॥১৬

ইতি প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্নোপনিষৎ।

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্! কত্যেব দেবা প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? ইতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

[পূর্ব্বোক্তপ্রজাপতেরেব অস্মিন্ শরীরেঽপি ভোক্তৃত্বাদিকম্ অবধারয়িতুং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্ন আরভ্যতে]—অথেতি। অথ (কাত্যায়নপ্রশ্নানন্তরম্) বৈদর্ভিঃ ভার্গবঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্! কতি (কিয়ৎ-সংখ্যকাঃ) এব দেবাঃ প্রজাং (স্থাবর-জঙ্গমরূপাং) বিধারয়ন্তে (বিশেষেণ ধারয়ন্তি)? [এষু দেবেষু মধ্যে] কতরে (কে দেবাঃ) এতৎ (শরীরং) প্রকাশয়ন্তে (আবির্ভাবয়ন্তি)। যদ্বা এতৎ প্রকাশয়ন্তে (অবকাশদানাদিরূপং স্বমাহাত্ম্যং প্রকটয়ন্তি)। এষাং (দেবানাং মধ্যে) কঃ পুনঃ (কো বা) বরিষ্ঠঃ? ইতিশব্দঃ (প্রশ্নসমাপ্তৌ)।

[এই শরীরেও প্রথম প্রশ্নোক্ত প্রজাপতিরই ভোক্তৃত্বাবধারণার্থ দ্বিতীয় প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে]।—কাত্যায়নের প্রশ্নের পর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কতগুলি দেবতা প্রজাকে (স্থাবর জঙ্গম শরীরকে) বিশেষরূপে ধারণ বা রক্ষা করিয়া থাকেন? ইঁহাদের মধ্যে কাহারাই বা এই শরীরকে প্রকাশিত (প্রকটিত) করেন? [এবং] ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে? ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রাণোঽত্তা প্রজাপতিরিত্যুক্তম্, তস্য প্রজাপতিত্বমত্তৃত্বঞ্চ অস্মিন্ শরীরেঽবধারয়িতব্যম্, ইত্যয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে। অথ অনন্তরং হ কিল এনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্! কত্যেব দেবাঃ প্রজাং শরীরলক্ষণাং বিধারয়ন্তে—বিশেষেণ ধারয়ন্তে। কতরে বুদ্ধীন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়বিভক্তানামেতৎ প্রকাশনং

স্বমাহাত্ম্যপ্রখ্যাপনং প্রকাশয়ন্তে। কোঽসৌ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ কার্য্য-করণলক্ষণানামিতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণই যে, ভোক্তৃস্বরূপে প্রজাপতি, ইহা (প্রথম-প্রশ্নোত্তরে) উক্ত হইয়াছে। এই শরীরেও তাহার প্রজাপতিত্ব ও ভোক্তৃত্ব অবধারণ করিতে হইবে, এই নিমিত্ত এই (দ্বিতীয়) প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে—'অথ' অর্থ—অনন্তর, 'হ' শব্দ পুরাবৃত্তসূচক ; অনন্তর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—কতগুলি দেবতাই শরীররূপ প্রজাকে বিধৃত করেন?—বিশেষরূপে ধারণ করেন? জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদে বিভক্ত [দেবগণের মধ্যে] কাহারা এই প্রকাশন অর্থাৎ স্বীয় মহিমা প্রকটিত করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন? এবং কার্য্য-করণলক্ষণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিময় দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে? (১) ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ। আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি—বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

[ইদানীং ভার্গবপ্রশ্নস্য উত্তরং দাতুং আখ্যায়িকারূপেণ প্রাণসংবাদমবতারয়তি তস্মৈ ইত্যাদিনা]।—সঃ (পিপ্পলাদঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং) তস্মৈ (ভার্গবায়) উবাচ,—কিম্? ইত্যাহ—এষঃ (লোকপ্রতীতিগ্রাহ্যঃ) দেবঃ (দ্যোতমানঃ) হ (কিল), বৈ (প্রসিদ্ধৌ), আকাশঃ (ভূতাকাশঃ), বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ (জলানি), পৃথিবী, বাক্ ('বাক্' ইতি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, ইত্যর্থঃ),

(১) তাৎপর্য্য—প্রথম প্রশ্নোত্তরে কর্ম্মফলে লোকান্তর গতি এবং ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি শ্রবণে তদ্বিষয়ে শ্রোতার বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে সত্য ; কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা না হইলে আত্ম-জ্ঞানে অধিকার উপস্থিত হয় না ; উপাসনাই একাগ্রতা-সম্পাদনের প্রধান সহায় ; এই কারণে এই দ্বিতীয় প্রশ্নে প্রাণোপাসনার প্রণালী বর্ণন করা আবশ্যক হইয়াছে। এখানে 'প্রজা' শব্দে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক শরীর বুঝিতে হইবে, কিন্তু আত্মা নহে ; কারণ, আত্মাই প্রাণের ধারক, কিন্তু প্রাণ কখনই আত্মার ধারক হয় না। এখানে 'দেব' শব্দেও ইন্দ্রিয় সমূহ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সমূহেরও অধিষ্ঠাতা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা আছেন।

মনঃ (**অন্তঃকরণং**), চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, চকারাৎ **অপরাণ্যপি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি**)। তে (**উক্তা আকাশাদয়ঃ দেবাঃ**) **প্রকাশ্য** (**ইদং শরীরং নির্দ্দিশ্য, স্বমাহাত্ম্যং বা উদ্ঘোষ্য**) **অভিবদন্তি** (**অন্যোন্যং স্পর্দ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ বদন্তি**); [যৎ] **বয়ং** [এব] **এতৎ বাণং** (বাতি—**কর্ম্মক্ষয়ে অপগচ্ছতীতি বাণং শরীরং**) **অবষ্টভ্য** (দৃঢ়তাং সম্পাদ্য) বিধারয়ামঃ (অবকাশদানাদিনা **স্পষ্টং** ধারয়ামঃ [ইতি] ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্ (কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ), মনঃ (**অন্তঃকরণ**), চক্ষুঃ, শ্রোত্র (সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়)। তাঁহারা প্রকাশ করিয়া অভিমানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, আমরাই এই বাণকে (শরীরকে) অবষ্টব্ধ করিয়া (দৃঢ়তর করিয়া) বিশেষরূপে ধারণ করিতেছি ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

এবং পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ।—আকাশো হ বৈ এষ দেবঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী ইত্যেতানি পঞ্চ মহাভূতানি শরীরারম্ভকাণি, বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়-বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। (২) কার্য্যলক্ষণাঃ করণলক্ষণাশ্চ তে দেবা আত্মনো মাহাত্ম্যং প্রকাশ্যং প্রকাশ্যাভিবদন্তি স্পর্দ্ধমানা অহং শ্রেষ্ঠতায়ৈ। কথং বদন্তি? বয়মেতদ্বাণং শরীরং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমবষ্টভ্য প্রাসাদমিব স্তম্ভাদয়ঃ অবিশিথিলীকৃত্য বিধারয়ামঃ বিস্পষ্টং ধারয়ামঃ। ময়ৈবৈকেনায়ং সঙ্ঘাতো ধ্রিয়ত ইত্যেকৈকস্যাভিপ্রায়ঃ ॥১৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি (পিপ্পলাদ) এইরূপে প্রশ্নকারী সেই ভার্গবের উদ্দেশে বলিলেন,—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ও শরীরের আরম্ভক (উপাদানকারণ) এই পঞ্চমহাভূত, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহ, তাহারা কার্য্যস্বরূপ এবং করণস্বরূপ, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত কার্য্যস্বরূপ, আর ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ করণস্বরূপ। সেই দেবগণ স্বীয় মাহাত্ম্য

---

(২) শরীরং ধারয়ন্তে॥ তন্মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শরীরে স্বমাহাত্ম্যখ্যাপনং প্রকাশয়ন্তে ইতি পাঠান্তরম্।

প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-খ্যাপনের জন্য [পরস্পর] স্পর্দ্ধা করতঃ বলিতে লাগিল। কি প্রকারে বলিল? স্তম্ভ প্রভৃতি যেরূপ প্রাসাদকে ধরিয়া রাখে, সেইরূপ আমরা এই বাণকে—কার্য্য-করণ-সমষ্টিকে (দেহকে) অবষ্টব্ধ করিয়া অর্থাৎ অশিথিল করিয়া (দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া) বিধৃত করি—বিস্পষ্টরূপে ধারণ করিয়া রাখি। প্রত্যেকেরই অভিপ্রায় এই যে, এক আমা দ্বারাই এই সংঘাত (দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি) বিধৃত হইয়া আছে ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ ; অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি, তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ১৯ ॥ ৩॥

[ইদানীং প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রতি মুখ্যপ্রাণোক্তিমাহ—তানিত্যাদিনা]।— বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ, মুখ্যঃ) প্রাণঃ তান্ (পূর্ব্বোক্তাভিমানবতঃ প্রাণান্) উবাচ— [যূয়ং] মোহং (বয়মেব এতৎ শরীরং বিধারয়ামঃ ইত্যেবমভিমানং) মা (ন) আপদ্যাথ (কুরুত); [যস্মাৎ] অহমেব এতৎ (ধারণং যথা স্যাৎ, তথা) আত্মানং পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিপঞ্চপ্রকারৈঃ) প্রবিভজ্য (বিভক্তং কৃত্বা) এতৎ বাণং (শরীরং) অবষ্টভ্য বিধারয়ামি (বিশেষেণ ধারয়ামি), ইতি (বাক্যসমাপ্তৌ) তে (ইতরে প্রাণাঃ) অশ্রদ্দধানাঃ (তদ্‌বচসি বিশ্বাসং স্থাপয়িতুমসমর্থাঃ) বভূবুঃ।

[প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট] শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে (পূর্ব্বোক্ত অভিমান-কারী প্রাণদিগকে) বলিলেন—তোমরা মোহপ্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ ঐরূপ অভিমান করিও না ; [যেহেতু] আমিই আপনাকে এইরূপে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টব্ধ করিয়া বিশেষরূপে ধারণ করিয়া থাকি। তাহারা [কিন্তু এ কথায়] শ্রদ্ধাবান্ হইল না ; (অর্থাৎ সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না) ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তান্ এবমভিমানবতঃ বরিষ্ঠঃ প্রাণো মুখ্য উবাচ উক্তবান্,—মা মৈবং মোহমাপদ্যথ—অবিবেকতয়া অভিমানং মা কুরুত ; যস্মাৎ অহমেব এতদ্ বাণম্

অবষ্টভ্য বিধারয়ামি পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাণাদিবৃত্তিভেদং স্বস্ত কৃত্বা বিধারয়ামি, ইতি উক্তবতি চ তস্মিন্ তে অশ্রদ্দধানা অপ্রত্যয়বন্তো বভূবুঃ—কথমেতদেবমিতি ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে অভিমানশালী তাহাদিগকে (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বরিষ্ঠ—মুখ্য প্রাণ বলিলেন—না—এই প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ অবিবেকনিবন্ধন অভিমান করিও না; যেহেতু আমিই আপনাকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টব্ধ (সুদৃঢ়) করিয়া বিধৃত করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমি নিজেই প্রাণাদিভেদে পঞ্চপ্রকার অবস্থা অবলম্বন করিয়া ধারণ করিয়া থাকি (২) প্রাণ ইহা বলিলে পর তাহারা অশ্রদ্ধালু হইয়াছিল, অর্থাৎ কেন যে ইহা এরূপ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

সোঽভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামত ইব, তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে; তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বএব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব্বা এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে, এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

সঃ (প্রাণঃ) অভিমানাৎ (তেষামশ্রদ্ধাদর্শনজাতাৎ) উর্দ্ধং উৎক্রামতে ইব (দেহাদ্‌বহির্গন্তুমিব প্রবৃত্তঃ), [বস্তুতস্তু ন উৎক্রান্তবান্]; তস্মিন্ (প্রাণে)

---

(২) তাৎপর্য্য—'প্রাণ'শব্দে প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি, সমস্তকেই বুঝায়। তন্মধ্যে প্রাণবায়ুই প্রাণবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। মুখ্য প্রাণ স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তিভেদে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয়; যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। তন্মধ্যে, উর্দ্ধগমনশীল এবং মুখ-নাসাদি স্থানগত প্রাণ, পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্ত্তী অধোগামী অপান; সর্ব্ব শরীরবর্ত্তী এবং আকুঞ্চন-প্রসারণাদিশীল—ব্যান, উন্নয়নকারী এবং উদ্গারাদি-সাধক—উদান, এবং শরীরস্থ ভুক্ত ও পীত অন্ন-জলাদির রসরুধিরাদি ভাব-সাধক—সমান। প্রাণায়াম কার্য্যে এ সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা জানিবার বিশেষ আবশ্যক হয়।

উৎক্রামতি সতি, অথ (অনন্তরং) ইতরে (অপরে) সর্ব্বে এব প্রাণাঃ (চক্ষুঃ-প্রভৃতয়ঃ) উৎক্রামন্তে (বহির্ভবিতুং প্রবৃত্তাঃ) ; তস্মিন্ (মুখ্য প্রাণে) চ [পুনঃ] প্রতিষ্ঠমানে (সুস্থিতে সতি) সর্ব্বে এব (চক্ষুঃপ্রভৃতয়ঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (সুস্থিতা বভূবুঃ)। তৎ (তত্র) যথা (দৃষ্টান্তঃ)—মধুকররাজানং (মক্ষিকারাজং) উৎক্রামন্তং (উদ্গচ্ছন্তং) [অনুসৃত্য] সর্ব্বা এব মক্ষিকা উৎক্রামন্তে, তস্মিন্ (মধুকররাজে) প্রতিষ্ঠমানে (অবস্থিতে সতি) সর্ব্বা এব (মক্ষিকাঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (অবস্থিতা ভবন্তি । বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং চ (বাগাদয়ঃ প্রাণা অপি) এবং (মক্ষিকাবদেব প্রাণানুসারিণঃ)। তে (বাগাদয়ঃ) [প্রাণমাহাত্ম্যদর্শনেন] প্রীতাঃ [সন্তঃ] প্রাণং স্তুন্বন্তি (শ্রেষ্ঠতয়া স্তবন্তি)॥

সেই প্রাণ যেন অভিমানে ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইতেই (দেহ হইতে বহির্গত হইতেই যেন) প্রবৃত্ত হইল ; সে উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে পর, অপর সকলেও উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইল ; পুনর্ব্বার সেই প্রাণ স্থির হইলে পর, সকলেই সুস্থির হইল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন মধুকর-রাজকে (মৌমাছির রাজাকে) উৎক্রান্ত হইতে দেখিলে, সমস্ত মধুমক্ষিকাই উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে সুস্থির হইলে, অপর সকলেও সুস্থির হইয়া থাকে, বাক্, মনঃ, চক্ষু, শ্রোত্রও ঠিক এইরূপ। তাহারা প্রাণমাহাত্ম্যদর্শনে প্রীত হইয়া প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে॥ ২০॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স চ প্রাণঃ তেষামশ্রদ্দধানতামালক্ষ্য অভিমানাৎ ঊর্দ্ধমুৎক্রামত ইব উৎক্রামতীব ইদমুৎক্রান্তবানিব স রোষান্নিরপেক্ষঃ, তস্মিন্নুৎক্রামতি যদ্বৃত্তং, তৎ দৃষ্টান্তেন প্রত্যক্ষীকরোতি,—তস্মিন্নুৎক্রামতি সতি অথ অনন্তরমেব ইতরে সর্ব্ব এব প্রাণাশ্চক্ষুরাদয় উৎক্রামন্তে উৎক্রামন্তি উচ্চক্রমুঃ ; তস্মিংশ্চ প্রাণে প্রাতিষ্ঠমানে তূষ্ণীং ভবতি অনুৎক্রামতি সতি সর্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে তূষ্ণীং ব্যবস্থিতা বভূবুঃ। তৎ তত্র যথা লোকে মক্ষিকা মধুকরাঃ স্বরাজানং মধুকররাজানম্ উৎক্রামন্তং প্রতি সর্ব্বা এব উৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে প্রতিতিষ্ঠন্তি। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঞ্চেত্যাদয়ঃ, তে উৎসৃজ্যাশ্রদ্দধানতাং বুদ্ধা প্রাণমাহাত্ম্যং প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি স্তবন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই প্রাণ তাহাদের অশ্রদ্ধা অবলোকনে অভিমানবশতঃ যেন ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইবারই উপক্রম করিল,—অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা না করিয়া যেন ক্রোধসহকারে এই শরীর পরিত্যাগ করিতেই উদ্যত হইল। প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে পর যাহা ঘটিয়াছিল, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষায়মাণ করিতেছেন—সেই প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে, পরক্ষণেই চক্ষুঃ প্রভৃতি অপর সমস্ত প্রাণ (করণবর্গ) উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল; এবং সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর—তূষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলে পর, তাহারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই]—জগতে মক্ষিকাসমূহ অর্থাৎ সমস্ত মধুকরগণ যেমন স্বীয় রাজাকে—মধুকররাজকে উৎক্রান্ত (উড্ডীন) [দর্শন করিয়া] সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যেমন সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে; এই দৃষ্টান্তটি যে প্রকার, এই প্রকারে সেই বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণসমূহ অশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া—প্রাণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, প্রীতিলাভকরতঃ প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য
এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দ্দেবঃ
সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

[তৎস্তুতিমেবাহ এষ ইত্যাদি না।]—এষঃ (প্রাণঃ) অগ্নিঃ [সন্] তপতি (তাপং করোতি) এষঃ (প্রাণঃ) সূর্য্যঃ [সন্ প্রকাশতে]। এষঃ পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ সন্) [বর্ষতি]। এষঃ মঘবান্ (ইন্দ্রঃ সন্) [সর্ব্বং রক্ষতি]। এষঃ বায়ুঃ [সন্ প্রবাতি] [এবং সর্ব্বত্র যথাযোগ্যং ক্রিয়াপদং যোজনীয়ম্।] এষঃ দেবঃ (প্রকাশাত্মা)

পৃথিবী (ধরিত্রী) রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ) সৎ (সূক্ষ্মং কারণং) অসৎ (স্থূলং কার্য্যং) চ অমৃতং (দেবভোজ্যম্, অমরণস্বভাবং ব্রহ্মাদিভাবো বা) চ (অপি) যৎ, [তদপি এষ প্রাণ ইতি শেষঃ]।

[এষ ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রাণস্তুতিই কথিত হইতেছে]—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দিতেছেন ; ইনি সূর্য্য, ইনি পর্জ্জন্য (মেঘ), ইনি মঘবান্ (ইন্দ্র), ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি প্রকাশস্বভাব রয়ি (অন্ন—চন্দ্র)। [অধিক কি,] যাহা, সৎ (সূক্ষ্ম), অসৎ (স্থূল) এবং অমৃত [তাহাও ইনি] ॥ ২১ ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথম্—এষ প্রাণঃ অগ্নিঃ সন্ তপতি জ্বলতি ; তথা এষঃ সূর্য্যঃ সন্ প্রকাশতে ; তথা এষঃ পর্জ্জন্যঃ সন্ বর্ষতি। কিঞ্চ, মঘবান্ ইন্দ্রঃ সন্ প্রজাঃ পালয়তি, জিঘাংসত্যসুররক্ষাংসি। এষঃ বায়ুঃ আবহ-প্রবহাদিভেদঃ। কিঞ্চ, এষঃ পৃথিবী, রয়ির্দ্দেবঃ সর্ব্বস্য জগতঃ সৎ, মূর্ত্তম্ অসৎ অমূর্ত্তঞ্চ অমৃতঞ্চ যদ্দেবানাং স্থিতিকারণম্ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকার?—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দেন—প্রজ্বলিত হন ; সেইরূপ ইনি সূর্য্য হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ ইনি পর্জ্জন্য (মেঘ) হইয়া বর্ষণ করেন। আরও—মঘবান্—ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে পালন করেন,—অসুর এবং রাক্ষসগণকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করেন ; ইনিই আবহ-প্রবহাদি ভেদসম্পন্ন বায়ু। অপিচ, ইনি পৃথিবী এবং দ্যোতমান রয়ি (চন্দ্র) হইয়া সমস্ত জগতের [ধারক হন]। আর অসৎ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও সৎ (সূক্ষ্ম) এবং দেবগণের জীবনসাধন যে, অমৃত, [তাহাও এই প্রাণ] ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

[কিং বহুনা,] রথনাভৌ (রথচক্রস্য নাভিরন্ধ্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব প্রাণে (সংসারচক্রনাভিভূতে) সর্ব্বং (বক্ষ্যমাণশ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্তং, অগ্নি-চন্দ্রাদিকং বা) প্রতিষ্ঠিতং। [বিশিষ্যাহ] ঋচঃ, যজূংষি, সামানি, (এতে ত্রয়ো বেদাঃ)

যজ্ঞঃ (বৈদিকী ক্রিয়া), ক্ষত্রং (পালয়িত্রী জাতিঃ) ব্রহ্ম (যজ্ঞসম্পাদকো দ্বিজাতিঃ)। চ (অপি) [প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ] ॥

আর বেশী কি? রথচক্রের নাভিতে শলাকা-সমূহের ন্যায় [শ্রদ্ধাদি নাম পর্য্যন্তই অথবা অগ্নিচন্দ্রাদি] সমস্ত এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে, ঋক্, এবং যজুঃ ও সামবেদ, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণও [এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে] ॥ ২২॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, অরা ইব রথনাভৌ শ্রদ্ধাদি নামান্তং সর্ব্বং স্থিতিকালে প্রাণে এব প্রতিষ্ঠিতম্। তথা ঋচো যজূংষি সামানীতি ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ, তৎসাধ্যশ্চ যজ্ঞঃ, ক্ষত্রঞ্চ সর্ব্বস্য পালয়িতৃ, ব্রহ্ম চ যজ্ঞাদি-কর্ম্মকর্তৃত্বেঽধিকৃতঞ্চ এবৈষ প্রাণঃ সর্ব্বম্ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অধিক কি, রথের নাভিতে অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় শরীরাবস্থিতিকালে [বক্ষ্যমাণ] শ্রদ্ধা হইতে নাম পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাণে অবস্থিত [আছে] (১২)। সেইরূপ, ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রসমূহ, মন্ত্র-সাধ্য যজ্ঞ, সর্ব্বপালক ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের কর্তৃত্বাধিকারী ব্রাহ্মণ, সমস্তই এই প্রাণ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে
ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি
যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥২৩ ॥৭॥

অপিচ, [হে প্রাণ!] ত্বম্ এব প্রজাপতিঃ সন্ গর্ভে (মাতৃজঠরে) চরসি (তিষ্ঠসি), প্রতিজায়সে (মাতাপিত্রোরনুরূপঃ সন্ উৎপদ্যসে) [চ]। হে প্রাণ! ইমাঃ প্রজাঃ (মনুষ্যপ্রভৃতয়ঃ) তু (পুনঃ) তুভ্যং বলিং (ভোজ্যং উপহারং) হরন্তি, যঃ ত্বং প্রাণৈঃ (চক্ষুরাদিভিঃ) সহ প্রতিতিষ্ঠসি (শরীরে বর্ত্তসে) ॥

(১২) তাৎপর্য্য—এই উপনিষদেই ষষ্ঠ প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্রে শ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্ত পঞ্চদশ কলার উল্লেখ আছে।

হে প্রাণ ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং [মাতাপিতার] অনুরূপ হইয়া জন্ম লাভ কর। হে প্রাণ ! যে তুমি প্রাণসমূহের (চক্ষুঃপ্রভৃতির) সহিত অবস্থান কর, [সেই] তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে (মনুষ্যপ্রভৃতিরা) বলি (ভোজ্য) উপহার প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যঃ প্রজাপতিরপি, স ত্বমেব গর্ভে চরসি, পিতুর্ম্মাতুশ্চ প্রতিরূপঃ সন্ প্রতিজায়সে ; প্রজাপতিত্বাদেব প্রাগেব সিদ্ধং তব মাতৃপিতৃত্বম্ ; সর্ব্বদেহ-দেহ্যাকৃতিচ্ছদ্মনা একঃ প্রাণঃ সর্ব্বাত্মাসীত্যর্থঃ। তুভ্যং ত্বদর্থায় ইমাঃ মনুষ্যাদ্যাঃ প্রজাস্তু হে প্রাণ ! চক্ষুরাদিদ্বারৈঃ বলিং হরন্তি। যতস্ত্বং প্রাণৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রতিতিষ্ঠসি সর্ব্বশরীরেষু, অতস্তুভ্যং বলিং হরন্তীতি যুক্তম্। ভোক্তাসি যতস্ত্বং, তবৈবান্যৎ সর্ব্বং ভোজ্যম্ ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর যিনি প্রজাপতিরূপও বটে, তুমিই তদ্রূপে গর্ভে বিচরণ কর এবং পিতা ও মাতার অনুরূপ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ কর। প্রজাপতিত্ব-নিবন্ধন তৎপূর্ব্বেই তোমার মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব সম্পন্ন আছে। তুমিই এক প্রাণ সমস্ত দেহ ও দেহি-চ্ছলে সর্ব্বাত্মক হইতেছ। হে প্রাণ ! এই যে মনুষ্যাদি প্রজাগণ (প্রাণিবর্গ), সকলেই তোমার উদ্দেশে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বলি (ভোগ্য বস্তু) উপহার দিয়া থাকে। যে হেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণ সমুদয়ের সহিত সমস্ত শরীরে অবস্থিতি কর,এই কারণে তোমার উদ্দেশে যে বলি আহরণ করে, ইহা সমুচিতই বটে। যেহেতু তুমিই ভোক্তা এবং অপর সমস্তই তোমার ভোজ্য বা ভোগার্হ (১৩) ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

---

(১৩) তাৎপর্য্য = প্রাণ যখন প্রজাপতিস্বরূপ, এবং প্রজাপতি যখন সর্ব্বাত্মক, তখন প্রাণও সর্ব্বাত্মক ; সুতরাং প্রাণের পক্ষে মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব ও পুত্ররূপে গর্ভস্থত্ব সহজেই উপপন্ন হইতে পারে। জীবদেহে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ-নিজ বিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাণ তাহা করে না ; প্রাণের গ্রহণযোগ্য কোন বিষয় নাই, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করে, তাহা দ্বারাই দেহে প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা হয়, এই কারণে শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রজাগণ যেরূপ স্বীয় রাজার উদ্দেশে বলি উপহার দেয়, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও প্রাণের প্রাধান্য অবগত হইয়া, তদুদ্দেশে যেন বিষয় রাশি উপহার দিয়া থাকে।

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি ॥ ২৪ ॥ ৮॥

বিভূত্যন্তরমাহ—দেবানামিতি।—[হে প্রাণ !] [ত্বং] দেবানাং সম্বন্ধে বহ্নিতমঃ (অতিশয়েন হবির্বাহকঃ), পিতৃণাং (অগ্নিষ্বাত্তাদীনাং) প্রথমা (শ্রেষ্ঠা) স্বধা (তৃপ্তিসাধনম্), [তথা] অথর্ব্বাঙ্গিরসাম্ (অঙ্গিরসভূতানাম্ অথর্ব্বণাম্) ঋষীণাং (চক্ষুরাদিপ্রাণানাং) সত্যং (যথার্থভূতং) চরিতম্ (দেহধারণরূপং চেষ্টিতম্) অসি (ভবসি ইত্যর্থঃ)॥

[হে প্রাণ] তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বহ্নিস্বরূপ এবং পিতৃগণের স্বধা বা তৃপ্তিসাধন, অথর্ব্বাঙ্গিরস ঋষিগণের (প্রাণসমূহের) সত্য চরিত বা চেষ্টাস্বরূপ [হও] ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, দেবানামিন্দ্রাদীনাম্ অসি ভবসি ত্বং বহ্নিতমঃ হবিষাং প্রাপয়িতৃতমঃ। পিতৃণাং নান্দীমুখে শ্রাদ্ধে যা পিতৃভ্যো দীয়তে স্বধা অন্নং, সা দেবপ্রদানমপেক্ষ্য প্রথমা ভবতি ; তস্যা অপি পিতৃভ্যঃ প্রাপয়িতা ত্বমেবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, ঋষীণাং চক্ষুরাদীনাং প্রাণানাম্ অথর্ব্বাঙ্গিরসাম্ অঙ্গিরসভূতানাম্ অথর্ব্বণাং তেষামেব "প্রাণো বা অথর্ব্বা" ইতি শ্রুতেঃ। চরিতং চেষ্টিতং সত্যম্ অবিতথং দেহধারণাদ্যুপকারলক্ষণং ত্বমেবাসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্বন্ধে তুমি বহ্নিতম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম হবিঃ-প্রাপক (যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক)। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণ উদ্দেশে যে স্বধা অর্থাৎ অন্ন প্রদত্ত হয়,দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যপ্রদানের প্রথমেই তাহা দত্ত হয়, অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতে হইলেও প্রথমে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে অন্নদান করিতে হয়; এই কারণে স্বধাকে 'প্রথমা' বলা হইয়াছে। তুমিই পিতৃগণ উদ্দেশে সেই স্বধারও প্রাপয়িতা বা প্রাপক। আরও এক কথা, অঙ্গিরস্ অর্থাৎ অঙ্গিরসস্বরূপ অথর্ব্বন্ ঋষিগণের অর্থাৎ

চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণসমূহের সত্য—যথার্থ চরিত—অর্থাৎ দেহ ধারণরূপ চেষ্টাও তুমিই। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, 'প্রাণই অথর্ব্বা।' [তদনুসারে 'অথর্ব্বা' শব্দে 'প্রাণ' অর্থ বুঝিতে হইবে]॥ ২৪॥ ৮

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, হে প্রাণ! ত্বং ইন্দ্রঃ (দীপ্তিমান্ পরমেশ্বরঃ, ব্রহ্মা বা) [পূর্ব্বং মঘোন উক্তত্বাৎ নেহ তৎপরিগ্রহো ন্যায্যঃ পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ]। অসি (ভবসি)। তেজসা (বীর্য্যেণ) রুদ্রঃ (জগৎসংহারকোঽসি)। পরি (সমন্তাৎ) রক্ষিতা [চ অসি]। ত্বং সূর্য্যঃ (সন্) অন্তরিক্ষে (দ্যুলোকে) চরসি (ভ্রমসি)। ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ (প্রভুঃ) [অসি]॥

হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র স্বরূপ (পরমেশ্বর বা ব্রহ্মা), তুমি তেজে রুদ্রস্বরূপ, এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষকও হও। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ কর, এবং তুমিই জ্যোতিঃসমূহের পতি বা প্রভু॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরস্ত্বং হে প্রাণ! তেজসা বীর্য্যেণ রুদ্রোঽসি সংহরন্ জগৎ। স্থিতৌ চ পরি সমন্তাৎ রক্ষিতা পালয়িতা ; পরিরক্ষিতা ত্বমেব জগতঃ সৌম্যেন রূপেণ। ত্বম্ অন্তরিক্ষে অজস্রং চরসি উদয়াস্তময়াভ্যাং সূর্য্যস্ত্বমেব চ সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং পতিঃ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর, [এবং তুমিই] স্বীয় শক্তিবলে জগৎসংহারকারক রুদ্র, এবং স্থিতিকালেও এক তুমিই শান্তরূপে সর্ব্বতোভাবে জগতের রক্ষিতা—পরিপালক। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে উদয় ও অস্তময় দ্বারা অনবরত বিচরণ কর, এবং তুমিই সমস্ত জ্যোতিরও পতি বা প্রভু॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

অপিচ, হে প্রাণ! ত্বং যদা অভিবর্ষসি (পর্জ্জন্যরূপেণ বারি মুঞ্চসি), অথ (তদা বর্ষণানন্তরং) তে (তব) ইমাঃ প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) 'কামায় (ইচ্ছানুরূপং) অন্নং ভবিষ্যতি' ইতি (হেতোঃ) আনন্দরূপাঃ (অতিশয়েন আনন্দিতাঃ সন্তঃ) তিষ্ঠন্তি (মোদন্তে ইত্যর্থঃ)। যদ্বা, 'প্রাণতে' ইত্যেকং পদং, বর্ষণানন্তরং প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥

হে প্রাণ তুমি যখন [মেঘরূপে বারি] বর্ষণ কর, তাহার পরই 'ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে' এই মনে করিয়া তোমার এই সকল প্রজা আনন্দিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদা পর্জ্জন্যো ভূত্বা অভিবর্ষসি ত্বং, অথ তদা অন্নং প্রাপ্য ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অথবা প্রাণ! তে তব ইমাঃ প্রজাঃ স্বাত্মভূতাঃ ত্বদন্ন-সংবৰ্দ্ধিতাঃ ত্বদভিবর্ষণদর্শনমাত্রেণ চানন্দরূপাঃ সুখং প্রাপ্তা ইব সত্যঃ তিষ্ঠন্তি। 'কামায় ইচ্ছাতোঽন্নং ভবিষ্যতি' ইত্যেবমভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তুমি যখন মেঘ হইয়া বর্ষণ কর, তখন এই প্রজাগণ প্রাণিত হয় অর্থাৎ প্রাণের উপযুক্ত চেষ্টা করে, (বাঁচিয়া থাকে)। অথবা হে প্রাণ! তোমার আত্মভূত এই প্রজাগণ তোমার অন্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তোমার বারিবর্ষণ-দর্শনমাত্রেই আনন্দরূপ অর্থাৎ সুখ-প্রাপ্ত হইয়াই যেন অবস্থান করে। [তাহাদের] অভিপ্রায় এই যে, [এখন] ইচ্ছামত অন্ন (শস্য) হইবে, [তাই তাহারা সুখী হয়]। ২৬ ॥ ১০ ॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা * বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥ ২৭ ॥ ১১

কিঞ্চ, হে প্রাণ! ত্বং ব্রাত্যঃ (প্রথমজত্বাদেব সংস্কারক-পিত্রাদেরভাবাৎ

* প্রাণৈকর্ষিরত্তা বিশ্বস্যেতি বা পাঠঃ।

অসংস্কৃতঃ,) এক-ঋষিঃ (একর্ষিনামকোঽগ্নিঃ সন্) অত্তা (হবির্ভোক্তা) [তথা] বিশ্বস্য (জগতঃ) সৎপতিঃ (সাধীয়ান্ অধিপতিঃ) [অসি]। বয়ং (করণবর্গাঃ) আদ্যস্য (প্রথমজস্য) তব (প্রাণস্য) [ভক্ষণীয়স্য হবিষঃ দাতারঃ। ত্বং মাতরিশ্বনঃ (বায়োঃ) পিতা (জনকঃ), অথবা, হে মাতরিশ্বন্ ! ত্বং নঃ (অস্মাকং) পিতা [অসি]॥

হে প্রাণ ! তুমি ব্রাত্য (উপনয়নাদি সংস্কারহীন), একষিনামক অগ্নিরূপে অত্তা (হবির্ভোক্তা), এবং জগতের উত্তম পতিস্বরূপ। আমরা তোমার আদি পুরুষ ভক্ষণীয় [হবি] প্রদান করিয়া থাকি। হে মাতরিশ্বন্ (বায়ুরূপিন্) তুমি আমাদের পিতা, অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা (কারণস্বরূপ) ॥ ২৭ ॥ ১১ .

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, প্রথমজত্বাদন্যস্য সংস্কর্ত্তুরভাবাদসংস্কৃতো ব্রাত্যস্ত্বং স্বভাবত এব শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ। হে প্রাণ এক ঋষিঃ ত্বম্ আথর্ব্বণানাং প্রসিদ্ধ একর্ষিনামা অগ্নিঃ সন্ অত্তা সর্ব্বহবিষাম্। ত্বমেব বিশ্বস্য সর্ব্বস্য সতো বিদ্যমানস্য পতিঃ সৎপতিঃ, সাধুর্ব্বা পতিঃ সৎপতিঃ। বয়ং পুনরাদ্যস্য তব অদনীয়স্য হবিষো দাতারঃ। ত্বং পিতা মাতরিশ্ব ! হে মাতরিশ্বন্ নোঽস্মাকম্। অথবা মাতরিশ্বনঃ বায়োঃ পিতা ত্বম্। অতশ্চ সর্ব্বস্যৈব জগতঃ পিতৃত্বং সিদ্ধম্॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ হে প্রাণ, সর্ব্বপ্রথমে সমুৎপন্ন বলিয়া অপর কেহ সংস্কার-কারক না থাকায়,তুমি সংস্কার-হীন ব্রাত্য (১৪) অভিপ্রায় এই যে, তুমি

---

(১৪) তাৎপর্য্য—ব্রাত্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি যদি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্টকালে উপনয়ন সংস্কার লাভ না করে. তাহা হইলে 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত, পাতকী; ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা তাহারা নিষ্কৃতিলাভ করে। আলোচ্য স্থলে, প্রাণ যখন প্রথমজাত, তৎকালে এমন কেহই ছিল না, যাহা দ্বারা প্রাণের বৈধসংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে। তাহার ফলে প্রাণের ব্রাত্যতা দোষ ঘটে ; ব্রাত্যদোষদুষ্ট ব্যক্তি অপবিত্র হইলেও উক্ত শ্রুতি প্রাণস্তুতি প্রসঙ্গে যখন 'ব্রাত্য' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহা প্রাণের নিন্দাব্যঞ্জক হইতে পারে না ; নিন্দা হইলে আর স্তুতি হয় না। এই কারণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণ ব্রাত্য—সংস্কারহীন হইলেও স্বভাব শুদ্ধ, অর্থাৎ তাহার শুদ্ধির জন্য আর কোনপ্রকার সংস্কারের অপেক্ষা হয় না ; সুতরাং তাহার পবিত্রতারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

তাদৃশ হইয়াও স্বভাবতই বিশুদ্ধ। তুমি একঋষি অর্থাৎ আথর্ব্বণদিগের প্রসিদ্ধ একর্ষিনামক অগ্নি হইয়া সমস্ত হবির (যজ্ঞীয় দ্রব্যের) ভোক্তা; তুমিই বিদ্যমান সমস্ত জগতের পতি—সৎপতি, অথবা সৎপতি অর্থ—সাধু (উৎকৃষ্ট) পতি। আমরা কিন্তু আদ্য বা প্রথমোৎপন্ন তোমার ভক্ষণীয় হবির দাতা। হে মাতরিশ্ব! (মাতরিশ্বন্ বায়ো)! তুমি আমাদের পিতা। অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা; এই কারণে সমস্ত জগৎসম্বন্ধেই [তাঁহার] পিতৃত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥২৮॥ ১২ ॥

[কিং বহুনা]—তে (তব) যা তনূঃ (বাক্‌শক্তিরূপা) বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিতা) যা (তনূঃ) শ্রোত্রে (শ্রবণেন্দ্রিয়ে), যা চ (অপি, তনূঃ) চক্ষুষি [প্রতিষ্ঠিতা]। যা চ (অপি) মনসি (অন্তঃকরণে সন্ততা (অনুগতা) [বর্ত্ততে]। তাং (তনূং) শিবাং (কল্যাণময়ীং) কুরু; মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণং মা কার্ষীঃ) [অত্রৈব তিষ্ঠেতি ভাবঃ] ॥

[হে প্রাণ!] তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে [প্রতিষ্ঠিত আছে]। আর যাহা মনেতে সন্তত বা নিয়তভাবে রহিয়াছে; তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—কল্যাণময় কর; উৎক্রমণ করিও না; অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, যা তে ত্বদীয়া তনূঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতা—বক্তৃত্বেন বদনচেষ্টাং কুর্ব্বতী। যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি। যা মনসি সঙ্কল্পাদিব্যাপারেণ সন্ততা—সমনুগতা তনূঃ, তাং শিবাং শান্তাং কুরু, মা উৎক্রমীঃ উৎক্রমণেনাশিবাং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই; ত্বদীয় যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বক্তৃরূপে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদন করে; যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে

এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে [প্রতিষ্ঠিত], আর যে তনু মনোমধ্যে সংকল্পাদি ব্যাপার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুগত আছে, তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—প্রশান্ত কর; উৎক্রান্ত হইও না, অর্থাৎ উৎক্রমণ দ্বারা তনুকে অমঙ্গলময়ী করিও না॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥২৯॥১৩॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ২ ॥

[বিশেষপ্রার্থনয়া প্রাণস্তুতিমুপসংহরতি প্রাণস্যেত্যাদিনা।]—ত্রিদিবে (ত্রৈলোক্যে) যৎ প্রতিষ্ঠিতং, ইদং সর্ব্বং (বস্তু) প্রাণস্য (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকস্য তব) বশে (অধীনতায়াং) [বর্ত্ততে]। মাতা (জননী) পুত্রান্ ইব [অস্মান্] রক্ষস্ব (পালয়স্ব); নঃ (অস্মাকং) শ্রীঃ (সম্পদঃ), প্রজ্ঞাং (হিতবুদ্ধিং) চ বিধেহি (প্রযচ্ছ)। নেদানীং পূর্ব্ববদস্মাকং স্বাতন্ত্র্যমস্তি, ত্বদধীনা বয়ং, অতঃ অস্মৎকল্যাণং ত্বয়া সম্পাদনীয়মিত্যাশয়ঃ।

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত। [হে প্রাণ!] মাতা যেরূপে পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ [আমাদিগকে] রক্ষা কর; এবং আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, অস্মিন্ লোকে প্রাণস্যৈব বশে সর্ব্বমিদং যৎকিঞ্চিদুপভোগজাতং, ত্রিদিবে তৃতীয়স্যাং দিবি চ যৎ প্রতিষ্ঠিতং দেবাদ্যুপভোগলক্ষণং, তস্যাপি প্রাণ এব ঈশিতা রক্ষিতা। অতো মাতেব পুত্রান্ অস্মান্ রক্ষস্ব পালয়স্ব। ত্বন্নিমিত্তা হি ব্রাহ্ম্যঃ ক্ষাত্রিয়াশ্চ শ্রিয়ঃ, তাঃ ত্বং শ্রীশ্চ শ্রিয়শ্চ প্রজ্ঞাং চ ত্বৎস্থিতিনিমিত্তাং বিধেহি নো বিধৎস্বেত্যর্থঃ। ইত্যেবং সর্ব্বাত্মতয়া বাগাদিভিঃ প্রাণৈঃ স্তুত্যা গমিতমহিমা প্রাণঃ প্রজাপতিরেবেত্যবধৃতম্ ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই; ইহলোকে যাহা কিছু উপভোগ-যোগ্য বস্তু এবং ত্রিদিবে [অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা] তৃতীয় স্থানে স্বর্গেও দেবভোগ্য যাহা অবস্থিত আছে, প্রাণই তাহারও ঈশ্বর বা রক্ষক; সুতরাং এ সমস্তই প্রাণের বশে বা প্রাণের অধীন। অতএব তুমি মাতার ন্যায় আমাদিগকে পুত্রগণের ন্যায় রক্ষা কর—পালন কর। যে হেতু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রীও তোমার অধীন, [অতএব) সেই শ্রী (সম্পৎ) এবং তোমার স্থিতির অধীন প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান কর। এই বাক্যসমষ্টি হইতে নিশ্চিত হইল যে, বাক্ প্রভৃতি প্রাণগণ সর্ব্বপ্রকার স্তুতি দ্বারা যাহার মহিমা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে, সেই প্রাণ নিশ্চয়ই প্রজাপতিস্বরূপ, [তাহা হইতে পৃথক্ নহে] ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদে দ্বিতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্নোপনিষৎ।

অথ তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে? কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে? কেনোৎক্রমতে? কথং বাহ্যমভিধত্তে? কথমধ্যাত্মমিতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

[প্রাণস্য প্রাজাপত্যাদি গুণজাতমুপদিশ্য তস্যৈব উপাসনার্থমুৎপত্ত্যাদি নির্দ্ধারয়িতুমুপক্রমতে]—অথেতি। অথ (বৈদর্ভিপ্রশ্নানন্তরং) আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—ভগবন্! এষ প্রাণঃ কুতঃ (কারণবিশেষাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে)? কথং (কেন হেতুনা বা) অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (প্রবিশতি)? কথং (কেন প্রকারেণ বা) আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাতিষ্ঠতে (শরীরে তিষ্ঠতি)? কেন বা (ব্যাপারবিশেষেণ) উৎক্রমতে (অস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি)? কথং (কেন রূপেণ) বাহ্যং (অধিভূতং অধিদৈবতং চ) অভিধত্তে (ধারয়তি), কথং [বা] অধ্যাত্মং (শরীরেন্দ্রিয়াদি) [ধারয়তীতিশেষঃ]। ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ)॥

অনন্তর কৌসল্য আশ্বলায়ন ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্ম লাভ করে? কিরূপে এই শরীরে আগমন করে? কিরূপেই বা আপনাকে [পাঁচভাগে] বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে? কিরূপে উৎক্রমণ করে? (দেহ হইতে বহির্গত হয়?) এবং কিরূপে বাহ্য ও অধ্যাত্ম (শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতি) ধারণ করে? ইতি শব্দটি (প্রশ্নসমাপ্তিসূচক ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—প্রাণোহ্যেবং প্রাণৈঃ নির্দ্ধারিততত্ত্বৈঃ

উপলব্ধমহিমাপি সংহতত্বাৎ স্যাদস্য কার্য্যত্বম্; অতঃ পৃচ্ছামি,—ভগবন্ কুতঃ কস্মাৎ কারণাদেষ যথাবধৃতঃ প্রাণো জায়তে? জাতশ্চ কথং কেন বৃত্তিবিশেষেণ অয়াত্যস্মিন্ শরীরে; কিংনিমিত্তকমস্য শরীরগ্রহণমিত্যর্থঃ। প্রবিষ্টশ্চ শরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য প্রবিভাগং কৃত্বা কথং কেন প্রকারেণ প্রাতিষ্ঠতে প্রতি-তিষ্ঠতি? কেন বা বৃত্তিবিশেষেণ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রমতে উৎক্রামতি। কথং বাহ্যম্ অধিভূতম্ অধিদৈবতঞ্চ অভিধত্তে ধারয়তি? কথমধ্যাত্মম্ ইতি ধারয়তীতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর কোসলবংশীয় আশ্বলায়ন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পূর্ব্বোক্তক্রমে যাহারা মুখ্যপ্রাণের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, সেই চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি প্রাণগণকর্ত্তৃক প্রাণ-মহিমা উপলব্ধি হইলেও সংহতত্বহেতু (সাবয়বত্ব বশতঃ) ইহার কার্য্যত্ব (জন্মত্ব) সম্ভাবিত হইতে পারে; এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে ভগবন্! যথাবধৃত (পূর্ব্বে যেরূপ অবধারণ করা হইয়াছে), এই প্রাণ কোন্ কারণ হইতে জন্ম-লাভ করে? জন্মলাভ করিয়াও কিরূপ ব্যাপার দ্বারা এই দেহে আগমন করে? অর্থাৎ ইহার শরীর ধারণের নিমিত্ত কি? শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে বিভক্ত করতঃ কিপ্রকারেই বা অবস্থান করে? কিপ্রকার ব্যাপার দ্বারা এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে (বহির্গত হয়)? কিপ্রকারেইবা বাহ্য—অধিভূত ও অধিদৈবত বিষয়কে ধারণ করে? এবং অধ্যাত্ম (দেহেন্দ্রিয়াদি) বিষয়কেই বা কিপ্রকারে ধারণ করে? ৩০ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (কৌশল্যায়) উবাচ—[ত্বং] অতিপ্রশ্নান্ (দুর্বি-জ্ঞেয়বিষয়ান্) পৃচ্ছসি; [অতঃ ত্বং] ব্রহ্মিষ্ঠঃ (অতিশয়েন ব্রহ্মবিৎ) অসি (ভবসি) ইতি। তস্মাৎ (হেতোঃ) অহং তে (তুভ্যং) ব্রবীমি (প্রশ্নোত্তরং কথয়ামীতি ভাবঃ) ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—[তুমি] অতি দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, [অতএব তুমি] অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিৎ। এজন্য আমি তোমার উদ্দেশে বলিতেছি॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ইত্যেবং পৃষ্টস্তস্মৈ স হোবাচ আচার্য্যঃ, প্রাণ এব তাবৎ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ বিষম-প্রশ্নার্হঃ,তস্যাপি জন্মাদি ত্বং পৃচ্ছসি,অতঃ অতি প্রশ্নান পৃচ্ছসি। ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি অতি-শয়েন ত্বং ব্রহ্মবিদ্, অতস্তুষ্টোঽহং ; তস্মাত্তে তুভ্যং ব্রবীমি—যৎপৃষ্টং ; শৃণু ॥৩১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই আচার্য্য (পিপ্পলাদ) পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—প্রথমতঃ প্রাণই দুর্জ্ঞেয়ত্বনিবন্ধন বিষম (কঠিন) প্রশ্নের বিষয় ; তাহারও আবার জন্মাদি বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিতেছ ; অতএব [তুমি] অতিপ্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছ। [অতএব তুমি] ব্রহ্মিষ্ঠ,—অর্থাৎ তুমি অতিশয় ব্রহ্মবিৎ ; এজন্য আমি তুষ্ট [হইয়াছি], সেই হেতু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, [তাহা] তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ; শ্রবণ কর॥ ৩২ ॥ ২॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে চ্ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

[ক্রমেণ প্রশ্নোত্তরাণ্যাহ 'আত্মন' ইত্যাদিনা] ।—এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) প্রাণঃ আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে)। [তত্রায়ং দৃষ্টান্তঃ]—পুরুষে (দেহে) [দেহনিমিত্তা] যথা ছায়া [জায়তে, তথা] এতৎ (প্রাণরূপং বস্তু) এতস্মিন্ (পুরুষে—পরমেশ্বরে) আততং (ব্যাপ্তং অনুগতমিত্যর্থঃ)। মনোকৃতেন (সংকল্পাদিনা) অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (আগচ্ছতি)॥

আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পুরুষদেহে যেরূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, [সেইরূপ] এই প্রাণও এই আত্মাতে (পরমেশ্বরে) আতত বা অনুগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত [কামাদি দ্বারা] এই স্থূল শরীরে আগমন করে॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আত্মনঃ পরস্মাৎ পুরুষাদক্ষরাৎ সত্যাৎ এষ উক্তঃ প্রাণো জায়তে। কথং? ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা লোকে এষা পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণে নিমিত্তে ছায়া নৈমিত্তিকী জায়তে; তদ্বৎ এতস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ প্রাণাখ্যং ছায়াস্থানীয়মনৃতরূপং তত্ত্বং সত্যে পুরুষে আততং সমর্পিতমিত্যেতৎ। ছায়েব দেহে মনোকৃতেন মনঃকৃতেন মনঃসঙ্কল্পেচ্ছাদিনিষ্পন্নকর্ম্মনিমিত্তেন ইত্যেতৎ। বক্ষ্যতি হি—"পুণ্যেন পুণ্যম্" ইত্যাদি। "তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। আয়াতি আগচ্ছতি অস্মিন্ শরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মা হইতে অর্থাৎ পরমপুরুষ সত্য অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণ জন্ম ধারণ করে। কিপ্রকারে? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, জগতে পুরুষে অর্থাৎ শিরোহস্তাদিময় দেহে যেরূপ দেহ-নিমিত্তক ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছায়াস্থানীয় এই অসত্যভূত প্রাণনামক তত্ত্বটিও এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষে আতত—সমর্পিত (আছে); দেহ-গত-মনঃকৃত অর্থ মানস সংকল্প ও ইচ্ছাদি দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মানুসারে ছায়ার ন্যায় এই শরীরে আগমন করিয়া থাকে। শ্রুতি পরেও বলিবেন যে, 'পুণ্য দ্বারা পুণ্য লোক (জয় করে)' ইত্যাদি। আসক্ত পুরুষ কর্ম্ম-সংস্কারসহ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, [তাঁহার সূক্ষ্ম মনঃ যে বিষয়ে আসক্ত থাকে।] এই অন্য শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি; এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

যথা সম্রাট্ (সার্ব্বভৌমঃ) এব অধিকৃতান্ (অধিকারপ্রাপ্তান্ জনান্) 'এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব (অধিষ্ঠায় পালয়)" ইতি [কৃত্বা] বিনিযুক্তে (নিয়োজয়তি)। এবমেব এষঃ (প্রাণঃ) ইতরান্ (অপরান্) প্রাণান্ (চক্ষুরাদীন্) পৃথক্ পৃথক্ এব সন্নিধত্তে (স্ব-স্ববিষয়েষু নিযুঙ্‌ক্তে) ॥

সম্রাট্ যেরূপ 'এই সমস্ত গ্রাম, এই সমস্ত গ্রাম শাসন কর' বলিয়া অধিকৃত বা অধিকারপ্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন; ঠিক এই রূপই এই প্রাণও অপর প্রাণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে [স্ব স্ব বিষয়ে] নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথা যেন প্রকারেণ লোকে রাজা সম্রাড়েব গ্রামাদিষু অধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে। কথম্? এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি। এবমেব যথা দৃষ্টান্তঃ; এষঃ মুখ্যঃ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ চক্ষুরাদীন্ আত্মভেদাংশ্চ পৃথক্ পৃথগেব যথা-স্থানং সন্নিধত্তে বিনিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

জগতে রাজা সম্রাট্‌ই যেপ্রকারে অধিকৃত লোকদিগকে গ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে নিযুক্ত করে; কিরূপে (নিযুক্ত করে)? (তুমি) 'এই গ্রামসমূহে, এই গ্রামসমূহে অধিষ্ঠান কর,' [এইরূপে নিযুক্ত করে], এইরূপই, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের অনুরূপই এই মুখ্যপ্রাণ ও অপর প্রাণ—চক্ষুঃ-প্রভৃতিকে এবং স্বীয় ভেদসমূহকেও পৃথক্ পৃথক্-ভাবেই যথাস্থানে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে; মধ্যে তু সমানঃ; এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি, তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি ॥৩৪।৫॥

[তত্র চক্ষুরাদীনাং বিষয়-বিনিয়োগস্য সুগমত্বাৎ, তং পরিত্যজ্য মুখ্যপ্রাণস্যৈব বিভজ্য নিয়োগপ্রকারমাহ]—পায়ূপস্থে ইত্যাদি। পায়ূপস্থে (পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ূপস্থং, তস্মিন্) অপানং (প্রাণভেদং) [বিনিযুঙ্‌ক্তে প্রাণ ইতিশেষঃ]। মুখ-নাসিকাভ্যাং (সহ, মুখে নাসিকায়াং চ) [তথা] চক্ষুঃশ্রোত্রে (চক্ষুষি শ্রোত্রে চ) স্বয়ং প্রাণঃ সন্নিধত্তে। মধ্যে (নাভৌ) তু (পুনঃ) সমানঃ [সন্নিধত্তে]; হি (যস্মাৎ) এষঃ (সমানঃ) হুতং (ভুক্তং) অন্নং সমং নয়তি (রস-রুধিরাদি-

ভাবেন পরিণময়তি)। তস্মাৎ (প্রাণাগ্নেঃ) এতাঃ সপ্ত (দর্শন-শ্রবণ-মুখ-নাসিকাজন্যাঃ) অর্চ্চিষঃ (শিখাঃ প্রকাশরূপাঃ) ভবন্তি ॥

[উক্ত প্রাণই] অপানকে পায়ু ও উপস্থদেশে [নিযুক্ত করে]; এবং প্রাণ, নিজেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় অধিষ্ঠান করে। সমান আবার মধ্যস্থানে [নাভিতে] [অবস্থান করে]; কারণ, ইনিই [সমান বায়ুই] হুত (ভুক্ত) অন্নকে সমতা প্রাপ্ত করান। তাহা হইতে (প্রাণাগ্নি হইতে) এই সাত প্রকার দীপ্তি (চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও জিহ্বা-সম্পাদিত জ্ঞান) নির্গত হইয়া থাকে ॥৩৪।৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র বিভাগঃ—পায়ূপস্থে পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ূপস্থং, তস্মিন্। অপানম্ আত্মভেদং মূত্রপুরীষাদ্যপনয়নং কুর্ব্বন্ সন্নিধত্তে তিষ্ঠতি। তথা চক্ষুঃশ্রোত্রে চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রং, তস্মিন্ চক্ষুঃশ্রোত্রে, মুখনাসিকাভ্যাং মুখঞ্চ নাসিকা চ মুখনাসিকে, তাভ্যাং মুখ-নাসিকাভ্যাং নির্গচ্ছন্ প্রাণঃ স্বয়ং সম্রাট্‌স্থানীয়ঃ প্রাতিষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতি। মধ্যে তু প্রাণাপানয়োঃ স্থানয়োঃ নাভ্যাম্, সমানঃ অশিতং পীতঞ্চ সমং নয়তীতি সমানঃ। এষ হি যস্মাদ্‌যদেতৎ হুতং ভুক্তং পীতঞ্চ আত্মাগ্নৌ প্রক্ষিপ্তম্ অন্নং সমং নয়তি, তস্মাৎ অশিতপীতেন্ধনাদগ্নেরৌদর্য্যাৎ হৃদয়দেশং প্রাপ্তাৎ এতাঃ সপ্তসংখ্যাকা অর্চ্চিষো দীপ্তয়ো নির্গচ্ছন্ত্যো ভবন্তি শীর্ষণ্যাঃ। প্রাণদ্বারা দর্শনশ্রবণাদিলক্ষণ-রূপাদিবিষয়প্রকাশ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৪।৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

নিয়োগ বিষয়ে বিভাগ এইরূপ—যিনি মূত্র-পুরীষাদি অপনয়ন করতঃ অবস্থিতি করেন, সেই আত্মভেদ অর্থাৎ প্রাণেরই অবস্থাবিশেষরূপ অপান বায়ুকে [সম্রাট্‌রূপী প্রাণ] পায়ূপস্থে অর্থাৎ পায়ু ও উপস্থ প্রদেশে নিযুক্ত করেন। সেইরূপ সম্রাট্‌স্থানীয় প্রাণ নিজেই মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্গত হইয়া, চক্ষুঃশ্রোত্রে অর্থাৎ চক্ষুতে ও কর্ণে অবস্থিতি করেন। আবার প্রাণস্থান ও অপানস্থানের মধ্যে—নাভিদেশে, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সমতাকারী (রস-রুধিরাদিভাবে পরিণতিসাধন) 'সমান'-সংজ্ঞক সমানবায়ু অবস্থান করে। যেহেতু এই

সমানই হুত—ভুক্ত ও পীত অর্থাৎ আত্মরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত যে-কিছু অন্নকে সমতাপ্রাপ্ত করায়; অশিত ও পীত বস্তুই যাহার ইন্ধন (কাষ্ঠ); হৃদয়দেশস্থ সেই জাঠর অগ্নি হইতে শীর্ষবর্ত্তী এই সপ্ত-সংখ্যক অর্চ্চিঃ—দীপ্তি নির্গত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, রূপ-রসাদি বিষয়ানুভূতিরূপ দর্শন-শ্রবণাদিরূপ প্রকাশ প্রাণ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

হৃদি হ্যেষ আত্মা; অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং, তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি ॥৩৫।৬॥

কিঞ্চ, এষ আত্মা (জীবঃ) হৃদি (হৃদয়-পুণ্ডরীকে) হি (এব) [প্রকাশতে]। অত্র (হৃদয়ে) নাড়ীনাম্ (শিরাণাম্) এতৎ (বুদ্ধিগম্যং) একশতং (একাধিক-শতসংখ্যাকাঃ প্রধাননাড্য ইত্যর্থঃ)। তাসাং (নাড়ীনাং) একৈকস্যাং একৈকস্যা নাড্যাঃ) শতং শতং (শাখানাড্যঃ)। প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি চ দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ, দ্বাভ্যাং অধিকাঃ সপ্ততিঃ—দ্বাসপ্ততিঃ [একৈকস্যাং শাখানাড্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি শাখানাড্যঃ সন্তীত্যর্থঃ]। আসু নাড়ীষু ব্যানঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রাণভেদঃ) চরতি ॥

এই জীবাত্মা হৃদয়ে [বাস করে]। এই হৃদয়ে এক শত একটি নাড়ী আছে; তাহাদের এক একটিতে আবার এক শত এক শত [শাখা নাড়ী আছে]; সেই প্রত্যেক শাখানাড়ীতে আবার বাহাত্তর বাহাত্তর হাজার নাড়ী আছে; এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে ॥৩৫।৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

হৃদি হ্যেষ ইতি। পুণ্ডরীকাকারমাংসপিণ্ডপরিচ্ছিন্নে হৃদয়াকাশে এষ আত্মা আত্মনা সংযুক্তো লিঙ্গাত্মা জীবাত্মেত্যর্থঃ। অত্র অস্মিন্ হৃদয়ে এতৎ একশতম্ একোত্তরশতং সংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং ভবতি। তাসাং শতং শতম্ একৈকস্যাঃ প্রধাননাড্যাঃ ভেদাঃ। পুনরপি দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ দ্বে দ্বে সহস্রে অধিকে সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি। সহস্রাণাং দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি প্রতি প্রতিনাড়ীশতং

সংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং সহস্রাণি ভবন্তি। আসু নাড়ীষু ব্যানো বায়ুশ্চরতি। ব্যানো ব্যাপনাৎ। আদিত্যাদিব রশ্ময়ো হৃদয়াৎ সর্ব্বতোগামিনীভিঃ নাড়ীভিঃ সর্ব্বদেহং সংব্যাপ্য ব্যানো বর্ত্ততে। সন্ধিস্কন্ধমর্ম্মদেশেষু বিশেষেণ প্রাণাপানবৃত্ত্যোশ্চ মধ্যে উদ্ভূতবৃত্তিঃ বীর্য্যবৎকর্ম্মকর্ত্তা ভবতি ॥৩৫।৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

পদ্মের সদৃশ মাংসপিণ্ড দ্বারা পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে এই আত্মা অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধ লিঙ্গরূপী জীবাত্মা [আছেন]। এই হৃদয়ে একশত-এক-সংখ্যক প্রধান নাড়ী আছে; সেই এক একটি প্রধান নাড়ীতে একশত একশত বিভাগ আছে। পুনশ্চ, দ্বাসপ্ততি দ্বাসপ্ততি, অর্থাৎ দুই দুই হাজার অধিক সপ্ততি (সত্তর) হাজার। সহস্রসংখ্যক প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বায়াত্তর হাজার অর্থাৎ প্রত্যেক একশত শাখানাড়ীতে প্রধান নাড়ীর সহস্রসংখ্যা রহিয়াছে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করে। [সর্ব্বশরীর] ব্যাপক বলিয়া (ইহার নাম) ব্যান। আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের ন্যায় হৃদয় হইতে সর্ব্বাবয়বগামী নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যানবায়ু বর্ত্তমান আছে। [শরীরের] সন্ধি, স্কন্ধদেশ ও মর্ম্মস্থান এবং প্রাণবৃত্তি ও অপানবৃত্তির মধ্যে অর্থাৎ প্রাণাপানের সন্ধিস্থলে এই ব্যানবায়ুর কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, [এবং এই ব্যানবায়ুই] বীর্য্য-সাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে* ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

অথৈকয়োর্দ্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥৩৩॥৭॥

(ইদানীং "কেনোৎক্রমতে" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুং উদানবায়োঃ সঞ্চরণস্থানমাহ—)অথেতি। অথ (অথেতি বৃত্তান্তরসূচকং), উদানঃ (উদানাখ্যঃ প্রাণ-

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে যে, "অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ; স ব্যানঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ বলবান্ পুরুষ যখন ধনুর নম্রীকরণ ও যুদ্ধসম্পাদন প্রভৃতি শক্তিসাধ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, তখন প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস, উভয়ই রুদ্ধ থাকে; এই কারণ প্রাণাপানের সন্ধিস্থানকে 'ব্যান'বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভেদঃ) একয়া (একশততময়া সুষুম্নানাড্যা) উদ্ধঃ (উদ্ধগামী সন্) পুণ্যেন (কর্ম্মণা) [জীবং] পুণ্যং লোকং (স্বর্গাদিকং) নয়তি (প্রাপয়তি); পাপেন (কর্ম্মণা) পাপং (লোকং নরকাদিকং) [নয়তি]। উভাভ্যাং (তুল্যবলাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যাং) এব (নিশ্চয়ে) মনুষ্যলোকং (সুখ-দুঃখময়ং) [নয়তীতি শেষঃ]। [এতাবতা পুণ্যাধিক্যে শুভলোকং পাপাধিক্যে চ নরকং নয়তীতি সূচিতম্]॥

উদানবায়ু একটি নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ শতের অধিক যে একটি সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহা দ্বারা উদ্ধগামী হইয়া (জীবকে) পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে আর পাপবশতঃ পাপলোকে (নরকে) লইয়া যায়, আর উভয় দ্বারা অর্থাৎ সমবল পুণ্য ও পাপ-দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায় ॥৩৬।৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ যা তু তত্রৈকশতানাং নাড়ীনাং মধ্যে উদ্ধগা সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, তয়া একয়া উদ্ধঃ সন্ উদানো বায়ুঃ আপাদতল-মস্তকবৃত্তিঃ সঞ্চরন্ পুণ্যেন কর্ম্মণা শাস্ত্র-বিহিতেন পুণ্যং লোকং দেবাদিস্থানলক্ষণং নয়তি প্রাপয়তি; পাপেন তদ্বি-পরীতেন পাপং নরকং তির্য্যগ্‌যোন্যাদিলক্ষণম্। উভাভ্যাং সমপ্রধানাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যামেব মনুষ্যলোকং নয়তীত্যনুবর্ত্ততে ॥৩৬।৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর [উদানবায়ুর কার্য্য কথিত হইতেছে]— সেই যে একশত একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নামক একটি উদ্ধগামিনী নাড়ী, তাহা দ্বারা উদানবায়ু উদ্ধগামী হইয়া পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক অর্থাৎ দেবাদির বাসস্থান (স্বর্গাদিলোক) প্রাপ্ত করায়; আর তদ্‌বিপরীত পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপলোক—নরক অর্থাৎ পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত করায়। উভয় দ্বারা অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ উভয়ই সমানভাবে প্রধান হইলে, তদ্দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়। "নয়তি" (প্রাপ্ত করায়) ক্রিয়াটি সর্ব্বত্র অনুবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা, সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্ব্যানঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

["কথং বাহ্যমভিধত্তে, কথমধ্যাত্মম্" ইত্যেতয়োঃ প্রশ্নয়োরুত্তরমবশিষ্যতে। তত্র চ "এতদাত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে," ইত্যেতস্যোত্তরেণৈব অর্থাৎ প্রাণাদি-পঞ্চবৃত্তিভিরধ্যাত্মমভিধত্তে, ইত্যধ্যাত্মবিষয়কপ্রশ্নস্যোত্তরং সম্পন্নং; তদিদানীং "কথং বাহ্যমভিধত্তে" ইত্যস্যোত্তরমাহ]— "আদিত্যঃ" ইত্যাদিনা।

আদিত্যঃ (সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষঃ) হ বৈ (ইত্যবধারণে প্রসিদ্ধৌ চ) বাহ্যঃ (অধিদৈবতরূপঃ) প্রাণঃ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (আদিত্যঃ) এনং (প্রত্যক্ষগ্রাহ্যম্ অধ্যাত্মং) চাক্ষুষং (চক্ষুষি ভবং) প্রাণম্ অনুগৃহ্লানঃ (আলোকপ্রদানেন অনুগ্রহং কুর্ব্বন্) উদয়তি (উদ্গচ্ছতি)। [তথা] পৃথিব্যাং (পৃথিব্যভিমানিনী) যা দেবতা, সা এষা (দেবতা) পুরুষস্য (শিরঃপাণ্যাদিমতঃ)অপানম্ (অপানবৃত্তিম্) অবষ্টভ্য (স্বশক্ত্যা বশীকৃত্য) [অনুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। অন্তরা (দ্যাবা-পৃথিব্যোর্মধ্যে) যৎ (যঃ) আকাশঃ (আকাশস্থো বায়ুঃ), স সমানঃ (সমানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ), [যশ্চ সাধারণঃ] বায়ুঃ, [সঃ ব্যাপকত্বাৎ] ব্যানঃ (ব্যানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ) ॥

প্রসিদ্ধ এই আদিত্যই বাহ্য প্রাণস্বরূপ; যেহেতু আদিত্য এই চাক্ষুষ প্রাণের প্রতি আলোক প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া উদিত হন। পৃথিবীর অভিমানিনী যে দেবতা,সেই এই দেবতা পুরুষের অপান বৃত্তিকে বশীকৃত করিয়া রহিয়াছেন; আর স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী যে, আকাশ অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ু, তাহাই সমান বায়ুর অনুগ্রাহক, [আর এই যে, সাধারণ] বায়ু, [ব্যাপকত্ব নিবন্ধন, তাহাই] ব্যান অর্থাৎ ব্যানবায়ুর অনুগ্রহকারক ॥ ৩৭ ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আদিত্যো হ বৈ প্রসিদ্ধো হ্যধিদৈবতং বাহ্যঃ প্রাণঃ, স এষ উদয়তি উদ্গচ্ছতি। এষ হি এনম্ আধ্যাত্মিকং চক্ষুষি ভবং চাক্ষুষং প্রাণং প্রকাশেন অনুগৃহ্লানো রূপোপলব্ধৌ চক্ষুষ আলোকং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। তথা পৃথিব্যাম্ অভিমানিনী যা দেবতা প্রসিদ্ধা,সৈষ পুরুষস্য অপানম্ অপানবৃত্তিম্ অবষ্টভ্য আকৃষ্য বশীকৃত্যাধ এব অপকর্ষণেন অনুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অন্যথা হি শরীরং গুরুত্বাৎ পতেৎ,সাবকাশে

বা উদগচ্ছেৎ। যদেতৎ অন্তরা মধ্যে দ্যাবাপৃথিব্যোঃ য আকাশঃ, তৎস্থো বায়ু-রাকাশ উচ্যতে, মঞ্চস্থবৎ। স সমানঃ—সমানমনুগৃহ্লানো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ; সমানস্য অন্তরাকাশস্থত্বসামান্যাৎ। ব্যানঃ—সামান্যেন চ যো বাহ্যো বায়ুঃ, স ব্যাপ্তিসামান্যাদ্ ব্যানমনুগৃহ্লানো বর্ত্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রসিদ্ধ আদিত্যই বাহ্য অর্থাৎ অধিদৈবত (দেবতাত্মক) প্রাণ; যেহেতু সেই এই (আদিত্য) এই আধ্যাত্মিক চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে প্রকাশ দ্বারা অনুগৃহীত করতঃ অর্থাৎ রূপদর্শনের নিমিত্ত চক্ষুর আলোক প্রদান করতঃ উদিত হন। সেইরূপ পৃথিবীর অভিমানিনী যে প্রসিদ্ধ দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের (প্রাণিগণের) অপানবৃত্তিকে অবষ্টব্ধ বা আকৃষ্ট অর্থাৎ বশীকৃত করিয়া (স্ববশে রাখিয়া) অধোদিকেই আকর্ষণ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান আছেন; তাহা না হইলে, নিশ্চয়ই এই শরীর গুরুত্ব বশতঃ অধঃপতিত হইত, না হয় ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িত, [কিছুতেই স্থির থাকিত না]। আর এই যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী আকাশ; মঞ্চস্থ পুরুষ যেরূপ 'মঞ্চ' বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ আকাশস্থ বায়ু ও 'আকাশ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। সমান বায়ু ও শরীরের মধ্যস্থলে আকাশ থাকে, তৎসাদৃশ্য বশতঃ সেই আকাশস্থ বায়ুই সমান বায়ু সম্বন্ধে অনুগ্রহ করতঃ অবস্থিত আছেন। আর এই যে, সাধারণ বহির্জগতের বায়ু, ব্যাপকত্ব সাদৃশ্য থাকায় তাহাই ব্যান অর্থাৎ ব্যান-বায়ুর প্রতি অনুগ্রহ করতঃ রহিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

তেজো হ বা * উদানঃ, তস্মাদুপশান্ততেজাঃ, পুনর্ভবমিন্দ্রি-য়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

হ' ইত্যবধারণে, 'বৈ' প্রসিদ্ধৌ। তেজঃ (লোকপ্রসিদ্ধং তেজঃ এব) উদানঃ (উদানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) উপশান্ততেজাঃ (উপশান্তং

* তেজো হ বা ব উদানঃ ইতি বা পাঠঃ।

নিবৃত্তং স্বাভাবিকং তেজ উষ্মা যস্য, সঃ) মনসি (মনোবৃত্তৌ) সম্পদ্যমানৈঃ (তদধীনতামাপদ্যমানৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (বাগাদিভিঃ সহ) পুনর্ভবং (পুনর্জ্জন্ম, তৎকারণীভূতং মৃত্যুং [প্রাপ্নোতি, ইতি শেষঃ] ॥

লোকপ্রসিদ্ধ তেজই উদানবায়ু; এজন্য, উপশান্ততেজাঃ (যাহার শরীরগত উষ্ণতা বিলুপ্ত হইয়া যায়) সেই লোক মনেতে বিলীন বা মনোবৃত্তির অধীনতাপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত পুনর্জ্জন্ম বা তৎকারণীভূত মৃত্যু প্রাপ্ত হয়॥ ৩৮ ॥ ৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্বাহ্যং হ বৈ প্রসিদ্ধং সামান্যং তেজঃ, তচ্ছরীরে উদানঃ—উদানং বায়ুমনুগৃহ্লাতি—স্বেন প্রকাশেনেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ তেজঃস্বভাবো বাহ্যতেজোঽনুগৃহীত উৎক্রান্তিকর্ত্তা, তস্মাদ্ যদা লৌকিকঃ পুরুষ উপশান্ততেজা ভবতি; উপশান্তং স্বাভাবিকং তেজো যস্য সঃ, তদা তং ক্ষীণায়ুষং মুমূর্ষুং বিদ্যাৎ। স পুনর্ভবং শরীরান্তরং প্রতিপদ্যতে। কথম্? সহেন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ প্রবিশদ্ভির্ব্বাগাদিভিঃ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

জগতে লোকপ্রসিদ্ধ যে, সাধারণ তেজঃ, তাহাই শরীরমধ্যে উদান; অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় প্রকাশ দ্বারা তাহাই শরীরস্থ উদানবায়ুকে অনুগৃহীত করে; যেহেতু উৎক্রমণের কর্ত্তা * উদানবায়ু স্বভাবতই তেজঃস্বরূপ এবং বাহ্যতেজঃ দ্বারা অনুগৃহীত; সেই হেতু,সাধারণ লোক যখন উপশান্ততেজা হয়, অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক তেজঃ বা উষ্মা যখন নষ্ট হইয়া যায়; তখন তাহাকে ক্ষীণায়ু মুমূর্ষু বলিয়া বুঝিতে হয়। সে পুনর্ভব অর্থাৎ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়; কি প্রকারে?—মনে সম্পদ্যমান—প্রবিষ্ট বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত † ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

* তাৎপর্য্য—মৃত্যু সময়ে জীব উদানবায়ুর সাহায্যেই দেহ হইতে নির্গত হয়, এই কারণে উদানবায়ুকে উৎক্রমণকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

† তাৎপর্য্য—জীব মৃত্যুকালে স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পঞ্চপ্রাণ ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রস্থান করে। ব্রহ্মসূত্র—বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতিসম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং।" এই সূত্রের অধিকরণে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত হইয়াছে।

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ ;
সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

এষঃ (জীবঃ) [মরণকালে] যচ্চিত্তঃ (যস্মিন্ শুভে অশুভে বা বিষয়ে চিত্তং অন্তঃকরণং যস্য, স তথোক্তঃ) ভবতি ; তেন চিত্তেন (চিত্তজাত-সংকল্পেন, তৎসাধনৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ সহিতঃ সন্) প্রাণং (মুখ্যপ্রাণং) আয়াতি ; [তদা ইন্দ্রিয়বৃত্তি-শূন্যঃ সন্ তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ]। প্রাণঃ তেজসা (উদানবায়ুবৃত্ত্যা উষ্মণা) যুক্তঃ সন্ আত্মনা (ভোক্ত্রা জীবেন) সহ যথাসংকল্পিতং (চিন্তানুরূপং) লোকং স্বর্গনরকাদি-রূপং স্থানং) নয়তি (জীবং প্রাপয়তীত্যর্থঃ)। যদ্বা, আত্মনা স্বেন প্রাণেন সহ [জীবং] নয়তি, জীবেন সহ স্বয়মপি গচ্ছতীত্যাশয়ঃ]।

মরণসময়ে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে [আসক্ত] থাকে, এই জীব সেই চিত্তের সহিত মুখ্যপ্রাণকে প্রাপ্ত হয় ; মুখ্যপ্রাণ আবার তেজোযুক্ত হইয়া অর্থাৎ উদানবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া, জীবকে জীবাত্মার সহিত সংকল্পানুযায়ী লোকে অর্থাৎ অভীষ্ট লোকে লইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মরণকালে যচ্চিত্তো ভবতি, তেনৈব জীবঃ চিত্তেন সঙ্কল্পেন ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণং মুখ্যপ্রাণবৃত্তিমায়াতি। মরণকালে ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যয়া প্রাণবৃত্ত্যৈব অবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। তদা হি বদন্তি জ্ঞাতয়ঃ—উচ্ছ্বসিতি জীবতীতি। স চ প্রাণস্তেজসা উদানবৃত্ত্যা যুক্তঃ সন্ সহাত্মনা স্বামিনা ভোক্ত্রা, স এবমুদানবৃত্ত্যৈব যুক্তঃ প্রাণস্তং ভোক্তারং পুণ্যপাপকর্ম্মবশাদ্ যথাসঙ্কল্পিতং যথাভিপ্রেতং লোকং নয়তি প্রাপয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

[জীব] মৃত্যুসময়ে যেরূপ চিত্তযুক্ত হয়, এই জীব সেই চিত্তের সহিত অর্থাৎ (চিত্তজাত) সঙ্কল্প ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণকে—মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিকে প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া যায়, কেবল মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিই বর্ত্তমান থাকে। তখন জ্ঞাতিগণ বলিয়া থাকেন যে, [এখনও] উচ্ছ্বসিত—জীবিত আছে। সেই প্রাণ আবার তেজের সহিত—উদানবায়ু-বৃত্তির (উষ্মার)

সহিত সংযুক্ত হইয়া, আত্মার সহিত ভোক্তা-প্রভুর সহিত [সম্মিলিত হয়], সেই প্রাণ এইরূপে উদানবৃত্তিযুক্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ কর্ম্মানুসারে সেই ভোক্তাকে যথাসংকল্পিত অর্থাৎ জীবের অভিপ্রায়ানুযায়ী লোকে লইয়া যায় * ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ ; ন হাস্য প্রজা হীয়তে ; অমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

[প্রাণ-বিজ্ঞানস্য ফলমাহ] —য এবমিতি। যঃ বিদ্বান্ (জ্ঞানী) এবং (উক্ত-প্রকারেণ) প্রাণং বেদ (বিজানাতি) ; অস্য (প্রাণবিদুষঃ) প্রজা (সন্ততিঃ) ন হ (নৈব) হীয়তে (বিচ্ছিদ্যতে)। [মরণোত্তরং চ সঃ] অমৃতঃ (মরণরহিতঃ প্রাণসাধর্ম্ম্যযুক্তঃ) ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যম্) [অস্তীতি শেষঃ ॥]

যে বিদ্বান্ এই প্রকারে প্রাণকে জানে, তাহার প্রজা (সন্তান) কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ তাহার বংশলোপ হয় না। তিনি নিজে অমৃতত্ব লাভ করেন। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ কশ্চিৎ এবং বিদ্বান্ যথোক্তবিশেষণৈর্ব্বিশিষ্টমুৎপত্ত্যাদিভিঃ প্রাণং বেদ জানাতি, তস্যেদং ফলমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ উচ্যতে—ন হ অস্য নৈবাস্য বিদুষঃ প্রজা পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণা হীয়তে ছিদ্যতে। পতিতে চ শরীরে প্রাণসাজুয্যতয়া অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা ভবতি। তৎ এতস্মিন্নর্থে সঙ্ক্ষেপাভিধায়ক এষ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

* ছান্দোগ্যোপনিষদে উপক্রমণ-প্রণালী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"অথাস্য প্রযতঃ পুরুষস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে,প্রাণ স্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।" [৬।৮।৬] অর্থাৎ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে এবং সেই তেজঃ পরদেবতা আত্মাতে বিলয়প্রাপ্ত হয়। এখানে ইন্দ্রিয়-লয় অর্থে—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি লয় বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমেই বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন কথা বলিতে পারে না, কিন্তু মনঃ তখনও চিন্তা করিতে—নিজের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে থাকে ; পরে মনেরও ক্রিয়াশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু তখনও প্রাণের ক্রিয়া দেহস্পন্দন বর্ত্তমান থাকে ; তাহাও যখন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখনও দৈহিক তেজ উষ্মা বিদ্যমান থাকে ; অবশেষে সেই তেজঃ আত্মাকে আশ্রয় করে, তখন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া নির্গত হয় ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে কোনও বিদ্বান্ লোক পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তিপ্রভৃতি বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে প্রাণকে জানেন, তাঁহার ঐহিক ও আমুষ্মিক (পারলৌকিক) এইরূপ ফল কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রজা—পুত্র-পৌত্রাদি সন্তান নিশ্চয়ই হীন বা বিচ্ছিন্ন হয় না, এবং প্রাণ সাম্যলাভ করায় দেহপাতের পর [তিনি] অমৃত মরণরহিত হন। সেই এই বিষয়ে সংক্ষেপে অর্থপ্রকাশক এই শ্লোক বা মন্ত্র আছে—॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতইতি ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥
ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—উৎপত্তিমিত্যাদি। উৎপত্তিং (প্রাণস্য—আগমনং জন্ম), আয়তিং (আয়াতিম্ আগমনং), স্থানং (পায়ুপ্রভৃতিস্থানেষু স্থিতিং), বিভুত্বং, (ব্যাপকত্বং), [বাহ্যং সূর্য্যাদিরূপেণ] অধ্যাত্মং চ (চক্ষুরাদিরূপেণ) পঞ্চধা এব (পঞ্চ প্রকারৈরেব অবস্থাপনং) বিজ্ঞায় (বিশেষেণ জ্ঞাত্বা) অমৃতং (অমরণ-ভাবং) অশ্নুতে (লভতে)। [অধ্যায়সমাপ্তৌ দ্বিরুক্তিঃ]॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্-ব্যাখ্যায়াং সরলায়াং তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ॥

[উপাসক] প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভুত্ব এবং বাহ্য ও অধ্যাত্ম-ভেদে পঞ্চপ্রকারে অবস্থিতি জানিয়া অমৃত ভোগ করেন॥ ইতি তৃতীয় প্রশ্ন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উৎপত্তিং পরমাত্মনঃ প্রাণস্য আয়তিম্ আগমনং মনোকৃতেন অস্মিন্ শরীরে, স্থানং স্থিতিঞ্চ পায়ূপস্থাদিস্থানেষু, বিভুত্বং চ স্বাম্যমেব সম্রাড়িব প্রাণবৃত্তিভেদানাং পঞ্চধা স্থাপনম্। বাহ্যমাদিত্যাদিরূপেণাধ্যাত্মঞ্চৈব চক্ষুরাদ্যাকারেণাবস্থানং, বিজ্ঞায় এবং প্রাণম্ অমৃতম্ অশ্নুতে ইতি। বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি দ্বির্ব্বচনং প্রশ্নার্থপরিসমাপ্ত্যর্থম্॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

উৎপত্তি অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রাণের জন্ম, আয়তি অর্থাৎ মনের দ্বারা সম্পাদিত (ধর্ম্মাধর্ম্মফলে) এই শরীরে আগমন, স্থান—পায়ু ও উপস্থাদি স্থানে অবস্থান, এবং বিভুত্ব বা প্রভুত্ব, অর্থাৎ সম্রাটের ন্যায় প্রাণের বৃত্তিভেদরূপী অপানাদি বায়ুকে পাঁচপ্রকারে স্থাপন; আর বাহ্য আদিত্যাদিরূপে এবং অধ্যাত্ম-চক্ষুরাদি আকারে অবস্থান। [জীব] প্রাণকে এই প্রকারে জানিয়া অমৃত ভোগ করেন, ইতি। প্রশ্নার্থ পরিসমাপ্তিসূচনার্থ "বিজ্ঞায় অমৃতমশ্নুতে" এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অথ চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি ? কান্যস্মিন্ জাগ্রতি ? কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ? কস্যৈতৎ সুখং ভবতি ? কস্মিন্নু সর্ব্বে সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

[অতীতেন প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিদ্যাবিষয়ং সংসারং নিরূপ্য সম্প্রতি পরবিদ্যাধিগম্যং শিবং শান্তং পুরুষং বক্তুমুপক্রমতে অথেত্যাদিনা ।]—অথ (অপরবিদ্যাবিষয়ক-প্রশ্নসমাপ্ত্যনন্তরং) গার্গ্যঃ সৌর্য্যায়ণী হ (ঐতিহ্যসূচকং) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্ ! (পূজ্য !) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষগোচরে) পুরুষে (হস্ত-মস্তকাদি-সমন্বিতে দেহে) কানি (করণানি) স্বপন্তি (স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্যঃ বিরমন্তে ? কানি (করণানি) জাগ্রতি ? (অব্যাহতব্যাপারাস্তিষ্ঠন্তি ?) এষঃ [কার্য্য-করণয়োর্মধ্যে] কতরঃ (কো নাম) দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ? কস্য এতৎ লোকপ্রসিদ্ধং সুখং ভবতি ? কস্মিন্ উ (অপি) সর্ব্বে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিতাঃ (একীভূতাঃ) ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ এই [হস্ত-পদাদিযুক্ত] পুরুষে (দেহের মধ্যে) কাহারা নিদ্রা যায় ? এই পুরুষে কাহারা জাগ্রৎ থাকে ? এবং কোন দেবতা স্বপ্ন দর্শন করে ? এই সুখানুভূতিই বা কাহার হয় ? এবং সকলে কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ? ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিদ্যাগোচরং সর্ব্বং পরিসমাপ্য সংসারং ব্যাকৃতবিষয়ং সাধ্য-সাধনলক্ষণম্ অনিত্যম্ । অথেদানীম্ অসাধনলক্ষণম্ * অপ্রাণম্ অমনোগোচরম্ অতীন্দ্রিয়ম্ অবিষয়ং শিবং শান্তম্

* সাধ্যসাধনবিলক্ষণমিতি বা পাঠঃ

অবিকৃতম্ অক্ষরং সত্যং পরবিদ্যাগম্যং পুরুষাখ্যং সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজং বক্তব্যম্, ইত্যুত্তরং প্রশ্নত্রয়মারভ্যতে।

তত্র সুদীপ্তাদিবাগ্নের্যস্মাৎ পরস্মাদক্ষরাৎ সর্ব্বে ভাবা বিস্ফুলিঙ্গা ইব জায়ন্তে, তত্রৈব অপিযন্তীত্যুক্তম্ দ্বিতীয়ে মুণ্ডকে। কে তে সর্ব্বে ভাবা অক্ষরাদ্বিস্ফুলিঙ্গা ইব বিভজ্যন্তে? কথং বা বিভক্তাঃ সন্তস্তত্রৈবাপিযন্তি? কিংলক্ষণং বা তদক্ষরম্? ইতি, এতদ্বিবক্ষয়া অধুনা প্রশ্নানুদ্ভাবয়তি—

ভগবন্! এতস্মিন্ পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিমতি কানি করণানি স্বপন্তি স্বাপং কুর্ব্বন্তি স্বব্যাপারাদুপরমন্তে? কানি চাস্মিন্ জাগ্রতি জাগরণমনিদ্রাবস্থাব্যাপারং কুর্ব্বন্তি স্বব্যাপারান্ কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কতরঃ কার্য্য-করণলক্ষণয়োঃ এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? স্বপ্নো নাম জাগ্রদ্দর্শনান্নিবৃত্তস্য জাগ্রদ্বৎ অন্তঃশরীরে যদ্দর্শনম্। তৎ কিং কার্য্যলক্ষণেন দেবেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে, কিংবা করণলক্ষণেন কেনচিৎ? ইত্যভিপ্রায়ঃ। উপরতে চ জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারে যৎ প্রসন্নং নিরায়াসলক্ষণম্ অনাবাধং সুখং, কস্য এতদ্ভবতি? তস্মিন্ কালে জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারাদুপরতাঃ সন্তঃ কস্মিন্ উ সর্ব্বে সম্যগেকীভূতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ। মধুনি রসবৎ, সমুদ্রপ্রবিষ্টনদ্যাদিবচ্চ বিবেকানর্হাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি, সঙ্গতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীত্যর্থঃ।

নমু ন্যস্তদাত্রাদিকরণবৎ স্বব্যাপারাদুপরতানি পৃথক্ পৃথগেব স্বাত্মন্যবতিষ্ঠন্ত-ইত্যেতদ্ যুক্তং, কুতঃ প্রাপ্তিঃ সুষুপ্তপুরুষাণাং করণানাং কস্মিংশ্চিদেকীভাবগমনা-শঙ্কায়াঃ প্রষ্টুঃ? যুক্তৈব তু আশঙ্কা; যতঃ সংহতানি করণানি স্বাম্যর্থানি পর-তন্ত্রাণি চ জাগ্রদ্বিষয়ে, তস্মাৎ স্বাপেঽপি সংহতানাং পারতন্ত্র্যেণৈব কস্মিংশ্চিৎ সঙ্গতির্ন্যায্যেতি। তস্মাদাশঙ্কানুরূপ এব প্রশ্নোঽয়ম্—অত্র তু কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো যস্মিংশ্চ প্রলীনঃ সুষুপ্ত-প্রলয়কালয়োঃ, তদ্বিশেষং বুভুৎসোঃ স কো নু স্যাদিতি কস্মিন্ সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি॥ ৪২॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) প্রশ্ন করিলেন—প্রথম প্রশ্নত্রয়ে (অতীত তিন পরিচ্ছেদে) স্থূলবিষয়ক সাধ্য-সাধন লক্ষণান্বিত, অবিদ্যাধীন,অনিত্য সংসারের বিষয় সমস্ত পরি-সমাপ্ত করিয়া এখন অসাধনাত্মক, প্রাণ ও মনের অবিষয়—অতীন্দ্রিয়,

মঙ্গলময়, শান্ত, জন্মরহিত এবং পরবিদ্যাগম্য সত্যস্বরূপ অক্ষয় পুরুষকে বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্ব্বপদার্থের সহিত বলা আবশ্যক ; এই জন্য পরবর্ত্তী প্রশ্নত্রয় আরব্ধ হইতেছে—

তন্মধ্যে, দ্বিতীয় মুণ্ডকে কথিত আছে যে, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ নিঃসৃত হয়, তেমনি যে পরম অক্ষর (পরমেশ্বর) হইতে সর্ব্বপদার্থ জন্মলাভ করে ; সেই অক্ষর হইতে বিভক্ত পদার্থ-সমূহ কে কে ? কিরূপেই বা বিভক্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয় ? এবং সেই অক্ষরের লক্ষণই বা কিরূপ ? এতৎ সমস্ত বিষয় বলিবার ইচ্ছায় প্রশ্নসমূহের উদ্ভাবন করিতেছেন,—

ভগবন্ ! এই হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষে কোন্ কোন্ করণ (ইন্দ্রিয়াদি) শয়ন করে—নিদ্রা যায় অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপার হইতে বিরত হয় ? এবং কাহারাই বা ইহাতে জাগিয়া থাকে,অনিদ্রাবস্থায় নিজনিজ ব্যাপার-রূপ জাগরণ করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ? কার্য্য ও করণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন দেবতাটি স্বপ্ন দর্শন করে ? অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন অর্থ—জাগরণাবস্থা, ইহাতে বিরত হইয়া যে, জাগ্রদবস্থার ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে দর্শন ন্যায় ; সেই দর্শন কার্য্যটি কি কোনও কার্য্যাত্মক দেবতাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় ? কিংবা কোনও কারণাত্মক দেবতা-কর্ত্তৃক ? অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার বিনিবৃত্ত হইলে পর যে, নির্ব্ব্যাপাররূপ বিমল অব্যাহত সুখানুভূতি, এই সুখ কাহার হয় ? সেই সময়ে জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া (করণবর্গ) সকলেই সম্পূর্ণ-রূপে একীভূত হইয়া কাহাতে অবস্থিতি করে ? অর্থাৎ মধুতে [অন্যান্য] রসের ন্যায় এবং সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় বিবেকের অযোগ্যভাবে (অপৃথক্‌ভাবে) প্রতিষ্ঠিত—সঙ্গত বা সম্যক্ অবস্থিত হয় ?

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দাত্র (দা) প্রভৃতি করণ-বস্তু পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ স্ব-স্ব ব্যাপার হইতে বিরত করণবর্গেরও ত পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতিই যুক্তিসঙ্গত হয়,

সুতরাং সুষুপ্ত পুরুষের করণবর্গের কোনও পুরুষে একীভাব-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে প্রশ্নকর্ত্তার আশঙ্কার কারণ কি ? [না—] আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ; কারণ, যেহেতু সংহত বা সম্মিলিত করণবর্গ (জাগ্রৎ-সময়ে স্বামীর প্রয়োজন-সাধনে তৎপর ও পরাধীন (স্বামীর অধীন) থাকে ; সেই হেতু স্বপ্নসময়েও করণবর্গের পরাধীনভাবেই কোন স্থানে সম্মিলিত ভাবে থাকা ন্যায্য ; অতএব, উক্ত প্রশ্নটি আশঙ্কার অনুরূপই হইয়াছে ; অধিকন্তু, এখানে সুষুপ্তি ও প্রলয়সময়ে কার্য্য দেহ বা প্রাণ, এবং করণ মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যাঁহাতে বিলীন হয়, তদ্গত বিশেষ ভাব জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়েই তিনি কে হন ? কাহার মধ্যে সকলে একীভূত হইয়া অবস্থিত হয় ? [এই প্রশ্ন হইয়াছে], [কিন্তু প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট আত্মার কথা জিজ্ঞাসিত হয় নাই] ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য ! মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি ; এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে, স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥৪৩॥২॥

[মনঃপ্রাণতিরিক্তানি সর্ব্বানি করণানি স্বপন্তি, ইত্যাখ্যাতুং দৃষ্টান্তপুরঃসরমাহ]—তস্মৈ ইতি। সঃ (আচার্য্যঃ) তস্মৈ (গার্গ্যায়) উবাচ (উক্তবান্)—হ (পুরাবৃত্তত্বসূচকং) ; হে গার্গ্য ! যথা অস্তং গচ্ছতঃ (লোক-লোচনপথম্ অতিক্রামতঃ) অর্কস্য (সূর্য্যস্য) :সর্ব্বা মরীচয়ঃ (কিরণাঃ) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষার্হে) তেজোমণ্ডলে একীভবন্তি ; পুনঃ উদয়তঃ (উদ্গচ্ছতঃ সতঃ) [অর্কস্য] তাঃ (মরীচয়ঃ) [অপি] পুনঃ প্রচরন্তি (সর্ব্বত্র প্রসরন্তি)। এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) হ (এব) তৎ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তং (বাগাদিকং) সর্ব্বং (করণং) পরে (উৎকৃষ্টে) দেবে (দ্যোতমানে) মনসি (অন্তঃকরণে অর্কস্থানীয়ে) একীভবতি। তেন (একীভাবগমনেন হেতুনা) তর্হি (তদা) এষঃ (প্রত্যক্ষঃ) পুরুষঃ (প্রাণী) ন

শৃণোতি [শব্দং], ন পশ্যতি, [রূপং], ন জিঘ্রতি (গন্ধগ্রহণং ন করোতি) ন রসয়তে (রসং ন গৃহ্লাতি), ন স্পৃশতে (স্পর্শং নানুভবতি), ন অভিবদতে (বাচং উচ্চারয়তি), ন আদত্তে (বস্তুগ্রহণং ন করোতি), ন আনন্দয়তে (আনন্দং নানুভবতি), ন বিসৃজতে (ন ত্যজতি পুরীষাদিকং), ন ইয়ায়তে (ন চলতি), [অপিতু] স্বপিতি (শয়নং করোতি) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লোকাইতি শেষঃ]। স্বাপসময়ে শ্রোত্র-চক্ষুর্ঘ্রাণরসনত্বগ্ বাগ্-হস্তোপস্থপায়ু-পাদাখ্যানি দশ ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্য উপরতানি ভবন্তীত্যাশয়ঃ]॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—হে গার্গ্য! সূর্য্য অস্তগমন করিবার সময়ে সূর্য্য-কিরণসমূহ যেরূপ এই তেজোমণ্ডলে (সূর্য্যমণ্ডলে) একীভূত হয়, [এবং] পুনশ্চ সূর্য্য উদিত হইলে তাহারাও পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হয়; তদ্রূপ সেই সমস্ত বাগাদি করণও শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে একীভাব প্রাপ্ত হয়; সেই কারণেই তখন এই পুরুষ (প্রাণী) শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, ঘ্রাণ করে না, রসাস্বাদন করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দানুভব করে না, পুরীষ ত্যাগ করে না, গমন করে না; [পরন্তু] [তখন তাহাকে লোকে] 'স্বপিতি' অর্থাৎ নিদ্রা যাইতেছে, বলিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মৈ স হ উবাচ আচার্য্যঃ,—শৃণু হে গার্গ্য যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্। যথা মরীচয়ঃ রশ্ময়ঃ অর্কস্য আদিত্যস্য অস্তম্ অদর্শনং গচ্ছতঃ সর্ব্বা অশেষত এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে তেজোরাশিরূপে একীভবন্তি বিবেকানর্হত্বম্ অবিশেষতাং গচ্ছন্তি; তা মরীচয়স্তস্যৈব অর্কস্য পুনঃপুনঃ উদয়ত উদ্গচ্ছতঃ প্রচরন্তি বিকীর্য্যন্তে। যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং বিষয়েন্দ্রিয়াদিজাতং পরে প্রকৃষ্টে দেবে দ্যোতনবতি মনসি চক্ষুরাদিদেবানাং মনস্তন্ত্রত্বাৎ পরো দেবো মনঃ, তস্মিন্ স্বপ্নকালে একীভবতি—মণ্ডলে মরীচিবৎ অবিশেষতাং গচ্ছতি। জিজাগরিষোশ্চ রশ্মিবন্মণ্ডলাৎ মনস এব প্রচরন্তি স্বব্যাপারায় প্রতিষ্ঠন্তে। যস্মাৎ স্বপ্নকালে শ্রোত্রাদীনি শব্দাদ্যুপলব্ধি-করণানি মনসি একীভূতানীব করণব্যাপারাদুপরতানি, তেন তস্মাৎ তর্হি তস্মিন্ স্বাপকালে এষ দেবদত্তাদিলক্ষণঃ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে ন ইয়ায়তে, স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে লৌকিকাঃ ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই আচার্য্য তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—হে গার্গ্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। যেরূপ অস্ত—অদর্শনগামী আদিত্যের সমস্ত মরীচি অর্থাৎ রশ্মিসমূহ এই তেজোমণ্ডলে—তেজোরাশিতে একীভূত হয়, অর্থাৎ বিবেকের (পৃথক্ করিবার) অযোগ্যতা বা অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয়; সেই সূর্য্যেরই বারংবার উদয়-কালে আবার সেই কিরণসমূহ প্রচারিত হয়—বিকীর্ণ হয়। এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই স্বপ্নসময়ে সেই সমস্ত বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়নিচয়ও পর—উৎকৃষ্ট, দেব—দ্যোতমান মনে একীভাব লাভ করে,—তেজোমণ্ডলে মরীচির ন্যায় অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয় [পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না]। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন; এই কারণে মন 'পর দেবতা' পদবাচ্য। জাগরণেচ্ছু পুরুষের অর্থাৎ পুরুষের জাগ্রৎ হইবার সময়ে, করণসমূহ তেজোমণ্ডল হইতে রশ্মির ন্যায় মন হইতেই আবার নিজ নিজ ব্যাপারের উদ্দেশে বহির্গত হয়। যেহেতু স্বপ্নসময়ে শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি-সাধন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মনে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই যেন করণোচিত ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকে; সেই হেতুই সেই স্বপ্নসময়ে এই দেবদত্তাদি নামক পুরুষ শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, আঘ্রাণ করে না, রসানু-ভব করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দলাভ করে না, [পুরীষ] ত্যাগ করে না এবং গমন করে না। সাধারণ লোকে [ইহাকে] 'স্বপিতি' 'নিদ্রা যাইতেছে' এইরূপ বলিয়া থাকে ॥ * ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

---

* জাগ্রৎ সময়ে সাধারণতঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া মনের অধীন-ভাবে রূপদর্শনাদি নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে; কিন্তু স্বপ্ন সময়ে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালক মনে যাইয়া সমবেত হয়, তখন কাহাকেও আর পৃথক্ করিয়া ধরা যায় না। তাহার ফলে তৎকালে একমাত্র মনেরই ক্রিয়াশক্তি থাকে, এবং জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে বিচিত্র স্বপ্নরাজ্য সন্দর্শন করে, বাহ্য কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ শ্রবণ করে না, চক্ষু রূপ দর্শন করে না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে না, রসনা রসাস্বাদন করে

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্য্যপচনঃ, যদ্গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥৪৪॥৩॥

["কানি অস্মিন্ শরীরে জাগ্রতি" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরপ্রসঙ্গেন প্রাণেষু অগ্নিত্রয়-দৃষ্টিমাহ]—'প্রাণাগ্নয়ঃ' ইত্যাদিনা। এতস্মিন্ পুরে (নবদ্বারে দেহে) প্রাণাগ্নয়ঃ (প্রাণরূপা অগ্নয়ঃ) এব জাগ্রতি (সর্ব্বদা জাগরণং কুর্ব্বন্তি)। এষঃ (অনুভূয়মানঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ) অপানঃ (প্রাণবৃত্তিবিশেষঃ) বৈ (এব) গার্হপত্যঃ (তদাখ্যঃ অগ্নিঃ,) ব্যানঃ (তদাখ্যঃ প্রাণবৃত্তিভেদঃ) অন্বাহার্য্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নিঃ) [ভবতি]। যৎ (যস্মাৎ) গার্হপত্যাৎ (গৃহপতিসম্বন্ধিনঃ অগ্নেঃ) প্রণীয়তে—প্রণয়নাৎ আনয়নাৎ (হেতোঃ) প্রাণ এব আহবনীয়ঃ (তৎস্থলবর্ত্তী) ॥

'এই শরীরে কাহারা জাগ্রৎ থাকে ?' এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে প্রাণে অগ্নি-দৃষ্টির উপদেশ করিতেছেন। এই পুরে (দেহে) প্রাণরূপী অগ্নিত্রয়ই সর্ব্বদা জাগরিত থাকে। [তন্মধ্যে] এই অপান বায়ুই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান বায়ু অন্বাহার্য্য পচন (দক্ষিণাগ্নি), [এবং] যেহেতু গার্হপত্য অগ্নিরূপী অপান হইতে প্রণীত বা পৃথক্কৃত হয়, সেই প্রণয়ন হেতুই প্রাণবায়ু আহবনীয় স্থানীয় ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সুপ্তবৎসু শ্রোত্রাদিষু করণেষু এতস্মিন্ পুরে নবদ্বারে দেহে প্রাণাগ্নয়ঃ প্রাণাদি-পঞ্চবায়বঃ অগ্নয় ইব অগ্নয়ো জাগ্রতি। অগ্নিসামান্যং হি আহ—গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানঃ। কথং ? ইত্যাহ—যস্মাৎ গার্হপত্যাৎ অগ্নেঃ অগ্নিহোত্রকালে ইতরোঽগ্নিঃ আহবনীয়ঃ প্রণীয়তে, প্রণয়নাৎ—প্রণীয়ত অস্মাদিতি প্রণয়নো গার্হপত্যোঽগ্নিঃ যথা, তথা সুপ্তস্যাপানবৃত্তেঃ প্রণীয়তে ইব প্রাণো মুখনাসিকাভ্যাং সঞ্চরতি, অত আহবনীয়স্থানীয়ঃ প্রাণঃ। ব্যানস্তু হৃদয়াৎ দক্ষিণসুষিরদ্বারেণ নির্গমাৎ দক্ষিণদিক্সম্বন্ধাৎ অন্বাহার্য্যপচনো দক্ষিণাগ্নিঃ ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

না, ত্বক্ কোনরূপ স্পর্শ অনুভব করে না; বাগিন্দ্রিয় কথা বলে না। হস্ত কোন বস্তু আহরণ করে না, উপস্থ আনন্দজনক ক্রিয়া করে না, পায়ু (মলদ্বার) পুরীষ ত্যাগ করে না এবং চরণও চলিতে পারে না। পরন্তু তখন শয়ন করিয়া থাকে বলিয়া অপর লোকে তদবস্থ পুরুষকে 'স্বপিতি' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পুনশ্চ যখন স্বপ্ন ভাঙ্গিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন একে একে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় মন হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে—নিজ নিজ স্থানে গমন করে ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণাদি পাঁচটি বায়ু অগ্নির সদৃশ বলিয়া 'অগ্নি'-পদবাচ্য, সেই প্রাণাগ্নিসমূহ এই পুরে অর্থাৎ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত হইলে পর, জাগরিত থাকে। অগ্নির সহিত প্রাণের সাদৃশ্য বলিতেছেন—এই অপানই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি; কিপ্রকারে? তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু [লোকপ্রসিদ্ধ] অগ্নিহোত্র যজ্ঞসময়ে 'আহবনীয়' নামক অপর অগ্নি (যাহাতে হোম করিতে হয়), সেই অগ্নিটি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত (আহৃত) হয়, সেই প্রণয়ন হেতু—অর্থাৎ ইহা হইতে প্রণয়ন করা হয় (আহবনীয় অগ্নি আহরণ করা হয়), এই জন্য গার্হপত্য অগ্নি যেমন প্রণয়ন-পদবাচ্য; তেমনি সুপ্ত ব্যক্তির প্রাণও যেন অপানবৃত্তি হইতেই প্রণীত বা আহৃত হইয়া মুখ ও নাসারন্ধ্রে সঞ্চরণ করে; এই জন্য প্রাণবায়ুটি 'আহবনীয়'-স্থলবর্ত্তী, [এবং অপানবায়ু 'গার্হপত্য-স্থানপাতী]। আর হৃদয় হইতে দক্ষিণ রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া—দক্ষিণ ভাগের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ব্যানবায়ুটি 'অন্বাহার্য্য-পচন'-নামক দক্ষিণাগ্নি-স্থানীয় * ॥ ৪৪ ॥৩ ॥

* 'অগ্নিহোত্র একটি যজ্ঞ; উহা সাগ্নিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্য। ঐ যজ্ঞে সাধারণতঃ তিনটি অগ্নির আবশ্যক হয়; (১) দক্ষিণাগ্নি, (২) গার্হপত্য, (৩) আহবনীয়। তন্মধ্যে দক্ষিণাগ্নিটি দক্ষিণভাগে রক্ষিত হয় এবং উহাতে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু বরাহপুরাণে লিখিত আছে—"দত্তাস্থ দক্ষিণাস্বাদৌ তৃপ্তিভূত্বা যতোঽমরান্। নয়তে দক্ষিণাভাগং দক্ষিণাগ্নিস্ততোঽভবৎ॥" অর্থাৎ যেহেতু দক্ষিণা দানের পর তৃপ্তিরূপ ধারণ করিয়া অমরগণকে দক্ষিণাভাগ প্রাপ্ত করায়, সেই কারণে 'দক্ষিণাগ্নি' নাম হইয়াছে। 'গার্হপত্য' অগ্নিটি সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হয়, কখনও নির্ব্বাপিত করিতে হয় না। যজ্ঞের সময় সেই 'গার্হপত্য' অগ্নি হইতে যে অগ্নিকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে 'আহবনীয়' বলে। 'আহবনীয়' অগ্নিতেই হোম করিতে হয়। আলোচ্য-স্থলে 'ব্যান'বায়ুটি হৃদয় হইতে দক্ষিণভাগস্থ নাড়ীরন্ধ্রে সঞ্চরণ করে বলিয়া, দক্ষিণাগ্নিস্থানীয় অধোগামী 'অপান'বায়ুটি নিয়তই বিদ্যমান থাকে, এবং উহার সাহায্যেই 'প্রাণ'বায়ুর ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, এই কারণে 'অপান'বায়ুকে গার্হপত্য অগ্নিস্থানীয় বলা হইয়াছে। আর প্রাণ বায়ুটি অপান বায়ুর সাহায্যাপেক্ষী এবং আহার্য্য বস্তু নিচয় প্রথমতঃ উহাতেই আহুত বা অর্পিত হইয়া থাকে; এই কারণে প্রাণবায়ুকে 'আহবনীয়' বলা হইয়াছে। অথচ এই দেহে অপরাপর সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেও ইহাদের ক্রিয়া বিরত হয় না; এই জন্য বলা হইয়াছে যে, "প্রাণাগ্নয় এব জাগ্রতি।" অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে প্রাণরূপী অগ্নি সমূহই জাগরিত থাকে, অপর সকলেই নিদ্রিত বা নির্ব্যাপার হইয়া পড়ে॥

যদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ, স এনং যজমানমহ-রহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

[ইদানীমুচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-সমান-মন উদানেষু ক্রমেণ আহুতি-অদৃষ্ট-যজমানেষ্ট-ফলদৃষ্টি-বিধানার্থমাহ]—'যৎ' ইত্যাদি। যৎ (যস্মাৎ) [যো বায়ুরূপোঽগ্নিঃ], এতৌ উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ (প্রাণস্য শরীরাদ্ বহির্গমনম্ উচ্ছ্বাসঃ, পুনঃ প্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ, তৌ) আহুতী (আহুতিদ্বয়ং) [অগ্নিহোত্রাহুতিবৎ] সমং (শরীর ধারণোপযোগিতয়া যথাবস্থং) নয়তি (প্রাপয়তি), ইতি (তস্মাৎ হেতোঃ) স সমানঃ (অদৃষ্টস্থানীয়ঃ, হোতৃস্থানীয়ো বা)। বাব (প্রসিদ্ধং) মনঃ হ (এব) যজমানঃ (আহুতিপ্রদাতা), উদানঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব ইষ্টফলং (যজ্ঞফলং), [যতঃ] সঃ (উদানঃ) [সুষুপ্তিসময়ে] এনং (মনোনামকং) যজমানং অহরহঃ (প্রত্যহং) ব্রহ্ম গময়তি (স্বপ্নাবস্থায়া অপসার্য্য স্বর্গমিব ব্রহ্মভাবং পরমানন্দং প্রাপয়তীত্যর্থঃ) ॥

যেহেতু উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপ এই আহুতিদ্বয়কে সমতা প্রাপ্ত করায়, এই কারণে, সেই সমান বায়ু [অদৃষ্টস্থানীয়], প্রসিদ্ধ মনই যজমানস্থানীয়, উদান বায়ুই যজ্ঞের ফলস্বরূপ, [কারণ,] সেই উদানই মনোরূপী যজমানকে প্রত্যহ [সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে বিরত করিয়া] ব্রহ্ম প্রাপ্ত করাইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ ৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্র চ হোতা অগ্নিহোত্রস্য যদ্ যস্মাদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ অগ্নিহোত্রাহুতী ইব নিত্যং দ্বিত্বসামান্যাদেব তু এতৌ আহুতী সমং সাম্যেন শরীরস্থিতিভাবায় নয়তি যো বায়ুঃ অগ্নিস্থানীয়োঽপি হোতা চাহুত্যোর্নেতৃত্বাৎ। কোঽসৌ? স সমানঃ। অতশ্চ বিদুষঃ স্বাপোঽপি অগ্নিহোত্রহবনমেব। তস্মাদ্বিদ্বান্ ন 'অকর্ম্মী' ইত্যেবং মন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। ' 'সর্ব্বদা সর্ব্বাণি চ ভূতানি বিচিন্বন্ত্যপি স্বপতে,"ইতি হি বাজস-নেয়কে। অত্র হি জাগ্রৎসু প্রাণাগ্নিষু উপসংহৃত্য বাহ্যকরণানি বিষয়াংশ্চ অগ্নি-হোত্রফলমিব স্বর্গং ব্রহ্ম জিগমিষুঃ মনো হ বাব যজমানো জাগর্ত্তি। যজমানবৎ কার্য্যকরণেষু প্রাধান্যেন সংব্যবহারাৎ স্বর্গমিব ব্রহ্ম প্রতি প্রস্থিতত্বাদ্

যজমানো মনঃ কল্প্যতে। ইষ্টফলং যাগফলমেব উদানো বায়ুঃ। উদাননিমিত্তত্বাৎ ইষ্টফলপ্রাপ্তেঃ। কথম্? স উদানঃ এনং মন-আখ্যং যজমানং স্বপ্নবৃত্তিরূপাদপি প্রচ্যাব্য অহরহঃ সুষুপ্তিকালে স্বর্গমিব ব্রহ্মাক্ষরং গময়তি। অতো যাগফলস্থানীয় উদানঃ ॥৪৫॥৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে হেতু অগ্নিহোত্রীয় হোতার ন্যায় যে বায়ু অগ্নিহোত্রীয় আহুতি-দ্বয়ের মত উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা সমতাপ্রাপ্ত করায়; এই বায়ু কে? [উত্তর] সেই প্রসিদ্ধ সমান অর্থাৎ সমান-সংজ্ঞক বায়ু। [অগ্নিহোত্রাহুতির ন্যায় দ্বিত্বসংখ্যার সাম্য থাকায়, এখানে [উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে] আহুতি দ্বয় [বলা হইয়াছে], এবং সমান বায়ু অগ্নিস্থানীয় হইলেও আহুতিনেতা বলিয়া 'হোতা' [শব্দে অভিহিত হইয়াছে]। অতএব, জ্ঞানীর স্বপ্নাবস্থাও অগ্নিহোত্রহোমের স্থলবর্ত্তী। অভিপ্রায় এই যে, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্ম-রহিত, এরূপ মনে করিতে নাই। বাজসনেয়কে (যজুর্ব্বেদে) আছে, 'স্বপ্নসময়েও সমস্ত প্রাণিগণ অগ্নিচয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সে সময়েও হোম-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।' এই প্রাণাগ্নির জাগরণসময়ে মনোরূপী যজমান বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ উপসংহৃত করিয়া, অগ্নিহোত্র যজ্ঞীয়-স্বর্গ-ফলের ন্যায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় জাগরিত থাকে, দেহেন্দ্রিয়াদি-গত ব্যবহারে যজমানের ন্যায় মনেরই প্রাধান্য; এই কারণে স্বর্গতুল্য ব্রহ্মাভিমুখে প্রস্থান করায় মনের যজমানত্ব কল্পনা করা হয়। উদান বায়ুই যাগের ফলস্বরূপ; কারণ, যজ্ঞফল প্রাপ্তির পক্ষেও উদান বায়ুই নিমিত্ত; কি প্রকারে? যে হেতু সেই উদান বায়ুই মনো-নামক যজ-মানকে প্রত্যহ স্বপ্নাবস্থা হইতে অপসারিত করিয়া, সুষুপ্তিসময়ে স্বর্গ-সদৃশ অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপিত করিয়া থাকে; এই কারণে উদান বায়ু যাগ-ফলস্থানীয় ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চাননুভূতঞ্চ * সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বঃ পশ্যতি ॥৪৬॥৫॥

[ইদানীং "কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ]—অত্রেত্যাদিনা। এষঃ (সাক্ষিরূপঃ) দেবঃ (মনউপাধিক আত্মা) অত্র স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়াং) মহিমানং (মহত্ত্বং স্ববিভূতিং বা) অনুভবতি। [অনুভবপ্রকারমেবাহ]—যৎ দৃষ্টংদৃষ্টং (জাগরণে যদ্যৎ প্রত্যক্ষীকৃতং, তৎ) অনু (পশ্চাৎ, বাসনাবলেন স্বপ্নাবস্থায়াং) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি)। শ্রুতংশ্রুতমেব (জাগ্রৎকালীনং শ্রুতমেব সর্ব্বং) [পূর্ব্ববৎ] অনুশৃণোতি, দেশ-দিগন্তরৈঃ (দেশান্তরৈঃ দিগন্তরৈঃ) চ (অপি) প্রত্যনুভূতং (প্রকর্ষেণ অধিগতং বস্তু) পুনঃ পুনঃ (ভূয়োভূয়ঃ) প্রত্যনুভবতি (স্বপ্নে প্রত্যক্ষীকরোতি)। [কিং বহুনা,] দৃষ্টং (চক্ষুষো বিষয়ীভূতং) চ, অদৃষ্টং চ (চক্ষুরবিষয়ীভূতং, জন্মান্তর-দৃষ্টমিতি ভাবঃ), [তথা] শ্রুতম্ (ইহৈব শ্রবণেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতম্) অশ্রুতম্ অনুভূতং (ঐহিকং) অননুভূতং (জন্মান্তরীণং) চ সর্ব্বং পশ্যতি (অবগচ্ছতি)। [স্বয়মপি] সর্ব্বঃ (দেবাসুর-নরাদিরূপঃ সন্) পশ্যতি ॥

এই দেবতা অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত আত্মা এই স্বপ্নে মহিমা বা স্বীয় বিভূতি অনুভব করিয়া থাকে; [জাগ্রৎ সময়ে] যাহা যাহা দৃষ্ট, [তাহা] পশ্চাৎ দর্শন করে, সমস্ত শ্রুতই পশ্চাৎ শ্রবণ করে, দেশান্তরে ও দিগন্তরে সম্যক্ অনুভূত বিষয় বারংবার অনুভব করে। [অধিক কি,] ঐহিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্ব্বাত্মক হইয়া দর্শন করে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং বিদুষঃ শ্রোত্রাদ্যুপরমকালাদারভ্য যাবৎ সুপ্তোত্থিতো ভবতি, তাবৎ সর্ব্বযাগফলানুভব এব, নাবিদুষামিব অনর্থায়েতি বিদ্বত্তা স্তূয়তে। ন হি বিদুষ এব শ্রোত্রাদীনি স্বপন্তি, প্রাণাগ্নয়ো বা জাগ্রতি; জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ম্মনঃ স্বাতন্ত্র্য-

* 'সচ্চাসচ্চ' ইত্যধিকং ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

মনুভবৎ অহরহঃ সুষুপ্তং বা প্রতিপদ্যতে। সমানং হি সর্ব্বপ্রাণিনাং পর্য্যায়েণ জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তিগমনং; অতো বিদ্বত্তা-স্তুতিরেবেয়ম্ উপপদ্যতে। যৎ পৃষ্টং "কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ইতি; তদাহ—

অত্র উপরতেষু শ্রোত্রাদিষু দেহরক্ষার্থং জাগ্রৎসু প্রাণাদিবায়ুষু প্রাক্ সুষুপ্তি-প্রতিপত্তেঃ, এতস্মিন্ অন্তরালে এষ দেবঃ অর্করশ্মিবৎ স্বাত্মনি সংহৃতশ্রোত্রাদি-করণঃ স্বপ্নে মহিমানং বিভূতিং বিষয়-বিষয়িলক্ষণম্ অনেকাত্মভাবগমনম্ অনুভবতি প্রতিপদ্যতে।

নমু মহিমানুভবনে করণং মনোঽনুভবিতুঃ, তৎ কথং স্বাতন্ত্র্যেণ অনুভবতী-ত্যুচ্যতে? স্বতন্ত্রো হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ। নৈষ দোষঃ; ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বাতন্ত্র্যস্য মন-উপাধি-কৃতত্বাৎ। ন হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমার্থতঃ স্বতঃ স্বপিতি জাগর্ত্তি বা। মন-উপাধিকৃতমেব তস্য জাগরণং স্বপ্নশ্চ ইত্যুক্তং বাজসনেয়কে—"সধীঃ স্বপ্নোভূত্বা ধ্যায়তীব, লেলায়-তীব" ইত্যাদি। তস্মাৎ মনসো বিভূত্যনুভবে স্বাতন্ত্র্যবচনং ন্যায্যমেব। মন-উপাধিসহিতত্বে স্বপ্নকালে ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং বাধ্যেত ইতি কেচিৎ। তন্ন, শ্রুত্যর্থাপরিজ্ঞানকৃতা ভ্রান্তিস্তেষাম্। যস্মাৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাদি-ব্যবহারোঽপি আমোক্ষান্তঃ সর্ব্বোঽপি অবিদ্যাবিষয় এব মন-আদ্যুপাধিজনিতঃ। "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ, তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ, মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ," ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অতো মন্দব্রহ্মবিদামেব ইয়মাশঙ্কা ন তু একাত্মবিদাম্।

নন্বেবং সতি "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ" ইতি বিশেষণমনর্থকং ভবতি? অত্রোচ্যতে—অত্যল্পমিদমুচ্যতে, "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে" ইতি অন্তর্হৃদয়পরিচ্ছেদকরণে সুতরাং স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং বাধ্যেত; সত্যমেবম্; অয়ং দোষো যদ্যপি স্যাৎ, স্বপ্নে কেবলতয়া স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন অৰ্দ্ধং তাবদপনীতং ভারস্যেতি চেৎ, ন; "তত্রাপি পুরীততি নাড়ীষু শেতে" ইতি শ্রুতেঃ পুরীততি নাড়ীসম্বন্ধাৎ তত্রাপি পুরুষস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন অৰ্দ্ধভারাপনয়াভিপ্রায়ো মৃষৈব। কথং তর্হি "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ" ইতি? অন্যশাখাত্বাৎ অনপেক্ষ্যা সা শ্রুতিরিতি চেৎ, ন; অর্থৈকত্বস্য ইষ্টত্বাৎ। একো হ্যাত্মা সর্ব্ববেদান্তানামর্থো বিজিজ্ঞাপ-য়িষিতো বুভুৎসিতশ্চ। তস্মাদ্ যুক্তা স্বপ্নে আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বোপ-পত্তির্বক্তুম্; শ্রুতের্যথার্থতত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ। এবং তর্হি শৃণু শ্রুত্যর্থং, হিত্বা

সর্ব্বমভিমানং ; ন ত্বভিমানেন বর্ষশতেনাপি শ্রুত্যর্থো জ্ঞাতুং শক্যতে সর্ব্বৈঃ পণ্ডিতম্মন্যৈঃ।

যথা হৃদয়াকাশে পুরীততি নাড়ীষু চ স্বপতস্তৎসম্বন্ধাভাবাৎ ততো বিবিচ্য দর্শয়িতুং শক্যতে, ইতি আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন বাধ্যতে। এবং মনসি অবিদ্যা-কামকর্ম্মনিমিত্তোদ্ভূতবাসনাবতি কর্ম্মনিমিত্তা বাসনা অবিদ্যয়া অন্যদ্বস্তন্তরমিব পশ্যতঃ সর্ব্বকার্য্যকরণেভ্যঃ প্রবিবিক্তস্য দ্রষ্টুর্ব্বাসনাভ্যো দৃশ্যরূপাভ্যোঽন্যত্বেন স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্বং সুদপিতেনাপি তার্কিকেণ ন বারয়িতুং শক্যতে। তস্মাৎ সাধূক্তং—মনসি প্রলীনেষু করণেষু প্রলীনে চ মনসি মনোময়ঃ স্বপ্নান্ পশ্যতীতি।

কথং মহিমানমনুভবতীতি ? উচ্যতে—যন্মিত্রং পুত্রাদি বা পূর্ব্বং দৃষ্টং, তদ্বাসনাবাসিতঃ পুত্রমিত্রাদিবাসনাসম্ভূতং পুত্রং মিত্রমিব বা অবিদ্যয়া পশ্যতী-ত্যেবং মন্যতে। শৃণোতি তথা শ্রুতমর্থং তদ্বাসনয়া অনুশৃণোতীব। দেশদিগন্ত-রৈশ্চ দেশান্তরৈর্দ্দিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনস্তং প্রত্যনুভবতীব অবিদ্যয়া। তথা দৃষ্টঞ্চাস্মিন্ জন্মনি অদৃষ্টঞ্চ জন্মান্তরদৃষ্টমিত্যর্থঃ। অত্যন্তাদৃষ্টে বাসনানুপপত্তেঃ। এবং শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চ অস্মিন্ জন্মনি কেবলেন মনসা, অননুভূতঞ্চ মনসৈব জন্মান্তরেঽনুভূতমিত্যর্থঃ। সচ্চ পরমার্থোদকাদি। অসচ্চ মরীচ্যুদকাদি। কিং বহুনা, উক্তানুক্তং সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বঃ পশ্যতি সর্ব্বমনোবাসনোপাধিঃ সন্, এবং সর্ব্বকরণাত্মা মনোদেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের উপরতি বা ব্যাপার-নিবৃত্তির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ যাবৎ সুপ্তোত্থিত (জাগ্রৎ) হন, তাবৎ কাল (স্বপ্নসময়ে) নিশ্চয়ই তাঁহার যাগ-ফলানুভূতি হইয়া থাকে, অজ্ঞদিগের ন্যায় বিফলে যায় না ; এইরূপে বিদ্যার স্তুতি করা হইতেছে। কারণ, কেবল জ্ঞানিগণেরই যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিদ্রিত হয়, অথবা প্রাণাগ্নিসমূহ জাগ্রৎ থাকে, কিংবা প্রত্যহ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় মনঃ স্বাধীনতা অনুভব করতঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে ; কেননা পর্য্যায়ক্রমে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থালাভ, তাহা সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষেই সমান ; অতএব ইহা বিদ্যা-স্তুতি হওয়াই সঙ্গত। কোন্

দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন? পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

এই দেহে সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে শ্রোত্রাদি (ইন্দ্রিয়-সমূহ) উপরত হয় এবং দেহ রক্ষার জন্য প্রাণাদি বায়ুসমূহ যখন জাগরিত থাকে, সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী সেই স্বপ্ন সময়ে সূর্য্য যেরূপ রশ্মিসমূহ সংকোচিত করেন, সেইরূপ এই দেবতাও (মন-উপাধিক জীবও) আপনাতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত করিয়া গ্রহণ-বিষয়-বিষয়িভাবাত্মক (যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহা বিষয় আর যিনি করেন, তিনি বিষয়ী, তদ্ভাবাপন্ন) মহিমা—অনেক ভাবপ্রাপ্তিরূপ বিভূতি অনুভব করে—প্রাপ্ত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনুভবকর্ত্তার মহিমানুভবে মন হইতেছে সাধন; ক্ষেত্রজ্ঞই (জীবই) একমাত্র স্বতন্ত্র; অতএব (মন যে) স্বতন্ত্র-ভাবে অর্থাৎ জীবের সাহায্য ব্যতীত অনুভব করে, ইহা বলা হইল কিরূপে? না—ইহা দোষ নহে; কারণ; ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাও মনোরূপ উপাধিকৃত; কেননা, বাস্তবিক পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বপ্ন বা জাগরণ কিছুই নাই; মনোরূপ উপাধি দ্বারাই তাহার স্বপ্ন ও জাগরণ সম্পাদিত হয়; একথা যজুর্ব্বেদেও উক্ত আছে—'ধী বা মনের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দমানই' হয়, ইত্যাদি। অতএব বিভূতির অনুভবে যে, মনের স্বাতন্ত্র্যকথন, তাহা ন্যায়সঙ্গতই বটে। কেহ কেহ বলেন যে,স্বপ্নসময়ে মনোরূপ উপাধির সহিত সম্বদ্ধ থাকায়, ক্ষেত্রজ্ঞের স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ভাব বা স্বপ্রকাশত্বের বাধা হয়; বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, কারণ, শ্রুতির অর্থ না জানায়, তাহাদের ঐরূপ ভ্রম হয় মাত্র। যে হেতু, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব বা স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মের

ব্যবহার হয়, তৎসমস্তই অবিদ্যার বিষয়ীভূত এবং মনঃপ্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত। 'যখন অন্যেরই মত হয় অর্থাৎ ভেদদর্শন হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে, তখনই ইহার দৃশ্য সম্বন্ধ হয়, আর যখন ইহার (জ্ঞানীর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে!' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [ঐ কথা প্রমাণিত হয়]। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানে যাহারা অপটু, তাহাদের পক্ষেই উক্ত আশঙ্কা, কিন্তু আত্মৈকত্বজ্ঞদিগের পক্ষে নহে।

ভাল, এরূপ হইলে ত 'এ সময় (স্বপ্নকালে) এই পুরুষ (জীব) স্বয়ংজ্যোতিঃ হয়' এইরূপে বিশেষিত করা বিফল হয়! ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এ অতি সামান্য কথা বলা হইতেছে; কারণ; 'এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, [জীব] তাহাতে শয়ন করে', এই শ্রুতিতে যখন তাহার হৃদয়মধ্যে পরিচ্ছেদের কথা উক্ত হইয়াছে, তখন সেই হৃদয়-পরিচ্ছদ দ্বারা তাহার স্বয়ংজ্যোতির্ভাব ত আপনা হইতেই বাধিত হইতে পারে? যদি বল, হাঁ, যদিও এই দোষ হইতে পারে সত্য, তথাপি স্বপ্নে (সুষুপ্তিকালে) যখন কেবল বা অসম্বদ্ধভাবে থাকে, তখনই তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বভাব সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং ইহাতে আরোপিত দোষের অর্দ্ধেক (কতকটা) অপনীত হইতে পারে। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সে সময়ও (জীব) পুরীতৎ-নামক নাড়ীতে শয়ন করে; এই শ্রুতিতে জীবের পুরীতৎ নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ সম্ভাবের কথা উক্ত থাকায় [জীবের কেবলত্ব না থাকায়] স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময়ত্ব হেতু দ্বারা যে, অর্দ্ধেক দোষ-ভারাপনয়নের অভিলাষ, তাহা নিশ্চয়ই বৃথা। ভাল, তাহা হইলে এ সময় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হয়; এ কথা হয় কিরূপে? যদি বল যে, জীবের যে স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ত্ব, তাহা অপর শাখার (যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখার) কথা; সুতরাং অথর্ব্ব-বেদীয় এই উপনিষদ্ব্যাখ্যায় উহার কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই; না, তাহাও

বলা যায় না; কারণ, [সকল উপনিষদের] অর্থগত ঐক্য সম্পাদনই অভিপ্রেত, (বিভিন্নার্থত্ব নহে)। আত্মার একত্বই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের বিজ্ঞাপনীয় অর্থ এবং ঐ অর্থই বভুৎসিতও (জানিবার অভিলষিতও) বটে; অতএব স্বপ্নসময়ে আত্মার স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়তার উপপাদন করা যুক্তিসঙ্গতই বটে; কেননা, যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করাই শ্রুতির একমাত্র কার্য্য; এইরূপ হইলে, অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশকতা স্বীকার করিলে, অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতির অর্থ শ্রবণ কর; কারণ, যাহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে; তাহারা সকলে শত-বর্ষেও অভিমান দ্বারা শ্রুতির অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যেমন সুষুপ্ত ব্যক্তির হৃদয়াকাশে এবং পুরীতৎ নাড়ীতে জীবের সম্বন্ধ না থাকায় ঐ স্থানে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারা যায় বলিয়া আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বাধিত হয় না, তেমনি মনেতে অবিদ্যা, কাম (কামনা) ও তজ্জনিত কর্ম্মসমুদ্ভূত বাসনা অভিব্যক্ত হইলে পর, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ যে লোক কর্ম্মজনিত বাসনাকে অন্য বস্তুর ন্যায় দর্শন করেন, দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত বস্তু হইতে বিবিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত সেই দ্রষ্টা দৃশ্য বাসনারাশি হইতেও পার্থক্য লাভ করেন; কাজেই তাঁহার সেই পার্থক্যনিবন্ধন যে স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপতা, অতিশয় গর্ব্বান্বিত তার্কিকও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। অতএব করণসমূহ মনে বিলীন হইলে এবং মন কোথাও বিলীন না হইলে অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থাপন্ন হইলে, মনোময় (জীব) যে, স্বপ্নদর্শন করে, বলা হইয়াছে; তাহা উত্তম কথাই হইয়াছে।

(ভাল, এ অবস্থায় মহিমানুভব করে কি প্রকারে?) ইহার উত্তর বলা হইতেছে—পূর্ব্বে (জাগরণসময়ে) যে মিত্র ও পুত্রাদি বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, তদ্‌বাসনায় বাসিত-চিত্ত ব্যক্তি অবিদ্যাবশতঃ সেই পুত্রমিত্রাদি বাসনা-বলে সমুদ্ভূত বা অভিব্যক্ত পুত্র মিত্রকেই যেন

দর্শন করিয়া থাকে বলিয়া মনে করে—সেইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ও। দৃষ্ট অর্থে, ইহজন্মে দৃষ্ট, আর অদৃষ্ট অর্থে—জন্মান্তরে দৃষ্ট; কারণ, একেবারেই অদৃষ্ট পদার্থে বাসনা সমুৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ শ্রুত ও অশ্রুত আর ইহজন্মে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত ও অননুভূত অর্থাৎ জন্মান্তরে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত। 'সৎ' অর্থে—যথার্থ জল প্রভৃতি, আর 'অসৎ' অর্থে মরীচি-জল প্রভৃতি (মৃগতৃষ্ণাদি। অধিকে প্রয়োজন কি, উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্ব্ব হইয়া অর্থাৎ মনোগত সমস্ত বাসনা দ্বারা উপহিত হইয়া দর্শন করে। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়াশ্রয় জীব মনঃপরিচালিত হইয়া স্বপ্নসমূহ সন্দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি তদৈতস্মিঞ্ছরীরে * এতৎ সুখং ভবতি ॥৪৭।৬॥

[ইদানীং সুষুপ্তিদশাং বক্তুং 'কস্মৈতৎ সুখং ভবতি' ইতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ]—স ইত্যাদি সঃ (মনউপাধিকঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) তেজসা (সৌরেণ জ্যোতিষা) অভিভূতঃ (আক্রান্তঃ) ভবতি। অত্র (অস্যামবস্থায়াং) এষঃ দেবঃ (জীবঃ) স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃশ্যান্) ন পশ্যতি। অথ (কিন্তু) তদা (তস্মিন্ সুষুপ্তিসময়ে) এতস্মিন্ শরীরে এতৎ (অনির্ব্বচনীয়রূপং) সুখং (ব্রহ্মানন্দঃ) ভবতি (প্রকাশতে) [তস্যেতি শেষঃ]॥

সেই জীব যখন চিত্তগত সৌরতেজে অভিভূত হয়, তখন এই অবস্থায় ইনি দ্যোতমান আত্মা স্বপ্ন দর্শন করেন না; পরন্তু, তখন [তাঁহার] এই শরীরে এইরূপ ব্রহ্মসুখ প্রকাশ পায় ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সঃ যদা মনোরূপো দেবো যস্মিন্ কালে সৌরেণ চিত্তাখ্যেন তেজসা নাড়ীশয়েন সর্ব্বতোঽভিভূতো ভবতি—তিরস্কৃতবাসনাদ্বারো ভবতি; তদা সহ করণৈর্ম্মনসো রশ্ময়ো হৃদ্যুপসংহৃতা ভবন্তি। যদা মনো দার্ব্বগ্নিবৎ অবিশেষবিজ্ঞানরূপেণ কৃৎস্নং শরীরং ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে, তদা সুষুপ্তো ভবতি। অত্র

* অথৈতদস্মিঞ্ছরীরে ইতি বা পাঠঃ।

এতস্মিন্ কালে এষ মনআখ্যো দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি, দর্শনদ্বারস্য নিরুদ্ধত্বাত্তেজসা। অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ সুখং ভবতি, যদ্বিজ্ঞানং নিরাবাধমবিশেষেণ শরীরব্যাপকং প্রসন্নং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে সময় সেই মনোরূপী দেবতা (প্রকাশশীল) নাড়ীগত চিত্তসংজ্ঞক সৌর তেজঃ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অভিভূত হয়, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বতন সংস্কার-উদ্বোধের দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের রশ্মি বা প্রকাশন-শক্তি সমূহও উপসংহৃত হইয়া পড়ে। মন যে সময় কাষ্ঠগত অগ্নির ন্যায় বিশেষবিজ্ঞানরহিত বা সামান্য চেতনাশক্তিরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সেই সময় [জীব] সুষুপ্ত হইয়া থাকে। তেজঃ দ্বারা দর্শনপথ রুদ্ধ হওয়ায় এই মনোনামক দেবতা সেই সময় কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না; পরন্তু তখন এই শরীরে এইরূপ সুখ বা আনন্দ হইয়া থাকে, যাহার অনুভূতি শরীর-ব্যাপক নির্ব্বিশেষও অবাধ প্রসন্নতাময় হইয়া থাকে *॥৪৭॥৬॥

স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৪৮॥৭॥

[ইদানীং দৃষ্টান্তেন সুষুপ্ত্যবস্থাং বিশদয়ন 'কস্মিন্নু এতে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ' ইত্যস্য পঞ্চমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ]—'স যথা' ইত্যাদিনা। হে সৌম্য, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) যথা (যদ্বৎ) বাসোবৃক্ষং (আবাসবৃক্ষং প্রতি) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (সম্যক্ ধাবন্তি), এবং হ (তদ্বদেব) তৎ (বক্ষ্যমাণং) সর্ব্বং বৈ (প্রসিদ্ধং করণজাতং) পরে (শ্রেষ্ঠে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠন্তে (বিলয়ার্থং ধাবন্তি)॥

হে সৌম্য, পক্ষিগণ যেরূপ [যথাকালে] আবাস-বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান করে,

* স্বপ্ন-সময়ে সাধারণতঃ জাগ্রৎকালীন সংস্কারের সাহায্যে মনেই বিবিধ দৃশ্য পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার পর যখন চিত্তগত তেজঃ দ্বারা মনের সেই সংস্কারোদ্বোধের শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন মন আর পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্য প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং কোনরূপ দৃশ্য পদার্থও তাহার নিকট উপস্থিত হয় না—তখন কেবলই আত্মার আনন্দ স্বরূপটি প্রতীতিগোচর হইতে থাকে; ইহাই সুষুপ্তি অবস্থার অবস্থা।

ঠিক সেইরূপ বক্ষ্যমাণ সকলেই পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ আত্মাতে বিলীন হয় ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতস্মিন্ কালে অবিদ্যা-কামকর্ম্মনিবন্ধনানি কার্য্য-করণানি শান্তানি ভবন্তি। তেষু শান্তেষু আত্মস্বরূপম্ উপাধিভিরন্যথা বিভাব্যমানম্ অদ্বয়ম্ একং শিবং শান্তং ভবতীতি; এতামেবাবস্থাং পৃথিব্যাদ্যবিদ্যাকৃতমাত্রানুপ্রবেশেন দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—

স দৃষ্টান্তো যথা যেন প্রকারেণ সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়াংসি পক্ষিণো বাসার্থং বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে গচ্ছন্তি; এবং যথা দৃষ্টান্তো হ বৈ তদ্বক্ষ্যমাণং সর্ব্বং পরে আত্মনি অক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই সময় (সুষুপ্তিকালে) অবিদ্যা ও তদধীন কাম ও কর্ম্মের বশবর্ত্তী দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই শান্ত বা ক্রিয়াবিরত হইয়া থাকে। সেই দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্য-করণসমূহ প্রশান্ত হইলে পর [পূর্ব্বে] উপাধি সমূহ দ্বারা যে আত্মস্বরূপ অন্যথা প্রতীত হইত, [তখন] তাহাই এক, অদ্বিতীয়, শিব ও শান্তস্বরূপ হইয়া থাকে। অবিদ্যাকৃত পৃথিবী প্রভৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ দ্বারা সেই শিব ও শান্তস্বরূপ প্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ,—হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়স্—পক্ষিগণ যে প্রকার বাসের জন্য বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান বা গমন করিয়া থাকে, এই দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক তদ্রূপ বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে বলা হইবে) সমস্তই পর আত্মায় (অক্ষর পুরুষে) অর্থাৎ তদভিমুখে প্রস্থান করে ॥৪৮॥৭॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ, শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ, ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ, রসশ্চ

রসয়িতব্যঞ্চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ, বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ, হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ, পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ, পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ, মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চ, অহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ, চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥৪৯॥৮॥

[পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "তৎ সর্ব্বং" বিবৃণ্বন্ আহ]—"পৃথিবী" ইত্যাদি। পৃথিবী চ (স্থূলা পৃথিবী) পৃথিবীমাত্রা (সূক্ষ্মা গন্ধতন্মাত্রা) চ (অপি); আপঃ (স্থূলানি জলানি), আপোমাত্রা (রসতন্মাত্রা) চ, তেজঃ (স্থূলং) চ, তেজোমাত্রা (রূপতন্মাত্রা) চ, বায়ুঃ (স্থূলঃ) চ, বায়ুমাত্রা (বায়ুতন্মাত্রা) চ, আকাশঃ (স্থূলঃ) চ, আকাশমাত্রা (শব্দতন্মাত্রা) চ, চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং (রূপং) চ, শ্রোত্রং চ, শ্রোতব্যং (শব্দঃ) চ, ঘ্রাণং (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) চ, ঘ্রাতব্যং (গন্ধঃ) চ, রসঃ (রসনেন্দ্রিয়ং) চ, রসয়িতব্যং (রসঃ) চ, ত্বক্ (স্পর্শগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং) চ, স্পর্শয়িতব্যং (তদ্‌গ্রাহ্যং) চ, বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) চ, বক্তব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, হস্তৌ চ, আদাতব্যং (গ্রহণীয়ং) চ, উপস্থঃ (তদাখ্যমিন্দ্রিয়ং) চ, আনন্দয়িতব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, পায়ুঃ (তদাখ্যমিন্দ্রিয়ং) চ, বিসর্জ্জয়িতব্যং (বিষ্ঠাদি) চ, পাদৌ চ গন্তব্যং (স্থানং) চ, মনঃ চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিঃ চ, বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারঃ চ, অহংকর্ত্তব্যং চ, চিত্তং চ, চেতয়িতব্যং চ, তেজঃ (প্রকাশবিশিষ্টা ত্বগিন্দ্রিয়াতিরিক্তা যা ত্বক্, সা) চ, বিদ্যোতয়িতব্যং (তৎপ্রকাশ্যং) চ, প্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিঃ সূত্রাত্মা) চ, বিধারয়িতব্যং (তস্মিন্ ওত-প্রোতভাবেন স্থিতং) চ, [এতৎ সর্ব্বম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ]॥

পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা (গন্ধতন্মাত্র), জলও রসতন্মাত্র, তেজঃ ও রূপতন্মাত্র, বায়ুও স্পর্শতন্মাত্র, আকাশ ও শব্দতন্মাত্র, চক্ষুঃ ও দ্রষ্টব্য (রূপ), শ্রোত্র ও শ্রবণযোগ্য বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও আঘ্রেয়, রসনেন্দ্রিয় ও আস্বাদ্য, ত্বক্ ও স্পর্শযোগ্য বস্তু, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও তদ্‌গ্রাহ্য বস্তু, উপস্থ ও আনন্দের বিষয়, পায়ু ও পরিত্যাজ্য (বিষ্ঠাদি), পাদদ্বয় ও গন্তব্য স্থান, মনঃ ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত ও তাহার বিষয়, তেজঃ ও তাহার প্রকাশ্য এবং প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) ও ধারণীয় বিষয়, [এই সমস্তই আত্মাতে লীন হইয়া থাকে] ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং তৎ সর্ব্বম্?—পৃথিবী চ স্থূলা পঞ্চগুণা, তৎকারণা চ, পৃথিবীমাত্রা চ গন্ধতন্মাত্রা। তথা আপশ্চ আপোমাত্রা চ। তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ। বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ। আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ। স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ ভূতানীত্যর্থঃ। তথা চক্ষুশ্চ ইন্দ্রিয়ং রূপঞ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ। শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ। ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ। রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ। ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ। বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ। হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ। উপস্থশ্চ আনন্দয়িতব্যঞ্চ। পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ। পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদর্থাশ্চোক্তাঃ। মনশ্চ পূর্ব্বোক্তম্। মন্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা,বোদ্ধব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। অহঙ্কারশ্চ অভিমানলক্ষণমন্তঃকরণং, অহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। চিত্তঞ্চ চেতনাবদন্তঃকরণম্, চেতয়িতব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। তেজশ্চ ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরেকেণ প্রকাশবিশিষ্টা যা ত্বক্, তয়াচ নির্ভাস্যো বিষয়ো বিদ্যোতয়িতব্যম্। প্রাণশ্চ সূত্রং যদাচক্ষতে, তেন বিধারয়িতব্যং সংগ্রথনীয়ং, সর্ব্বং হি কার্য্যকরণজাতং পারার্থ্যেন সংহতং নামরূপাত্মকমেতাবদেব ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই সমস্ত কি? [তাহা বলা হইতেছে,] পৃথিবী অর্থ—[শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই] পঞ্চগুণবিশিস্ট স্থূল ও তদুৎপন্ন পার্থিব বস্তু, এবং পৃথিবীমাত্রা অর্থ—গন্ধতন্মাত্র। সেইরূপ, জল ও জলমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা আকাশ ও আকাশমাত্রা, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতনিচয়। সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দ্রষ্টব্য বিষয়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রোতব্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাতব্য (ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য), রস (রসনেন্দ্রিয়) ও রসয়িতব্য (আস্বাদ্য বিষয়), ত্বগিন্দ্রিয় ও স্প্রষ্টব্য, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও গ্রহণীয়, উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ু ও পরিত্যাজ্য, পাদদ্বয় ও গন্তব্য। [ইহা দ্বারা] জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদুভয়ের বিষয় উক্ত হইল। (১) পূর্ব্বোক্ত মন ও তাহার বিষয়—

(১) দেহাভ্যন্তরস্থ সুখ-দুঃখাদির উপলব্ধি সাধন 'করণ'কে 'অন্তঃকরণ' বলে। অন্তঃকরণ এক হইলেও বৃত্তি বা ক্রিয়াভেদে চারিভাগে বিভক্ত—(১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার, ও (৪) চিত্ত। তন্মধ্যে সংকল্প-বিকল্প বা সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ 'মনঃ'। 'ইহা এইরূপই' এবংবিধাকার নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ 'বুদ্ধি'। 'আমি ধনী, বিদ্বান্' ইত্যাদিরূপ অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ

মন্তব্য। বুদ্ধি অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, এবং বোধব্য অর্থে বুদ্ধির বিষয়, অভিমানবৃত্তিরূপ অহঙ্কার ও তদ্বিষয় অহঙ্কর্ত্তব্য, চিত্ত অর্থে চেতনা বা বোধশক্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণ, এবং চেতয়িতব্য (চিত্তের বিষয়), ত্বক্ অর্থে—ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন অথচ প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক্, তাহা এবং তাহার প্রকাশ্য, যাহাকে সূত্র (হিরণ্যগর্ভ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাই এখানে 'প্রাণ' পদবাচ্য, সেই প্রাণ এবং তাঁহার বিধারণীয়; কারণ পরার্থত্ব বা পরোদ্দেশ-প্রযুক্তত্ব হেতু সংহতভাবে মিলিত নামরূপাত্মক সমস্ত কার্য্য-করণ-রাশি এই পর্য্যন্তই, [আর অধিক নাই] ॥৩৯॥৮

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৫০॥৯॥

[অথ আত্মনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠামাহ]—এষ ইত্যাদিনা। এষঃ (উপাধিযুক্তঃ) হি (নিশ্চয়ে) দ্রষ্টা (চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য-জ্ঞানকর্ত্তা) স্প্রষ্টা (স্পর্শকর্ত্তা), শ্রোতা (শ্রবণকর্ত্তা), ঘ্রাতা (গন্ধগ্রাহী), রসয়িতা (রসাস্বাদকর্ত্তা), মন্তা (মননকর্ত্তা) বোদ্ধা (অনুভবিতা) কর্ত্তা (ক্রিয়াসম্পাদকঃ) বিজ্ঞানাত্মা (ইন্দ্রিয়াদি-পরিচালকঃ), পুরুষঃ (উপাধিপূর্ণত্বাৎ 'পুরুষ'-পদবাচ্যশ্চ) সঃ (উপাধিযুক্তঃ পুরুষঃ) পরে (সর্ব্বোত্তমে) অক্ষরে (কূটস্থে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (সম্যক্ প্রতিষ্ঠাং লভতে)॥

ইনিই দ্রষ্টা, স্পর্শকর্ত্তা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদক, চিন্তাকারী, বোদ্ধা, কার্য্যকারী, ইন্দ্রিয়-পরিচালক ও পুরুষ পদবাচ্য। সেই পুরুষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অক্ষর, আত্মাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভ করেন॥ ৫০ ॥ ৯ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতঃ পরং যদাত্মস্বরূপং জলসূর্য্যকাদিবৎ ভোক্তৃত্ব-কর্ত্তৃত্বেন ইহ অনুপ্রবিষ্টম্।

'অহঙ্কার'। স্মৃতিজনক অন্তঃকরণ 'চিত্ত'। বেদান্তকারিকায় এই বিষয়টি অতি অল্প কথায় অভিহিত হইয়াছে "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥" ইহার ভাব অগ্রেই উক্ত হইয়াছে।

এষঃ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা, বিজ্ঞানং বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি করণভূতং বুদ্ধ্যাদি, ইদন্তু বিজানাতীতি বিজ্ঞানং কর্ত্তৃকারকরূপং, তদাত্মা তৎস্বভাবো বিজ্ঞাতৃস্বভাব ইত্যর্থঃ। পুরুষঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোক্তোপাধিপূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ। স চ জলসূর্য্যকাদিপ্রতিবিম্বস্য সূর্য্যাদিপ্রবেশবজ্জগদাধারশেষে পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥ ৫০ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণে, যে পরমাত্মা জলমধ্য-প্রবিষ্ট সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় 'কর্ত্তা ভোক্তা'রূপে [উপাধিমধ্যে] প্রবিষ্ট হন, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদক, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানসম্পন্ন), কর্ত্তা (ক্রিয়া-সম্পাদক), এবং বিজ্ঞানাত্ম-স্বরূপ ; [সাধারণতঃ] 'বিজ্ঞান' অর্থ জ্ঞান-সাধন বুদ্ধি প্রভৃতি করণবর্গ ; কিন্তু, ইনি জ্ঞানকর্ত্তা —জ্ঞানের কর্ত্তৃকারক ; তদাত্মক বা তৎস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব। এবং পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিপূর্ণ বলিয়া 'পুরুষ' পদবাচ্য। জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের যেমন [জলাবসানে প্রকৃতসূর্য্যে প্রবেশ হয়] তেমনি সেই পুরুষও জগদাধার পর অক্ষরে অর্থাৎ কূটস্থ আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি লাভ করে না, [উপাধি মধ্যে আর থাকে না, তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়] ॥৫০॥৯॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে , স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥৫১।১০॥

[ইদানীং তদ্বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (কশ্চিৎ) হ (এব) বৈ (প্রসিদ্ধং) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) অচ্ছায়ং (অজ্ঞানরহিতং), অশরীরম্ (স্থূল-সূক্ষ্মশরীররহিতম্), অলোহিতং (লোহিতাদিবর্ণরহিতং) শুভ্রম্ (নির্ম্মলম্) অক্ষরং (কূটস্থং পুরুষং) বেদয়তে (বেত্তি, জানাতি) ; সঃ পরং অক্ষরং (পুরুষম্) এব প্রতিপদ্যতে (লভতে), হে সোম্য ! যঃ তু (পুনঃ) [এবং বিদ্বান্] সঃ (বিদ্বান্) সর্ব্বজ্ঞঃ

(সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবান্) সর্ব্বঃ (সর্ব্বাত্মকঃ) [চ] ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যং) [অস্তীতি শেষঃ]॥

যে কোন লোক সেই অবস্থায় (অজ্ঞানরহিত) স্থূলসূক্ষ্মশরীররহিত এবং লোহিতাদি গুণহীন, বিশুদ্ধ অক্ষরকে অবগত হয়, সে লোক সেই পরম অক্ষরকেই লাভ করে। পুনশ্চ, হে সৌম্য, যে লোক [এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন], তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হন। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তার্থক এই বাক্য আছে ॥৫১॥১০॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ—পরমেবাক্ষরং বক্ষ্যমাণবিশেষণং প্রতিপদ্যত ইতি। এতদুচ্যতে—স যো হ বৈ তৎ সর্ব্বৈষণা বিনির্ম্মুক্তোঽচ্ছায়ং তমোবর্জ্জিতম্, অশরীরং নামরূপসর্ব্বোপাধি-শরীরবর্জ্জিতম্, অলোহিতং লোহিতাদি-সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিতম্,যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্ শুদ্ধং, সর্ব্ববিশেষণরহিতত্বাৎ অক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যম্। অপ্রাণমমনোগোচরম্, শিবং শান্তং সবাহ্যাভ্যন্তরমজং বেদয়তে বিজানাতি। যস্তু সর্ব্বত্যাগী হে সৌম্য, সঃ সর্ব্বজ্ঞো ন তেনাবিদিতং কিঞ্চিৎ সম্ভবতি। পূর্ব্বম-বিদ্যয়াঽসর্ব্বজ্ঞ আসীৎ, পুনর্ব্বিদ্যয়া অবিদ্যাপনয়ে সর্ব্বো ভবতি তদা। তৎ তস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি উক্তার্থসংগ্রাহকঃ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই পুরুষবিষয়ে একত্বজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—বক্ষ্যমাণ বিশেষণ-বিশিষ্ট পরম অক্ষরকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাই বলা হইতেছে—সর্ব্ববিধ কামনাবিহীন সেই যে লোক সেই অচ্ছায় অর্থাৎ তমঃ বা অজ্ঞানসম্বন্ধ-বর্জ্জিত, অশরীর—নাম-রূপাত্মক সমস্ত উপাধিময় শরীর-রহিত, লোহিত প্রভৃতি সমস্ত গুণবর্জ্জিত; যে হেতু এই প্রকার, সেই হেতুই শুভ্র (নির্দ্দোষ), কোনপ্রকার বিশেষণ না থাকায় অক্ষর [কোন গুণের অপচয়ে তাহার স্বরূপচ্যুতির সম্ভাবনা নাই], প্রাণ-রহিত, মনের অগোচর, শিব, শান্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তররহিত এবং অজ সত্য পুরুষকে বিশেষভাবে জানেন। পুনশ্চ হে সৌম্য, সর্ব্বত্যাগী তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাঁহার অবিদিত কিছুই সম্ভবপর হয় না; পূর্ব্বে অবিদ্যাবশতঃ অসর্ব্বজ্ঞ ছিলেন; বিদ্যা বলে অবিদ্যা অপনীত হওয়ায়

তখন পুনশ্চ সর্ব্বাত্মক হন। এই বিষয়ে অর্থাৎ কথিতার্থ-সংগ্রহ বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে ॥ ৫১॥১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥৫২।১১॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥৪॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—'বিজ্ঞানাত্মা' ইত্যাদি। বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণোপলক্ষিতঃ) সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ (চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতৃভিরগ্ন্যাদিভিঃ) সহ, প্রাণাঃ (চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি), ভূতানি (পৃথিব্যাদীনি) [চ] যত্র (যস্মিন্ অক্ষরে) সম্প্রতিষ্ঠন্তি ; হে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) তৎ অক্ষরং (আত্মানং) বেদয়তে (জানাতি), সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সন্ সর্ব্বম্ এব আবিবেশ (আত্মত্বেন বিশতীত্যর্থঃ)। 'ইতি'-শব্দো মন্ত্র-সমাপ্তৌ ॥

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ বা তদুপলক্ষিত চৈতন্য), সমস্ত দেবতার সহিত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ যাঁহাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে ; হে সৌম্য, যিনি সেই অক্ষরকে (পুরুষকে) জানেন, তিনি সর্ব্ব বস্তুতে প্রবেশ লাভ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মকভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

প্রশ্নোপনিষদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ অগ্ন্যাদিভিঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ঃ, ভূতানি পৃথিব্যাদীনি, সম্প্রতিষ্ঠন্তি প্রবিশন্তি যত্র যস্মিন্নক্ষরে ; তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু হে সৌম্য, প্রিয়-দর্শন, স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেব আবিবেশ আবিশতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত, প্রাণসমূহ

অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়, এবং পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ যে অক্ষরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ প্রবেশ করে; হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সমস্ত বস্তুতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বময় হন ॥ ৫২॥১১ ॥

প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥

প্রশ্নোপনিষৎ ।

অথ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ ।—স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত । কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি, তস্মৈ স হোবাচ ॥৫৷১॥

[অথেদানীং পরাপর-ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন প্রণবোপাসনবিধানায় পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ প্রারভ্যতে]—অথেত্যাদি । অথ (গার্গ্য প্রশ্নোত্তরানন্তরং) সত্যকামঃ (সত্যাভিসন্ধঃ) শৈব্যঃ এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ, হ (কিল)—ভগবন্ (পূজ্য !) মনুষ্যেষু মধ্যে সঃ (প্রসিদ্ধঃ) যঃ (কশ্চিৎ বিদ্বান্) হ বৈ (অবধারণ প্রসিদ্ধি-দ্যোতকৌ নিপাতৌ), প্রায়ণান্তং (মরণপর্য্যন্তং) তৎ (প্রসিদ্ধং) ওঙ্কারং (প্রণবাক্ষরং) অভিধ্যায়ীত (সর্ব্বতোভাবেন উপাসীত) । সঃ (উপাসকঃ) তেন (ওঙ্কারধ্যানেন) কতমং (বহুষু গন্তব্যস্থানেষু মধ্যে কং) লোকং (স্থান-বিশেষং) বাব (প্রসিদ্ধৌ) জয়তি (অধিকরোতি); ইতি (ইত্থং পৃষ্টবতে) তস্মৈ (শৈব্যায়) সঃ (পিপ্পলাদঃ) উবাচ (উক্তবান্) ॥

গার্গ্যপ্রশ্নের উত্তর শেষ হইলে, সত্যকাম শৈব্য ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্ ! মনুষ্যমধ্যে সেই যে ব্যক্তি মরণকাল পর্য্যন্ত সেই প্রসিদ্ধ প্রণবের সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাহাদ্বারা কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি জয় করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন ? তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥৫৷১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অথ হ এনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । অথেদানীং পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন ওঙ্কারস্ত উপাসনবিধিৎসয়া প্রশ্ন আরভ্যতে—

সঃ যঃ কশ্চিৎ হ বৈ ভগবন্ মনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে তৎ অদ্ভুতমিব প্রায়ণান্তং মরণান্তং যাবজ্জীবমিত্যেতৎ, ওঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত আভিমুখ্যেন চিন্তয়েৎ । বাহ্য-

বিষয়েভ্য উপসংহৃতকরণঃ সমাহিতচিত্তো ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাব ওঁকারে। আত্ম-প্রত্যয়সন্তানাবিচ্ছেদো ভিন্নজাতীয়-প্রত্যয়ান্তরাখিলীকৃতো নির্ব্বাতস্থদীপশিখাসমো-ঽভিধ্যানশব্দার্থঃ। সত্য-ব্রহ্মচর্য্যাহিংসা-পরিগ্রহত্যাগ-সন্ন্যাস-শৌচ-সন্তোষামায়া-বিত্বাদ্যনেক-যম-নিয়মানুগৃহীতঃ স এবং যাবজ্জীবব্রতধারণঃ। কতমং বাব, অনেকে হি জ্ঞান-কর্ম্মভির্জ্জেতব্যা লোকাস্তিষ্ঠন্তি; তেষু তেন ওঙ্কারাভিধ্যানেন কতমং সঃ লোকং জয়তি? ইতি পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ পিপ্পলাদঃ ॥৫৩।১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর সত্যকাম শৈব্য ইহাঁকে প্রশ্ন করিলেন—ইতঃপর পর ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধনরূপে ওঙ্কারের উপাসনা-বিধানেচ্ছায় প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে—হে ভগবন্! মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোনও লোক, আশ্চর্য্য ভাবে প্রায়ণান্ত—মরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন তৎপর হইয়া, ওঙ্কারের ধ্যান বা চিন্তা করেন। বাহ্য বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে প্রত্যাহৃত করিয়া এবং ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া ওঙ্কারে সমাহিতচিত্ত (একাগ্রতাসম্পন্ন) হন; ধ্যান শব্দের অর্থ এই যে, ভিন্নজাতীয় অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা অন্তরিত বা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত নহে,এরূপ বাতহীন স্থানে অবস্থিত দীপশিখার ন্যায় (নিস্পন্দ) ও অবি-চ্ছেদে প্রবাহিত আত্মজ্ঞানের প্রবাহ। সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, প্রতিগ্রহ বা পরকীয় দানগ্রহণ ত্যাগ, সংন্যাস, শৌচ (বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি), সন্তোষ ও মায়া বা অকপটতা প্রভৃতি বহুবিধ যম ও নিয়ম-সম্পন্ন * ও উক্তপ্রকার যাবজ্জীবন-ব্রতধারী সেই ব্যক্তি কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি লাভ করে? জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা জয় করিবার (পাই-বার) যোগ্য লোক ত বহুতরই আছে, তন্মধ্যে সেই ওঙ্কারের

* তাৎপর্য্য—যম ও নিয়মের বিষয় পাতঞ্জল-দর্শনে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সংক্ষেপতঃ তাহার সূত্রটি এই—"অহিংসা, সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহা যমাঃ" ॥ ২ । ৩০ ॥ "শৌচ-সন্তোষ-তপঃ স্বাধ্যায়-ঈশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ" ॥ ২ । ৩২ ॥ ইহার বিশেষ বিবরণ সেখানে দ্রষ্টব্য।

অভিধ্যান দ্বারা সেই ব্যক্তি কোন লোকটিকে জয় করে অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য করিয়া লয় ? এইরূপ প্রশ্নকারী সেই শৈব্যকে সেই পিপ্পলাদ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ।
তস্মাদ্‌বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥৫৪।২॥

[কিমুবাচ ? ইত্যাহ]—এতদিতি। হে সত্যকাম, এতৎ বৈ (এব) পরং চ অপরং চ, (ব্রহ্ম, অক্ষরং পুরুষরূপং ব্রহ্ম পরং, প্রাণাখ্যং চ ব্রহ্ম অপরং, তদুভয়রূপং) [কিং তৎ ?] যৎ ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ)। তস্মাৎ (ওঙ্কারস্য পরাপর-ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ) বিদ্বান্ (এবং জানন্ জনঃ) এতেন (ওঙ্কাররূপেণ) এব আয়তনেন (আশ্রয়েণ, ওঙ্কারাভিধ্যানেন ইত্যর্থঃ।) একতরং উভয়োর্মধ্যে পরম্ অপরং বা ব্রহ্ম) অন্বেতি (প্রাপ্নোতি), [পরাভিধ্যানেন পরম্, অপরাভিধ্যানেন চ অপরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যাশয়ঃ.] ॥

[কি বলিয়াছিলেন ? তাহা কথিত হইতেছে]—হে সত্যকাম। যাহা 'ওঙ্কার' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ। সেই হেতু বিদ্বান্ লোক এই আশ্রয়াবলম্বনেই উভয়ের মধ্যে একটি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪।২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতদ্‌বৈ সত্যকাম, এতদ্ ব্রহ্ম বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম পরং সত্যমক্ষরং পুরুষাখ্যম্, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ তদোঙ্কার এব ওঙ্কারাত্মকম্ ওঙ্কারপ্রতীকত্বাৎ পরং হি ব্রহ্ম শব্দাদ্যুপলক্ষণানর্হং সর্ব্বধর্ম্মবিশেষবর্জ্জিতম্, অতো ন শক্যম্ অতীন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসা অবগাহিতুম্ ; ওঙ্কারে তু বিষ্ণ্বাদিপ্রতিমাস্থানীয়ে ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাবে ধ্যায়িনাং তৎ প্রসীদতি ইত্যবগম্যতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ; তথা অপরঞ্চ ব্রহ্ম। তস্মাৎ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম—যদোঙ্কার ইত্যুপচর্য্যতে। তস্মাদেবং বিদ্বান্ এতেনৈব আত্মপ্রাপ্তিসাধনেনৈব ওঁকারাভিধ্যানেন একতরং—পরমপরং বা অন্বেতি ব্রহ্মানুগচ্ছতি ; নেদিষ্ঠং হ্যালম্বনমোঙ্কারো ব্রহ্মণঃ ॥৫৪।২॥

ভাষ্যানুবাদ।

হে সত্যকাম, এই ব্রহ্ম পরও বটে, অপরও বটে। 'পুরুষ-

সংজ্ঞক সত্য অক্ষরস্বরূপ যে, পর ব্রহ্ম, আর প্রথমোৎপন্ন প্রাণসংজ্ঞক যে অপর ব্রহ্ম, তদুভয় ওঙ্কারস্বরূপই ওঙ্কারাত্মকই বটে, (ওঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে) ; কারণ, ওঙ্কারই তদুভয়ের প্রতীক বা আলম্বন (*) সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মবিবর্জ্জিত পরব্রহ্ম শব্দাদি প্রমাণ-গম্য হন না ; এই কারণেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া, কেবল মনের দ্বারাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না ; কিন্তু বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতিমাস্থানীয় ওঙ্কারে যদি ভক্তিযোগে ব্রহ্মভাব স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, ধ্যানকারী উপাসকগণের সম্বন্ধে তিনি (পরব্রহ্ম) প্রসন্ন হন এবং সেইরূপ অপর ব্রহ্মও [প্রসন্ন হন], ইহা শাস্ত্রপ্রামাণ্য হইতে জানা যায়। সেই হেতুই ওঙ্কারে পর ও অপর ব্রহ্মভাবের উপচার বা আরোপ করা হয়। অতএব, এইপ্রকার জ্ঞানবান্ পুরুষ আত্মলাভের উপায়স্বরূপ এই ওঙ্কারের চিন্তা দ্বারাই একতর অর্থাৎ পর কিংবা অপর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ; কারণ ওঙ্কারই ব্রহ্মের অতিশয় সন্নিহিত বা অন্তরঙ্গ আলম্বন ॥৫৪॥২॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥৫৫।৩॥

[ইদানীম্ ওঙ্কারাভিধ্যানপ্রকারমাহ]—স যদীত্যাদিনা। সঃ (ধ্যাতা) একমাত্রং (একা মাত্রা হ্রস্বরূপা যস্য, তং তথোক্তম্ ওঙ্কারং) অভিধ্যায়ীত (উপাস্তে) ;

---

* তাৎপর্য্য—ব্রহ্মোপাসনা অনেক প্রকার আছে ; 'প্রতীক' উপাসনা তাহাদেরই অন্যতম। কোন এক মহৎ বস্তুর একদেশকে অথবা সেই মহৎ বস্তুরই সংসৃষ্ট কোন বস্তুবিশেষকে যে, সেই মহৎ পদার্থজ্ঞানে উপাসনা করা, তাহার নাম 'প্রতীক'। যেমন —সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকে তদেকদেশ শালগ্রাম-শিলায় উপাসনা করা, কিংবা বিষ্ণুর নামকে বিষ্ণুবুদ্ধিতে উপাসনা করা। প্রণবও ব্রহ্মের একটি প্রিয়তম নাম ; সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে ইহাকে শ্রেষ্ঠ আলম্বন বলা যাইতে পারে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লীতেও এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং, এতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ" ॥ ১৭ ॥ "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। ১।২৭। এই পাতঞ্জল সূত্রেও ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রিয় নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সঃ (উপাসকঃ) তেন (একমাত্রোঙ্কারাভিধ্যানেন) এব সংবেদিতঃ (লব্ধবোধঃ সন্) তূর্ণং (শীঘ্রং) এব জগত্যাং (পৃথিব্যাং) অভিসম্পদ্যতে (আগচ্ছতি)। ঋচঃ (ঋগ্বেদরূপা প্রথমমাত্রা) তং (উপাসকং) মনুষ্যলোকং উপনয়ন্তে (প্রাপয়ন্তি)। সঃ (উপাসকঃ) তত্র (মনুষ্যলোকে) তপসা, ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া (আস্তিকবুদ্ধ্যা) [চ] সম্পন্নঃ (যুক্তঃ সন্) মহিমানম্ (বিভূতিম্) অনুভবতি ; [ন কদাপি দুর্গতিং লভতে ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

সেই উপাসক যদি [ওঙ্কারকে] একমাত্রাযুক্তরূপে ধ্যান করেন, [তাহা হইলে] তিনি তাহা দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতঃ অবিলম্বে পৃথিবীতে আইসেন ; ঋক্সমূহ অর্থাৎ ঋগ্বেদরূপা সেই একমাত্রাই তাহাকে মনুষ্যলোকে গমন করায় ; তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন ; (কখনও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন না) ॥ ৫৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স যদ্যপি ওঙ্কারস্য সকলমাত্রাবিভাগজ্ঞো ন ভবতি, তথাপি ওঙ্কারাভিধ্যান-প্রভাবাৎ বিশিষ্টামেব গতিং গচ্ছতি। এতদেকদেশজ্ঞানবৈগুণ্যাতয়া ওঙ্কারশরণঃ কর্ম্মজ্ঞানোভয়ভ্রষ্টো ন দুর্গতিং গচ্ছতি ; কিন্তর্হি ? যদ্যপি এবমোঙ্কারমেব একমাত্রা-বিভাগজ্ঞ এব কেবলঃ অভিধ্যায়ীত—একমাত্রং সদা ধ্যায়ীত ; স তেনৈব একমাত্রা-বিশিষ্টোঙ্কারাভিধ্যানেনৈব সংবেদিতঃ সম্বোধিতঃ তূর্ণং ক্ষিপ্রমেব জগত্যাং পৃথিব্যাম্ অভিসম্পদ্যতে। কিং ?—মনুষ্যলোকম্। অনেকানি হি জন্মানি জগত্যাং সংভবন্তি, তত্র তং সাধকং জগত্যাং মনুষ্যলোকমেব ঋচ উপনয়ন্তে উপনি-গময়ন্তি। ঋচ ঋগ্বেদরূপা হ্যোঙ্কারস্য প্রথমা একমাত্রা অভিধ্যাতা, তেন স তত্র মনুষ্যজন্মনি দ্বিজাগ্র্যঃ সন্ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ সম্পন্নো মহিমানং বিভূতিম্ অনুভবতি, ন বীতশ্রদ্ধো যথেষ্টচেষ্টো ভবতি। যোগভ্রষ্টঃ কদাচিদপি ন দুর্গতিং গচ্ছতি ॥ ৫৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যদিও সে লোক ওঙ্কারের সমস্ত মাত্রায় অভিজ্ঞ নহে, তথাপি ওঙ্কারের অভিধ্যান-প্রভাবে বিশিষ্ট গতিই প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ ইহার একাংশ মাত্র-জ্ঞানরূপ অঙ্গহানি বশতঃ ওঙ্কার-শরণাপন্ন ব্যক্তি কর্ম্ম

ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া দুর্গতি লাভ করে না। তবে কি হয়?—যদিও সে ওঙ্কারের কেবল একটিমাত্র মাত্রাভিজ্ঞ হইয়া কেবলই ওঙ্কারের উপাসনা করুক, অর্থাৎ একমাত্রাত্মক প্রণবেরই অভিধ্যান করুক; [তথাপি] সে তাহা দ্বারাই—একমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের অভিধ্যান-বলেই সংবেদিত অর্থাৎ সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইয়া, অবিলম্বেই জগতে—পৃথিবীতে সমাগত হয়। কি [প্রাপ্ত হয়]? মনুষ্যলোক [প্রাপ্ত হয়]। জগতে বহুবিধ জন্মই সম্ভবপর হয়, তন্মধ্যে ঋকসমূহ সেই সাধককে জগতে মনুষ্যলোকই প্রাপ্ত করায়। ঋক্ অর্থ ওঙ্কারের ঋগ্বেদরূপা প্রথম একটি মাত্রা। তাহা দ্বারা সেই লোক সেই মনুষ্য-জন্মে শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব লাভ করতঃ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, মহিমা ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকে। [সেই লোক] শ্রদ্ধাহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয় না; এবং যোগভ্রষ্ট (একদেশমাত্রজ্ঞ) ব্যক্তি কখনও দুর্গতি লাভ করে না ॥৫৫॥৩॥

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে, সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভি-রুন্নীয়তে সোমলোকম্।

স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥৫৬।৪॥

অথ (পক্ষান্তরে) [ধ্যাতা] যদি দ্বিমাত্রেণ (দ্বিমাত্রাবিশিষ্টং) [ওঙ্কারং অভিধ্যায়ীত, তদা] মনসি (সোমদৈবতে অন্তঃকরণে) সম্পদ্যতে। সঃ (ধ্যাতা) [মরণানন্তরং] যজুর্ভিঃ (দ্বিমাত্রাত্মকৈঃ) অন্তরিক্ষং (অন্তরিক্ষস্থং) সোমলোকং (চন্দ্রলোকং) উন্নীয়তে। সঃ সোমলোকে বিভূতিং (ভোগসম্পদং) অনুভূয় (ভুক্ত্বা) পুনঃ (ভূয়ঃ) আবর্ত্ততে (মনুষ্যলোকং পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ)॥

[ধ্যানকারী] যদি দ্বিমাত্রাবিশিষ্টরূপে ওঙ্কারের ধ্যান করে, তাহা হইলে মনে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যজুর্ব্বেদময় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হয়। সে [মৃত্যুর পর] [দ্বিতীয় মাত্রাত্মক] যজুর্ব্বেদকর্ত্তৃক অন্তরিক্ষস্থ সোমলোকে নীত হয়; সে সোম-লোকে সম্পদ্ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার [মনুষ্যলোকে] ফিরিয়া আইসে ॥ ৫৬ ॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ পুনর্যদি দ্বিমাত্রাবিভাগজ্ঞো দ্বিমাত্রেণ বিশিষ্টমোঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত, স্বপ্নাত্মকে মনসি মননীয়ে যজুর্ম্ময়ে সোমদৈবত্যে সম্পদ্যতে—একাগ্রতয়া আত্মভাবং গচ্ছতি। স এবং সম্পন্নো মৃতঃ অন্তরিক্ষম্ অন্তরিক্ষাধারং দ্বিতীয়মাত্রারূপং দ্বিতীয়মাত্রারূপৈরেব যজুর্ভিঃ উন্নীয়তে সোমলোকং, সৌম্যং জন্ম প্রাপয়ন্তি তং যজূংষীত্যর্থঃ। স তত্র বিভূতিমনুভূয় সোমলোকে মনুষ্যলোকং প্রতি পুনরাবর্ত্ততে ॥৫৬॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষান্তরে [ধ্যাতা] যদি দ্বিতীয় মাত্রা-বিভাগজ্ঞ হইয়া দ্বিতীয় মাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের ধ্যান করে, [তাহা হইলে] সে লোক মনেতে সম্পন্ন হয়। এখানে মন অর্থ—মননীয় (চিন্তার বিষয়ীভূত) চন্দ্রদৈবতক স্বপ্নশীল যজুর্ব্বেদ; একাগ্রতার ফলে তাহাতেই আত্মভাব লাভ করে। এইরূপ মনঃসম্পন্ন সেই লোক মৃত্যুর পর দ্বিতীয়মাত্রারূপী যজুর্ব্বেদকর্ত্তৃকই অন্তরিক্ষ অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থ দ্বিতীয় চন্দ্রলোকে নীত হয়, অর্থাৎ যজুঃসমূহ তাহাকে সোম-লোকানুরূপ জন্ম প্রাপ্ত করায়। সে সেখানে বিভূতি অনুভব করিয়া, মনুষ্য-লোকাভিমুখে পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে ॥৫৬॥৪॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ * পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত; স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫

যঃ পুনঃ এতং (ওঙ্কারং) ত্রিমাত্রেণ (মাত্রাত্রয়বিশিষ্টেন) এব 'ওম্' ইত্যেতেন এব অক্ষরেণ পরং (সূর্য্যান্তর্গতং) পুরুষং অভিধ্যায়ীত; সঃ তেজসি (তেজোময়ে) সূর্য্যে সম্পন্নঃ (তদ্ভাবমাপন্নঃ) [ভবতি]। পাদোদরঃ (সর্পঃ) যথা (যদ্বৎ) ত্বচা (নির্ম্মোকেণ) বিনির্ম্মুচ্যতে (পরিত্যজ্যতে), এবং হ (এবমেব)

* ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ ইতি বা পাঠঃ।

বৈ সঃ (সূর্য্যাভিসম্পন্নঃ পুরুষঃ) পাপ্মনা (পাপেন) (বিনির্ম্মুক্তঃ সন্) সামভিঃ (ত্রিমাত্রাত্মকৈঃ) ব্রহ্মলোকং (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্য সত্যনামকং লোকং) উন্নীয়তে। স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ (জীবসমষ্টিরূপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং (উৎকৃষ্টং) পুরিশয়ং (হৃদয়পুণ্ডরীকস্থং) পুরুষং (পরমাত্মানং) ঈক্ষতে (ধ্যানেন পশ্যতীত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এতৌ (বক্ষ্যমাণৌ) শ্লোকৌ (সংক্ষেপার্থকৌ মন্ত্রৌ) ভবতঃ॥ ৫৭॥ ৫॥

কিন্তু, যে লোক ত্রিমাত্রাযুক্ত 'ওম্' এই অক্ষর দ্বারাই পরম পুরুষের উপাসনা করে, সেই লোক তেজোময় সূর্য্যে অভেদভাব প্রাপ্ত হয়। পাদোদর (সর্প) যেরূপ ত্বক্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, ঠিক এইরূপ সেই লোকও পাপবিনির্ম্মুক্ত হয়। সেই লোক সামবেদকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়, সে এই শ্রেষ্ঠ জীবসমষ্টিময় (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষাও উত্তম হৃদয়স্থ পুরুষকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে। এবিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে॥ ৫৭॥ ৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ পুনঃ এতম্ ওঁঙ্কারং ত্রিমাত্রেণ ত্রিমাত্রাবিষয়বিজ্ঞানবিশিষ্টেন ওমিত্যেতেনৈব অক্ষরেণ প্রতীকত্বেন পরং সূর্য্যান্তর্গতং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত ; তেন অভিধ্যানেন প্রতীকত্বেন হ্যালম্বনত্বং প্রকৃতমোঙ্কারস্য, "পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম" ইত্যভেদশ্রুতেঃ, ওঙ্কারমিতি চ দ্বিতীয়া অনেকশঃ শ্রুতা বধ্যেত অন্যথা। যদ্যপি তৃতীয়াভিধানত্বেন করণত্বম্ উপপদ্যতে, তথাপি প্রকৃতানুরোধাৎ 'ত্রিমাত্রং পরং পুরুষম্' ইতি দ্বিতীয়ৈব পরিণেয়া "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে" ইতি ন্যায়েন।

স তৃতীয়মাত্রারূপে তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো ভবতি ধ্যায়মানঃ, মৃতোঽপি সূর্য্যাৎ সোমলোকাদিবৎ ন পুনরাবর্ত্ততে, কিন্তু সূর্য্যে সম্পন্নমাত্র এব। যথা পাদোদরঃ সর্পঃ ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে জীর্ণত্বগ্বিনির্ম্মুক্তঃ স পুনর্নবো ভবতি, এবং হ বৈ এষ যথা দৃষ্টান্তঃ, স পাপ্মনা সর্পত্বক্স্থানীয়েন অশুদ্ধিরূপেণ বিনির্ম্মুক্তঃ সামভিঃ তৃতীয়মাত্রারূপৈঃ উর্দ্ধমুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং—হিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণো লোকং সত্যাখ্যম্। স হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বেষাং সংসারিণাং জীবানাম্ আত্মভূতঃ। স হ্যন্তরাত্মা লিঙ্গরূপেণ সর্ব্বভূতানাং, তস্মিন্ হি লিঙ্গাত্মনি সংহতাঃ সর্ব্বে জীবাঃ, তস্মাৎ স জীবঘনঃ ; স বিদ্বান্ ত্রিমাত্রোঙ্কারাভিজ্ঞ এতস্মাজ্জীবঘনাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরাৎপরং পরমাত্মাখ্যং

পুরুষমীক্ষতে, পুরিশয়ং সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্টং পশ্যতি ধ্যায়মানঃ। তৎ এতৌ অস্মিন্ যথোক্তার্থপ্রকাশকৌ শ্লোকৌ মন্ত্রৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

পরন্তু যে লোক মাত্রাত্রয়বিষয়ক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক প্রতীকভাবে ওঙ্কাররূপী সূর্য্যান্তর্গত পুরুষকে ধ্যান করে, সেই অভিধ্যানের ফলে ধ্যায়মান (ধ্যানের বিষয়ীভূত) তৃতীয়-মাত্রারূপী সেই সাধক মৃত্যুর পরও তেজোময় সূর্য্যে মিলিত হয়, চন্দ্র-লোকাদির ন্যায় সূর্য্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না; পরন্তু সূর্য্য রূপেই থাকে। "পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম" এই অভেদবোধক শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] ব্রহ্মপ্রতীকরূপে ওঙ্কারের অবলম্বনত্ব প্রতিপাদন করাই এখানে প্রস্তাবিত বা অভিপ্রেত, [কিন্তু ওঙ্কারে সাধনত্ব প্রতি-পাদন করা নহে]। ইহা না হইলে বহুস্থলে ওঙ্কার শ্রুত সম্বন্ধে দ্বিতীয়া বিভক্তি বাধিত হইয়া যায়। যদিও ['ওম্' ইত্যেতেন", এই তৃতীয়া বিভক্তি অনুসারে ওঙ্কারের করণত্বও উপপন্ন হইতে পারে বটে, তথাপি, প্রস্তাবানুরোধে 'বংশের কল্যাণার্থ একজনকে ত্যাগ করিবে,' এই নিয়মানুসারে [তৃতীয়াকেই] দ্বিতীয়া বিভক্তিতে বিপরিণত করিয়া 'ত্রিমাত্রং পরং পুরুষং' এইরূপ করিতে হইবে।

পাদোদর—সর্প যেরূপ ত্বক্‌কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ জীর্ণ ত্বক্ ত্যাগ করিয়া, পুনশ্চ সে নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপই—ঠিক এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, সেইরূপই—সর্পত্বক্‌স্থানীয় অশুদ্ধিরূপ পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, তৃতীয়-মাত্রারূপ সামবেদ সমূহকর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্য-লোকে উন্নীত হয়, সেই হিরণ্য-গর্ভই সমস্ত সংসারী জীবনিবহের আত্মস্বরূপ। কারণ, তিনিই লিঙ্গ-দেহরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; সমস্ত জীবই সেই লিঙ্গরূপী হিরণ্য-গর্ভে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তিনি 'জীবঘন' শব্দ বাচ্য।

মাত্রাত্রয়াত্মক ওঙ্কারাভিজ্ঞ সেই ধ্যানকারী পুরুষ, এই হিরণ্যগর্ভরূপী উত্তম জীবঘন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও পুরিশয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট সেই 'পরমাত্ম'-সংজ্ঞক পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে উক্তার্থ-প্রকাশক দুইটি মন্ত্র আছে ॥৫৭॥৫॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥৫৮॥৬॥

[প্রথম মন্ত্রমাহ]—তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ) মাত্রাঃ (মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈববিষয়া যাভিঃ, তাঃ অকারোকারমকাররূপাঃ) [একৈকশঃ] প্রযুক্তাঃ (চেৎ) মৃত্যুমত্যঃ (ন তদুপাসনয়া মৃত্যুভয়ম্ অতিক্রামতি ইতিভাবঃ); অন্যোন্য-সক্তাঃ (পরস্পরসম্বদ্ধাঃ) [চেৎ] অনবিপ্রযুক্তাঃ (ধ্যানকালে একস্মিন্ বিষয়ে প্রযুক্তাঃ বিপ্রযুক্তাঃ বিশেষেণ প্রযুক্তা ইত্যর্থঃ, ন বিপ্রযুক্তাঃ অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তাঃ—অনবিপ্রযুক্তাঃ, বিপ্রযুক্তা এবেত্যর্থঃ)। বাহ্যাভ্যন্তর-মধ্যমাসু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিপুরুষবিষয়াসু) ক্রিয়াসু (ব্যাপারেষু) সম্যক্ (যথাযথং) প্রযুক্তাসু (সতীষু) জ্ঞঃ (ওঙ্কার-ব্রহ্মবিৎ পুরুষঃ) ন কম্পতে (ন চলতি), [ন কুতশ্চিৎ বিভেতীত্যাশয়ঃ] ॥

ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা (উপাসনাকালে) পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইলে, মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না—মৃত্যুমতীই থাকে ; আর পরস্পরে সম্বদ্ধ করিলেই উহারা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, অবিপ্রযুক্ত হয় না। যথোপযুক্ত-রূপে সম্পাদিত বাহ্য, আভ্যন্তর ও তন্মধ্যপাতী জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা-প্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াতে জ্ঞানী পুরুষ আর বিচলিত হন না ॥৫৮॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তিস্রঃ ত্রিসংখ্যাকা অকারোকার-মকারাখ্যাঃ ওঁকারস্য মাত্রাঃ, মৃত্যুমত্যঃ—মৃত্যুর্যাসাং বিদ্যতে, তা মৃত্যুমত্যঃ, মৃত্যুগোচরাদনতিক্রান্তা মৃত্যুগোচরা এবে-ত্যর্থঃ। তা আত্মনো ধ্যানক্রিয়াসু প্রযুক্তাঃ। কিঞ্চ অন্যোন্যসক্তাঃ ইতরে-

ত্তরসম্বদ্ধাঃ, অনবিপ্রযুক্তা বিশেষেণ একৈকবিষয় এব প্রযুক্তা বিপ্রযুক্তাঃ, ন তথা বিপ্রযুক্তা অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ, কিং তর্হি ? বিশেষেণ একস্মিন্ ধ্যানকালে তিসৃষু ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তস্থান-পুরুষাভিধ্যানলক্ষণাসু যোগক্রিয়াসু যুক্তাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু সম্যগ্ ধ্যানকালে প্রযোজিতাসু ন কম্পতে ন চলতি জ্ঞো যোগী যথোক্তবিভাগজ্ঞঃ ওঙ্কারস্যেত্যর্থঃ। ন তস্যৈবংবিদশ্চলনমুপপদ্যতে। যস্মাজ্জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তপুরুষাঃ সহ স্থানৈর্ম্মাত্রা-ত্রয়রূপেণ ওঙ্কারাত্মরূপেণ দৃষ্টাঃ, স হ্যেবং বিদ্বান্ সর্ব্বাত্মভূত ওঙ্কারময়ঃ কুতো বা চলেৎ কস্মিন্ বা ॥৫৮॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

ওঙ্কারের অকার, উকার ও মকারনামক মাত্রা ত্রয় (এই তিনটি মাত্রা) আত্মার ধ্যানকার্য্যে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত [হইলেও উহারা] মৃত্যুমতী—মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহারা মৃত্যুর (বিনাশের) অধীন থাকে। পরন্তু সম্যক্ প্রযুক্ত অর্থাৎ যথাযথভাবে আরব্ধ বাহ্য, আভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা, তাহাদের স্থান (আশ্রয়) ও তৎকালীন পুরু-ষের ধ্যানরূপ, যোগ ক্রিয়ায় [যদি সেই মাত্রাত্রয়] অন্যোন্য-সক্ত অর্থাৎ পরস্পর সম্বদ্ধভাবে অনবিপ্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষভাবে একই বিষয়ের ধ্যানে প্রযুক্ত হয়, [তাহা হইলে] জ্ঞানী—ওঙ্কারের উক্ত বিভাগজ্ঞ যোগী কম্পিত অর্থাৎ ভয়ে বিচলিত হন না। (১) উক্ত-

(১) তাৎপর্য্য—ওঙ্কারের মধ্যে অ, উ, ম্, এই তিনটি বর্ণ আছে; এই বর্ণত্রয়কেই এখানে 'মাত্রা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও একটি মাত্রা আছে, তাহা নাদবিন্দু স্বরূপ, উহা তুরীয় ব্রহ্মরূপী। এখানে তাহার কথা আলোচ্য নহে।

উক্ত বর্ণত্রয়ের মধ্যে 'অ'কার পৃথিবী, ঋগ্বেদ ও জাগ্রৎস্থানাদি স্বরূপ। 'উ'কার—অন্তরিক্ষ, যজুর্ব্বেদ, ও স্বপ্নস্থানাদিস্বরূপ। আর 'ম'কার স্বর্গ, সামবেদ ও সুষুপ্তিস্থানাদিস্বরূপ। এই ওঙ্কারের উপাসক দ্বারা পর ব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে; তন্মধ্যে, উপাসনা যদি এই মাত্রাত্রয়কে পৃথক্ পৃথক্ভাবে আলম্বন করিয়া এক একটির উপাসনা করে, তাহা হইলে সেই উপাসনায় তদুপযুক্ত অপর ব্রহ্মলোক লাভ করে, আর যদি সমষ্টিরূপে উপাসনা করে, তাহার ফলে পরব্রহ্মকে লাভ করে। এখানে এই জন্যই শ্রুতি পৃথক্ পৃথক্রূপে উপাসিত মাত্রাত্রয়কে 'মৃত্যুমতী' বলিয়া-

প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তির বিচলিত হওয়া সম্ভবপর হয় না; যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ত পুরুষগণ (জীবগণ) স্বস্ব স্থান সহ এক যোগে মাত্রাত্রয়রূপ ওঙ্কার স্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে; সর্ব্বভূতে আত্মভাবাপন্ন ও ওঙ্কারময় উক্ত বিদ্বান্ কি হেতুতে কোথায় বা বিচলিত হইবে? "অনবিপ্রযুক্ত" কথার অর্থ এইরূপ—একই বিষয়ে বিশেষভাবে যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহা বিপ্রযুক্ত; যাহা যেরূপ নহে—একই বিষয়ে প্রযুক্ত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তাহা অবি-প্রযুক্ত; যাহা অবিপ্রযুক্ত নহে, তাহাই অনবিপ্রযুক্ত, অর্থাৎ ধ্যানসময়ে একই বিষয়ে প্রযুক্ত ॥৪৮॥৬॥

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং (১)
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্,
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃত মভয়ং পরঞ্চেতি ॥৫৯॥৭॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥৫॥

[ইদানীং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমাহ]—ঋগ্‌ভিরিত্যাদি। ঋগ্‌ভিঃ (প্রথমমাত্রারূপৈঃ) এতং লোকং (মনুষ্যলোকং), যজুর্ভিঃ (দ্বিতীয়মাত্রারূপৈঃ) অন্তরিক্ষং (অন্তরিক্ষস্থং সোমলোকমিত্যর্থঃ) কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ) যৎ (স্থানং) বেদয়ন্তে (জানন্তি)। সামভিঃ (তৃতীয়মাত্রারূপৈঃ) তৎ (ব্রহ্মলোকাখ্যং স্থানং) অন্বেতি (প্রাপ্নোতি) [বিদ্বানিতি শেষঃ], [কিং বহুনা] বিদ্বান্ (ওঙ্কারস্য মাত্রাবিভাগজ্ঞঃ) ওঙ্কারেণ আয়তনেন (আলম্বনেন) যৎ তৎ (বেদান্তপ্রসিদ্ধং) শান্তম্ (রাগাদিদোষ-রহিতম্) অজরম্ (জরারহিতম্) অমৃতম্ (মরণাদিদোষরহিতম্), অভয়ং (দ্বৈতা-

ছেন। সে কথার অভিপ্রায় এই যে, মাত্রাত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনায় যে ফললাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল; আর মাত্রাত্রয়কে এক সঙ্গে আলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল নহে—স্থায়ী; এই কারণেই তদুপাসক ব্যক্তি আর মৃত্যুভয়ে ভীত হন না; তিনি ক্রমে শাশ্বত ব্রহ্মে বিলীন হন।

(১) "স সামভিঃ" ইতি কচিৎ পাঠঃ, স তু ভাষ্য-টীকয়োরপরিগৃহীতত্বাৎ পরিত্যক্তঃ।

ভাবাৎ ভয়বৰ্জ্জিতং) পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ ব্রহ্ম), তং চ (তদপি) [অন্বেতীতি শেষঃ], [অপি শব্দাৎ অপরং ব্রহ্মাপি অন্বেতীত্যাশয়ঃ] ।

ঋগ্বেদ দ্বারা এই মনুষ্যলোক, যজুর্ব্বেদ দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চন্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বারা সেই স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়, যাহা কবিগণ (পণ্ডিতগণ) অবগত আছেন। [অধিক কি,] বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কারালম্বন দ্বারাই সেই যে, শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্ম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৫৯॥৭॥]

ইতি পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

সর্ব্বার্থসংগ্রহার্থো দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—ঋগ্‌ভিঃ এতং লোকং মনুষ্যোপলক্ষিতম্। যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সোমাধিষ্ঠিতম্। সামভিঃ যৎ তদ্‌ব্রহ্মলোকমিতি তৃতীয়ং কবয়ো মেধাবিনো বিদ্যাবন্ত এব নাবিদ্বাংসো বেদয়ন্তে। তং ত্রিবিধং লোকম্ ওঙ্কারেণ সাধনেন অপরব্রহ্মলক্ষণম্ অন্বেতি অনুগচ্ছতি বিদ্বান্। তেনৈব ওঙ্কারেণ যত্তৎ পরং ব্রহ্মাক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং শান্তং বিমুক্ত জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিবিশেষং সর্ব্বপ্রপঞ্চ-বিবৰ্জ্জিতম্ ; অতএব অজরং জরাবর্জ্জিতম্ অমৃতং মৃত্যুবর্জ্জিতমেব। যস্মাৎ জরাদি-বিক্রিয়ারহিতম্ অতঃ অভয়ম্, যস্মাদেবাভয়ং, তস্মাৎ পরং নিরতিশয়ম্। তদপি ওঙ্কারেণৈব আয়তনেন গমনসাধনেন অন্বেতীত্যর্থঃ। ইতি শব্দো বাক্যপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৫৯ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে
পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

উক্ত সর্ব্বার্থপ্রকাশক দ্বিতীয় মন্ত্র এই—ঋক্ সমূহ দ্বারা মনুষ্যযুক্ত এই লোক, যজুঃসমূহ দ্বারা চন্দ্রাধিষ্ঠিত অন্তরিক্ষ লোক এবং সামসমূহ দ্বারা সেই স্থান [প্রাপ্ত হন],যাহা কেবল কবি অর্থাৎ মেধাবী পণ্ডিত-গণ ভিন্ন অপণ্ডিতগণ জানে না। বিদ্বান্ পুরুষ সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারা অপর ব্রহ্মরূপ ত্রিবিধ স্থান প্রাপ্ত হন, সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারাই সেই

যে অক্ষর, সত্যস্বরূপ, শান্ত অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্ব্বপ্রকার বিশেষ অবস্থাবর্জ্জিত, এই কারণেই অজর জরাবর্জ্জিত এবং নিশ্চয়ই অমৃত—মৃত্যু রহিত, এবং যে হেতু জরা ও বিকারাদিরহিত, সেই হেতুই অভয় ; যেহেতু অভয়, সেই হেতুই পর অর্থাৎ যদপেক্ষা অতিশয় কিছু নাই, সেই পুরুষসংজ্ঞক পর ব্রহ্মকে ও ওঙ্কাররূপ আয়তন বা গমন-সাধন দ্বারাই লাভ করেন। 'ইতি' শব্দটি বাক্য পরিসমাপ্তি জ্ঞাপক ॥৫৯॥৭॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত ॥৫॥

প্রশ্নোপনিষদ্।

অথ ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত,—ষোড়শ-কলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ? তমহং কুমারমব্রুবং, নাহমিমং বেদ, যদ্যহমিমমবেদিষং, কথং তে নাবক্ষ্যমিতি। সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি; যোঽনৃতমভিবদতি, তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি—ক্বাসৌ পুরুষ ইতি॥ ৫০॥ ১॥

[ইদানীং মুণ্ডকোপনিষদুক্তয়োঃ "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" ইতি, "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" ইত্যেতয়োর্মন্ত্রয়োর্বিস্তরার্থং ষষ্ঠঃ প্রশ্ন আরভ্যতে।]—অথ (শৈব্যপ্রশ্নানন্তরং) সুকেশা নাম ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজতনয়ঃ) হ (কিল) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কৌসল্যঃ (কোসলাধিপতিঃ) হিরণ্যনাভঃ (তন্নামকঃ) রাজপুত্রঃ (ক্ষত্রিয়কুমারঃ) মাং (ভারদ্বাজং) উপেত্য (অভ্যাগত্য) এতং (বক্ষ্যমাণং) প্রশ্নং পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্),—হে ভারদ্বাজ, [ত্বং] ষোড়শকলং (ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা যস্য; তং) পুরুষং বেত্থ (জানাসি?) [ইতি]। অহং তং কুমারম্ (রাজপুত্রম্) অব্রুবং (উক্তবান্)—অহম্ ইমং (ত্বদুক্তং পুরুষং) ন বেদ (জানামি), অহং যদি ইমম্ অবেদি (জ্ঞাতবান্ স্যাম্,) [তর্হি] তে (তুভ্যং) কথং ন অবক্ষ্যম্ (ন কথয়েয়ম্)? ইতি। যঃ (পুরুষঃ) অনৃতং (অসত্যং) বদতি (জ্ঞাতমপি গোপায়তি), এষঃ বৈ (নিশ্চয়ে) সমূলঃ (মূলেন শুভকর্ম্ম-জ্ঞানাদিনা সহ বর্ত্ততে যঃ, সঃ সমূলঃ বৈ (এব) পরিশুষ্যতি (ইহলোক-পরলোকাভ্যাং বিচ্ছিদ্যতে), তস্মাৎ (হেতোঃ) অনৃতং (অসত্যং) বক্তুং ন অর্হামি (শক্নোমি)। সঃ (রাজকুমারঃ) তূষ্ণীং (অসম্ভাষ্য কিঞ্চিৎ)

রথম্ আরুহ্য প্রবব্রাজ (প্রস্থিতঃ)। [অহমপি] ত্বা (ত্বাং) তং (প্রশ্নং) পৃচ্ছামি যৎ, অসৌ (কথিতঃ) পুরুষঃ ক (কুত্র) [বর্ত্ততে] ইতি॥

শৈব্য-প্রশ্নের অনন্তর সুকেশানামক ভারদ্বাজ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কোসলাধিপতি হিরণ্যনাভনামক রাজকুমার আমার সমীপে সমাগত হইয়া এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'হে ভারদ্বাজ! [আপনি] ষোড়শ-কলা (অবয়ব)-বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন?' আমি সেই কুমারকে বলিয়াছিলাম যে, 'না—আমি ইঁহাকে (পুরুষকে) জানি না; আমি যদি ইহাকে জানিতাম, [তাহা হইলে] কেন তোমাকে বলিতাম না, অর্থাৎ যদি জানিতাম, তবে নিশ্চয়ই বলিতাম। যে লোক অসত্য বলে, সে সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়, সেই হেতু আমি অসত্য বলিতে পারি না। তিনি চুপ করিয়া রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিল। [এখন]: আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি—'সেই পুরুষ কোথায় থাকেন?' ইতি॥ ৫০॥ ১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ হ এনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—সমস্তং জগৎ কার্য্যকারণলক্ষণং সহ বিজ্ঞানাত্মনা পরস্মিন্ অক্ষরে সুষুপ্তিকালে সম্প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্। তৎসামর্থ্যাৎ প্রলয়েঽপি তস্মিন্নেবাক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে। জগৎ তত এবোৎপদ্যত ইতি চ সিদ্ধং ভবতি; ন হ্যকারণে কার্য্যস্য সম্প্রতিষ্ঠানমুপপদ্যতে। উক্তঞ্চ 'আত্মন এষ প্রাণো জায়তে' ইতি। জগতশ্চ যন্মূলং, তৎ-পরিজ্ঞানাৎ পরং শ্রেয় ইতি সর্ব্বোপনিষদাং নিশ্চিতোঽর্থঃ। অনন্তরঞ্চ উক্তং "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি" ইতি। বক্তব্যঞ্চ ক তর্হি তদক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং বিজ্ঞেয়মিতি। তদর্থোঽয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে।

বৃত্তান্তাখ্যানঞ্চ বিজ্ঞানস্য দুর্লভত্বখ্যাপনেন * তল্লব্ধ্যর্থং মুমুক্ষূণাং যত্নবিশেষোৎ-পাদনার্থম্। হে ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ নামতঃ কোসলায়াং ভবঃ কৌসল্যঃ রাজপুত্রঃ জাতিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ মাম্ উপেত্য উপগম্য এতম্ উচ্যমানং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত। ষোড়শ-কলং ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা ইব আত্মনি অবিদ্যাধ্যারোপিতরূপা যস্মিন্ পুরুষে, সোঽয়ং ষোড়শকলঃ, তং ষোড়শকলং হে ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ বিজানাসি? তমহং রাজপুত্রং কুমারং পৃষ্টবন্তম্ অব্রবম্ উক্তবানস্মি নাহমিমং বেদ যৎ ত্বং পৃচ্ছ-সীতি। এবমুক্তবত্যপি ময়ি অজ্ঞানমসম্ভাবয়ন্তং তমজ্ঞানে কারণমবাদিষম্। যদি

* জ্ঞাপনেনেতি বা পাঠঃ।

কথঞ্চিৎ অহম্ ইমং ত্বয়া পৃষ্টং পুরুষম্ অবেদিষং বিদিতবানস্মি, কথম্ অত্যন্ত-শিষ্যগুণবতেঽর্থিনে তে তুভ্যং নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি ন ব্রূয়ামিত্যর্থঃ। ভূয়োঽপি অপ্রত্যয়মেবালক্ষ্য প্রত্যায়য়িতুম্ অব্রবম্—সমূলঃ সহ মূলেন বৈ, এষোঽন্যথা সন্তমাত্মানম্ অন্যথা কুর্ব্বন্ যঃ অনৃতম্ অযথাভূতার্থম্ অভিবদতি, স পরিশুষ্যতি শোষমুপৈতি ইহলোকপরলোকাভ্যাং বিচ্ছিদ্যতে বিনশ্যতি। যত এবং জানে তস্মাৎ নার্হামি অহমনৃতং বক্তুং মূঢ়বৎ। স রাজপুত্রঃ এবং প্রত্যায়িতঃ তূষ্ণীং ব্রীড়িতঃ রথমারুহ্য প্রবব্রাজ প্রগতবান্ যথা গতমেব। অতো ন্যায়ত উপসন্নায় যোগ্যায় জানতা বিদ্যা বক্তব্যৈব, অনৃতঞ্চ ন বক্তব্যং সর্ব্বাস্বপি অবস্থাসু ইত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি। তং পুরুষং ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি, মম হৃদি বিজ্ঞেয়ত্বেন শল্যমিব মে হৃদি স্থিতং, কাসৌ বর্ত্ততে বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষ ইতি॥ ৫০॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর ভরদ্বাজ-তনয় সুকেশা ইহাঁকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—সুষুপ্তি সময়ে কার্য্য-কারণাত্মক সমস্ত জগৎ বিজ্ঞানাত্মা জীবের সহিত প্রসিদ্ধ অক্ষর ব্রহ্মে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে ইহাও সিদ্ধি হয় যে, এই জগৎ প্রলয়-সময়েও সেই অক্ষরেই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তাহা হইতেই [পুনশ্চ] উৎপন্ন হয়, কারণ যাহা কারণ নহে, তাহাতে কখনই কার্য্যের প্রতিষ্ঠা বা বিলয় হইতে পারে না। 'আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়' এই কথাও [শ্রুতিতে] উক্ত আছে। জগতের যাহা মূল কারণ, তাহার পরিজ্ঞানেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সমস্ত উপনিষদের নিশ্চিত বা সিদ্ধান্তিত অর্থ। অব্যবহিত পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হন'। সুতরাং, পুরুষসংজ্ঞক সেই সত্য অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) কোথায় জানিতে হইবে, ইহা বলা উচিত; সেই উদ্দেশেই এই ষষ্ঠ প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে। আখ্যায়িকায় বিজ্ঞানের দুর্লভতা জ্ঞাপন করায় তদুদ্দেশে যে মুমুক্ষুগণের বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক, তৎপ্রতিপাদনার্থই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে।

হে ভগবন্ কোসলাদেশোৎপন্ন—কৌসল্য-রাজপুত্র অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয়, হিরণ্যনাভ আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কথ্যমান প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আত্মা নিরবয়ব হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে অবয়বেরই ষোলটি অংশ অধ্যারোপিত হইয়া থাকে; সেই ষোড়শ-সংখ্যক কলা বা অবয়ব যে পুরুষে অবস্থিত আছে, হে ভারদ্বাজ! সেই ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষকে তুমি কি জান? আমি সেই প্রশ্নকারী রাজকুমারকে বলিয়াছিলাম যে, 'তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমি জানি না।' আমি একথা বলিলেও তিনি আমার অজ্ঞানবিষয়ে অর্থাৎ আমি যে তাহা জানি না, একথায় যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া আমার অজ্ঞানের কারণ বলিয়াছিলাম—'আমি যদি তোমার জিজ্ঞাসিত এই পুরুষকে কিছুমাত্র জানিতাম, [তাহা হইলে] অত্যন্ত শিষ্যগুণসম্পন্ন ও শিক্ষার্থী তোমাকে কেন না বলিব? অর্থাৎ অবশ্যই বলিতাম। পুনশ্চ তাঁহার অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া, বিশ্বাস উৎপাদনার্থ বলিয়াছিলাম—'যে লোক অনৃতবাদী হয়, অর্থাৎ একপ্রকারের আপনাকে অন্যপ্রকারে প্রকাশ করিয়া অসত্য কথা বলে; এই সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মূলের (শুভ কর্ম্মাদির) সহিত শোষ প্রাপ্ত হয়,—ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু আমি ইহা জানি, সেই হেতু আমি মূঢ়ের ন্যায় মিথ্যা বলিতে পারি না'। এইরূপে বিশ্বাস লাভ করিয়া সেই রাজকুমার চুপ করিয়া লজ্জিতভাবে রথে আরোহণ করিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যথারীতি উপসন্ন উপযুক্ত শিষ্যকে বিদ্যা উপদেশ করা জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য এবং কোন অবস্থায়ই মিথ্যা ব্যবহার করা উচিত নহে। আমি আপনাকে সেই পুরুষ-বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার বিজ্ঞেয় এই পুরুষ কোথায় আছেন?' ইহা জানিবার ইচ্ছাটি আমার হৃদয়ে যেন শল্যের মত রহিয়াছে; ॥৫০॥১॥

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ, যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ৫।২ ॥

[ইদানীং ভারদ্বাজ-প্রশ্নোত্তরমবতারয়িতুং উপক্রমতে তস্মৈ ইত্যাদিনা।]—সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (ভারদ্বাজায়) উবাচ (উক্তবান্) হ (কিল)—হে সোম্য! সঃ (ষোড়শকলঃ) পুরুষঃ ইহ (প্রত্যক্ষগোচরে) অন্তঃশরীরে (শরীরাভ্যন্তরে হৃৎপদ্মমধ্যে) [বর্ত্ততে]; যস্মিন্ (পুরুষে) এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) ষোড়শ কলাঃ (কং—ব্রহ্ম লীয়তে তিরস্ক্রিয়তে যাভিঃ, তাঃ কলা অবয়বা উপাধয়ঃ) প্রভবন্তি (প্রকর্ষেণ জায়ন্তে) ইতি ॥

তিনি তাহাকে বলিলেন—হে সৌম্য! যে পুরুষে এই ষোড়শ কলা প্রকৃষ্টরূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে সেই পুরুষ এই শরীর মধ্যেই [বর্ত্তমান] রহিয়াছেন ॥ ৫।২ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈব অন্তঃশরীরে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশমধ্যে হে সোম্য স পুরুষঃ, ন দেশান্তরে বিজ্ঞেয়ঃ। যস্মিন্ এতাঃ উচ্যমানাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যাঃ প্রভবন্তি উৎপদ্যন্ত ইতি। ষোড়শভিঃ কলাভিঃ উপাধিরূপাভিঃ সকল ইব নিষ্কলঃ পুরুষো লক্ষ্যতেঽবিদ্যয়া ইতি, তদুপাধি-কলাধ্যারোপাপনয়নেন বিদ্যয়া স পুরুষঃ কেবলো দর্শয়িতব্যঃ, ইতি কলানাং তৎপ্রভবত্বমুচ্যতে। প্রাণাদীনাম্ অত্যন্তনির্ব্বিশেষে হৃদয়ে শুদ্ধে তত্ত্বে ন শক্যঃ অধ্যারোপমন্তরেণ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদনাদিব্যবহারঃ কর্ত্তুমিতি কলানাং প্রভব-স্থিত্যপ্যয়া আরোপ্যন্তে অবিদ্যাবিষয়াঃ; চৈতন্যাব্যতিরেকেণৈব হি কলা জায়মানাঃ তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রলীয়মানাশ্চ সর্ব্বদা লক্ষ্যন্তে। অতএব ভ্রান্তাঃ কচিৎ অগ্নিসংযোগাদ্ ঘৃতমিব ঘটাদ্যাকারেণ চৈতন্যমেব প্রতিক্ষণং জায়তে নশ্যতীতি; তন্নিরোধে শূন্যমেব সর্ব্বমিতি অপরে। ঘটাদিবিষয়ং চৈতন্যং চেতয়িতুর্নিত্যস্য আত্মনোঽনিত্যং জায়তে বিনশ্যতীত্যপরে। চৈতন্যং ভূতধর্ম্ম ইতি লোকায়তিকাঃ।

অনপায়োপজনধর্ম্মকচৈতন্যম্ আত্মৈব নামরূপাদ্যুপাধিধর্ম্মৈঃ প্রত্যবভাসতে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। স্বরূপব্যভিচারিষু পদার্থেষু চৈতন্যস্যাব্যভিচারাৎ যথা যথা যো যঃ পদার্থো বিজ্ঞায়তে, তথা তথা জ্ঞায়মানত্বাদেব তস্য তস্য চৈতন্যস্যাব্যভি-

চারিত্বম্ বস্তু-তত্ত্বং চ ভবতি কিঞ্চিৎ, ন জ্ঞায়ত ইতি চানুপপন্নম্। রূপঞ্চ দৃশ্যতে, ন চাস্তি চক্ষুরিতিবৎ। ব্যভিচরতি তু জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং ন ব্যভিচরতি কদাচিদপি। জ্ঞেয়াভাবেঽপি জ্ঞেয়ান্তরে ভাবাজ্জ্ঞানস্য; ন হি জ্ঞানেঽসতি জ্ঞেয়ং নাম ভবতি কস্যচিৎ,সুষুপ্তেঽদর্শনাজ্জ্ঞানস্যাপি সুষুপ্তেঽভাবাজ্জ্ঞেয়বজ্জ্ঞানস্বরূপস্য ব্যভিচার ইতি চেৎ, ন; জ্ঞেয়াবভাসকস্য জ্ঞানস্যালোকবজ্জ্ঞেয়াভিব্যঞ্জকত্বাৎ স্বব্যঙ্গ্যাভাবে আলোকাভাবানুপপত্তিবৎ সুষুপ্তে বিজ্ঞানাভাবানুপপত্তেঃ। ন হ্যন্ধকারে চক্ষুষা রূপানুপলব্ধৌ চক্ষুষোঽভাবঃ শক্যঃ কল্পয়িতুং বৈনাশিকেন। বৈনাশিকো জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবং কল্পয়ত্যেবেতি চেৎ, যেন তদভাবং কল্পয়েত্তস্যাভাবঃ কেন কল্প্যত ইতি বক্তব্যম্ বৈনাশিকেন।

তদভাবস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাজ্জ্ঞানাভাবে তদনুপপত্তেঃ। জ্ঞানস্য জ্ঞেয়াব্যতিরিক্তত্বাজ্জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব ইতি চেৎ,ন। অভাবস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ অভাবোঽপি জ্ঞেয়োঽভ্যুপগম্যতে বৈনাশিকৈর্নিত্যশ্চ। তদ্ব্যতিরিক্তঞ্চেৎ জ্ঞানং নিত্যং কল্পিতং স্যাৎ, তদভাবস্য চ জ্ঞানাত্মকত্বাদভাবত্বং চ বাঙ্মাত্রমেব, ন পরমার্থতোঽভাবত্বম্ অনিত্যত্বং চ জ্ঞানস্য। ন চ নিত্যস্য জ্ঞানস্য অভাব-নামমাত্রাধ্যারোপে কিঞ্চিৎ নশ্ছিন্নম্।

অথাভাবো জ্ঞেয়োঽপি সন্ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ইতি চেৎ, ন; তর্হি জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবঃ। জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন তু জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তমিতি চেৎ; ন; শব্দমাত্রত্বাৎ বিশেষানুপপত্তেঃ। জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরেকত্বঞ্চেৎ অভ্যুপগম্যতে, জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তং ন, ইতি তু শব্দমাত্রমেতৎ, বহ্নিরগ্নিব্যতিরিক্তঃ অগ্নির্ন বহ্নিব্যতিরিক্ত ইতি যদ্বৎ অভ্যুপগম্যতে। জ্ঞেয়ব্যতিরেকে তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবানুপপত্তিঃ সিদ্ধা।

জ্ঞেয়াভাবেঽদর্শনাৎ অভাবো জ্ঞানস্যেতি চেৎ, ন; সুষুপ্তে জ্ঞপ্ত্যভ্যুপগমাৎ। বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যতে হি সুষুপ্তেঽপি বিজ্ঞানাস্তিত্বম্; তত্রাপি জ্ঞেয়ত্বমভ্যুপগম্যতে জ্ঞানস্য স্বেনৈবেতি চেৎ, ন; ভেদস্য সিদ্ধত্বাৎ। সিদ্ধং হ্যভাববিজ্ঞেয়বিষয়স্য জ্ঞানস্য অভাব-জ্ঞেয়ব্যতিরেকাৎ জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরন্যত্বম্। ন হি তৎ সিদ্ধং মৃতমিবোজ্জীবয়িতুং পুনরন্যথা কর্ত্তুং শক্যতে বৈনাশিকশতৈরপি। জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ত্বমেবেতি। তদপ্যন্যেন তদপ্যন্যেনেতি ত্বৎপক্ষেঽতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন; তদ্বিভাগোপপত্তেঃ সর্ব্বস্য। যদা হি সর্ব্বং জ্ঞেয়ংকস্যচিৎ তদা তদ্ব্যতিরিক্তং জ্ঞানং

জ্ঞানমেবেতি দ্বিতীয়ো বিভাগ এবাভ্যুপগম্যতেঽবৈনাশিকৈঃ, ন তৃতীয়স্তদ্বিষয় ইত্যনবস্থানুপপত্তিঃ।

জ্ঞানস্য স্বেনৈবাবিজ্ঞেয়ত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিরিতি চেৎ, সোঽপি দোষস্তস্যৈবাস্তু, কিং তন্নিবর্হণেনাস্মাকম্? অনবস্থাদোষশ্চ জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ, অবশ্যঞ্চ বৈনাশিকানাং জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। স্বাত্মনা চাবিজ্ঞেয়ত্বেন অনবস্থানিবার্য্যা; সমান এবায়ং দোষ ইতি চেৎ, ন; জ্ঞানস্যৈকত্বোপপত্তেঃ। সর্ব্বদেশকালপুরুষাদ্যবস্থাস্বেকমেব জ্ঞানং নামরূপাদ্যনেকোপাধিভেদাৎ সবিত্রাদিজলাদিপ্রতিবিম্ববদনেকধা অবভাসত ইতি, নাসৌ দোষঃ। তথা চেহেদমুচ্যতে।

ননু শ্রুতেরিহৈব অন্তঃশরীরে পরিচ্ছিন্নঃ কুণ্ডবদরবৎ পুরুষ ইতি, ন; প্রাণাদিকলাকারণত্বাৎ। ন হি শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নঃ প্রাণ-শ্রদ্ধাদীনাং কলানাং কারণত্বং প্রতিপত্তুং শক্নুয়াৎ। কলাকার্য্যত্বাচ্চ শরীরস্য; ন হি পুরুষকার্য্যাণাং কলানাং কার্য্যং সৎ শরীরং কারণ-কারণং স্বস্য পুরুষং কুণ্ডবদরমিব অভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ। বীজ-বৃক্ষাদিবৎ স্যাদিতি চেৎ; যথা বীজকার্য্যং বৃক্ষঃ, তৎকার্য্যঞ্চ ফলং স্বকারণ-কারণং বীজমভ্যন্তরীকরোত্যাম্রাদি, তদ্বৎ পুরুষমভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ শরীরং স্বকারণ-কারণমপীতি চেৎ, ন; অন্যত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ। দৃষ্টান্তে কারণবীজাদ্‌বৃক্ষফল-সংবৃত্তানি অন্যান্যেব বীজানি; দার্ষ্টান্তিকে তু স্বকারণ-কারণভূতঃ স এব পুরুষঃ শরীরেঽভ্যন্তরীকৃতঃ শ্রূয়তে। বীজ-বৃক্ষাদীনাং সাবয়বত্বাচ্চ স্যাদাধারাধেয়ত্বম্; নিরবয়বশ্চ পুরুষঃ, সাবয়বাশ্চ কলাঃ শরীরঞ্চ; এতেন আকাশস্যাপি শরীরাধারত্বম্ অনুপপন্নং, কিমুতাকাশ-কারণস্য পুরুষস্য; তস্মাদসমানো দৃষ্টান্তঃ। কিং দৃষ্টান্তেন বচনাৎ স্যাদিতি চেৎ, ন; বচনস্যাকারকত্বাৎ। ন হি বচনং বস্তুনোঽন্যথাকরণে ব্যাপ্রিয়তে, কিং তর্হি যথাভূতার্থাবদ্যোতনে। তস্মাদন্তঃশরীর ইত্যেতদ্বচনম্ 'অণ্ড-স্যান্তর্ব্ব্যোম' ইতিবচ্চ দ্রষ্টব্যম্। উপলব্ধিনিমিত্তত্বাচ্চ, দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানাদি-লিঙ্গৈঃ অন্তঃ-শরীরে পরিচ্ছিন্ন ইব হ্যুপলভ্যতে পুরুষঃ, উপলভ্যতে চ, অত উচ্যতে 'অন্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ' ইতি। ন পুনরাকাশকারণভূতঃ সন্ কুণ্ড-বদরবচ্ছরীরপরিচ্ছিন্ন ইতি মনসাপীচ্ছতি বক্তুং মূঢ়োঽপি; কিমুত প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ ॥৫১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি তাহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য! কথ্যমান এই প্রাণাদি

ষোড়শ-সংখ্যক কলা যাহাতে (যে পুরুষে) সংভূত বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই পুরুষকে এই শরীরাভ্যন্তরেই হৃৎপদ্ম-মধ্যগত আকাশে জানিতে হইবে, অন্য দেশে নহে। স্বভাবতঃ কলাহীন—নিষ্কল পুরুষও অজ্ঞানবশতঃ উপাধিরূপ উক্ত কলাসমূহ দ্বারা 'সকল'—কলাযুক্ত বলিয়াই যেন প্রতীত হয়। অর্থাৎ পুরুষে ষোড়শ কলার অধ্যারোপ হয় ; অতএব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সেই কলারূপ উপাধির অধ্যারোপ অপনীত করিয়া সেই পুরুষকে কেবল (কলাবিহীন বিশুদ্ধরূপে) প্রদর্শন করা আবশ্যক ; এই নিমিত্ত কলাসমূহকে তাহা হইতে উৎপন্ন বলা হইতেছে। অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় তত্ত্বে (ব্রহ্মে) অধ্যারোপ ব্যতিরেকে কখনই প্রাণাদিকলার প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারা যায় না ; এই কারণেই অবিদ্যার বিষয়ীভূত কলাসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আরোপিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই কলাসমূহকে উৎপন্ন, স্থিত ও বিলয়প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। এই জন্যই কোন কোন ভ্রান্ত লোক [মনে করিয়া থাকে যে,] অগ্নি-সংযোগে ঘৃত যেরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চৈতন্যই প্রতিক্ষণে ঘটাদি আকারে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। (১) অপরে বলে যে, [সুষুপ্তকালে] সেই বিজ্ঞানও নিরুদ্ধ বা স্থগিত হইলে সমস্তই যেন শূন্য (অসৎ) হইয়া পড়ে। (২) অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, চেতয়িতা

---

(১) তাৎপর্য্য—ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত ; তাঁহারা বলেন, ঘৃত যেমন অগ্নি-সংযোগে কাঠিন্য ত্যাগ করিয়া দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এক 'অহম্' আকার বুদ্ধি-বিজ্ঞানই ('আলয়-বিজ্ঞানই') পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার সহযোগে ঘটপটাদি বিষয়াকার ধারণ করে. বস্তুতঃ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বস্তু জগতে নাই। ইহার অনুকূলে যুক্তি এই যে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার পৃথক্ উপলব্ধিও হইত ; তাহা যখন হয় না বা হইতে পারে না, তখন বিষয়ের পৃথক্ সত্তাও থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান ও বাহ্য বিষয়, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ। এজন্য তাঁহারা বলেন যে, "সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।" অর্থাৎ এক-সঙ্গেই প্রতীতি হইবার নিয়ম থাকায় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ।

(২) তাৎপর্য্য—ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধের কথা ; তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানের অভাবে সমস্তই শূন্যে পর্য্যবসিত হয় ; শূন্যই জগতের সার তত্ত্ব ; সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান থাকে না ; সুতরাং সে সময় কোন বিষয়ও থাকে না ; অতএব জ্ঞানই বল, আর বিষয়ই বল, সকলেরই শেষ পরিণাম শূন্য ; সমস্ত বস্তুই যখন বিনাশশীল, তখন বিনাশোত্তরকালে সমস্ত বস্তুরই শূন্যে পর্য্যবসান হওয়া স্বতঃসিদ্ধ।

(জ্ঞাতা) আত্মাই একমাত্র নিত্য পদার্থ, ঘটাদি বিষয়ে তাহার অনিত্য বিজ্ঞান সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে (৩), আর লোকায়তিক বা নাস্তিকগণ বলেন যে, চৈতন্য বা বিজ্ঞান পৃথিব্যাদি ভূতের ধর্ম্ম, তদতিরিক্ত চেতন আত্মা বলিয়া কিছু নাই (৪)

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানও অনন্ত স্বরূপ।' 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞান (জ্ঞান) ও আনন্দস্বরূপ।' 'বিজ্ঞানঘনই (জীবই) এই সকল ভূত হইতে—' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নাম-রূপাদি উপাধি-ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ ঘট-পটাদি-পদার্থ সমূহ স্বরূপতই ব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটের কালে পট না থাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞান পদার্থটি সেরূপ নহে; অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে একটা না একটা বিষয় নিশ্চয়ই থাকিবে। এই হেতু [বুঝিতে হয় যে,] যে যে পদার্থ যে যে প্রকারে জ্ঞানগোচর হয়, সেই সেই প্রকারে জ্ঞায়মান হয় বলিয়াই অর্থাৎ তদনুযায়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই, সেই সকল পদার্থবিষয়ক চৈতন্যের অব্যভিচারিত্ব ও বস্তুত্ব বা সত্যতা সিদ্ধ হয়; রূপ দর্শন হইতেছে, অথচ চক্ষু নাই, এই কথার ন্যায় বস্তু আছে, অথচ তাহা বিজ্ঞাত হয় না, ইহাও উপপন্ন হয় না। অধিকন্তু, [কোন একটী] জ্ঞেয়ের অভাবেও যখন অপর জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে, তখন জ্ঞানই জ্ঞেয় ছাড়া থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞেয় কখনই জ্ঞানব্যভিচারী বা

(৩) তাৎপর্য্য—ইহা নৈয়ায়িকগণের মত—ইহাদের কথা এই যে, নিত্য আত্মাই একমাত্র বোধশক্তি সম্পন্ন; ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে নূতন নূতন বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়; জ্ঞান ও বিষয় এক নহে॥

(৪) তাৎপর্য্য—ইহা দেহাত্মবাদী নাস্তিকগণের মত; তাহারা এই স্থূল দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যেমন গুড় ও অন্ন একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাতে মদ্য-শক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ব্বিধ ভূতের দেহাকারে পরিণতি ঘটিলে, তাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্য এই দেহেরই ধর্ম্ম তদতিরিক্ত চৈতন্যসম্পন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; এবং তাহা স্বীকার করিবারও প্রয়োজন নাই।

জ্ঞানের অবিষয় হইয়া থাকিতে পারে না (৫)। কেননা, জ্ঞানের অভাবে কাহারও নিকট জ্ঞেয় বলিয়া কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না; কারণ, [জ্ঞান-রহিত] সুষুপ্তি দশায় ঐরূপ দেখা যায় না। যদি বল, সুষুপ্তি সময়ে যখন জ্ঞানও থাকে না, তখন ত জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞানেরও স্বরূপগত ব্যভি-চার হইল? না,—আলোক যেরূপ জ্ঞেয়-পদার্থের অভিব্যঞ্জক, জ্ঞেয়-প্রকাশক জ্ঞানও তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থের অভিব্যঞ্জক মাত্র; সুতরাং নিজের প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে যেরূপ আলোকের অভাব প্রমাণিত হয় না; সেইরূপ সুষুপ্তিসময়ে প্রকাশ্য বিষয় নাই বলিয়া, জ্ঞানেরও অভাব উপপাদন করা যাইতে পারে না। কেননা, অন্ধকারে চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় না বলিয়া বৈনাশিকও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও) চক্ষুর অভাব পরিকল্পনা করিতে পারে না। যদি বল, বৈনাশিক ত জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনাই করেন? ভাল, যাহার সাহায্যে, জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞানেরও অভাব কাহার সাহায্যে কল্পনা করা হয়; ইহা বৈনাশিকের বলা আবশ্যক।

বিশেষতঃ সেই জ্ঞেয়াভাবও যখন জ্ঞেয়, অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ না থাকায়, তখন জ্ঞেয়াভাবকেও অবশ্যই জ্ঞাতব্য বলিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞানের সদ্ভাব না থাকিলে তাহা হইবে কি প্রকারে? যদি বল, জ্ঞান যখন জ্ঞেয় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত

(৫) তাৎপর্য্য—জ্ঞানও তদ্বিষয়, এতদুভয়ের সহোপলম্ভ বা অব্যভিচারে এক সময় অবস্থিতির কথা সত্য কি না; তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে—আপাত-দৃষ্টিতে যদিও জ্ঞানও জ্ঞেয় উভয়ের অব্যভিচারে একত্রাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ কোনও নিয়ম নাই; উভয়ের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়। বিষয় থাকিলেই তদ্বিষয়ে কাহারও না কাহার জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে, জ্ঞান ছাড়িয়া কখনই বিষয় আসিতে পারে না, কেননা, অবিজ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই; সুতরাং তাদৃশ বস্তু নাই বলিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধে সেরূপ কথা বলেনা; বিষয় ছাড়িয়াও জ্ঞান থাকিতে পারে ও থাকে। যে বিষয় বর্ত্তমান নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থের ন্যায় জ্ঞান পদার্থটী ব্যভিচারী নহে; তবে জ্ঞেয় পদার্থই জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক; সুতরাং সেই ব্যঞ্জকের অভাবে তদ্ব্যঙ্গ্য জ্ঞান প্রকাশ পায় না মাত্র; কিন্তু, তা বলিয়া জ্ঞানের অভাব কল্পনা করা যায় না।

নহে, তখন কাজেই জ্ঞেয়ের অভাবে কি জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিতে হইবে ? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, বৈনাশিকেরা অভাবকেও জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং [তাহাদের মতে] অভাবও জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় ; এখন সেই অভাবাত্মক জ্ঞান যদি নিত্যই হয়, তাহা হইলে সেই অভাব যখন জ্ঞানাত্মক বা জ্ঞানেরই স্বরূপ, তখন 'অভাব' একটা কথামাত্র ; বস্তুতঃ জ্ঞান পদার্থটি অনিত্যও নহে কিংবা অভাবস্বরূপও নহে। আর নিত্য জ্ঞানের উপর অভাব বলিয়া একটা শব্দমাত্র আরোপ করিলেও আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে যদি বল, অভাব জ্ঞেয় পদার্থ হইলেও জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত (জ্ঞানাত্মক নহে) ; না—তাহা হইলে জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব হইতে পারে ? যদি বল, জ্ঞেয়ই জ্ঞান হইতে পৃথক্, কিন্তু জ্ঞান কখনও জ্ঞেয়. হইতে অতিরিক্ত নহে ; না,—ইহা কেবল কথার প্রভেদমাত্র (বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই) ; সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, যদি জ্ঞেয় ও জ্ঞানের একত্ব বা অভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কেবল 'জ্ঞেয়' পদার্থটি জ্ঞানাতিরিক্ত, আর 'জ্ঞান পদার্থটি' জ্ঞেয়াতিরিক্ত নহে ; ইহা কেবল, 'বহ্নি অগ্নি হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু অগ্নি বহ্নি হইতে পৃথক্ বা অরিরিক্ত নহে' এইরূপ কথার ন্যায় শব্দের প্রভেদ মাত্র (৬) আর জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে [সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়] জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না।

যদি বল জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই [সুষুপ্তি প্রভৃতি] সময়ে জ্ঞানের অভাব [কল্পনা করা হয়] ; না,

(৬) তাৎপর্য্য—জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয়কেও অবশ্যই জ্ঞান হইতে অপৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ একই স্থানে স্বভাববিরুদ্ধ ভেদাভেদ থাকিতে পারে না। অতএব, হয়, জ্ঞান, জ্ঞেয়, উভয়কেই অভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, উভয়ের অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই ইহাকে 'শব্দগত ভেদমাত্র' বলা হইয়াছে।

—তাহা কল্পনা করিতে পার না ; কারণ, সুষুপ্তি-দশায়ও জ্ঞানের সদ্ভাব স্বীকার করা হয়। বৈনাশিকেরাও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও) সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞানের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। সে সময়েও জ্ঞান যে, নিজেই নিজের জ্ঞেয় হয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ [পূর্ব্বেই] সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, অভাবই যাহার বিজ্ঞেয় বিষয়, সেই জ্ঞান যখন বিজ্ঞেয় অভাব হইতে ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন, তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের অন্যত্ব বা ভেদ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইতেছে। আর শত শত বৈনাশিকও মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টার ন্যায় সেই সিদ্ধ বিষয়টিকে (জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদকে) পুনর্ব্বার অন্যথা [অসিদ্ধ] করিতে পারেন না, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্বরূপতা স্থাপন করিতে পারে না। [ভাল কথা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য স্বীকার করিলে ত] তোমার পক্ষে প্রত্যেক জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য তদতিরিক্ত অন্য অন্য জ্ঞানের অঙ্গীকার করায় 'অনবস্থা দোষ' উপস্থিত হইতে পারে ? না ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়েরই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। যখন বিষয়সমূহ কোন একটি জ্ঞানের জ্ঞেয় হয়, তখন সেই জ্ঞেয়াতিরিক্ত জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপই থাকে ; সুতরাং (জ্ঞেয় হইল প্রথম ভাগ, আর) জ্ঞানই তাহার দ্বিতীয় ভাগ বা অংশ ; সুতরাং অবৈনাশিকগণ (আমরা) দুএকটি মাত্র বিভাগই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তৃতীয় আর একটি তদ্বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান আর স্বীকার করেন না ; সুতরাং তাহাদের মতে 'অনবস্থা' দোষও হইতে পারে না। (৭)

(৭) তাৎপর্য্য—বৈনাশিক পক্ষ হইতে আপত্তি হইয়াছিল যে, জ্ঞান যদি 'জ্ঞেয়' হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে ত একটি জ্ঞান যখন জ্ঞেয় হইল, তখন তাহার প্রকাশের জন্য অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, আবার সেই জ্ঞানের জন্যও অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে ; এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়। তদুত্তরে ভেদবাদী ভাষ্যকার বলিতে-ছেন,—না, অনবস্থা দোষ হয় না ; কারণ, আমাদের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই দুইটিমাত্র বিভাগ।

যদি বল, জ্ঞান যদি আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে ত [জ্ঞানময় ব্রহ্মের] সর্ব্বজ্ঞতার বাধা ঘটে ? না,—এই দোষও তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়, (আমার পক্ষে নহে) ; সুতরাং তন্নিবারণে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু, বৈনাশিক-দিগকে যখন জ্ঞানের জ্ঞেয় স্বরূপতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন জ্ঞানের জ্ঞেয়রূপতা স্বীকার হেতুই 'অনবস্থা' দোষটিও তাহাদের মতেই উপস্থিত হয়। যদি বল, জ্ঞান নিজে নিজের বিজ্ঞেয় না হইলে ত 'অনবস্থা'দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ? সুতরাং এই 'অনবস্থা' দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান ? না,—জ্ঞানের একত্বনিবন্ধন এ দোষ হইতে পারে না ; অর্থাৎ জ্ঞানের যদি ভেদ স্বীকার করা হইত, তাহা হইলেই 'অনবস্থা' দোষ সম্ভাবিত হইত ; ভেদ না থাকায় 'অনবস্থা' দোষেরও সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যাদি বিম্বসমূহ যেরূপ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সর্ব্ব-পুরুষে সর্ব্বাবস্থায় একই জ্ঞান নাম-রূপাদি-ভেদানুসারে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। [বস্তুতঃ জ্ঞান—এক], কাজেই উক্ত 'অনবস্থা' দোষের সম্ভাবনা নাই। তদনুসারেই এই শ্রুতিতে [আত্মায়] এই কলাধ্যারোপের কথা উক্ত হইয়াছে।

ভাল, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কুণ্ড মধ্যে যেরূপ বদর (বদরী) থাকে ; পুরুষও সেইরূপই শরীরাভ্যন্তরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করেন না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এখানে প্রাণাদি কলার কারণত্বই একমাত্র বিবক্ষিত, কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্ব নহে। কেননা, শরীর-পরিচ্ছিন্ন পুরুষকে কখনই প্রাণ-শ্রদ্ধাদি কলাসমূহের কারণ বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এই শরীর উক্ত কলা হইতেই সমুৎপন্ন ;

যখনই একটি জ্ঞান জ্ঞেয় শ্রেণীভুক্ত হইবে, তখনই তৎপ্রকাশক অপর একটি জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে, পুনশ্চ সেও যদি জ্ঞেয় শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে তখন তাহারও জ্ঞেয়ত্বই হইবে, অপর জ্ঞানে তাহার প্রকাশ হইবে। এইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্ন তৃতীয় আর একটি জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানরূপ বিভাগ স্বীকারের আবশ্যক হয় না।

এই শরীর পুরুষ-জন্য কলা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার নিজেরই কারণীভূত (শরীরের কারণ—কলা, আবার কলার কারণ পুরুষ, সেই) পুরুষকে কুণ্ডে বদরিকার ন্যায় অভ্যন্তরস্থ বা কবলিত করিতে পারে না। যদি বল, বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় হউক ?—বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষ হইতে আবার আম্রাদি ফল উৎপন্ন হয়, সেই আম্রাদি ফল যেরূপ স্বীয় কারণ বৃক্ষেরও কারণীভূত বীজকে অভ্যন্তরস্থ করিয়া রাখে, তদ্রূপ পুরুষ কারণ-কারণ হইলেও শরীর তাহাকে অবশ্যই আবৃত করিতে পারে! না,—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, অন্যত্ব (ভেদ) ও সাবয়বত্বই তাহার বাধক হেতু। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, বৃক্ষের ফল-জাত বীজসমূহ সেই কারণীভূত বীজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; কিন্তু দার্ষ্টান্তিক স্থলে (শরীর ও আত্মার আলোচনা স্থলে) স্বীয় কারণের কারণীভূত সেই পুরুষই [তৎকার্য্যের কার্য্যস্বরূপ] শরীরে অভ্যন্তরীকৃত (কবলিত) বলিয়া পরিশ্রুত হইতেছে। বিশেষতঃ বীজ ও বৃক্ষাদি পদার্থসমূহ সাবয়ব ; এই কারণেও তদুভয়ের আধারাধেয়ভাব হইতে পারে ; কিন্তু পুরুষ নিজে নিরবয়ব, আর কলা ও শরীর [উভয়ই] সাবয়ব ; [সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক অনুরূপ হইতেছে] ইহা দ্বারা [প্রমাণিত হয় যে,] শরীরে যখন আকাশাধারত্বই অর্থাৎ আকাশকে ধারণ করাই উপপন্ন হয় না, তখন আকাশেরও কারণীভূত পুরুষের অনাধারত্ব সম্বন্ধে আর কথা কি ? অতএব, উক্ত দৃষ্টান্তটি অনুরূপ হয় না। যদি বল, দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি ? বচনের বলে হইবে! না,—কারণ, বচন ত আর কারক (উৎপাদক) নহে, [উহা জ্ঞাপক মাত্র) ; বচন কখনই কোন বস্তুর উৎপাদনে যত্নবান্ (সমর্থ) হয় না ; পরন্তু, যথাযথরূপে বর্ত্তমান বস্তুর প্রকাশনে যত্নপর হয় মাত্র। অতএব "অন্তঃশরীরে" এই বাক্যের অর্থ, 'ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে আকাশ' এই বাক্যের অর্থের ন্যায় বুঝিতে হইবে (৮)। উপলব্ধি হেতুও

(৮) তাৎপর্য্য 'অণ্ডেতি, অণ্ডকারণস্ত ব্যোম্নো যথা তদনুস্যূতত্বেন তদন্তর্গতত্বপ্রতীতিঃ।

[ঐরূপ বলিতে হয়], দর্শন, শ্রবণ, মনন (ইহা অমুক কি, অমুক, ইত্যাকার জ্ঞান) ও বিজ্ঞানাদি চিহ্ন দ্বারা পুরুষ শরীরাভ্যন্তরে যেন পরিচ্ছিন্নের ন্যায়ই প্রতীত হইয়া থাকে ; এই [ভ্রান্ত] উপলব্ধি বশতই কথিত হইতেছে যে, 'হে সৌম্য! পুরুষ এই শরীরাভ্যন্তরে [বাস করেন] ;' নচেৎ পুরুষ আকাশেরও কারণ হইয়া যে, কুণ্ড-বদরের ন্যায় শরীর-পরিচ্ছিন্ন, হন, মূঢ় ব্যক্তিও মনে মনেও এ কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, প্রমাণভূতা শ্রুতির আর কথা কি ? ॥ ৫১॥২॥

স ঈক্ষাঞ্চক্রে—কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৫২ । ৩ ॥

[ইদানীং কলানাং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমাহ]—স ঈক্ষামিত্যাদি। সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) ঈক্ষাং (চিন্তাং) চক্রে (কৃতবান্)—কস্মিন্ (কর্ত্তৃ-বিশেষে) উৎক্রান্তে (দেহাৎ নির্গতে সতি) অহম্ [অপি] উৎক্রান্তঃ (বহির্গতঃ) ভবিষ্যামি ; কস্মিন্ (কর্ত্তৃবিশেষে) বা প্রতিষ্ঠিতে (দেহস্থে সতি) প্রতিষ্ঠাস্যামি (অহম্ অপি স্থিতঃ ভবেয়ম্) ; ইতি শব্দঃ (চিন্তাপ্রকারপ্রদর্শন-সমাপ্তৌ) ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কে [দেহ হইতে] উৎক্রান্ত হইলে পর আমি উৎক্রান্ত হইব, আর কেই বা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও প্রতিষ্ঠিত হইব ; ইতি ॥ ৫২ ॥ ৩ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীত্যুক্তং, পুরুষবিশেষণার্থং কলানাং প্রভবঃ, স চান্যার্থোঽপি শ্রুতঃ কেন ক্রমেণ স্যাদিত্যত ইদমুচ্যতে—

চেতনপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিরিত্যেবমর্থং চ পুরুষঃ ষোড়শকলঃ পৃষ্টো যো ভার-দ্বাজেন, স ঈক্ষাঞ্চক্রে ঈক্ষণং দর্শনং চক্রে কৃতবানিত্যর্থঃ, সৃষ্টিফলক্রমাদি-বিষয়ম্। কথমিতি ? উচ্যতে—কস্মিন্ কর্ত্তৃবিশেষে দেহাদুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো

তদ্বদিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত আকাশ কখনই অণ্ডমধ্যে থাকিতে পারে না, তথাপি আকাশ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ওতপ্রোতভাবে থাকায় আকাশকে যেরূপ অন্ত-র্গত বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাপক পুরুষ দেহে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত থাকায়, পুরুষকে শরীরাভ্যন্তরস্থ বলা হইয়াছে।

ভবিষ্যাম্যহম্, এবং কস্মিন্ বা শরীরে প্রতিষ্ঠিতে অহং প্রতিষ্ঠাস্যামি প্রতিষ্ঠিতঃ স্যামিত্যর্থঃ ॥

ননু আত্মা অকর্ত্তা, প্রধানং কর্তৃ; অতঃ পুরুষার্থং প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রধানং প্রবর্ত্ততে মহদাদ্যাকারেণ। তত্রেদমনুপপন্নং পুরুষস্য স্বাতন্ত্র্যেণ ঈক্ষাপূর্ব্বকং কর্তৃত্ববচনং, সত্ত্বাদিগুণসাম্যে প্রধানে প্রমাণোপপন্নে সৃষ্টিকর্ত্তরি সতি ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তিষু বা পরমাণুষু সৎসু আত্মনোঽপি একত্বেন কর্তৃত্বে সাধনাভাবাৎ। আত্মন আত্মনি অনর্থকর্তৃত্বানুপপত্তেশ্চ ; ন হি চেতনাবান্ বুদ্ধিপূর্ব্বকারী আত্মনোঽনর্থং কুর্য্যাৎ। তস্মাৎ পুরুষার্থেন প্রয়োজনেন ঈক্ষাপূর্ব্বকমিব নিয়তক্রমেণ প্রবর্ত্তমানেঽচেতনে প্রধানে চেতনবদুপচারোঽয়ং "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" ইত্যাদিঃ। যথা রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি ভৃত্যে রাজেতি, তদ্বৎ। ন, আত্মনো ভোক্তৃত্ববৎ কর্তৃত্বোপপত্তেঃ। যথা সাংখ্যস্য চিন্মাত্রস্য অপরিণামিনোঽপি আত্মনো ভোক্তৃত্বং, তদ্বৎ বেদবাদিনাম্ ঈক্ষাদিপূর্ব্বকং জগৎকর্তৃত্বম্ উপপন্নং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ।

তত্ত্বান্তরপরিণাম আত্মনোঽনিত্যত্বাশুদ্ধত্বানেকত্বনিমিত্তো ন, চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া, অতঃ পুরুষস্য স্বাত্মন্যেব ভোক্তৃত্বে চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া ন দোষায়। ভবতাং পুনর্ব্বেদবাদিনাং সৃষ্টিকর্তৃত্বে তত্ত্বান্তরপরিণাম এব, ইত্যাত্মনোঽনিত্যত্বাদিসর্ব্বদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন ; একস্যাপি আত্মনোঽবিদ্যাবিষয়নাম-রূপোপাধ্যনুপাধিকৃতবিশেষাভ্যুপগমাৎ, অবিদ্যাকৃতনাম-রূপোপাধিকৃতো হি বিশেষোঽভ্যুপগম্যতে, আত্মনো বন্ধ-মোক্ষাদিশাস্ত্রকৃত-সংব্যবহারায়। পরমার্থতোঽনুপাধিকৃতঞ্চ তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়মুপাদেয়ং সর্ব্বতার্কিকবুদ্ধ্যনবগাহ্যমভয়ং শিবমিষ্যতে, ন তত্র কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং বা ক্রিয়া কারকফলং চ স্যাৎ, অদ্বৈতত্বাৎ সর্ব্বভাবানাম্।

সাঙ্খ্যাস্ত অবিদ্যাধ্যারোপিতমেব পুরুষে কর্তৃত্বং ক্রিয়া-কারকং ফলঞ্চেতি কল্পয়িত্বা আগমবাহ্যত্বাৎ পুনস্ততস্ত্রস্তাঃ পরমার্থত এব ভোক্তৃত্বং পুরুষস্যেচ্ছন্তি। তত্ত্বান্তরঞ্চ প্রধানং পুরুষাৎ পরমার্থবস্তুভূতমেব কল্পয়ন্তোঽন্যতার্কিক-কৃতবুদ্ধিবিষয়াঃ সন্তো বিহন্যন্তে ; তথেতরে তার্কিকাঃ সাঙ্খ্যৈঃ, ইত্যেবং পরস্পরবিরুদ্ধার্থকল্পনাত আমিষার্থিন ইব প্রাণিনোঽন্যোন্যং বিরুদ্ধমানার্থদর্শিত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বাদ্দূরমেবাপকৃষ্যন্তে, অতস্তন্মতমনাদৃত্য বেদান্তার্থতত্ত্বমেকত্বদর্শনং প্রতি আদরবন্তো মুমুক্ষবঃ স্যুঃ, ইতি তার্কিকমত-দোষপ্রদর্শনং কিঞ্চিদুচ্যতেঽস্মাভিঃ, ন তু তার্কিকবৎ তাৎপর্য্যেণ।

তথৈতদন্ত্রোক্তম্—"বিবদৎস্বেব নিক্ষিপ্য বিরোধোদ্ভবকারণম্।
তৈঃ সংরক্ষিতসদ্‌বুদ্ধিঃ সুখং নির্ব্বাতি বেদবিৎ।"

কিঞ্চ ভোক্তৃত্ব-কর্ত্তৃত্বয়োর্ব্বিক্রিয়য়োর্ব্বিশেষানুপপত্তিঃ। কা নামাসৌ কর্ত্তৃত্বাৎ জাত্যন্তরভূতা ভোক্তৃত্ববিশিষ্টা বিক্রিয়া, যতো ভোক্তৈব পুরুষঃ কল্প্যতে, ন কর্ত্তা। প্রধানন্তু কর্ত্ত্রেব ন ভোক্ত্রিতি। নমু উক্তং পুরুষশ্চিন্মাত্র এব; স চ স্বাত্মস্থো বিক্রিয়তে ভুঞ্জানঃ, ন তত্ত্বান্তরপরিণামেন; প্রধানং তু তত্ত্বান্তরপরিণামেন বিক্রিয়তে,অতোঽনেকম্ অশুদ্ধম্ অচেতনঞ্চ ইত্যাদিধর্ম্মবৎ; তদ্বিপরীতঃ পুরুষঃ। নাঽসৌ বিশেষঃ, বাঙ্‌মাত্রত্বাৎ; প্রাগ্‌ভোগোৎপত্তেঃ কেবলচিন্মাত্রস্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্বং নাম বিশেষো ভোগোৎপত্তিকালে চেজ্জায়তে, নিবৃত্তে চ ভোগে পুনস্তদ্বিশেষাৎ অপেতশ্চিন্মাত্র এব ভবতীতি চেৎ; মহদাদ্যাকারেণ চ পরিণম্য প্রধানং ততোঽপেত্য পুনঃ প্রধানস্বরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে ইতি, অস্যাং কল্পনায়াং ন কশ্চিদ্‌বিশেষঃ ইতি বাঙ্‌মাত্রেণ প্রধান-পুরুষয়োর্ব্বিশিষ্টবিক্রিয়া কল্প্যতে।

অথ ভোগকালেঽপি চিন্মাত্র এব প্রাগ্বৎ পুরুষ ইতি চেৎ, ন; তর্হি পরমার্থতো ভোগঃ পুরুষস্য। অথ ভোগকালে চিন্মাত্রস্য বিক্রিয়া পরমার্থৈব, তেন ভোগঃ পুরুষস্যেতি চেৎ,ন; প্রধানস্যাপি ভোগকালে বিক্রিয়াবত্ত্বাদ্‌ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ। চিন্মাত্রস্যৈব বিক্রিয়া ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ; ঔষ্ণ্যাদ্যসাধারণধর্ম্মবতাম্ অগ্ন্যাদীনাম্ অভোক্তৃত্বে হেত্বনুপপত্তিঃ। প্রধান-পুরুষয়োর্দ্বয়োর্যুগপদ্ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ, ন; প্রধানস্য পারার্থ্যানুপপত্তেঃ। ন হি ভোক্ত্রোর্দ্বয়োরিতরেতরগুণ-প্রধানভাব উপপদ্যতে, প্রকাশয়োরিব ইতরেতরপ্রকাশনে। ভোগধর্ম্মবতি সত্ত্বাঙ্গিনি চেতসি পুরুষস্য চৈতন্যপ্রতিবিম্বোদয়াদবিক্রিয়স্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ, ন; পুরুষস্য বিশেষাভাবে ভোক্তৃত্বকল্পনানর্থক্যাৎ। ভোগরূপশ্চেদনর্থঃ পুরুষস্য নাস্তি, সদা নির্ব্বিশেষত্বাৎ পুরুষস্য, কস্যাপনয়নার্থং মোক্ষসাধনং শাস্ত্রং প্রণীয়তে? অবিদ্যাধ্যারোপিতানর্থাপনয়নায় শাস্ত্রপ্রণয়নমিতি চেৎ? পরমার্থতঃ পুরুষো ভোক্তৈব, ন কর্ত্তা; প্রধানং কর্ত্ত্রেব, ন ভোক্তৃ পরমার্থসদ্‌বস্তুন্তরং পুরুষাচ্চ, ইতীয়ং কল্পনা আগমবাহ্যা ব্যর্থা নির্হেতুকা চ, ইতি নাদর্ত্তব্যা মুমুক্ষুভিঃ।

একত্বেঽপি শাস্ত্রপ্রণয়নাদ্যানর্থক্যমিতি চেৎ, ন; অভাবাৎ—সৎসু হি শাস্ত্রপ্রণেত্রাদিষু তৎফলার্থিষু চ শাস্ত্রস্য প্রণয়নমনর্থকং সার্থকং বা ইতি বিকল্পনা স্যাৎ। ন হ্যাত্মৈকত্বে শাস্ত্রপ্রণেত্রাদয়স্ততো ভিন্নাঃ সন্তি, তদভাবে এবং বিকল্প-

নৈব অনুপপন্না। অভ্যুপগতে আত্মৈকত্বে প্রমাণার্থশ্চ অভ্যুপগতো ভবতা যদা আত্মৈকত্বমভ্যুপগচ্ছতা। তদভ্যুপগমে চ বিকল্পনানুপপত্তিমাহ শাস্ত্রম্— "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি। শাস্ত্রপ্রণয়নাদ্যুপপত্তিঞ্চাহ অন্যত্র পরমার্থবস্তুস্বরূপাৎ অবিদ্যাবিষয়ে—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যাদি—বিস্তরতো বাজসনেয়কে।

অত্রচ বিভক্তে বিদ্যাঽবিদ্যে পরাপরে ইত্যাদাবেব শাস্ত্রস্য; অতো ন তার্কিক-বাদ-ভটপ্রবেশঃ বেদান্তরাজ-প্রমাণবাহুগুপ্তে ইহাত্মৈকত্ববিষয়ে ইতি। এতেন অবিদ্যাকৃতনাম-রূপাদ্যুপাধিকৃতানেকশক্তিসাধনকৃতভেদবত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদি-কর্তৃত্বে সাধনাদ্যভাবো দোষঃ প্রত্যুক্তো বেদিতব্যঃ, পরৈরুক্ত আত্মানর্থকর্তৃত্বাদি-দোষশ্চ। যস্তু দৃষ্টান্তো রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি কর্ত্তরি উপচারাৎ রাজা, কর্ত্তেতি, সোঽত্রানুপপন্নঃ; "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" ইতি শ্রুতের্মুখ্যার্থবাধনাৎ প্রমাণভূতায়াঃ। তত্র হি গৌণী কল্পনা শব্দস্য, যত্র মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি। ইহ ত্বচেতনস্য মুক্ত-বদ্ধ পুরুষবিশেষাপেক্ষয়া কর্তৃ-কর্ম্ম-দেশ-কালনিমিত্তাপেক্ষয়া চ বন্ধ-মোক্ষাদিফলার্থা নিয়তা পুরুষং প্রতি প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে; যথোক্তসর্ব্বজ্ঞেশ্বরকর্তৃত্বপক্ষে তু উপপন্না ॥৫২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'এই ষোড়শ কলা যে আশ্রয়ে প্রাদুর্ভূত হয়। অবশ্য, পুরুষকে বিশেষিত করিবার উদ্দেশেই কলার প্রাদুর্ভাব [বর্ণিত হইয়াছে]। যদিও উহা পুরুষের বিশেষণার্থই পরিশ্রুত হউক, তথাপি তাহার (প্রাদুর্ভাব) কিরূপ ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে; তন্নিরূপণার্থ ইহা কথিত হইতেছে—

সৃষ্টিকার্য্যটি যে, চেতনপূর্ব্বক, অর্থাৎ চেতনের প্রেরণা না থাকিলে যে, কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না, তন্নিরূপণার্থ ভারদ্বাজকর্তৃক ষোড়শ কলাবিশিষ্ট যে পুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন; সেই পুরুষ ঈক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ক্রমবিষয়ে ঈক্ষণ—দর্শন করিয়াছিলেন। কি প্রকার? বলা যাইতেছে—কোন্ বিশিষ্ট কর্ত্তাটি দেহ হইতে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে, আমি নিশ্চয়ই উৎক্রান্ত হইব,

এবং শরীরে কে বা স্থিতিশালী হইলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, অর্থাৎ কাহার স্থিতিতে আমিও শরীরে প্রতিষ্ঠিত হইব ?

ভাল, আত্মায় ত কর্ত্তৃত্ব নাই; প্রধান বা প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব; প্রধানই পুরুষের অভীষ্ট-সম্পাদনরূপ প্রয়োজন অঙ্গীকার করিয়া, মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হয়। তদনুসারে, সত্ত্বাদি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের) সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই (প্রকৃতিই) প্রমাণোপপাদিত সৃষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী পরমাণুপুঞ্জ বর্ত্তমান থাকিতে, পক্ষান্তরে একত্ব-নিবন্ধন আত্মার কর্ত্তৃত্ববিষয়েও অনুকূল কোন সাধন না থাকায় [প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত] স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। (১) বিশেষতঃ আত্মার পক্ষেও আপনার উপর নিষ্প্রয়োজন কর্ত্তৃত্ব প্রকাশন উপপন্ন হয় না। কারণ, বুদ্ধি-পূর্ব্বক কার্য্যকারী ও চৈতন্যসম্পন্ন কোন পুরুষই আপনার অনর্থকর বা দুঃখজনক কার্য্য করে না। অতএব, চেতন পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রধানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই প্রবৃত্তিটি ঈক্ষাপূর্ব্বক প্রবৃত্তিরই অনুরূপ ; এই কারণেই অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে যে, 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি প্রয়োগ, তাহা যেমন রাজার সর্ব্বার্থসাধক ভৃত্যে (মন্ত্রিপ্রভৃতিতে) 'রাজ'শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহারই অনুরূপ। না ; কারণ, আত্মার ভোক্তৃত্ব যেরূপ উপপন্ন হয় কর্ত্তৃত্বও সেইরূপই উপপন্ন হইতে পারে ?

সাংখ্যমতে যেরূপ চিন্ময় অপরিণামী আত্মায়ও ভোক্তৃত্ব কল্পিত

(১) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাংখ্যবাদীরা বলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি ; আর নিত্য প্রকাশস্বরূপ পুরুষই আত্মা। পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ উক্ত প্রকৃতিতে স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে প্রকৃতিই মহত্তত্ত্ব-অহংকার-তত্ত্বাদি-ক্রমে বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হয়। পুরুষ চেতন হইয়াও উদাসীন, ক্রিয়াশক্তি-বিহীন, পঙ্গু ; প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রিয়া সম্পাদনে তাঁহার ক্ষমতা নাই। ইত্যাদি। বৈশেষিকগণ বলেন, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, এই চারিভূতের যে, চতুর্ব্বিধ পরমাণু, সে গুলি জড় পদার্থ হইলেও ঈশ্বরেরই ন্যায় নিত্য। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই পরমাণুপুঞ্জ জগদাকারে পরিণত হয়., ইত্যাদি। এই দুই মতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

হয়, সেইরূপ বেদবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও [ব্রহ্মের] ঈক্ষাপূর্ব্বক জগৎকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। (১০)

যদি বল, আত্মার যে, অপর কোনও তত্ত্বরূপে (মহৎ অহঙ্কারাদি রূপে) পরিণতি, তাহাই তাহার অনিত্যত্ব, অশুদ্ধত্ব ও অনেকত্ব সাধক হইয়া থাকে ; কিন্তু চিন্মাত্র রূপের বিকার সেরূপ হয় না। অতএব, পুরুষের কেবলই স্বগত ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলেও চিন্মাত্রস্বরূপের বিকারে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু বেদবাদী স্বমতে [আত্মার] সৃষ্টি-কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ত তত্ত্বান্তর পরিণামই উপস্থিত হইতে পারে? কাজেই আত্মার উপর অনিত্যত্বাদি দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে! না ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা এক হইলেও অবিদ্যাসহ-যোগে বিষয় (শব্দাদি)ও নামরূপাদি উপাধির সম্বন্ধ এবং তাহার অভাব-নিবন্ধনই আত্মাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে, (স্বরূপতঃ নহে)। বস্তুতঃ [আত্মাতে যে] বিশেষ বিশেষ অবস্থা ঘটে, তাহা নাম-রূপাত্মক উপাধি-সমুৎপাদিত বলিয়াই স্বীকার করা হয়। আর আত্মার সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার-রক্ষার্থ অনুপাধি-কৃত (যাহা উপাধি দ্বারা উৎপাদিত নহে, এরূপ) পারমার্থিক এক, অদ্বিতীয়, সমস্ত তার্কিক-বুদ্ধির অগোচর, উপাদেয় (অবশ্যগ্রাহ্য), অভয় ও কল্যাণময় পারমার্থিত্ব ইচ্ছা করা হয়, অর্থাৎ ঐ প্রকার এক অদ্বিতীয় তত্ত্বকেই যথার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং উহাই অনৌপাধিক স্বরূপ। তৎকালে সমস্ত পদার্থই অদ্বৈততত্ত্বে পর্য্য-

(১০) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে আত্মাকে কর্ত্তা বলা হয় না, কিন্তু তথাপি তাহার ভোগ স্বীকার করা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুদ্ধি যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে, সেই সমস্ত বিষয় সহকারে বুদ্ধি নিজেও সন্নিহিত চিন্ময় পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব-পাতকেই সাংখ্যকারগণ পুরুষের 'ভোগ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ ভোগসত্ত্বেও তাঁহাদের মতে পুরুষের কিছুমাত্র বিকার—স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সাংখ্যমতে আত্মা অকর্ত্তা হইয়াও যদি ভোক্তা হইতে পারেন, এবং ভোক্তা হইয়াও যদি নির্ব্বিকারই থাকিতে পারেন, তাহা হইলে বেদান্তের দোষ কি?

বসিত হইয়া যায়; সুতরাং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিংবা ক্রিয়া, কারক ও ফলগত ভেদ থাকে না; (নিবৃত্ত হইয়া যায়)।

কিন্তু সাংখ্যবাদিগণ [প্রথমতঃ] পুরুষগত ক্রিয়া, কারক ও তৎফলকে অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত বলিয়াই কল্পনা করেন; অনন্তর এই কল্পনা বেদবিহিত নহে, এই জন্য তাহা হইতে ভীত হইয়া, পুরুষের যথার্থ ভোক্তৃত্ব ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন); এবং প্রধানকে পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু বলিয়াই কল্পনা করতঃ অপরাপর তার্কিকগণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের উদ্ভাবিত তর্কের সহিত সংঘর্ষ লাভ করিয়া, ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত হন; সেইরূপ অপর তার্কিকগণও আবার সাংখ্যবাদি-কর্তৃক [তর্কে পরাভূত হন]। এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ কল্পনাবশতঃ মাংসার্থী প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরে বিরুদ্ধার্থ দর্শন করে [বিরোধ করে]। তাহার ফলে নিশ্চয়ই [তাহারা] পরমার্থ-তত্ত্ব বা সত্যবস্তু হইতে অতিদূরে নীত হইয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষু-গণ সে সকল মতে অনাদরপূর্ব্বক যাহাতে বেদান্তবেদ্য যথার্থ বস্তু একত্ব দর্শনে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন, সেই উদ্দেশেই আমরা তার্কিক-মতের দোষ প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিৎ বলিতেছি; কিন্তু তার্কিকগণের ন্যায় কেবল দোষ-প্রদর্শনোদ্দেশেই নহে। সেইরূপ কথাই এ বিষয়ে উক্ত আছে, [অদ্বৈত তত্ত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে] বেদবিৎ ব্যক্তি [ভেদদর্শনরূপ] সেই বিরোধোৎপত্তির কারণটি পরস্পর বিবদমান পুরুষদিগের নিকট উপস্থাপিত করে; এবং তাহাদের নিকট হইতে সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, সুখে শান্তি লাভ করেন। (১১)

(১১) তাৎপর্য্য—বিরোধোদ্ভবকারণমিতি, পারমার্থিকতা-ভেদদর্শনমিত্যর্থঃ। সংরক্ষিতেতি, ভেদদর্শনস্য পরস্পরোক্তদোষগ্রস্তত্বাদদ্বৈতমেব মিদুষ্টমিতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ সন্ নির্ব্বাতি—সর্ব্ব-বিকল্পেভ্য উপশান্তো ভবতীত্যর্থঃ। [আনন্দগিরিঃ]।

অর্থাৎ ভেদদর্শনকে পারমার্থিক মনে করাই বিরোধোৎপত্তির কারণ। ভেদদর্শন সম্বন্ধে যখন সমস্ত দ্বৈতবাদীরা একমত নহেন, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে অনেকপ্রকার বিরোধই পরিলক্ষিত হয়, তখন অদ্বৈত তত্ত্বই নির্দ্দোষ: এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমস্ত বিতর্ক হইতে বিরত হন—শান্তি লাভ করেন॥

আরও এক কথা,—ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বরূপ বিকারদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকা উপপন্ন হয় না। [প্রথমতঃ] কর্ত্তৃত্ব হইতে ভিন্ন-জাতীয় ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট এই 'বিক্রিয়া' বা বিকার পদার্থটা কি? যাহার বলে তুমি কল্পনা করিতেছ যে, পুরুষ কেবলই ভোক্তা—কর্ত্তা নহে, এবং প্রধানও কেবলই কর্ত্তা, ভোক্তা নহে। ভাল, পূর্ব্বেইত উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ কেবলই চিন্ময়, সেই পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠভাবে ভোগ করেন বলিয়াই, বিক্রিয়া-বিশিষ্ট হন; কিন্তু তত্ত্বান্তররূপে পরিণাম বশতঃ যে, বিকার যুক্ত হন, তাহা নহে। 'প্রধান' কিন্তু অন্য পদার্থাকারেই পরিণত হইয়া, বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রধান—অনেকত্ব, অশুদ্ধি ও অচেতনত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত, আর পুরুষ ঠিক তাহার বিপরীত। [না] ইহাতেও কেবল শব্দভেদমাত্র; সুতরাং ইহা বিশেষ [উভয়ের পার্থক্য বলিয়া গণ্য] হইতে পারে না। কারণ, ভোগোৎপত্তির পূর্ব্বে পুরুষ কেবলই চিন্মাত্র স্বরূপ থাকেন; ভোগোৎ-পত্তির সময়ে যদি সেই পুরুষেরই আবার ভোক্তৃত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, আবার ভোগ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ যদি সেই বিশেষ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, কেবলই চিন্মাত্রস্বরূপ হন, তাহা হইলে, প্রধানও ত মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হইয়া পুনশ্চ [প্রলয় কালে] স্বরূপে অবস্থান করে; সুতরাং উক্তপ্রকার কল্পনায় [প্রধান ও পুরুষের মধ্যে] কিছুমাত্র বিশেষই লক্ষিত হয় না; কাজেই প্রধান ও পুরুষের বিকার ধর্ম্মটি বিশিষ্ট বা বিভিন্নপ্রকার [একরূপ নহে), এইরূপ কল্পনাটি কথামাত্র সার (বস্তুতঃ উহার মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই)।

যদি বল,—ভোগকালেও পুরুষ পূর্ব্বেরই মত চিন্মাত্রই থাকেন, [প্রধান সেরূপ থাকে না], না;—তাহা বলিতে পার না; তাহা হইলে পুরুষের ভোগ পারমার্থিক [হইয়া পড়ে]। আর যদি বল, ভোগকালে চিন্মাত্র পুরুষের সত্য সত্যই বিকার ঘটে, এবং

তাহা দ্বারাই পুরুষের ভোগ [সম্পন্ন হয়]; না;—তাহা হইলে ভোগকালে, প্রধানেরও বিকার থাকায়, তাহারও ভোক্তৃত্ব হইতে পারে। যদি বল, কেবল চিন্মাত্রের বিকারই ভোক্তৃত্ব বা ভোগ-পদবাচ্য (অচেতনের বিকার নহে); [তাহা হইলেও] উষ্ণতা প্রভৃতি অসাধারণ (যাহা অন্যত্র থাকে না, এতাদৃশ) ধর্ম্মশালী অগ্নি প্রভৃতির ভোক্তৃত্ব না থাকিবার কোন কারণই দৃষ্ট হয় না; অর্থাৎ তাহা হইলে, অগ্নি প্রভৃতিরও অবশ্যই ভোক্তৃত্ব ঘটিতে পারে। আর প্রধান ও পুরুষ, উভয়েরই যে এক সঙ্গে ভোক্তৃত্ব, অর্থাৎ পুরুষের ভোগের সঙ্গে প্রকৃতিরও ভোগ হইয়া থাকে, একথা বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে প্রকৃতির পরার্থত্ব সিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় না। (১২)। কারণ, দুইটি প্রকাশ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের যেরূপ পরস্পর প্রকাশনকার্য্যে গুণ-প্রধান ভাব হয় না, তদ্রূপ দুইটি ভোক্তারও পরস্পরের মধ্যে গুণ-প্রধানভাব (একটি প্রধান, অপরটি তাহার অধীন, এরূপ) হইতে পারে না। আর যদি বল, ভোগধর্ম্ম-যুক্ত (ভোগসমর্থ) সত্ত্বপ্রধান চিত্তে যে পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতন, তাহাই পুরুষের ভোক্তৃত্ব,—প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অবিক্রিয়ই থাকে। না; পুরুষে কিছুমাত্র বিশেষ সমুৎপন্ন না হইলে, তাহাতে ভোক্তৃত্ব কল্পনা নিরর্থক। কেন না, পুরুষে যদি ভোগরূপ অনর্থই (পরিত্যাগার্হ বিষয়ই) না থাকে, তাহা হইলে, পুরুষ যখন সর্ব্বদাই নির্বিশেষ, তখন কাহার অপনয়নার্থ মোক্ষ-সাধন-শাস্ত্র প্রণীত হইয়া থাকে? যদি বল, [বাস্তবিক অনর্থ না থাকিলেও] অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত অনর্থের দূরীকরণার্থ মোক্ষশাস্ত্রের প্রণয়ন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পুরুষ

---

(১২) তাৎপর্য্য—সাংখ্য মতে বলা হয় যে, যে সকল পদার্থ সংহত বা অনেকাংশ-যুক্ত, তৎসমস্তই পরার্থ। শয্যা, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত সংহত পদার্থই অপর একজন ভোক্তার উদ্দেশে নির্ম্মিত; সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংঘাতময় প্রকৃতিও সেইরূপ পরার্থ অর্থাৎ তাহার নিজের কোনও ভোগ নাই; কেবল পুরুষের ভোগ সম্পাদনই তাহার একমাত্র কার্য্য; সুতরাং প্রকৃতিকে 'পরার্থ' বলা হইয়া থাকে।

পরমার্থতঃ ভোক্তাই বটে, কর্ত্তা নহে; আর প্রধানও পরমার্থতঃ কর্ত্তাই বটে,ভোক্তা নহে,—এবং পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু; এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনাটি বিফল এবং অযৌক্তিকই হইল; সুতরাং মুমুক্ষুগণের ইহা আদরণীয় নহে।

ভাল, একত্ব পক্ষেও [অদ্বৈতবাদেও] ত শাস্ত্র-প্রণয়ন নিরর্থক হয়? না;—এ পক্ষে শাস্ত্রাদির অভাব হেতুই এ আপত্তি হইতে পারে না। কেন না, শাস্ত্রপ্রণয়ন-কর্ত্তা প্রভৃতি এবং শাস্ত্রোক্ত ফলার্থী বর্ত্তমান থাকিলেই 'অনর্থক' বা 'সার্থক' কল্পনা হইতে পারে; কারণ, আত্মৈকত্ব নিশ্চয় হইলে পর, সেই নিশ্চয়কর্ত্তা হইতে পৃথগ্‌ভূত কোনও শাস্ত্র-প্রণেতৃ-প্রভৃতি নাই; সুতরাং প্রণেতৃপ্রভৃতির অভাবে উক্তপ্রকার বিতর্কই উপপন্ন হইতে পারে না। তুমি যখন আত্মৈকত্ব অঙ্গীকার করিতেছ, তখন তোমাকে আত্মৈকত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণভূত শাস্ত্রেরও সফলতা স্বীকার করিতে হইতেছে। আর শাস্ত্রের সার্থকতা স্বীকার করাতেই যে পূর্ব্বোক্ত সার্থকত্ব-নিরর্থকত্ব বিতর্কও উপপন্ন হইতে পারে না, ইহা,—'যে অবস্থায় ইহার (মুমুক্ষুর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রই বলিয়া দিতেছেন। বাজসনেয় ব্রাহ্মণেও [আছে] 'যে অবস্থায় দ্বৈতের মতই হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে' ইত্যাদি শাস্ত্র আবার পরমার্থ বস্তুর স্বরূপো-পলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—অবিদ্যাবস্থায় শাস্ত্রপ্রণয়নাদির উপপত্তিও সবিস্তরে প্রদর্শন করিতেছেন।

আর এখানেও পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার বিষয় দুইটি পৃথক্-ভাবেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং বেদান্তরূপ রাজার প্রামাণ্যরূপ বাহু-সংরক্ষিত এই আত্মৈকত্ব-বিষয়ে তার্কিক-বাদরূপ বীরের প্রবেশাধিকার নাই। ইহা দ্বারাই ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপাদি উপাধি-জনিত অনেকপ্রকার শক্তি ও তৎসাধন-সমুৎপাদিত ভেদ উপস্থিত

হওয়ায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাধন বা সহায় নাই বলিয়া, পর পক্ষকর্ত্তৃক যে দোষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এবং আত্মার সম্বন্ধে যে, সংসারপ্রাপ্তিরূপ অনর্থ-কর্ত্তৃত্ব দোষ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল, জানিতে হইবে। আর যে, রাজার সর্ব্ব-প্রকার প্রয়োজন-সাধক ভৃত্যে 'রাজা' ও 'কর্ত্তা' ইত্যাদি ব্যবহারের আরোপের দৃষ্টান্ত, তাহাও উপপন্ন হয় না; কারণ, তাহা হইলে, 'তিনি' ঈক্ষণ [চিন্তা] করিলেন এই স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতির মুখ্যার্থটি বাধিত হইয়া পড়ে। আর যেখানে মুখ্যার্থের সম্ভব হয় না, সেই স্থানেই শব্দের গৌণার্থ কল্পনা করিতে হয়। এখানে কিন্তু পুরুষের জন্য অচেতন প্রধানের যে, বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষগত বৈশিষ্ট্যানুসারে এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম, দেশ, কাল ও নিমিত্তানুসারে বন্ধন ও মোক্ষ রূপ ফলোৎপাদনার্থ প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, তাহা উপপন্ন হয় না; কিন্তু যথোক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব পক্ষে ঐরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হয়; [সুতরাং সৃষ্টি-প্রবৃত্তির অনুপপত্তিনিবন্ধন অচেতন প্রধানের গৌণার্থক "ঈক্ষণ" কল্পনা করা যাইতে পারে না] (১৩) ॥৫২॥৩॥

স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী-ন্দ্রিয়ং মনঃ। অন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) প্রাণম্ (সূত্রাত্মানং হিরণ্যগর্ভম্) অসৃজত (সৃষ্টবান্); প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং (আস্তিক্যবুদ্ধিরূপাং) [সৃষ্টবান্]; [ততশ্চ] খং (আকাশং) বায়ুঃ, জ্যোতিঃ (তেজঃ) আপঃ (জলানি), পৃথিবী, ইন্দ্রিয়ং (শ্রোত্রাদি) মনঃ (অন্তঃকরণং) অন্নং (ব্রীহ্যাদি), অন্নাৎ বীর্য্যং (শরীরেন্দ্রিয়-সামর্থ্যং), তপঃ (দেহেন্দ্রিয়-শোধকং)

(১৩) তাৎপর্য্য—"তদৈক্ষত" শ্রুতিতে অভিহিত 'ঈক্ষণ' পদের গৌণার্থ কল্পনা করিয়াও যে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব উপপাদন করা যাইতে পারে না, তাহা ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়, ১ম পাদে পঞ্চম সূত্র হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত অধিকরণে বিশেষরূপে বিচারিত ও সমর্থিত হইয়াছে।

মন্ত্রাঃ (ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বরূপাঃ) কর্ম্ম (যজ্ঞাদিরূপং), লোকাঃ (কর্ম্মফলভূতাঃ স্বর্গাদ্যাঃ), লোকেষু চ (অপি) নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদিরূপং) চ (অপি) [এতাঃ কলাঃ তেন সৃষ্টা ইতিশেষঃ] ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ প্রাণসংজ্ঞক হিরণগর্ভের সৃষ্টি করিলেন, সেই প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার [সৃষ্টি করিলেন] ; [তাহার পর] আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ধ্যানাদি), অন্ন হইতে বীর্য্য (বল), তপস্যা, মন্ত্র, (ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ), কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), স্বর্গাদি লোক সমূহ, এবং লোক সমূহের মধ্যে নাম (সংজ্ঞা) [এই কলা-সমূহ সৃষ্টি করিলেন] ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ঈশ্বরেণেব সর্ব্বাধিকারী প্রাণঃ পুরুষেণ সৃজ্যতে। কথং ? সঃ পুরুষ উক্ত-প্রকারেণ ঈক্ষিত্বা প্রাণং হিরণ্যগর্ভাখ্যং সর্ব্বপ্রাণিকরণাধারম্ অন্তরাত্মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। ততঃ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং সর্ব্বপ্রাণিনাং শুভকর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতাম্ ; ততঃ কর্ম্মফলোপভোগসাধনাধিষ্ঠানানি কারণভূতানি মহাভূতানি অসৃজত। খং শব্দ-গুণকং,বায়ুং স্বেন স্পর্শগুণেন শব্দগুণেন চ বিশিষ্টং দ্বিগুণম্। তথা জ্যোতিঃ স্বেন রূপেণ পূর্ব্বগুণাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টং ত্রিগুণং শব্দস্পর্শাভ্যাম্। তথা আপো রসেন গুণেন অসাধারণেন পূর্ব্বগুণানুপ্রবেশেন চ চতুর্গুণাঃ। তথা গন্ধগুণেন পূর্ব্ব-গুণানুপ্রবেশেন চ পঞ্চগুণা পৃথিবী। তথা তৈরেব ভূতৈরারব্ধম্ ইন্দ্রিয়ং দ্বিপ্রকারং বুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মার্থঞ্চ দশসঙ্খ্যাকম্। তস্য চেশ্বরমন্তস্থং সংশয়-সঙ্কল্প-লক্ষণং মনঃ। এবং প্রাণিনাং কার্য্যং করণঞ্চ সৃষ্ট্বা তৎস্থিত্যর্থং ব্রীহিযবাদি-লক্ষণমন্নম্ ; ততশ্চ অন্নাৎ অদ্যমানাদ্ বীর্য্যং সামর্থ্যং বলং সর্ব্বকর্ম্মপ্রবৃত্তিসাধনম্। তদ্বীর্য্যবতাঞ্চ প্রাণিনাং তপো বিশুদ্ধিসাধনং সঙ্কীর্য্যমাণানাম্ ; মন্ত্রাঃ তপো-বিশুদ্ধান্তর্ব্বহিঃকরণেভ্যঃ কর্ম্মসাধনভূতা ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। ততঃ কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। ততো লোকাঃ কর্ম্মণাং ফলম্। তেষু চ লোকেষু সৃষ্টানাং প্রাণিনাং নাম চ 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যাদি। এবমেতাঃ কলাঃ প্রাণিনাম্ অবিদ্যাদিদোষ-বীজাপেক্ষয়া সৃষ্টাঃ, তৈমিরিকদৃষ্টিসৃষ্টা ইব দ্বিচন্দ্র-মশক-মক্ষিকাদ্যাঃ, স্বপ্নদৃক্-সৃষ্টা ইব চ সর্ব্বপদার্থাঃ ; পুনস্তস্মিন্নেব পুরুষে প্রলীয়ন্তে হিত্বা নামরূপাদিবিভাগম্ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

রাজার ন্যায় পুরুষও স্বীয় সর্ব্বপ্রয়োজন-সাধক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। কিরূপে?—সেই পুরুষ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঈক্ষণ বা চিন্তা করিয়া, সমস্ত প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়াধার ও অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন; সেই প্রাণ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের শুভ-কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে কর্ম্মফলোপ-ভোগের সাধনাশ্রয় [জগতের] কারণস্বরূপ মহাভূতসমূহ সৃষ্টি করিলেন। শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, স্বীয় গুণ স্পর্শ ও কারণগুণ শব্দ, এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়ু, সেইরূপ স্বীয় (গুণ) রূপ ও পূর্ব্বোক্ত [কারণ গত] শব্দ ও স্পর্শ, এই গুণত্রয় বিশিষ্ট জ্যোতিঃ (তেজঃ), সেইরূপ, অসাধারণ গুণ (স্বীয় বিশেষ গুণ) রস এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গুণত্রয়ের অনুপ্রবেশ বশতঃ গুণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট জলসমূহ, সেইরূপ, (স্বীয়) গুণ গন্ধ ও পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের অনুপ্রবেশে পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট পৃথিবী (১); সেইরূপ সেই ভূতসমূহের দ্বারাই সমুৎপাদিত, জ্ঞান-সম্পাদক ও কার্য্যসম্পাদক, দশসংখ্যক দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং সে সমুদায়ের প্রভু বা পরিচালক, সংশয় ও সংকল্প-লক্ষণান্বিত দেহমধ্যস্থ মনঃ; এইরূপে প্রাণিগণের কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়াদি) সৃষ্টি করিলেন, তাহার পর তদ্রক্ষার্থ ব্রীহি (ধান্যবিশেষ) যবাদিরূপ অন্ন, অনন্তর ভুক্ত অন্ন হইতে সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্তি-সাধন বীর্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য বা বল, উক্ত বীর্য্য-

(১) সৃষ্টিক্রমের সাধারণ নিয়ম এই যে, উৎপন্ন বস্তুমাত্রই নিজস্ব একএকটি বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয়; তাহা ছাড়া স্বীয় কারণগত গুণসমূহও তাহাতে সংক্রামিত হয়। তদনুসারে প্রথম উৎপন্ন আকাশের একটি মাত্র গুণ—শব্দ। আকাশোৎপন্ন বায়ুর দুইটি গুণ, স্বীয়গুণ—স্পর্শ, আর কারণ-গুণ—শব্দ। বায়ু হইতে উৎপন্ন তেজের তিনটি গুণ, স্বীয়-গুণ—রূপ, আর কারণ-গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। তেজঃ হইতে সমুৎপন্ন জলের চারিটি গুণ, স্বীয় গুণ—রস, ও কারণ গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। জল হইতে জাত পৃথিবীর পাঁচটি গুণ, স্বীয় গুণ—গন্ধ এবং কারণগুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। ইহা দ্বারাই সাধারণভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইল।

সম্পন্ন ও পাপসমন্বিত প্রাণিগণের শুদ্ধিসম্পাদক তপস্যা দ্বারা যাহাদের বাহ্য ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের জন্য কর্ম্মসাধনীভূত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদরূপী মন্ত্রসমূহ; অনন্তর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম; তাহার পর কর্ম্মফলস্বরূপ লোকসমূহ; সেই লোকমধ্যে সৃষ্ট প্রাণিগণের দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তাদি নাম, তৈমিরিক-রোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে যেরূপ দ্বিচন্দ্র ও মশক-মক্ষিকাদি সৃষ্ট হয়, স্বপ্ন দর্শনে যেরূপ বহু পদার্থ সৃষ্ট হয়, (২) সেইরূপ প্রাণির সৃষ্টি বীজভূত অবিদ্যা (ভ্রান্তি জ্ঞান) প্রভৃতি (কামনা ও তদনুযায়ী কর্ম্মাদি) কারণানুসারে উক্ত কলাসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং নামরূপাদি বিভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই পুরুষেই বিলীন হইয়া থাকে ॥৫৩॥৪

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥৫৪॥৫॥

[ইদানীং কলানাং স্বোপাদানভূতে পুরুষে বিলয়নমাহ]—যথেতি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা—সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রঃ অয়নং আশ্রয়ঃ স্বভাবঃ যাসাং, তাঃ তথোক্তাঃ) স্যন্দমানাঃ (চলন্ত্যঃ) ইমাঃ (প্রত্যক্ষগম্যাঃ) নদ্যঃ সমুদ্রং (স্বকারণং সাগরং) প্রাপ্য অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তদ্ভাবং প্রতিপদ্যন্তে); [তথা] তাসাং (নদীনাং) নাম-রূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ—আশ্রয়ানুরূপা আকৃতিঃ, তে) ভিদ্যেতে (নশ্যতঃ), 'সমুদ্রঃ' ইত্যেবং (জলময়মেব) প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [জনৈরিতি

(২) 'তৈমিরিক' চক্ষুরোগ-বিশেষ; ইহা হইতেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরা প্রভৃতি অবস্থাও বুঝিতে হইবে। তৈমিরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুকে একটির স্থানে দুইটি দেখে; চক্ষু টিপিয়া ধরিলে মশকটাকেও সময়ে সময়ে মক্ষিকার ন্যায় বৃহৎ দেখা যায়। স্বপ্নের অবস্থা সকলেরই পরিজ্ঞাত।

শেষঃ]। এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) এব (নিশ্চয়ে) অস্য (প্রকৃতস্য) পরিদ্রষ্টুঃ (সর্ব্বতঃ দর্শনকর্ত্তুঃ) পুরুষস্য (আত্মনঃ) ইমাঃ (.পূর্ব্বোক্তাঃ) পুরুষায়ণাঃ (পুরুষাশ্রিতাঃ) ষোড়শ কলাঃ পুরুষং (স্বোৎপত্তিস্থানং) প্রাপ্য (পুরুষাত্মভাবম্ উপগম্য) অস্তং গচ্ছন্তি। [তদা] আসাং (কলানাং) নাম-রূপে (প্রাণাদ্যা সংজ্ঞা, স্বরূপঞ্চ) ভিদ্যেতে (বিলুপ্যেতে) ; 'পুরুষঃ' ইত্যেবং প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [তত্ত্ববিদ্ভিঃ]। [তদানীং] সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) এষঃ (কলাবিৎ) অকলঃ (ত্যক্ত-কলাভিমানঃ) অমৃতঃ (মৃত্যুরহিতঃ)[চ] ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্রঃ) ভবতি (অস্তীত্যর্থঃ)॥

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ—চলস্বভাব ও সমুদ্রাত্মক নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়, তাহাদের নাম ও আকৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, [তখন] 'সমুদ্র' বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে ; ঠিক সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টৃস্বরূপ এই আত্মার পুরুষায়ত্ত এই ষোলটি কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়, সে সকলের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন] কেবল 'পুরুষ' এইমাত্রই বলা হইয়া থাকে। সেই এই কলাবিৎ ব্যক্তি কলাভিমান ত্যাগ করেন, এবং মৃত্যুরহিত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক বা মন্ত্র আছে॥ ৫৪ ॥৫॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং স দৃষ্টান্তঃ ? যথা লোকে ইমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ স্রবন্ত্যঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রঃ অয়নং গতিরাত্মভাবো যাসাং তাঃ, সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য উপগম্য অস্তং নামরূপ-তিরস্কারং গচ্ছন্তি। তাসাঞ্চ অস্তং গতানাং ভিদ্যেতে বিনশ্যেতে নাম-রূপে গঙ্গা-যমুনেত্যাদিলক্ষণে ; তদভেদে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে তদ্বস্তু উদক-লক্ষণম্, এবং যথায়ং দৃষ্টান্তঃ। উক্তলক্ষণস্য প্রকৃতস্য অস্য পুরুষস্য পরিদ্রষ্টুঃ পরি—সমন্তাদ্ দ্রষ্টুর্দর্শনস্য কর্ত্তুঃ স্বরূপভূতস্য, যথা অর্কঃ স্বাত্মপ্রকাশস্য কর্ত্তা সর্ব্বতঃ, তদ্বৎ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যা উক্তাঃ কলাঃ পুরুষায়ণা নদীনামিব সমুদ্রঃ পুরুষোঽয়নম্ আত্মভাবগমনং যাসাং কলানাং তাঃ, পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য পুরুষাত্মভাবমুপগম্য তথৈবাস্তং গচ্ছন্তি। ভিদ্যেতে চাসাং নাম-রূপে কলানাং প্রাণাদ্যাখ্যা রূপঞ্চ যথাস্বম্। ভেদে চ নাম-রূপয়োর্যদনষ্টং তত্ত্বং পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। য এবং বিদ্বান্ গুরুণা প্রদর্শিতকলা-প্রলয়মার্গঃ, স এষ

বিদ্যয়া প্রবিলাপিতাসু অবিদ্যাকাম-কর্ম্মজনিতাসু প্রাণাদিকলাসু অকলঃ, অবিদ্যা-কৃতকলানিমিত্তো হি মৃত্যুঃ, তদপগমেঽকলত্বাদেব অমৃতো ভবতি তদেতস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকঃ ॥ ৫৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই দৃষ্টান্ত কি প্রকার ?—জগতে সমুদ্রায়ণ অর্থাৎ সমুদ্র যাহা-দের অয়ন—গতি অর্থাৎ আত্মস্বভাব, সেই সকল সমুদ্রায়ণ ও স্যন্দমান —প্রবহমাণ নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া—উপগত হইয়া নাম ও রূপের তিরোভাবময় অস্ত গমন করে, অস্তমিত সেই নদীসমূহের 'গঙ্গা যমুনা' ইত্যাদি প্রকার নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন] তদুভয়ের অভেদকালে 'সমুদ্র' অর্থাৎ 'উহা জলময় পদার্থ' এইরূপই বলা হইয়া থাকে। এইপ্রকার, অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, [তদ্রূপ] সূর্য্য যেমন নিজ প্রকাশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তেমনি সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টা এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত এই প্রস্তাবিত পুরুষেরও—স্বস্বরূপ আত্মারও—নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্র, তদ্রূপ পুরুষই যে সমস্ত কলার 'অয়ন' আত্মভাব (অভেদ) প্রাপ্তিস্থান, সেই পুরুষায়ণ এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণাদি ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষে আত্মভাব লাভ করিয়া, অস্ত গমন করে। এই কলাসমূহের প্রাণাদি নাম ও যথা-যোগ্য রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। নাম ও রূপ বিনষ্ট হইলে পর, যাহা অবিনষ্ট তত্ত্ব (বস্তু) থাকে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহাকে 'পুরুষ' এইরূপ বলিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ বিদ্বান্ অর্থাৎ গুরুকর্ত্তৃক যাহার নিকট কলাপ্রলয়ের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই এই বিদ্বান্ বিদ্যা দ্বারা (জ্ঞানবলে) অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মজনিত প্রাণাদি কলানিচয় প্রকৃষ্টরূপে বিলাপিত হইলে পর, 'অকল' (কলাতে অভিমানশূন্য) হন ; কলাই মৃত্যুর কারণ, আবার কলার কারণ অবিদ্যা ; অতএব অবিদ্যার অপগমে কলারাহিত্যনিবন্ধন 'অমৃত' (মৃত্যুরহিত চিরজীবী) হন। এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—॥ ৫৪॥৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ
পরিব্যথা ইতি ॥৫৬॥৬॥

[শ্লোকমাহ]—'অরা' ইত্যাদিনা। রথনাভৌ (রথচক্রস্য নাভিরন্ধ্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব কলাঃ (উক্তাঃ প্রাণাদ্যাঃ) যস্মিন্ (পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (প্রকর্ষেণ জন্মস্থিতিলয়েম্বপি স্থিতাঃ)। বেদ্যং (অবশ্যজ্ঞেয়ং) তং পুরুষং বেদ (বিজানীয়াৎ) [জিজ্ঞাসুরিতি শেষঃ]। ভো শিষ্যাঃ! যথা (যেন বেদনেন) মৃত্যুঃ বঃ (যুষ্মান্) মা পরিব্যথাঃ (ন পীড়য়েৎ) ইতি শব্দঃ শ্লোকসমাপ্তৌ॥

রথের নাভিরন্ধ্রে [সংস্থিত] অর (শলাকা) সমূহের ন্যায় উক্ত কলাসমূহ যে পুরুষে আশ্রিত রহিয়াছে, বেদনীয় সেই পুরুষকে অবশ্য জানিবে। হে শিষ্যগণ, যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে [অপর প্রাণীর ন্যায়] ব্যথিত না করিতে পারে॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অরা রথচক্রপরিবারা ইব রথনাভৌ রথচক্রস্য নাভৌ যথা প্রবেশিতাঃ তদাশ্রয়া ভবন্তি যথা, তথেত্যর্থঃ। কলাঃ প্রাণাদ্যা যস্মিন্ পুরুষে প্রতিষ্ঠিতা উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালেষু, তং পুরুষং কলানামাত্মভূতং বেদ্যং বেদনীয়ং পূর্ণত্বাৎ পুরুষং পুরিশয়নাদ্বা বেদ জানীয়াৎ। যথা হে শিষ্যা বো যুষ্মান্ মৃত্যুঃ মা পরিব্যথাঃ মা পরিব্যথয়তু। ন চেদ্ বিজ্ঞায়েত পুরুষঃ, মৃত্যুনিমিত্তাং ব্যথামাপন্না দুঃখিন এব যূয়ং স্থ। অতস্তন্মাভূদ্ যুষ্মাকমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৬॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

রথচক্রেরই অঙ্গীয় 'অর' (শলাকা)-সমূহ যেরূপ রথনাভিতে রথ-চক্রের নাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) সন্নিবেশিত এবং তদাশ্রিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ প্রাণাদি কলাসমূহও উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় সময়ে যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কলাসমূহের আশ্রয়ীভূত সেই বেদনীয় পুরুষকে—পূর্ণত্ব হেতু কিংবা হৃৎপদ্ম-পুরে অবস্থান হেতু 'পুরুষ' পদবাচ্য জানিবে। হে শিষ্যগণ! যাহাতে মৃত্যু তোমা-

দিগকে ব্যথিত করিতে না পারে, অর্থাৎ দুঃখিত না করে। আর যদি পুরুষকে জানা না হয়, তাহা হইলে, মৃত্যুজনিত ব্যথাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত থাকিবে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব তোমাদের তাহা না হউক ॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।
নাতঃ পরমস্তীতি ॥৫৬॥৭॥

[প্রক্রান্তাং বিদ্যামুপসংহরন্ আহ]—তানিত্যাদি। [সঃ পিপ্পলাদঃ] তান্ (শিষ্যান্) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—অহং এতাবৎ (এতৎপর্য্যন্তং) এব (নিশ্চিতং) এতৎ (পৃষ্টং) পরং ব্রহ্ম বেদ (বেদ্মি), অতঃ (অস্মাৎ) পরং (অধিকং—অবশিষ্টং) ন অস্তি (নৈবাস্তীতি ভাবঃ) ইতি ॥

এখন প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যার উপসংহার করিতেছেন—[পিপ্পলাদ ঋষি] তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমি এই পর ব্রহ্ম এই পর্য্যন্তই জানি, ইহার অতিরিক্ত আর [ব্রহ্মতত্ত্ব] নাই ॥৫৬॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম

তান্ এবমনুশিষ্য শিষ্যান্ তান্ হোবাচ পিপ্পলাদঃ কিল, এতাবদেব বেদ্যং পরং ব্রহ্ম বেদ বিজানাম্যহমেতৎ। নাতঃ অস্মাৎ পরম্ অস্তি প্রকৃষ্টতরং বেদিতব্যম্ ইত্যেবমুক্তবান্—শিষ্যাণাম্ অবিদিতশেষাস্তিত্বাশঙ্কানিবৃত্তয়ে কৃতার্থবুদ্ধিজননার্থঞ্চ ॥৫৬॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

পিপ্পলাদ ঋষি তাহাদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—আমি এই পর্য্যন্তই এই জ্ঞাতব্য পর ব্রহ্ম জানি; ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর জ্ঞাতব্য নাই; শিষ্যগণের অবিদিত অবশিষ্ট আরও আছে, এই শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য এবং তাহাদের কৃতার্থতা-বুদ্ধি সমুৎপাদনের জন্যও এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৬॥৭॥

তে তমর্চ্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥৫৭॥৮

ইত্যথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥

[তে (শিষ্যা ভারদ্বাজাদয়ঃ) তং (পিপ্পলাদং) অর্চ্চয়ন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) [উবাচ] ত্বং হি (নিশ্চিতং) নঃ (অস্মাকং) পিতা (ব্রহ্মশরীরস্য জনকঃ) ; যঃ [ত্বং] অস্মাকং (অস্মান্) অবিদ্যায়াঃ (বিপরীতবুদ্ধিরূপাৎ অজ্ঞানাৎ) পরং (অতীতং) পারং (মোক্ষরূপং) তারয়সি (প্রাপয়সি) ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ)। পরম ঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকেভ্যঃ) নমঃ। [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থং, আদরাতিশয়ার্থং বা]

সেয়মল্পমদোপেতা শ্রীশঙ্করমতানুগা।
প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

সেই শিষ্যগণ তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যা হইতে পরপার (মোক্ষস্থান) প্রাপ্ত করাইতেছ। ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক পরমর্ষিগণের উদ্দেশে নমস্কার। গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৫৭॥৮॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ততস্তে শিষ্যা গুরুণা অনুশিষ্টাঃ তং গুরুং কৃতার্থাঃ সন্তো বিদ্যানিষ্ক্রয়মপশ্যন্তঃ কিং কৃতবন্তঃ ? ইত্যুচ্যতে—অর্চ্চয়ন্তঃ পূজয়ন্তঃ পাদয়োঃ পুষ্পাঞ্জলিপ্রকিরণেন প্রণিপাতেন চ শিরসা। কিমূচুরিত্যাহ—ত্বং হি নঃ অস্মাকং পিতা ব্রহ্মশরীরস্য বিদ্যয়া জনয়িতৃত্বাৎ নিত্যস্য অজরামরস্য অভয়স্য। যস্ত্বমেব অস্মাকম্-অবিদ্যায়া বিপরীত-জ্ঞানাৎ জন্ম-জরা-মরণ-রোগ-দুঃখাদিগ্রাহাৎ অবিদ্যামহোদধেবিদ্যাপ্লবেন পরম্ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণং মোক্ষাখ্যং মহোদধেরিব পারং তারয়সি অস্মান্ ইত্যতঃ পিতৃত্বং তবাস্মান্ প্রত্যুপপন্নমিতরস্মাৎ; ইতরোঽপি হি পিতা শরীরমাত্রং জনয়তি, তথাপি স প্রপূজ্যতমো লোকে, কিমু বক্তব্যম্ ?—আত্যন্তিকাভয়দাতুরিত্যভিপ্রায়ঃ। নমঃ পরমঋষিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃভ্যঃ। নমঃ পরমঋষিভ্য ইতি দ্বির্ব্বচনমাদরার্থম্ ॥৫৭॥৮॥

প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠ প্রশ্ন ভাষ্যম্।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণপ্রশ্নোপনিষ-
দ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর উপদেশপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়া লব্ধ বিদ্যার নিষ্ক্রয়—প্রতিদান বা মূল্য কিছু না দেখিয়া কি করিয়াছিলেন ? তাহা

বলা হইতেছে—সেই গুরুকে অর্চ্চনা করতঃ অর্থাৎ পাদদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও অবনত শিরে প্রণিপাত দ্বারা পূজা করতঃ কি করিয়াছিলেন ? তাহা বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের পিতা ; কারণ, বিদ্যার উপদেশ দ্বারা তুমি আমাদের জরামরণভয়রহিত ও অনশ্বর ব্রহ্মশরীরের উৎপাদক। যে তুমি আমাদিগকে বিপরীত জ্ঞানাত্মক অবিদ্যা হইতে—জন্ম, জরা, মরণ, রোগ ও দুঃখ সম্বন্ধরূপ অবিদ্যা-সাগর হইতে বিদ্যারূপ ভেলা দ্বারা মহাসমুদ্রের পারের ন্যায়—যাহা হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ-নামক পারে উত্তীর্ণ করাইতেছ। অতএব আমাদের সম্বন্ধে অপর অপেক্ষা তোমারই পিতৃত্ব সম্যক্ উপপন্ন বা সুসঙ্গত। অভিপ্রায় এই যে, অপর পিতা কেবল শরীরমাত্র সমুৎপাদন করেন, তথাপি তিনি জগতে পূজ্যতম, কিন্তু যিনি আত্যন্তিক অভয়প্রদাতা, তাঁহার পূজ্যতমত্ব সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পরম ঋষিগণ (পরমর্ষিগণ) উদ্দেশে নমস্কার। আদরার্থ নমস্কারের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

শান্তি-পাঠঃ ।

ওঁ ॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥*

ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

শান্তি পাঠ।

হে দেবগণ ! আমরা কর্ণে যেন শুভ (সংবাদ) শ্রবণ করি, চক্ষুতে যেন উত্তম (রূপ) দর্শন করি এবং যজ্ঞশীল ও স্তুতিপরায়ণ হইয়া সুস্থ অঙ্গে ও সুস্থশরীরে দেবহিতকর যে আয়ুঃ, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি ॥ ০ ॥

অথর্ব্ববেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্কর-ভগবৎকৃত-
পাদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

সহকারী সম্পাদক, সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক—
শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।
লোটাস্ লাইব্রেরী।
২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩১৮ সাল।

আভাস।

পঞ্চম খণ্ডে মুণ্ডকোপনিষৎ প্রকাশিত হইল; অথর্ব্বশাখায় যে অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ আছে, উক্ত মুণ্ডকোপনিষৎখানি তাহাদের অন্যতম। অথর্ব্বপরিশিষ্টে অথর্ব্বশাখীয় উপনিষদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এইরূপ—(১) মুণ্ডক, (২) প্রশ্ন, (৩) ব্রহ্মবিদ্যা, (৪) ক্ষুরিকা, (৫) চুলিকা, (৬) অথর্ব্বশিরা (৭) অথর্ব্বশিখা, (৮) গর্ভোপনিষৎ, (৯) মহোপনিষৎ, (১০) ব্রহ্মোপনিষৎ, (১১) প্রাণাগ্নিহোত্র, (১২) নাদবিন্দু, (১৩) ব্রহ্মবিন্দু, (১৪) অমৃতবিন্দু, (১৫) ধ্যানবিন্দু, (১৬) তেজোবিন্দু, (১৭) যোগশিখা, (১৮) যোগতত্ত্ব, (১৯) নীলরুদ্র, (২০) কালাগ্নিরুদ্র, (২১) তাপিনী, (২২) একদণ্ডী, (২৩) সন্ন্যাসবিধি (২৪) আরুণি (২৫) হংস, (২৬) পরমহংস (২৭) নারায়ণোপনিষৎ ও (২৮) বৈতথ্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদে এতগুলি উপনিষৎসত্ত্বে আচার্য্য শঙ্করস্বামী কেবল প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? এই দুইটি উপনিষদে এমন কি বৈচিত্র বা গুরুত্ব আছে, যাহাতে অপর সমস্ত উপনিষৎ বাদ দিয়া কেবল এই দুই খানি মাত্র আথর্ব্বণ উপনিষদের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিলেন?

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা করাই আচার্য্য শঙ্করস্বামীর হৃদয়গত অভিলাষ; ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া, অজ্ঞানান্ধ জীবনিবহকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে, হইলে উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই; কারণ উপনিষৎ-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রের এক মাত্র উপজীব্য—উপনিষদের কমনীয় উপদেশময় কুসুমরাশি একত্র সুন্দর সুশৃঙ্খলরূপে গ্রন্থন করাই ব্রহ্মসূত্রের প্রধান কার্য্য। আচার্য্য যদি সেই উপনিষৎ-শাস্ত্রগুলি উপেক্ষা করিয়া, কেবল ব্রহ্মসূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতেন—শুধু যুক্তিযোগে আপনার অভিমত বাদের মীমাংসা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে হয়ত অনেকেই তাঁহার সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন। কারণ, ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত অবৈদিক সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তসহ হইলেও ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাব-শঙ্কায় সজ্জনের সমাদরণীয় হয় না।

পক্ষান্তরে—স্বমত সমর্থনের জন্য উপনিষদ-বাক্যরাশি উদ্ধৃত করিলেও

সেই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ কিনা, তদ্বিষয়েও কেহ নিঃসংশয় হইতে পারিতেন না। এই কারণেই উপনিষদের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য বা ঐকমত্য সংরক্ষণার্থ আচার্য্য সর্ব্বাদৌ উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। পৃথক্ পৃথক্ এক একটি উপনিষদের ব্যাখ্যা দ্বারা যে সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় পর্য্যায়ক্রমে সেই সকলেরই সার-সংকলনপূর্ব্বক সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তবে এরূপও দুই একটি উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়, আচার্য্য যাহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই কম।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, অথর্ব্বশাখায় অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ থাকিলেও একমাত্র মুণ্ডকোপনিষদ্ ভিন্ন আর কোনটিই ব্রহ্মসূত্রে পরিগৃহীত হয় নাই; পরন্তু মুণ্ডকোপনিষদেরই "যৎ তৎ অদ্রেশ্যং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।" (১।২।২১) সূত্রটি বিরচিত হইয়াছে; কাজেই মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যা করা আচার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে। মুণ্ডকের সহিত প্রশ্নোপনিষদের যে, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি; কাজেই সাক্ষাৎপরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের সহিত যে, প্রশ্নোপনিষদের সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; সুতরাং তাহার ব্যাখ্যাও ব্রহ্মসূত্রের অনুপযোগী হয় নাই।

প্রশ্নের ন্যায় মুণ্ডকেও প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে পরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষ এই যে, প্রশ্নে ছয় জনে ক্রমে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, মুণ্ডকে একমাত্র শৌনক ঋষি প্রশ্নকর্ত্তা, অঙ্গিরা ঋষি তাহার উত্তরদাতা। প্রষ্টব্য বিষয়— এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান, অর্থাৎ এমন কোনও পদার্থ আছে কি, যাহা একটি-মাত্র জানিলেই অপরাপর সমস্ত পদার্থ জানা হইয়া যায়?

তদুত্তরে অঙ্গিরা বলিলেন,—জগতে জীবের জ্ঞাতব্য বিষয় দুইটি—'পরা বিদ্যা' ও 'অপরা বিদ্যা।'

অপরা বিদ্যার স্বরূপ, বিষয় ও ফল যথাযথভাবে জানিতে না পারিলে, তদ্বিষয়ে কাহারও বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না; তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলেও পরা বিদ্যা বিষয়ে কখনই রুচি ও প্রবৃত্তি আসিতে পারে না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিদ্যার কথা শেষ করিয়া, পশ্চাৎ পরা বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা যাহা বক্তব্য, তৎসমুদয় বলা হইয়াছে।

সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতে ওত-প্রোতভাবে সন্নিহিত রহিয়াছেন; তাঁহার সেই সর্ব্বাত্মভাব গ্রহণ না করিয়া যে, দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার আরাধনা বা উপাসনা করা, তাহাই অপরা বিদ্যার বিষয়। পরিচ্ছিন্ন স্থানবিশেষ-প্রাপ্তি এবং পরিমিত সুখ-সম্ভোগ তাহার ফল। ঋক্, যজুঃ, সামাদি কর্ম্মপর বেদভাগ উক্তবিধ উপদেশে পরিপূর্ণ; এই জন্য ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রগুলিকেও 'অপরা বিদ্যা' নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। আর যে বিদ্যাদ্বারা দৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব অক্ষর পর ব্রহ্মের কূটস্থ সত্যত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব এবং তাহার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা; পরা বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অভিন্ন পদার্থ। প্রথমোক্ত অপরা বিদ্যার ফলে তীব্র বৈরাগ্য না হইলে, এই পরা বিদ্যায় প্রবৃত্তি হয় না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিদ্যা এবং পরে পরা বিদ্যা ও তদানুষঙ্গিক বিষয় গুলি পর পর সন্নিবেশিত ও সমর্থিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা
সম্পাদক।

মুণ্ডকোপনিষদের বিষয় ও সূচী।

প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে শ্রুতি—শ্রুতিপর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে—

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

দ্বিতীয় খণ্ডে—

সূচীপত্র সমাপ্ত

অথর্ব্ববেদীয়-

মুণ্ডকোপনিষৎ

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা।

অথ প্রথমমুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই, চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ-সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ু, তাহা যেন ভোগ করিতে পাই ॥ ১ ॥

ভাষ্যাবতরণিকা।

ওঁ॥ 'ব্রহ্মা দেবানাম্' ইত্যাদ্যাথর্ব্বণোপনিষৎ (১)।

---

(১) 'ব্রহ্মোপনিষৎ' 'গর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতয় আথর্ব্বণবেদস্ত বহ্ব্য উপনিষদঃ সন্তি; তাসাং শারীরকেঽনুপযোগিত্বেন অব্যাচিখ্যাসিতত্বাৎ 'অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" ইত্যাদ্যধি-করণোপযোগিতয়া মুণ্ডকস্ত ব্যাচিখ্যাসিতস্য প্রতীকমাদত্তে—ব্রহ্মা দেবানামিত্যাদ্যাথর্ব্বণোপ-নিষদ্"ইতি, * * * ।

নমু ইয়মুপনিষদ্ মন্ত্ররূপা; মন্ত্রাণাঞ্চ "ঈশেত্বা" ইত্যাদীনাং কর্ম্মসম্বন্ধেনৈব প্রয়োজন-বত্ত্বম্। এতেষাং চ মন্ত্রাণাং কর্ম্মসু বিনিযোজক-প্রমাণানুপলম্ভেন তৎসম্বন্ধাসত্ত্বাৎ নিষ্প্রয়ো

অস্যাশ্চ (২) বিদ্যা-সম্প্রদায়কর্ত্তৃ-পারম্পর্য্যলক্ষণ-সম্বন্ধমাদাবেবাহ স্বয়মেব স্তুত্যর্থম্। এবং হি মহদ্ভিঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন গুরুণায়াসেন লব্ধা বিদ্যেতি শ্রোতৃবুদ্ধি-প্ররোচনায় বিদ্যাং মহীকরোতি; স্তুত্যা প্ররোচিতায়াং হি বিদ্যায়াং সাদরাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিতি। প্রয়োজনেন তু বিদ্যায়াঃ সাধ্য-সাধনলক্ষণসম্বন্ধমুত্তরত্র বক্ষ্যতি,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিনা। অত্র চ অপরশব্দবাচ্যায়াম্ ঋগ্বেদাদিলক্ষণায়াং বিধি-প্রতিষেধমাত্রপরায়াং বিদ্যায়াং সংসারকারণাবিদ্যাদিদোষনিবর্ত্তকত্বং নাস্তীতি স্বয়মেবোক্ত্বা পরাপর-বিদ্যা-ভেদকরণ-পূর্ব্বকম্ "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" ইত্যাদিনা; তথা পর-প্রাপ্তিসাধনং সর্ব্ব-সাধন-সাধ্যবিষয়-বৈরাগ্যপূর্ব্বকং গুরুপ্রসাদ-লভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যামাহ "পরীক্ষ্য লোকান্" ইত্যাদিনা। প্রয়োজনঞ্চ অসকৃদ্‌ব্রবীতি "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি, "পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইতি চ।

জনত্বাদ্ ব্যাচিখ্যাসিতত্বং ন সম্ভবতি; ইতি শঙ্কমানস্যোত্তরং—সত্যং কর্ম্মসম্বন্ধাভাবেঽপি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশন-সামর্থ্যাৎ বিদ্যয়া সম্বন্ধো ভবিষ্যতি। ইতি আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে, অথর্ব্ববেদমধ্যে 'প্রশ্নোপনিষৎ' 'গর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষৎ আছে; কিন্তু শারীরক-সূত্র বেদান্তদর্শনে ঐ সকল উপনিষদের সাক্ষাৎ উপযোগিতা না থাকায় সে সকলের ব্যাখ্যায় কোন প্রয়োজন নাই; অথচ, "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" (১।২।২১) এই শারীরক সূত্রে মুণ্ডক-শ্রুতি পরিগৃহীত হওয়ায় অবশ্য ব্যাখ্যেয় হইতেছে; এই কারণে ভাষ্যকার "ব্রহ্মা দেবানাং" ও "আথর্ব্বণোপনিষৎ" শব্দ দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই উপনিষৎটি যখন মন্ত্রাত্মক, অথচ "ঈশে ত্বা" ইত্যাদি সমস্ত মন্ত্রই যখন ক্রিয়া-বিনিযুক্ত হইয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে, তখন এই উপনিষদুক্ত মন্ত্রসমূহ ক্রিয়া-সম্বন্ধ রাহিত্যনিবন্ধন নিশ্চয়ই নিরর্থক; নিরর্থক বলিয়াই ত ব্যাখ্যার যোগ্য হইতে পারে না; এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ, এতদুক্ত মন্ত্রসমূহের কর্ম্মসম্বন্ধ বা ক্রিয়াতে বিনিয়োগ না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক বলিয়া বিদ্যার সহিত নিশ্চয়ই সম্বন্ধ লাভ করিবে; [ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধ বশতঃই এ সকলের সফলত্ব এবং সেই সফলত্ব নিবন্ধনই ব্যাখ্যেয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥

(২) অস্যাশ্চেতি। বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকা এব পুরুষাঃ, নতু উৎপ্রেক্ষয়া নির্ম্মাতারঃ; সম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বমপি নাধুনাতনং, যেনানাশ্বাসঃ স্যাৎ; কিন্তু, অনাদিপারম্পর্য্যাগতম্। ততোঽনাদি-প্রসিদ্ধ-ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশন-সমর্থোপনিষদঃ পুরুষসম্বন্ধঃ সম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বপারম্পর্য্য-লক্ষণ এব, তমাদাবেব আহেত্যর্থঃ। আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্যপদারূঢ় পুরুষগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কল্পনা করিয়া এই বিদ্যার সৃষ্টি করেন নাই; পরন্তু, গুরু-শিষ্যসম্প্রদায়ক্রমে জনসমাজে প্রবর্ত্তনা বা প্রচার করিয়াছেন মাত্র। সেই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনাও যে আধুনিক,—যাহার ফলে বিদ্যায় অশ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে; কিন্তু অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত গুরু-শিষ্যপারম্পর্য্যক্রমে আগত। ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশক উপনিষৎসমূহের সহিত আচার্য্যগণের এই মাত্র সম্বন্ধ যে, তাঁহারা সম্প্রদায়-সংস্থাপনপূর্ব্বক শিষ্য-প্রশিষ্য এই ক্রমে বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন মাত্র। উপনিষদের প্রারম্ভেই সেই সম্প্রদায়পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধটি "ব্রহ্মা দেবানাং" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন ॥

জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্ব্বাশ্রমিণামধিকারঃ, তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং, ন কর্ম্মসহিতেতি 'ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ" "সন্ন্যাসযোগাৎ" ইতিচ ব্রুবন্ দর্শয়তি। বিদ্যা-কর্ম্মবিরোধাচ্চ ; ন হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-দর্শনেন সহ কর্ম্ম স্বপ্নেঽপি সম্পাদয়িতুং শক্যম্। বিদ্যায়াঃ কালবিশেষাভাবাদনিয়তনিমিত্তত্বাৎ কাল-সঙ্কোচানুপপত্তিঃ। যত্তু গৃহস্থেষু ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বাদি লিঙ্গং, ন তৎস্থিতং ন্যায়ং বাধিতুমুৎসহতে। ন হি বিধিশতেনাপি তমঃপ্রকাশয়োরেকত্র সদ্ভাবঃ শক্যতে কর্ত্তুং, কিমুত লিঙ্গৈঃ কেবলৈরিতি।

এবমুক্তসম্বন্ধ-প্রয়োজনায়া উপনিষদোঽল্পাক্ষরং গ্রন্থবিবরণমারভ্যতে। য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যামুপয়ন্ত্যাত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তঃ, তেষাং গর্ভজন্ম-জরা-রোগাদ্যনর্থপূগং নিশাতয়তি পরং বা ব্রহ্ম গময়তি, অবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চ অত্যন্তমবসাদয়তি—বিনাশয়তি, ইত্যুপনিষৎ। উপনিপূর্ব্বস্য সদেরেবমর্থস্মরণাৎ॥

ভাষ্যাবতরণিকা।

"ব্রহ্মা দেবানাং" ইত্যাদি উপনিষৎটি অথর্ব্ব-বেদীয় উপনিষৎ ; শ্রুতি নিজেই স্তুতির প্রশংসার উদ্দেশে ইহার বিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক-গণের পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধ প্রথমেই বলিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ উত্তরোত্তর কে কাহার নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার ক্রম বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে ; এই বিদ্যা পরম পুরুষার্থ মোক্ষ-সাধন ; এই নিমিত্ত মহাত্মারা এইরূপ অতিকষ্টে প্রভূত পরিশ্রমে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন ; এইরূপে শ্রোতৃগণের হৃদয়ে রুচি-সমুৎপাদনার্থ বিদ্যার প্রশংসা করিতেছেন। কারণ প্রশংসা দ্বারা মনঃপ্রিয় হইলেই বিদ্যাবিষয়ে শ্রোতৃবর্গ সাদরে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, (নচেৎ নহে)

প্রয়োজনের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সাধ্য-সাধন-রূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ বিদ্যা সাধন বা ফল, আর প্রয়োজন তাহার সাধ্য ; ইহা "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইবে। এখানে কেবলই বিধি-নিষেধ প্রতিপাদনে তৎপর, অপর—শব্দবাচ্য ঋগ্বেদাদি বিদ্যাতে (অপরা

বিদ্যাতে) যে, সংসার-কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ নিবর্ত্তিত হয় না, ইহা নিজেই, পরা ও অপরা বিদ্যার বিভাগ নিরূপণপূর্ব্বক 'যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান', ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন ; অনন্তর 'কর্ম্মফল সমূহ পরীক্ষা করিয়া, ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও সাধন-সাধ্য (ক্রিয়াসাধ্য) সর্ব্ব বিষয়ে বৈরাগ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ীভূত গুরুপ্রসাদ-লভ্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিতেছেন। তাহার পর 'ব্রহ্মবিৎ' পুরুষ ব্রহ্মই হন, 'এবং সকলে পরমামৃতস্বরূপ-প্রাপ্ত বিমুক্ত হন।' এই সকল বাক্যেও বিদ্যার প্রয়োজন বারংবার বলিতেছেন।

যদিও জ্ঞানলাভে সমস্ত আশ্রমবাসীরই অধিকার তুল্য ; তথাপি ব্রহ্মবিদ্যা যে কেবল-সন্ন্যাস-গত হইয়াই মোক্ষ সাধন হয়, কর্ম্ম সহকারে হয় না, ইহাও 'সংন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক [যাহারা] ভৈক্ষ্যচর্য্যা আচরণ করেন' ইত্যাদি বাক্য বলিয়া প্রদর্শন করি-তেছেন। বিদ্যা ও কর্ম্মের পরস্পর বিরোধও ইহার অপর হেতু ; কারণ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বানুভূতির সহিত একত্র কর্ম্ম সম্পাদন করা স্বপ্নেও সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে কাল-বিশেষের কোন নিয়ম নাই ; সুতরাং তাহার নিমিত্ত বা উৎপত্তি-কারণ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম থাকিতে পারে না ; এই কারণে কালবিশেষ দ্বারাও উহার সঙ্কোচ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

গৃহস্থগণের সম্বন্ধেও যে, ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সূচক নিদর্শন দেখা যায়, তাহা কখনই পূর্ব্ব প্রদর্শিত স্থিরতর নিয়মের বাধা করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, শত শত বিধি দ্বারাও আলোক ও অন্ধকারের একত্র সম্ভাব সম্পাদন করিতে পারা যায় না ; ঐরূপ সূচক বাক্যের আর কথা কি ? এইরূপে যাহার সম্বন্ধ ও প্রয়োজন কথিত হইল ; সেই উপনিষদের (এই মুণ্ডকোপনিষদের) অল্পাক্ষরযুক্ত (অনতিবিস্তীর্ণ) বিবরণ গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

যে সকল সজ্জন শ্রদ্ধা-ভক্তি পুরঃসর এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আত্ম-ভাবে আশ্রয় করেন, ইহা তাঁহাদের গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও রোগাদি অনর্থরাশি বিনষ্ট করে, অথবা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটায় এবং সংসার-কারণীভূত অবিদ্যা প্রভৃতি দোষসমূহ অবসন্ন করে—বিনষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া [ব্রহ্মবিদ্যা] উপনিষৎ-পদবাচ্য হয়। কারণ, উপ + নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর এইরূপ অর্থই স্মরণ করা হইয়া থাকে (৩)।

ওঁ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব।
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা॥
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১॥

[প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করসম্মতিম্।
মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

বিশ্বস্য (জগতঃ) কর্ত্তা (উৎপাদকঃ), ভুবনস্য (উৎপন্নস্য চ জগতঃ) গোপ্তা (পালকঃ) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভঃ) দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং), প্রথমঃ [সন্] সংবভূব (প্রাদুরভূৎ)। সঃ (ব্রহ্মা) অথর্ব্বায় (অথর্ব্বনাম্নে) জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং অভিব্যক্তি-হেতুভূতাং) ব্রহ্মবিদ্যাং (ব্রহ্মবিষয়াং, ব্রহ্মণা প্রোক্তাং বা বিদ্যাং পরাপরলক্ষণাং) প্রাহ (অকথয়ৎ)॥

সমস্ত জগতের কর্ত্তা (উৎপাদক) এবং উৎপন্ন জগতের পরিরক্ষক ব্রহ্মা দেবগণের প্রধানরূপে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অথর্ব্বনামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ব্ববিদ্যার আকর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ব্রহ্মা পরিবৃঢ়ো মহান্ ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ সর্ব্বান্ অন্যানতিশেত ইতি। দেবানাং দ্যোতনবতামিন্দ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্ প্রথমোঽগ্রে বা

(৩) তাৎপর্য্য—'সদ্'ধাতুর অর্থ—বিনাশ গতি ও অবসাদন। 'উপ'অর্থ—শীঘ্র বা সামীপ্য; 'নি'অর্থ—নিশ্চয় ও নিঃশেষ। এই ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় সেবকগণের জন্ম জরাদি দুঃখ বিনষ্ট করে; সংসারের কারণীভূত অবিদ্যার অবসাদন করে, এবং ব্রহ্ম সম্প্রাপ্তি সম্পাদন করে বলিয়া 'উপনিষৎ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সম্বভূব অভিব্যক্তঃ সম্যক্ স্বাতন্ত্র্যেণেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তথা, যথা ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ সংসারিণোঽন্যে জায়ন্তে। "যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ" ইত্যাদিস্মৃতেঃ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তা উৎপাদয়িতা। ভুবনস্য উৎপন্নস্য গোপ্তা পালয়িতেতি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্তুতয়ে। স এবং প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং, "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্" ইতি বিশেষণাৎ পরমাত্মবিষয়া হি সা। ব্রহ্মণা বা অগ্রজেনোক্তেতি ব্রহ্মবিদ্যা। তাং ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং সর্ব্ববিদ্যাভিব্যক্তিহেতুত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। সর্ব্ববিদ্যা-বেদ্যং বা বস্তু অনয়ৈব বিজ্ঞায়ত ইতি, "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামিতি চ স্তৌতি বিদ্যাম্। অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়—জ্যেষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চ, অনেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিপ্রকারেষন্যতমস্য সৃষ্টিপ্রকারস্য প্রমুখে পূর্ব্বম্ অথর্ব্বা সৃষ্ট ইতি জ্যেষ্ঠঃ; তস্মৈ জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ উক্তবান্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা সর্ব্বাতিশায়ী মহান্ প্রভু ব্রহ্মা দীপ্তিমান্ ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে নানা গুণে প্রথম অর্থাৎ প্রধান হইয়া অথবা তাহাদেরও প্রথমে সম্ভূত হইয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাধীন হইয়া যথাযথরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অপরাপর সংসারিগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম পরবশ হইয়া জন্ম লাভ করে, তিনি সেরূপ করেন নাই। কারণ মনুস্মৃতি বলিয়াছেন যে, 'এই যিনি (হিরণ্যগর্ভ) অতীন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য।' [তিনি] বিশ্বের—সমস্ত জগতের কর্ত্তা—উৎপাদক, এবং উৎপন্ন জগতের গোপ্তা—পালনকর্ত্তা। উক্ত বিশেষণটি ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রশংসার্থ [প্রযুক্ত হইয়াছে]। ঈদৃশ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত সেই ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা, তদ্বিষয়ক বিদ্যা—ব্রহ্ম-বিদ্যা; পরেই 'যাহা দ্বারা সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায়' এইরূপ বিশেষণ থাকায় এই বিদ্যাকে পরমাত্ম-বিষয়ক [বলিতে হইবে], অথবা প্রথম জাত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়াই ইহা 'ব্রহ্মবিদ্যা' পদবাচ্য।

সর্ব্ববিদ্যার অভিব্যক্তির নিদান বলিয়া অথবা 'যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমত (অচিন্তিত) বিষয়ও মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয়,' এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, অন্যান্য বিদ্যা দ্বারা যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, এই বিদ্যাদ্বারা তৎসমুদয়ও বিজ্ঞাত হয়; এই জন্যই সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়রূপা—'সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা' পদবাচ্য হয়। অবশ্য, 'সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা' এই বিশেষণটি বিদ্যার প্রশংসা-সূচক মাত্র; সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠারূপা সেই ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বহুবিধ সৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে কোন একটি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমেই 'অথর্ব্ব ঋষি সৃষ্ট হইয়াছিলেন; এই জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ; সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় (†) প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২

[ইদানীং বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়পারম্পর্য্যমাহ]—"অথর্ব্বণে" ইত্যাদিনা। ব্রহ্মা (আদিপুরুষঃ) অথর্ব্বণে (অথর্ব্বসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) যাং (ব্রহ্মবিদ্যাং) প্রবদেত (প্রোক্তবান্); অথর্ব্বা (ব্রহ্মশিষ্যঃ) পুরা (প্রথমং) তাং (ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাং) ব্রহ্মবিদ্যাং অঙ্গিরে (তন্নামকায় ঋষয়ে) উবাচ (উক্তবান্)। সঃ (অঙ্গীঃ) ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজবংশজাতায়) সত্যবহায় (তন্নামধেয়ায়) প্রাহ [তাং ব্রহ্মবিদ্যামিতি শেষঃ]। ভারদ্বাজঃ [পুনঃ] পরাবরাং (পরস্মাৎ পরস্মাৎ আচার্য্যাৎ অবরেণ অবরেণ শিষ্যেণ প্রাপ্তাং ব্রহ্মবিদ্যাং) অঙ্গিরসে (অঙ্গিরঃসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) [প্রোবাচ ইতি শেষঃ] ॥

এখন ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক সম্প্রদায় ক্রম বলা হইতেছে—আদি পুরুষ ব্রহ্মা অথর্ব্বন্ ঋষিকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা সর্ব্বপ্রথম সেই বিদ্যা অঙ্গির্‌নামক ঋষিকে বলেন; তিনি ভরদ্বাজবংশীয় সত্যবহকে বলেন; ভারদ্বাজ

† সত্যবাহায়' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরু হইতে পরবর্ত্তী শিষ্যগণকর্ত্তৃক লব্ধ এই বিদ্যা অঙ্গিরা ঋষিকে বলিয়াছিলেন ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যাম্ এতাম্ অথর্ব্বণে প্রবদেত প্রাবদৎ ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা, তামেব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাম্ অথর্ব্বা পুরা পূর্ব্বম্ উবাচ উক্তবান্ অঙ্গিরে অঙ্গীর্নাম্নে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স চাঙ্গীঃ ভারদ্বাজায় ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবহায় সত্যবহনাম্নে প্রাহ প্রোক্তবান্। ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে স্বশিষ্যায় পুত্রায় বা পরাবরাং পরস্মাৎ পরস্মাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা, পরাবরসর্ব্ববিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তের্ব্বা, তাং পরাবরামঙ্গিরসে প্রাহেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মা এই যে ব্রহ্ম-বিদ্যা অথর্ব্বকে বলিয়াছিলেন; ব্রহ্মা হইতে লব্ধ সেই বিদ্যাকেই আবার অথর্ব্বা প্রথমে অঙ্গির্নামক ঋষির উদ্দেশে বলেন; অঙ্গির্ আবার ভারদ্বাজ—ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে অর্থাৎ সত্যবহনামক ঋষির উদ্দেশে বলেন; ভারদ্বাজ আবার অঙ্গিরস্নামক স্বীয় শিষ্য কিংবা পুত্রের উদ্দেশে সেই পরাবরা বিদ্যা বলিয়াছিলেন। 'পরাবরা' অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব [আচার্য্য] হইতে অবর—শিষ্যগণকর্ত্তৃক প্রাপ্তা; অথবা পরাবিদ্যা ও অবরা বিদ্যার যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়, তৎসমস্তই ইহার অন্তর্নিহিত আছে। [শেষ বাক্যে ক্রিয়াপদ না থাকিলেও] পূর্ব্বোক্ত 'প্রাহ' (বলিয়াছিলেন) এই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

মহাশালঃ (গৃহস্থপ্রধানঃ) শৌনকঃ (শুনকনন্দনঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) বিধিবৎ (যথাবিধি) উপসন্নঃ (উপস্থিতঃ সন্) অঙ্গিরসং (তন্নামকং ভারদ্বাজশিষ্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্)। নু (প্রশ্নে বিতর্কে বা) ভগবঃ (ভগবন্,) কস্মিন্ (বস্তুনি) বিজ্ঞাতে (সতি) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বং (জগৎ) বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞানগোচরং) ভবতি ? ইতি ॥

গৃহস্থপ্রধান শৌনক যথাবিধি উপস্থিত হইয়া অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত (জগৎ) বিজ্ঞাত হয়॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

শৌনকঃ শুনকস্যাপত্যং মহাশালো মহাগৃহস্থঃ অঙ্গিরসং ভারদ্বাজ-শিষ্যমাচার্য্যং বিধিবদ্ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ; উপসন্ন উপগতঃ সন্ পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্। শৌনকাঙ্গিরসোঃ সম্বন্ধাদর্ব্বাক্ বিধিবদ্বিশেষণাভাবাৎ উপসদনবিধেঃ পূর্ব্বেষামনিয়ম ইতি গম্যতে। মর্য্যাদাকরণার্থং বিশেষণম্। মধ্যদীপিকান্যায়ার্থং বা বিশেষণম্, অস্মদাদিষপি উপসদনবিধেরিষ্টত্বাৎ। কিমিত্যাহ—কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে, নু ইতি বিতর্কে, ভগবো হে ভগবন্ সর্ব্বং যদিদং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞাতং বিশেষেণ জ্ঞাতম্ অবগতং ভবতীতি 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিদ্ভবতি, ইতি শিষ্টপ্রবাদং শ্রুতবান্ শৌনকঃ তদ্বিশেষং বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ কস্মিন্নিতি বিতর্কয়ন্ পপ্রচ্ছ। অথবা, লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাত্বৈব পপ্রচ্ছ। সন্তি হি লোকে সুবর্ণাদিশকলভেদাঃ সুবর্ণত্বাদ্যেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মানা লৌকিকৈঃ। তথা কিং নু অস্তি সর্ব্বস্য জগদ্ভেদস্যৈকং কারণং, যত্রৈকস্মিন্ (ক) বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।

নন্ববিদিতে হি 'কস্মিন্' ইতি প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ; 'কিমস্তি তৎ'ইতি তদা প্রশ্নো যুক্তঃ; সিদ্ধে হ্যস্তিত্বে কস্মিন্নিতি স্যাৎ; যথা কস্মিন্নিধেয়মিতি। ন, অক্ষর-বাহুল্যাদায়াস-ভীরুত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব—কিন্বস্তি তদ্, যস্মিন্নেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিৎ স্যাদিতি॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ।

মহাশাল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ শুনকপুত্র—শৌনক ভারদ্বাজশিষ্য আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট যথাবিধি—শাস্ত্রানুসারে উপসন্ন বা উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—শৌনক ও অঙ্গিরার গুরুশিষ্য সম্বন্ধের পূর্ব্বে 'বিধিবৎ' বিশেষণ না থাকায় জানা যায় যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সম্বন্ধে 'উপসদন'-বিধির কোন নিয়ম বা আবশ্যকতা ছিল না। [এখান হইতেই যে, উপসদন-পদ্ধতি আরব্ধ হইল, এই] সীমা নির্দ্দেশার্থ, অথবা আমাদের পক্ষেও যখন উপসদন-বিধি অভীষ্ট বা বাঞ্ছনীয়, তখন

(ক) যদেকস্মিন্ 'ইতি কচিৎ পাঠঃ।

'মধ্যদীপিকা' ন্যায়ে 'বিধিবৎ' বিশেষণটি [প্রদত্ত হইয়াছে] (৪)। কি ? [বলিয়াছিলেন ?] তাহা বলিতেছেন "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে"। এখানে 'নু' শব্দের অর্থ বিতর্ক (সংশয়) ; হে ভগবঃ !—ভগবন্ ! কোন্ পদার্থটি বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞেয় বস্তু বিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষ-রূপে জ্ঞাত—অবগত হইয়া থাকে। একটি (জানিলেই যে, সর্ব্ববিৎ হওয়া যায় ; শৌনক এইরূপ শিষ্ট প্রবাদ (সাধুজনের উক্তি) জানি--তেন ; তাই তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ অবস্থা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 'কোন্টি' এইরূপ বিতর্কপূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অথবা, সাধারণ দৃষ্টিতে জানিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; সাধারণ লোকেরাও যেরূপ সুবর্ণত্বাদির একত্ববিজ্ঞানে সুবর্ণাদির অংশগত ভেদ সমূহ অবগত হইয়া থাকে ; সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার সমস্ত জগতেরও এমন কোনও একটি কারণ আছে কি ? যাহাতে একটি মাত্র বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে ?

প্রশ্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে বিষয় জানা নাই, তদ্বিষয়ে ত 'কস্মিন্' (কোন্টি), এইরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হইতে পারে না ? পরন্তু তখন 'সেরূপ কি কিছু আছে ?' এইরূপ প্রশ্নই যুক্তিযুক্ত হয়। কেন না, অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ থাকিলেই তদ্বিষয়ে 'কস্মিন্' (কোন্টি) এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন হইতে পারে ; যেমন 'কোথায় স্থাপন করিতে হইবে ?' [এইরূপ প্রশ্ন হইয়া থাকে]। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; [ঐরূপ প্রশ্নে] কথা বাড়িয়া যায়, সুতরাং শ্রমবাহুল্য ঘটে ; সেই ভয়ে [এই প্রকার] অল্প কথায় প্রশ্ন করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় যে, তেমন পদার্থ কি আছে, যাহা একটি মাত্র জানিলেই সর্ব্ববিৎ হইতে পারা যায় (৫) ॥ ৩ ॥

(৪) তাৎপর্য্য—মধ্যস্থলে দীপ থাকিলে সে যেমন উভয় দিক্ই প্রকাশ করে, সেইরূপ এই 'বিধিবৎ' বিশেষণটিও শৌনক ও তৎপরবর্ত্তী শিষ্যদিগেরও উপসদনের বিধি জ্ঞাপন করিতেছে ॥

(৫) তাৎপর্য্য—প্রশ্নকর্ত্তার যে বিষয়টি কোন এক রকমে জানা থাকে, তদ্বিষয়েই বিশেষ জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ে 'কোন্টি' (কস্মিন্) ইত্যাদি প্রকার কোন বিশেষভাবে প্রশ্ন হইতে পারে,

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

[শৌনক-প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে "তস্মৈ" ইত্যাদিনা।]—সঃ (অঙ্গিরাঃ) হ (ঐতিহ্যে) তস্মৈ (শৌনকায়) উবাচ—(উক্তবান্) যৎ ব্রহ্মবিদঃ (বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ) হ স্ম (কিল) পরা (পরমাত্মবিষয়া) চ, অপরা (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-বিষয়া) চ (অপি), এব (নিশ্চয়ে) দ্বে (পরাপরালক্ষণে) বিদ্যে (জ্ঞানরূপে) বেদিতব্যে (জ্ঞাতব্যে) ইতি বদন্তি (কথয়ন্তি) [বদন্তি স্ম (উক্তবন্তঃ, ইতি বা)] ॥

অঙ্গিরা শৌনকের উদ্দেশে বলিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ (বেদতাৎপর্য্য-বেত্তারা) এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, পরা ও অপরা, এই দুইটি বিদ্যা অবশ্য জানিতে হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মৈ শৌনকায় সঃ অঙ্গিরা আহ কিলোবাচ। কিমিতি? উচ্যতে—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে জ্ঞাতব্যে ইতি। এবং হ স্ম কিল যদ্ব্রহ্মবিদো বেদার্থাভিজ্ঞাঃ পরমার্থদর্শিনো বদন্তি। কে তে? ইত্যাহ—পরা চ পরমাত্মবিদ্যা, অপরা চ ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন-তৎফলবিষয়া।

নমু 'কস্মিন্ বিদিতে সর্ব্ববিদ্ভবতি' ইতি শৌনকেন পৃষ্টং; তস্মিন্ বক্তব্যেঽপৃষ্টমাহ অঙ্গিরা "দ্বে বিদ্যে" ইত্যাদি। নৈষ দোষঃ, ক্রমাপেক্ষত্বাৎ প্রতিবচনস্য। অপরা হি বিদ্যা অবিদ্যা, সা নিরাকর্ত্তব্যা; তদ্বিষয়ে হি বিদিতে ন কিঞ্চিৎ

পরন্তু, যাহার যে বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে কখনই সেই অবিজ্ঞাত বিষয়ে কোন বিশেষভাবে প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না; বরং সেই বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়েই প্রশ্ন হইতে পারে। যেমন,—যে লোক কখনও পশু জানে না; সে কখনই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না যে, 'কোন্ পশুটি কিরূপ'? বরং 'এরূপ কোন প্রাণী আছে কি? যাহার নাম পশু; এইরূপ প্রশ্ন করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আলোচ্য স্থলেও সেই কথা; কারণ, শৌনক যদি পূর্ব্বে জানিতেন যে, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে; তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারিত, কিন্তু তিনি ঐ বিষয় জানিলে আর শিষ্যভাবে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? সুতরাং ঐরূপ প্রশ্ন না হইয়া প্রশ্ন হইতে পারিত যে, 'ভগবন্, এরূপ কোনও কিছু আছে কি? একটিমাত্র যাহা জানিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়? ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ কথা সত্য বটে, কিন্তু শ্রুতি এত অধিক কথা বলিতে নারাজ; তাই শ্রমলাঘবার্থ সংক্ষেপে অল্প কথায় 'কস্মিন্' এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছেন।

তত্ত্বতো বিদিতং স্যাদ্, ইতি; 'নিরাকৃত্য হি পূর্ব্বপক্ষং পশ্চাৎ সিদ্ধান্তো বক্তব্যো ভবতি' ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৪ ॥'

ভাষ্যানুবাদ।

আবার সেই অঙ্গিরা সেই শৌনকের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন; কি? [তাহা] বলা হইতেছে,—দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে, ইহা ব্রহ্মবিৎ—বেদার্থাভিজ্ঞ অর্থাৎ পরমার্থদর্শিগণ বলিয়া থাকেন। সেই দুইটি কি? তাহা বলিতেছেন—পরা ও অপরা। পরমাত্মবিষয়ক বিদ্যা পরা, আর ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও তৎসাধনবিষয়ক বিদ্যা অপরা।

ভাল, শৌনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন কোন্‌টি বিজ্ঞাত হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায়; এখানে তাহাই বলা আবশ্যক, কিন্তু অঙ্গিরা তাহা না বলিয়া 'দুইটি বিদ্যা' ইত্যাদি অজিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছেন! না,—এ দোষ হয় না; কারণ প্রশ্নোত্তরটি ক্রম-সাপেক্ষ। [অভিপ্রায় এই যে,] *অপরা বিদ্যা প্রকৃত পক্ষে অবিদ্যাই বটে*; কেন না, অপরা বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাত হইলেও বস্তুতঃ কোন তত্ত্বই বিদিত হয় না। অতএব 'প্রথম কল্পিত (অসৎ) পক্ষ প্রতিষেধ করিয়া পরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতে হয়'; এই নিয়মানুসারে অপরা বিদ্যার প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। [উক্ত ক্রম-নিয়মানুসারে প্রথমে প্রত্যাখ্যেয় বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধান্তরূপে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানরূপ পরা বিদ্যার বিষয় বর্ণিত হইবে] ॥ ৪ ॥

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

[ইদানীং পরাপরবিদ্যয়োঃ স্বরূপং বিভজ্যাহ তত্রেতি।]—তত্র (তয়োঃ পরাপরয়োঃ মধ্যে) অপরা (বিদ্যা) [উচ্যতে]। [কা সা? ইত্যাহ] ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্ববেদঃ, [এতে চ ত্বারো বেদাঃ], শিক্ষা

(বর্ণোচ্চারণাদিবিষয়কঃ গ্রন্থঃ), কল্পঃ (কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞাপকঃ শ্রৌতসূত্রগ্রন্থঃ), ব্যাকরণং, নিরুক্তং (বৈদিকশব্দানাং অর্থপ্রকাশকং), ছন্দঃ, জ্যোতিষং, [এতানি ষট্ বেদাঙ্গানি], ইতি, (ইতি শব্দঃ অপরা বিদ্যা সমাপ্তিসূচকঃ), [অপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি যথাযোগং অত্রৈবান্তর্ভাব্যানি ইত্যাশয়ঃ]। অথ (অনন্তরং) পরা (বিদ্যা) [উচ্যতে], [কা সা ? ইত্যাহ] যয়া (বিদ্যয়া) তৎ (অনন্তর মেব কথ্যমানং) অক্ষরং (ব্রহ্ম) অধিগম্যতে (অভিন্নতয়া প্রাপ্যতে)॥

সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে অপরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ। অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র কা অপরা ? ইত্যুচ্যতে—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্, ইত্যঙ্গানি ষট্, এষা অপরাবিদ্যা উক্তা (খ)। অথেদানীমিয়ং পরা বিদ্যোচ্যতে—যয়া তৎ বক্ষ্যমাণবিশেষণমক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে; অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ; ন চ পরপ্রাপ্তেরবগমার্থস্য চ (গ) ভেদোঽস্তি; অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নার্থান্তরম্।

ননু ঋগ্বেদাদিবাহ্যা তর্হি সা কথং পরা বিদ্যা স্যান্মোক্ষসাধনঞ্চ ? "যা বেদ-বাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ" (ঘ) ইতি হি স্মরন্তি। কুদৃষ্টিত্বান্নিষ্ফলত্বাদ-নাদেয়া স্যাৎ; উপনিষদাঞ্চ ঋগ্বেদাদিবাহ্যত্বং স্যাৎ। ঋগ্বেদাদিত্বে তু পৃথক্করণ-মনর্থকম্ "অথ পরা" ইতি। ন; বেদ্যবিষয়বিজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। উপ-নিষদ্-বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং, নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ। বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিবক্ষিতঃ। শব্দরাশ্য-ধিগমেঽপি যত্নান্তরমন্তরেণ গুর্ব্বভিগমনাদিলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ নাক্ষরাধিগমঃ সম্ভব-তীতি পৃথক্করণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ, পরা বিদ্যেতি কথনঞ্চেতি॥ ৫॥

(খ) সঙ্গতোঽপি 'উক্তা' ইতি পাঠঃ বহুষু পুস্তকেষু নোপলভ্যতে॥
(গ) 'মার্থস্য ভেদঃ' ইতি কচিৎ কচিৎ পাঠঃ।
(ঘ) 'যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ' ইত্যংশঃ সাধীয়ানপি বহুষু পুস্তকেষু পরিত্যক্তঃ

ভাষ্যানুবাদ।

তন্মধ্যে অপরা কি? তাহা বলা হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অর্থর্ব্ববেদ, এই চারিটি বেদ; শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ; ইহাই অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত। অতঃপর এখন পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই বক্ষ্যমাণ বিশেষণবিশিষ্ট অক্ষর ব্রহ্মকে অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কারণ 'অধি'পূর্ব্বক 'গম' ধাতুর 'প্রাপ্তি' অর্থই প্রায়িক; আর পরমাত্ম লাভ ও অবগতির যে অর্থগতও কোন ভেদ আছে, তাহা নাই; কারণ, পরপ্রাপ্তি অর্থ অবিদ্যাধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভাল, পরা বিদ্যা যদি ঋগ্বেদাদির বহির্ভূত হইল, তাহা হইলে উহা পরা বিদ্যা এবং মোক্ষ-সাধনই বা হয় কিরূপে? স্মৃতিকারগণ বলিয়া থাকেন যে, 'বেদবহির্ভূত যে সমস্ত স্মৃতি, এবং যে কোনও অসৎ জ্ঞানোপদেশ, [তৎসমস্ত উপেক্ষণীয়]।' তৎসমস্তই অসদুপদেশ; সুতরাং নিষ্ফল, নিষ্ফলত্ব হেতুই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, এবং উপনিষৎ-সমূহেরও ঋগ্বেদাদি-বাহ্যতা হইতে পারে? আর ঋগ্বেদাদির অন্তর্গত হইলে "অথ পরা" বলিয়া পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। না—পৃথক্ নির্দ্দেশ নিরর্থক হয় না; কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই এখানে বিবক্ষিত (বক্তার—শ্রুতির অভিপ্রেত)। অর্থাৎ উপনিষদ্-বেদ্য যে, অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে 'পরা বিদ্যা' বলিয়া প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদ-শব্দে কিন্তু সর্ব্বত্রই কেবল শব্দ সমূহমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। কেবল শব্দসমূহ অধিগত হইলেও গুরুসমীপে গমনাদিরূপ প্রযত্ন এবং বৈরাগ্য লাভ ব্যতীত যে, অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভবই হয় না, ইহা প্রতিপাদনার্থই ব্রহ্মবিদ্যার পৃথক্ করণ, এবং 'পরা বিদ্যা' নামকরণ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

[পরাং বিদ্যাং বিশেষয়িতুং অক্ষরস্বরূপমাহ—যৎ তদিত্যাদি ।]—যৎ তৎ (বক্ষ্যমাণং) অদ্রেশ্যম্ (অদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্যম্), অগ্রাহ্যম্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যম্), অগোত্রম্ (গোত্রং বংশঃ, মূলমিতি যাবৎ, তদ্রহিতম্,), অবর্ণম্ (রূপাদিহীনম্), অচক্ষুঃশ্রোত্রং (চক্ষুঃকর্ণহীনম্), [পুনশ্চ] তৎ অপাণিপাদং (পাণি-পাদবর্জ্জিতং), নিত্যং (অবিনাশি), বিভুং (বিবিধাকারং), সর্ব্বগতং (ব্যাপকং), সুসূক্ষ্মং । [কিঞ্চ,] তৎ অক্ষরম্ অব্যয়ং (অপচয়োপচয়রহিতং), যৎ (উক্তলক্ষণং) ভূতযোনিং (ভূতানাং কারণম্ অক্ষরং) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) [পরবিদ্যয়া] পরিপশ্যন্তি (সর্ব্বতঃ অবগচ্ছন্তি) [সা 'পরা বিদ্যা' ইত্যাশয়ঃ] ॥

ধীর বিবেকিগণ [এই পরা বিদ্যা দ্বারা] সেই যে, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র (মূলরহিত) নীরূপ, এবং চক্ষুঃ ও কর্ণরহিত, হস্তপদবিহীন, নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী ও অতি সূক্ষ্ম, সেই যে ভূতযোনি (সর্ব্বকারণ) অক্ষরকে সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যথা বিধিবিষয়ে কর্ত্রাদ্যনেককারকোপসংহারদ্বারেণ বাক্যার্থজ্ঞানকালাদন্য-ত্রানুষ্ঠেয়োঽর্থোঽস্তি অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণঃ, ন তথেহ পরবিদ্যাবিষয়ে ; বাক্যার্থজ্ঞান-সমকাল এব তু পর্য্যবসিতো ভবতি, কেবলশব্দপ্রকাশিতার্থজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাব্যতি-রিক্তাভাবাৎ। তস্মাদিহ পরাং বিদ্যাং সবিশেষণেনাক্ষরেণ বিশিনষ্টি—যত্তদদ্রেশ্য-মিত্যাদিনা ।

বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশ্যতে—যত্তদিতি। অদ্রেশ্যমদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ, দৃশের্ব্বহিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারকত্বাৎ। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ। অগোত্রং—গোত্রমন্বয়ো মূলমিত্যনর্থান্তরম্, অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ। ন হি তস্য মূলমস্তি, যেনান্বিতং স্যাৎ। বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ো বা, অবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তদবর্ণম্ অক্ষরম্।

অচক্ষুঃশ্রোত্রং—চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তূনাং, তে অবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি-চেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং, তদিহ 'অচক্ষুঃশ্রোত্রম্' ইতি বার্য্যতে, "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিদর্শনাৎ।

কিঞ্চ, তদপাণিপাদং—কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেতৎ। যত এবমগ্রাহ্যমগ্রাহকঞ্চ, অতো নিত্যমবিনাশি, বিভুং—বিবিধং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত প্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভুম্। সর্ব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ। সুসূক্ষ্মং শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শব্দাদয়ো হ্যাকাশ-বায়্বাদীনামুত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি, তদভাবাৎ সুসূক্ষ্মম্। কিঞ্চ, তদব্যয়ম্ উক্তধর্ম্মত্বাদেব ন ব্যেতীত্যব্যয়ম্। ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব। নাপি কোষাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি রাজ্ঞ ইব। নাপি গুণদ্বারকো ব্যয়ঃ সম্ভবত্যগুণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাচ্চ। যদেবংলক্ষণং ভূত-যোনিং ভূতানাং কারণং—পৃথিবীব স্থাবরজঙ্গমানাং, পরি সর্ব্বত আত্মভূতং সর্ব্বস্যাক্ষরং পশ্যন্তি ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ। ঈদৃশমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে, সা পরা বিদ্যেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

বিধিবিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মোপদেশক বিধিশাস্ত্রে যেরূপ কর্ত্তা প্রভৃতি অনেকানেক কারক বা ক্রিয়ানিষ্পাদক বিষয়ের আবশ্যক হয়, এবং বিধিবাক্যের অর্থ প্রতীতি ছাড়া সময়ান্তরে অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি-রূপ আরও বিষয় থাকে; এই পরবিদ্যা-বিষয়ে সেরূপ কিছু নাই, পরন্তু বাক্যার্থ জ্ঞানের সমকালেই তদর্থ সম্পন্ন হইয়া থাকে; কারণ, ইহাতে শব্দার্থ-জ্ঞানে তৎপরতা ভিন্ন আর কিছুমাত্র কর্ত্তব্যতা নাই। এইজন্য এখানে "যৎ তৎ অদ্রেশ্যং" ইত্যাদি বিশেষণে বিশে-ষিত অক্ষর ব্রহ্ম নির্দ্দেশের দ্বারা সেই পরা বিদ্যাকে বিশেষিত করিতেছেন।

পরে যাহা বর্ণিত হইবে, তাহাকে অগ্রে বুদ্ধিস্থ করিয়া (মনে করিয়া) প্রসিদ্ধের ন্যায় 'যৎ তৎ' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্রেশ্য —অদৃশ্য, অর্থাৎ [চক্ষুঃ প্রভৃতি] বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য; কারণ, বাহ্যবিষয়ক

জ্ঞান পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অগোত্র—গোত্র,বংশ ও মূল, এ সমস্তের অর্থগত ভেদ নাই; [সুতরাং] অগোত্র অর্থ—নিরন্বয় বা মূলরহিত। অভিপ্রায় এই যে, তিনিই সকলের মূল, তাঁহার আর কোনও মূল নাই—যাহার সহিত অন্বিত (কার্য্যরূপে সম্বন্ধ) হইতে পারেন। যাহা বর্ণনার যোগ্য, তাহা বর্ণ—স্থূলত্বাদি কিংবা শুক্লত্বাদি বস্তু-ধর্ম্মসমূহ; কোনপ্রকার বর্ণ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অবর্ণ ও 'অক্ষর' পদবাচ্য; অচক্ষুঃশ্রোত্র—নাম ও রূপ-গ্রাহক চক্ষুঃ কর্ণ ইন্দ্রিয় দুইটি সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ; সেই ইন্দ্রিয় দুইটি যাহার নাই, তিনি অচক্ষুঃ-শ্রোত্র। [অভিপ্রায় এই যে,] 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন'; ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে চৈতন্যসম্পন্ন বলিয়া বিশেষিত করায় অপরাপর সংসারীর ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধেও চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কার্য্যকারিতা সম্ভাবিত হইয়াছিল; এখানে 'অচক্ষুঃশ্রোত্র' বিশেষণ দ্বারা তাহাই নিবারিত করা হইল; কারণ, 'তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন এবং কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন', ইত্যাদি শ্রৌত প্রমাণ দেখা যায়।

অপিচ, তিনি অপাণি-পাদ অর্থাৎ কর্ম্মসাধন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়রহিত। যেহেতু তিনি গ্রহণযোগ্য নহেন, এবং তাঁহার গ্রাহকও কিছু নাই; অতএব তিনি নিত্য—বিনাশ-রহিত, বিভু—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত নানা-বিধ প্রাণিভেদে প্রাদুর্ভূত হন, এইজন্য বিভু—সর্ব্বগত আকাশবৎ ব্যাপক। যেহেতু স্থূলতাপ্রাপ্তির কারণীভূত শব্দাদি ধর্ম্মরহিত; অতএব, সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ শব্দাদি গুণই আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতের উত্তরোত্তর স্থূলতার কারণ, তাহা না থাকায় তিনি অতি সূক্ষ্ম (৬)। আরও এক কথা,

---

(৬) তাৎপর্য্য—দেখা যায়, আকাশাদি পাঁচটি ভূতের মধ্যে যাহার গুণ যত অধিক, তাহার স্থূলতাও তত অধিক; আকাশের একটিমাত্র গুণ—শব্দ, সেই জন্য আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম; বায়ুর দুইটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ, এই জন্য আকাশ অপেক্ষা বায়ু স্থূল, তেজের গুণ তিনটি—

তিনি অব্যয়, উক্তপ্রকার ধর্ম্মসম্পন্ন বলিয়াই তিনি ব্যয় বা বিশেষরূপ প্রাপ্ত হন না, তাই অব্যয় ; অঙ্গহীনের পক্ষে শরীরের ন্যায় স্বীয় অংশের অপচয়াত্মক ব্যয় কখনই সম্ভবপর হয় না,এবং রাজার যেমন ধনাগারের অপচয়ে ক্ষয় হয়,তেমন ক্ষয়ও তাঁহার সম্ভব হয় না ; তিনি যখন নির্গুণ ও সর্ব্বব্যাপক, তখন গুণাপচয় দ্বারাও তাঁহার ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী যেরূপ স্থাবর-জঙ্গম সমূহের কারণ, তিনিও তদ্রূপ সমস্তভূতের যোনি—কারণ ; এবম্ভূত সেই ভূতযোনি অক্ষরকে ধীর অর্থাৎ ধীসম্পন্ন বিবেকিগণ পরি—সর্ব্বতোভাবে—সকলের আত্মভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এবংবিধ অক্ষরকে যে বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই 'পরা বিদ্যা' ; ইহাই উক্ত বাক্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ ॥ ৬ ॥

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥৭

[অথ অক্ষরস্য ভূতযোনিত্বং দৃষ্টান্তৈঃ সমর্থয়ন্ আহ]—যথেত্যাদি। যথা ঊর্ণনাভিঃ (লূতাকীটঃ) [বাহ্যসহায়নিরপেক্ষঃ সন্ স্বয়মেব তন্তূন্] সৃজতে (উৎপাদয়তি) ; [পুনঃ] গৃহ্নতে চ (আত্মসাৎ চ করোতি), যথা ওষধয়ঃ (তৃণলতাদীনি) পৃথিব্যাং (ভূমৌ) সম্ভবন্তি (সমুৎপদ্যন্তে), যথা চ সতঃ (বিদ্যমানাৎ) পুরুষাৎ (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণাৎ) কেশ-লোমানি (কেশা লোমানি চ) [সম্ভবন্তি] ; তথা ইহ (সংসারে) অক্ষরাৎ (ব্রহ্মণঃ) বিশ্বং (কৃৎস্নং জগৎ) সম্ভবতি (উৎপদ্যতে) ॥

ঊর্ণনাভি যেরূপ অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই তন্তুরাশি

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সুতরাং বায়ু অপেক্ষাও তেজের স্থূলতা অধিক ; এইরূপ জলে চারিটি গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, সুতরাং তেজ অপেক্ষাও জল স্থূল ; পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাঁচটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সেই জন্য পৃথিবীর স্থূলতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিয়মানুসারে বুঝা যায় যে, শব্দাদি গুণসম্বন্ধই স্থূলতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ, অক্ষর ব্রহ্মে শব্দাদি গুণ নাই, কাজেই তাঁহাকে 'সুসূক্ষ্ম' বলা যাইতে পারে।

সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ সে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে ; পৃথিবীতে যেরূপ ওষধিসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, এবং জীবৎ পুরুষদেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোম-সমূহ সমুৎপন্ন হয় ; সেইরূপ এই সংসারে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ভূতযোনিরক্ষরমিত্যুক্তম্ ; তৎ কথং ভূতযোনিত্বম্, ইত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধ-দৃষ্টান্তৈঃ,—যথা লোকে প্রসিদ্ধ ঊর্ণনাভির্লূতাকীটঃ কিঞ্চিৎ কারণান্তরমনপেক্ষ্য স্বয়মেব সৃজতে স্বশরীরাব্যতিরিক্তান্ এব তন্তূন্ বহিঃ প্রসারয়তি, পুনস্তানেব গৃহ্ণতে চ গৃহ্ণাতি স্বাত্মভাবমেবাপাদয়তি ; যথা চ পৃথিব্যামোষধয়ো ব্রীহ্যাদিস্থাবরান্তাঃ স্বাত্মাব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি সম্ভবন্তি ; যথা সতো বিদ্যমানাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি কেশাশ্চ লোমানি চ সম্ভবন্তি বিলক্ষণানি। যথৈতে দৃষ্টান্তাঃ, তথা বিলক্ষণং সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তান্তরানপেক্ষাদ্ যথোক্তলক্ষণাদক্ষরাৎ সম্ভবতি সমুৎপদ্যত ইহ সংসারমণ্ডলে বিশ্বং সমস্তং জগৎ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানন্তু সুখার্থপ্রবোধনার্থম্ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ব্বে অক্ষরকে 'ভূতযোনি' বলা হইয়াছে ; সেই ভূতযোনিত্ব কি প্রকারে হইতে পারে, এখন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা কথিত হইতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ ঊর্ণনাভি অর্থাৎ লূতাকীট যেরূপ অপর কোনও কারণের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সৃষ্টি করে, অর্থাৎ স্বশরীর হইতে অপৃথক্ তন্তুরাশি বাহিরে প্রসারিত করে, আবার সেই সমস্ত-কেই গ্রহণও করে, অর্থাৎ স্বদেহভাবে পরিণত করে (ভক্ষণ করে) ; এবং পৃথিবী হইতে অপৃথগ্‌ভাবাপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরপর্য্যন্ত ওষধি-সমূহ যেরূপ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয় ; জীবৎপুরুষ (দেহ) হইতে যেরূপ তদ্বিলক্ষণ কেশ-লোম অর্থাৎ কেশ ও লোম সম্ভূত হয়। এই সকল দৃষ্টান্ত যেরূপ, সেইরূপ এই সংসারমণ্ডলে কারণের অনুরূপ ও বিরূপ সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্ত-নিরপেক্ষ পূর্ব্বোক্তপ্রকার অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অনায়াসে অর্থপ্রতীতির জন্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে ॥৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥ ৮

[উৎপত্তি ক্রমবিবক্ষয়া আহ]—তপসেতি। ব্রহ্ম (ভূতযোনিরক্ষরং) তপসা (জ্ঞানেন) চীয়তে (উপচীয়তে—সৃষ্টি-সমুন্মুখং ভবতি) ; ততঃ (তস্মাদ্ব্রহ্মণঃ) অন্নম্ (জীবভোগার্হমব্যাকৃতম্) অভিজায়তে, (উৎপদ্যতে) ; অন্নাৎ (অব্যাকৃতাৎ) প্রাণঃ (সূত্রাত্মা—হিরণ্যগর্ভঃ) ; [তস্মাচ্চ প্রাণাৎ] মনঃ (সংকল্পবিকল্পধর্ম্মকং) ; [তস্মাচ্চ মনসঃ] সত্যং (আপেক্ষিকসত্যরূপং সূক্ষ্মভূতপঞ্চকং), [তস্মাচ্চ সত্যাৎ] লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ সপ্ত) ; [তেষু চ] কর্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমাদ্যুচিতানি) ; কর্ম্মসু চ অমৃতম্ (অমৃতায়মানং কর্ম্মফলম্) [অভিজায়তে ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে] ॥

এই শ্রুতিতে উৎপত্তির ক্রম কথিত হইতেছে,—তপস্যা অর্থাৎ উৎপাদনোপযোগী জ্ঞান দ্বারা [উক্ত ভূতযোনি অক্ষর] ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখতা লাভ করেন ; সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবোপভোগ্য অব্যাকৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ), হিরণ্যগর্ভ হইতে মনঃ (অন্তঃকরণ), তাহা হইতে সত্যনামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, তাহা হইতে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, [লোকেতে আবার কর্ম্ম) এবং শুভ কর্ম্মে আবার অমৃত অর্থাৎ কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হয় ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্ব্রহ্মণ উৎপদ্যমানং বিশ্বং, তদনেন ক্রমেণোৎপদ্যতে, ন যুগপদ্বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ, ইতি ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে—তপসা জ্ঞানেন উৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া ভূতযোন্যক্ষরং ব্রহ্ম চীয়তে উপচীয়তে উৎপাদয়িষ্যদিদং জগৎ অঙ্কুরমিব বীজমুচ্ছূনতাং গচ্ছতি, পুত্রমিব পিতা হর্ষেণ। এবং সর্ব্বজ্ঞতয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তিবিজ্ঞানবত্তয়া উপচিতাৎ ততো ব্রহ্মণোঽন্নং—অদ্যতে ভুজ্যত ইত্যন্নমব্যাকৃতং সাধারণং কারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থারূপেণ অভিজায়তে উৎপদ্যতে। ততশ্চ অব্যাকৃতাৎ চিকীর্ষিতাবস্থাৎ অন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতঃ জগৎসাধারণঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মভূতসমুদায়বীজাঙ্কুরো জগদাত্মা অভিজায়ত ইত্যনুষঙ্গঃ। তস্মাচ্চ প্রাণাৎ মনো মনআখ্যং সঙ্কল্প-বিকল্প-সংশয়-নির্ণয়াদ্যাত্মকম্ অভিজায়তে। ততোঽপি সঙ্কল্পাদ্যাত্মকাৎ মনসঃ সত্যং সত্যাখ্যম্ আকাশাদিভূতপঞ্চকম্ অভি-

জায়তে। তস্মাৎ সত্যাখ্যাৎ ভূতপঞ্চকাৎ অণ্ডক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়ঃ। তেষু মনুষ্যাদি-প্রাণি-বর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি। কর্ম্মসু চ নিমিত্তভূতেষু অমৃতং কর্ম্মজং ফলম্; যাবৎ কর্ম্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি ন বিনশ্যন্তি, তাবৎ ফলং ন বিনশ্যতীত্যমৃতম্॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমশঃ—পর পর উৎপন্ন হয়, কিন্তু বদর-মুষ্টি নিক্ষেপের ন্যায় এক সঙ্গে নহে, এই জন্য সেই ক্রম-নিরূপণার্থ এই মন্ত্র আরব্ধ হইতেছে।—উক্ত ভূতযোনি ব্রহ্ম তপস্যা অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা উপচিত হন, অর্থাৎ পিতা যেরূপ পুত্র-সমুৎপাদনার্থ আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ অঙ্কুর সদৃশ এই জগৎ-সমুৎপাদনার্থ উক্ত বীজও যেন স্ফীততা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক শক্তি ও জ্ঞানে সমুপচিত সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ যাহা ভোগ করা যায়, তাহাই অন্ন, সংসারী জীবগণের অবিশিষ্ট (সাধারণ) কারণ অব্যাকৃত প্রধানই সেই অন্ন, তাহা অভিব্যজ্যমানরূপে উৎপন্ন হয়; অব্যাকৃত অথচ যাহাকে ব্যক্তীভূত করিতে হইবে, সেই অন্ন হইতে প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ জন্ম লাভ করেন; এই প্রাণই সর্ব্বজগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যা কামনা ও তদনুগত কর্ম্মসমষ্টিরূপ বীজের অঙ্কুরস্বরূপ এবং জগতের আত্মা। সেই প্রাণ হইতে আবার সংকল্প, বিকল্প, সংশয় ও নির্ণয়াদি স্বভাবসম্পন্ন মনোনামক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, সেই সংকল্পাদি স্বভাবসম্পন্ন মন হইতেও সত্য—অর্থাৎ 'সত্য'নামক আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সমুৎপন্ন হয়, সেই ভূতপঞ্চক হইতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথাক্রমে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ সৃষ্ট হয়; সেই সমস্ত লোকে আবার মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের বর্ণ ও আশ্রমানুযায়ী নানাবিধ কর্ম্ম, এবং সেই কর্ম্মাধীন অমৃত অর্থাৎ কর্ম্মফল [সমুৎপন্ন হয়]; যে পর্য্যন্ত শতকোটি কল্পেও কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ তৎফলও বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ

যতকাল কর্ম্ম, তাহার ফলও ততকাল অক্ষুণ্ণ থাকে ; এই কারণে কর্ম্মফলকে 'অমৃত' [বলা হইয়াছে] (৭) ॥৮॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯

ইত্যথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[ইদানীমুক্তমর্থমুপসংহরন্ বক্ষ্যমাণমর্থমাহ]—য ইত্যাদি। যঃ (অক্ষরাখ্যঃ পরমেশ্বরঃ) সর্ব্বজ্ঞঃ (সামান্যতঃ সর্ব্বং জানাতীত্যর্থঃ), সর্ব্ববিৎ (বিশেষভাবেন চ সর্ব্বং বেত্তীত্যর্থঃ)। যস্য (অক্ষরস্য) জ্ঞানময়ং (জ্ঞানমেব) তপঃ (তপঃ-ফলপ্রদায়কম্), তস্মাৎ (অক্ষরাৎ) এতৎ (উক্তলক্ষণং) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভাখ্যং), নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি), রূপং (শুক্লকৃষ্ণাদি), অন্নং (ভক্ষণীয়ং ধান্যাদিকং চ) জায়তে (উৎপদ্যতে) ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, সেই অক্ষর ব্রহ্ম

(৭) তাৎপর্য্য—অন্যত্র কথিত আছে যে, "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥" কর্ম্মসমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে সমুদায়ের ক্ষয় হয় না ; অর্থাৎ কর্ম্মের প্রদেয় ফল ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মকে থাকিতেই হয়, ফলভোগ সমাপ্ত হইলে কর্ম্ম আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়।

মনুষ্যকে স্বীয় কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, মনুষ্যমাত্রেরই তিনপ্রকার কর্ম্ম আছে, (১) সঞ্চিত (২) প্রারব্ধ (৩) ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম করা হইয়াছে, এখনও যাহাদের ফলভোগ আরব্ধ হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'সঞ্চিত' বলে, আর যে সমস্ত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থ এই উপস্থিত দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে প্রারব্ধ বলে, আর এই দেহে যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'ক্রিয়মাণ' বলে।

এখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মজ্ঞান সমুদিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের কোনটিই বিনষ্ট হইবে না, শত কোটি কল্পেও উহাদের উচ্ছেদ হইবে না ; কিন্তু আত্ম-জ্ঞানোদয়ে 'সঞ্চিত' ও 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্মসমূহ দগ্ধবীজের ন্যায় ফলোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায় ; সুতরাং তৎকালে তাহারা থাকিয়াও না থাকারই মধ্যে গণ্য হয়, তখন কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম সমূহ উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে। ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মও ফল প্রদান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপযুক্ত ভোগ প্রদান করিতে থাকে ; ভোগ শেষে কর্ম্ম ক্ষয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পতন হয়। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, "প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।" আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত ফলভোগের অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন, এখানে কর্ম্ম-ফলকে 'অমৃত' বলা হইয়াছে ॥

হইতে এই পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্ম, নাম (সংজ্ঞা), শুক্লাদি রূপ ও ধান্যাদি অন্ন সমুৎপন্ন হয় ॥ ৯

ইতি প্রথম-মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তমেবার্থমুপসংজিহীর্ষুর্মন্ত্রো বক্ষ্যমাণার্থমাহ—য উক্তলক্ষণঃ অক্ষরাখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, সামান্যেন সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ; বিশেষেণ সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সার্ব্বজ্ঞ্যলক্ষণং তপঃ অনায়াসলক্ষণং, তস্মাদ্ যথোক্তাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ এতৎ উক্তং কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং জায়তে। কিঞ্চ, নাম 'অসৌ দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যাদিলক্ষণম্; রূপম্ 'ইদং শুক্লং নীলম্' ইত্যাদি, অন্নঞ্চ ব্রীহিযবাদিলক্ষণং জায়তে পূর্ব্বমন্ত্রোক্তক্রমেণেত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই মন্ত্রটি পূর্ব্বকথিত বিষয়ের উপসংহার করতঃ বক্ষ্যমাণ বিষয় বলিতেছেন—পূর্ব্বে যাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই অক্ষরনামক যিনি সামান্যরূপে সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং বিশেষরূপেও সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানময় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞান-পরিণতিই যাঁহার অনায়াসাত্মক তপস্যা; যথোক্তপ্রকার সেই সর্ব্বজ্ঞ (অক্ষর) হইতে উক্ত হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য ব্রহ্ম জন্ম লাভ করেন। অপিচ, দেবদত্ত যজ্ঞদত্তাদি নাম, এই শুক্ল-নীলাদি রূপ এবং ব্রীহি-যবাদি অন্ন ও তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হয়। এখানে পূর্ব্বমন্ত্রোল্লিখিত ক্রমানুসারেই উৎপত্তি বুঝিতে হইবে; সুতরাং তাহা হইলে আর বিরোধ রহিল না (৮) ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ।

---

(৮) তাৎপর্য্য—অষ্টম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রথমে অন্ন হইল, তাহার পর অন্যান্য সমস্ত হইল। এখানে সর্ব্বশেষে অন্নের উল্লেখ থাকায় বিরোধ আশঙ্কাও হইয়াছিল, সেই জন্য বলিলেন এখানে ক্রমোল্লেখ প্রধান নহে—পূর্ব্বক্রমেই উৎপত্তি বুঝিতে হইবে, সুতরাং তাহাতে আর কোনপ্রকার বিরোধ নাই।

প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১০ ॥ ১ ॥

তৎ (প্রকৃতং) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) সত্যং। [কিং তৎ?] কবয়ঃ (মনীষিণঃ) মন্ত্রেষু (নিহিতানি) যানি কর্ম্মাণি অপশ্যন্ (দৃষ্টবন্তঃ), ত্রেতায়াং (ত্রয়ীলক্ষণায়াং) বহুধা (অনেকপ্রকারং) সন্ততানি (প্রবৃত্তানি)। [হে শিষ্যাঃ] সত্যকামাঃ (সত্যফলাভিলাষিণঃ সন্তঃ) তানি (কর্ম্মাণি) নিয়তং (নিত্যং) আচরথ (অনুতিষ্ঠত)। বঃ (যুষ্মাকং) সুকৃতস্য (সম্যক্ অনুষ্ঠিতস্য) লোকে (ফলপ্রাপ্তৌ) এষঃ পন্থাঃ (উপায়ঃ)॥

ইহাই সেই সত্য বস্তু; কবিগণ (পণ্ডিতগণ) মন্ত্রমধ্যে যাহা দর্শন করিয়াছেন। সেই ঋষিদৃষ্ট কর্ম্মসমূহ ত্রেতাতে (ত্রয়ী-বেদে), বহুপ্রকার প্রবৃত্ত আছে। [হে শিষ্যগণ,] তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই কর্ম্মসমূহ আচরণকর, ইহাই তোমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফললাভের পথ বা উপায়॥ ১০ ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সাঙ্গা বেদা অপরা বিদ্যোক্তা "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" ইত্যাদিনা। "যত্তদদ্রেশ্যম্" ইত্যাদিনা—"নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন উক্তলক্ষণমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে ইতি সা পরা বিদ্যা সবিশেষেণোক্তা। অতঃ পরম্ অনয়োর্ব্বিদ্যয়ো-বিষয়ৌ বিবেক্তব্যৌ সংসার-মোক্ষৌ, ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কর্ত্ত্রাদিসাধন-ক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোঽনাদিরনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাদ্ হাতব্যঃ প্রত্যেকং শরীরিভিঃ সামস্ত্যেন নদীস্রোতোবদবিচ্ছেদরূপ-সম্বন্ধঃ, তদুপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োঽনাদ্যনন্তোঽজরোঽমরোঽমৃতো-

হভয়ঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাত্মপ্রতিষ্ঠালক্ষণঃ পরমানন্দোঽদ্বয় ইতি। পূর্ব্বং তাবদপরবিদ্যায়া বিষয়প্রদর্শনার্থমারম্ভঃ; তদ্দর্শনে হি তন্নির্ব্বেদোপপত্তিঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্" ইত্যাদিনা। ন হ্যপ্রদর্শিতে পরীক্ষোপপদ্যতে, ইতি তৎ প্রদর্শয়ন্নাহ—তদেতৎ সত্যম্ অবিতথম্। কিং তৎ? মন্ত্রেষু ঋগ্বেদাদ্যাখ্যেষু কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি মন্ত্রৈরেব প্রকাশিতানি কবয়ো মেধাবিনো বশিষ্ঠাদয়ো যানি অপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ। যত্তদেতৎ সত্যমেকান্তপুরুষার্থসাধনত্বাৎ, তানি চ বেদবিহিতানি ঋষিদৃষ্টানি কর্ম্মাণি ত্রেতায়াং ত্রয়ীসংযোগলক্ষণায়াং হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্গাত্রপ্রকারায়াম্ অধিকরণভূতায়াং বহুধা বহুপ্রকারং সন্ততানি সংপ্রবৃত্তানি কর্ম্মিভিঃ ক্রিয়মাণানি, ত্রেতায়াং বা যুগে প্রায়শঃ প্রবৃত্তানি; অতো যূয়ং তানি আচরথ নির্ব্বর্ত্তয়ত নিয়তং নিত্যং, সত্যকামা যথাভূতকর্ম্মফলকামাঃ সন্তঃ। এষ বো যুষ্মাকং পন্থা মার্গঃ সুকৃতস্য স্বয়ং নির্ব্বর্ত্তিতস্য কর্ম্মণো লোকে—ফলনিমিত্তং লোক্যতে দৃশ্যতে ভুজ্যতে ইতি কর্ম্মফলং লোক উচ্যতে। তদর্থং তৎপ্রাপ্তয়ে এষ মার্গ ইত্যর্থঃ। যান্যেতানি অগ্নিহোত্রাদীনি ত্রয্যাং বিহিতানি কর্ম্মাণি, তান্যেষ পন্থা অবশ্যফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ॥ ১০॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

'ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ' ইত্যাদি বাক্যে বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহকে অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে। আর 'সেই যে অদৃশ্য' ইত্যাদি 'নাম, রূপ ও অন্ন সমুৎপন্ন হয়,' ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরসংজ্ঞক পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা, ঐ বাক্যে পরা বিদ্যা সম্বন্ধে আরও যাহা বিশেষ আছে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। অতঃপর উক্ত পরা ও অপরা বিদ্যার দ্বিবিধ বিষয়—মোক্ষ ও সংসার পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; এই উদ্দেশে পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে।

তন্মধ্যে নদী-স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমাণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন, কর্ত্তা প্রভৃতি ও ক্রিয়াকলাত্মক ভেদপূর্ণ এবং অনাদি, অনন্ত(৯) দুঃখময় এই যে সংসার, ইহাই অপরা বিদ্যার বিষয়;

(৯) তাৎপর্য্য—প্রকৃতপক্ষে সংসার অনিত্য হইলেও—ব্রহ্মজ্ঞানে বিনাশশীল হইলেও কবে যে তাহার অন্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত না থাকায় সংসারকে 'অনন্ত' বলা হইয়া থাকে॥

সংসার দুঃখময় বলিয়া প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই পরিত্যাজ্য ; আর সেই দুঃখময় সংসারের উপশম বা অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহাই পরা বিদ্যার বিষয়। উক্ত লক্ষণ মোক্ষও অনাদি, অনন্ত, জরা ও ক্ষয়বর্জ্জিত, বিনাশ ও ভয়রহিত, শুদ্ধ, নির্দ্দোষ, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি-রূপ অদ্বিতীয় পরমানন্দ স্বরূপ। প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় বিজ্ঞাত হইলে সহজেই তাহা হইতে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে ; এই কারণে প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় প্রদর্শনার্থ উপক্রম করা হইয়াছে। 'কর্ম্ম-সঞ্চিত লোক সমূহ (ফল সমূহ) পরীক্ষা করিয়া,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এ কথা বলা হইবে। বিচার্য্য বিষয় নির্দ্দেশ না করিলে, কখনই পরীক্ষা উপপন্ন হইতে পারে না ; এই কারণে সেই সেই বিষয় প্রদর্শন করতঃ বলিতেছেন—সেই এই বস্তুটি সত্য অর্থাৎ অবিতথরূপ। সেই বস্তুটি কি ? না—বশিষ্ঠ প্রভৃতি কবিগণ অর্থাৎ মেধাবিগণ ঋগ্বেদাদি মন্ত্রে প্রকাশিত অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন। কর্ম্মসমূহ মন্ত্র দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে ; [এই কারণে মন্ত্রে দৃষ্ট বলা হইয়াছে।] নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থ-সাধক এই যে সেই সত্য ; বেদবিহিত এবং ঋষিদৃষ্ট সেই কর্ম্ম সমূহ ত্রেতায় অর্থাৎ হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্গাত্রবিশিষ্ট (১০) বেদত্রয়ে বহুপ্রকারে সংপ্রবৃত্ত অর্থাৎ কর্ম্মিগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ; অথবা ত্রেতা-যুগে বহুলভাবে আরব্ধ হইয়াছে। অতএব তোমরা সত্যকাম হইয়া—যথাযথ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা সম্পাদন কর। সুকৃত অর্থাৎ তোমার নিজের সম্পাদিত কর্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত ইহাই তোমাদিগের প্রকৃত পথ—উপযুক্ত উপায়। যাহা অবলোকন করা হয়—দর্শন করা হয় অর্থাৎ ভোগ করা হয়, এই অর্থে 'লোক'

(১০) তাৎপর্য্য—ঋগ্বেদবিহিতঃ পদার্থঃ – হৌত্রম্, যজুর্ব্বেদবিহিতঃ আধ্বর্য্যবম্, সামবেদ-বিহিতঃ ঔদ্গাত্রম্ ইতি আনন্দগিরিঃ। অর্থাৎ ঋগ্বেদবিহিত বিষয়কে হৌত্র, যজুর্ব্বেদবিহিত বিষয়কে আধ্বর্য্যব, আর সামবেদবিহিত বিষয়কে ঔদ্গাত্র বলে। এতদনুসারে ঋগ্বেদবিৎ—হোতা, যজুর্ব্বেদবিৎ—অধ্বর্য্যু আর সামবেদবিৎ—উদ্গাতা নামে অভিহিত হন।

শব্দে কর্ম্মফল কথিত হইয়া থাকে। ইহা সেই লোকপ্রাপ্তির পথ। এই যে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, ফলপ্রাপ্তির অবশ্য-সাধকত্বনিবন্ধন সেই কর্ম্মসমূহই এই পথ ॥১০ ॥১॥

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥১১॥২॥

[প্রথমং তাবৎ অগ্নিহোত্রমেব উদাহ্রিয়তে]—'যদা' ইত্যাদিনা। যদা (যস্মিন্‌কালে) সমিদ্ধে (কাষ্ঠাদিভিঃ প্রদীপ্তে) হব্যবাহনে (অগ্নৌ) অর্চ্চিঃ (শিখা) লেলায়তে (চঞ্চলীভবতি); তদা (তস্মিন্‌কালে) আজ্যভাগৌ অন্তরেণ (আজ্যভাগয়োঃ মধ্যে আহবনীয়স্য দক্ষিণোত্তর-পার্শ্বয়োঃ আজ্যভাগৌ হূয়েতে, তয়োঃ মধ্যে ইত্যর্থঃ) আহুতীঃ (সায়ংপ্রাতঃ আহুতিদ্বয়ং) প্রতিপাদয়েৎ (প্রক্ষিপেৎ)॥

প্রজ্বলিত অগ্নিতে যে সময় শিখামণ্ডল চঞ্চল হয়, তখনই আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতি সমর্পণ করিবে॥ ১১।২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র অগ্নিহোত্রমেব তাবৎ প্রথমং প্রদর্শনার্থমুচ্যতে, সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রাথম্যাৎ। তৎ কথম্? যদৈব ইন্ধনৈরভ্যাহিতৈঃ সম্যক্ ইদ্ধে সমিদ্ধে দীপ্তে হব্যবাহনে লেলায়তে চলতি অর্চ্চিঃ; তদা তস্মিন্ কালে লেলায়মানে চলত্যর্চ্চিষি আজ্যভাগৌ আজ্যভাগয়োরন্তরেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ প্রক্ষিপেৎ দেবতামুদ্দিশ্য। অনেকাহঃপ্রয়োগাপেক্ষয়া আহুতীরিতি বহুবচনম্। এষ সম্যগাহুতি-প্রক্ষেপাদিলক্ষণঃ কর্ম্মমার্গো লোকপ্রাপ্তয়ে পন্থাঃ। তস্য চ সম্যক্‌করণং দুষ্করম্, বিপত্তয়স্ত্বনেকা ভবন্তি ॥ ১১ ॥ ২ ॥

ভাষানুবাদ।

তন্মধ্যে উদাহরণার্থ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রই উল্লিখিত হইতেছে; কারণ, উহাই সমস্ত কর্ম্মের প্রথম। তাহা কি প্রকার?—নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে যে সময়েই শিখা লেলায়মান—চলনশীল হয়, সেই সময় অগ্নিশিখা চলৎ থাকিতে থাকিতে আজ্যভাগদ্বয়ের

মধ্যে অর্থাৎ অর্পণযোগ্য স্থানে দেবতার উদ্দেশ করিয়া আহুতি সকল নিক্ষেপ করিবে। অনেক দিনের আহুতির বহুত্ব ধরিয়া মূলে 'আহুতি' শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, [নচেৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ই প্রসিদ্ধ।] যথোপযুক্ত আহুতি প্রক্ষেপাদি স্বরূপ এই কর্ম্মপথই লোকপ্রাপ্তির উপায়। কিন্তু তাহার যথাযথ-ভাবে অনুষ্ঠান বড় দুষ্কর; কারণ, ইহাতে অনেকপ্রকার বিপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১১ ॥২॥

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-
মচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-
মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

[অগ্নিহোত্রস্য অযথানুষ্ঠানে দোষমাহ]—যস্যেতি। যস্য (অগ্নিহোত্রিণঃ) অগ্নি-হোত্রং (তদাখ্যং যাগকর্ম্ম) অদর্শম্ (অমাবস্যাকর্ত্তব্য-'দর্শ'নামক-কর্ম্মরহিতম্) অপৌর্ণমাসম্ (পৌর্ণমাসীবিহিত-'পৌর্ণমাস'সংজ্ঞক-কর্ম্মবর্জ্জিতম্), অচাতুর্ম্মাস্যম্ (চাতুর্ম্মাস্যকর্ম্মরহিতম্) অনাগ্রয়ণং (শরদাদি-কর্ত্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশূন্যং), তথা অতিথিবর্জ্জিতম্ (অতিথিপূজনরহিতম্), অহুতম্ (যথাকালে হোমরহিতম্), অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব-বলিকর্ম্মরহিতম্), অবিধিনা (শাস্ত্রোক্তবিধানম্ অনাদৃত্য) হুতং চ [ভবতি], তৎ অগ্নিহোত্রং] তস্য (কর্ত্তুঃ) আ সপ্তমান্ (সপ্তমপর্য্যন্তান্) লোকান্ (ভূরাদীন্ কর্ম্মফলরূপান্) হিনস্তি (বিনাশয়তি—নিবারয়তীতি যাবৎ) [অতঃ সাবধানেন অগ্নিহোত্রং কর্ত্তব্যমিত্যাশয়ঃ]।

যাহার 'অগ্নিহোত্র'যাগ 'দর্শ' ও 'পৌর্ণমাস' যাগ রহিত হয়, চাতুর্ম্মাস্য ও আগ্রয়ণ-যাগশূন্য এবং অতিথি-পূজনরহিত হয়, যথাকালে হুত না হয়, বৈশ্বদেব-কর্ম্মশূন্য এবং অবিধিপূর্ব্বক হুত হয়, সেই অগ্নিহোত্র যাগই তাহার ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোক (কর্ম্মফল) বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১২॥৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথম্ ? যস্যাগ্নিহোত্রিণঃ অগ্নিহোত্রম্ অদর্শং দর্শাখ্যেন কর্ম্মণা বর্জ্জিতম্। অগ্নি-

হোত্রিণোঽবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদ্দর্শস্য—অগ্নিহোত্রিসম্বন্ধাগ্নিহোত্রবিশেষণমিব ভবতি ; তদ-ক্রিয়মাণমিত্যেতৎ। তথা অপৌর্ণমাসম্ ইত্যাদিষ্বপি অগ্নিহোত্র-বিশেষণত্বং দ্রষ্টব্যম্ ; অগ্নিহোত্রাঙ্গত্বস্যাবিশিষ্টত্বাৎ। অপৌর্ণমাসং পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অচাতুর্ম্মাস্যং চাতুর্ম্মাস্যকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অনাগ্রয়ণং আগ্রয়ণং শরদাদিষু কর্ত্তব্যং, তচ্চ ন ক্রিয়তে যস্য তৎ তথা। অতিথিবর্জ্জিতঞ্চ অতিথিপূজনঞ্চ অহন্যহন্যক্রিয়মাণং যস্য। স্বয়ং সম্যগগ্নিহোত্রকালে অহুতম্। অদর্শাদিবৎ অবৈশ্বদেবং বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জ্জিতম্। হূয়মানমপি অবিধিনা হুতং, ন যথাহুতমিত্যেতৎ।

এবং দুঃসম্পাদিতম্ অসম্পাদিতম্ অগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং কর্ম্ম কিং করোতী-ত্যুচ্যতে—আসপ্তমান্ সপ্তমসহিতান্ তস্য কর্ত্তুর্লোকান্ হিনস্তি হিনস্তীব আয়াসমাত্র-ফলত্বাৎ। সম্যক্‌ক্রিয়মাণেষু হি কর্ম্মসু কর্ম্মপরিণামানুরূপ্যেণ ভূরাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সপ্ত লোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে। তে লোকা এবম্ভূতেন অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা তু অপ্রাপ্যত্বাৎ হিংস্যন্ত ইব, আয়াসমাত্রন্তু অব্যভিচারীত্যতো হিনস্তীত্যুচ্যতে। পিণ্ড-দানাদ্যনুগ্রহেণ বা সম্বধ্যমানাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ স্বাত্মোপকারাঃ সপ্ত লোকা উক্তপ্রকারেণ অগ্নিহোত্রাদিনা ন ভবন্তীতি হিংস্যন্ত-ইত্যুচ্যতে॥ ১২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকারে ? অর্থাৎ বিপৎ সম্ভব হয় কি প্রকারে ? [তাহা কথিত হইতেছে], যে অগ্নিহোত্রীর 'অগ্নিহোত্র' যাগটি অদর্শ—'দর্শ'-নামক কর্ম্মবর্জ্জিত হয়, অগ্নিহোত্রীর পক্ষে 'দর্শ' যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য ; এই জন্য [দর্শ যাগটি যেন] অগ্নিহোত্রীর অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রের বিশেষণেরই মত প্রতীত হয় ; তদ্রূপে ক্রিয়মাণ না হয় ; 'অপৌর্ণমাস' প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে ; কারণ, অগ্নিহোত্রাঙ্গ বিষয়ে দর্শের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ উভয়ই অগ্নিহোত্রের তুল্য অঙ্গ। অপৌর্ণমাস অর্থাৎ 'পৌর্ণমাস'-নামক কর্ম্মরহিত। অচাতুর্ম্মাস্য অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্যনামক কর্ম্মবর্জ্জিত, অনা-গ্রয়ণ—আগ্রয়ণ কর্ম্মটি শরদাদি ঋতুতে কর্ত্তব্য, যে অগ্নিহোত্রে তাহা অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাই অনাগ্রয়ণ। অতিথিবর্জ্জিত অর্থাৎ প্রত্যহ

যাহার অতিথি সেবা করা না হয়। 'স্বয়ং যথাযথভাবে অগ্নিহোত্র সময়েও যাহাতে হোম করা না হয়। দর্শাদি কর্ম্মের ন্যায় বৈশ্বদেব কর্ম্মও যাহাতে অনুষ্ঠিত হয় না; আর হইলেও যথাবিধি হোম হয় না, অর্থাৎ যথাবিধি হুত হয় না।

এইভাবে দুঃসম্পাদিত কিংবা অসম্পাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কি করিয়া থাকে? তাহা কথিত হইতেছে—সেই কর্ম্মকর্ত্তার আ সপ্তম অর্থাৎ সপ্তমের সহিত লোকসমূহ (সপ্ত লোকই) হিংসা করে, কেবল কষ্টমাত্র স'র বলিয়া যেন [সপ্ত লোককে] হিংসাই করে, [এইরূপ বুঝিতে হইবে]। কর্ম্মসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদিত হইলে, সেই সকল কর্ম্মানুসারে ভূঃপ্রভৃতি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোক ফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উক্তপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পরন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ক্লেশ, তাহা ত নিশ্চিতই থাকে, এই কারণে, হিংসা করে বলা হইতেছে। অথবা, পিণ্ডদানাদি দ্বারা সম্বধ্যমান পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং [গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা] উপক্রিয়মাণ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র আর নিজের উপকার, এই সপ্তপ্রকার লোক এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন হয় না; এই কারণে 'হিংসা করে' বলা হইয়াছে ॥১২॥৩॥

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

[হবিগ্রহণসমর্থা অগ্নেঃ সপ্ত জিহ্বা আহ]—কালীত্যাদিনা। কালী, করালী চ, মনোজবা চ সুলোহিতা, যা চ (অপি) সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী (স্ফুলিঙ্গবতী) দেবী (সর্ব্বতঃ প্রোজ্জ্বলা) বিশ্বরুচী চ, লেলায়মানাঃ (চপলা হবিগ্রহণসমর্থাঃ) ইতি (এতাঃ) সপ্ত জিহ্বাঃ [দহনস্যেতি শেষঃ]।

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী, এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা ॥১৩॥৪॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ। কাল্যাদ্যা বিশ্বরুচ্যন্তা লেলায়মানা অগ্নের্হবিরাহুতিগ্রসনার্থা এতাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, আর যে সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং দ্যোতমানা বিশ্বরুচী, অগ্নির লেলায়মান এই সাতটি জিহ্বা আছে। 'কালী' হইতে 'বিশ্বরুচী' পর্য্যন্ত এই সাতটি অগ্নিজিহ্বা লেলায়মান অর্থাৎ হবির আহুতি গ্রহণ করিতে সমর্থ॥ ১৩ ॥ ৪ ॥

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

[ইদানীং তৎপ্রয়োগমাহ]—এতেষ্বিতি। যঃ (অগ্নিহোত্রী) ভ্রাজমানেষু (দীপ্যমানেষু) এতেষু (জিহ্বাভেদেষু) চরতে (কর্ম্ম আচরতি); এতাঃ (অগ্নিহোত্রিণা সম্পাদিতাঃ) আহুতয়ঃ হি (নিশ্চয়ে) যথাকালং (যস্য কর্ম্মণঃ যঃ কালঃ, তং কালম্ অনতিক্রম্য) সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ [ভূত্বা] আদদায়ন্ (যজমানম্ আদদানাঃ সত্যঃ) তং (দেশং) নয়ন্তি (প্রাপয়ন্তি), যত্র (স্বর্গে) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) দেবানাং পতিঃ (ইন্দ্রঃ) অধিবাসঃ (অধিবসতি)।

যে অগ্নিহোত্রী প্রদীপ্ত এই জিহ্বাসমূহে হোমকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, এই আহুতি সমূহই যথাকালে সূর্য্যরশ্মিভাবে সেই যজমানকে লইয়া সেই স্থান প্রাপ্ত করায়, যেখানে অদ্বিতীয় দেবপতি (ইন্দ্র) বাস করেন॥১৪॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতেষু অগ্নিজিহ্বাভেদেষু যঃ অগ্নিহোত্রী চরতে কর্ম্ম আচরতি অগ্নিহোত্রাদিকং

ভ্রাজমানেষু দীপ্যমানেষু। যথাকালঞ্চ যস্য কর্ম্মণো যঃ কালঃ তং কালম্ অনতিক্রম্য যথাকালং যজমানমাদদায়ন্ আদদানা আহুতয়ো যজমানেন নির্ব্বর্ত্তিতাঃ তং নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি। এতা আহুতয়ঃ, যা ইমা অনেন নির্ব্বর্ত্তিতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো ভূত্বা, রশ্মি-দ্বারৈরিত্যর্থঃ। যত্র যস্মিন্ স্বর্গে দেবানাং পতিরিন্দ্র একঃ সর্ব্বানুপরি অধি-বসতীত্যধিবাসঃ ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

ভাষানুবাদ।

যে অগ্নিহোত্রী দীপ্যমান এইসকল অগ্নিজিহ্বাতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, যজমানসম্পাদিত অর্থাৎ যজমানকর্ত্তৃক যে সকল আহুতি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই আহুতিনিচয় যথাকালে যজমানকে আদানপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেখানে—যে স্বর্গে দেবগণের পতি ইন্দ্র সর্ব্বোপরি বাস করিয়া থাকেন, সেই স্থান প্রাপ্ত করায় ॥ ১৪ ॥ ৫ ॥

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এস বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১৫ ॥ ৬ ॥

[ইদানীং সূর্য্যরশ্মিদ্বারকবহনপ্রকারমাহ]—এহ্যেহীত্যাদি। সুবর্চ্চসঃ (দীপ্তি-মত্যঃ) আহুতয়ঃ (অগ্নিহোত্রে নিষ্পাদিতাঃ) 'এহি এহি' ইতি [আহ্বয়ন্ত্যঃ], অর্চ্চয়ন্ত্যঃ (স্তুত্যাদিভিঃ পূজয়ন্ত্যঃ), এষঃ (নির্দ্দিশ্যমানঃ) পুণ্যঃ (পবিত্রঃ) ব্রহ্মলোকঃ (স্বর্গফলরূপঃ) বঃ (যুষ্মাকং) সুকৃতঃ (পন্থাঃ), [এবং] প্রিয়াং বাচং (বাক্যং) অভিবদন্ত্যঃ (কথয়ন্ত্যঃ চ) [সত্যঃ] সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ (দ্বারভূতৈঃ) তং যজমানং বহন্তি (স্বর্গং গময়ন্তীত্যর্থঃ)।

দীপ্তিসম্পন্ন সেই আহুতিসমূহ 'এস এস' বলিয়া আহ্বান করতঃ, স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ এবং এই পবিত্র ব্রহ্মলোক তোমাদের কর্ম্মলব্ধ ফল, এইরূপ প্রিয়বাক্য কথনপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সেই যজমানকে বহন করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ ৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তীতি? উচ্যতে—এহি এহি ইতি আহ্বয়ন্ত্যঃ তং যজমানম্ আহুতয়ঃ সুবর্চ্চসো দীপ্তিমত্যঃ; কিঞ্চ, প্রিয়াম্ ইষ্টাং বাচং স্তুত্যাদি-লক্ষণাম্ অভিবদন্ত্যো উচ্চারয়ন্ত্যঃ অর্চ্চয়ন্ত্যঃ পূজয়ন্ত্যশ্চ এষ বো যুষ্মাকং পুণ্যঃ সুকৃতঃ ব্রহ্মলোকঃ ফলরূপঃ, এবং প্রিয়াং বাচম্ অভিবদন্ত্যো বহন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাৎ॥ ১৫॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিপ্রকারে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যজমানকে বহন করে? তাহা কথিত হইতেছে—সুবর্চ্চস্ অর্থাৎ দীপ্তিমতী আহুতিসমূহ সেই যজমানকে 'এস এস' বলিয়া আহ্বান করতঃ, আর স্তবাদিরূপ প্রিয়—ইষ্টবাক্য উচ্চারণকরতঃ এবং অর্চ্চনা—পূজা করতঃ এই পবিত্র ব্রহ্মলোকই তোমাদের সুকৃত—কর্ম্মফলস্বরূপ, এইপ্রকার প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে বহন করিয়া থাকে। প্রকরণানুসারে এখানে ব্রহ্মলোক অর্থ—স্বর্গ॥ ১৫॥ ৬॥

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥ ১৬॥ ৭॥

[জ্ঞানরহিতস্য কর্ম্মণো নিন্দার্থমাহ]—প্লবাঃ ইতি। যেষু (অষ্টাদশসু যজ্ঞরূপেষু) অবরং (জ্ঞানরহিতত্বাৎ নিকৃষ্টং) কর্ম্ম উক্তং (শাস্ত্রেণ বিহিতং); হি (যস্মাৎ) এতে অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিজঃ, যজমানঃ, পত্নী চ, ইত্যষ্টাদশ-সংখ্যাকাঃ) যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ) অথবা, এতে যজ্ঞরূপা অষ্টাদশ প্লবাঃ (সংসার-সন্তরণোপায়াঃ) অদৃঢ়াঃ (অস্থিরাঃ); [তস্মাৎ] প্লবন্তে (ফলেন সহ বিনশ্যন্তি ইত্যর্থঃ)। যে মূঢ়াঃ (বিবেকরহিতাঃ) এতৎ (জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োরূপং) অভিনন্দন্তি (বহু মন্যন্তে); তে (মূঢ়াঃ) পুনঃ এব (ভূয়োভূয়ঃ) জরা-মৃত্যুং (জরাং চ মৃত্যুং চ) অপিযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) [ন পুনর্মুক্তিম্, ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

এই যে, অষ্টাদশ ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞরূপ প্লব (সংসার-সাগরোত্তরণের ভেলা) যাহাতে হীনফলপ্রদ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে; ইহা দৃঢ়তর নহে—বিনাশশীল। যে সকল মূঢ়ব্যক্তি ইহাকেই 'শ্রেয়ঃ' বলিয়া আদর করে, তাহারা পুনর্ব্বার জরা ও মৃত্যু লাভ করে (মুক্ত হইতে পারে না) ॥১৬॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম এতাবৎফলম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মকার্য্যম্, অতঃ অসারং দুঃখমূলমিতি নিন্দ্যতে—প্লবা বিনাশিনঃ ইত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ এতে অদৃঢ়াঃ অস্থিরাঃ যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞস্য রূপাণি যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞনির্ব্বর্ত্তকাঃ অষ্টাদশ অষ্টাদশসংখ্যাকাঃ ষোড়শ ঋত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চ ইত্যষ্টাদশ। এতদাশ্রয়ং কর্ম্ম উক্তং কথিতং শাস্ত্রেণ, যেষু অষ্টাদশসু অবরং কেবলং জ্ঞানবর্জ্জিতং কর্ম্ম। অতস্তেষাম্ অবরকর্ম্মাশ্রয়াণাম্ অষ্টাদশানাম্ অদৃঢ়তয়া প্লবত্বাৎ প্লবতে সহ ফলেন তৎসাধ্যং কর্ম্ম; কুণ্ডবিনাশাদিব (১১) ক্ষীরদধ্যাদীনাং তৎস্থানাং নাশঃ; যত এবমেতৎ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্ ইতি যে অভিনন্দন্তি অভিহৃষ্যন্তি অবিবেকিনো মূঢ়াঃ, অতস্তে জরাং চ মৃত্যুং চ জরামৃত্যুং, কঞ্চিৎ কালং স্বর্গে স্থিত্বা পুনরেব অপি যন্তি ভূয়োঽপি গচ্ছন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

এই যে জ্ঞানরহিত কর্ম্ম, ইহার ফলও এই পর্য্যন্ত—অবিদ্যা ও কামকর্ম্মপ্রসূত; অতএব অসার—দুঃখনিদান, এইজন্য ইহার নিন্দা করা হইতেছে—'প্লব' অর্থ—বিনাশশীল, যেহেতু যে অষ্টাদশের আশ্রয়ে আশ্রিত অবর—জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যেহেতু, সেই এই অষ্টাদশ—ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও তৎপত্নী, এই অষ্টাদশসংখ্যক যজ্ঞরূপ যজ্ঞের নিরূপক—অর্থাৎ যজ্ঞনির্ব্বাহক যাজ্ঞিকগণ অদৃঢ় অস্থির (ক্ষয়োন্মুখ); অতএব, কুণ্ডের (পাত্রবিশেষের) বিনাশে যেরূপ সেই কুণ্ডস্থ দধিপ্রভৃতিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত অবর-কর্ম্মাশ্রয়ীভূত অষ্টাদশের অদৃঢ়তাহেতু তৎসাধ্য (তাহাদের নিষ্পাদিত) কর্ম্মও ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু মূঢ় অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তিরা উক্তপ্রকার কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম

(১১) কুণ্ডবিনাশাদিবৎ, ইতি কচিৎ পাঠঃ।

কল্যাণসাধন বলিয়া সমাদর করে; অতএব, তাহারা কিয়ৎকাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ ৭ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যামধ্যে) বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং [এব] ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (আত্মানং পণ্ডিতং মন্যন্তে) জঙ্ঘন্যমানাঃ (রোগাদিভিঃ ভৃশং পুনঃ পুনর্ব্বা পীড্যমানাঃ) মূঢ়াঃ (অবিবেকাঃ) অন্ধেন নীয়মানাঃ (পরিচাল্যমানাঃ) অন্ধাঃ যথা (অন্ধা ইব) পরিয়ন্তি (বিভ্রমন্তি—বিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ)।

অবিদ্যামধ্যে বাস করে, সুতরাং আপনিই আপনাকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং রোগাদি অনর্থরাশি দ্বারা বারবার অতিশয়রূপে পীড্যমান মূঢ় ব্যক্তিরা অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] ভ্রমণ করে ॥১৭॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াম্ অন্তরে মধ্যে বর্ত্তমানাঃ অবিবেকপ্রায়াঃ স্বয়ং বয়মেব ধীরাঃ ধীমন্তঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চ ইতি মন্যমানা আত্মানং সম্ভাবয়ন্তঃ, তে চ জঙ্ঘন্যমানাঃ জরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাতৈর্হন্যমানা ভৃশং পীড্যমানাঃ পরিয়ন্তি বিভ্রমন্তি মূঢ়াঃ। দর্শনবর্জ্জিতত্বাৎ অন্ধেনৈব অচক্ষুষ্কেণৈব নীয়মানাঃ প্রদর্শ্যমানমার্গাঃ যথা লোকে অন্ধা অক্ষিরহিতা গর্ত্ত-কণ্টকাদৌ পতন্তি, তদ্বৎ ॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ অবিবেকবহুল, নিজেই 'আমরা ধীর, বুদ্ধিমান্ এবং পণ্ডিত অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি,' এইরূপে আপনাকে সম্ভাবিত—সম্মানিত করে; সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি জঙ্ঘন্যমান হইয়া—জরা ও রোগাদি নানাবিধ অনর্থ দ্বারা পীড্যমান হইয়া পরিভ্রমণ করে। দর্শনশক্তি না থাকায় অন্ধকর্ত্তৃক অর্থাৎ অক্ষিহীনকর্ত্তৃক নীয়মান—প্রদর্শিতপথ অন্ধ—চক্ষূরহিত লোক

সমূহ যেরূপ গর্ত্ত ও কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ—॥ ১৭ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং (অজ্ঞানবহুলব্যাপারে) বহুধা (নানাপ্রকারেণ) বর্ত্তমানাঃ বালাঃ (অবিবেকিনঃ) বয়ং কৃতার্থাঃ (কৃতকৃত্যাঃ) ইতি (এবং) অভিমন্যন্তি (অভিমানং কুর্ব্বন্তি)। যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) কর্ম্মিণঃ (জ্ঞানরহিত-কর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) রাগাৎ (ফলাসক্তেঃ হেতোঃ) ন প্রবেদয়ন্তি (তত্ত্বং ন জানন্তি), [তস্মাৎ] ক্ষীণলোকাঃ (ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ) [অতএব] আতুরাঃ (দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ) চ্যবন্তে (স্বর্গাৎ পতন্তীত্যর্থঃ)॥

নানাপ্রকারে অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত, বালকগণ (মূঢ়গণ) অভিমান করিয়া থাকে যে, 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।' যেহেতু কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিরা ফলাসক্তিবশতঃ (প্রকৃত তত্ত্ব] জানিতে পারে না, সেইহেতু স্বর্গাদি লোক-ভোগ শেষ হইলে দুঃখার্ত্ত হইয়া সেই লোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥১৮॥৯॥

শঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং বহুধা বহুপ্রকারং বর্ত্তমানাঃ বয়মেব কৃতার্থাঃ কৃতপ্রয়োজনা ইত্যেবম্ অভিমন্যন্তি অভিমন্যন্তে অভিমানং কুর্ব্বন্তি বালা অজ্ঞানিনঃ। যদ্ যস্মাদেবং কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জানন্তি, রাগাৎ কর্ম্মফলরাগাভিভবনিমিত্তং, তেন কারণেন আতুরা দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ স্বর্গলোকাৎ চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

নানাপ্রকারে অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান বালকগণ অর্থাৎ অজ্ঞলোকেরা 'আমরা নিশ্চয়ই কৃতার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়াছি,' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যেহেতু এইপ্রকার কর্ম্মিগণ রাগবশতঃ

অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনুরাগজনিত অভিভব বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না; সেইহেতু ক্ষীণলোক অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকক্ষয়ের পর আতুর—দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ ৯ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১৯—১০ ॥

কিঞ্চ, প্রমূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) ইষ্টাপূর্ত্তং (ইষ্টং—শ্রৌতং যাগাদি, পূর্ত্তং—স্মার্ত্তং বাপীকূপাদি-দানলক্ষণং কর্ম্ম) বরিষ্ঠং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) মন্যমানাঃ (চিন্তয়ন্তঃ সন্তঃ) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণং) [অস্তীতি] ন বেদয়ন্তে (বুধ্যন্তে)। তে (প্রমূঢ়াঃ) সুকৃতে (কর্ম্মলব্ধে) নাকস্য পৃষ্ঠে (স্বর্গোপরি) অনুভূত্বা (ফলম্ অনুভূয়) ইমং লোকং (মর্ত্ত্যাখ্যং) হীনতরং (ইতোঽপি নিকৃষ্টং লোকং) বা (অপি) আবিশন্তি,—তত্র জায়ন্তে ইত্যর্থঃ।

অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে; অপর শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে না। তাহারা পুণ্যলব্ধ স্বর্গপৃষ্ঠে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া এই লোকে কিংবা ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে ॥১৯॥১০॥

শঙ্করভাষ্যম্।

ইষ্টাপূর্ত্তম্—ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্ত্তং কর্ম্ম, মন্যমানা এতদেব অতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি চিন্তয়ন্তঃ, অন্যৎ আত্মজ্ঞানাখ্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তে ন জানন্তি প্রমূঢ়াঃ পুত্রপশুবান্ধবাদিষু প্রমত্ততয়া মূঢ়াঃ; তে চ নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরিস্থানে সুকৃতে ভোগায়তনে অনুভূত্বা অনুভূয় কর্ম্মফলং পুনরিমং লোকং মানুষম্ অস্মাৎ হীনতরং বা তির্য্যঙ্-নরকাদিলক্ষণং যথাকর্ম্মশেষং বিশন্তি ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থে—শ্রুতিবিহিত যাগাদি কর্ম্ম, আর পূর্ত্ত অর্থে স্মৃতিবিহিত বাপী-কূপ-তড়াগাদি দানক্রিয়া, প্রমূঢ়গণ অর্থাৎ পুত্র,

পশু ও বন্ধুবর্গে আসক্তিনিবন্ধন মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা, উক্ত ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মকেই নিরতিশয় পুরুষার্থ-সাধন—বরিষ্ঠ বা প্রধান মনে করে—চিন্তা করে, তদতিরিক্ত প্রকৃত শ্রেয়ঃসাধন আত্মজ্ঞান জানিতে পারে না। তাহারা সুকৃত অর্থাৎ ভোগায়তন নাকপৃষ্ঠে অর্থাৎ স্বর্গের উপরিস্থানে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া, পুনর্ব্বার এই মনুষ্য-লোকে অথবা এতদপেক্ষা হীনতর তির্য্যগ্‌যোনি ও নরকাদিস্থানে নিজ নিজ কর্ম্মশেষানুসারে (১২) প্রবেশ করে ॥১৯॥১০

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে,
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

[ইদানীং জ্ঞানবতাং ফলমাহ]—'তপঃ' ইত্যাদিনা। যে হি শান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়াঃ বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ) ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ (ভিক্ষামাত্রোপজীব্যাঃ) অরণ্যে [বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ] বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানবন্তঃ গৃহস্থাঃ চ) তপঃশ্রদ্ধে—তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা (হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা), তে তপঃশ্রদ্ধে উপ-বসন্তি (সেবন্তে), তে বিরজাঃ (বিরজস্কাঃ পুণ্যপাপরহিতাঃ সন্তঃ) সূর্য্যদ্বারেণ (উত্তরেণ পথা) যত্র (যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ) হি সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অব্যয়াত্মা (যাবৎসংসারস্থায়ী) অমৃতঃ পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) [বর্ত্ততে]; তত্র প্রযান্তি (গচ্ছন্তি)।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করতঃ যে সমস্ত সংযতেন্দ্রিয়

---

(১২) মানুষ নিজ নিজ শুভকর্ম্মানুসারে স্বর্গে গমন করে, এবং সেখানে সমুচিত বিষয় ভোগ করে। কর্ম্মফল যত বড়ই হউক না কেন, কিছুতেই অপরিমিত হইতে পারে না; সেই ভোগ পরিমিত এবং পরিমিত কালের জন্য; সেই কাল পূর্ণ হইলেই স্বর্গগত ব্যক্তিকে ফিরিয়া আসিতে হয়; তখন যাহার যেরূপ কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহার তদনুসারে গতি হয়, কেহ বা মনুষ্য লোকে, কেহ বা তির্য্যগ্‌যোনিতে, কেহ বা একেবারে নরকে প্রবেশ করে। জীবের কর্ম্মশেষই তাহার গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তাই ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে,—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" অর্থাৎ কর্ম্মীরা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনশ্চ মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানসম্পন্ন যে সকল গৃহস্থ তপস্যা ও শ্রদ্ধার সেবা করেন, তাহারা সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে—যেখানে সেই অব্যয়-স্বরূপ অমৃতপুরুষ হিরণ্যগর্ভ বাস করেন, সেখানে গমন করেন ॥২০॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে পুনস্তদ্বিপরীতজ্ঞানযুক্তা বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ, তপঃশ্রদ্ধে হি—তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা, তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি সেবন্তে অরণ্যে বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ। শান্তা উপরতকরণগ্রামাঃ। বিদ্বাংসো গৃহস্থাশ্চ জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ। ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাৎ উপবসন্ত্যরণ্যে ইতি সম্বন্ধঃ। সূর্য্যদ্বারেণ সূর্য্যোপলক্ষিতেন উত্তরেণ পথা তে বিরজাঃ বিরজসঃ ক্ষীণ-পুণ্যপাপকর্ম্মাণঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। প্রযান্তি প্রকর্ষেণ যান্তি যত্র যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ অমৃতঃ স পুরুষঃ প্রথমজো হিরণ্যগর্ভো হ্যব্যয়াত্মা অব্যয়স্বভাবো যাবৎসংসারস্থায়ী। এতদন্তাস্তু সংসারগতয়োঽপরবিদ্যাগম্যাঃ।

নম্বেতং মোক্ষমিচ্ছন্তি কেচিৎ? ন, "ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ", "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অপ্রকরণাচ্চ। অপরবিদ্যাপ্রকরণে হি প্রবৃত্তে ন হ্যকস্মান্মোক্ষপ্রসঙ্গোঽস্তি। বিরজস্ত্বস্তু আপেক্ষিকম্। সমস্তমপরবিদ্যাকার্য্যং সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়াকারকফল-ভেদভিন্নং দ্বৈতম্ এতাবদেব যৎ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যবসানম্। তথাচ মনুনোক্তং স্থাবরাদ্যাং সংসারগতিমনুক্রামতা—"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইতি ॥ ২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষান্তরে, যাহারা তদ্বিপরীত জ্ঞানসম্পন্ন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী অরণ্যে বাস করতঃ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, আর বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান গৃহস্থগণও তপস্যা ও শ্রদ্ধার—তপ অর্থ —নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্ম, আর শ্রদ্ধা অর্থ—হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়ক বিদ্যা, এতদুভয়ের সেবা করেন। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এইজন্য ভৈক্ষচর্য্যা তাঁহাদের সম্বন্ধেই বিহিত। তাঁহারা বিরজস্ক অর্থাৎ পুণ্যপাপরহিত হইয়া সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত

উত্তরায়ণ পথে সেই স্থানে প্রকৃষ্টরূপে গমন করে—যে সত্যলোকাদি স্থানে অমৃত ও অব্যয়াত্মা স্বভাবতঃ বিকার বা ক্ষয়হীন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংসারকালস্থায়ী সেই প্রথমোৎপন্ন পুরুষ হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন। অপর বিদ্যা দ্বারা এই পর্য্যন্ত সংসারগতি লাভ করা যায়।

ভাল, কেহ কেহ ত এই গতিকেই মোক্ষ বলিয়া মনে করেন ? না—ইহা হইতে পারে না ; কারণ, 'এখানেই সমস্ত কামনা বিলীন হইয়া যায়।' 'সেই ধীরগণ সর্ব্বগত ব্রহ্মকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বস্বরূপে প্রবেশ করেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের স্থানবিশেষে গতি হয় না] ; অপ্রাসঙ্গিকতাও অপর হেতু—এখানে অপর বিদ্যাত্ব প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে ; তন্মধ্যে অকস্মাৎ মোক্ষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। তবে এখানে যে, বিরজস্কতা বলা হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক অর্থাৎ কর্ম্মিগণের অপেক্ষা বিরজস্কতামাত্র। সাধ্য-সাধনাত্মক এবং ক্রিয়া কারক ও ফলভেদ-সম্পন্ন, সমস্ত অপর বিদ্যার দ্বৈত ফল এই হিরণ্যগর্ভপদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এতদপেক্ষা আর অধিক ফল নাই। দেখ, স্থাবরাদি সংসারগতি বর্ণন প্রসঙ্গে মনুও বলিয়াছেন—'ব্রহ্মা' বিশ্বস্রষ্টা (মরীচি প্রভৃতি) ধর্ম্ম, মহান্ (হিরণ্যগর্ভ) ও প্রকৃতি, এই সকল পদপ্রাপ্তিকেই মনীষিগণ উত্তম সাত্ত্বিক গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২০॥১১ ॥

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ২১॥১২ ॥

[অথেদানীং ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বৈরাগ্যপ্রকারমাহ]—পরীক্ষ্যেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জনঃ, ব্রাহ্মণজাতির্ব্বা) কর্ম্মচিতান্ (কর্ম্মণা নিষ্পাদিতান্) লোকান্ (ফলানি) পরীক্ষ্য (অনিত্যতয়া অবধার্য্য) [সংসারে] অকৃতঃ (নিত্যঃ পদার্থঃ)

নাস্তি, [সর্ব্বমেব কৃতমিত্যাশয়ঃ], কৃতেন (অনিত্যেন) [নাস্তি মে প্রয়োজনম্; ইতি] অথবা কৃতেন (কর্ম্মণা) অকৃতঃ (নিত্যঃ মোক্ষঃ) নাস্তি (ন ভবতি, ইতি কৃত্বা) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্যং) আয়াৎ (গচ্ছেৎ)। তদ্বিজ্ঞানার্থং (তস্য সত্যব্রহ্মণঃ জ্ঞানার্থং) সঃ (নির্ব্বিণ্ণঃ) সমিৎপাণিঃ (উপায়নহস্তঃ সন্) শ্রোত্রিয়ং (বেদজ্ঞং) ব্রহ্মনিষ্ঠং (ব্রহ্মণি তৎপরং) গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ (সর্ব্বতঃ শরণং গচ্ছেৎ)।

ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্জ্জিত লোকসমূহ (ফলসমূহ) পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ অনিত্য অসার বলিয়া অবধারণ করিয়া—জগতে অকৃত (নিত্য) কোন বস্তু নাই, এবং কৃত বা অনিত্য বস্তুতেও আমার প্রয়োজন নাই; এই ভাবিয়া বৈরাগ্য লাভ করিবে। সেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই সত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদ্দেশে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিবে ॥২১॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথেদানীমস্মাৎ সাধ্য-সাধনরূপাৎ সর্ব্বস্মাৎ সংসারাৎ বিরক্তস্য পরস্যাং বিদ্যায়ামধিকারপ্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে—পরীক্ষ্য যদেতদ্ ঋগ্বেদাদ্যপরবিদ্যাবিষয়ং স্বাভাবিকাবিদ্যাকাম-কর্ম্মদোষবৎ-পুরুষানুষ্ঠেয়ম্ অবিদ্যাদিদোষবন্তম্ এব পুরুষং প্রতি বিহিতত্বাৎ, তদনুষ্ঠানকার্য্যভূতাশ্চ লোকা যে দক্ষিণোত্তরমার্গলক্ষণাঃ ফলভূতাঃ, যে চ বিহিতাকরণ-প্রতিষেধাতিক্রমদোষসাধ্যা নরকতির্য্যক্-প্রেত লক্ষণাঃ, তান্ এতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমৈঃ সর্ব্বতো যাথাত্ম্যেন অবধার্য্য লোকান্ সংসারগতিভূতান্ অব্যক্তাদিস্থাবরান্তান্ ব্যাকৃতাব্যাকৃতলক্ষণান্ বীজাঙ্কুরবদিতরেতরোৎপত্তিনিমিত্তান্ অনেকানর্থশতসহস্রসঙ্কুলান্ কদলীগর্ভবদসারান্ মায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্ব-নগরাকার-স্বপ্ন-জলবুদ্বুদফেনসমান্ প্রতিক্ষণপ্রধ্বংসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবিদ্যাকামদোষ প্রবর্ত্তিতকর্ম্মচিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ব্বর্ত্তিতান্ ইত্যেতৎ।—ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতোঽধিকারঃ সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ ইতি ব্রাহ্মণগ্রহণম্। পরীক্ষ্য লোকান্ কিং কুর্য্যাদিত্যুচ্যতে—নির্ব্বেদং, নিঃপূর্ব্বো বিদিরত্র বৈরাগ্যার্থে; বৈরাগ্যম্ আয়াৎ কুর্য্যাদিত্যেতৎ। স বৈরাগ্যপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপি অকৃতঃ পদার্থঃ। সর্ব্ব এব হি লোকাঃ কর্ম্মচিতাঃ, কর্ম্মকৃতত্বাচ্চ অনিত্যাঃ। ন নিত্যং কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বন্তু কর্ম্মানিত্যস্যৈব সাধনম্। যস্মাচ্চতুর্ব্বিধমেব হি সর্ব্বং কর্ম্ম কার্য্যম্ উৎপাদ্যমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যং বা; নাতঃপরং কর্ম্মণো

বিষয়োঽস্তি। অহঞ্চ নিত্যেন অমৃতেন অভয়েন কূটস্থেন অচলেন ধ্রুবেণার্থেন অর্থী, ন তদ্বিপরীতেন। অতঃ কিং কৃতেন কর্ম্মণা আয়াসবহুলেন অনর্থসাধনেন,ইত্যেবং নির্ব্বিণ্ণোঽভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং পদং যৎ, তদ্বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণ অধিগমার্থং স নির্ব্বিণ্ণো ব্রাহ্মণো গুরুমেব আচার্য্যং শমদমদয়াদিসম্পন্নম্ অভিগচ্ছেৎ। শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাদিত্যেতৎ "গুরুমেব" ইত্যবধারণফলম্। সমিৎপাণিঃ সমিদ্ভারগৃহীতহস্তঃ, শ্রোত্রিয়ম্ অধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি, কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, জপনিষ্ঠস্তপোনিষ্ঠ ইতি যদ্বৎ। ন হি কর্ম্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি, কর্ম্মাত্মজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধাৎ। স তং গুরুং বিধিবদুপসন্নঃ প্রসাদ্য পৃচ্ছেদক্ষরং পুরুষং সত্যম্॥ ২১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর, সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন এই সমস্ত সংসার হইতে বিরক্ত ব্যক্তিরই যে, পরবিদ্যায় অধিকার তাহার প্রদর্শনার্থ এখন এই বাক্য কথিত হইতেছে—এই যে ঋগ্বেদাদি অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত স্বভাব-সিদ্ধ অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মাদি দোষ সম্পন্ন পুরুষের অনুষ্ঠেয়, কেন না, অবিদ্যাদি দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্যই ঐ সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। [সেই সকল কর্ম্ম ও] তদনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরা-য়ণগম্য লোকসমূহ, আর বিহিতের অকরণ ও প্রতিষেধ-লঙ্ঘন-দোষ জনিত যে নরক, তির্য্যক্ ও প্রেতভাবাদি অবস্থা, এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে যথাযথরূপে অবধারণ করিয়া অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়াত্মক, বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের হেতুভূত বহু শতসহস্র অনর্থসমাকুল, কদলীগর্ভের ন্যায় অসার মায়া মরীচিকা-জল, গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ, স্বপ্ন ও জলবুদ্বুদের ফেনতুল্য এবং প্রতিক্ষণ ধ্বংসোন্মুখ, অবিদ্যা ও কামকর্ম্মময়দোষপ্রসূত, ধর্ম্মাধর্ম্মজনক সংসারের গন্তব্য লোকসমূহ পশ্চাৎ রাখিয়া—ব্রাহ্মণ, সর্ব্বপরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যালাভে ব্রাহ্মণেরই বিশেষ অধিকার ; এইজন্য ব্রাহ্মণের

উল্লেখ হইয়াছে। লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া কি করিবে ? তাহা বলা হইতেছে—(এখানে নির্ পূর্ব্বক বিদ্ধাতু বৈরাগ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে—অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করিবে।—এখন সেই বৈরাগ্যেরই প্রকার (বিশেষ ধর্ম্ম) প্রদর্শিত হইতেছে—এই সংসারে অকৃত (নিত্য) কোন পদার্থ নাই ; কেন না, সমস্ত লোকই কর্ম্ম-নিষ্পাদিত ; কর্ম্মনিষ্পাদিত বলিয়াই অনিত্য। অভিপ্রায় এই যে, (জগতে) কিছুমাত্র নিত্য পদার্থ নাই। আর কর্ম্মমাত্রই অনিত্য ফলের সাধক, যেহেতু কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য,(১৩) এতদতিরিক্ত আর কর্ম্মের বিষয় নাই। অথচ আমি কিন্তু নিত্য, অমৃত, অভয়, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব অর্থাৎ স্থিরতর অর্থের প্রার্থী,—তদ্বিপরীতের প্রার্থী নহি ; অতএব, ক্লেশবহুল অনর্থসাধক কৃত—কর্ম্মে প্রয়োজন কি ? এইরূপে নির্ব্বেদযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ সর্ব্বভয়রহিত মঙ্গলময়, অকৃত নিত্য যে পদ (ব্রহ্মপদ), তদ্বিজ্ঞানার্থ—বিশেষরূপে তাহা জানিবার জন্য শম, দম ও দয়াসম্পন্ন গুরুকেই অধিগত (প্রাপ্ত) হইবে। শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও স্বাধীনভাবে ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা করিতে নাই, ইহা জ্ঞাপন করাই "গুরুমেব" এই অবধারণের অভিপ্রায়। সমিৎপাণি অর্থ—হস্তে কাষ্ঠভার গ্রহণ করিয়া ; শ্রোত্রিয় অর্থ—অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রার্থ সম্পন্ন ; ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থ-সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মেতে যাঁহার নিষ্ঠা বা তৎপরতা আছে, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ, যেমন জপনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ ইত্যাদি। কর্ম্মের সহিত আত্মজ্ঞানের যখন বিরোধ, তখন কর্ম্মীর পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠতা কখনই সম্ভবপর হয় না। সেই ব্রাহ্মণ যথাবিধি উপস্থিত

---

(১৩) ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত—কর্ম্ম উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য, এই চারি শ্রেণীর অন্তর্গত, এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম নাই। তন্মধ্যে কর্ত্তার চেষ্টায় যাহা অভিনব উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'উৎপাদ্য'। ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে পাইতে হয়, তাহা 'আপ্য'। ক্রিয়া দ্বারা যাহার রূপান্তর ঘটে, তাহা 'বিকার্য্য'। আর ক্রিয়া দ্বারা যাহার কোনরূপ গুণাধান বা দোষাপনয়ন হয়, তাহা 'সংস্কার্য্য'॥

হইয়া সেই গুরুকে প্রসন্ন করিয়া সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ২১॥১২ ॥

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

সঃ বিদ্বান্ (গুরুঃ) উপসন্নায় (সমীপমাগতায়) সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় (দম্ভ-দ্বেষাদিদোষরহিতমনসে) শমান্বিতায় (সংযতবহিরিন্দ্রিয়ায়) তস্মৈ (জিজ্ঞাসবে), যেন (যয়া বিদ্যয়া) সত্যম্ অক্ষরং (কূটস্থং) পুরুষং বেদ (বিজানাতি); তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) প্রোবাচ (প্রব্রূয়াৎ) [ইত্যয়ং বিধিঃ] ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেই অভিজ্ঞ গুরু সমীপাগত, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত (যাহার চিত্ত হইতে দম্ভদ্বেষাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছে), সমগুণান্বিত সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যাহা দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে বলিবে ॥২২॥২৷॥

ইতি প্রথমমুণ্ডক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মৈ স বিদ্বান্ গুরুঃ ব্রহ্মবিৎ, উপসন্নায় উপগতায়। সম্যগ্ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ। প্রশান্তচিত্তায় উপরতদর্পাদিদোষায়। শমান্বিতায় বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমেণ চ যুক্তায়; সর্ব্বতো বিরক্তায়েত্যেতৎ। যেন বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া চ পরয়া অক্ষরম্ অদ্রেশ্যাদিবিশেষণং, তদেবাক্ষরং পুরুষশব্দবাচ্যং পূর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাচ্চ, সত্যং তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদব্যয়ম্, অক্ষরঞ্চ অক্ষরণাৎ অক্ষতত্বাৎ অক্ষয়ত্বাচ্চ,বেদ বিজানাতি; তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো যথাবৎ প্রোবাচ প্রব্রূয়াদিত্যর্থঃ। আচার্য্যস্যাপি অয়মেব নিয়মঃ, যৎ ন্যায়প্রাপ্তসচ্ছিষ্য-নিস্তারণমবিদ্যা-মহোদধেঃ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ । ২ ।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমং মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই বিদ্বান্—ব্রহ্মবিৎ গুরু উপসন্ন—সমীপাগত, সম্যক্—শাস্ত্রানুসারে প্রশান্তচিত্ত অর্থা : দর্পাদি-দোষবর্জ্জিত, শমান্বিত অর্থাৎ যাহার বহিরিন্দ্রিয়নিচয় বিষয়-সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যযুক্ত, সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যে বিজ্ঞান বা যে পরাবিদ্যা দ্বারা অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত অক্ষরকে জানা যায়; সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে বলিবে অর্থাৎ তাহার উপদেশ দিবে। সেই অক্ষরই পূর্ণত্ব ও হৃদয়-পুরে অবস্থিতিহেতু 'পুরুষ' শব্দবাচ্য; সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতঃ পরমার্থ-স্বরূপ বিধায় অব্যয়াত্মক; আর ক্ষরণ—স্বরূপ-প্রচ্যুতি হয় না, ক্ষত হয় না, অথবা বিনষ্ট হয় না বলিয়া অক্ষর-পদবাচ্য।

যথারীতি সমাগত সৎ শিষ্যকে অবিদ্যা-মহাসমুদ্র হইতে নিস্তার করা যে, আচার্য্যের পক্ষেও অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়ম, ["প্রব্রূয়াৎ" শব্দে তাহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে] ॥ ২২॥১৩ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম মুণ্ডকভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ ২৩ ॥ ১ ॥

[ইদানীং পরবিদ্যাবিষয়ং সত্যং পুরুষং বোধয়িতুমুপক্রমতে]—তদেতদিত্যাদিনা। তৎ (পূর্ব্বোক্তং পুরুষাখ্যম্ অক্ষরং) সত্যং (অনাপেক্ষিকসত্যস্বরূপং)। [দুর্জ্ঞেয়ং তৎ কথং প্রতিপদ্যেত, ইত্যতো দৃষ্টান্তমাহ]—যথা সুদীপ্তাৎ (প্রজ্বলিতাৎ) পাবকাৎ (বহ্নেঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (ক্ষুদ্রা অগ্ন্যবয়বাঃ) সরূপাঃ (অগ্নি-সজাতীয়া এব) সহস্রশঃ (অনেকশঃ) প্রভবন্তে (জায়ন্তে); হে সোম্য, তথা বিবিধাঃ (অনেকপ্রকারাঃ) ভাবাঃ (পদার্থাঃ) অক্ষরাৎ (সত্যাৎ পুরুষাৎ) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) তত্র (অক্ষরে) এব অপিযন্তি (লীয়ন্তে) চ ॥

সেই অক্ষর পুরুষই সত্যস্বরূপ, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয়, হে সোম্য! তেমনি অক্ষর হইতে বিবিধ পদার্থ সমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অপরবিদ্যায়াঃ সর্ব্বং কার্য্যমুক্তম্। স চ সংসারো যৎসারো যস্মাৎ মূলাৎ অক্ষরাৎ সম্ভবতি, যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে, তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, তৎ পরস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া বিষয়ঃ; স বক্তব্য ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

যদপরবিদ্যাবিষয়ং কর্ম্মফললক্ষণং সত্যং, তদাপেক্ষিকম্। ইদন্তু পরবিদ্যা-

বিষয়ং, পরমার্থ-সল্লক্ষণত্বাৎ। তদেতৎ সত্যং যথাভূতং বিদ্যাবিষয়ম্; অবিদ্যা-বিষয়ত্বাচ্চ অনৃতমিতরৎ। অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎ সত্যম্ অক্ষরং প্রতিপদ্যেরন্? ইতি দৃষ্টান্তমাহ—যথা সুদীপ্তাৎ সুষ্টু দীপ্তাৎ ইদ্ধাৎ পাবকাৎ অগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গা অগ্ন্যবয়বাঃ সহস্রশোহনেকশঃ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি সরূপা অগ্নি-সলক্ষণা এব, তথা উক্তলক্ষণাৎ অক্ষরাৎ বিবিধা নানাদেহোপাধিভেদমনু বিধীয়-মানত্বাৎ বিবিধা হে সোম্য, ভাবা জীবা আকাশাদিবৎ ঘটাদিপরিচ্ছিন্নাঃ সুষিরভেদা ঘটাদ্যুপাধিপ্রভেদমনু ভবন্তি; এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধিপ্রভবমনু প্রজায়ন্তে, তত্র চৈব তস্মিন্নেবাক্ষরে অপিযন্তি দেহোপাধিবিলয়মনু লীয়ন্তে ঘটাদিবিলয়মন্বিব সুষিরভেদাঃ। 'যথাকাশস্য সুষিরভেদোৎপত্তি-প্রলয়নিমিত্তত্বং ঘটাদ্যুপাধিকৃতমেব, তদ্বদক্ষরস্যাপি নামরূপকৃতদেহোপাধিনিমিত্তমেব জীবোৎপত্তি-প্রলয়নিমিত্তত্বম্ ॥২৩॥১।

ভাষ্যানুবাদ।

অপর বিদ্যার সমস্ত ফল কথিত হইয়াছে, সেই সংসারের যাহা সারভূত; অক্ষর-সংজ্ঞক যে মূল কারণ হইতে এই সংসার-সম্ভূত হয় এবং যাহাতে বিলীন হয়, সেই অক্ষর নামক পুরুষই সত্যস্বরূপ। যাহা বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তাহাই পরবিদ্যার বিষয়। তাহার নির্দ্দেশের জন্যই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত যে কর্ম্মফল, তাহা আপেক্ষিক সত্য; কিন্তু পরবিদ্যার বিষয় এই সত্যই [পারমার্থিক সত্য]; কারণ পারমার্থিক সত্তাই ইহার লক্ষণ বা স্বরূপ। পরবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই পুরুষই সত্য—যথাভূত বস্তু; অপর বিদ্যার বিষয় বলিয়াই অপর সমস্ত অসত্য। সেই সত্য অক্ষর যখন অত্যন্ত পরোক্ষ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), তখন তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারা যায় কিরূপে? এই জন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—সুদীপ্ত অর্থাৎ উত্তমরূপে প্রজ্বলিত পাবক—অগ্নি হইতে যেরূপ সরূপ অর্থাৎ অগ্নিরই সমান-জাতীয় সহস্রশঃ—অনেকানেক বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা নির্গত হয়, হে সোম্য! তদ্রূপ উক্তপ্রকার অক্ষর হইতেও বিবিধ—নানাদেহরূপ উপাধি অনুসারে বিহিত হয়

বলিয়া নানাবিধ ভাবসমুহ জীবগণ— আকাশাদি যেরূপ ঘটাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাদি উপাধিভেদ অনুসারে বিভিন্ন ছিদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ নানাবিধ নাম-রূপকৃত দেহরূপ উপাধির জন্ম অনুসারে জন্মলাভ করিয়া থাকে, আবার সেই অক্ষরেই অপ্যয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদির বিলয়ে যেমন তদধীন ছিদ্রভেদ সমুহ বিলীন হয়, ঠিক সেইরূপ বিলীন হইয়া থাকে। আকাশ যে ছিদ্রভেদের উৎপত্তি ও বিনাশ কারণ হয়,ঘটাদি উপাধিই যেমন তাহার নিদান, তেমনি অক্ষরই জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ নামরূপকৃত দেহোপাধি সম্বন্ধই তাহার প্রকৃত কারণ ॥২৩॥১॥

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২৪॥২॥

(সঃ অক্ষরঃ) পুরুষঃ হি (নিশ্চয়ে) দিব্যঃ (দ্যুতিমান্ অলৌকিকো বা), অমূর্ত্তঃ (মূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ) সবাহ্যাভ্যন্তরঃ বাহ্যেন আভ্যন্তরেণ চ পদার্থেন সহ বর্ত্ত-মানঃ), অজঃ (জন্মরহিতঃ), অপ্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিমৎপ্রাণবৃত্তিহীনঃ), অমনাঃ (জ্ঞানশক্তিযুক্তমনোবৃত্তিবর্জ্জিতঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ), পরতঃ (স্বকার্য্যাপেক্ষয়া পরত্বাৎ শ্রেষ্ঠাৎ) অক্ষরাৎ (অনুচ্ছেদস্বভাবাৎ অব্যক্তাৎ),পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥

সেই অক্ষর পুরুষ নিশ্চয়ই দিব্য, মূর্ত্তিহীন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, অজ (জন্মরহিত), প্রাণ ও মনোহীন বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষর-পদবাচ্য অব্যক্ত হইতেও পর ॥ ২৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নামরূপবীজভূতাৎ অব্যাকৃতাখ্যাৎ স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাৎ অক্ষরাৎ পরং যৎ সর্ব্বোপাধিভেদবর্জ্জিতমক্ষরস্যৈব স্বরূপমাকাশস্যেব সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতং নেতি নেতীত্যাদিবিশেষণং বিবক্ষন্নাহ—

দিব্যো দ্যোতনবান্ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাৎ। দিবি বা স্বাত্মনি ভবোঽলৌকিকো বা। হি যস্মাৎ অমূর্ত্তঃ সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ, পুরুষঃ পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা। সবাহ্যাভ্যন্তরঃ সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্তত ইতি। অজো ন জায়তে কুতশ্চিৎ স্বতোঽন্যস্য

জন্মনিমিত্তস্য চাভাবাৎ; যথা জলবুদ্বুদাদের্বায়্বাদিঃ; যথা নভঃসুষির-ভেদানাং ঘটাদিঃ। সর্ব্বভাববিকারাণাং জনিমূলত্বাৎ তৎপ্রতিষেধেন সর্ব্বে প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি। সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ, অতোঽজরোঽমৃতোঽক্ষরো ধ্রুবোঽভয় ইত্যর্থঃ।

যদ্যপি দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টীনাম্ অবিদ্যাবশাৎ দেহভেদেষু * সপ্রাণঃ সমনাঃ সেন্দ্রিয়ঃ সবিষয় ইব প্রত্যবভাসতে তলমলাদিমদিবাকাশং, তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থ-স্বরূপদৃষ্টীনাম্ অপ্রাণঃ অবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবান্ চলনাত্মকো বায়ুর্যস্মিন্ অসৌ অপ্রাণঃ। তথা অমনাঃ—অনেকজ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং মনোঽপি অবিদ্যমানং যস্মিন্ সোঽয়মমনাঃ। অপ্রাণো হ্যমনাশ্চেতি প্রাণাদিবায়ুভেদাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তথা বুদ্ধিমনসী বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ; যথা শ্রুত্যন্তরে ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি। যস্মাচ্চৈবং প্রতিষিদ্ধোপাধিরদ্বয়স্তস্মাচ্ছুভ্রঃ শুদ্ধঃ, অতোঽক্ষরান্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাৎ সর্ব্বকার্য্যকারণবীজত্বেন উপ-লক্ষ্যমাণত্বাৎ পরং তত্ত্বং তদুপাধিলক্ষণম্ অব্যাকৃতাখ্যমক্ষরং সর্ব্ববিকারেভ্যঃ,তস্মাৎ পরতোঽক্ষরাৎ পরো নিরুপাধিকঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। যস্মিংস্তদাকাশাখ্যমক্ষরং সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ প্রোতঞ্চ। কথং পুনরপ্রাণাদিমত্ত্বং তস্যেতি উচ্যতে—যদি হি প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ পুরুষ ইব স্বেনাত্মনা সন্তি, তদা পুরুষস্য প্রাণাদিনা বিদ্যমানেন প্রাণাদিমত্ত্বং স্যাৎ, ন তু তে প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তি। অতোঽ-প্রাণাদিমান্ পরঃ পুরুষঃ, যথা অনুৎপন্নে পুত্রে অপুত্রো দেবদত্তঃ ॥২৪॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

স্বীয় বিকার অপেক্ষায় মহৎ এবং নাম-রূপের বীজস্বরূপ যে, অব্যাকৃত বা অব্যক্তসংজ্ঞক অপর, তদপেক্ষাও পর শ্রেষ্ঠ আকাশের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার আকারবর্জ্জিত, 'নেতি নেতি' (ইহা নহে ইহা নহে) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিশেষিত এবং উপাধিকৃত সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত যে অক্ষর পুরুষের স্বরূপ, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

তিনি দিব্য অর্থাৎ দ্যুতিমান্, কারণ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অথবা দিবে—আপনাতেই অবস্থিত, কিংবা অলৌকিক স্বরূপ। যেহেতু

* যদ্যপি দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টিভেদেষু ইতি ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

অমূর্ত্ত অর্থাৎ সর্ববপ্রকার মূর্ত্তিবিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ কিংবা পুরে শয়ান (হৃৎপদ্মে স্থিত), সবাহ্যাভ্যন্তর অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত বর্ত্তমান (ভিতরে বাহিরে, সর্ববত্র অবস্থিত); অজ—কোনও কারণ হইতে জন্মে না; জলবুদ্বুদাদির যেরূপ বায়ু প্রভৃতি কারণ, এবং আকাশ ছিদ্রভেদাদির প্রতি যেরূপ ঘটাদি পদার্থ কারণ; তদ্রূপ অপর কোন জন্ম নিমিত্ত না থাকায় এবং আপনা হইতেও জন্মের সম্ভাবনা না থাকায় [তিনি অজ]। বস্তুর যতপ্রকার বিকার আছে, জন্মই তাহাদের মূল বা প্রথম; সুতরাং তাহার প্রতিষেধেই অপর বিকারসমূহও প্রতিসিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু সবাহ্যাভ্যন্তর এবং অজ, এই কারণেই জরা মৃত্যু ও ক্ষয় রহিত এবং ধ্রুব (নিত্য) ও অভয়স্বরূপ।

দেহাদি ভেদদর্শী ব্যক্তিবর্গের নিকট অবিদ্যা-দোষবশে যদিও বিভিন্ন দেহে সপ্রাণ, সমনা, সেন্দ্রিয় ও সবিষয় বলিয়াই যেন পুরুষ প্রতিভাত হয়, আকাশ যেরূপ তল ও মলিনত্বাদি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়; তদ্রূপ। তাহা হইলেও যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদের নিকট অপ্রাণ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশেষ-সম্পন্ন চলনস্বভাব বায়ু (প্রাণবায়ু) যাঁহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অপ্রাণ। অনেকপ্রকার জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন সংকল্পাদিস্বভাবক মনও যাঁহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অমনাঃ। অপ্রাণ ও অমনা বলাতেই প্রাণাদি বায়ুভেদ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় (আদান প্রভৃতি) এবং বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়সমূহও (দর্শনাদিও) প্রতিষিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে। যেমন অপর শ্রুতিতেও আছে, 'যেন ধ্যানই করে, যেন গমনই করে'। যেহেতু এইরূপে তাহাতে উপাধিদ্বয়-সম্বন্ধ প্রতি-ষিদ্ধ হইল, অতএব শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ। অতএব, নাম-রূপ বীজাত্মক উপাধি দ্বারা যাহার স্বরূপ পরিচিত হয়, সেই অক্ষর হইতে—সমস্ত কার্য্য-কারণভাবের বীজভাব লক্ষিত হয় বলিয়া পর এবং সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া 'অক্ষর' পদবাচ্য যে নামরূপোপাধিলক্ষিত

অব্যক্ত, নিরুপাধিক পুরুষ সেই পর অক্ষর অপেক্ষাও পর—শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থানিষ্পাদক প্রসিদ্ধ আকাশ নামক অক্ষর যাহাতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত; তাহার অপ্রাণত্বাদি ধর্ম্ম হয় কিরূপে? বলিতেছি—সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষের ন্যায় প্রাণ প্রভৃতিও যদি স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে সেই সকল বিদ্যমান প্রাণাদি দ্বারা পুরুষেরও প্রাণাদি সত্তা উৎপন্ন হইতে পারিত; কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে ত কখনই প্রাণাদি বিদ্যমান থাকিতে পারে না; অতএব যেমন পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত দেবদত্ত অপুত্রক থাকে, তেমনি পুরুষও অপ্রাণাদি বিশিষ্ট থাকেন ॥২৪॥২॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥২৫॥৩॥

এতস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রাণঃ, মনঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, খং (আকাশং) বায়ুঃ, জ্যোতিঃ (তেজঃ), আপঃ (জলানি) বিশ্বস্য ধারিণী (ভূতধাত্রী) পৃথিবী চ জায়তে (উৎপদ্যতে)॥

প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী এই পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হয় ॥ ২৫ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইতি, উচ্যতে—যস্মাৎ এতস্মাদেব পুরুষাৎ নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাৎ জায়তে উৎপদ্যতে অবিদ্যাবিষয়ো বিকারভূতো নামধেয়োঽনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ন হি তেনাবিদ্যাবিষয়েণ অনৃতেন প্রাণেন সপ্রাণত্বং পরস্য স্যাৎ, অপুত্রস্য স্বপ্নদৃষ্টেনেব পুত্রেণ সপুত্রত্বম্। এবং মনঃ সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি বিষয়াশ্চ এতস্মাদেব জায়ন্তে। তস্মাৎ সিদ্ধমস্য নিরুপচরিতম্ অপ্রাণাদিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। যথা চ প্রাগুৎপত্তেঃ পরমার্থতোঽসন্তঃ, তথা প্রলীনাশ্চেতি দ্রষ্টব্যাঃ। যথা করণানি মনশ্চেন্দ্রিয়াণি, তথা শরীরবিষয়কারণানি ভূতানি খমাকাশং, বায়ুর্ব্বাহ্য আবহাদিভেদঃ, জ্যোতিরগ্নিঃ। আপ উদকম্। পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্য সর্ব্বস্য ধারিণী; এতানি চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোত্তরোত্তরগুণানি পূর্ব্বপূর্ব্বগুণসহিতানি এতস্মাদেব জায়ন্তে ॥২৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুরুষে কেন যে প্রাণাদি নাই, তাহা বলা হইতেছে, যেহেতু নাম-রূপের বীজরূপ উপাধি-লক্ষিত পুরুষ হইতে অবিদ্যাধিকারস্থ মিথ্যা নামাত্মক প্রাণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ অপর শ্রুতিতে আছে যে, বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্রই মিথ্যা। অপুত্রক ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রদ্বারা পুত্রবত্তা হয় না, তেমনি অবিদ্যার বিষয়ীভূত মিথ্যাভূত সেই প্রাণ দ্বারাও পুরুষের সপ্রাণত্ব হইতে পারে না। এইরূপ মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহা হইতেই জন্মলাভ করিয়া থাকে। এই কারণে ইঁহার যথার্থ অপ্রাণাদিমত্তা সিদ্ধ হইল। উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন সত্যসত্যই অসৎ, তেমনি প্রলীনাবস্থায়ও বুঝিতে হইবে। যেমন করণভূত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ, তেমনি শরীর ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের কারণস্বরূপ ভূতবর্গ—আকাশ, আবহাদি বাহ্য বায়ু জ্যোতি—অগ্নি, জল ও সর্ব্ববস্তুর ধরিত্রী পৃথিবী, ইহারাও আবার পূর্ব্ব পূর্ব্বগুণ সহযোগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণের সহিত এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২৫॥৩॥

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥২৬॥৪॥

অস্য (যস্য পুরুষস্য) অগ্নিঃ (দ্যুলোকঃ) মূর্দ্ধা (শিরঃ), চন্দ্রসূর্য্যৌ চক্ষুষী, দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ) শ্রোত্রে (কর্ণৌ), বেদাঃ চ বাগ্বিবৃতাঃ (বাগিন্দ্রিয়ং) বায়ুঃ প্রাণঃ, বিশ্বং, (নিখিলং জগৎ) হৃদয়ং (অন্তঃকরণং), পদ্ভ্যাং পৃথিবী [জাতা], এষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মস্বরূপঃ) ॥

অগ্নি (দ্যুলোক) যাহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সমূহ শ্রোত্রদ্বয়, বেদ সমূহ বাগ্‌বিস্তার (বাগিন্দ্রিয়), বায়ু প্রাণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগৎ যাহার অন্তঃকরণ, আর পৃথিবী যাঁহার পাদদ্বয় হইতে জাত; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ॥২৬॥৪॥

শঙ্করভাষ্যম্।

সঙ্ক্ষেপতঃ পরবিদ্যাবিষয়মক্ষরং নির্ব্বিশেষং পুরুষং সত্যং "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ" ইত্যাদিনা মন্ত্রেণোক্ত্বা পুনস্তদেব সবিশেষং বিস্তরেণ বক্তব্যমিতি প্রববৃতে; সঙ্ক্ষেপবিস্তরোক্তো হি পদার্থঃ সুখাধিগম্যো ভবতি সূত্রভাষ্যোক্তিবদিতি।

যোহি প্রথমজাৎ প্রাণাৎ হিরণ্যগর্ভাজ্জায়তে অণ্ডস্যান্তর্ব্বিরাট্, স তত্ত্বান্তরিতত্বেন লক্ষ্যমাণোঽপি এতস্মাদেব পুরুষাজ্জায়তে এতন্ময়শ্চেত্যেতদর্থমাহ, তঞ্চ বিশিনষ্টি—অগ্নির্দ্যুলোকঃ, "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। মূর্দ্ধা যস্যোত্তমাঙ্গং শিরঃ। চক্ষুষী চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেতি চন্দ্রসূর্য্যৌ; যস্যেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ 'অস্য' ইত্যস্য পদস্য বক্ষ্যমাণস্য যস্যেতি বিপরিণামং কৃত্বা। দিশঃ শ্রোত্রে যস্য। বাক্ বিবৃতা উদ্ঘাটিতাঃ প্রসিদ্ধা বেদাঃ যস্য। বায়ুঃ প্রাণো যস্য। হৃদয়মন্তঃকরণং বিশ্বং সমস্তং জগৎ অস্য যস্যেত্যেতৎ। সর্ব্বং হ্যন্তঃকরণবিকারমেব জগৎ, মনস্যেব সুষুপ্তে প্রলয়দর্শনাৎ, জাগরিতেঽপি তত এবাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবদ্বিপ্রতিষ্ঠানাৎ। যস্য চ পদ্ভ্যাং জাতা পৃথিবী। এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা। স হি সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা সর্ব্বকরণাত্মা॥ ২৬॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

"দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ" ইত্যাদি মন্ত্রে সংক্ষেপতঃ পরবিদ্যার বিষয়ীভূত নির্ব্বিশেষ সত্য অক্ষর পুরুষকে নিরূপণ করিয়া পুনর্ব্বার সবিস্তরে তাহাকেই বলিতে হইবে, এই জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইতেছে। কেন না, সূত্র-ভাষ্যোক্তি ন্যায়ে অর্থাৎ সূত্রগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত থাকে, ভাষ্যে তাহারই বিস্তৃতি করা হয়, সেই নিয়মানুসারে বক্তব্য পদার্থ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলিয়া পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে বলিলে সহজেই বুদ্ধিগম্য হয়।

প্রথমজ প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভ হইতে যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্ত্তী বিরাট্ পুরুষ জন্ম ধারণ করেন, তিনি [আপাত দৃষ্টিতে] পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত এবং এতৎস্বরূপও বটে, ইহা প্রতিপাদনার্থই তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

অগ্নি অর্থ দ্যুলোক,'হে গৌতম, এই দ্যুলোকই অগ্নিস্বরূপ' এই শ্রুতিই তাহার হেতু বা প্রমাণ। [এই অগ্নি] যাহার মূর্দ্ধা—উত্তমাঙ্গ—মস্তক; চন্দ্র ও সূর্য্য [যাহার] চক্ষুর্দ্বয়; পরবর্ত্তী 'অস্য' পদটিকে 'যস্য'রূপে পরিণত (যস্য) করিয়া 'যস্য' পদটির সর্ব্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। দিক্‌সমূহ যাহার কর্ণদ্বয়। বিবৃত অর্থাৎ প্রকটিকৃত—প্রসিদ্ধ বেদ সমুদয় যাহার বাক্ (বাগিন্দ্রিয়)। আবহাদি বায়ু যাহার প্রাণ, বিশ্ব—সমস্ত জগৎ ইহার অর্থাৎ যাহার হৃদয়—অন্তঃকরণ; কারণ, সমস্ত জগৎই অন্তঃকরণের (ইচ্ছাশক্তির) বিকার বা পরিণাম; কেন না সুষুপ্তি সময়ে মনেই সমস্ত বস্তুর প্রলয় হয়, এবং জাগ্রৎসময়ে আবার মন হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বহির্গত হয়। যাহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী জন্মিয়াছে। প্রথম শরীরধারী এবং ত্রৈলোক্য-দেহরূপ উপাধি-বিশিষ্ট এই ব্যাপক অনন্তদেবই সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা। কারণ, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা, বিজ্ঞাতা ও সমস্ত কারণরূপে (ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়াদিরূপে) সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ॥২৬॥৪॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥২৭॥৫॥

[ইদানীং তস্মাদেব পুরুষাৎ পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ প্রজোৎপত্তিমাহ]—তস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাৎ (পুরুষাৎ) অগ্নিঃ (দ্যুলোকঃ) [জায়তে]; সূর্য্যঃ যস্য (দ্যুলোকস্য) সমিধঃ (ইন্ধনস্থানীয়ঃ); সোমাৎ (সোমসম্পৃক্তাৎ দ্যুলোকাৎ) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) [সম্প্রসূতঃ], [পর্জ্জন্যাৎ] ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদয়ঃ) পৃথিব্যাং [সম্প্রসূতাঃ]; [ততশ্চ] পুমান্ (পুরুষরূপঃ চতুর্থঃ অগ্নিঃ) যোষিতায়াং (যোষিতি) রেতঃ সিঞ্চতি (ত্যজতি), পুরুষাৎ বহ্বীঃ (বহ্ব্যঃ অনেকাঃ) প্রজাঃ সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্না ভবন্তি)॥

সূর্য্য যাহার কাষ্ঠ-স্থানীয়, সেই অগ্নি (দ্যুলোক) এই পুরুষ হইতে জন্ম লাভ

করে ; দ্যুলোক-সম্বন্ধ সোম হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধি সমূহ জন্মে ; অনন্তর পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃসেক করে, পুরুষ হইতে বহুতর প্রজা উৎপন্ন হয় ॥২৭॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ চ যাঃ সংসরন্তি প্রজাঃ তা অপি তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রজায়ন্ত ইত্যুচ্যতে—

তস্মাৎ পরস্মাৎ পুরুষাৎ প্রজাবস্থানবিশেষরূপোঽগ্নিঃ। স বিশেষ্যতে—সমিধো যস্য সূর্য্যঃ, সমিধ ইব সমিধঃ ; সূর্য্যেণ হি দ্যুলোকঃ সমিধ্যতে। ততো হি দ্যুলোকাগ্নের্নিষ্পন্নাৎ সোমাৎ পর্জ্জন্যো দ্বিতীয়োঽগ্নিঃ সম্ভবতি। তস্মাচ্চ পর্জ্জন্যাদোষধয়ঃ পৃথিব্যাং ভবন্তি। ওষধিভ্যঃ পুরুষাগ্নৌ হুতাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ পুমানগ্নী রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং যোষিতি যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়ামিতি। এবং ক্রমেণ বহ্বীর্ব্রহ্ব্যঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ পুরুষাৎ পরস্মাৎ সম্প্রসূতাঃ সমুৎপন্নাঃ॥ ২৭ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে সমস্ত প্রজা পঞ্চাগ্নি (১৪) দ্বারা জন্মলাভ করে, তাহারাও সেই পুরুষ হইতেই জন্মলাভ করে ; ইহা কথিত হইতেছে—

(১৪) ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫ম প্রঃ, তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চাগ্নি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—শ্বেতকেতু নামক এক ঋষিকুমার পঞ্চালরাজের সভায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রবাহণনামক রাজা শ্বেতকেতুকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ; তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি"। পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল যেরূপে পুরুষ শব্দবাচ্য হয় অর্থাৎ মানুষদেহ লাভ করে, তাহা তুমি জান কি? শ্বেতকেতু সেই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অশক্ত হইয়া পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজার প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন ; তখন পিতা গৌতম নিজেই প্রবহণ রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিলেন,—তদুত্তরে প্রবহণ গৌতমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অসৌ বাব গৌতম ! অগ্নিঃ" অর্থাৎ হে গৌতম ! এই যে দ্যুলোক দর্শন করিতেছ, ইহা একটি প্রসিদ্ধ অগ্নি, এইরূপে দ্যু. পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটি পদার্থকে পাঁচটি অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এতদ্বিষয়ক জ্ঞানকে 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞমাত্রই জলপ্রধান, যজ্ঞে সোম, ঘৃত প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ আহুত হয়, তৎসমস্তই জলীয় ভাগে পূর্ণ। যাঁহারা সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া কাল-কবলে পতিত হন, তাঁহারা যজ্ঞীয় সেই জলীয় ভাগ সহকারে পুণ্যবলে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন ; সেখানে নির্দ্দিষ্টকাল উপযুক্ত সুখভোগ করিয়া যখন প্রচ্যুত হন, তখন প্রথমে দ্যুলোকে পতিত হন, পরে

সেই পরম পুরুষ হইতে প্রজাগণেরই অবস্থাবিশেষরূপ অগ্নি (সমুৎপন্ন হয়),সেই অগ্নিকে বিশেষিত করা হইতেছে—সূর্য্য যাহার (দ্যুলোকের) সমিধ্, সমিধ্ অর্থ সমিধের ন্যায়; কেন না, সূর্য্য দ্বারাই দ্যুলোক সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত) হইয়া থাকে। সেই দ্যুলোকরূপ অগ্নি হইতে সম্পন্ন সোম হইতে দ্বিতীয় অগ্নি পর্জ্জন্য (মেঘ) সম্ভূত হইয়া থাকে। সেই পর্জ্জন্য হইতে আবার পৃথিবীতে ওষধিসমূহ (ব্রীহি-যবাদি) সমুৎপন্ন হয়। পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত এবং দেহের উপাদানস্বরূপ সেই ওষধি হইতে আবার পুরুষরূপ অগ্নি যোষিতে অর্থাৎ যোষারূপ অগ্নিতে—স্ত্রীতে রেতঃ সেক করিয়া থাকে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ পরম পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥২৭॥৫॥

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥২৮॥৬॥

কিঞ্চ, তস্মাৎ (পুরুষাৎ) ঋচঃ (গায়ত্র্যাদি-চ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ), সাম (স্তোমাদি গীতিযুক্তং), যজূংষি (অনিয়তাক্ষর-পাদযুক্তানি), দীক্ষাঃ (মৌঞ্জী-ধারণাদি-নিয়মাঃ), সর্ব্বে যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্রাদ্যাঃ), ক্রতবঃ (সযূপাঃ) দক্ষিণাঃ চ (গো-সুবর্ণাদ্যাঃ), সংবৎসরঃ চ (দ্বাদশ মাসাঃ, ত্রয়োদশ মাসা বা), যজমানঃ (যজ্ঞ-কর্ত্তা), লোকাঃ (কর্ম্মফলানি) যত্র (যেষু লোকেষু) সোমঃ (চন্দ্রঃ) পবতে (পুণাতি), যত্র চ সূর্য্যঃ তপতি (প্রকাশয়তি)॥

মেঘাকারে অবস্থিত হন, তাহার পর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহি-যবাদি শস্যাকারে পরিণত হন; অন্নরূপে পুরুষগত হইয়া আবার শুক্ররূপে পরিণত হন, অবশেষে শুক্ররূপেই যোষিতে নিহিত হন। সেই যোষিতেই পুরুষাকার দেহ ধারণ করেন। উক্ত পাঁচটি অবস্থাকে আহুতি এবং তদাধার দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটিকে আহবনীয় পাঁচটি অগ্নিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ রহস্য জানিতে হইলে ছান্দোগ্যো-পনিষদ অনুসন্ধান করিতে হইবে॥

আরও, সেই পুরুষ হইতে ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত ক্রতু, যজ্ঞীয় দক্ষিণাসমূহ, সংবৎসর কাল, যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা) সমস্ত কর্ম্মফল– যেখানে চন্দ্র পবিত্রতা সম্পাদন করেন এবং যেখানে সূর্য্য তাপ দেন ॥ ২৮॥৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, কর্ম্মসাধনানি ফলানি চ তস্মাদেবেত্যাহ—কথং? তস্মাৎ পুরুষাদৃচো নিয়তাক্ষরপাদাবসানাঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ; সাম পাঞ্চভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ স্তোমাদিগীতিবিশিষ্টম্; যজূংষি অনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপাণি; এবং ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ। দীক্ষা মৌঞ্জ্যাদিলক্ষণাঃ কর্ত্তৃনিয়মবিশেষাঃ। যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে অগ্নিহোত্রাদয়ঃ। ক্রতবঃ সযূপাঃ। দক্ষিণশ্চ একগবাদ্যা অপরিমিত-সর্ব্বস্বান্তাঃ। সংবৎসরশ্চ কালঃ কর্ম্মাঙ্গভূতঃ। যজমানশ্চ কর্ত্তা, লোকাস্তস্য কর্ম্মফলভূতাঃ, তে বিশেষ্যন্তে—সোমো যত্র যেষু লোকেষু পবতে পুনাতি লোকান্, যত্র চ যেষু সূর্য্যস্তপতি; তে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিদ্বদ-বিদ্বৎকর্ত্তৃফলভূতাঃ ॥ ২৮ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, কর্ম্মসাধন এবং কর্ম্মফলসমূহও যে, তাহা হইতেই [হইয়া থাকে], ইহা বলিতেছেন—কি প্রকারে? সেই পুরুষ হইতে ঋক্-সমূহ, পরিমিত অক্ষরযুক্ত পাদে (শ্লোকের চারিভাগের এক ভাগের নাম পাদ, সেই পাদে) যাহার বিশ্রাম, সেই 'গায়ত্রী' প্রভৃতি ছন্দো-বিশিষ্ট মন্ত্র সকল; সামকে—(গেয় সামাংশবিশেষকে) 'ভক্তি' বলে; সেই পঞ্চ বা সপ্তভক্তিযুক্ত স্তোমাদি গীতিবিশিষ্ট বেদভাগ; যজুঃসমূহ, অনির্দ্দিষ্ট অক্ষরে যে সকলের পাদ সমাপ্তি, সেই বাক্যসমূহ; এই প্রকার ত্রিবিধ মন্ত্র। দীক্ষা—যজ্ঞকর্ত্তার মৌঞ্জী (মুঞ্জাতৃণ-নির্ম্মিত কাঞ্চীবিশেষ) ধারণ প্রভৃতি নিয়মবিশেষ। অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞও ক্রতুসমূহ—যাহাতে যূপের ব্যবহার আছে। দক্ষিণা—একটি মাত্র গোপ্রভৃতি হইতে সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত; সংবৎসর—কর্ম্মাঙ্গভূতকাল; যজমান—কর্ম্মকর্ত্তা লোকসমূহ, যজমানের কর্ম্মফলসমূহ; সেই লোকসমূহকে

ও বিশেষিত করা হইতেছে—যে সমস্ত লোকে সোম (চন্দ্র) পবন করেন অর্থাৎ লোকসমূহকে পবিত্র করেন এবং যে সমস্ত লোকে সূর্য্য তাপ দেন ; সেই লোকসমূহই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণমার্গ-গম্য এবং বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ কর্ত্তাদের কর্ম্মফলস্বরূপ ॥২৮॥৬॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি ।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥২৯॥৭॥

অপিচ, তস্মাৎ চ (পুরুষাৎ) (এব) দেবাঃ (কর্ম্মাঙ্গভূতাঃ) বহুধা (বহুপ্রকারেণ) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্নাঃ)। [তদ্‌যথা] সাধ্যাঃ (দেবতাবিশেষাঃ), মনুষ্যাঃ (কর্ম্মাধিকারিণঃ), পশবঃ (গ্রাম্যা আরণ্যাশ্চ), বয়াংসি (পক্ষিণঃ), প্রাণাপানৌ এতেষাং জীবনং), ব্রীহি-যবৌ (হোমার্থৌ) ; তপঃ (কর্ম্মাঙ্গং, স্বতন্ত্রং চ) ; শ্রদ্ধা (শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ, আস্তিক্যবুদ্ধিরিতি যাবৎ), সত্যং (অনৃতবর্জ্জনং, যথার্থভাষণং), চ ব্রহ্মচর্য্যং (বীর্য্যধারণং), বিধি (কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ) চ (অপি)॥

সেই পুরুষ হইতে দেবতাসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ সমূহ নানা প্রকারে প্রসূত হইয়াছে। [যথা] সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসংঘ, প্রাণাপান, অর্থাৎ ঐ সকলের জীবন, ধান্য ও যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্যব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ॥২৯॥৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মাচ্চ পুরুষাৎ কর্ম্মাঙ্গভূতা দেবা বহুধা বস্বাদিগণভেদেন সম্প্রসূতাঃ সম্যক্ প্রসূতাঃ—সাধ্যা দেববিশেষাঃ, মনুষ্যাঃ কর্ম্মাধিকৃতাঃ, পশবো গ্রাম্যারণ্যাঃ, বয়াংসি পক্ষিণঃ, জীবনঞ্চ মনুষ্যাদীনাং প্রাণাপানৌ ; ব্রীহিযবৌ হবিরর্থৌ ; তপশ্চ কর্ম্মাঙ্গং পুরুষসংস্কারলক্ষণং, স্বতন্ত্রঞ্চ, ফলসাধনম্ ; শ্রদ্ধা যৎপূর্ব্বকঃ সর্ব্বপুরুষার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ ; তথা সত্যম্ অনৃতবর্জ্জনং যথাভূতার্থবচনঞ্চ অপীড়াকরম্ ; ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাসমাচারঃ ; বিধিশ্চ ইতি-কর্ত্তব্যতা ॥ ২৯ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই পুরুষ হইতে কর্ম্মাঙ্গভূত দেবতাসমূহ বহু প্রকারে অর্থাৎ বসু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গণভেদে সম্যক্‌রূপে প্রসূত হইয়াছে—সাধ্যগণ দেবতাবিশেষ, মনুষ্যগণ কর্ম্মাধিকারসমূহ; গ্রাম্য ও আরণ্য, পশুসমূহ পক্ষিসমূহ এবং মনুষ্যাদির জীবন প্রাণ ও অপান, হবির নিমিত্ত ব্রীহি ও যব, তপঃ দ্বিবিধ—কর্ম্মাঙ্গ, যাহা দ্বারা পুরুষের সংস্কার বা পবিত্রতা জন্মে, আর স্বতন্ত্র, যাহা পৃথগ্‌ভাবে ফলসাধন; শ্রদ্ধা—যাহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই চিত্তপ্রসাদকর আস্তিক্য বুদ্ধি। সেইরূপ, সত্য—সত্য অর্থ মিথ্যা পরিত্যাগ এবং পরের অপীড়াকর যথার্থ কথন; ব্রহ্মচর্য্য—মৈথুনবর্জ্জন, এবং বিধি—ইতিকর্ত্তব্যতা, অর্থাৎ কর্ম্মপদ্ধতি ॥২৯॥৭॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৩০॥৮॥

কিঞ্চ, তস্মাৎ (পুরুষাৎ) সপ্ত প্রাণাঃ (শীর্ষণ্যানি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি), সপ্ত অর্চ্চিষঃ (দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়প্রকাশনানি), সপ্ত সমিধঃ (উত্তেজকাঃ রূপাদয়ো বিষয়াঃ), তথা সপ্ত হোমাঃ (স্বস্ববিষয়-বিষয়কজ্ঞানানি), ইমে (অনুভূয়মানাঃ) সপ্ত লোকাঃ (ইন্দ্রিয়স্থানানি), যেষু (লোকেষু) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) চরন্তি (বিচরন্তি বর্ত্তন্তে ইতি যাবৎ) [বিধাত্রা] নিহিতাঃ (প্রতিদেহং স্থাপিতাঃ) [এতে] সপ্ত সপ্ত গুহাশয়াঃ (গুহায়াং দেহে স্থিতাঃ) তস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রভবন্তি (জায়ন্তে ॥

মস্তকস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়, তাহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্তি, সপ্ত প্রকার বিষয়, এবং সপ্তপ্রকার হোম (বিষয়ক জ্ঞান) সাতটি ইন্দ্রিয় স্থান,—যে সকল স্থানে ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ করে; বিধাতাকর্ত্তৃক [প্রতিদেহে] স্থাপিত শরীরস্থ এই সাত সাতটি পদার্থ সেই পুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৩০॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, সপ্ত শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রভবন্তি। তেষাঞ্চ সপ্ত অর্চ্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি। তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত বিষয়াঃ; বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ। সপ্ত হোমাঃ তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি, "যদস্য বিজ্ঞানং, তজ্জুহোতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। কিঞ্চ, সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি, যেষু চরন্তি সঞ্চরন্তি প্রাণাঃ ইতি বিশেষণাৎ। প্রাণা যেষু চরন্তীতি প্রাণানাং বিশেষণমিদং প্রাণাপানাদিনিবৃত্ত্যর্থম্। গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা স্বাপকালে শেরত ইতি গুহাশয়াঃ। নিহিতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপ্ত সপ্ত প্রতিপ্রাণিভেদম্। যানি চ আত্মযাজিনাং বিদুষাং কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ, অবিদুষাঞ্চ কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ, সর্ব্বঞ্চৈতৎ পরস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ প্রসূতমিতি প্রকরণার্থঃ॥ ৩০॥ ৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, সেই পুরুষ হইতেই সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ (মস্তকস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) প্রাদুর্ভূত হয়। সেই ইন্দ্রিয় সমূহের সাত প্রকার অর্চ্চিঃ—দীপ্তি অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয় প্রকাশন; সেইরূপ সপ্ত সমিধ অর্থাৎ সাত প্রকার বিষয়, কেননা—ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সমূহ দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়া থাকে। সপ্ত প্রকার হোম অর্থাৎ সেই সকল বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান; যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহার যে, এই বিষয়-বিজ্ঞান, তাহাই হোম করা হয়।' অপিচ, এই সাতপ্রকার লোক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্থান--ইন্দ্রিয়গণ যে সকল স্থানে সঞ্চরণ করে; এই বিশেষণ থাকায় ['লোক' শব্দে ইন্দ্রিয় স্থান বুঝিতে হইবে]। 'প্রাণসমূহ যে সকল স্থানে বিচরণ করে' এই প্রাণ বিশেষণটি [প্রাণ শব্দের] প্রাণাপানাদি অর্থাশঙ্কা নিবৃত্ত্যর্থ [প্রদত্ত হইয়াছে]। গুহাতে—শরীরে কিংবা স্বপ্ন সময়ে হৃদয়ে অবস্থান করে, এই জন্য গুহাশয়, এই সাত সাতটি পদার্থ বিধাতা কর্তৃক প্রত্যেক প্রাণীতে নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত হইয়াছে। আত্মযাজী জ্ঞানিগণের যে সমস্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম-সাধন ও কর্ম্মফল, আর অজ্ঞানিগণেরও যে সমস্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম-সাধন

ও কর্ম্মফল, এ সমস্তই সেই সর্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষ হইতেই প্রসূত হইয়াছে, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য ॥ ৩০ ॥ ৮ ॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে-
　　ঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ
　　যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥৩১॥৯॥

সর্ব্বে সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) চ (অপি) অতঃ (অস্মাদেব পুরুষাৎ) [জায়ন্তে]। সর্ব্বরূপাঃ (বহুরূপাঃ) সিন্ধবঃ (নদ্যঃ) চ অতঃ (পুরুষাৎ) স্যন্দন্তে (স্রবন্তি), সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদ্যাঃ) রসঃ চ (মধুরাদিকঃ) অতঃ (পুরুষাৎ) [জায়ন্তে], এষঃ অন্তরাত্মা (সূক্ষ্মং শরীরং) যেন (রসেন হেতুনা) ভূতৈঃ (আকাশাদিভিঃ) [বেষ্টিতঃ সন্] তিষ্ঠতে (তিষ্ঠতি বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) হি (নিশ্চয়ে)॥

এই পুরুষ হইতেই সমস্ত সমুদ্র ও পর্ব্বত [সম্ভূত হয়]। নানাবিধ নদীসমূহও ইহা হইতেই প্রবাহিত হয়। সমস্ত ওষধি ও রস ইহা হইতেই [প্রাদুর্ভূত হয়], এই অন্তরাত্মা—সূক্ষ্ম শরীর যে রসে পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে ॥৩১॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতঃ পুরুষাৎ সমুদ্রাঃ সর্ব্বে ক্ষীরাদ্যাঃ; গিরয়শ্চ হিমবদাদয়ঃ অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বে। স্যন্দন্তে স্রবন্তি গঙ্গাদ্যাঃ সিন্ধবো নদ্যঃ সর্ব্বরূপাঃ বহুরূপাঃ। অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বা ওষধয়ো ব্রীহিযবাদ্যাঃ। রসশ্চ মধুরাদিঃ ষড়্বিধঃ, যেন রসেন ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ পরিবেষ্টিতস্তিষ্ঠতে তিষ্ঠতি হি অন্তরাত্মা লিঙ্গং সূক্ষ্মং শরীরম্। তদ্ধি অন্তরালে শরীরস্য আত্মনশ্চ আত্মবৎ বর্ত্তত ইত্যন্তরাত্মা ॥৩১॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই পুরুষ হইতে ক্ষারাদি (লবণাদি) সমস্ত সমুদ্র [উৎপন্ন হয়], এবং হিমালয় প্রভৃতি সমস্ত পর্ব্বত এই পুরুষ হইতেই [উৎপন্ন হয়]; গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বরূপ—বহুবিধ সিন্ধু—নদী সমূহ স্রবমান অর্থাৎ প্রবাহিত হয়। এই পুরুষ হইতেই ব্রীহি-যবাদি সমস্ত ওষধি

এবং মধুরাদি ষড়্‌বিধ রস, যে রসের বলে স্থূল পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অন্তরাত্মা— লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিতি করে। যে হেতু শরীর ও আত্মার মধ্যবর্ত্তি ভাবে সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করে; এই জন্য তাহাকে অন্তরাত্মা বলা হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ৯ ॥

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥৩২॥১০॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

[প্রকৃতমুপসংহরন্ আহ]—পুরুষ ইত্যাদি। পুরুষঃ (উক্তলক্ষণঃ) এব (অবধারণে) ইদং বিশ্বং (সর্ব্বং, ন পুরুষাদতিরিক্তং কিঞ্চন অস্তীতি ভাবঃ)। [তদেব বিশ্বং দর্শয়ন্ আহ] কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি), তপঃ (জ্ঞানং) [তপঃকার্য্যঞ্চ এতৎ সর্ব্বং, অতঃ] গুহায়াং (হৃদয়ে) নিহিতং (স্থিতং) পরামৃতং (পরম্ অমৃতং চ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মৈব) এতৎ (সর্ব্বং) [ইতি] যঃ (পুরুষঃ) বেদ (জানাতি); হে সোম্য—প্রিয়দর্শন, সঃ অবিদ্যা-গ্রন্থিং (অবিদ্যা বন্ধং) বিকিরতি (বিক্ষিপতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ)।

পূর্ব্বোক্ত সত্য পুরুষই এই সমস্ত জগৎ, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই সর্ব্বোত্তম অমৃত ব্রহ্মেরই স্বরূপ। হে সৌম্য! গুহানিহিত ইহাকে যে লোক জানে, সে লোক অবিদ্যার গ্রন্থি ছিন্ন করে॥ ৩২॥১০॥

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং পুরুষাৎ সর্ব্বমিদং সম্প্রসূতম্, অতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং, পুরুষ ইত্যেব সত্যম্; অতঃ পুরুষ এব ইদং বিশ্বং সর্ব্বম্। ন বিশ্বং নাম পুরুষাদন্যৎ কিঞ্চিদস্তি। অতো যদুক্তং তদেতদভিহিতং "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"ইতি। এতস্মিন্ হি পরস্মিন্ আত্মনি

সর্ব্বকারণে পুরুষে বিজ্ঞাতে, পুরুষ এবেদং বিশ্বং নান্যদস্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি। কিং পুনরিদং বিশ্বম্? ইত্যুচ্যতে—কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। তপো জ্ঞানং, তৎকৃতং ফলমন্যদেব তাবদ্ধীদং সর্ব্বম্; তচ্চৈতদ্ব্রহ্মণঃ কার্য্যং, তস্মাৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম পরামৃতং পরমমৃতমহমেবেতি যো বেদ নিহিতং স্থিতং গুহায়াং হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাং, স এবং বিজ্ঞানাদবিদ্যাগ্রন্থিং গ্রন্থিমিব দৃঢ়ীভূতামবিদ্যাবাসনাং বিকিরতি বিক্ষিপতি বিনাশয়তি, ইহ জীবন্নেব ন মৃতঃ সন্, হে সোম্য প্রিয়দর্শন ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপ-নিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে পুরুষ হইতেই সমস্ত প্রসূত হইয়াছে। অতএবই বাক্যারব্ধ নামাত্মক বিকার বস্তু মিথ্যা, পুরুষই একমাত্র সত্য; অতএব পুরুষই এই বিশ্ব বা সর্ব্বাত্মক। অর্থাৎ পুরুষ হইতে পৃথক্ বিশ্ব নামে কিছু নাই। অতএব, 'ভগবন্, কোন বস্তুটি জানিলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়,' এই যে প্রশ্ন উক্ত হইয়াছিল, তাহাই এখানে কথিত হইল। কেননা, সর্ব্ব-কারণ, পরমাত্মস্বরূপ এই পুরুষ বিজ্ঞাত হইলেই 'একমাত্র পুরুষই এই সমস্ত, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই, এই ভাব বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এই বিশ্বটিই বা কি প্রকার, তাহা কথিত হইতেছে—কর্ম্ম অগ্নিহোত্র প্রভৃতি, তপঃ—জ্ঞান, জ্ঞানজনিত ফল কর্ম্মফল হইতে পৃথক্ই বটে; সে সমস্তই এই বিশ্বপদবাচ্য। সেই এই বিশ্বও ব্রহ্মেরই কার্য্য; সুতরাং পরামৃত অর্থাৎ পর ও অমৃতস্বরূপ, ব্রহ্মই এ সমস্ত, এবং আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, যে লোক সর্ব্ব প্রাণীর গুহায়—হৃদয়ে নিহিত অবস্থিত এইরূপে ব্রহ্মকে জানে, হে সৌম্য—প্রিয়দর্শন, সেই লোক এবংপ্রকার জ্ঞানের ফলে অবিদ্যা-গ্রন্থিকে অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ়ীভূত অধর্ম্মসংস্কারকে দূরীভূত করে, তাহাও মৃত্যুর পর নহে—জীবদবস্থায়ই বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥৩৩॥১॥

আবিঃ (প্রকাশময়ং) সন্নিহিতং (সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ে স্থিতং), গুহাচরং (গুহাশয়ং) নাম (প্রসিদ্ধৌ) মহৎ (নিরতিশয়ং) পদং (সর্ব্বেষাম্ আশ্রয়ণীয়ং বস্তু)। অত্র (অস্মিন্ ব্রহ্মণি এজৎ (চলনস্বভাবং পক্ষিপ্রভৃতি) প্রাণৎ (প্রাণাদিমৎ মনুষ্যাদি), [কিং বহুনা—] যৎ নিমিষৎ (নিমেষং কুর্ব্বৎ) চকারাৎ (অনিমিষৎ—নিমেষরহিতং) চ, এতৎ (সর্ব্বং) অত্র এব সমর্পিতং (সম্যক্ স্থাপিতং)। [হে শিষ্যাঃ,] এতৎ (সর্ব্বাস্পদভূতং ব্রহ্ম) সদসৎ (সৎ—মূর্ত্তস্বরূপং, অসৎ—অমূর্ত্তস্বরূপং চ) বরেণ্যং (বরণীয়ং সর্ব্বস্য প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ), প্রজানাং (জনানাং) বিজ্ঞানাৎ (বিষয়জ্ঞানাৎ) পরম্ (অতিরিক্তং, লৌকিক-জ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ), যৎ বরিষ্ঠং (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) জানথ (তৎ অবগচ্ছত) [যূয়ম্ ইতি শেষঃ]॥

প্রকাশময়, সর্ব্বত্র সন্নিহিত, এবং গুহাচররূপে প্রসিদ্ধ যে মহৎ পদ (প্রার্থনীয় বস্তু); চলনশীল পক্ষ্যাদি, প্রাণধারণশীল মনুষ্যাদি, [অধিক কি,] নিমেষবান্ ও নিমেষরহিত এ সমস্তই ইহাতে সমর্পিত রহিয়াছে। [হে শিষ্যগণ, তোমরা] জানিও এই ব্রহ্মই সৎ ও অসৎস্বরূপ, সকলের বরণীয়, জনসমূহের জ্ঞানের অতীত এবং যাহা শ্রেষ্ঠরূপ॥ ৩৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অরূপং সৎ অক্ষরং কেন প্রকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে—আবিঃ প্রকাশং সন্নিহিতং বাগাদ্যুপাধিভিঃ জ্বলতি ভ্রাজতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ শব্দাদীন্ উপলভমানবদবভাসতে; দর্শন-শ্রবণমননাবজ্ঞানাদ্যুপাধিধর্ম্মৈরাবির্ভূতং সল্লক্ষ্যতে হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাম্।

যদেতদাবির্ভূতং ব্রহ্ম সন্নিহিতং সম্যক্ স্থিতং হৃদি তদ্গুহাচরং নাম, গুহায়াং চরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈঃ গুহাচরমিতি প্রখ্যাতম্। মহৎ সর্ব্বমহত্ত্বাৎ, পদং পদ্যতে সর্ব্বেণেতি সর্ব্বপদার্থাস্পদত্বাৎ।

কথং তন্মহৎপদমিতি? উচ্যতে—যতঃ অত্র অস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ সর্ব্বং সমর্পিতং প্রবেশিতং রথনাভাবিব অরাঃ—এজচ্চলৎ পক্ষ্যাদি, প্রাণৎ প্রাণিতীতি প্রাণাপানাদিমন্মনুষ্যপশ্বাদি, নিমিষচ্চ যন্নিমিষাদিক্রিয়াবৎ যচ্চানিমিষৎ 'চ'শব্দাৎ, সমস্তমেতদত্রৈব ব্রহ্মণি সমর্পিতম্। এতদ্ যদাস্পদং সর্ব্বং, জানথ হে শিষ্যা অবগচ্ছথ তদাত্মভূতং ভবতাং; সদসৎস্বরূপম্, সদসতোর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ। বরেণ্যং বরণীয়ং, তদেব হি সর্ব্বস্য নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ং; পরং ব্যতিরিক্তং বিজ্ঞানাৎ প্রজানামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ; যল্লৌকিকবিজ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্ বরিষ্ঠং বরতমং, সর্ব্বপদার্থেষু বরেষু; তদ্ধি একং ব্রহ্ম অতিশয়েন বরং সর্ব্বদোষরহিতত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অক্ষর পুরুষ যখন নীরূপ, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে হইবে? ইহা বলা হইতেছে—আবিঃ—প্রকাশস্বরূপ, সন্নিহিত অর্থাৎ শ্রুত্যন্তরে আছে—বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি দ্বারা উজ্জ্বল হন এবং দীপ্তিমান্ হন; তদনুসারে [আত্মা] শব্দাদি বিষয়সমূহ উপলব্ধি করেন বলিয়াই যেন প্রতীতি হয়; অতএব দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি উপাধিগত ধর্ম্মসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া লক্ষিত হন। এই যে প্রকাশস্বভাবও সন্নিহিত অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণিহৃদয়ে সম্যক্ অবস্থিত ব্রহ্ম; তাহাই আবার গুহাচর নামে অর্থাৎ গুহাতে সঞ্চরণ করে, এই জন্য দর্শন শ্রবণাদি ধর্ম্ম দ্বারা 'গুহাচর' নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু মহৎ, এবং সকলেই ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সমস্ত পদার্থের আশ্রয়ত্বহেতু পদ শব্দবাচ্য।

ভাল, তিনি মহৎ পদ কি প্রকারে? [উত্তর] বলা হইতেছে,—যেহেতু, রথনাভিতে যেমন অর সমুদয় (শলাকাসমূহ) সমর্পিত থাকে, তেমনি এই ব্রহ্মে এই সমস্ত (জগৎ) সমর্পিত রহিয়াছে—'এজৎ'

চলনশীল পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণৎ যাহারা প্রাণ ধারণ করে—মনুষ্য-পশু প্রভৃতি, নিমিষৎ যাহারা নিমেষকার্য্যকারী এবং 'চ' শব্দ হইতে অনিমিষৎও (নিমেষরহিতও) বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত ব্রহ্মেই সমর্পিত আছে। এ সমস্ত যাহাতে আশ্রিত, হে শিষ্যগণ, জানিও—তিনিই তোমাদের আত্মা এবং সদসৎস্বরূপ ; কেন না, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত কোন পদার্থেরই তদতিরিক্ত সত্তা নাই। বরেণ্য—বরণীয় ; কারণ, নিত্যত্বনিবন্ধন তিনিই সকলের প্রার্থনীয়। পর অর্থে—ব্যতিরিক্ত, 'প্রজাগণের বিজ্ঞান হইতে' এই ব্যবহিত বাক্যের সহিত এই 'পর' শব্দের সম্বন্ধ ; ইহার অর্থ এই যে, যিনি লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের অবিষয় ; যিনি বরিষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতম, সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের মধ্যে এক ব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তিনি সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ॥৩৩॥১॥

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিংল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্‌বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৪॥২

যৎ অর্চ্চিমৎ (দীপ্তিমৎ) যৎ অণুভ্যঃ চ (অপি) অণু (সূক্ষ্মং), যস্মিন্ লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) লোকিনঃ (তল্লোকবাসিনঃ) চ (অপি) নিহিতাঃ (আশ্রিতাঃ) তৎ এতদ্ (উক্তলক্ষণং) অক্ষরং (অক্ষরনামকং) ব্রহ্ম ; সঃ প্রাণঃ ; তৎ উ (অপি) বাঙ্‌মনঃ (বাক্ চ মনঃ চ সর্ব্বকরণাত্মক ইতিভাবঃ)। তৎ এতৎ (উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম) সত্যং (যথার্থভূতং) ; তৎ অমৃতং (অবিনশ্বরং), তৎ (ব্রহ্ম) বেদ্ধব্যং (মনসা গ্রহণীয়ং) বিদ্ধি (জানীহি) হে সোম্য ; (প্রিয়দর্শন,) ॥

যাহা দপ্তিমান্ এবং অণু হইতেও অণু (সূক্ষ্ম) ; যাহাতে ভূরাদি লোক সমূহ ও তল্লোকবাসিগণ (অবস্থিত) ; তিনিই এই অপর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্ ও মনঃস্বরূপ ; তিনিই সত্যস্বরূপ ; তিনিই অমৃতস্বরূপ ; হে সৌম্য তাঁহাকেই বেদ্ধব্য বলিয়া জানিবে ॥ ৩৪॥২॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যদর্চ্চিমদ্দীপ্তিমৎ ; তদ্দীপ্ত্যা হি আদিত্যাদি দীপ্যত ইতি দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম। কিঞ্চ, যদ্ অণুভ্যঃ শ্যামাকাদিভ্যোঽপি অণু চ সূক্ষ্মম্। 'চ'শব্দাৎ স্থূলেভ্যোঽপি অতিশয়েন স্থূলং পৃথিব্যাদিভ্যঃ। যস্মিন্ লোকা ভূরাদয়ো নিহিতাঃ স্থিতাঃ, যে চ লোকিনো লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়ঃ, চৈতন্যাশ্রয়া হি সর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ ; তদেতৎ সর্ব্বাশ্রয়ম্ অক্ষরং ব্রহ্মঃ, স প্রাণঃ তদু বাঙ্মনো বাক্‌চ মনশ্চ সর্ব্বাণি চ করণানি তদু অন্তশ্চৈতন্যম্ ; চৈতন্যাশ্রয়ো হি প্রাণেন্দ্রিয়াদিসর্ব্বসঙ্ঘাতঃ, "প্রাণস্য প্রাণম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যৎ প্রাণাদীনামন্তশ্চৈতন্যমক্ষরং, তদেতৎ সত্যম্ অবিতথং ; অতঃ অমৃতম্ অবিনাশি, তৎ বেদ্ধব্যং মনসা তাড়য়িতব্যম্ ; তস্মিন্ মনসঃ সমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং হে সোম্য, বিদ্ধি অক্ষরে চেতঃ সমাধৎস্ব ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও, যিনি অর্চ্চিমৎ—দীপ্তিসম্পন্ন ; দীপ্তিমান্ আদিত্য প্রভৃতিও তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিলাভ করেন, এই কারণে ব্রহ্মই প্রকৃত দীপ্তিমান্। আরও এক কথা, শ্যামাকাদি অণু অপেক্ষাও অণু—সূক্ষ্ম, [শ্যামাক একপ্রকার ক্ষুদ্র শস্য]। 'চ'. শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, স্থূল পৃথিব্যাদি অপেক্ষাও অতিশয় স্থূল। ভূরাদি লোকসমূহ এবং যাহারা সেই লোকবাসী মনুষ্যাদি, (তাহারাও) যাহাতে নিহিত—অবস্থিত। কারণ, সকলেই চৈতন্যে আশ্রিত বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে, ইহাই সেই সর্ব্বাশ্রয় অক্ষর ব্রহ্ম ; তিনিই প্রাণ এবং তিনিই বাক্ ও মন এবং সমস্ত করণস্বরূপ ; প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি সমস্তই চৈতন্যে আশ্রিত ; সুতরাং চৈতন্যস্থ ইহা "[তিনি] প্রাণেরও প্রাণ" এই অপর শ্রুতি হইতে [জানা যায়]। প্রাণাদির অন্তঃস্থ যে অক্ষর চৈতন্য, তিনিই এই সত্য অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ ; অতএব অমৃত—বিনাশরহিত। তাহাকে বিদ্ধ অর্থাৎ মনের দ্বারা তাড়িত করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাতে মনকে সমাহিত করিতে হইবে। হে সৌম্য, যেহেতু এই প্রকার ; অতএব তুমি সেই অক্ষরে চিত্ত সমাহিত কর ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সংদধীত।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৫॥৩॥

ঔপনিষদং (উপনিষৎসু এব জ্ঞাতং) মহাস্ত্রং (মহৎ অস্ত্রং) ধনুঃ গৃহীত্বা (সমাদায়) [তস্মিন্] উপাসা-নিশিতং (অবিচ্ছেদধ্যানেন সূক্ষ্মীকৃতং) শরং সংদধীত (সন্ধানং কুর্য্যাৎ)। হে সোম্য, আযম্য (ধনুরাকৃষ্য—সান্তঃকরণানি ইন্দ্রিয়াণি স্বস্ব-বিষয়েভ্যঃ বিনিবর্ত্ত্য) তদ্ভাবগতেন (তস্মিন্ ব্রহ্মণি ভাবঃ তন্ময়তা, তদ্গতেন) চেতসা (মনসা) লক্ষ্যং (বেদ্ধব্যং) তৎ এব অক্ষরং (পুরুষং) বিদ্ধি (অবগচ্ছ)॥

হে প্রিয়দর্শন, উপনিষদেন্ত মহাস্ত্র ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপাসনা-শোধিত শর সংযোজিত কর; শর সন্ধান করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রত্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময়তাপ্রাপ্ত চিত্ত দ্বারা সেই লক্ষ্য অক্ষর পুরুষকে বেদ্ধব্য বলিয়া জানিও॥ ৩৫॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং বেদ্ধব্যমিতি, উচ্যতে—ধনুঃ ইস্বাসনং গৃহীত্বা আদায় ঔপনিষদম্ উপনিষৎসু ভবং প্রসিদ্ধং মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চ মহাস্ত্রং ধনুঃ, তস্মিন্ শরম্; কিংবিশিষ্টমিত্যাহ—উপাসানিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনূকৃতং, সংস্কৃতমিত্যেতৎ; সন্দধীত সন্ধানং কুর্য্যাৎ। সন্ধায় চ আযম্য আকৃষ্য সেন্দ্রিয়মন্তঃকরণং স্ববিষয়াদ্‌বিনিবর্ত্ত্য লক্ষ্য এবাবর্জ্জিতং কৃত্বেত্যর্থঃ। ন হি হস্তেনেব ধনুষ আযমনমিহ সম্ভবতি। তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরে লক্ষ্যে ভাবনা ভাবঃ, তদ্গতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেব যথোক্তলক্ষণম্ অক্ষরং সোম্য, বিদ্ধি॥ ৩৫ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকারে বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে, ঔপনিষদ-উপনিষৎপ্রভব অর্থাৎ উপনিষৎপ্রসিদ্ধ মহৎ অস্ত্রস্বরূপ ধনু—যাহা দ্বারা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ধনুতে উপাসা-নিশিত অর্থাৎ অনবরত সম্যক্ ধ্যান দ্বারা তনূকৃত (সূক্ষ্মতাপ্রাপিত)—সংস্কারসমন্বিত শরের সন্ধান

করিবে (শর-যোজনা করিবে), সন্ধানের পর আযমন করিয়া—আকর্ষণ করিয়া—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবারিত করিয়া—অর্থাৎ একমাত্র লক্ষ্য বিষয়েই একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া ; কারণ হস্ত দ্বারা যেমন ধনুর আকর্ষণ হয়, তেমন আকর্ষণ ত এখানে সম্ভব হয় না, কাজেই ঐরূপ অর্থ করিতে হইল। তদ্ভাবগত অর্থাৎ সেই যে লক্ষ্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে ভাবনা—ভাবপ্রাপ্ত (অনুরাগসম্পন্ন) চিত্ত দ্বারা হে সোম্য, সেই লক্ষ্যস্বরূপ উক্তরূপ অক্ষর ব্রহ্মকে বেদ্ধব্য জানিবে ॥৩৫॥৩॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৬॥৪॥

[ইদানীং প্রাগুক্তং ধনুরাদিকমেব স্বরূপতো নির্দ্দিশতি প্রণব ইত্যাদিনা]। প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) ধনুঃ (শরাধিষ্ঠানং), আত্মা (চিদাভাসঃ) হি (নিশ্চয়ে) শরঃ (বাণঃ), তৎ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম লক্ষ্যং (বেধ্যং), যদ্বা. তস্য (শরস্য) লক্ষ্যং—(তল্লক্ষ্যং ইত্যেকং পদং) ; উচ্যতে (কথ্যতে) । [তৎ চ] অপ্রমত্তেন (প্রমাদরহিতেন সতা) বেদ্ধব্যম্ (অনুভবনীয়ং) ; [অতএব সাধকঃ] শরবৎ (শরইব) তন্ময়ঃ (তদেকাগ্রঃ) ভবেৎ (স্যাদিত্যর্থঃ) ॥

এখন পূর্ব্বোক্ত ধনুঃশরাদি শব্দার্থ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—প্রণব ধনু, স্বয়ং চিদাভাস আত্মা তাহার শর ; আর পরব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য (বেধ্য) বলিয়া কথিত হন ; প্রমাদহীন বা মনোযোগী হইয়া সেই লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে; এবং তজ্জন্য শরের ন্যায় তন্ময় (লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্র) হইতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ ৪ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যদুক্তং ধনুরাদি, তদুচ্যতে—প্রণব ওঙ্কারো ধনুঃ। যথা ইষ্বাসনং লক্ষ্যে শরস্য প্রবেশকারণং, তথা আত্মশরস্যাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণমোঙ্কারঃ ; প্রণবেন হ্যভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মাণস্তদালম্বনোঽপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেঽবতিষ্ঠতে ; যথা ধনুষা অস্ত ইষুর্লক্ষ্যে। অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ। শরো হ্যাত্মা উপাধিলক্ষণঃ পরএব জলে সূর্য্যাদিবৎ প্রবিষ্টো দেহে সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়-সাক্ষিতয়া ; স শর ইব স্বাত্মন্যেব অর্পিতোঽক্ষরে ব্রহ্মণি ; অতঃ ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য ইব মনঃ সমাধিৎ-

স্মৃতিঃ আত্মভাবেন লক্ষ্যমাণত্বাৎ। তত্রৈবং সতি অপ্রমত্তেন বাহ্যবিষয়োপলব্ধি-তৃষ্ণা-প্রমাদবর্জ্জিতেন সর্ব্বতো বিরক্তেন জিতেন্দ্রিয়েণ একাগ্রচিত্তেন বেদ্ধব্যং ব্রহ্ম লক্ষ্যম্। ততস্তদ্বেধনাৎ ঊর্দ্ধং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। যথা শরস্য লক্ষ্যৈকাত্মত্বং ফলং ভবতি; তথা দেহাদ্যনাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণেন অক্ষরৈকাত্মত্বং ফলমাপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

ধনুঃ প্রভৃতি বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন—প্রণব—ওঙ্কার ধনুঃস্বরূপ। ইষ্বাসন (যাহা দ্বারা ইষু—বাণ নিক্ষিপ্ত হয়), যেমন শরের লক্ষ্য প্রবেশের কারণ হয়, তেমনি ওঙ্কারই অক্ষর রূপ লক্ষ্যে আত্মারূপী শরের প্রবেশ কারণ; কেন না, প্রণবকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণব ধ্যান করিতে করিতে আত্মার সংস্কার বা দোষাপনয়ন হয়, তখন ধনুঃ দ্বারা নিক্ষিপ্ত শর যেরূপ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ [আত্মারূপ শরও] বিনা বাধায় অক্ষরে অবস্থিত হয়। অতএব প্রণবই ধনু অর্থাৎ ধনুঃসদৃশ। আত্মা শর স্বরূপ; জলে যেরূপ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ উপাধি-প্রতিবিম্বিত এবং সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষিরূপে দেহে প্রবিষ্ট পরমাত্মাই এখানে 'আত্মা' পদবাচ্য। সেই আত্মা শরের ন্যায় নিজেই আত্মস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্মে সমর্পিত হয়; এই জন্যই ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বলা হইয়া থাকে, কারণ লক্ষ্যের ন্যায় তাহাতেও যাঁহারা মনঃ সমাধান করেন, তাঁহারা তাঁহাকে আত্মারূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এইরূপ যখন স্থির হইল, তখন অপ্রমত্তভাবে—বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি বিষয়ে তৃষ্ণাবর্জ্জিত ভাবে অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়—একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্ম লক্ষ্যকে বেধ করিতে হইবে। এই কারণেই লক্ষ্য-বেধের পূর্ব্বে শরের ন্যায় তন্ময় হইবে; অভিপ্রায় এই যে, লক্ষ্যের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া—তাহার সহিত মিলিত হইয়া যাওয়াই যেমন শরের উদ্দেশ্য বা ফল,—তেমনি

[এখানেও] দেহাদি অনাত্ম-পদার্থের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্তি—তৎস্বরূপতা-লাভরূপ ফল সম্পাদন করিবে ॥৩৬॥৪॥

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মান-
মন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥৩৭॥৫॥

কিঞ্চ, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ), পৃথিবী, অন্তরিক্ষং (আকাশং), মনঃ (অন্তঃকরণং) চ সর্ব্বৈঃ (অন্যৈঃ) প্রাণৈঃ (করণৈঃ) সহ যস্মিন্ (অক্ষরে পুরুষে) ওতং (সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠিতং)। [হে শিষ্যাঃ, যূয়ং] তম্ এব একং (কেবলং) আত্মানং (অক্ষরং) জানথ (জানীত অবগচ্ছত); অন্যাঃ (অপরবিদ্যারূপাঃ) বাচঃ (বচনানি) বিমুঞ্চথ (ত্যজত); [যস্মাৎ] এষঃ (অক্ষরঃ পুরুষঃ) অমৃতস্য (মোক্ষস্য) সেতুঃ (প্রাপ্ত্যুপায়ঃ)॥

দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত করণবর্গের সহিত মন যে অক্ষরে প্রোত (সম্বদ্ধ) রহিয়াছে; [হে শিষ্যগণ] কেবল সেই আত্মাকেই জানিবে, অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর; ইনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতু (প্রাপ্তির উপায়) ॥৩৭॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অক্ষরস্যৈব দুর্লক্ষ্যত্বাৎ পুনঃ পুনর্ব্বচনং সুলক্ষণার্থম্। যস্মিন্ অক্ষরে পুরুষে দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ ওতং সমর্পিতং মনশ্চ সহ প্রাণৈঃ করণৈঃ অন্যৈঃ সর্ব্বৈঃ, তমেব সর্ব্বাশ্রয়ম্ একম্ অদ্বিতীয়ং জানথ জানীত হে শিষ্যাঃ। আত্মানং প্রত্যক্স্বরূপং যুষ্মাকং সর্ব্বপ্রাণিনাঞ্চ, জ্ঞাত্বা চান্যা বাচঃ অপরবিদ্যারূপা বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত পরিত্যজত। তৎপ্রকাশ্যঞ্চ সর্ব্বং কর্ম্ম সসাধনম্। যতঃ অমৃতস্য এষ সেতুঃ, এতদাত্মজ্ঞানম্ অমৃতস্য অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে সেতুঃ, সংসারমহোদধেরুত্তরণহেতুত্বাৎ; তথা চ শ্রুত্যন্তরম্—"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি ॥ ৩৭॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অক্ষর দুর্জ্ঞেয়, এই কারণে অনায়াসে বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সেই অক্ষরেরই নির্দ্দেশ করিতেছেন—যে অক্ষর-পুরুষে দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ (আকাশ) আর মনঃ অপর সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ করণবর্গের সহিত ওত—সমর্পিত রহিয়াছে; হে শিষ্যগণ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকে—তোমাদের ও সমস্ত প্রাণির প্রত্যক চৈতন্যকে (পরমাত্মাকে) জান, [এবং জানিয়া] অপর বিদ্যাসম্পর্কিত অপর বাক্য সমূহ পরিত্যাগ কর; এবং সেই অপর বিদ্যা প্রকাশ্য সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্ম-সাধন [পরিত্যাগ কর]; যেহেতু ইনি অমৃতের সেতু, অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার কারণ; এই হেতু সেই আত্মতত্ত্বই অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু স্বরূপ। অপর শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন—'তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, যাইবার আর পথ নাই॥' ৩৭॥৫॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥৩৮॥৬॥

রথনাভৌ (রথস্য নাভিচক্রে) অরাঃ শলাকাঃ) ইব নাড্যঃ (দেহবর্ত্তিন্যঃ নাড়িকাঃ) যত্র (যস্মিন্ হৃদয়ে) সংহতাঃ (সন্নিবিষ্টাঃ)। বহুধা (ক্রোধহর্ষাদিভিঃ) জায়মানঃ (প্রতীতঃ) স এষঃ (প্রকৃতঃ) আত্মা অন্তঃ (তস্য হৃদয়স্য মধ্যে) চরতে (চরতি)। [তং] আত্মানং 'ওম্' ইত্যেবং (ওঙ্কারালম্বনত্বেন) ধ্যায়থ (চিন্তয়ত); [হে শিষ্যাঃ]; বঃ (যুষ্মাকং) তমসঃ পরস্তাৎ (অবিদ্যান্ধকাররহিতায়) পারায় (সংসার-সাগরস্য পরতীরায়, মোক্ষায় ইতি যাবৎ) স্বস্তি (বিঘ্নাভাবঃ) [অস্তু ইতি শেষঃ]॥

রথনাভিতে শলাকা-সমূহের ন্যায় দৈহিক নাড়ী-সমূহ যেখানে (হৃদয়ে) সংহত বা সন্নিবিষ্ট আছে; শোকহর্ষাদি নানাবিধ ভাবে প্রকাশমান সেই এই

আত্মাও সেই হৃদয় মধ্যে সঞ্চরণ করেন ; [হে শিষ্যগণ, তোমরা] সেই আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে ধ্যান কর; অজ্ঞানের অতীত পরপারে গমনে তোমাদের কল্যাণ হউক,—বিঘ্ন নিবৃত্ত হউক ॥৩৮॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অরা ইব, যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরাঃ, এবং সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা যত্র যস্মিন্ হৃদয়ে সর্ব্বতো দেহব্যাপিন্যো নাড্যঃ. তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিভূতঃ স এষ প্রকৃত আত্মা অন্তঃ মধ্যে চরতে চরতি * বহুধা অনেকধা ক্রোধহর্ষাদি-প্রত্যয়ৈর্জ্জায়মান ইব জায়মানঃ অন্তঃকরণোপাধ্যনুবিধায়িত্বাৎ; বদন্তি হি লৌকিকাঃ 'হৃষ্টোজাতঃ, ক্রুদ্ধো জাতঃ' ইতি। তমাত্মানম্ ওমিত্যেবম্ ওঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিন্তয়ত। উক্তঞ্চ বক্তব্যং শিষ্যেভ্য আচার্য্যেণ জানতা। শিষ্যাশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা-বিবিদিষুত্বাৎ নিবৃত্তকর্ম্মাণো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ। তেষাং নির্ব্বিঘ্নতয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তিমাশাস্ত্যাচার্য্যঃ—স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্তু বো যুষ্মাকং পারায় পরকূলায়। পরস্তাৎ কস্মাৎ ? অবিদ্যা-তমসঃ, অবিদ্যারহিতব্রহ্মাত্মস্বরূপ-গমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, অর-সমূহ (শলাকাসমূহ) যেমন রথনাভিতে সংহতভাবে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তেমনি দেহব্যাপী নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে সম্যক্ প্রবিষ্ট থাকে ; বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই এই প্রস্তাবিত আত্মা বহুধা অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধির অনুগত থাকায় অন্তঃকরণ-গত ক্রোধ হর্ষাদি প্রত্যয়যোগে যেন জায়মান বলিয়াই প্রতীত হইয়া সেই হৃদয় মধ্যে বিচরণ করে। এই জন্যই জনসাধারণ বলিয়া থাকে যে, [অমুক ব্যক্তি] হৃষ্ট হইয়াছে, ক্রুদ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে অর্থাৎ ওঙ্কারকে আত্মার আলম্বন করিয়া কথিত কল্পনানুসারে ধ্যান কর—চিন্তা কর। অভিজ্ঞ আচার্য্য কথিত বিষয়টি শিষ্যগণকে অবশ্য বলিবেন, শিষ্যগণও যখন ব্রহ্মবিদ্যা-জিজ্ঞাসু, তখন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াই মোক্ষ-মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আচার্য্য

* "শৃণ্বন্ শৃণ্বন্ মন্যানো বিজানন্ ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

তাহাদের নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেছেন যে, তোমাদের পরপার গমনে স্বস্তি কল্যাণ অর্থাৎ বিঘ্নের অভাব হউক। কাহার পর ?—অবিদ্যা-অন্ধকারের। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা-বিরহিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ লাভের জন্য [স্বস্তি হউক] ॥৩৮॥৬॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোমন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৯॥৭॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, ভুবি (জগতি) যস্য এষঃ (বুদ্ধিস্থঃ) মহিমা [অনুভূয়তে]। এষ আত্মা দিব্যে (প্রকাশময়ে) ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মণঃ অভিব্যক্তি-স্থানে) ব্যোমনি (হৃদয়াকাশে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অভিব্যক্তঃ) ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, এবং জগতে যাঁহার এই মহিমা (বিভূতি) [অনুভূত হইতেছে]। এই আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুর আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত আছেন ॥ ৩৯॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোঽসৌ তমসঃ পরস্তাৎ সংসারমহোদধিং তীর্ত্বা গন্তব্যঃ পরবিদ্যাবিষয়ঃ, স কস্মিন্ বর্ত্ততে ? ইত্যাহ—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ব্যাখ্যাতঃ তং পুনর্ব্বিশিনষ্টি—যস্যৈষ প্রসিদ্ধো মহিমা বিভূতিঃ। কোঽসৌ মহিমা ? যস্যেমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ শাসনে বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যস্য শাসনে অলাতচক্রবদজস্রং ভ্রমতঃ ; যস্য শাসনে সরিতঃ সাগরাশ্চ স্বগোচরং নাতিক্রামন্তি ; তথা স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যস্য শাসনে নিয়তম্ ; তথা ঋতবঃ, অয়নে অব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি ; তথা কর্ত্তারঃ কর্ম্মাণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্তন্তে, স এব মহিমা, ভুবি লোকে যস্য ; স এষ সর্ব্বজ্ঞ এবংমহিমা দেবঃ। দিব্যে দ্যোতনবতি সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়কৃতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি। ব্রহ্মণো হ্যত্র চৈতন্যস্বরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ ; ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং, তস্মিন্ যদ্ব্যোম, তস্মিন্ ব্যোমনি আকাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে। নহ্যাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য গতিরাগতিঃ প্রতিষ্ঠা বা অন্যথা সম্ভবতি ॥ ৩৯ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সংসার-সাগর পার হইয়া অজ্ঞানাতীত ও পরবিদ্যার বিষয়ীভূত যাহাকে পাইতে হইবে, তিনি কোথায় থাকেন ? এই আকাঙ্ক্ষায়

বলিতেছেন—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, ইহার অর্থ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। পুনশ্চ তাহাকে বিশেষিত করিতেছেন—যাহার এই প্রসিদ্ধ মহিমা—বিভূতি (ঐশ্বর্য্য); এই মহিমা কি ?—এই দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহার শাসনে বিধৃত হইয়া আছে, (স্থানচ্যুত হইতেছে না); যাঁহার শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র অলাতচক্রের (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ডের) ন্যায় অনবরত ভ্রমণ করিতেছেন; যাঁহার শাসনে নদী ও সমুদ্র সমূহ স্ব স্ব স্থান অতিক্রম করিতেছে না; এবং যাঁহার শাসনে স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ নিচয় নিয়মিত হইয়া আছে। সেইরূপ ঋতুসকল, অয়নদ্বয় (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) যাঁহার শাসন অতিক্রম করিতেছে না, সেইরূপ কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যাঁহার শাসনে নিজনিজ কাল অতিক্রম করিতেছে না,—জগতে যাঁহার এইরূপ মহিমা, এবংবিধ মহিমান্বিত সেই দেবতাই এই সর্ব্বজ্ঞ দিব্য—প্রকাশসম্পন্ন অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত সর্ব্ববিধ জ্ঞানাত্মক প্রকাশযুক্ত ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে), কেন না, ব্রহ্মই চৈতন্য স্বরূপে এখানে সর্ব্বদা অভিব্যক্ত আছেন; এই কারণে ব্রহ্মপুর অর্থ হৃৎপদ্ম, তন্মধ্যে যে আকাশ, হৃদয়-পুণ্ডরীকস্থ সেই আকাশে প্রতিষ্ঠিতের ন্যায় উপলব্ধির বিষয় হন। নচেৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্মের অন্যপ্রকার গমন কিংবা আগমন সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৯॥৭॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
　　প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় ।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
　　আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥৪০॥৮॥

কিঞ্চ, মনোময়ঃ; (মনউপাধিকঃ) প্রাণ-শরীরনেতা (প্রাণং চ সূক্ষ্মং শরীরং চ অস্মাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরং নয়তীত্যর্থঃ)। [সঃ পুরুষঃ] হৃদয়ং সন্নিধায় (হৃৎপদ্মে অবস্থায়) অন্নে (অন্নোপচিতে দেহে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ) [অস্তি]। ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) তদ্বিজ্ঞানেন (তদাত্মভাবানুভবেন) যৎ আনন্দরূপম্

(সর্ব্বদুঃখসম্পর্করহিতম্) অমৃতং বিভাতি (প্রকাশতে), [তৎ] পরিপশ্যন্তি (সম্যক্ অনুভবন্তীত্যর্থঃ) ॥

মনোময় এবং প্রাণও শরীরের নেতা, [সেই পুরুষ] হৃদয় অবলম্বন করিয়া অন্নপরিপুষ্ট দেহে অবস্থান করেন। বিবেকিগণ তাঁহার অনুভূতিবলে আনন্দ স্বরূপ যে অমৃত (ব্রহ্ম) প্রতিভাত হন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স হ্যাত্মা তত্রস্থো মনোবৃত্তিভিরেব বিভাব্যত ইতি মনোময়ঃ, মন-উপাধিত্বাৎ প্রাণশরীরনেতা, প্রাণশ্চ শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং, তস্যায়ং নেতা। অস্মাৎ স্থূলাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরং সূক্ষ্মং প্রতি প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ অন্নে ভুজ্যমানান্ন-বিপরিণামে প্রতিদিনম্ উপচীয়মানে অপচীয়মানে চ পিণ্ডরূপেঽন্নে হৃদয়ং বুদ্ধিং পুণ্ডরীকচ্ছিদ্রে সন্নিধায় সমবস্থাপ্য, হৃদয়াবস্থানমেব হ্যাত্মনঃ স্থিতিঃ, ন হ্যাত্মনঃ স্থিতিরন্নে। তৎ আত্মতত্ত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানেন শম-দম-ধ্যান-সর্ব্বত্যাগ-বৈরাগ্যোদ্ভূতেন পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভন্তে ধীরা বিবেকিনঃ। আনন্দরূপং সর্ব্বানর্থদুঃখায়াসপ্রহীণং সুখরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি বিশেষেণ স্বাত্মন্যেব ভাতি সর্ব্বদা ॥ ৪০ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেখানে অবস্থিত আত্মা কেবল মনোবৃত্তি সমূহ দ্বারাই অনুভব-গোচর হন, এই জন্য মনোময় [পদবাচ্য]; কারণ মন তাহার উপাধি, (সুতরাং উপলব্ধি স্থান), প্রাণ-শরীরনেতা, অর্থাৎ প্রাণ ও শরীর, এতদুভয়ের এই স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরান্তরে লইয়া যাইবার কর্ত্তা, হৃদয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে পুণ্ডরীকরন্ধ্রে সন্নিবেশিত করিয়া; অন্নে অর্থাৎ উপভুক্ত অন্নের পরিণামাত্মক এবং প্রতিদিন বৃদ্ধি হ্রাসভাগী এই দেহপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত—অবস্থিত। আত্মার হৃদয়ে অবস্থানই যথার্থ স্থিতি, নচেৎ অন্ন মধ্যে কখনই আত্মার স্থিতি হইতে পারে না। বিজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ-লব্ধ এবং শম, দম, ধ্যান, সর্ব্বত্যাগ ও বৈরাগ্য সমুদ্ভূত বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা বিবেকিগণ সর্ব্বতো-ভাবে সম্পূর্ণরূপে সেই আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন, যে আনন্দরূপ

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দুঃখ যন্ত্রণারহিত ও অমৃতস্বরূপ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ যাহা আত্মাতেই সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতেছে ॥৪০॥৮॥

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৪১॥৯॥

তস্মিন্ (প্রস্তাবিতে) পরাবরে (কারণরূপেণ পরং শ্রেষ্ঠং, কার্য্যরূপেণ অবরং হীনং চ)। (যদ্বা, পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে নিকৃষ্টা যস্মাৎ, তৎ পরাবরং—সর্ব্বোত্তমং, তস্মিন্) দৃষ্টে (সাক্ষাৎকৃতে সতি) অস্য (সাক্ষাৎকর্ত্তুঃ) হৃদয়-গ্রন্থিঃ (হৃদয়গতা অবিদ্যাহঙ্কারবাসনা) ভিদ্যতে (বিনশ্যতি), সর্ব্বসংশয়াঃ (সর্ব্বে সংশয়াঃ আত্মা দেহাতিরিক্তঃ নবা, নিত্যোঽনিত্যো বা ? ইত্যাদিরূপাঃ) ছিদ্যন্তে (বিচ্ছেদমাপদ্যন্তে নশ্যন্তীত্যর্থঃ)। কর্ম্মাণি চ (প্রারব্ধেতরাণি) ক্ষীয়ন্তে (দগ্ধবীজভাবমাপদ্যন্তে)॥

সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর এই দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদি সংস্কার) নষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ ভিন্ন কর্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অস্য পরমাত্মজ্ঞানস্য ফলমিদমভিধীয়তে—হৃদয়গ্রন্থিঃ অবিদ্যা-বাসনাময়ঃ বুদ্ধ্যাশ্রয়ঃ কামঃ, "কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। হৃদয়াশ্রয়োঽসৌ, নাত্মাশ্রয়ঃ ; ভিদ্যতে ভেদং বিনাশমুপযাতি ; ছিদ্যন্তে সর্ব্বে জ্ঞেয়-বিষয়াঃ সংশয়াঃ লৌকিকানাম্ আ-মরণাৎ গঙ্গাস্রোতোবৎ প্রবৃত্তা বিচ্ছেদমায়ান্তি। অস্য বিচ্ছিন্নসংশয়স্য নিবৃত্তাবিদ্যস্য যানি বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি জন্মান্তরে চ অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তিসহভাবীনি চ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি ; ন ত্বেতজ্জন্মারম্ভকাণি প্রবৃত্তফলত্বাৎ। তস্মিন্ সর্ব্বজ্ঞেঽসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে পরঞ্চ কারণাত্মনা, অবরঞ্চ কার্য্যাত্মনা, তস্মিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে সংসার-কারণোচ্ছেদান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৪১ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই পরমাত্ম-জ্ঞানের এই ফল অভিহিত হইতেছে—হৃদয়গ্রন্থি

অর্থে—অবিদ্যা-বাসনা অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠা কামনা; কারণ, অন্যত্র—'ইহার হৃদয়াশ্রিত যে সমস্ত কামনা' এই শ্রুতিতে ['কাম'কে বুদ্ধিনিষ্ঠ বলা আছে]। এই কামনা বুদ্ধিগত—আত্মগত নহে (১৫) [সেই হৃদয়-গ্রন্থি] ভেদপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। অতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের হৃদয়ে যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত গঙ্গাস্রোতের ন্যায় অনবরত জ্ঞেয়-বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই অবিদ্যা ও সংশয়শূন্য ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও জন্মান্তরে সম্পাদিত—যে সমস্ত কর্ম্ম এখনও ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেও যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম এই বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ, তাহারা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, [প্রারব্ধ-ফলক কর্ম্মের ভোগশেষ না হইলে ক্ষয় হয় না]। যাহা কারণরূপে পর শ্রেষ্ঠ, আর কার্য্যরূপে অবর—হীন, সেই সর্ব্বজ্ঞ অসংসারী, পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে—'আমি তৎস্বরূপ' ইত্যাকারে সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে, সংসারের কারণভূত অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায় [সেই দ্রষ্টা] মুক্তি লাভ করে ॥ ৪১॥৯ ॥

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥৪২॥১০॥

[উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্য বক্তুমুপক্রমতে 'হিরণ্ময়ে' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়েণ]।—হিরণ্ময়ে (জ্যোতির্ম্ময়ে) পরে (শ্রেষ্ঠে) কোশে (কোশবৎ অবস্থিতিস্থানে) বিরজং (বিরজস্কং রজোমলরহিতং), নিষ্কলং (নিরংশং) ব্রহ্ম [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। তৎ (ব্রহ্ম) শুভ্রং (শুদ্ধং); তৎ জ্যোতিষাং (অগ্ন্যাদীনামপি) জ্যোতিঃ (প্রকাশকং);

(১৫) তাৎপর্য্য—ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতে সুখ, দুঃখ ও কামনা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি আত্মনিষ্ঠ (মনের ধর্ম্ম নহে); তাহাদের মত প্রত্যাখ্যানের অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে, 'কাম' ধর্ম্মটি বুদ্ধির,—আত্মার নহে।

আত্মবিদঃ (বিবেকিনঃ) যৎ (ব্রহ্ম) বিদুঃ (জানন্তি) [তদেব তদ্বস্তু ইতি ভাবঃ]॥

রজোদোষরহিত ও কলা বা অংশ শূন্য ব্রহ্ম হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পরম কোশে (স্থানে) [অবস্থিত আছেন]। তিনি শুদ্ধ; তিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ-স্বরূপ ; আত্মবিদ্গণ যাঁহাকে জানেন ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

উক্তস্যৈব অর্থস্য সংক্ষেপাভিধায়কা উত্তরে মন্ত্রাস্ত্রয়োঽপি—হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশে পরে কোশে কোশ ইব অসেঃ ; আত্মস্বরূপোপলব্ধি-স্থানত্বাৎ, পরং সর্ব্বাভ্যন্তরত্বাৎ, তস্মিন্ বিরজম্ অবিদ্যাদ্যশেষদোষ-রজোমলবর্জ্জিতং, ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাচ্চ, নিষ্কলং—নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়ব-মিত্যর্থঃ। যস্মাৎ বিরজং নিষ্কলঞ্চ, অতঃ তৎ শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশাত্মনাম্ অগ্ন্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ অবভাসকম্। অগ্ন্যাদীনামপি জ্যোতিষ্ট্বম্ অন্তর্গত-ব্রহ্মাত্মচৈতন্যজ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ। তদ্ধি পরং জ্যোতিঃ যদন্যানবভাস্যম্ আত্ম-জ্যোতিঃ,তদ্‌যৎ আত্মবিদ আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিদুঃ বিজানন্তি, তে আত্মবিদঃ তদ্বিদুঃ আত্মপ্রত্যয়ানুসারিণঃ। যস্মাৎ পরং জ্যোতিঃ, তস্মাৎ ত এব তদ্‌বিদুঃ, নেতরে বাহ্যার্থপ্রত্যয়ানুসারিণঃ ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পরবর্ত্তী তিনটি মন্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছে—হিরণ্ময়—জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশলক্ষণ শ্রেষ্ঠ কোশে, কোশ অর্থ কোশসদৃশ ; যেমন অসির (তরোয়ালের) কোশ ; কেননা, উহাই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার স্থান ; অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া ইহা 'পর' ; তাহার মধ্যে বিরজ—অবিদ্যাপ্রভৃতি রজোময় সমস্তদোষ-রহিত, সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু এবং সর্ব্বাত্মকত্বহেতু ব্রহ্ম, নিষ্কল—যাহা হইতে সমস্ত কলা বা অংশ অপগত হইয়াছে, অর্থাৎ নিরবয়ব। যেহেতু বিরজ ও নিষ্কল, অতএব তিনি শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ ; স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকাশক অগ্নিপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থেরও তিনি জ্যোতিঃ, অর্থাৎ প্রকাশক। অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিপ্রভৃতির যে জ্যোতিঃ,

তাহারও কারণ সেই অন্তঃস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য। আর সেই জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, যাহা অন্যের প্রকাশ্য হয় না। যে সকল বিবেকী পুরুষ শব্দাদি-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই আত্মাকে জানেন, তাঁহারাই আত্মবিৎ, আত্ম-জ্ঞানানুবর্ত্তী সেই আত্মবিদ্গণই তাঁহাকে জানেন। যেহেতু উহাই পর জ্যোতিঃ, অতএব তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন,—কিন্তু বাহ্যার্থ-বিষয়ক জ্ঞানানুবর্ত্তীরা নহে ॥৪২॥১০॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥৪৩॥১১॥

তত্র (জ্যোতিষি) সূর্য্যঃ ন ভাতি (ন তৎ প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ), চন্দ্র-তারকং (চন্দ্রশ্চ তারকা চ) [ন ভাতি]; ইমাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (প্রকাশয়ন্তি), অয়ং (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ কুতঃ? [তৎ প্রকাশয়েয়ুঃ ইতি শেষঃ।]। [কিং বহুনা] ভান্তং (স্বতঃপ্রকাশং) তং (পরমাত্মানং) এব অনু (অনুসৃত্য) সর্ব্বং (সূর্য্যাদিকং জগৎ) ভাতি (প্রকাশতে); তস্য (পরমাত্মনঃ) [এব] ভাসা (দীপ্ত্যা) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) বিভাতি (প্রকাশতে, ন স্বতঃ)॥

সেই পরম জ্যোতিতে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র এবং তারকাগণও প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নির আর কথা কি? [অধিক কি,] স্বপ্রকাশ তাঁহারই অনুগত হইয়া সকলে প্রকাশ পায়; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইত্যুচ্যতে—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ভাতি; তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স হি তস্যৈব ভাসা সর্ব্বম্ অন্যৎ অনাত্মজাতং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ; ন তু তস্য স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্। তথা ন চন্দ্রতারকং, ন ইমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ অস্মদ্গোচরঃ। কিং বহুনা; যদিদং জগদ্ভাতি, তৎ তমেব পরমেশ্বরং স্বতো ভারূপত্বাৎ ভান্তং

দীপ্যমানম্ অনুভাতি অনুদীপ্যতে। যথা জলমুল্মুকাদি বা অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তম্ অনু দহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদিমজ্জগৎ বিভাতি। যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা ; অতস্তস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোঽবগম্যতে। ন হি স্বতো, বিদ্যমানং ভাসনমন্যস্য কর্ত্তুং শক্নোতি ; ঘটাদীনাম্ অন্যাবভাসকত্বাদর্শনাৎ, ভারূপাণাঞ্চ আদিত্যাদীনাং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সূর্য্য সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও স্বস্বরূপ সেই ব্রহ্মেতে প্রকাশ পান না, অর্থাৎ সূর্য্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারেন না। কারণ, সূর্য্য তাঁহার দীপ্তিতেই অপর অনাত্ম-বস্তুসমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশন শক্তি নাই। সেইরূপ চন্দ্র তারাও [প্রকাশ পায়] না ; এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না ; আমাদের প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি আর কিরূপে [প্রকাশ পাইবে] ? অধিক আর কি বলিব ; এই যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কেবল স্বভাবতঃ প্রকাশরূপ বলিয়া স্বয়ং প্রকাশমান সেই পরমেশ্বরের প্রভার অনুগত হইয়াই দীপ্তি পাইতেছে। জল ও দগ্ধকাষ্ঠ যেরূপ দাহকারী অগ্নির সংযোগে তদনুগতভাবেই দাহ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনা হইতে নহে, তদ্রূপ। সেই যে, এই সূর্য্যাদিসংযুক্ত সমস্ত জগৎ, ইহা একমাত্র তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে। যেহেতু সেই ব্রহ্মই সূর্য্যাদি জন্য-পদার্থ গত বিবিধ দীপ্তি দ্বারা এইরূপে সামান্য ও বিশেষাকারে প্রকাশ পান ; এই কারণে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশরূপতা পরিজ্ঞাত হয় ; কেননা, যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই, সে কখনই অপরের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। স্বতঃ প্রকাশ-হীন ঘটাদির অন্যাবভাসকতা দেখা যায় না, অথচ প্রকাশমান আদিত্যাদির অন্যাবভাসকতা দেখা যায় ॥ ৪৩ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥৪৪॥১২॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ইদম্ (প্রাগুক্তলক্ষণম্) অমৃতং (নিত্যস্বরূপং) ব্রহ্ম এব পুরস্তাৎ (অগ্রে), ব্রহ্ম পশ্চাৎ, [তথা] ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে ভাগে), উত্তরেণ [উত্তরস্মিন্ ভাগে] চ, অধঃ (অধস্তাৎ) ঊর্দ্ধং (উপরি ভাগে) চ প্রসৃতং (ব্যাপ্তং) [কিং বহুনা,] ইদং বরিষ্ঠং (মহৎ) বিশ্বং (জগৎ) ব্রহ্ম এব, (ন ব্রহ্মান্যৎ কিঞ্চিৎ অস্তীত্যাশয়ঃ)॥

অমৃতস্বরূপ এই ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাদ্ভাগে, ব্রহ্ম দক্ষিণে ও উত্তরে, অধোভাগে এবং ঊর্দ্ধভাগে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অধিক কি, এই বিশাল বিশ্বও ব্রহ্মস্বরূপই বটে॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত্তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতির্ব্রহ্ম, তদেব সত্যং, সর্ব্বং তদ্বিকারং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মাত্রম্ অনৃতম্ ইতরদিত্যেতমর্থং বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতিপাদিতং নিগমস্থানীয়েন মন্ত্রেণ পুনরুপসংহরতি। ব্রহ্মৈব উক্তলক্ষণম্ ইদং যৎ পুরস্তাৎ অগ্রে হব্রহ্মেবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং, তথা পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম, তথা দক্ষিণতশ্চ, তথা উত্তরেণ, তথৈব অধস্তাৎ ঊর্দ্ধঞ্চ সর্ব্বতোঽন্যদিব কার্য্যাকারেণ প্রসৃতং প্রগতং নামরূপবৎ অবভাসমানম্। কিং বহুনা, ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং সমস্তমিদং জগৎ বরিষ্ঠং বরতমম্। অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বোঽবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সর্পপ্রত্যয়ঃ। ব্রহ্মৈবৈকং পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই যে জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই সত্য ; তদ্‌বিকার আর যাহা কিছু, তৎসমস্ত বিকারই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র—মিথ্যাভূত ;

এই বিষয়টি কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন নিগমন বা উপসংহারস্থানীয় এই মন্ত্রে পুনশ্চ তাহার উপসংহার করিতেছেন—এই যে সম্মুখে অব্রহ্মদর্শিদিগের নিকট অব্রহ্মবৎ প্রতিভাসমান হইতেছে, ইহা পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপই ; সেইরূপ পশ্চাদ্ ভাগস্থিত পদার্থও ব্রহ্মস্বরূপ ; সেইরূপ দক্ষিণে, সেইরূপ উত্তরে, সেইরূপ অধঃ এবং ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মই নাম রূপবিশিষ্টবৎ প্রতিভাসমান হইয়া জন্যপদার্থাকারে প্রসৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। অধিক কি, এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই বটে ; রজ্জুতে যেরূপ অজ্ঞানাত্মক সর্প-প্রতীতি হইয়া থাকে, জাগতিক সর্ব্ববিধ অব্রহ্মবুদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। একমাত্র ব্রহ্মই সত্যপদার্থ ; ইহাই বেদের উপদেশ ॥ ৪৪॥১২ ॥

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত । ১ ॥

তৃতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরা বিদ্যোক্তা—যয়া তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্ অধিগম্যতে; যদধিগমে হৃদয়-গ্রন্থ্যাদি-সংসারকারণস্য আত্যন্তিকো বিনাশঃ স্যাৎ। তদ্দর্শনোপায়শ্চ যোগো ধনুরাদ্যুপাদানকল্পনয়োক্তঃ। অথেদানীং তৎসহকারীণি সত্যাদিসাধনানি বক্তব্যানীতি তদর্থ উত্তরগ্রন্থারম্ভঃ। প্রাধান্যেন তত্ত্বনির্দ্ধারণঞ্চ প্রকারান্তরেণ ক্রিয়তে; অত্যন্ত দুরবগাহত্বাৎ কৃতমপি তত্র সূত্রভূতো মন্ত্রঃ পরমার্থ-বস্ত্ববধারণার্থমুপন্যস্যতে—

যাহাকে জানিলে হৃদয়-গ্রন্থিপ্রভৃতি সংসার-কারণের আত্যন্তিক বিধ্বংস হয়, সেই পুরুষসংজ্ঞক সত্যস্বরূপ অক্ষর যাহা দ্বারা জানা যায়, সেই পরা বিদ্যা উক্ত হইয়াছে। আর সেই পুরুষ দর্শনের উপায়ভূত যে যোগ, তাহাও ধনুঃপ্রভৃতি-কল্পনা দ্বারা কথিত হইয়াছে। ইতঃপর সেই যোগের সহকারী সত্যাদি সাধন বলা আবশ্যক; তদুদ্দেশেই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে এবং প্রধানতঃ প্রকৃত তত্ত্বেরও নিরূপণ করা হইতেছে; কারণ, এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন,—সহজে বুদ্ধি-গম্য হয় না; এইজন্য পূর্ব্বাবধারিত পরমার্থ বস্তুর অবধারণার্থ সূত্র স্থানীয় (সংক্ষিপ্তার্থ-প্রকাশক) মন্ত্রটির উল্লেখ করা হইতেছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥৪৫॥১॥

সযুজা (সযুজৌ সর্ব্বদা সংযুক্তৌ), সখায়া (সখায়ৌ সমানস্বভাবৌ তুল্যাভিব্যক্তি-স্থানৌ ইতি যাবৎ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ, পক্ষিসাধর্ম্ম্যাৎ পক্ষিণৌ জীবেশ্বরৌ) সমানং (অবিশেষম্ একং) বৃক্ষং (বৃক্ষবৎ ক্ষয়শীলং শরীরং) পরিষস্বজাতে (পরিষক্তবন্তৌ)। তয়োঃ (পক্ষিণোঃ মধ্যে) অন্যঃ (একঃ—

জীবঃ) স্বাদু (প্রিয়ং) পিপ্পলম্ (কর্ম্মফলম্) অত্তি (ভুঙ্‌ক্তে), অন্যঃ (অপরঃ—ঈশ্বরঃ) তু (পুনঃ) অনশ্নন্ (ফলম্ অভুঞ্জানঃ সন্) অভিচাকশীতি (সাক্ষিরূপেণ জীবভোগং পশ্যতি)। [ঈশ্বরস্তু সাক্ষিতয়া পশ্যত্যেব কেবলং নাশ্নাতীতি ভাবঃ]॥

সহবর্ত্তী ও সমানস্বভাব দুইটি সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষি-সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষে সংসক্ত রহিয়াছেন ; তদুভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন মাত্র ॥ ৪৫ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

দ্বা দ্বৌ, সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ সুপর্ণৌ, পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ, সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ, সখায়া সখায়ৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তিকারণৌ, এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানম্ অবিশেষম্ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানতয়া, একং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদনসামান্যাৎ শরীরং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে পরিষক্তবন্তৌ ; সুপর্ণাবিব একং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্।

অয়ং হি বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখোঽশ্বত্থোঽব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলাশ্রয়ঃ, তং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব অবিদ্যাকাম-কর্ম্মবাসনাশ্রয়-লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ। তয়োঃ পরিষক্তয়োঃ অন্য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধি-বৃক্ষমাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং সুখ-দুঃখলক্ষণং ফলং স্বাদু অনেকবিচিত্র-বেদনাস্বাদরূপং স্বাদু অত্তি ভক্ষয়তি উপভুঙ্‌ক্তে অবিবেকতঃ। অনশ্নন্ অন্য ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সত্ত্বোপাধিরীশ্বরো নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসাবুভয়োর্ভোজ্য ভোক্ত্রোর্নিত্যসাক্ষিত্বসত্তামাত্রেণ। স তু অনশ্নন্ অন্যঃ অভি-চাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলম্। দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ ॥৪৫॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

দ্বা অর্থ দুই, সুপর্ণা অর্থ নিয়ম্যনিয়ামক ভাব-প্রাপ্তিরূপ উত্তম পতনসম্পন্ন—সুপর্ণদ্বয়, অথবা পক্ষীর সাদৃশ্য থাকায় পক্ষী বলা হইয়াছে ; [ইহারা] সযুজা অর্থাৎ সর্ব্বদা একসঙ্গে সম্মিলিত, এবং সখা অর্থাৎ সমান নামধারী—উভয়েরই অভিব্যক্তির কারণ সমান ; ইহারা এবংভূত হইয়া, তুল্য অভিব্যক্তি-স্থান বলিয়া, সমান—অবি-শেষিত অর্থাৎ এক, বৃক্ষের ন্যায় বিনাশশীল, এই কারণে শরীরই

বৃক্ষপদবাচ্য ; দুইটি পক্ষী যেরূপ ফলোপভোগের জন্য একটি বৃক্ষে অধিষ্ঠান করে, তদ্রূপ সেই শরীর-বৃক্ষে আলিঙ্গন বা অধিষ্ঠান করে।

ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির মূল ঊর্দ্ধদিকে, শাখাসমূহ অধোদিকে, অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ মূল হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মফল ইহাতে আশ্রিত। অবিদ্যা ও কামকর্ম্ম-বাসনার আশ্রয়ীভূত এবং লিঙ্গশরীরোপাহিত জীবাত্মা ও ঈশ্বর পক্ষীর ন্যায় উক্ত বৃক্ষে পরিষক্ত আছেন। তদুভয়ের মধ্যে অন্য—একটি ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) লিঙ্গদেহরূপ উপাধিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বাদু অর্থাৎ—অনেকপ্রকার বৈচিত্র্যবিশিষ্ট অনুভবাত্মক স্বাদু পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্ম-সম্পাদিত সুখ-দুঃখাত্মক ফল অবিবেকবশে ভক্ষণ করে—উপভোগ করিয়া থাকে। অপর—অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব-সম্পন্ন সত্ত্বোপাধি (প্রকৃতির সত্ত্বাংশসংবলিত) সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভোগ করেন না। কারণ, এই ঈশ্বর নিত্য সাক্ষিরূপে ভোগ্য ও ভোক্তা জীব, এতদুভয়ের প্রেরক। সেই অভোক্তা অন্যটি (ঈশ্বরটি) [ভোগ করেন না,] কেবল দর্শন করেন মাত্র, রাজার ন্যায় কেবল দর্শন করাই তাঁহার প্রেরকত্ব [তদ্ভিন্ন অপর কোনও কার্য্য করিতে হয় না।]

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৪৬॥২॥

পুরুষঃ (জীবঃ) সমানে (একস্মিন্) বৃক্ষে (দেহে) নিমগ্নঃ (অধিষ্ঠাতা সন্) অনীশয়া (অনৈশ্বর্য্যেণ অবিদ্যয়া ঈশ্বরত্বতিরোধানেন) মুহ্যমানঃ (অহমস্মি কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদিপ্রকারৈঃ অনর্থৈঃ মোহং প্রাপ্তঃ সন্) শোচতি (শোকং করোতি দুঃখীয়তি ইত্যর্থঃ)। [সঃ] যদা ধ্যায়মানঃ (ধ্যানপরায়ণঃ সন্) জুষ্টম্ (যোগিজন-সেবিতম্) অন্যম্ (ক্ষেত্রজ্ঞাৎ বিলক্ষণম্) ঈশম্ (ঈশ্বরম্), অস্য (ঈশ্বরস্য)

ইতি (ইত্থং বিশ্বব্যাপিনং) মহিমানং (বিভূতিং) [চ] পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি), [তদা] বীতশোকঃ (সংসার-ক্লেশাৎ বিমুক্তঃ) [ভবতি]। অথবা, [তদা] বীতশোকঃ (সন্) অস্য (পরমেশ্বরস্য) মহিমানম্ ইতি (এতি—প্রাপ্নোতি, তদ্রূপো ভবতীত্যাশয়ঃ)॥

জীব (ঈশ্বরের সহিত) একই দেহ-বৃক্ষে অবস্থিত হইয়াও অনৈশ্বর্য্য বশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে। সেই জীবই যখন ধ্যানপরায়ণ হইয়া যোগিজনসেবিত জীব-বিলক্ষণ ঈশ্বরকে দর্শন করে, এবং তাহার এই বিশ্বব্যাপী মহিমাও উপলব্ধি করে, তখন সংসার-ক্লেশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবোঽবিদ্যা-কামকর্ম্ম-ফলরাগাদি-গুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সামুদ্রে জলে নিমগ্নঃ—নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নঃ,'অয়মেবাহম্,অমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তা,কৃশঃ স্থূলো গুণবান্ নির্গুণঃ সুখী দুঃখী'ইত্যেবংপ্রত্যয়ঃ—নাস্ত্যন্যোঽস্মাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযুজ্যতে বিযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ; অতোঽনীশয়া, ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহং—পুত্রো মম বিনষ্টঃ, মৃতা মে ভার্য্যা, কিং মে জীবিতেন, ইত্যেবং দীনভাবোঽনীশা, তয়া শোচতি সন্তপ্যতে,মুহ্যমানঃ অনেকৈরনর্থপ্রকারৈঃ অবিবেকিতয়া অন্তশ্চিন্তামাপদ্য-মানঃ। স এবং প্রেততির্য্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষ্বাজবংজবীভাবমাপন্নঃ কদাচিদনেক-জন্মসু শুদ্ধধর্ম্মসঞ্চিতনিমিত্ততঃ কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গঃ অহিংসা-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বত্যাগ-শম-দমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতাত্মা সন্ জুষ্টং সেবিতমনেকৈ-র্যোগমার্গৈঃ কর্ম্মিভিশ্চ যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানঃ অন্যং বৃক্ষোপাধি-লক্ষণাদ্বিলক্ষণম্ ঈশম্ অসংসারিণম্ অশনায়া-পিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যবাতীতম্ ঈশং সর্ব্বস্য জগতঃ অয়মহমস্ম্যাত্মা,সর্ব্বস্য সমঃ সর্ব্বভূতস্থো নেতরোঽবিদ্যাজনিতো-পাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াত্মা, ইতি মহিমানং বিভূতিং চ জগদ্রূপমস্যৈব মম পরমেশ্বরস্য ইতি যদৈবং দ্রষ্টা,তদা বীতশোকো ভবতি—সর্ব্বস্মাৎ শোকসাগরাৎ বিপ্রমুচ্যতে, কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্তপ্রকার বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম ও তৎফলস্বরূপ বিষয়ে অনুরাগাদিরূপ গুরুভারে আক্রান্ত পুরুষ—

জীব সমুদ্রজলে নিমগ্ন অলাবুর ন্যায় (লাউর ন্যায়) নিমগ্ন হইয়া নিঃসংশয় রূপে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া 'এই দেহই আমি, আমি ইহার পুত্র, ইহার পৌত্র, কৃশ, স্থূল, গুণবান্, নির্গুণ, সুখী, দুঃখী, ইত্যাকার প্রতীতিসম্পন্ন এবং 'এই দৃশ্যমান বিষয় হইতে আর অতিরিক্ত কিছু নাই, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জন্মে, মরে এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, অনীশা বশতঃ অর্থাৎ কোন বিষয়েই আমার শক্তি নাই,—'আমার পুত্র নষ্ট হইয়াছে, ভার্য্যা মারা গিয়াছে; আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি?' এই প্রকার দীনভাবের নাম 'অনীশা'; এই অনীশা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া —অবিবেক নিবন্ধন বহুবিধ অনর্থ রাশি দ্বারা হৃদয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া, শোক করিয়া থাকে, অর্থাৎ সন্তাপিত হইয়া থাকে। সেই পুরুষ এই প্রকারে প্রেত, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি যোনিতে অবিরত হীনভাব প্রাপ্ত হইয়া, বহু জন্মে কখনও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সঞ্চয়ের ফলে কোনও পরম দয়ালু পুরুষ হইতে যোগপথের উপদেশ লাভ করিয়া এবং অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য (বীর্য্য ধারণ), সর্ব্ববিধ বিষয় পরিত্যাগ ও শমদমাদি সাধন-সম্পন্ন (১৫) এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া ধ্যানবলে যখন অনেকানেক যোগী ও কর্ম্মিগণ-সেবিত, অন্য—উক্ত বৃক্ষোপাধি জীব হইতে বিভিন্নরূপ ঈশকে—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা মৃত্যুর অতীত অসংসারী ঈশ্বরকে 'এই আমিই এই সমস্ত জগতের আত্মা, সকলের পক্ষে সমান, এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত, কিন্তু অবিদ্যা-কৃত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মায়াত্মক নহে'; এইরূপে [দর্শন করে,] এবং 'এই জগৎ এই পরমেশ্বরেরই মহিমা' এইরূপে

(১৫) তাৎপর্য্য- শম-দমাদি পদে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও শ্রদ্ধা, এই ছয়টি সাধন বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে শম—অন্তঃকরণ-সংযম। দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম। উপরতি—নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণকে পুনর্ব্বার বিষয়ে যাইতে না দেওয়া। তিতিক্ষা—সুখ দুঃখাদি সহিষ্ণুতা। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। শ্রদ্ধা—শাস্ত্র ও আচার্য্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস।

যখন [তাঁহার] মহিমা—ঐশ্বর্য্যও দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়, অর্থাৎ সমস্ত শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হয়—ফল কথা সে কৃতকৃত্য হয় ॥৪৬॥২॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৪৭॥৩॥

[কিঞ্চ], যদা পশ্যঃ (পশ্যতীতি পশ্যঃ দ্রষ্টা—বিদ্বান্) [সাধকঃ] রুক্মবর্ণং (জ্যোতির্ম্ময়ং) কর্ত্তারং (জগৎস্রষ্টারং) ব্রহ্মযোনিম্ (ব্রহ্মণঃ—হিরণ্যগর্ভস্য অপি কারণম্) ঈশং (প্রভুং) পুরুষং (পরমেশ্বরং) পশ্যতে (পশ্যতি), তদা (তস্মিন্ কালে) [সঃ] বিদ্বান্ (জ্ঞানী সাধকঃ) পুণ্য-পাপে বিধূয় (নিরাকৃত্য) নিরঞ্জনঃ (নির্লেপঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং) সাম্যম্ (অভেদরূপম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)। [সাম্যস্য পরমত্বং তৎস্বারূপ্যমেব, অন্যথা 'সাম্যম্' ইত্যেব ব্রূয়াদিতি ভাবঃ]॥

দ্রষ্টা সাধক যখন সুবর্ণাভ কর্ত্তা ও ব্রহ্ম-যোনি (ব্রহ্মারও উৎপাদক) ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্লেপ হইয়া [ব্রহ্মের সহিত] নিরতিশয় সাম্য (অভেদভাব) প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যোঽপি মন্ত্র ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম্—যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ পশ্যতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ। পশ্যতে পশ্যতি পূর্ব্ববৎ, রুক্মবর্ণং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবং, রুক্মস্যেব বা জ্যোতিরস্যাবিনাশি; কর্ত্তারং সর্ব্বস্য জগতঃ, ঈশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিং ব্রহ্ম চ তদ্ যোনিশ্চ অসৌ ব্রহ্মযোনিঃ, তং ব্রহ্মযোনিং, ব্রহ্মণো বা অপরস্য যোনিং; স যদা চৈবং পশ্যতি, তদা স বিদ্বান্ পশ্যঃ পুণ্যপাপে বন্ধনভূতে কর্ম্মণী সমূলে বিধূয় নিরস্য দগ্ধ্বা নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ পরমং প্রকৃষ্টং নিরতি-শয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং; দ্বৈতবিষয়াণি সাম্যান্যতঃ অর্ব্বাঞ্চ্যেব, অতোঽদ্বয়-লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যমুপৈতি প্রতিপদ্যতে ॥৪৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপর মন্ত্রও উক্ত অর্থই প্রকাশ করিতেছে—যে সময় পশ্য অর্থাৎ দর্শনকারী বিদ্বান্ সাধক, রুক্মবর্ণ—স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব, অথবা রুক্মের (সুবর্ণের) ন্যায় ইহার জ্যোতিও অবিনাশী, [অতএব রুক্মবর্ণ], সমস্ত জগতের কর্ত্তা ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন; [যিনি কারণভূত ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মযোনি]; অথবা অ-পর ব্রহ্মের যোনি (কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের কারণ)। সেই সাধক যখন এইরূপ দর্শন করেন, তখন সেই ঈশ্বরদর্শী বিদ্বান্ বন্ধনস্বরূপ পুণ্যপাপময় কর্ম্ম, সমূলে বিদূরিত করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া নিরঞ্জন—নির্লেপ অর্থাৎ ক্লেশবিরহিত হইয়া, পরম প্রকৃষ্ট অর্থাৎ যদপেক্ষা আর অধিক নাই, এমন অদ্বয়াত্মক,—সাধারণতঃ দ্বৈত বিষয়মাত্রই পরবর্ত্তী বা অপকৃষ্ট, অতএব, এই পরম সাম্য অদ্বয়াত্মক [বুঝিতে হইবে], সেই সাম্য প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্ম-ক্রীড় আত্ম-রতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪৮॥৪॥

যঃ (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বভূতৈঃ (সর্ব্বভূতোপলক্ষিতঃ সর্ব্বভূতস্থঃ) বিভাতি; এষঃ হি (নিশ্চয়ে) প্রাণঃ (প্রাণস্য প্রাণ ইত্যর্থঃ)। [এবংভূতং তং] বিদ্বান্ (জানন্ পুরুষঃ) অতিবাদী (অন্যান্ সর্ব্বান্ অতীত্য বদতীতি অতিবাদী) ন ভবতে (ভবতি), [সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈকত্বদর্শিত্বাদিতি ভাবঃ]॥ এষঃ (বিদ্বান্) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মনি ক্রীড়া যস্য, সঃ), আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ প্রীতিঃ যস্য, সঃ), এষঃ ব্রহ্মবিদাং (বরিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ) [চ]॥

যিনি সর্ব্বভূতস্থ, নিশ্চয় তিনিই প্রাণের প্রাণস্বরূপ। এবম্ভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন; সেই ঈশ্বরবিৎ পুরুষ অতিবাদী হন না। পরন্তু, তিনি আত্মাতেই

ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন; তিনিই জ্ঞানধ্যানাদি ক্রিয়াবান্ এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ যোঽয়ং প্রাণস্য প্রাণঃ পর ঈশ্বরঃ, হি এষঃ প্রকৃতঃ সর্ব্বভূতৈঃ ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তৈঃ; ইত্থম্ভূতলক্ষণা তৃতীয়া। সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বাত্মা সন্নিত্যর্থঃ। বিভাতি বিবিধং দীপ্যতে। এবং সর্ব্বভূতস্থং যঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন 'অয়মহমস্মি' ইতি বিজানন্ বিদ্বান্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ ন ভবতে ন ভবতীত্যেতৎ। কিম্? অতিবাদী অতীত্য সর্ব্বানন্যান্ বদিতুং শীলমস্যেতি অতিবাদী। যস্ত্বেবং সাক্ষাদাত্মানং প্রাণস্য প্রাণং বিদ্বান্,সঃ অতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ. সর্ব্বং যদা আত্মৈব নান্যদস্তীতি দৃষ্টং,তদা কিং হ্যসাবতীত্য বদেৎ। যস্য ত্বপরমন্যদ্দৃষ্টমস্তি, স তদতীত্য বদতি; অয়ন্তু বিদ্বান্ আত্মনোঽন্যৎ ন পশ্যতি; নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি; অতো নাতিবদতি।

কিঞ্চ আত্মক্রীড়ঃ আত্মন্যেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্য নান্যত্র পুত্রদারাদিষু, স আত্মক্রীড়ঃ। তথা আত্মরতিঃ আত্মন্যেব চ রতিঃ রমণং প্রীতির্যস্য, স আত্মরতিঃ। ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষা; রতিস্তু সাধননিরপেক্ষা বাহ্যবিষয়প্রীতিমাত্রমিতি বিশেষঃ। তথা ক্রিয়াবান্ জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদিক্রিয়া যস্য, সোঽয়ং ক্রিয়া-বান্। সমাসপাঠে আত্মরতিরেব ক্রিয়া অস্য বিদ্যত ইতি বহুব্রীহি-মতুবর্থয়োরন্য-তরোঽতিরিচ্যতে।

কেচিত্তু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-ব্রহ্মবিদ্যয়োঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্তি তচ্চ, 'এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ; ইত্যনেন মুখ্যার্থবচনেন বিরুধ্যতে। ন হি বাহ্যক্রিয়াবান্ আত্মক্রীড় আত্মরতিশ্চ ভবিতুং শক্তঃ। কশ্চিৎ কচিদ্বাহ্যক্রিয়াবিনিবৃত্তো হ্যাত্মক্রীড়ো ভবতি, বাহ্যক্রিয়াত্মক্রীড়য়োর্ব্বিরোধাৎ। ন হি তমঃ-প্রকাশয়োর্যুগপদেকত্র স্থিতিঃ সম্ভবতি। তস্মাদসৎপ্রলপিতমেবৈতৎ 'অনেন জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়প্রতিপাদনম্'। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ", "সন্ন্যাসযোগাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। তস্মাদয়মেবেহ ক্রিয়াবান্ যো জ্ঞান-ধ্যানাদিক্রিয়াবান্ অসম্ভিন্নার্থমর্য্যাদঃ সন্ন্যাসী। য এবংলক্ষণো নাতিবাদী আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ,"স ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, এই যে প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, প্রস্তাবিত এই পরমেশ্বরই

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে উপলক্ষিত; সর্ব্বভূতস্থ—সর্ব্বাত্মস্বরূপ হইয়া বিবিধাকারে দীপ্তি পাইতেছেন। "সর্ব্বভূতৈঃ" এই স্থলে ইত্থংভূতে (উপলক্ষণ-বিশেষণে) তৃতীয়া হইয়াছে। [যে লোক] এইরূপে সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বরকে 'আমি এতৎস্বরূপ' এই প্রকারে সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপে জানেন, কেবল তদ্বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানসম্পন্নও হয়, সে কখনই হয় না;—কি? অতিবাদী (হয় না)। অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব, সে লোক অতিবাদী; কিন্তু যে লোক প্রাণের প্রাণস্বরূপ এই আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে, সে লোক অতিবাদী হইতে পারে না। সমস্তই আত্মস্বরূপ, তদতিরিক্ত কিছুই নাই; ইহা যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি কাহাকে অতিক্রম করিয়া বলিবেন? পরন্তু, অপর বস্তু যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, সেই লোকই সেই বস্তুনিচয় অতিক্রম করিয়া বলিয়া থাকে। কিন্তু, এই বিদ্বান্ পুরুষ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করে না, আর কিছুই শ্রবণ করে না এবং আর কিছুই জানে না; অতএব অতিবাদীও হয় না।

অপিচ, তিনি আত্মক্রীড়—আত্মাতে যাঁহার ক্রীড়া—পুত্র-দারাদি অপর বস্তুতে নহে, তিনি আত্মক্রীড়; সেইরূপ আত্মরতি—আত্মাতেই যাঁহার রতি অর্থাৎ রমণ—প্রীতি, তিনি আত্মরতি। ক্রীড়া হয় বাহিরের বস্তু দ্বারা; রতিতে কিন্তু কোনই বাহ্য-সাধনের অপেক্ষা থাকে না, উহা কেবল বাহ্য বিষয়ে প্রীতিমাত্র, (ক্রীড়া ও রতির মধ্যে) এইমাত্র বিশেষ। সেইরূপ তিনি ক্রিয়াবান্, যাঁহার জ্ঞান, ধ্যান ও বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিদ্যমান আছে, তিনি ক্রিয়াবান্। সমাসযুক্ত পাঠে অর্থাৎ 'আত্মরতি-ক্রিয়াবান্' এইরূপ সমাসযুক্ত একপদ-ঘটিত পাঠ থাকিলে [অর্থ এইরূপ যে,] যাঁহার একমাত্র আত্মরতি স্বরূপ ক্রিয়া বিদ্যমান আছে; অতএব এ পক্ষে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয়, এই দুইটির মধ্যে একটির অর্থ অধিক হইয়া পড়ে। (১৬)

(১৬) তাৎপর্য্য—বহুব্রীহি সমাসে যে অর্থ বুঝায়, মতুপ্ প্রত্যয়েও সেই অর্থই বুঝায়; এই

কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও ব্রহ্মবিদ্যার সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান জ্ঞাপনার্থ "আত্মরতি-ক্রিয়াবান্" এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে বরিষ্ঠ, এই মুখ্যার্থপর বাক্যের সহিত তাহাদের মতটি বিরুদ্ধ হয়; কেননা, যে লোক বাহ্য-সাধনসাধ্য ক্রিয়াবান্, সে লোক কখনই আত্মক্রীড় বা আত্মরতি হইতে সমর্থ হয় না। বাহ্য-ক্রিয়া ও আত্ম-ক্রীড়ায় পরস্পর বিরোধ থাকায় যে লোক বাহ্যক্রিয়া হইতে বিশেষভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে; সেইরূপ কোন কোন লোকই আত্মক্রীড় হইয়া থাকে। কেন না, অন্ধকার ও আলোকের একত্র অবস্থিতি কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব, 'ইহা দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইল,' এইরূপ কথা অসঙ্গত প্রলাপোক্তিমাত্র। 'অপর সমস্ত কথা পরিত্যাগ কর,' 'সংন্যাস-যোগ হইতে' ইত্যাদি শ্রুতিও ইহার অপর হেতু। প্রসিদ্ধ নিয়ম-লঙ্ঘনকারী না হইয়া যে সন্ন্যাসী জ্ঞান-ধ্যানাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, জগতে তিনিই প্রকৃত ক্রিয়াবান্। যিনি উক্তপ্রকার অনতিবাদী, আত্মক্রীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্-গণের মধ্যে বরিষ্ঠ—প্রধান ॥৪৮॥৪॥

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৪৯॥৫॥

[তত্ত্বজ্ঞানসহকারিণী সাধনান্যাহ]—সত্যেনেতি। এষঃ (প্রকৃতঃ) হি জ্যোতি-র্ম্ময়ঃ (হিরণ্ময়ঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ) আত্মা হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃশরীরে (শরীরমধ্যে—হৃদয়-পুণ্ডরীকে) নিত্যং (সর্ব্বদা) সত্যেন (অনৃত-ত্যাগেন) তপসা (মনসঃ ইন্দ্রিয়াণাং চ একাগ্রতয়া) ব্রহ্মচর্য্যেণ (বীর্য্যধারণেন) সম্যক্ জ্ঞানেন (আত্ম-তত্ত্ব-

কারণেই বহুব্রীহি সমাস স্থলে আর মতুপ্ প্রত্যয় (বৎ ও মৎ) করা চলে না। এখানে 'আত্মরতি-ক্রিয়াবান্' এইরূপ এক পদ করিলে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয় দুইই করিতে হয়; সুতরাং একটির অর্থ অতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

দর্শনেন) [চ] লভ্যঃ (প্রাপ্তব্যঃ), [ন অন্যথা।] যং (আত্মানং) ক্ষীণদোষাঃ (বিধূতরাগাদিচিত্তমলাঃ) যতয়ঃ (সংযমিনঃ সংন্যাসিনঃ) পশ্যন্তি (উপলভন্তে) ॥

এখন তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী সাধন সমূহ কথিত হইতেছে—এই শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে শরীরমধ্যেই হৃদয়-পুণ্ডরীকে সর্ব্বদা সত্য, তপস্যা (মনপ্রভৃতির একাগ্রতা), যথার্থ আত্মদর্শন ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করিতে হয় ; ক্ষীণদোষ (নির্ম্মলহৃদয়) যতিগণ যাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধুনা সত্যাদীনি ভিক্ষোঃ সম্যগ্‌জ্ঞানসহকারীণি সাধনানি বিধীয়ন্তে নিবৃত্তিপ্রধানানি—সত্যেন অনৃতত্যাগেন মৃষাবদনত্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্তব্যঃ কিঞ্চ, তপসা হি ইন্দ্রিয়মনএকাগ্রতয়া। 'মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ" ইতি স্মরণাৎ। তদ্ধি অনুকূলমাত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ পরমং সাধনং তপঃ, নেতরচ্চান্দ্রায়ণাদি। এষ আত্মা লভ্য ইত্যনুষঙ্গঃ সর্ব্বত্র। সম্যগ্‌জ্ঞানেন যথাভূতাত্মদর্শনেন, ব্রহ্মচর্য্যেণ মৈথুনাসমাচারেণ নিত্যং সর্ব্বদা ; নিত্যং সত্যেন, নিত্যং তপসা, নিত্যং সম্যগ্‌জ্ঞানেনেতি সর্ব্বত্র নিত্যশব্দোঽন্তর্দীপিকান্যায়েনানুষক্তব্যঃ। বক্ষ্যতি চ "ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ" ইতি। কাসাবাত্মা, য এতৈঃ সাধনৈর্লভ্যঃ? ইতি উচ্যতে অন্তঃশরীরে অন্তর্ম্মধ্যে শরীরস্য পুণ্ডরীকাকাশে জ্যোতির্ম্ময়ো হি রুক্মবর্ণঃ শুভ্রঃ শুদ্ধঃ, যমাত্মানং পশ্যন্তি উপলভন্তে যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্ষীণদোষাঃ ক্ষীণক্রোধাদিচিত্তমলাঃ, স আত্মা নিত্যং সত্যাদিসাধনৈঃ সন্ন্যাসিভির্লভ্যত ইত্যর্থঃ। ন কাদাচিৎকৈঃ সত্যাদিভির্লভ্যতে, সত্যাদিসাধনস্তুত্যর্থোঽয়মর্থবাদঃ ॥ ৪৯ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) তত্ত্বজ্ঞান-সহকারী নিবৃত্তিপ্রধান সত্যাদি সাধন-সমূহ বিহিত হইতেছে—সত্য দ্বারা—অনৃত ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যাকথন পরিত্যাগ দ্বারা [আত্মাকে] লাভ করিতে হয়—পাইতে হয়। অপিচ, ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্যা দ্বারা ; কারণ, স্মৃতিতে আছে—'মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের যে, একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা।' অনুকূলভাবে আত্মদর্শনে আভিমুখ্য সম্পাদন

করে বলিয়া উহাই উৎকৃষ্ট সাধনরূপ তপস্যা; কিন্তু, তদ্ভিন্ন চান্দ্রায়ণাদি [এখানে তপস্যা] নহে। 'এই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে,' সর্ব্বত্রই এই কথার সম্বন্ধ আছে। সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা—যথাযথরূপে আত্মদর্শন দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অর্থাৎ মৈথুন-পরিত্যাগ দ্বারা, নিত্য অর্থ—সর্ব্বদা; নিত্য সত্য দ্বারা, নিত্য তপস্যা দ্বারা, নিত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা; এইরূপে মধ্যবর্ত্তী দীপের ন্যায় একই 'নিত্য' শব্দের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। পরেও বলিবেন যে, 'যে সকল ব্যক্তিতে কৌটিল্য, অসত্য ব্যবহার নাই এবং মায়া (ছল) নাই' ইতি। যাহাকে এই সাধনসমূহ দ্বারা লাভ করিতে হইবে, সেই আত্মা কোথায় আছেন ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—অন্তঃশরীরে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে হৃৎ-পদ্মাকাশে; জ্যোতির্ম্ময়—সুবর্ণবর্ণ ও শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ (নির্দ্দোষ); ক্ষীণদোষ অর্থাৎ যাহাদের চিত্তগত ক্রোধাদি মল-দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই সকল যতি অর্থাৎ যত্নপরায়ণ সন্ন্যাসি-গণ যে আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন; সেই আত্মাকে সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বকালীন সত্যাদি সাধনের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাময়িক সত্যাদি সাধন সমূহ দ্বারা লাভ করেন না। উক্ত সত্যাদি সাধনের প্রশংসার্থ এই 'অর্থবাদ' উক্ত হইল (১৭) ॥৫০॥৫॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
　সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
　যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৫০॥৬॥

সত্যম্ (অনৃতত্যাগঃ, অর্থাৎ সত্যবাদী) এব (নিশ্চয়ে) জয়তে (জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে), অনৃতং (অসত্যং, অর্থাৎ অনৃতবাদী) ন জয়তি, অর্থাৎ

(১৭) তাৎপর্য্য—কোন বিধিবাক্যের প্রশংসাপর কিংবা কোন নিষেধ বাক্যস্থ নিষেধ্যের নিন্দাব্যঞ্জক বাক্যকে 'অর্থবাদ' বাক্য বলে। অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য নাই, বিধি ও নিষেধের শক্তি বর্দ্ধনই উহার উদ্দেশ্য।

পরাজয়তে]। [যতঃ] বিততঃ (বিস্তীর্ণঃ) দেবযানাখ্যঃ (দেবযানসংজ্ঞক উত্তরায়ণঃ) পন্থাঃ সত্যেন [লভ্য ইতি শেষঃ] ; হি (নিশ্চয়ে) আপ্তকামাঃ (বীতস্পৃহাঃ) ঋষয়ঃ যেন (দেবযানাখ্যেন পথা) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সত্যস্য (সাধনভূতস্য) পরমং (প্রকৃষ্টং) নিধানং (পুরুষার্থলক্ষণ ফলং) [অস্তি], তত্র আক্রমন্তি (আক্রমন্তে, গচ্ছন্তি) ; [স সত্যেন বিততঃ পন্থা ইতি সম্বন্ধঃ]॥

সত্যেরই জয়, অসত্যের নহে, কারণ, দেবযান নামক বিস্তীর্ণ পথ এই সত্য দ্বারাই লাভ করা যায়, আপ্তকাম (বাসনাবিহীন) ঋষিগণ যে পথ দ্বারা সত্যের পরম উৎকৃষ্ট নিধান বা ফল যেখানে আছে, সেখানে গমন করেন ॥ ৫০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সত্যমেব সত্যবানেব জয়তে জয়তি, নানৃতং নানৃতবাদীত্যর্থঃ। ন হি সত্যানৃতয়োঃ কেবলয়োঃ পুরুষানাশ্রিতয়োঃ জয়ঃ পরাজয়ো বা সম্ভবতি। প্রসিদ্ধং লোকে সত্যবাদিনা অনৃতবাগভিভূয়তে, ন বিপর্য্যয়ঃ; অতঃসিদ্ধং সত্যস্য বলবৎসাধনত্বম। কিঞ্চ, শাস্ত্রতোঽপি অবগম্যতে সত্যস্য সাধনাতিশয়ত্বম্। কথম্? সত্যেন যথাভূতবাদব্যবস্থয়া পন্থা দেবযানাখ্যো বিততো বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন প্রবৃত্তঃ, যেন পথা হি অক্রমন্তি আক্রমন্তে ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহঙ্কারদম্ভানৃতবর্জ্জিতা হ্যাপ্তকামা বিগততৃষ্ণাঃ সর্ব্বতো যত্র যস্মিন্, তৎ পরমার্থতত্ত্বং সত্যস্য উত্তমসাধনস্য সম্বন্ধি সাধ্যং পরমং প্রকৃষ্টং নিধানং—পুরুষার্থরূপেণ নিধীয়তে ইতি নিধানং বর্ত্ততে। তত্র চ যেন পথা আক্রমন্তি, স সত্যেন বিতত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৫১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সত্যই অর্থাৎ সত্যবান্‌ই জয় লাভ করে, অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাবলম্বী নহে। কেন না, পুরুষে অনাশ্রিত কেবলই সত্য ও মিথ্যার জয় কিংবা পরাজয় কখনই সম্ভব হয় না ; লোক ব্যবহারেও প্রসিদ্ধ আছে যে, সত্যবাদিকর্ত্তৃক মিথ্যাবাদী পরাজিত হয়, ইহার বৈপরীত্য হয় না ; অতএব, সত্যের প্রবল সাধনত্ব প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ, সাধনমধ্যে সত্যের যে, সর্ব্বোৎকৃষ্টতা, তাহা শাস্ত্র হইতেও জানা যায়। কি

প্রকারে ?—সত্য অর্থাৎ যথার্থ-কথনে নিষ্ঠা দ্বারা দেবযান-নামক পথটি বিতত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। আপ্তকাম অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ভোগ-তৃষ্ণারহিত ঋষিগণ অর্থাৎ কুহক, মায়া, শঠতা, অহঙ্কার, দম্ভ ও (১৮) অসত্য-বর্জ্জিত দ্রষ্টৃগণ, যেখানে উৎকৃষ্ট সাধন সত্যের সাধ্য বা ফলস্বরূপ, সেই পরমার্থ সত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যাহা পুরুষার্থ রূপে (পুরুষের-প্রার্থনীয় ফল-স্বরূপে) নিহিত (রক্ষিত) হয়, তাহার নাম নিধান ; সেই নিধান বর্ত্তমান আছে ; তাহাতে যে পথ দ্বারা আক্রমণ করেন ; তাহাই সেই সত্য-লভ্য বিস্তীর্ণ পথ ॥৫১॥৬॥

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি ।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৫৩॥৭॥

[ইদানীং তস্য ধর্ম্মং স্বরূপঞ্চ বক্তুমুপক্রমতে] 'বৃহৎ' ইত্যাদিনা ।—তৎ (ব্রহ্ম) বৃহৎ (মহৎ) দিব্যম্ (অলৌকিকম্, ইন্দ্রিয়াগুগোচরম্) অচিন্ত্যরূপং (চিন্তয়িতুমশক্যং) চ, [কিঞ্চ] তৎ (ব্রহ্ম) সূক্ষ্মাৎ চ (অপি) সূক্ষ্মতরং (অতিশয়-সূক্ষ্মং) বিভাতি (প্রকাশতে)। [তথা অজ্ঞানাং পক্ষে] তৎ (ব্রহ্ম) দূরাৎ সুদূরে (অতিশয়বিপ্রকৃষ্টদেশে,) [বর্ত্ততে] ; [জ্ঞানিনাং পুনঃ] ইহ (দেহে) অন্তিকে চ (সমীপে চ) [বর্ত্ততে]। পশ্যৎসু (তদ্দর্শিষু চেতনেষু জনেষু) ইহ (দেহে) এব গুহায়াং (হৃৎপদ্মে) নিহিতং (নিশ্চয়েন স্থিতমস্তি ইত্যর্থঃ) ॥

সেই ব্রহ্ম মহৎ, অলৌকিক ও অচিন্ত্য-স্বরূপ ; তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তিনি দূর হইতেও দূরবর্ত্তী, অথচ সমীপেও প্রকাশ পান। বিশেষতঃ

(১৮) তাৎপর্য্য—কুহকং—পরবঞ্চনম্। অন্তরন্যথা গৃহীত্বা বহিরন্যথাপ্রকাশনং—মায়া। শাঠ্যং—বিভবানুসারেণ অপ্রদানম্ । অহঙ্কারঃ—মিথ্যাভিমানঃ। দম্ভঃ—ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। অনৃতম্—অযথাদৃষ্টভাষণম্। [আনন্দগিরিঃ]।

কুহক অর্থ—পরকে বঞ্চনা করা। মায়া অর্থ—মনে একরকম ভাব রাখিয়া বাহিরে তাহার অন্যরকম প্রকাশ করা। শাঠ্য—সম্পদের অনুরূপ দান না করা। অহঙ্কার—মিথ্যা অভিমান। দম্ভ—ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণমাত্রে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া। অনৃত—অনুভবের বিপরীত—মিথ্যা কথা বলা।

দর্শনক্ষম চেতন পদার্থে তিনি এই শরীরেই—গুহাতে—হৃৎপদ্মে নিহিত আছেন ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং তৎ কিংধর্ম্মকং তৎ ? ইত্যুচ্যতে—বৃহচ্চ তন্মহচ্চ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম সত্যাদি-সাধনেন সর্ব্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ। দিব্যং স্বয়ম্প্রভমনিন্দ্রিয়গোচরম্, অতএব ন চিন্তয়িতুং শক্যতেঽস্য রূপমিত্যচিন্ত্যরূপম্। সূক্ষ্মাদাকাশাদেরপি তৎ সূক্ষ্মতরং, নিরতিশয়ং হি সৌক্ষ্মমস্য সর্ব্বকারণত্বাৎ,বিভাতি বিবিধমাদিত্য-চন্দ্রাদ্যাকারেণ ভাতি দীপ্যতে। কিঞ্চ, দূরাৎ বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ সুদূরে বিপ্রকৃষ্টতরে দেশে বর্ত্ততে অবিদুষামত্যন্তা-গম্যত্বাৎ তদ্ব্রহ্ম। ইহ দেহেঽন্তিকে সমীপে চ, বিদুষামাত্মত্বাৎ। সর্ব্বান্তরত্বাচ্চাকাশ-স্যাপ্যন্তরশ্রুতেঃ। ইহ পশ্যৎসু চেতনাবৎস্বিত্যেতৎ, নিহিতং স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়া-বত্ত্বেন যোগিভির্লক্ষ্যমাণম্। ক ? গুহায়াং বুদ্ধিলক্ষণায়াম্। তত্র হি নিগূঢ়ং লক্ষ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ, তথাপ্যবিদ্যয়া সংবৃতং সৎ ন লক্ষ্যতে তত্রস্থমেবাবিদ্বদ্ভিঃ ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি কে এবং তাঁহার ধর্ম্ম কি ? তাহা এখন কথিত হইতেছে—প্রস্তাবিত ব্রহ্ম বস্তুটি সত্য প্রভৃতি ধর্ম্মে পরিব্যাপ্ত ; এই কারণে তিনি বৃহৎ—মহৎ, দিব্য—স্বপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই জন্যই তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারা যায় না ; তজ্জন্য তিনি অচিন্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম আকাশাদি অপেক্ষাও তিনি সূক্ষ্মতর, অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব্ববস্তুরই কারণ; এই নিমিত্ত তাঁহার সূক্ষ্মতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন—আদিত্য-চন্দ্রাদির আকারে নানাভাবে দীপ্তি পাইতেছেন। আরও, সেই ব্রহ্ম বিদ্যাহীনদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অগম্য ; এই জন্য দূর হইতেও অর্থাৎ ব্যবহিত দেশ হইতেও দূরে ব্যব-হিত দেশে বর্ত্তমান। অথচ সমীপে—এই দেহেও বর্ত্তমান ; কেন না, তিনি জ্ঞানিগণের আত্মস্বরূপ ; [আত্মা অপেক্ষা নিকটে আর কেহ নাই] এবং সর্ব্ববস্তুর অন্তরস্থ কারণ; শ্রুতিতে তাঁহাকে আকাশের ও অন্তরস্থ বলা আছে। ইহ লোকে পশ্যৎ অর্থাৎ চৈতন্যসম্পন্ন বস্তুতে নিহিত—স্থিত ; অর্থাৎ যোগিজন কর্ত্তৃক দর্শনাদি ক্রিয়া-বিশিষ্টরূপে

লক্ষিত হন; কোথায়? না—গুহায়—বুদ্ধিতে। কারণ, জ্ঞানিগণ সেখানেই নিগূঢ় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু, তথাপি অবিদ্যায় আবৃত থাকায়, তিনি সেখানে থাকিলেও অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না ॥৫৩॥৭॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৫৪॥৮॥

[তৎ আত্মতত্ত্বং] [রূপাদ্যভাবাৎ] চক্ষুষা ন গৃহ্যতে; [অনির্বাচ্যত্বাৎ] বাচা বচনেন ন (গৃহ্যতে); অন্যৈঃ দেবৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ন [গৃহ্যতে], ; তপসা (তপশ্চরণেন) কর্ম্মণা (অগ্নিহোত্রাদিনা) বা (অপি) [ন গৃহ্যতে]; [তর্হি কেন গৃহ্যতে? ইত্যাহ]—[আদৌ] জ্ঞান-প্রসাদেন (রাগাদি-মলাপনয়নাৎ জ্ঞানস্য বুদ্ধি-বৃত্তেঃ যঃ প্রসাদঃ নৈর্ম্মল্যং, তেন) বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণঃ) [ভবতি]; ততঃ (তস্মাৎ অনন্তরং) ধ্যায়মানঃ(চিন্তয়ন্ সন্) তং (প্রকৃতং) নিষ্কলং (নিরবয়বম্ আত্মানং) পশ্যতে (পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ)।

রূপ না থাকায় সেই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না; এবং তপস্যা কিংবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পরন্তু জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৫৪॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি অসাধারণেঽপি অসাধারণং তদুপলব্ধিসাধনমুচ্যতে যস্মাৎ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কেনচিদপি অরূপত্বাৎ নাপি গৃহ্যতে বাচা অনভিধেয়ত্বাৎ, ন চান্যৈর্দ্দেবৈঃ ইতরৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ। তপসঃ সর্ব্বপ্রাপ্তিসাধনত্বেঽপি ন তপসা গৃহ্যতে। তথা বৈদিকেন অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা প্রসিদ্ধমহত্ত্বেনাপি ন গৃহ্যতে। কিং পুনস্তস্য গ্রহণসাধন-মিত্যাহ:—জ্ঞানপ্রসাদেন আত্মাববোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সর্ব্বপ্রাণিনাং জ্ঞানং

বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষ-কলুষিতম্ অপ্রসন্নম্ অশুদ্ধং সৎ নাববোধয়তি নিত্যসন্নিহিত-মপি আত্মতত্ত্বং, মলাবনদ্ধমিবাদর্শং, বিলুলিতমিব সলিলম্। তদ্‌যদা ইন্দ্রিয়বিষয়-সংসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্যাপনয়নাৎ আদর্শসলিলাদিবৎ প্রসাদিতং স্বচ্ছং শান্তম্ অবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্য প্রসাদঃ স্যাৎ। তেন জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণো যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাৎ, ততঃ তস্মাত্তু তমাত্মানং পশ্যতে পশ্যতি উপলভতে নিষ্কলং সর্ব্বাবয়বভেদবর্জ্জিতং ধ্যায়মানঃ সত্যাদিসাধনবান্ উপসংহৃতকরণ একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানঃ চিন্তয়ন্। ৫৮॥৮

ভাষ্যানুবাদ।

পুনর্ব্বার তাঁহার উপলব্ধির অসাধারণ সাধনের মধ্যেও আবার অসাধারণ (বিশেষ) সাধন বলিতেছেন। যে হেতু রূপ নাথাকায় কেহই তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না; অনির্ব্বচনীয়তা হেতু বাক্য দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে না; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে। তপস্যা সর্ব্ব-প্রাপ্তির সাধন হইলেও সেই তপস্যা দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। সেইরূপ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না। ভাল, তাহাকে গ্রহণ করার উপায় কি? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—জ্ঞানপ্রসাদ দ্বারা, অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত প্রাণীর জ্ঞানই স্বভাবতঃ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ; কিন্তু, তাহা হইলেও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি-প্রভৃতি দোষ বশতঃ মলিন দর্পণের ন্যায় এবং কলুষিত জলের ন্যায় অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে; তাহার ফলে নিত্যসন্নিহিত আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। আদর্শ ও সলিলের ন্যায় সেই জ্ঞান আবার যখন বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ-জনিত রাগাদি মলোৎপন্ন কলুষতা শূন্য হইয়া প্রসন্ন, নির্ম্মল ও শান্ত ভাবে অবস্থান করে, তখনই জ্ঞানের প্রসন্নতা হয়। যেহেতু সেই জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষই ব্রহ্ম দর্শন করিতে উপযুক্ত, সেই হেতু ধ্যায়মান হইয়া অর্থাৎ [পূর্ব্বোক্ত] সত্যাদি সাধন-সম্পন্ন, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্র মনে ধ্যান—চিন্তা করতঃ

নিষ্কাম অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অবয়ব-ভেদ-রহিত সেই আত্মাকে দর্শন করে, অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে ॥৫৪॥৮॥

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৫৫॥৯॥

প্রাণঃ (বায়ুঃ) যস্মিন্ (শরীরে) পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিরূপেণ) সংবিবেশ (সম্যক্ প্রবিষ্টঃ) [অস্তি] [তস্মিন্ শরীরে] এষঃ অণুঃ (সূক্ষ্মঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ) আত্মা চেতসা (বিশুদ্ধেন জ্ঞানেন) বেদিতব্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ)। প্রজানাং (জনানাং) সর্ব্বং চিত্তং (অন্তঃকরণং) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ) [তেন চেতসা] ওতং (ব্যাপ্তং) [অস্তি]। যস্মিন্ চ (চিত্তে) বিশুদ্ধে (নির্ম্মলে সতি) এষঃ (প্রকৃতঃ আত্মা) বিভবতি (আত্মানং প্রকাশয়তি) ॥

প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া যে শরীরে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই উক্ত সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সেই চেতনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; সেই অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই উক্ত আত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥৫৫॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যমাত্মানম্ এবং পশ্যতি এষোঽণুঃ সূক্ষ্মঃ আত্মা চেতসা বিশুদ্ধজ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ। কাসৌ ? যস্মিন্ শরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রাণাপানাদিভেদেন সংবিবেশ সম্যক্‌প্রবিষ্টঃ, তস্মিন্নেব শরীরে হৃদয়ে চেতসা জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশেন চেতসা বেদিতব্যঃ ? ইত্যাহ—প্রাণৈঃ সহেন্দ্রিয়ৈঃ চিত্তং সর্ব্বমন্তঃকরণং প্রজানাম্ ওতং ব্যাপ্তং যেন ক্ষীরমিব স্নেহেন, কাষ্ঠমিব চাগ্নিনা। সর্ব্বং হি প্রজানামন্তঃকরণং চেতনাবৎ প্রসিদ্ধং লোকে। যস্মিংশ্চ চিত্তে ক্লেশাদিমলবিযুক্তে শুদ্ধে বিভবতি এষ উক্ত আত্মা বিশেষেণ স্বেনাত্মনা বিভবতি আত্মানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ॥৫৫॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে যিনি আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি অণু—সূক্ষ্ম; চেতস্ অর্থাৎ কেবলই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয়। প্রাণবায়ু পঞ্চধা অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি বিভিন্নাকারে যে শরীরে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই, হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—স্নেহ—নবনীত দ্বারা ক্ষীর যেরূপ, এবং অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠ যেরূপ, সেইরূপ প্রজাগণের সমস্ত চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সহিত যাহা দ্বারা ওত (ব্যাপ্ত) রহিয়াছে; কারণ,সংসারে প্রাণি-গণের সমস্ত অন্তঃকরণই সচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে চিত্ত শুদ্ধ হইলে—ক্লেশাদি দোষ রহিত হইলে পর এই পূর্ব্বকথিত আত্মা বিশেষ-রূপে স্বস্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন ॥৫৫॥৯॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥৫৬॥১০॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়-মুণ্ডকে
প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমাহ]—যংযমিত্যাদিনা। বিশুসত্ত্বঃ (শুদ্ধান্তঃকরণঃ আত্মজ্ঞঃ) মনসা যং যং লোকং (স্বর্গাদিকং) সংবিভাতি (সংকল্পয়তি, স্বস্মৈ পরস্মৈ বা চিন্তয়তি), যান্ কামান্ (ভোগান্) চ (অপি) কাময়তে (প্রার্থয়তে); [সঃ] তং তং (স্বসংকল্পিতং) লোকং, তান্ (প্রার্থিতান্) কামান্ (ভোগান্) চ জয়তে (লভতে)। তস্মাৎ [হেতোঃ] ভূতিকামঃ (আত্মনঃ কল্যাণম্ ইচ্ছুঃ জনঃ) আত্মজ্ঞং (পুরুষং) অর্চ্চয়েৎ হি (পূজয়েৎ এব) ॥

বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ যে যে লোক (স্বর্গাদি স্থান) মনে মনে কামনা করেন,

এবং যে সমস্ত কাম্যবিষয় প্রার্থনা করেন ; তিনি সেই সমস্ত লোক ও সেই সমস্ত কাম্য বিষয় জয় করেন অর্থাৎ লাভ করেন ; অতএব, নিজের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষকে অর্চ্চনা করিবেন ॥ ॥৫৬॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

য এবমুক্তলক্ষণং সর্ব্বাত্মানমাত্মত্বেন প্রতিপন্নস্তস্য সর্ব্বাত্মত্বাদেব সর্ব্বাবাপ্তি-লক্ষণং ফলমাহ—যং যং লোকং পিত্রাদিলক্ষণং মনসা সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি মহ্যমন্যস্মৈ বা ভবেৎ ইতি, বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ক্ষীণক্লেশ আত্মবিৎ নির্ম্মলান্তঃকরণঃ, কাময়তে যাংশ্চ কামান্ প্রার্থয়তে ভোগান্, তং তং লোকং জয়তে প্রাপ্নোতি তাংশ্চ কামান্ সঙ্কল্পিতান্ ভোগান্। তস্মাৎ বিদুষঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ আত্মজ্ঞম্ আত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হ্যর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালন-শুশ্রূষা-নমস্কারাদিভিঃ ভূতিকামো বিভূতিমিচ্ছুঃ। ততঃ পূজার্হ এবাসৌ ॥ ৫৬ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্তলক্ষণ সর্ব্বাত্মাকে আত্মস্বরূপে জানেন ; তাঁহার সর্ব্বাত্মকতা-নিবন্ধনই সর্ব্বফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা বলিতেছেন—বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষীণক্লেশ—নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি মনে মনে পিতৃলোক প্রভৃতি যে যে লোক সংকল্প করেন—'আমার (নিজের) কিংবা অপরের হউক,' এইরূপ কামনা করেন এবং যে সমস্ত কাম—ভোগ্য বিষয় কামনা করেন—প্রার্থনা করেন ; [তিনি] সেই সেই লোক জয় করেন—প্রাপ্ত হন এবং সেই সমস্ত সংকল্পিত ভোগও [প্রাপ্ত হন]। সেই হেতু—বিদ্বানের সত্য-সংকল্পত্ব হেতুই ভূতিকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য লাভেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞকে—আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষকে—অর্চ্চনা করিবেন অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালন, শুশ্রূষা ও নমস্কারাদি দ্বারা পূজা করিবেন ॥৪৫॥১০॥

ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স বেদৈতৎপরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥৫৭॥১॥

সঃ (আত্মজ্ঞঃ পুরুষঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপং) ধাম (সর্ব্বজগদাশ্রয়ং). বেদ (জানাতি), যত্র (যস্মিন্ ব্রহ্মধাম্নি) বিশ্বং (জগৎ) নিহিতম্ (স্থাপিতম্) [অস্তি] [যচ্চ] শুভ্রং (শুদ্ধং) ভাতি (স্বীয়জ্যোতিষা প্রকাশতে) অথবা, বিশ্বং যত্র নিহিতং [সৎ] ভাতি (সদ্রূপেণ) প্রকাশতে [শুভ্রম্ ইতি পদং পুরুষমিত্যস্য বিশেষণং] যে (জনাঃ) অকামাঃ (ভোগতৃষ্ণারহিতাঃ সন্তঃ) [তং] পুরুষম্ (আত্মজ্ঞম্) উপাসতে (সেবন্তে) তে ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) শুক্রং (শুক্র-পরিণাম-ভূতং শরীরম্) অতিবর্ত্তন্তি (অতীত্য গচ্ছন্তি) [ন স ভূয়োঽপি জায়তে ইত্যাশয়ঃ] ॥

সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগদাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মকে জানেন. যে ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া এই আত্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন ; নিশ্চয়, তাঁহারা এই শুক্রসম্ভূত শরীর অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

যস্মাৎ স বেদ জানাতি এতৎ যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম পরমং প্রকৃষ্টং ধাম সর্ব্ব-কামানাম্ আশ্রয়মাস্পদং, যত্র যস্মিন ব্রহ্মণি ধাম্নি বিশ্বং সমস্তং জগৎ নিহিতমর্পিতং; যচ্চ স্বেন জ্যোতিষা ভাতি শুভ্রং শুদ্ধম্ । তমপি এবংবিধমাত্মজ্ঞং পুরুষং যে হি অকামা বিভূতিতৃষ্ণাবর্জ্জিতা মুমুক্ষবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং, তে

শুক্রং নৃবীজং যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণম্ অতিবর্ত্তন্তি অতিগচ্ছন্তি ধীরা বুদ্ধিমন্তঃ, ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি। "ন পুনঃ ক রতিং করোতি" ইতি শ্রুতেঃ। অতস্তং পূজয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৭॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু তিনি (আত্মজ্ঞ) পরম—উৎকৃষ্ট ধাম—সমস্ত কামনার আশ্রয় বা আস্পদ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে জানেন, যে ব্রহ্মরূপ-আশ্রয়ে বিশ্ব অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ নিহিত অর্থাৎ অর্পিত [আছে], এবং শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ যিনি স্বীয় জ্যোতিতে প্রকাশ পান। যাঁহারা অকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যস্পৃহাবর্জ্জিত—মুমুক্ষু হইয়া এবংবিধ আত্মজ্ঞ পুরুষকেও পরম দেবতারই ন্যায় উপাসনা করেন, সেই ধীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই যে, শুক্র অর্থাৎ মনুষ্যত্বলাভের বীজভূত এই যে প্রসিদ্ধ শরীরোপাদান [শুক্র,তাহা] অতিক্রম করিয়া যান ; অর্থাৎ পুনর্ব্বার আর যোনি প্রাপ্ত হন না ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন সে আর কোথাও পুনর্ব্বার রতি করে না ; অতএব, সেই আত্মজ্ঞকে পূজা করিবে ৫৭॥১॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
　　স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
　　ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥৫৮॥২॥

যঃ (জনঃ) মন্যমানঃ (বিষয়গুণান্ চিন্তয়ন্ সন্) কামান্ (দৃষ্টাদৃষ্টভোগ্যবিষয়ান্) কাময়তে (প্রার্থয়তে) ; সঃ (জনঃ) [তৈঃ] কামভিঃ (কামৈঃ) তত্র তত্র (যত্র যত্র কামনা ভবতি) জায়তে (উৎপদ্যতে)। পর্য্যাপ্তকামস্য (পূর্ণকামস্য) কৃতাত্মনঃ (অবিদ্যাদোষাপনয়াৎ প্রাপ্তাত্মযাথার্থ্যস্য) তু (পুনঃ) সর্ব্বে কামাঃ (প্রবৃত্তিহেতবঃ ভোগেচ্ছাঃ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) এব (নিশ্চয়ে) প্রবিলীয়ন্তি (প্রবিলীয়ন্তে, নশ্যন্তীত্যর্থঃ)।

যে ব্যক্তি বিষয়ের গুণাবলী চিন্তা করতঃ কাম্য বিষয়সমূহ প্রার্থনা করে ;

সে কামনা দ্বারা [আকৃষ্ট হইয়াই যেন] সেই সকল প্রার্থিত স্থানে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহার কামনারাশি পূর্ণ হইয়াছে, এবং আত্মার যথার্থ রূপ প্রকটীকৃত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায় ॥৫৮॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মুমুক্ষোঃ কামত্যাগ এব প্রধানং সাধনমিত্যেতদ্দর্শয়তি।—কামান্ যো দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়ান্ কাময়তে মন্যমানঃ তদ্‌গুণাংশ্চিন্তয়ানঃ প্রার্থয়তে. স তৈঃ কামভিঃ কামৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভিঃ বিষয়েচ্ছারূপৈঃ সহ জায়তে তত্র তত্র; যত্র যত্র বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তং কামাঃ কর্ম্মসু পুরুষং নিয়োজয়ন্তি, তত্র তত্র তেষু তেষু বিষয়েষু তৈরেব কামৈর্ব্বেষ্টিতো জায়তে। যস্তু পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পর্য্যাপ্তকাম আত্মকামত্বেন পরি সমন্ততঃ আপ্তাঃ কামা যস্য, তস্য পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনঃ অবিদ্যালক্ষণাৎ অপররূপাৎ অপনীয় স্বেন পরেণ রূপেণ কৃত আত্মা বিদ্যয়া যস্য তস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব তিষ্ঠত্যেব শরীরে সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতবঃ প্রবিলীয়ন্তি প্রবিলীয়ন্তে বিলয়মুপযান্তি নশ্যন্তীত্যর্থঃ। কামাঃ তজ্জন্ম-হেতুবিনাশাৎ ন জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।

মুমুক্ষু পক্ষে কামনা ত্যাগই যে প্রধান সাধন, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যে ব্যক্তি কামসমূহ—ঐহিক ও পারত্রিক অভীষ্ট বিষয় সমূহ মনে করিয়া অর্থাৎ সেই সকল বিষয়ের গুণ স্মরণ করিয়া কামনা করে—পাইতে প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি, সেই সকল কামনার সহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত বিষয়-বাসনার সহিত সেই সেই স্থানে জন্মলাভ করে; বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্তভূত কামনাসমূহ পুরুষকে যে সকল কর্ম্মে নিয়োজিত করে, সেই সকল কামনায় পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন সেই সমস্ত বিষয়ে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু, যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায় পর্য্যাপ্তকাম, অর্থাৎ একমাত্র আত্মবিষয়েই কামনা থাকায় যাহার সর্ব্বদিকে (সর্ব্ববিষয়ক) কামনাসমূহের প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই পর্য্যাপ্তকাম

সেই পর্য্যাপ্তকাম কৃতাত্মার অর্থাৎ অবিদ্যাবশে আত্মা যেন অন্য রকমই হইয়া গিয়াছে যে, এখন বিদ্যা দ্বারা সেই রূপান্তরীভাব হইতে অপসারিত করিয়া, আত্মাকে যিনি স্বরূপাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, তিনিই কৃতাত্মা ; তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতুভূত সমস্ত কামনা এই শরীর সত্ত্বেই বিলয় প্রাপ্ত হয়—বিনষ্ট হইয়া যায়। অভিপ্রায় এই যে, জীবের জন্মহেতু সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায়, কামনাসমূহ পুনর্ব্বার আর জন্মে না ॥৫৮॥২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
　　ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
　　স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৫৯॥৩

অয়ং (প্রকৃতঃ আত্মা) প্রবচনেন শাস্ত্রব্যাখ্যানবাহুল্যেন) লভ্যঃ (প্রাপ্তি-যোগ্যঃ) ন [ভবতি]। মেধয়া (শাস্ত্রার্থধারণশক্ত্যা) ন [লভ্যঃ ভবতি] ; বহুনা (ভূয়সা) শ্রুতেন (গুরুমুখাৎ শ্রবণেন) [চ] ন [লভ্যঃ ভবতি]। [তর্হি কথং লভ্যঃ ? ইত্যাহ]—এষঃ (উপাসকঃ) যম্ এব (পরমাত্মানং) বৃণুতে (প্রাপ্তুমিচ্ছতি) তেন (বরণেন) লভ্যঃ [পরমাত্মা ইতি শেষঃ]। অথবা, এষঃ (উপাসকঃ) (যদেব) বৃণুতে (পরমাত্মানং প্রাপ্তুমিচ্ছতি), ['যম্' ইতি ক্রিয়াবিশেষণত্বেঽপি পুংস্ত্বং ছান্দসম্]। তেন (বরণেন) [অন্যৎ সমানম্]। আত্মা তস্মৈ (সাধকায়) স্বাং (স্বীয়াং) তনূং (স্বরূপং) বিবৃণুতে (প্রকাশয়তীত্যর্থঃ) ॥

এই আত্মাকে কেবল প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না ; মেধা দ্বারা নহে ; এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না ; পরন্তু এই উপাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই বরণ দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। অথবা, এই উপাসক যে, তাঁহাকে বরণ করেন, সেই বরণদ্বারা অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য যে, তীব্র বাসনা, তাহা দ্বারাই লাভ করা যায়। এই আত্মা তাহার উদ্দেশে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥৫৯॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যেবং সর্ব্বলাভাৎ পরম আত্মলাভঃ, তল্লাভায় প্রবচনাদয় উপায়া বাহুল্যেন কর্ত্তব্যা ইতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে—যোঽয়মাত্মা ব্যাখ্যাতঃ, যস্য লাভঃ পরঃ পুরুষার্থঃ, নাসৌ বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নবাহুল্যেনা প্রবচনেন লভ্যঃ। তথা ন মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা ন বহুনা শ্রুতেন—নাপি ভূয়সা শ্রবণেনেত্যর্থঃ। কেন তর্হি লভ্য ইতি? উচ্যতে,—যমেব পরমাত্ম নম্ এষঃ বিদ্বান্ বৃণুতে প্রাপ্তুমিচ্ছতি, তেন বরণেন এষঃ পরমাত্মা লভ্যঃ, নান্যেন সাধনান্তরেণ,—নিত্যলব্ধস্বভাবত্বাৎ। কীদৃশোঽসৌ বিদুষ আত্মলাভ ইতি উচ্যতে,—তস্যৈষ আত্মা অবিদ্যাসংচ্ছন্নাং স্বাং পরাং তনুং স্বাত্মতত্ত্বং স্বরূপং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি, প্রকাশ ইব ঘটাদির্ব্বিদ্যায়াং সত্যামাবির্ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদন্যত্যাগেন আত্ম-প্রার্থনৈব আত্ম-লাভ-সাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, এইরূপে সর্ব্বলাভ যদি সর্ব্বোত্তম আত্মলাভ হয়, [তাহা হইলে] তাহার লাভের জন্য প্রভূত-পরিমাণে প্রবচনাদি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন;—যে আত্মা বর্ণিত হইল, এবং যাহার লাভই পরম পুরুষার্থ, এই আত্মা বহুপরিমাণে বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নাত্মক প্রবচন দ্বারা লাভ-যোগ্য নহে; সেইরূপ [কেবল] মেধা দ্বারা অর্থাৎ গ্রন্থার্থের ধারণাশক্তি দ্বারাও নহে; এবং বহু শ্রুত দ্বারা অর্থাৎ প্রভূত পরিমাণে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও নহে [লাভযোগ্য হয় না]। তাহা হইলে, কিসের দ্বারা লভ্য? তাহা কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ পুরুষ নিশ্চয়রূপে যাহাকে বরণ করেন—পাইতে ইচ্ছা করেন, এই পরমাত্মা সেই বরণ দ্বারাই লাভযোগ্য হন;—অপর সাধন দ্বারা নহে; কারণ তাঁহার স্বরূপ সর্ব্বদাই লব্ধ আছে। বিদ্বানের এই আত্ম-লাভটি কি প্রকার? তাহা কথিত হইতেছে—এই আত্মা অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন স্বীয় উৎকৃষ্ট তনুকে অর্থাৎ স্বীয় আত্মতত্ত্ব-স্বরূপটিকে তাহার নিকট বিবৃত করেন—প্রকাশ করেন, অর্থাৎ আলোকে ঘটাদি পদার্থের

ন্যায় বিদ্যা (জ্ঞান) উপস্থিত হইলেও [আত্মস্বরূপ] আবির্ভূত হয় [অনুভব-গোচর হয়]। অতএব, অপর সাধন ত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম-প্রার্থনাই আত্ম-লাভের সাধন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ॥৫৯॥৩॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৬০॥৪॥

[ইদানীম্ অন্যান্যপি তৎসহকৃতানি সাধনানি বক্তুমুপক্রমতে]—নায়মিত্যাদিনা। অয়ং (বর্ণিতঃ) আত্মা বলহীনেন (আত্ম-নিষ্ঠার্জিত-বলরহিতেন) ন লভ্যঃ; প্রমাদাৎ (আত্মনিষ্ঠায়ামপ্রণিধানাৎ) অলিঙ্গাৎ (সন্ন্যাসরহিতাৎ কেবলাৎ) তপসঃ (জ্ঞানাৎ) [যদ্বা,] অলিঙ্গাৎ (বৈরাগ্যাৎ) তপসঃ (কায়ক্লেশমাত্রাৎ) চ (অপি) ন [লভ্যঃ]; যঃ বিদ্বান্ (বিবেকী) তু (পুনঃ) এতৈঃ (উক্তৈঃ বল-প্রমাদরাহিত্য-সসন্ন্যাস-জ্ঞানৈঃ) উপায়ৈঃ (সাধনৈঃ) যততে (তৎপরঃ সন্ প্রার্থয়তে); তস্য (বিদুষঃ) এষঃ আত্মা ব্রহ্মধাম (সর্ব্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম) বিশতে (প্রবিশতি)॥

এই আত্মা বলহীন কর্ত্তৃক লভ্য হয় না, এবং আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ কিংবা সংন্যাস-রহিত তপস্যা (জ্ঞান বা কায়ক্লেশ) হইতেও [ইহার লাভ হয়] না। পরন্তু, যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে (বল, অপ্রমাদ ও সংন্যাস-সহকৃত তপস্যা দ্বারা) যত্নপর হন, তাঁহার আত্মাই এই ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥৬০॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আত্মপ্রার্থনাসহায়ভূতান্যেতানি চ সাধনানি বলা-প্রমাদ-তপাংসি লিঙ্গযুক্তানি সন্ন্যাস-সহিতানি। যস্মাৎ ন অয়মাত্মা বলহীনেন বলপ্রহীণেন আত্মনিষ্ঠাজনিত-বীর্য্য-হীনেন লভ্যঃ; নাপি লৌকিকপুত্রপশ্বাদিবিষয়াসঙ্গনিমিত্তাৎ প্রমাদাৎ, তথা তপসো বাপি অলিঙ্গাৎ লিঙ্গরহিতাৎ। তপোঽত্র জ্ঞানম্; লিঙ্গং সন্ন্যাসঃ; সন্ন্যাস-রহিতাৎ জ্ঞানাৎ ন লভ্যত ইত্যর্থঃ। এতৈঃ উপায়ৈঃ বলাপ্রমাদ-সন্ন্যাসজ্ঞানৈর্যততে

তৎপরঃ সন্ প্রযতেতে। যস্ত বিদ্বান্ বিবেকী আত্মবিৎ, তস্ত বিদুষঃ এষ আত্মা বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম ॥৬০॥৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

বল, অপ্রমাদ ও লিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ সন্ন্যাস-সহিত তপস্যা, এ সমস্তও আত্মপ্রার্থনার সহায়ভূত সাধন। যে হেতু, এই আত্মা বলহীন কর্তৃক অর্থাৎ আত্ম-নিষ্ঠাসমুৎপাদিত শক্তিহীন কর্তৃক লভ্য নহে; আর ঐহিক পুত্র, পশু প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তিজনিত প্রমাদ (অনবধানতা) দ্বারাও লভ্য নহে; সেই অলিঙ্গ—তপস্যা চিহ্ন-রহিত তপস্যা হইতেও [লভ্য] নহে। এখানে তপঃঅর্থ—জ্ঞান; 'লিঙ্গ' অর্থ—সন্ন্যাস; অর্থাৎ সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান হইতে লভ্য করা যায় না। কিন্তু যে বিদ্বান্—বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন আত্মবিৎ ব্যক্তি তৎপর হইয়া এই সকল বল, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাস-সহিত জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা [লাভ করিতে] যত্ন করেন; সেই বিদ্বানের আত্মা ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে সম্যক্ প্রবেশ লাভ করেন ॥৬০॥৪॥

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥৬১॥৫॥

[ব্রহ্মপ্রবেশস্বরূপমাহ]—সংপ্রাপ্যেতি। ঋষয়ঃ (দর্শনবন্তঃ) এনং (পরমাত্মানং) সংপ্রাপ্য (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) জ্ঞানতৃপ্তাঃ (তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তি-মাপন্নাঃ) কৃতাত্মানঃ (লব্ধাত্মস্বরূপাঃ সন্তঃ) বীতরাগাঃ (বিষয়স্পৃহাশূন্যাঃ) প্রশান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ) [চ ভবন্তি]। তে ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) সর্ব্বগং (সর্ব্বব্যাপিনম্ আত্মানং) সর্ব্বতঃ প্রাপ্য (লব্ধ্বা, আত্মনঃ সংসারিত্ব-দেহিত্বাদি-পরিচ্ছেদম্ অপনীয়) যুক্তাত্মানঃ (নিত্যসমাহিতাঃ সন্তঃ) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম) আবিশন্তি (প্রবিশন্তি) ॥

দর্শন-শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ এই পরমাত্মাকে অবগত হইয়া, সেই আত্মদর্শনে

পরিতৃপ্ত হইয়া, বিষয়স্পৃহাহীন শান্তস্বভাব হইয়া থাকেন। সেই ধীরগণ সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বগতকে (ব্রহ্মত্বভাবকে) প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সমাহিত-ভাবে থাকিয়া সর্ব্বেতেই প্রবিষ্ট হন ॥৬১॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং ব্রহ্ম বিশত ইতি উচ্যতে—সম্প্রাপ্য সমবগম্য এনম্ আত্মানম্ ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ, ন বাহ্যেন তৃপ্তিসাধনেন শরীরোপচয়কারণেন। কৃতাত্মানঃ পরমাত্মস্বরূপেণৈব নিষ্পন্নাত্মানঃ সন্তঃ। বীতরাগা বিগতরাগাদিদোষাঃ। প্রশান্তা উপরতেন্দ্রিয়াঃ। তে এবম্ভূতাঃ সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনম্ আকাশবৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্য, নোপাধিপরিচ্ছিন্নেন একদেশেন; কিং তর্হি তদ্ ব্রহ্মৈব অদ্বয়ম্ আত্মত্বেন প্রতিপদ্য ধীরা অত্যন্তবিবেকিনো যুক্তাত্মানো নিত্যসমাহিতস্বভাবাঃ সর্ব্বমেব সমস্তং শরীরপাতকালেঽপি আবিশন্তি ভিন্নঘটাকাশবৎ অবিদ্যাকৃতোপাধি-পরিচ্ছেদং জহতি। এবং ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মধাম প্রবিশন্তি ॥ ৬১ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

কিরূপে সর্ব্বভাবে প্রবেশ করেন; তাহা কথিত হইতেছে—ঋষিগণ অর্থাৎ প্রকৃতদর্শনশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া—সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, সেই জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত; কিন্তু শরীরের পুষ্টিসাধক তৃপ্তিকর কোনও বাহ্য বস্তু দ্বারা তৃপ্ত নহেন এবং কৃতাত্মা অর্থাৎ আপনাকে পরমাত্মভাবে নিষ্পাদিত করিয়া বীতরাগ অর্থাৎ বিষয়ানুরাগাদি দোষ-বিনির্ম্মুক্ত ও প্রশান্ত অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করেন। এবম্ভূত ধীর অত্যন্তবিবেক-সম্পন্ন তাঁহারা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগ—সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া—অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছিন্ন দেশবিশেষে প্রাপ্ত না হইয়া; তবে কিনা—সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বেই—সমস্ত (ব্রহ্মেই) [এমন কি,] শরীরপাত সময়েও প্রবেশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ঘট ভগ্ন হইলে, তদ্‌গত আকাশের ন্যায় অবিদ্যাকৃত উপাধি-পরিচ্ছেদ (ঔপাধিক পরিচ্ছিন্নভাব) পরিত্যাগ করেন; ব্রহ্মবিদ্‌গণ এইরূপে ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ॥৬১॥৫॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥৬২॥৬॥

অপিচ [যে] যতয়ঃ (যত্নপরাঃ সাধকাঃ) বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্তস্য বিশেষজ্ঞানেন সুষ্ঠু নিশ্চিতঃ অবধারিতঃ অর্থঃ পরমাত্মা যৈঃ, তে তথোক্তাঃ), সংন্যাসযোগাৎ (সর্ব্বকর্ম্মত্যাগলক্ষণ-সংন্যাসাশ্রয়ণাৎ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (শুদ্ধং সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং যেষাং তে তথোক্তাঃ) [ভবন্তি]। তে সর্ব্বে (যতয়ঃ) পরামৃতাঃ (জীবদবস্থায়ামেব পরমাত্মভূতাঃ সন্তঃ) পরান্তকালে (উৎকৃষ্টদেহত্যাগকালে) ব্রহ্মলোকেষু (বহুবচনমবিবক্ষিতং ব্রহ্মণি ইত্যর্থঃ) পরিমুচ্যন্তি (যত্রতত্রৈব মুচ্যন্তে, ন দেশান্তরাদিকম্ অপেক্ষন্তে ইতি ভাবঃ) ॥

যে সমস্ত যতি বেদান্তশাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাহার অর্থ উত্তম রূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ সংন্যাস-যোগ দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া দেহাবসানে ব্রহ্মে বিমুক্তি লাভ করেন ॥ ৬২ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ বেদান্তজনিতং বিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তস্যার্থঃ পরমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ,সোঽর্থঃ সুনিশ্চিতঃ যেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ। তে চ সন্ন্যাসযোগাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠা-স্বরূপাৎ যোগাৎ যতয়ো যতনশীলাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং সত্ত্বং যেষাং সন্ন্যাসযোগাৎ, তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু; সংসারিণাং যে মরণকালাস্তে অপরান্তকালাঃ; তানপেক্ষ্য মুমুক্ষূণাং সংসারাবসানে দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালঃ তস্মিন্ পরান্তকালে সাধকানাং বহুত্বাৎ ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ একোঽপ্যনেকবৎ দৃশ্যতে প্রাপ্যতে চ। অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেম্বিতি, ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। পরামৃতাঃ পরম্ অমৃতম্ অমরণধর্ম্মকং ব্রহ্ম আত্মভূতং যেষাং তে পরামৃতাঃ জীবন্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ, পরামৃতাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ প্রদীপনির্ব্বাণবৎ ভিন্নঘটাকাশবচ্চ নিবৃত্তিমুপযান্তি পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ মুচ্যন্তে সর্ব্বে, ন দেশান্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে।

"শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরস্য চ।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবতাং গতিঃ।
"অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণবঃ"

ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং দেশপরিচ্ছিন্না হি গতিঃ সংসারবিষয়ৈব, পরিচ্ছিন্নসাধন-সাধ্যত্বাৎ। ব্রহ্ম তু সমস্তত্বান্ন দেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যম্। যদি হি দেশপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম স্যাৎ মূর্ত্তদ্রব্যবৎ আদ্যন্তবৎ অন্যাশ্রিতং সাবয়বম্ অনিত্যং কৃতকঞ্চ স্যাৎ। নতু এবংবিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি; অতস্তৎপ্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরিচ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা॥ ৬২ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, বেদান্ত হইতে যে বিশিষ্ট জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই বেদান্ত-বিজ্ঞান; তাহার অর্থ—পরমাত্মার জ্ঞাতব্যতা, সেই অর্থ যাহাদের উত্তমরূপে নিশ্চিত (স্থিরীকৃত) হইয়াছে, তাঁহারাই বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থ, তাঁহারা আবার সংন্যাসযোগ হইতে—সর্ব্ব কর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ যোগ হইতে, অর্থাৎ কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ যোগ হইতে শুদ্ধ সত্ত্ব, অর্থাৎ সন্ন্যাস-যোগবলে যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, সেই যতিগণ—যত্নশীল ব্যক্তিগণই শুদ্ধসত্ত্ব; সংসারি-গণের যে মৃত্যুকাল, তাহা অপর (নিকৃষ্ট) অন্তকাল; মুমুক্ষুগণের সংসার-সমাপ্তিতে যে, দেহাবসানকাল, তাহা [সংসারিগণের] অপরান্তকাল অপেক্ষা পর (উৎকৃষ্ট) অন্তকাল; [কারণ, ইহার পর তাঁহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হইবে না]। সেই পরান্তকালে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে—ব্রহ্মস্বরূপ লোক ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মলোক এক হইলেও সাধকগণের বহুত্বনিবন্ধন বহুর মত দেখায় এবং প্রাপ্তি হয়; এই কারণে "ব্রহ্মলোক" শব্দে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ উহার অর্থ—ব্রহ্মেতে; পরামৃত অর্থ—পরম অথচ মরণ-ধর্ম্ম-রহিত ব্রহ্ম যাঁহাদের আত্মস্বরূপ, তাঁহারাই পরামৃত অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভূত; তাঁহারা সকলে পরামৃত হইয়া পরিমুক্ত হন; পরি—সর্ব্ব-

স্থানে, প্রদীপের নির্ব্বাণের ন্যায় এবং ভগ্নঘটের আকাশের ন্যায় সমাপ্তি প্রাপ্ত হন—[মুক্তির জন্য আর] অপর স্থানবিশেষে গমনের অপেক্ষা করেন না। 'আকাশে পক্ষিগণের এবং জলে জলচর প্রাণীর যেরূপ পদন্যাস দেখা যায় না, জ্ঞানবানগণের গতিও সেইরূপ।' "[মুমুক্ষুগণ] সংসার-পথের পার পাইতে ইচ্ছুক হইয়া,—অনধ্বগ হন অর্থাৎ আর সংসার-পথে বিচরণ করেন না।" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, কোন স্থানবিশেষে যে, সীমাবিশিষ্ট গতি, তাহা নিশ্চয়ই সংসারসম্বন্ধী ; কারণ, ঐ কাল পরিচ্ছিন্ন-সাধন-সাধ্য ; পরন্তু, ব্রহ্ম নিজে সর্ব্বাত্মক (অপরিচ্ছিন্ন) ; সুতরাং কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশ-বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারা যায় না। আর ব্রহ্ম যদি দেশ বিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্নই হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মও অন্যান্য মূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্ন) দ্রব্যের ন্যায়, আদি-অন্তবান্ (উৎপত্তি বিনাশশীল) অপরের আশ্রিত, সাবয়ব, অনিত্য এবং কৃতক ও (ক্রিয়ানিষ্পন্ন ও) হইতেন ; কিন্তু, কখনই এবম্ভূত হইতে পারেন না ; সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তিও কখনই দেশ-পরিচ্ছিন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না ॥৬২॥৬॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥৬৩॥৭॥

অপিচ, [তদানীং] পঞ্চদশ কলাঃ (দেহারম্ভকাঃ প্রাণাদ্যা অবয়বাঃ) প্রতিষ্ঠাঃ (স্বস্বকারণানি) গতাঃ (প্রবিষ্টাঃ)। সর্ব্বে দেবাঃ (চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ) চ (অপি) প্রতিদেবতাসু (আদিত্যাদিষু) [প্রবিষ্টাঃ ভবন্তি]। কর্ম্মাণি (অনারব্ধফলানি) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধ্যুপহিতত্বাৎ বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) আত্মা

(জীবঃ) চ (অপি) [এতে] সর্ব্বে পরে (সর্ব্বোত্তমে) অব্যয়ে (ক্ষয়াদি-দোষ-রহিতে ব্রহ্মণি) একীভবন্তি (তদ্রূপতাং গচ্ছন্তি)॥

তখন দেহারম্ভক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা সকলও মূল দেবতা—সূর্য্যপ্রভৃতিতে প্রবেশ করে। [যে সকল কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই, সেই সকল সঞ্চিত] কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব); ইহারা সকলেও পরম অব্যয়ে (ব্রহ্মে) একীভাব প্রাপ্ত হয়॥৬৩॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপিচ অবিদ্যাদিসংসারবন্ধাপনয়নমেব মোক্ষমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ ন তু কার্য্যভূতম্। কিঞ্চ, মোক্ষকালে যা দেহারম্ভিকাঃ কলাঃ প্রাণাদ্যাঃ, তাঃ স্বাঃ প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ স্বং স্বং কারণং গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। পঞ্চদশ পঞ্চ-দশসংখ্যাকা যা অন্ত্যপ্রশ্নপরিপঠিতাঃ প্রসিদ্ধাঃ দেবাশ্চ দেহাশ্রয়াঃ চক্ষুরাদিকরণস্থাঃ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু আদিত্যাদিষু গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। যানি চ মুমুক্ষুণা কৃতানি কর্ম্মাণি অপ্রবৃত্তফলানি, প্রবৃত্তফলানামুপভোগেনৈব ক্ষীণত্বাৎ; বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা অবিদ্যাকৃতবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিমাত্মত্বেন গত্বা জলাদিষু সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্ববদিহ প্রবিষ্টো দেহভেদেষু কর্ম্মণাং তৎফলার্থত্বাৎ সহ তেনৈব বিজ্ঞানময়েনাত্মনা; অতো বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়ঃ। তে এতে কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা উপাধ্যপনয়ে সতি পরে অব্যয়ে অনন্তে অক্ষয়ে ব্রহ্মণি আকাশকল্পে অজে অজরে অমৃতে অভয়ে অপূর্ব্বে অনপরে অনন্তরে অবাহ্যে অদ্বয়ে শিবে শান্তে সর্ব্বে একীভবন্তি অবি-শেষতাং গচ্ছন্তি একত্বমাপদ্যন্তে জলাদ্যাধারাপনয় ইব সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যে, ঘটাদ্যপনয় ইবাকাশে ঘটাদ্যাকাশাঃ॥৬৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, ব্রহ্মবিদ্‌গণ অবিদ্যা প্রভৃতি সংসার-বন্ধনের অপনয়নকেই মোক্ষ বলিয়া ইচ্ছা করেন; কিন্তু মোক্ষকে কার্য্য বা জন্য পদার্থ মনে করেন না। আরও এক কথা, দেহের উৎপাদক যে, প্রাণাদি কলাসমূহ (অংশ-নিচয়), মোক্ষকালে তাহারা স্বীয় প্রতিষ্ঠাসমূহকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ নিজ নিজ কারণকে প্রাপ্ত হয়। 'প্রতিষ্ঠা' শব্দে দ্বিতীয়ার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ অর্থ—পঞ্চদশ (পনের)

সংখ্যাযুক্ত—প্রশ্নোপনিষদের শেষ প্রশ্নে (৬ষ্ঠ প্রশ্ন, ৪র্থ শ্রুতিতে) যে গুলি পঠিত হইয়াছে। আর চক্ষুঃ প্রভৃতি করণস্থিত দেহবর্ত্তী সকল দেবতাও প্রতিদেবতায়—আদিত্যাদি দেবতায় গত হন। আর মুমুক্ষুকর্ত্তৃক যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইয়াছে, যাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, কেননা, ফল প্রদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মসমূহ ত ভোগ দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, [অতএব, অপ্রবৃত্তফল কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে]। আর যে বিজ্ঞানময় আত্মা, যিনি অবিদ্যা-প্রসূত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকেই 'আত্মা' রূপে প্রাপ্ত হইয়া, জলাদিমধ্যে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ন্যায় বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হয়, কর্ম্মসমূহ বিজ্ঞান-ময়ের সহযোগেই তাহার ফল দিয়া থাকে; এই কারণে বিজ্ঞানময় অর্থ—বিজ্ঞানপ্রচুর, (উহাতে বুদ্ধিবিজ্ঞানেরই প্রাবল্য থাকে)। অবিদ্যাকৃত উপাধি অপনীত হইলে পর সেই এই কর্ম্মরাশি ও বিজ্ঞানময় আত্মা, সকলেই পর, অব্যয়, অনন্ত, অক্ষয়—জন্ম, জরা, মরণ ও ভয়রহিত,—পূর্ব্ব, পর, অন্তর ও বাহ্যবিহীন, অদ্বয়, শিব, শান্ত আকাশতুল্য ব্রহ্মে একীভূত হয়—অবিভক্তভাব একত্বভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ জলাদির অপসারণে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যেমন সূর্য্যে এবং ঘটাদির অপনয়নে ঘটাদি আকাশে আকাশ যেমন একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি [ব্রহ্মে] একতা প্রাপ্ত হয় ॥৬৩॥৭॥

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৬৪॥৮॥

[উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি]—যথেত্যাদিনা। স্যন্দমানাঃ (প্রবহন্ত্যঃ) নদ্যঃ (গঙ্গাদ্যাঃ) যথা (যদ্বৎ) নামরূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ অপরবৈলক্ষণ্যং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) সমুদ্রে (জল-রাশৌ) অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তন্ময়তাং লভন্তে), তথা

(তদ্বৎ) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) নাম-রূপাৎ (ঔপাধিকাৎ অসত্যাৎ) বিমুক্তঃ (নামরূপ-পরিচ্ছেদরহিতঃ সন্) পরাৎ (হিরণ্যগর্ভাদেঃ) পরং (শ্রেষ্ঠং) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়ং) পুরুষম্ (পূর্ণং—পরমাত্মানম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)॥

চলৎস্বভাব নদীসমূহ যেরূপ [নিজ নিজ] নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, ঠিক সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষও নাম-রূপ বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন॥ ৬৪॥ ৮॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যথা নদ্যঃ গঙ্গাদ্যাঃ স্যন্দমানাঃ গচ্ছন্ত্যঃ সমুদ্রে সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তম্ অদর্শনম্ অবিশেষাত্মভাবং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে বিহায় হিত্বা, তথা অবিদ্যাকৃত-নামরূপাৎ বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বান্ পরাৎ অক্ষরাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ পরং দিব্যং পুরুষং যথোক্তলক্ষণম্ উপৈতি উপগচ্ছতি॥ ৬৪ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, স্যন্দমান—গম-স্বভাব গঙ্গাদি নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া, নাম-রূপ অর্থাৎ নাম (গঙ্গাদি) ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত—অদর্শন অর্থাৎ অবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, পর হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অপর হইতেও শ্রেষ্ঠ দিব্য পুরুষকে—যাহার লক্ষণ বা পরিচয় উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষকে উপগত হয় ৬৪॥৮॥

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥৬৫॥৯॥

[ব্রহ্মবিদঃ চরমফলাবাপ্তিং কথয়ন্ তল্লাভে বিঘ্নাভাবং চ সমর্থয়তে]—স য ইত্যাদিনা। যঃ (পুরুষঃ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিদ্ধং) তৎ (উক্তলক্ষণং) পরমং (নিরতিশয়ং) ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি, জানাতি), সঃ (বিদ্বান্) ব্রহ্ম এব ভবতি (ব্রহ্মরূপঃ সম্পদ্যতে) অস্য (ব্রহ্মবিদঃ) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ

(ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (জায়তে)। [স চ] শোকং (সংসারক্লেশং) তরতি (অতিক্রামতি), পাপ্মানং (পাপং, পুণ্যমপি) তরতি। গুহাগ্রন্থিভ্যঃ (বুদ্ধিনিষ্ঠাবিদ্যা-বন্ধনেভ্যঃ) বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতঃ (মরণধর্ম্মবর্জ্জিতঃ) ভবতি ॥

যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন, তাঁহার বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না। সে জন শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, পাপ হইতেও উত্তীর্ণ হন। হৃদয়গত অবিদ্যা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত অমৃত হন, অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন ॥ ৬৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নমু শ্রেয়স্যনেকে বিঘ্নাঃ প্রসিদ্ধাঃ, অতঃ ক্লেশানামন্যতমেন অন্যেন বা দেবাদিনা চ বিঘ্নিতো ব্রহ্মবিদপি অন্যাং গতিং মৃতো গচ্ছতি, ন ব্রহ্মৈব ; ন, বিদ্যয়ৈব সর্ব্ব-প্রতিবন্ধস্যাপনীতত্বাৎ। অবিদ্যাপ্রতিবন্ধমাত্রো হি মোক্ষো নান্যপ্রতিবন্ধঃ, নিত্যত্বাৎ আত্মভূতত্বাচ্চ। তস্মাৎ স যঃ কশ্চিৎ হ বৈ লোকে তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ সাক্ষাদহমেবাস্মীতি জানাতি, স নান্যাং গতিং গচ্ছতি। দেবৈরপি তস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নো ন শক্যতে কর্ত্তুম্ ; আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। তস্মাদ্‌ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব ভবতি। কিঞ্চ, নাস্য বিদুষোহব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি ; কিঞ্চ, তরতি শোকম্ অনেকেষ্টবৈকল্যনিমিত্তং মানসং সন্তাপং জীবন্নেবাতিক্রান্তো ভবতি। তরতি পাপ্মানং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং গুহাগ্রন্থিভ্যো হৃদয়াবিদ্যাগ্রন্থিভ্যঃ বিমুক্তঃ সন্ অমৃতো ভবতীত্যুক্তমেব—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিতে ত বহুবিধ বিঘ্ন প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং কোন একটি ক্লেশ দ্বারা অথবা অন্যপ্রকার দেবাদি দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি মৃত্যুর পর অন্যপ্রকার গতিও ত লাভ করিতে পারেন, ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন, তাহার স্থিরতা কি ? না—এ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, বিদ্যা দ্বারাই তাহার সমস্ত বিঘ্ন অপনীত হইয়া গিয়াছে। কেননা, যেহেতু মোক্ষ পদার্থটি নিত্য এবং আত্মস্বরূপ ; অতএব অবিদ্যাই মোক্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধক, অপর কোনও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। অতএব জগতে সেই

যে কোন লোক সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন—'আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ অনুভব করেন, তিনি অন্যপ্রকার গতি লাভ করেন না; দেবতাগণও তাঁহার মোক্ষ লাভে বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না; কারণ, তিনি তাঁহাদেরও আত্মস্বরূপ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্মবিৎ লোক ব্রহ্মই হন। আরও এক কথা,—এই ব্রহ্মবিদের বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না; আর (সেই লোক) শোককে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ জীবৎকালেই বিবিধ ইষ্টবিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপ অতিক্রম করেন; ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক পাপ অতিক্রম করেন; আর গুহাগ্রন্থিসমূহ হইতে—হৃদয়গত অবিদ্যাবন্ধন হইতে—বিমুক্ত হইয়া অমৃত (মুক্ত) হন; ইহা 'হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়' ইত্যাদি বাক্যে উক্তই হইয়াছে ॥৬৫॥৯॥

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তং

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥৬৬॥১০॥

তৎ এতৎ (যথোক্তং তত্ত্বং) ঋচা (মন্ত্রেণ) অপি উক্তং—[যে] ক্রিয়াবন্তঃ (যথোক্তক্রিয়ানুষ্ঠাতারঃ) শ্রোত্রিয়াঃ (শ্রুতাধ্যয়নবন্তঃ) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মোপাসকাঃ) শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) স্বয়ম্ একর্ষিং (একর্ষিনামানম্ অগ্নিং) জুহ্বতে (জুহ্বতি তর্পয়ন্তি); যৈঃ তু (অপি) শিরোব্রতং (শিরসি অগ্নিধারণরূপং নিয়মং) বিধিবৎ (যথাবিধি) চীর্ণং (আচরিতং); তেষাম্ এব (নান্যেষাম্) এতাং (উক্তপ্রকারাং) ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত (কথয়েয়ুঃ) ॥

যাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একর্ষিনামক অগ্নির হোম করেন, যাঁহারা বিধি অনুসারে শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে [অপরকে নহে] ॥৬৬॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধ্যুপপ্রদর্শনেন উপসংহারঃ ক্রিয়তে—তদে-

তৎ বিদ্যাসম্প্রদানবিধানম্ ঋচা মন্ত্রেণ অভ্যুক্তমভিপ্রকাশিতম্। ক্রিয়াবন্তো যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানযুক্তাঃ। শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অপরস্মিন্ ব্রহ্মণি অভিযুক্তাঃ পরং ব্রহ্ম বুভুৎসবঃ স্বয়ম্ একর্ষিম্ একর্ষিনামানমগ্নিং জুহ্বতে জুহ্বতি শ্রদ্ধয়ন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ সন্তো যে তেষামেব সংস্কৃতাত্মনাং পাত্রভূতানাম্ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত ব্রূয়াৎ শিরোব্রতং শিরসি অগ্নিধারণলক্ষণম্। যথা আথর্ব্বণানাং বেদব্রতং প্রসিদ্ধম্। যৈস্তু যৈশ্চ তচ্চীর্ণং বিধিবৎ যথাবিধানং তেষামেব চ বদেত ॥ ৬৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতঃপর এখন ব্রহ্মবিদ্যা দানের বিধি প্রদর্শনপূর্ব্বক [গ্রন্থের] উপসংহার করিতেছেন—এই যে সেই বিদ্যা-সংপ্রদানবিধি, ইহা ঋক্—মন্ত্রকর্ত্তৃকও সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে—যাঁহারা ক্রিয়াবান্ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ অ-পরব্রহ্মে নিবিষ্টচিত্ত অথচ পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছুক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নিজে একর্ষিনামক অগ্নিতে হোম করেন ; বিশুদ্ধচিত্ত সেই সকল সৎপাত্রের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। অপিচ, অথর্ব্ববেদীয়দিগের যেমন বেদব্রত নামক ব্রত প্রসিদ্ধ আছে, [তেমনি] যাঁহারা বিধিবৎ বিধানানুসারে মস্তকে অগ্নিধারণরূপ শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটই বলিবে [অন্যের নিকট নহে] ॥৬৬॥১০॥

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৬৭ ॥ ১১ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

[ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদান-বিধিমুপসংহরতি]—তদেতদিতি। পুরা (পূর্ব্বং) অঙ্গিরা [নাম] ঋষিঃ তৎ (যথোক্ত-লক্ষণং) এতৎ সত্যম্ উবাচ (উপদি-

দেশ) [শৌনকায় ইতিশেষঃ]। [ইদানীমপি] অচীর্ণব্রতঃ (অকৃতব্রতা-চরণঃ) এতৎ (পুস্তকং) ন অধীতে (ন পঠতি) । নমঃ পরমঋষিভ্যঃ (ব্রহ্ম-বিদ্যা- সম্প্রদান-কর্ত্তৃভ্যঃ) [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থা]

ইত্যথর্ব্ব-বেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্কর-মতে স্থিতা।
মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাস্তাং সতাং মুদে ॥

পূর্ব্বকালে অঙ্গিরা ঋষি সেই এই সত্য ব্রহ্ম [শৌনককে] বলিয়া-ছিলেন। যে লোক ব্রতাচরণ করে নাই, সে ইহা পাঠ করে না। পরম ঋষি উদ্দেশে নমস্কার করি। অধ্যায়-সমাপ্তি-সূচক দ্বিরুক্তি ॥৬৭॥১১॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেতদক্ষরং পুরুষং সত্যমৃষিরঙ্গিরা নাম পুরা পূর্ব্বং শৌনকায় বিধি-বদুপসন্নায় পৃষ্টবতে উবাচ। তদ্বদন্যোঽপি তথৈব শ্রেয়োঽর্থিনে মুমুক্ষবে মোক্ষার্থং বিধিবদুপসন্নায় ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। নৈতদ্গ্রন্থরূপমচীর্ণব্রতোঽচরিতব্রতো ঽপি অধীতে ন পঠতি ; চীর্ণব্রতস্য হি বিদ্যা ফলায় সংস্কৃতা ভবতীতি। সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা ; সা যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যঃ পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা, তেভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ। পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাদ্দৃষ্টবন্তো যে ব্রহ্মাদয়োঽবগতবন্তশ্চ, তে পরমর্ষয়স্তেভ্যো ভূয়োঽপি নমঃ। দ্বির্ব্বচনমত্যাদরার্থং মুণ্ডক-সমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥ ৬৭ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণমুণ্ডকো-
পনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুরা অর্থ—পূর্ব্বকালে বিধি অনুসারে উপস্থিত হইয়া শৌনক জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহার উদ্দেশে অঙ্গিরা নামক ঋষি সেই এই সত্য অক্ষর পুরুষের উপদেশ দিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, সেইরূপ

অপর আচার্য্যও মোক্ষলাভের জন্য যথাবিধি উপাগত কল্যাণকামী মুমুক্ষুকে উপদেশ দিবেন। যে লোক অচীর্ণব্রত অর্থাৎ ব্রতাচরণ করে নাই, সে লোক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে না; কেননা, ব্রতাচরণ-সম্পন্ন ব্যক্তির বিদ্যাই সংস্কৃত (শক্তিযুক্ত) হইয়া ফলজনক হইয়া থাকে (সুতরাং অচীর্ণব্রতের [illegible] বিফল হইয়া থাকে)। ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হইল। যে ব্রহ্মাদি হইতে পরম্পরাক্রমে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পরম ঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কার। ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহারা পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন এবং অবগতও হইয়াছিলেন; তাঁহারা পরমর্ষি, পুনশ্চ তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার। সমধিক আদর প্রদর্শনার্থ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৬৭॥১১॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদে
তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।
মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা।

অথর্ব্ববেদীয়া

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-

পদভাষ্য-সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, গৌড়পাদীয় কারিকা-ভাষ্য,

ভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

সহকারী সম্পাদক, সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী।

২৮/১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩১৯ সাল।

আভাস।

উপনিষৎ-পর্য্যায়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে গৌড়পাদীয় কারিকাসহ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সম্পূর্ণ ও প্রচারিত হইল। অন্যান্য উপনিষদের ন্যায় ইহাতেও সেই ব্রহ্মবিদ্যাই যথাযথভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। তবে মাণ্ডূক্যোপনিষদের বিশেষত্ব এই যে, প্রায় অধিকাংশ উপনিষদেই যেরূপ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কিংবা কোন একটি আখ্যায়িকার প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ, উপায় ও ফল নিরূপিত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্লাধিক পরিমাণে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে সেরূপ রীতির অনুসরণ করা হয় নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করা হইয়াছে। কোনও দুরধিগম তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, যেরূপ রীতির অবলম্বন করা আবশ্যক, ইহাতেও অতি উত্তমরূপে সেই রীতিরই গ্রহণ করা হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ তুরীয় (চতুর্থ) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু প্রথমেই তাহা প্রতিপাদন করা এবং জিজ্ঞাসুগণের বুদ্ধিগম্য করা সম্ভবপর নহে; এইজন্য, বুদ্ধ্যারোহের সুবিধার জন্য প্রথমতঃ সবিশেষ অবস্থাত্রয় নিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ সেই নির্ব্বিশেষ তুরীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

সাধারণতঃ স্বভাব-চঞ্চল মানবীয় মন কোন একটি চির-পরিচিত বস্তু না পাইলে চিন্তা করিতে কাতর বা অক্ষম হইয়া থাকে; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই জীবহিতৈষিণী শ্রুতি করুণাপরবশ হইয়া 'প্রণব' অবলম্বনে তুরীয় ব্রহ্মোপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন। অখণ্ড ব্রহ্মে সখণ্ডভাবের আরোপণপূর্ব্বক তাহাকে চারি পাদে বা অংশে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর প্রণবে ব্রহ্মভাব সমারোপণ করিয়া প্রণবের এক একটি মাত্রা বা অংশকে ব্রহ্মের এক একটি পাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ দিলেন।

উপদিষ্ট সেই চারিটি পাদ যথাক্রমে বিশ্ব, বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। এই পাদত্রয়ের অতীত পাদই নির্ব্বিশেষ তুরীয় পাদ। ব্রহ্মের ন্যায় প্রণবেরও চারিটি মাত্রা বা অংশ আছে; যথা—'অ', 'উ', 'ম' এবং নাদবিন্দু। এই সাদৃশ্যমূলে প্রণবের এক একটি মাত্রাকে ব্রহ্মের প্রাগুক্ত এক একটি পাদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রণবের নাদবিন্দু যেরূপ পৃথগ্‌ভাবে উচ্চারণযোগ্য বা বক্তব্য হয় না, ব্রহ্মের তুরীয় পাদও সেইরূপ; সুতরাং 'ইহা অমুক নহে, ইহা অমুক

নহে' এইরূপে নিষেধমুখেই তাহার উপদেশ করা সম্ভবপর হয়; এইজন্য শ্রুতিও "নান্তঃপ্রজ্ঞং" প্রভৃতি নিষেধপ্রধান বাক্যে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রণবের যেমন অ, উ, ম এই তিনটি ভাগ আছে জীবেরও তেমনি দৈনন্দিন তিন প্রকার অবস্থা আছে—(১) জাগরণ, (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। তন্মধ্যে যে অবস্থায় চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দস্পর্শাদি বিষয় অনুভব করা হয়, তাহার নাম জাগরণ। যে অবস্থায় চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়-নিচয় নিষ্ক্রিয় থাকে, একমাত্র মনই কেবল জাগ্রৎকালীন অনুভবের বলে (জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে) নানাবিধ বিষয় প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে, সেই অবস্থার নাম স্বপ্ন। আর যে অবস্থায় মনও বৃত্তিশূন্য—নির্ব্ব্যাপার হইয়া পড়ে, সেই অজ্ঞানের মধ্যেও বিজ্ঞানঘন আত্মার আনন্দময় স্বরূপটি অস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি। উক্ত স্থানত্রয় অনুসারে আবার—ব্রহ্মের সেই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামক পাদত্রয়কে জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই জীবাবস্থাত্রয়ের সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। আচার্য্য গৌড়পাদ অতি সংক্ষেপে অথচ স্পষ্ট কথায় ইহা বলিয়া দিয়াছেন—

"বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞ স্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ॥"

ফল কথা, ভক্তিমান্ পুত্র যেমন পরমারাধ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ পরদেবতা পিতার বিবিধ বিধানে সেবা, সমাদর ও গুণকীর্ত্তন করিয়াও যথেষ্ট বোধ করিতে পারে না, শ্রুতির অবস্থাও তদ্রূপ; তাই পরম পিতা পরমাত্মা এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ হইলেও, শ্রুতি ভক্তি ভরে বিহ্বল হইয়াই যেন তাঁহাকে নানা ভাবে নানা ছাচে ঢালিয়া ঐকান্তিক ভাবে আদর ও অর্চ্চনা করিয়াছেন। এক দিকে যেমন আদরাতিশয় প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে আবার জিজ্ঞাসুগণের বুদ্ধিপ্রবেশের পথও তেমনি সুগম করিয়াছেন। তাই গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"মৃল্লোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতা পুরা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥"

অর্থাৎ মৃত্তিকা ও লৌহাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইতঃপূর্ব্বে যে সৃষ্টিতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মবিষয়ে বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় বা দ্বারমাত্র; প্রকৃত পক্ষে তাঁহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

শ্রুতি অতি আগ্রহসহকারে ব্রহ্মকে লোকবুদ্ধির গোচর করিবার জন্য বিবিধ বিধানে যত্ন করিলেও, অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মের দুর্জ্ঞেয়ত্ব দূর হইবার নহে; সুতরাং শ্রুতির অভিপ্রেত গূঢ় রহস্য অধিকাংশ জিজ্ঞাসুরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া সহজ নহে; সেইজন্য ঋষিকল্প অদ্বৈতাচার্য্য গৌড়পাদ এই সংক্ষিপ্ত শ্রুতি-বাক্যের উপর দুই শত পনেরটি শ্লোক রচনা করিয়া শ্রুতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

সম্ভবতঃ কাহারো জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে যে, এই গৌড়পাদাচার্য্য লোকটি কে, এবং কিরূপ অবস্থাপন্ন; তাঁহার কথারইবা এত আদর কেন? তদুত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এইরূপ প্রবাদ আছে, যে, গৌড়-পাদাচার্য্য স্বয়ং শুকদেবের নিকট উপদেশ লাভ করেন; সুতরাং গৌড়পাদা-চার্য্যের শ্রৌত :জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। স্বামী শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ এই গৌড়পাদেরই শিষ্য; তাই আচার্য্য স্বামী শঙ্কর পরম গুরু বলিয়া গৌড়পাদের বন্দনা করিয়াছেন।

গৌড়পাদ স্বীয় কারিকা-সমষ্টিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম আগম প্রকরণ, দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণ, তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণ, চতুর্থ অলাত-শান্তি প্রকরণ। আগম প্রকরণে প্রধানতঃ শাস্ত্রার্থ কথন, বৈতথ্য প্রকরণে জগতের মিথ্যাত্ব ব্যবস্থাপন, অদ্বৈত প্রকরণে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ এবং অলাতশান্তি প্রকরণে দ্বৈত-প্রতীতির ভ্রান্তিময়ত্ব প্রতিপাদন। অতি উত্তমরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

গৌড়পাদের শ্লোকসমূহ আকারে সংক্ষিপ্ত হইলেও অর্থগৌরবে গরীয়ান্ এবং রহস্য-মহিমায় আরও মহীয়ান্। মনে হয়, গৌড়পাদের এক একটি শ্লোক যেন উজ্জ্বল আলোকময় রহস্য-রত্নের বিশাল আকর-স্থান; এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এক একটি পুস্তক রচিত হইতে পারে। অধিক কি, মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ও গৌড়পাদের কারিকা, ইহারা পরস্পরে পরস্পরের গৌরব ও শোভাসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া-রাখিয়াছে। কেবলই অনুবাদের সাহায্যে ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইবে কি না, তাহা বলিতে পরি না; সুতরাং পাঠকবর্গকেও ইহার জন্য কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সম্পাদক

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বিষয়-সূচী।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ও গৌড়পাদীয় কারিকার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যথা-ক্রমে নিরূপিত হইয়াছে—

১ম—আগম প্রকরণ।

দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণ (কারিকাংশ)।

তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণ।

চতুর্থ অলাতশান্তি প্রকরণ।

সমাপ্ত।

মাণ্ডূক্যোপনিষদীয় গৌড়পাদীয় কারিকার
অকারাদি বর্ণ ক্রমে
পদ-সূচী।

গৌড়পাদীয়-কারিকোপেতা

অথর্ব্ববেদীয়-

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা

প্রথমমাগম-প্রকরণম্

॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই, চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ-সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ুঃ তাহা যেন ভোগ করিতে পাই ॥ ১

শান্তি শান্তি শান্তি।

মঙ্গলাচরণম্।

প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভির্ব্যাপ্য লোকান্
ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপি ধিষণোদ্ভাসিতান্ কামজন্যান্।
পীত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ স্বপিতি মধুরভুঙ্ মায়য়া ভোজয়ন্ নো
মায়াসংখ্যাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥ ১

অনুবাদ।

যিনি স্থাবর-জঙ্গমব্যাপী বিমল জ্ঞানরশ্মি বিস্তার দ্বারা সমস্তলোকে ব্যাপ্ত থাকিয়া [জাগ্রৎ সময়ে] স্থূল বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া, পুনশ্চ [স্বপ্নসময়ে] বুদ্ধি-সমুদ্ভাসিত বাসনাজন্য বিশেষ বিশেষ সমস্ত বিষয় পান করিয়া [সুষুপ্তিকালে] কেবল আনন্দভুক্ হইয়া শয়ন করেন, যিনি মায়া দ্বারা আমাদিগকে (জীবগণকে) ভোগ করাইতেছেন এবং যিনি মায়িক সংখ্যানুসারে তুরীয় বা চতুর্থ স্থানীয় সর্ব্বোত্তম ও জন্মরহিত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১

যো বিশ্বাত্মা বিধিজবিষয়ান্ প্রাশ্য ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্
পশ্চাচ্চান্যান্ স্বমতিবিভবান্ জ্যোতিষা স্বেন সূক্ষ্মান্।
সর্ব্বানেতান্ পুনরপি শনৈঃ স্বাত্মনি স্থাপয়িত্বা
হিত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ বিগতগুণগণঃ পাত্বসৌ নস্তুরীয়ঃ ॥ ২

সর্ব্বজগদাত্মক যিনি শুভাশুভ কর্ম্মজনিত বিবিধ স্থূল ভোগ [জাগ্রৎকালে] ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বপ্নহেতুভূত কর্ম্মের অভিব্যক্তি হইলে পর স্ববুদ্ধিপরিকল্পিত অপরাপর সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা ভোগ করিয়া পুনশ্চ [সুষুপ্তিদশায়] সেই সমস্ত বিষয়রাশি ক্রমেক্রমে স্বীয় আত্মায় সংস্থাপন করিয়া, পরিশেষে সর্ব্ব-প্রকার বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্গুণস্বরূপ প্রাপ্ত হন, সেই তুরীয় পরমাত্মা আমাদিগকে রক্ষা করুন (১) ॥ ২

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ। স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাবে স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মফলে জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল বিষয়সমূহ ভোগ করেন। সেই ভোগানু-কূল কর্ম্মের ক্ষয় হইলে স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়; তখন জাগ্রৎকালীন মানস-সংস্কারবলে সূক্ষ্ম বাসনাময় বিষয়রাশি ভোগ করেন। স্বপ্নজনক সেই কর্ম্মরাশির ক্ষয় হইলে, সুষুপ্তি দশা উপস্থিত হয়; তখন কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না; সমস্তই আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। আত্মা যখন উক্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হয়, তখন তাহাকে 'তুরীয়' বলা হইয়া থাকে।

ভাষ্যাবতরণিকা।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। বেদান্তার্থসারসংগ্রহভূতমিদং প্রকরণচতুষ্টয়ম্ ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদি আরভ্যতে। অতএব ন পৃথক্‌সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি বক্তব্যানি। যান্যেব তু বেদান্তে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি তান্যেব ইহাপি ভবিতুমর্হন্তি ; তথাপি প্রকরণব্যাচিখ্যাসুনা সঙ্ক্ষেপতো বক্তব্যানি, ইতি মন্যন্তে ব্যাখ্যাতারঃ।

তত্র প্রয়োজনবৎসাধনাভিব্যঞ্জকত্বেন অভিধেয়সম্বন্ধং শাস্ত্রং পারম্পর্য্যেণ বিশিষ্ট-সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনবদ্ভবতি। কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনমিতি ? উচ্যতে—রোগার্ত্তস্যেব রোগনিবৃত্তৌ স্বস্থতা, তথা দুঃখাত্মকস্য আত্মনো দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা ; অদ্বৈতভাবঃ প্রয়োজনম্। দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বাদ্ বিদ্যয়া তদুপশমঃ স্যাৎ, ইতি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশনায় অস্যারম্ভঃ ক্রিয়তে। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি।" "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ, তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যদ্‌বিজানীয়াৎ।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ," ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যোঽস্যার্থস্য সিদ্ধিঃ।

তত্র তাবদোঙ্কারনির্ণয়ায় প্রথমং প্রকরণম্ আগম-প্রধানম্ আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ভূতম্। যস্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য উপশমে অদ্বৈত প্রতিপত্তিঃ রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পোপশমে রজ্জুতত্ত্বপ্রতিপত্তিঃ, তস্য দ্বৈতস্য হেতুতো বৈতথ্য-প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়ং প্রকরণম্। তথা অদ্বৈতস্যাপি বৈতথ্য প্রসঙ্গপ্রাপ্তৌ যুক্তিতস্তথাত্বদর্শনায় * তৃতীয়ং প্রকরণম্। অদ্বৈতস্য তথাত্বপ্রতিপত্তি-প্রতিপক্ষভূতানি † যানি বাদান্তরাণি অবৈদিকানি সন্তি, তেষামন্যোন্যবিরোধিত্বাৎ অতথার্থত্বেন তদুপপত্তিভিরেব নিরাকরণায় চতুর্থং প্রকরণম্।

অনুবাদ।

এই সমস্তই 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক, ইত্যাদি। অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের সার-সংগ্রহভূত 'ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্' ইত্যাদি প্রকরণচতুষ্টয়াত্মক (পরিচ্ছেদ-চতুষ্টয়বিশিষ্ট) এই শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। এজন্য ইহার বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন পৃথগ্‌ভাবে বলা অনাবশ্যক। বেদান্ত শাস্ত্রে যে সমস্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় (প্রতিপাদ্য) ও প্রয়োজন, এই গ্রন্থেও সেই সমস্তই থাকা উচিত ; [সুতরাং

---

* -প্রতিপাদনায়, ইতি বা পাঠঃ। † বিপক্ষভূতানি ইতি বা পাঠঃ।

যদিও সে সকলের নির্দ্দেশ অনাবশ্যক,] তথাপি, ব্যাখ্যাতৃগণ মনে করেন যে, প্রকরণ-ব্যাখ্যাকারীর * পক্ষে ঐ সমস্ত বিষয়ও সংক্ষেপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

তন্মধ্যে প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল সাধন প্রকাশিত করে বলিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিতও শাস্ত্রের সম্বন্ধ লাভ হয়; সুতরাং ঐরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রেরও বিশিষ্ট সম্বন্ধ, বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য, এবং বিশিষ্ট প্রয়োজনবত্তা সিদ্ধ হইয়া থাকে। † ভাল, সেই প্রয়োজনটি কি? বলা হইতেছে—রোগার্ত্তের যেমন রোগনিবৃত্তিতে স্বস্থতা হয়, তেমনি দুঃখাভিমানী আত্মার যে, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বা ভেদবুদ্ধি নিবৃত্তিতে স্বস্থভাব বা প্রকৃতিস্থতা হয়, সেই অদ্বৈতভাবই প্রয়োজন। দ্বৈতপ্রপঞ্চ বচন অবিদ্যাকৃত, তখন ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর; এইজন্য ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রকাশার্থ এই গ্রন্থের আরম্ভ করা হইতেছে। 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়।' 'যখন ভিন্নের মত হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করিতে পারে; অপরে অপরকে জানিতে পারে।' 'সমস্তই যখন ইহার (জ্ঞানীর) আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে?' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ ওঁকার-স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উপায়ীভূত আগমপ্রধান (শব্দপ্রমাণ-প্রধান) প্রথম প্রকরণ [আরব্ধ হইতেছে]। রজ্জুতে সর্পাদি বিতর্ক নিবৃত্ত হইলে যেমন রজ্জুতত্ত্ব প্রতীতিগোচর হয়, তেমনি যে দ্বৈত প্রপঞ্চের নিবৃত্তিতে অদ্বৈত-বোধ উপস্থিত হয়, সেই দ্বৈতপ্রপঞ্চ যে, স্বীয়

* তাৎপর্য্য—প্রকরণ একপ্রকার গ্রন্থ; তাহার লক্ষণ এইরূপ—"শাস্ত্রৈকদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্। আহুঃ 'প্রকরণং' নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥" কোন একটি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের বিষয়-বিশেষ-প্রতিপাদক এবং প্রধান শাস্ত্রের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকারান্তরে সেই উদ্দেশ্যেরই সাধক গ্রন্থ বিশেষকে পণ্ডিতগণ 'প্রকরণ' বলেন। অর্থাৎ কোন একটি বৃহৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় জটিল তর্কযোগে সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎসমস্তের কোন কোন অংশ লইয়া সহজে ও সংক্ষেপে প্রতিপাদনার্থ যে গ্রন্থ বিরচিত হয়, তাহাই প্রকরণ গ্রন্থ। মূল শাস্ত্রের যাহা বিষয় (প্রতিপাদ্য), সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, এবং সেই মূল শাস্ত্রের যাহা প্রয়োজন, সেই শাস্ত্রীয় প্রকরণ গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজনও তাহাই, পৃথক্ নহে; সুতরাং প্রকরণ গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রতিপাদ্য-বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের পৃথগ্ ভাবে উল্লেখ অনাবশ্যক।

† তাৎপর্য্য—এই গ্রন্থের সাক্ষাৎ প্রয়োজন—মোক্ষলাভ, ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান তাহার সাধন যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ নাই, সত্য, তথাপি শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তদ্দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং তাহা দ্বারা মোক্ষরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়; সুতরাং এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে শাস্ত্রের সহিতও বিশিষ্ট সম্বন্ধাদির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

কারণানুসারেও মিথ্যা, তৎপ্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয় প্রকরণ; সেইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সম্ভাবনায় যুক্তি দ্বারা তাহার সত্যতাপ্রতিপাদনার্থ তৃতীয় প্রকরণ; আর অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপক্ষভূত অপরাপর যে সমস্ত অবৈদিক (বেদবহির্ভূত) বাদ বা মতান্তর আছে, তৎসমুদয় পরস্পর-বিরুদ্ধ; সুতরাং যথার্থ নহে; অতএব তাহাদেরই যুক্তি দ্বারা তাহাদের মত-সমূহের খণ্ডনকরণার্থ চতুর্থ প্রকরণ।

উপনিষদারম্ভ।

ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদꣳ সর্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করসম্মতিম্।
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

[অথ ওঁকারস্য পরাপরব্রহ্মপ্রতীকত্বমাবেদয়িতুং প্রথমং তস্য সর্ব্বাত্মকত্বম্ উপদিশতি "ওঁ ইত্যেতৎ" ইত্যাদিনা।]—ইদং (দৃশ্যমানম্ অভিধেয়রূপং) সর্ব্বং (সকলং জগৎ) 'ওঁ' ইত্যেতৎ (অভিধানাত্মকম্) অক্ষরং (প্রণবাত্মকং)। তস্য (পরাপরব্রহ্মবাচকস্য ওঁকারস্য) ইদং (বক্ষ্যমাণং) উপব্যাখ্যানং (ব্রহ্মাভিধায়কতয়া বিস্পষ্টং কথনং) [আরব্ধং জ্ঞাতব্যমিতি শেষঃ]। ভূতং (অতীতং), ভবৎ (বর্ত্তমানং), ভবিষ্যৎ (অনাগতং চ) ইতি (এতৎ) সর্ব্বং ওঁকার এব (ওঁকারাদনতিরিক্তম্ এব)। অন্যৎ (অপরং) চ (অপি) যৎ (বস্তু) ত্রিকালাতীতং (কালত্রয়াতীতং), তৎ অপি ওঁকারঃ (ওঁকারাত্মকঃ) এব (নিশ্চয়ে)।

ওঁকারই যে, পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন, ইহা জ্ঞাপনার্থ প্রথমতঃ ওঁকারের সর্ব্বাত্মকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই 'ওঁ' এই অক্ষরাত্মক; তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঁকারাত্মক, এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঁকারস্বরূপই বটে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনরোঙ্কারনির্ণয় আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বং প্রতিপদ্যত ইতি, উচ্যতে—"ওমিত্যেতৎ," "এতদালম্বনম্" "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি।" "ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত," "ওমিতি

ব্রহ্ম," "ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। রজ্জ্বাদিরিব সর্পাদিবিকল্পস্য আস্পদম্ অদ্বয় আত্মা পরমার্থতঃ সন্ প্রাণাদিবিকল্পস্যাস্পদং যথা, তথা সর্ব্বোঽপি বাক্‌প্রপঞ্চঃ প্রাণাদ্যাত্মবিকল্পবিষয় ওঙ্কার এব। স চাত্মস্বরূপমেব, তদভিধায়কত্বাৎ। ওঙ্কারবিকারশব্দাভিধেয়শ্চ সর্ব্বঃ প্রাণাদিরাত্মবিকল্পঃ অভিধানব্যতিরেকেণ নাস্তি "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্;" "তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতম্, সর্ব্বং হীদং নামনি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অত আহ—

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বমিতি। যদিদম্ অর্থজাতম্ অভিধেয়ভূতং, তস্য অভিধানাব্যতিরেকাৎ, অভিধানভেদস্য চ ওঙ্কারাব্যতিরেকাৎ ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্। পরঞ্চ ব্রহ্ম অভিধানাভিধেয়োপায়পূর্ব্বকমবগম্যত ইত্যোঙ্কার এব। তস্যৈতস্য পরাপরব্রহ্মরূপস্য অক্ষরস্য ওমিত্যেতস্য উপব্যাখ্যানম্, ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বাদ্ ব্রহ্মসমীপতয়া বিস্পষ্টং প্রকথনমুপব্যাখ্যানং প্রস্তুতং বেদিতব্যমিতি বাক্যশেষঃ। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি কালত্রয়পরিচ্ছেদ্যং যৎ, তদপি ওঙ্কার এব উক্তন্যায়তঃ। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং কার্য্যাধিগম্যং কালাপরিচ্ছেদ্যমব্যাকৃতাদি, তদপি ওঙ্কার এব ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, ওঁকারের তত্ত্বনির্ণয়ই যে, আত্মতত্ত্ববোধের উপায়, তাহা জানা যায় কিরূপে? বলা হইতেছে—'এই ওঁকার,' 'ইহাই (ওঁকারই) [শ্রেষ্ঠ] আলম্বন (ধ্যেয়);' 'হে সত্যকাম! এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম; সেইজন্য ওঁকারবৎ পুরুষ এই ওঁকার আলম্বন দ্বারা [উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যে] একটিকে প্রাপ্ত হন।' 'আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে চিন্তা করিবে।' 'ওঁকারই ব্রহ্ম'। 'ওঁকারই এই সমস্ত' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [তাহা জানা যায়]। রজ্জু প্রভৃতি সত্য পদার্থ যেমন সর্পাদি-বিতর্কের আশ্রয়, তেমনি যথার্থ সত্য অদ্বিতীয় আত্মাই প্রাণাদি বিবিধ কল্পিত ভাবের আশ্রয়। উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক সেইরূপই আত্মাতে প্রাণাদি বিকল্পবুদ্ধির বিষয়ীভূত সমস্ত বাক্‌প্রপঞ্চ বা শব্দরাশিও ওঁকারস্বরূপই; সেই ওঁকারও আবার নিশ্চয়ই আত্মস্বরূপ; কেন না, ওঁকারই আত্মার অভিধায়ক বা প্রতিপাদক। শব্দমাত্রই ওঁকার-বিকার (ওঁকার হইতে উৎপন্ন), সেই শব্দের

অভিধেয় প্রাণাদি পদার্থমাত্রই আত্ম-বিকল্প (আত্মাতে কল্পিত); সুতরাং শব্দাতিরেকে সে সকলের সত্তা নাই, ইহা 'বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ—নাম মাত্র।' 'এই ব্রহ্মসম্বন্ধী এই সমস্ত জগৎই বাক্যরূপ দীর্ঘসূত্র দ্বারা নামরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ।' 'এই সমস্তই নামে [স্থিত]'; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয়। এজন্য বলিতেছেন—

এই যে অভিধেয়রূপ (বাক্যার্থ স্বরূপ) বিষয়সমূহ, যেহেতু তাহা স্বীয় অভিধান বা বাচক শব্দ হইতে অতিরিক্ত নহে, এবং যেহেতু বাচকশব্দ মাত্রই ওঁকার হইতে অনতিরিক্ত; অতএব ওঁকারই এই দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থ। বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ হইতেই পর ব্রহ্মের প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাও ওঁকার স্বরূপই বটে। পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ সেই 'ওঁ' এই অক্ষরের উপব্যাখ্যান, অর্থাৎ ইহাই ব্রহ্ম-প্রতীতির উপায়স্বরূপ; অতএব, ব্রহ্মসন্নিহিতরূপে স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃষ্টরূপে কথনরূপ (বর্ণনাত্মক) ইহার উপব্যাখ্যান আরব্ধ হইতেছে, বুঝিতে হইবে। [বুঝিতে হইবে] অংশটি উক্ত বাক্যের শেষ বা অবশিষ্ট রহিয়াছে; [ভাষ্যকার তাহাই পূরণ করিয়া দিলেন]। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে [বুঝিতে হইবে,] ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই কালত্রয়বর্ত্তী যে কোন বস্তু, তাহাও ওঁকারস্বরূপই। এতদতিরিক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ উক্ত কালত্রয় দ্বারা পরিচ্ছেদযোগ্য নহে, অথচ কার্য্য-গম্য (কার্য্য দর্শনে অনুমেয়), তাহাও এই ওঁকার হইতে অতিরিক্ত নহে ॥ ১

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২

[ওঁকারস্ত ব্রহ্মণো নামধেয়ত্বাদিরূপতাং বক্তুমাহ—সর্ব্বমিত্যাদি।]—এতৎ (অনুভূয়মানং) সর্ব্বং (জগৎ) হি (নিশ্চয়ে) ব্রহ্ম (সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ-ব্রহ্মস্বরূপম্); অয়ম্ (অনুভূয়মানঃ) আত্মা (অহং-প্রতীতিগোচরঃ ত্বংপদার্থঃ) [চ] ব্রহ্ম (পূর্ব্বোক্তলক্ষণং)। সঃ (উক্তলক্ষণঃ) অয়ং আত্মা (ওঁকারবাচ্যঃ) চতুষ্পাৎ (চত্বারঃ পাদাঃ অংশাঃ বক্ষ্যমাণাঃ যস্ত, স চতুষ্পাৎ) ॥

এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং এই আত্মাও (জীবও) ব্রহ্মস্বরূপ; সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ অর্থাৎ চারিটি অংশযুক্ত ॥ ২

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

অভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বেঽপি অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ কৃতঃ "ওমিত্যে-তদক্ষরমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি। অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দিষ্টস্য পুনরভিধেয়-প্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ অভিধানাভিধেয়য়োঃ একত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। ইতরথা হি অভিধানতন্ত্রা অভিধেয়-প্রতিপত্তিরিতি অভিধেয়স্য অভিধানত্বং গৌণমিত্যাশঙ্কা স্যাৎ। একত্বপ্রতিপত্তেশ্চ প্রয়োজনমভিধানাভিধেয়য়োঃ একেনৈব প্রযত্নেন যুগপৎ প্রবিলাপয়ন্ তদ্‌বিলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যেতেতি। তথা চ বক্ষ্যতি—"পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ" ইতি। তদাহ—

সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্মেতি। সর্ব্বং যদুক্তমোঙ্কারমাত্রমিতি, তদেতদ্ ব্রহ্ম। তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষাভিহিতং প্রত্যক্ষতো বিশেষেণ নির্দ্দিশতি—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইতি। অয়মিতি চতুষ্পাত্ত্বেন প্রবিভজ্যমানং প্রত্যগাত্মতয়া অভিনয়েন নির্দ্দিশতি 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'ইতি। সোঽয়ম্ আত্মা ওঙ্কারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বেন ব্যবস্থিতঃ চতুষ্পাৎ কার্ষাপণ-বৎ, ন গৌরিবেতি। ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবিলাপনেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তি-রিতি করণসাধনঃ পাদশব্দঃ; তুরীয়স্য তু পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দঃ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

বাচ্য ও বাচকের ভেদ না থাকিলেও "ওঁ ইত্যেদক্ষরং" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিধান বা বাচক ওঁকারেরই প্রাধান্যানুসারে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অভিধায়ক ওঁকারের প্রাধান্যানুসারে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পুনশ্চ তাহারই যে, আবার অভিধেয় বা বাচ্যার্থ-প্রাধান্যে নির্দ্দেশ করা হইতেছে; অভিধান ও অভিধেয়ের অর্থাৎ বাচক প্রণব ও তদ্‌বাচ্য অর্থের অভেদ প্রতিপাদনই তাহার উদ্দেশ্য। নচেৎ বাক্যার্থের প্রতীতি যখন তদ্‌বাচক শব্দের অধীন, তখন অভিধেয়কে (বাচ্যার্থকে) যে অভিধানাত্মক বলিয়া কথন, তাহা গৌণ, এই আশঙ্কা দুর্নিবার হইতে পারিত। অভিধান ও অভিধায়কের একত্বোক্তির প্রয়োজন এই যে, একই চেষ্টায় একই বারে

অভিধান ও অভিধায়কের বিলাপন বা তিরোধান করিয়া অর্থাৎ তদুভয়ের প্রতীতি স্থগিত করিয়া, বাচ্য-বাচকভাব-বিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করা। সেইরূপ কথিতও হইবে যে, 'পাদসমূহই মাত্রা, (তদ্‌বাচক ওঙ্কারস্বরূপ, মাত্রাসমূহও আবার তদ্‌বাচ্য পাদসমূহস্বরূপ, অর্থাৎ পাদ ও মাত্রা পৃথক্ পদার্থ নহে।) শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ যে সমস্তকে ওঙ্কারাত্মক বলা হইয়াছে, সেই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মকে ইতঃপূর্ব্বে পরোক্ষ-ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ'। 'অয়ম্ আত্মা' এই বাক্যে 'অয়ং' শব্দ দ্বারা চতুষ্পাদবিশিষ্টরূপে যাহার বিভাগ করা হইতেছে, সেই আত্মাকে [অঙ্গুলি নির্দ্দেশের ন্যায়] অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ (জীব) আত্মা-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন *। পরাপর ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ওঁকার শব্দার্থ সেই এই আত্মা কার্ষাপণের ন্যায় (কাহণের ন্যায়) চতুষ্পাৎ (চারি অংশবিশিষ্ট); কিন্তু গোর মত নহে †। 'বিশ্ব' প্রভৃতি পাদত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাদের বিলোপসাধন দ্বারা (অসত্যতা প্রতিপাদন দ্বারা) তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে; এই জন্য 'পাদ' শব্দটি করণবাচ্যে

* তাৎপর্য্য—"ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদোরূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে, তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্তুবিষয়ে 'ইদম্" শব্দের, সন্নিহিততর বস্তুবিষয়ে "এতদ্ শব্দের, বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্ত্তী বস্তু-বিষয়ে 'অদস্' শব্দের আর পরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ে 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ হয়। এখানে 'অয়ং' পদটি 'ইদম্' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; সুতরাং প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থই উহার অর্থ; আত্মাও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অহং-প্রতীতির বিষয়; সুতরাং 'অয়ং'-পদবাচ্য হইয়াছে। কোনও প্রত্যক্ষ বস্তুকে যেমন 'এই' (অয়ং) বলিয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, তেমনি এখানে অয়ং আত্মা বলিয়া আত্মার প্রত্যক্ষবৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

† তাৎপর্য্য—ষোল পণে এক কাহণ কড়ি হয়; তাহার প্রত্যেক চারি পণকে এক এক পাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয়; বস্তুতঃ ঐ কাহণ ও পাদ ব্যবহার কড়িতে আরোপিত হয় মাত্র, উহা কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম যখন নিষ্কল—নিরংশ, তখন বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারও পাদ-ব্যবহার আরোপ মাত্র, সত্য নহে।

নিষ্পন্ন করিতে হয়; কিন্তু 'পাদ' শব্দটি যখন তুরীয়ের বোধক হয়, তখন 'যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়' এই অর্থে উহা কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন করিতে হয় * ॥ ২

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩

[ইদানীমাত্মনঃ পাদচতুষ্টয়ং নির্ব্বক্তুমুপক্রমতে জাগরিতেত্যাদিনা।]— জাগরিতস্থানঃ (জাগরিতং স্থানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), বহিঃপ্রজ্ঞঃ (বহিঃ— বাহ্য-বিষয়ে রূপাদৌ প্রজ্ঞা জ্ঞানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), সপ্তাঙ্গঃ (দ্যু-সূর্য্য-বায্বাকাশ-রয়ি-পৃথিব্যাহবনীয়াখ্যানি সপ্ত মূর্দ্ধ-চক্ষুঃ-প্রাণ-শরীরান্তর্ভাগ-মূত্রাশয়-পাদ-মুখাখ্যানি সপ্ত অঙ্গানি যস্য, সঃ সপ্তাঙ্গঃ), একোনবিংশতিমুখঃ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ প্রাণাঃ, চত্বারি অন্তঃকরণানি, এতানি একোনবিংশতিঃ মুখানি উপলব্ধিদ্বারাণি যস্য, স তথোক্তঃ), স্থূলভুক্, (স্থূলানি রূপাদিবিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি স্থূলভুক্), বৈশ্বানরঃ (বিশ্বেষাম্ জগতাম্ অয়ং নরঃ, বিশ্বে বা নরা অস্য, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বা বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ) [আত্মনঃ] প্রথমঃ পাদঃ, (প্রথমোপলব্ধিবিষয়ত্বাদস্য প্রথমত্বং জ্ঞেয়মিতিভাবঃ)॥

জাগ্রদবস্থা যাহার স্থান বা ভোগক্ষেত্র, বাহ্যবিষয়ে যাহার প্রজ্ঞা বা অনুভূতি, সাতটি যাহার অঙ্গ, ঊনবিংশতিটি যাহার মুখ বা উপলব্ধিদ্বার, স্থূলবিষয়ভোজী সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথমপাদ সাধকের নিকট প্রথমেই প্রতীতির বিষয় হয় ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং চতুষ্পাত্ত্বমিত্যাহ—জাগরিতস্থান ইতি। জাগরিতং স্থানমস্যেতি জাগরিতস্থানঃ, বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্বাত্মব্যতিরিক্তে বিষয়ে প্রজ্ঞা যস্য স বহিঃপ্রজ্ঞঃ;

---

* তাৎপর্য্য—'বিশ্বাদি' পদে বিশ্ব, বৈশ্বানর ও তৈজস, এই তিনটি পাদ বুঝিতে হইবে। এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, 'পদ্যতে যেন (যাহা দ্বারা পাওয়া যায়), এইরূপ করণ অর্থে যদি 'পাদ' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে 'পাদ' শব্দে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন (করণ) বিশ্বাদিকে মাত্র বুঝাইতে পারে, কিন্তু তুরীয় ব্রহ্মকে আর 'পাদ' বলা যাইতে পারে না। কারণ, তুরীয় ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞেয়স্বরূপই বটে, কিন্তু জ্ঞানসাধন নহে। আবার পাদ শব্দটি যদি 'পদ্যতে' যঃ, স পাদঃ (যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পাদ), এইরূপ কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলেও 'পাদ' শব্দে কেবল তুরীয়কেই বুঝাইতে পারে, বিশ্বতৈজসাদিকে আর বুঝাইতে পারে না; কারণ বিশ্বাদিরা কেবলই জ্ঞানসাধন, কিন্তু জ্ঞেয় নহে। তাই ভাষ্যকার বলিলেন যে, 'পাদ' শব্দটি বিশ্বাদি অর্থে করণসাধন, আর তুরীয় অর্থে কর্ম্মসাধন ॥

বহির্ব্বিষয়া ইব প্রজ্ঞা যস্য অবিদ্যাকৃতা অবভাসত ইত্যর্থঃ। তথা সপ্ত অঙ্গান্যস্য; "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্-বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ" ইত্যগ্নিহোত্রাহুতি-কল্পনাশেষত্বেন অগ্নির্মুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ, ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যস্য, স সপ্তাঙ্গঃ। তথা একোনবিংশতিঃ মুখান্যস্য; বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি, মুখানীব মুখানি, তানি; উপলব্ধি-দ্বারাণীত্যর্থঃ। স এবংবিশিষ্টো বৈশ্বানরো যথোক্তৈর্দ্বারৈঃ শব্দাদীন্ স্থূলান্ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি স্থূলভুক্। বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ, যদ্বা, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ, বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ; সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্যত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ। এতৎপূর্ব্বকত্বাদুত্তরপাদাধিগমস্য প্রাথম্যমস্য।

কথম্, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি প্রত্যগাত্মনোঽস্য চতুষ্পাত্ত্বে প্রকৃতে দ্যুলোকা-দীনাং মূর্দ্ধাদ্যঙ্গত্বমিতি? নৈষ দোষঃ; সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য সাধিদৈবিকস্য অনেনাত্মনা চতুষ্পাত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সর্ব্বপ্রপঞ্চোপশমে অদ্বৈতসিদ্ধিঃ। সর্ব্ব-ভূতস্থশ্চ আত্মা একো দৃষ্টঃ স্যাৎ; সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যাদিশ্রুত্যর্থশ্চৈবমুপসংহৃতঃ স্যাৎ; অন্যথা হি স্বদেহপরিচ্ছিন্ন এব প্রত্যগাত্মা সাংখ্যাদিভিরিব দৃষ্টঃ স্যাৎ; তথা চ সতি অদ্বৈতমিতি শ্রুতিকৃতো বিশেষো ন স্যাৎ, সাংখ্যাদিদর্শনেনাবিশেষাৎ।

ইষ্যতে চ সর্ব্বোপনিষদাং সর্ব্বাত্মৈক্যপ্রতিপাদকত্বম্; অতো যুক্তমেবাস্য আধ্যাত্মিকস্য পিণ্ডাত্মনো দ্যুলোকাদ্যঙ্গত্বেন বিরাড়াত্মনা আধিদৈবিকেনৈকত্বম্, ইত্যভিপ্রেত্য সপ্তাঙ্গত্ববচনম্। "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনাচ্চ। বিরাজৈকত্বমুপলক্ষণার্থং হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতাত্মনোঃ। উক্তঞ্চৈতৎ মধুব্রাহ্মণে —"যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যশ্চায়মধ্যাত্মম্" ইত্যাদি। সুষুপ্তাব্যাকৃতয়োস্ত্বেকত্বং সিদ্ধমেব, নির্ব্বিশেষত্বাৎ। এবঞ্চ সতি এতৎ সিদ্ধং ভবিষ্যতি—সর্ব্বদ্বৈতোপশমে চাদ্বৈতমিতি ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম চতুষ্পাদ কি প্রকারে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন— "জাগরিতস্থানঃ" ইত্যাদি। জাগরিত (জাগরণ) যাহার স্থান অর্থাৎ কার্য্যভূমি, তিনি জাগরিতস্থান; বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থ—স্বীয় আত্মাতিরিক্ত

(শব্দাদি) বিষয়ে যাঁহার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবৃত্তি, তিনিই বহিঃপ্রজ্ঞ। অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার অবিদ্যাজনিত জ্ঞান বাহ্যবিষয়াবলম্বীর ন্যায় প্রতিভাত হয়। সেইরূপ সাতটি যাঁহার অঙ্গ, অর্থাৎ 'সেই এই বৈশ্বানর-নামক আত্মার সম্বন্ধে এই সুতেজা (দ্যুলোকই) শীর্ষস্বরূপ, বিশ্বরূপ (সূর্য্য) তাঁহার চক্ষুঃ, পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা (বায়ু) তাঁহার প্রাণ, বহুল (আকাশ) তাঁহার দেহ, রয়ি (অন্ন বা জল) তাঁহার বস্তি (মূত্রাশয়), এবং পৃথিবীই তাঁহার পাদ', এই শ্রুতিতেই কল্পিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অঙ্গরূপে অগ্নিকে মুখরূপ আহবনীয় (হোম-কুণ্ড) বলা হইয়াছে ; উক্তপ্রকার সাতটি যাঁহার অঙ্গ, তিনি সপ্তাঙ্গ ; সেইরূপ একোনবিংশতিটি উনিশটি) যাঁহার মুখ, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশ, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই (উনিশটি) যাঁহার মুখ — মুখের ন্যায়, অর্থাৎ উপলব্ধির উপায়। এবংবিধ বিশেষণবিশিষ্ট বৈশ্বানর উক্ত দ্বারসমূহ দ্বারা স্থূল বিষয়-সমূহ ভোগ করেন বলিয়া 'স্থূলভুক্।' ['বৈশ্বানর নামের যোগার্থ এইরূপ]— সমস্ত নরগণের অনেকপ্রকার সুখাদি সম্পাদন করেন বলিয়া 'বিশ্বানর', অথবা সর্ব্ব নরস্বরূপ বলিয়া তিনি বিশ্বানর ; বিশ্বানরই বৈশ্বানর ; [স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে]। সমস্ত দেহ হইতে অপৃথক্ বা অভিন্ন বলিয়া তিনি প্রথম পাদ। পরবর্ত্তী পাদত্রয় জ্ঞানের পূর্ব্বেই ইঁহাকে জানিতে হয় ; এই জন্য ইঁহার প্রাথমিকত্ব।

ভাল, "অয়ম্ আত্মা" এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত প্রত্যক্ আত্মার পাদ-চতুষ্টয় প্রতিপাদন করাই এখানে প্রস্তুত বা বর্ণনীয় বিষয় ; তবে দ্যুলোক প্রভৃতিকে মূর্দ্ধপ্রভৃতি অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইতেছে কেন ? না এ দোষ হয় না ; কারণ, আধিদৈবিকের সহিত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে এই আত্মা দ্বারা চতুষ্পাদরূপে বর্ণনা করাই এখানে বিবক্ষিত। এইরূপ হইলেই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিতে অদ্বৈতভাব সিদ্ধ হইতে পারে এবং সর্ব্বভূতস্থিত আত্মার একত্ব এবং আত্মাতেও

সর্ব্বভূতের অবস্থিতি অধিকন্তু সাক্ষাৎকৃত হইতে পারে; এরূপ হইলে, 'যিনি সর্ব্বভূতকে—' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থও সংগৃহীত হইতে পারে। ইহা না হইলে, সাংখ্যাদি দার্শনিকগণের ন্যায় নিজ নিজ দেহ পরিচ্ছিন্নরূপেই প্রত্যক্ আত্মার (জীবাত্মার) উপলব্ধি হইত। তাহা হইলে, শ্রুতি-প্রতিপাদিত 'অদ্বৈতবাদ' রূপ বিশেষোক্তি উৎপন্ন হইত না; কারণ, এইমতে সাংখ্যাদি দর্শনের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য থাকে না, অর্থাৎ সাংখ্যাদি দর্শনে যে ভেদবাদ (দ্বৈতবাদ) প্রতিপাদিত হইয়াছে, উপনিষদেও যদি সেই দ্বৈতবাদই প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে, আর উপনিষৎ শাস্ত্রের অদ্বৈত-ব্রহ্ম-প্রতিপাদনাত্মক বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইতে পারে না। অথচ, সমস্ত উপনিষদেই সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদকতা স্বীকার করা হইয়া থাকে। অতএব এই আধ্যাত্মিক দেহীর দ্যুলোকাদি অঙ্গসম্বন্ধ নিবন্ধন যে, আধিদৈবিক বিরাট্স্বরূপেরও একত্ব প্রতিপাদন এবং তদভিপ্রায়ে যে সপ্তাঙ্গত্বকথন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। বিশেষতঃ 'তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত' ইত্যাদি সর্ব্বাত্মকতা-গ্রাহক বাক্যও ইহার অপর হেতু। *

এখানে যে, [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের সহিত] বিরাটের একত্ব বা অভেদ কথিত হইল, তাহা হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃতাত্মা প্রাজ্ঞেরও উপলক্ষণার্থ বা তদুভয়ের বোধক। মধু-ব্রাহ্মণেও উক্ত আছে—'এই পৃথিবীতে এই যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে অধ্যাত্ম পুরুষ' ইত্যাদি। সুষুপ্ত ও অব্যাকৃত পুরুষের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই; তখন তদুভয়ের একত্বও সিদ্ধই আছে। এইরূপ হইলেই সর্ব্বদ্বৈতনিবৃত্তিতে যে অদ্বৈতসিদ্ধি, তাহাও উপপন্ন হইবে॥ ৩

---

* তাৎপর্য্য—যে লোক দ্যুলোক ও সূর্য্যাদি এক একটিকে 'বৈশ্বানর' বুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহার পক্ষেই মস্তক-পতন ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নিন্দা দ্বারা দ্যুলোকাদি সমস্ত বৈশ্বানরত্ব-জ্ঞানে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ দ্যুলোকাদি এক একটি বস্তু বৈশ্বানরের অংশবিশেষ মাত্র,—উহাই বৈশ্বানর নহে। ইহাই "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

[দ্বিতীয়ং পাদমাহ]—স্বপ্নস্থানঃ (ইন্দ্রিয়াণামুপরমে জাগ্রৎ-সংস্কারজঃ সবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ, স এব স্থানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ),অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (অন্তঃ চক্ষুরাদ্যপেক্ষয়া অভ্যন্তরে মনোবিলাসমাত্রে প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ), সপ্তাঙ্গঃ (পূর্ব্বোক্তানি সুতেজঃপ্রভৃতীনি সপ্ত অঙ্গানি যস্য, তথোক্তঃ) একোনবিংশতিমুখঃ (পূর্ব্ববৎ), প্রবিবিক্তভুক্ (প্রবিবিক্তং বাসনামাত্রং ভুঙ্‌ক্তে ইতি প্রবিবিক্তভুক্), তৈজসঃ (তেজোময়াস্তঃকরণমাত্রোজ্জ্বলিতত্বাৎ তৈজসঃ), দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (জাগরিতস্য পশ্চাদ্ভাবিত্বেন অস্য দ্বিতীয়ত্বমিতি ভাবঃ)।

আত্মার দ্বিতীয় পাদ কথিত হইতেছে—স্বপ্নদর্শন ইহার স্থান, অন্তরে (অবাহ্য বিষয়ে) ইহার জ্ঞান, সুতেজঃপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সাতটি ইহার অঙ্গ, এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি একুশটি ইহার মুখ, কেবল সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়ভোগী এই তৈজস (তেজোময় অন্তঃকরণস্বামী) [আত্মার] দ্বিতীয় পাদ ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নঃ স্থানমস্য তৈজসস্যেতি স্বপ্নস্থানঃ। জাগ্রৎপ্রজ্ঞা অনেকসাধনা বহির্ব্বিষয়েবাবভাসমানা মনঃস্পন্দনমাত্রা সতী তথাভূতং সংস্কারং মনস্যাধত্তে; তন্মনস্তথা সংস্কৃতং চিত্রিত ইব পটো বাহ্যসাধনানপেক্ষমবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ প্রের্যমাণং জাগ্রদ্বৎ অবভাসতে। তথা চোক্তম্ *—"অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়" ইত্যাদি। তথা "পরে দেবে মনস্যেকীভবতি" ইতি প্রস্তুত্য "অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি" ইত্যাথর্ব্বণে। ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়া অন্তঃস্থত্বাৎ মনসস্তদ্বাসনারূপা চ স্বপ্নে প্রজ্ঞা যস্যেতি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ, বিষয়শূন্যায়াং প্রজ্ঞায়াং কেবলপ্রকাশস্বরূপায়াং বিষয়িত্বেন ভবতীতি তৈজসঃ। বিশ্বস্য সবিষয়ত্বেন প্রজ্ঞায়াঃ স্থূলায়াঃ ভোজ্যত্বম্; ইহ পুনঃ কেবলা বাসনামাত্রা প্রজ্ঞা ভোজ্যেতি প্রবিবিক্তো ভোগ ইতি। সমানমন্যৎ। দ্বিতীয়ঃ পাদস্তৈজসঃ ॥ ৪

* তথাচোক্তি। অস্য লোকস্যেতি জাগরিতোক্তিঃ, তস্য বিশেষণং সর্ব্বাবদিতি। সর্ব্বা সাধনসম্পত্তিরস্মিন্ অস্তীতি সর্ব্ববান্, সর্ব্ববানেব সর্ব্বাবান্, তস্য মাত্রা—লেশো— বাসনা; তাম্ অপাদায়—অপচ্ছিদ্য—গৃহীত্বা স্বপিতি বাসনাপ্রধানং স্বপ্নমনুভবতীত্যর্থঃ (আনন্দগিরিঃ)।

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্নই এই তৈজসের স্থান, এইজন্য ইহাকে স্বপ্নস্থান বলা হইয়া থাকে; অনেকবিধ সাধন-সাধ্য জাগ্রৎকালীন জ্ঞান কেবল মনোব্যাপার হইলেও, যেন বাহ্য বিষয়-গত হইয়াই প্রতীত হইয়া, মনেতে তাদৃশ সংস্কার সমুৎপাদন করে। চিত্রিত বস্ত্রের ন্যায় তথাবিধ সংস্কারসম্পন্ন সেই মনই অবিদ্যা; বাসনা ও তৎকৃত কর্ম্ম প্রেরিত হইয়া বাহ্য সাধননিরপেক্ষভাবে জাগ্রৎ-অবস্থার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। অন্যত্রও ইহা উক্ত আছে;—'সর্ব্বাবৎ (সর্ব্বপ্রকার সাধনসম্পন্ন) এই জাগরিত অবস্থার বাসনা গ্রহণ করিয়া [স্বপ্ন দর্শন করে] ইত্যাদি। সেইরূপ 'অপরাপর ইন্দ্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশস্বভাব মনে [স্বপ্নকালে সমস্তই] একীভূত হইয়া থাকে।' এইরূপ ভূমিকার পর আথর্ব্বণশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, 'এই স্বপ্নাবস্থায় এই স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা মহিমা—মনের বিভূতি অনুভব করিয়া থাকে।' মন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অন্তঃস্থ; স্বপ্নাবস্থায় তাহার জ্ঞান সেই মানস-বাসনাময় হয়, এই কারণে তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ; আর শব্দাদি বিষয়বিহীন—কেবলই প্রকাশময় প্রজ্ঞার (জ্ঞানের) বিষয়ী (অনুভবিতা) হয় বলিয়া তাহার নাম তৈজস। পূর্ব্বোক্ত 'বিশ্ব'-সংজ্ঞক প্রথম পাদের শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে ভোগ বিদ্যমান থাকে; এই-জন্য স্থূল প্রজ্ঞা তাহার ভোজ্য, কিন্তু এই তৈজসের কেবল বাসনাময় প্রজ্ঞাই একমাত্র ভোগ্য; এইজন্য ইহার ভোগও প্রবিবিক্ত (সূক্ষ্ম)। অপর সমস্তই পূর্ব্ব শ্রুতির সমান। এই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ ॥ ৪

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি; তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫

[ইদানীং তৃতীয়ং পাদমাহ—যত্রেত্যাদিনা]।—যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সুপ্তঃ (উপরতকরণবর্গঃ পুরুষঃ) কঞ্চন (কমপি) কামং (পুত্র-দারাদিকং) ন কাময়তে (প্রার্থয়তে); কঞ্চন (কমপি) স্বপ্নং (প্রাগুক্তলক্ষণং মানসবিলাসং পশ্যতি; তৎ সুষুপ্তং (গাঢ়নিদ্রাবিশেষঃ) সুষুপ্তস্থানঃ (সুষুপ্তং স্থানং যস্য স তথোক্তঃ, সর্ব্ববিক্ষেপোপরমাৎ একীভূতমিব গতঃ), প্রজ্ঞানঘন এব (বাহ্যান্তর-বিষয়োপরমাৎ প্রজ্ঞানপিণ্ডিতমিব প্রাপ্তঃ) [এব শব্দঃ পূর্ব্বোক্তাবস্থাদ্বয়-বৈলক্ষণ্য-সূচনার্থঃ]। আনন্দময়ঃ (বিক্ষেপবিরহাৎ আনন্দপ্রচুরঃ) হি (নিশ্চয়ে) আনন্দভুক্ (স্বরূপম্ আনন্দং ভূঙ্‌ক্তে ইতি আনন্দভুক্), চেতোমুখঃ (চেতঃ চিৎস্বরূপং মুখং ভোগদ্বারং যস্য সঃ তথোক্তঃ), প্রাজ্ঞঃ (প্রকৃষ্টে স্বাত্মবিষয়ে জ্ঞা—জ্ঞানং যস্য, সঃ প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ) তৃতীয় পাদঃ।

সুষুপ্ত পুরুষ যে স্থানে বা অবস্থায় কোনরূপ ভোগ্য বিষয় প্রার্থনা করে না; কোনরূপ স্বপ্ন দর্শন করে না; তাহাই 'সুষুপ্তস্থান'। এই সুষুপ্ত যাহার স্থান, [বাহ্য ও আন্তর সর্ব্ব প্রকার বিষয় বিজ্ঞান না থাকায়] একীভাবপ্রাপ্ত, কেবলই প্রকৃষ্ট জ্ঞানমূর্ত্তি, প্রচুর আনন্দপূর্ণ ও আত্মানন্দভোজী এবং স্বীয় বোধশক্তি যাহার মুখস্বরূপ, সেই প্রাজ্ঞ আত্মা ইহার তৃতীয় পাদ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

দর্শনাদর্শনবৃত্ত্যোঃ তত্ত্বাপ্রবোধলক্ষণস্য স্বাপস্য তুল্যত্বাৎ সুষুপ্তিগ্রহণার্থং 'যত্র সুপ্তঃ' ইত্যাদিবিশেষণম্। অথবা, ত্রিষপি স্থানেষু তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণঃ স্বাপোঽবিশিষ্টঃ, ইতি পূর্ব্বাভ্যাং সুষুপ্তং বিভজতে—যত্র যস্মিন্ স্থানে কালে বা সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। ন হি সুষুপ্তে পূর্ব্বয়োরিবান্যথাগ্রহণলক্ষণং স্বপ্নদর্শনং কামো বা কশ্চন বিদ্যতে। তদেতৎ সুষুপ্তং স্থানমস্যেতি সুষুপ্তস্থানঃ। স্থানদ্বয়প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈতজাতম্। তথা রূপাপরিত্যাগেন অবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্রপঞ্চকম্ একীভূত-মিত্যুচ্যতে। অতএব স্বপ্নজাগ্রন্মনঃস্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব; সেয়মবস্থা অবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞানঘন উচ্যতে। যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভজ্যমানং সর্ব্বং ঘনমিব, তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব। এবশব্দাৎ ন জাত্যন্তরং প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাস্তীত্যর্থঃ। মনসো বিষয়-বিষয্যাকারস্পন্দনায়াসদুঃখাভাবাৎ আনন্দময় আনন্দপ্রায়ঃ; নানন্দ এব, অনাত্যন্তিকত্বাৎ। যথা লোকে নিরায়াসঃ

স্থিতঃ সুখী আনন্দভুক্ উচ্যতে, অত্যন্তানায়াসরূপা হীয়ং স্থিতিঃ অনেনাত্মনা অনুভূয়ত ইত্যানন্দভুক্, "এষোঽস্য পরম আনন্দঃ" ইতি শ্রুতেঃ। স্বপ্নাদিপ্রতিবোধং চেতঃ প্রতি দ্বারীভূতত্বাৎ চেতোমুখঃ; বোধলক্ষণং বা চেতো দ্বারং মুখমস্য স্বপ্নাদ্যাগমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ। ভূতভবিষ্যজ্জ্ঞাতৃত্বং সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বমস্যৈবেতি প্রাজ্ঞঃ। সুষুপ্তোঽপি হি ভূতপূর্ব্বগত্যা প্রাজ্ঞ উচ্যতে। অথবা, প্রজ্ঞপ্তিমাত্রমস্যৈবং অসাধারণং রূপমিতি প্রাজ্ঞঃ; ইতরয়োর্ব্বিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমস্তীতি। সোঽয়ং প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ।

দর্শনবৃত্তি অর্থ—জাগরিত স্থান, আর অদর্শনবৃত্তি অর্থ—স্বপ্নস্থান, সুষুপ্তাবস্থার ন্যায় ঐ অবস্থাদ্বয়েও তত্ত্বজ্ঞানের অভাবরূপ স্বপ্নের সাদৃশ্য রহিয়াছে, (কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই); এইজন্য ঐ অবস্থাদ্বয় হইতে সুষুপ্তাবস্থার পার্থক্য সাধনের উদ্দেশে "যত্র সুপ্তঃ" ইত্যাদি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক স্বপ্ন ধর্ম্মটি অবস্থাত্রয়েই অবিশিষ্ট বা সমান; এই কারণে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাদ্বয় হইতে সুষুপ্ত্যবস্থাকে পৃথক্ করা হইতেছে—'যত্র' অর্থ—যে স্থানে বা যে কালে সুপ্ত পুরুষ কোনও কাম (ভোগ্যবিষয়) কামনা করে না, কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না। কারণ, সুষুপ্ত সময়ে পূর্ব্বাবস্থাদ্বয়ের ন্যায় অন্যথাদর্শনাত্মক স্বপ্নদর্শন কিংবা কোনপ্রকার ভোগস্পৃহা বর্ত্তমান থাকে না। সেই এই সুষুপ্তাবস্থা যাহার স্থান, তিনি সুষুপ্তস্থান; দিবস যেরূপ নৈশ তমোরাশি দ্বারা গ্রস্ত হয়, অর্থাৎ রাত্রিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ জাগ্রৎ-স্বপ্ন স্থানদ্বয়ে বিভিন্নপ্রকার, মনঃকল্পিত সপ্রপঞ্চ দ্বৈত সমূহ নিজ নিজ রূপ পরিত্যাগ না করিয়াও যেন অবিবেক বা ভেদবুদ্ধিতে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়; এই কারণেই 'একীভূত' বলা হইয়া থাকে। এই কারণেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন মনোব্যাপারময় প্রজ্ঞান সমূহ যেন ঘনীভূতই হইয়া থাকে; সেই এই অবস্থাটি অবিবেকাত্মক বলিয়া 'প্রজ্ঞানঘন

নামে কথিত হইয়া থাকে। উদাহরণ—রাত্রিকালে নৈশ তমোরাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব পৃথগ্‌ভাবে অপ্রতীত বস্তুনিচয় যেমন ঘনভাবই যেন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহাও তৎকালে যেন প্রজ্ঞানঘনই হয়। 'এব' শব্দ হইতে বুঝাযায় যে, তৎকালে প্রজ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ কিছু থাকে না। তৎকালে বিষয়-বিষয়ী আকারে বা গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাবে মানস-ব্যাপারময় কোন প্রকার আয়াস ও তজ্জনিত দুঃখ থাকে না; এই জন্য 'আনন্দময়' অর্থাৎ আনন্দ-বহুল হয়; কিন্তু কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; কেন না, ঐ আনন্দ আত্যন্তিক আনন্দ নহে। সংসারে নিরায়াসস্থিত সুখী ব্যক্তি যেমন [আয়াস ক্লেশরাহিত্য নিবন্ধন] আনন্দভোগী বলিয়া কথিত হয়, তেমনি আয়াসের অত্যন্তাভাবাত্মক এই সুখাবস্থা তিনি অনুভব করিয়া থাকেন; এই কারণে তিনি আনন্দভুক্; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহাই তাঁহার পরম আনন্দ।' চেতঃ অর্থ—স্বপ্নাদি জ্ঞান, ইহা তাহার উপায় স্বরূপ বলিয়া চেতোমুখ; অথবা স্বপ্নাদি লাভে জ্ঞানরূপী চেতঃই ইহার মুখ বা দ্বারস্বরূপ, এই কারণে চেতোমুখ। ইনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়-বিজ্ঞানের কর্ত্তা; এই জন্য 'প্রাজ্ঞ' [নামে অভিহিত]। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশায় প্রাজ্ঞত্ব ছিল, এই কারণে [সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞাতৃত্ব না থাকিলেও] 'ভূতপূর্ব্ব গতি' নিয়মানুসারে সুষুপ্তি সময়ে 'প্রাজ্ঞ' বলিয়া কথিত হন। অথবা কেবলই যে, প্রজ্ঞপ্তি বা জ্ঞানরূপতা, তাহা ইহারই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম; এজন্য ইনি প্রাজ্ঞ, অপর অবস্থাদ্বয়ে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানও থাকে, [কিন্তু এই অবস্থায় কেবলই জ্ঞানরূপে থাকে], এই জন্য সেই এই প্রাজ্ঞ তৃতীয় পাদ [বলিয়া কথিত হন]॥ ৫

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ ৬

এষঃ (উক্তরূপঃ প্রাজ্ঞঃ) সর্ব্বেশ্বরঃ (সর্ব্বেষাং ভেদানাম্ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ) এষঃ (উক্তলক্ষণঃ) সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্বং জানাতীতি তথা); এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) অন্তর্যামী

(অন্তঃস্থঃ সন্ সর্ব্বান্ যময়তি যথানিয়মং চালয়তি, স তথোক্তঃ); হি (যস্মাৎ) এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) ভূতানাং (উৎপত্তি-ধ্বংসশীলানাং বস্তূনাং) প্রভবাপ্যয়ৌ (প্রভবঃ—উৎপত্তিস্থানং, অপ্যয়ঃ বিলয়স্থানং চ, তৌ) [ভবত ইতি শেষঃ] । [অতঃ] এষঃ (প্রাজ্ঞঃ) সর্ব্বস্য (জগতঃ) যোনিঃ (কারণম্) ।

ইনি (প্রাজ্ঞ) সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী (যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করেন), এবং যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান ; অতএব ইনিই সর্ব্ব জগতের কারণ ॥ ৬

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

এষ হি স্বরূপাবস্থঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সাধিদৈবিকস্য ভেদজাতস্য সর্ব্বস্য ঈশ্বরঃ ঈশিতা ; নৈতস্মাৎ জাত্যন্তরভূতোঽন্যেষামিব, "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অয়মেব হি সর্ব্বস্য সর্ব্বভেদাবস্থো জ্ঞাতেতি এষ সর্ব্বজ্ঞঃ ; অতএব এষোঽন্তর্যামী অন্তরনুপ্রবিশ্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং যময়িতা নিয়ন্তাঽপ্যেষ এব। অতএব যথোক্তং সভেদং জগৎ প্রসূয়ত ইতি এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য। যত এবং, প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামেষ এব ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

উপাধির প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যখন কেবল চৈতন্যেরই প্রাধান্য হয়, তাহাই স্বরূপাবস্থা, সেই অবস্থাপন্ন এই প্রাজ্ঞই সর্ব্বেশ্বর, অর্থাৎ আধি-দৈবিকের সহিত সমস্ত কার্য্যজগতের ঈশ্বর—ঈশিতা অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা। ঈশ্বর পদার্থটি অপরাপরের ন্যায় ইহা হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে (তৎ-স্বরূপই বটে)। 'হে সোম্য, প্রাণশব্দাভিহিত ব্রহ্মই মনের অর্থাৎ মন উপাধিক আত্মার বন্ধন বা পর্য্যবসান স্থান।' এই শ্রুতিও এই অর্থের গ্রাহক। সর্ব্বপ্রকার বিভাগাপন্ন এই প্রাজ্ঞই সকলের জ্ঞাতা ; এই কারণে সর্ব্বজ্ঞ ; ইনিই অন্তর্যামী, অর্থাৎ ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নিয়মনকারীও বটে, এবং যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান ; অতএব, ইনিই বিভিন্নপ্রকার জগৎ প্রসব করেন ; সেইজন্য সমস্ত জগতের যোনি বা উৎপত্তি স্থানও ইনিই ॥ ৬

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

[গৌড়পাদীয়-কারিকারম্ভঃ]—

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্ব্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ * ॥ ১

অত্র এতস্মিন্ অর্থে উক্তার্থ-সংগ্রাহকা এতে বক্ষ্যমাণাঃ শ্লোকাঃ ভবন্তি (বিদ্যন্তে)—

বহিঃপ্রজ্ঞঃ (জাগরিতে বাহ্যবিষয়কজ্ঞানবান্) বিভুঃ (ব্যাপকঃ প্রথমঃ পাদঃ) বিশ্বঃ (বিশ্বসংজ্ঞকঃ); হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (স্বপ্নে মানস-সংস্কারোপস্থাপিতবিষয়-বিজ্ঞাতা দ্বিতীয়ঃ পাদঃ) তু (পুনঃ) তৈজসঃ (তৈজস-সংজ্ঞকঃ)। তথা (তদ্বৎ) ঘনপ্রজ্ঞঃ (প্রজ্ঞানঘনঃ) [তৃতীয়ঃ পাদঃ] প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞসংজ্ঞকঃ) [ভবতীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ]। [এবমৌপাধিক-ভেদসত্ত্বেঽপি বস্তুতস্তু] এক এব (আত্মা) ত্রিধা (ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ উপলক্ষিতঃ সন্) স্থিতঃ (অবস্থিতঃ) [ভবতীতিশেষঃ]।

বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাপক [প্রথম পাদ] বিশ্বনামক; আর অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ মানস স্বপ্নদর্শী [দ্বিতীয় পাদটি] তৈজসনামক; সেইরূপ ঘনপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞানঘন [তৃতীয় পাদটি] প্রাজ্ঞনামক হয়; বস্তুতঃ একই আত্মা কেবল ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন মাত্র ॥ ১

গৌড়পাদীয়-কারিকাসু শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্র এতস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে এতে শ্লোকা ভবন্তি।—বহিঃপ্রজ্ঞ ইতি। পর্য্যায়েণ ত্রিস্থানত্বাৎ সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বঞ্চ সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ, মহামৎস্যাদিদৃষ্টান্তশ্রুতেঃ ॥১

ভাষ্যানুবাদ।

[শ্রুতিতে যে সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে], তদ্বিষয়ে "বহিঃপ্রজ্ঞঃ" ইত্যাদি নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ আছে—অভিপ্রায় এই যে, যে হেতু [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই] স্থানত্রয়ে একই আত্মার পর পর

* 'স্মৃতঃ' ইতি বা পাঠঃ।

সম্বন্ধ হইয়া থাকে, এবং যেহেতু [সর্ব্বত্রই] 'সেই আমি' ইত্যাকার প্রতীতি বিদ্যমান থাকে ; সেই হেতুতেই আত্মা যে স্থানত্রয় হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু, শুদ্ধ (নিত্যনির্দ্দোষ) এবং অসঙ্গ, অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থাকৃত দোষে অসংস্পৃষ্ট, ইহা প্রমাণিত হইল ; শ্রুতিতে বর্ণিত মহামৎস্যাদি দৃষ্টান্তও ইহার অপর হেতু * ॥ ১

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ।
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২

[জাগরিতাবস্থায়ামপি বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণামৈক্যোপদেশার্থমাহ- দক্ষিণেত্যাদি]— বিশ্বঃ (তৎসংজ্ঞকঃ স্থূলদর্শী আত্মা) দক্ষিণাক্ষিমুখে (দক্ষিণং অক্ষি চক্ষুঃ [এব] মুখং দ্বারং, তস্মিন্ প্রত্যক্ষকালে) [অনুভূয়তে ইতিশেষঃ] ; অন্তঃ (অভ্যন্তরে) মনসি (অন্তঃকরণে) তৈজসঃ (স্বপ্নবৎ বাসনামাত্রোপস্থাপিত বিষয়দর্শী) তু (পুনঃ) [অনুভূয়তে]। প্রাজ্ঞঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রজ্ঞানঘনঃ) হৃদি আকাশে (হৃদয়াকাশে) চ [সর্ব্বথা মনোব্যাপারনিবৃত্তৌ অনুভূয়তে]। [এবং এক এব আত্মা] ত্রিধা (ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ) দেহে (শরীরে) ব্যবস্থিতঃ (অবস্থিতঃ) [ভবতীতিশেষঃ] ॥

জাগ্রৎ অবস্থায়ও উক্ত ত্রৈবিধ্যানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন—দক্ষিণ চক্ষুরূপ দ্বারে [স্থূলবিষয়দর্শী] বিশ্বনামক আত্মা, অভ্যন্তরে মনোমধ্যে সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়স্মর্ত্তা তৈজস, আর হৃদয়াকাশে প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ আত্মা অনুভূত হন। এইরূপে একই আত্মা তিনরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত আছেন ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জাগরিতাবস্থায়ামেব বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণামনুভবপ্রদর্শনার্থোঽয়ং শ্লোকঃ— দক্ষিণাক্ষীতি। দক্ষিণমক্ষ্যেব মুখং, তস্মিন্ প্রাধান্যেন দ্রষ্টা স্থূলানাং বিশ্বোঽনুভূয়তে, "ইন্ধো হ বৈ নামৈষঃ, যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ইন্ধো দীপ্তিগুণো বৈশ্বানর আদিত্যান্তর্গতো বৈরাজ আত্মা চক্ষুষি চ দ্রষ্টা একঃ।

* তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে আছে—জলচর মহামৎস্য যেরূপ নদীর উভয় পারেই বিচরণ করে, অথচ কোন পারেই আসক্ত বা বশীভূত হয় না ; তদ্রূপ আত্মাও পর্য্যায়ক্রমে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে বিচরণ করতঃ কোন অবস্থাতেই আসক্ত বা তদীয় দোষ-গুণে সংস্পৃষ্ট হন না।

নন্বন্তো হিরণ্যগর্ভঃ, ক্ষেত্রজ্ঞো দক্ষিণেঽক্ষিণি অক্ষোর্নিয়ন্তা দ্রষ্টা চান্যো দেহস্বামী; ন, স্বতো ভেদানভ্যুপগমাৎ; "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। সর্ব্বেষু করণেষু অবিশেষেঽপি দক্ষিণাক্ষিণ্যুপলব্ধিপাটবদর্শনাৎ তত্র বিশেষেণ নির্দ্দেশো বিশ্বস্য।

দক্ষিণাক্ষিগতো রূপং দৃষ্ট্বা নিমীলিতাক্ষস্তদেব স্মরন্ মনস্যন্তঃ স্বপ্ন ইব তদেব বাসনারূপাভিব্যক্তং পশ্যতি। যথা তত্র, তথা স্বপ্নে; অতো মনসি অন্তস্ত তৈজসোঽপি বিশ্ব এব। আকাশে চ হৃদি স্মরণাখ্যব্যাপারোপরমে প্রাজ্ঞ একীভূতো ঘনপ্রজ্ঞ এব ভবতি, মনোব্যাপারাভাবাৎ। দর্শন-স্মরণে এব হি মনঃস্পন্দিতম্; তদভাবে হৃদ্যেবাবিশেষেণ প্রাণাত্মনাবস্থানম্, "প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে" ইতি শ্রুতেঃ। তৈজসো হিরণ্যগর্ভো মনঃস্থত্বাৎ। 'লিঙ্গং মনঃ' "মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

নন্থ ব্যাকৃতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে, তদাত্মকানি করণানি ভবন্তি; কথমব্যাকৃততা? নৈষ দোষঃ, অব্যাকৃতস্য দেশকালবিশেষাভাবাৎ। যদ্যপি প্রাণাভিমানে সতি ব্যাকৃততৈব প্রাণস্য, তথাপি পিণ্ড-পরিচ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীতি অব্যাকৃত এব প্রাণঃ সুষুপ্তে পরিচ্ছিন্নাভিমানবতাম্। যথা প্রাণলয়ে পরিচ্ছিন্নাভিমানিনাং প্রাণোঽব্যাকৃতঃ, তথা প্রাণাভিমানিনোঽপ্যবিশেষাপত্তাবব্যাকৃততা সমানা, প্রসববীজাত্মকত্বঞ্চ; তদধ্যক্ষশ্চৈকোঽব্যাকৃতাবস্থঃ। পরিচ্ছিন্নাভিমানিনামধ্যক্ষাণাঞ্চ তেনৈকত্বমিতি পূর্ব্বোক্তং বিশেষণম্—'একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ' ইত্যাদ্যুপপন্নম্। তস্মিন্নেতস্মিন্ উক্তহেতুসত্ত্বাচ্চ। কথং প্রাণশব্দত্বমব্যাকৃতস্য? "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

নন্থ, তত্র "সদেব সোম্য" ইতি প্রকৃতং সদ্ ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যম্। নৈষ দোষঃ; বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ। যদ্যপি সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যং তত্র, তথাপি জীবপ্রসববীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ সচ্ছব্দবাচ্যতা চ। যদি হি নির্ব্বীজরূপং বিবক্ষিতং ব্রহ্ম অভবিষ্যৎ, "নেতি নেতি," "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে," "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইত্যবক্ষ্যৎ। "ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। নির্ব্বীজতয়ৈব চেৎ, সতি লীনানাং সম্পন্নানাং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ পুনরুত্থানানুপপত্তিঃ স্যাৎ, মুক্তানাঞ্চ পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ,

বীজাভাবাবিশেষাৎ। জ্ঞানদাহ্‌-বীজাভাবে চ জ্ঞানানর্থক্য-প্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্বব্যপদেশঃ। অত এব "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" "সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "নেতি নেতি" ইত্যাদিনা বীজত্বাপনয়নেন * ব্যপদেশঃ। তামবীজাবস্থাং তস্যৈব প্রাজ্ঞশব্দবাচ্যস্য তুরীয়ত্বেন দেহাদিসম্বন্ধ-জাগ্রদাদিরহিতাং পারমার্থিকীং পৃথগ্‌ বক্ষ্যতি। বীজাবস্থাপি 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইত্যুত্থিতস্য প্রত্যয়দর্শনাদ্দেহে অনুভূয়ত এব, ইতি ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিত ইত্যুচ্যতে ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

এক জাগরিত অবস্থায়ই বিশ্বাদি ত্রয়ের যেরূপে অনুভব হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শনার্থ এই "দক্ষিণাক্ষি" ইত্যাদি [শ্লোক হইতেছে]। দক্ষিণ অক্ষিই মুখ (উপলব্ধি দ্বার), তাহাতেই প্রধানতঃ স্থূল বিষয়দর্শী 'বিশ্ব' অনুভূত হইয়া থাকে; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন— 'এই যে, দক্ষিণ অক্ষিগত পুরুষ, ইনিই প্রসিদ্ধ 'ইন্ধ'। ইন্ধ অর্থ— দীপ্তিগুণ-সম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। আদিত্য মণ্ডল গত বৈরাজসংজ্ঞক আত্মা আর চক্ষুতে অবস্থিত দ্রষ্টা, উভয়ই এক।

প্রশ্ন হইতেছে যে, হিরণ্যগর্ভ একজন স্বতন্ত্র, আর দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত চক্ষুর্দ্বয়ের নিয়ামক ও দর্শনকর্ত্তা দেহস্বামী ক্ষেত্রজ্ঞও স্বতন্ত্র; [সুতরাং উভয়ের ঐক্য হয় কিরূপে ?] না—এ প্রশ্ন হইতে পারে না; কারণ, উভয়ের স্বাভাবিক ভেদ স্বীকৃত হয় না; 'একই প্রকাশশীলন আত্মা সমস্ত ভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত' আছেন, এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। 'হে ভারত, (অর্জ্জুন,) আমাকে সমস্ত দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ (দেহস্বামী) বলিয়াও জানিবে।' '[বস্তুতঃ আমি] বিভক্ত না হইয়াও ভূতসমূহে বিভক্তবৎ অবস্থিত।' এই গীতাস্মৃতিও অপর প্রমাণ। [বিশ্বসংজ্ঞক আত্মার] সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সম্বন্ধগত বৈশিষ্ট্য বা তারতম্য না থাকিলেও প্রধানতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে দর্শন-পটুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই কারণেই সেই স্থানে বিশ্বের বিশেষ নির্দ্দেশ হইয়াছে।

* বীজবত্তাপনয়নেন ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

দক্ষিণ চক্ষুঃস্থিত আত্মা [বাহ্য] রূপ দর্শন করিয়া স্বপ্ন সময়ের ন্যায় নিমীলিত নেত্রে তাহাই মনোমধ্যে স্মরণ করতঃ সংস্কাররূপে অভিব্যক্ত ঐ রূপই দর্শন করিয়া থাকে। এখানে যেরূপ, ঠিক স্বপ্নেও তদ্রূপ; অতএব মনোমধ্যগত তৈজসও ফলতঃ বিশ্বই (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)। স্মরণ-সংজ্ঞক মানস ব্যাপার নিবৃত্তি হইয়া গেলে, হৃদয়াকাশেও নিশ্চয় সেই প্রাজ্ঞই একীভূত—প্রজ্ঞানঘন হন; কারণ, তৎকালে কোনরূপ মনোব্যাপার থাকে না। দর্শন ও স্মরণই মনের ব্যাপার বা কার্য্য; তাহার অভাব হইলে অবিশেষ ভাবে প্রাণরূপেই অবস্থিতি হইয়া থাকে। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—'প্রাণই এ সমস্ত বিষয়কে সংবৃত বা সংহৃত করিয়া থাকে।' মনে অধিষ্ঠিত বলিয়া হিরণ্যগর্ভই তৈজস। * এই পুরুষ (জীব) মনোময়, অর্থাৎ মনঃপ্রধান; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, মন অর্থ লিঙ্গ শরীর।

ভাল, সুষুপ্তি সময়ে প্রাণ ত ব্যাকৃতাত্মক অর্থাৎ ব্যক্তীভূত থাকে; এবং ইন্দ্রিয় সমূহও তখন তন্ময় হইয়া থাকে; তবে আর অব্যাকৃততা হয় কিরূপে? না—এ দোষ হয় না; অব্যাকৃত পদার্থের দেশ ও কালকৃত বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য হয় না; কারণ যদিও প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের প্রাণাভিমান-সমকালে ব্যাকৃত ভাবই অব্যাহত থাকে, তথাপি যাহারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের পক্ষে ও

* পূর্ব্বমেব বিশ্ব-বিরাজোরৈকাত্ম্যানন্তরং চ সুষুপ্তাব্যাকৃতয়োরেকত্বস্য দর্শিতত্বাৎ তৈজস-হিরণ্যগর্ভয়োরনুক্তমভেদং বক্তব্যমিদানীমুপন্যস্যতি—তৈজস ইতি। তত্র হেতুমাহ মনঃস্থত্বাদিতি। হিরণ্যগর্ভস্য সমষ্টিমনোঽধিষ্ঠিতত্বাৎ তৈজসস্য ব্যষ্টিমনোগতত্বাৎ, তয়োশ্চ সমষ্টি ব্যষ্টিমনসোরেক-ত্বাৎ, তদ্‌গতয়োরপি তৈজস-হিরণ্যগর্ভয়োরেকত্বমুচিতমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)।

মর্ম্মার্থ এই যে, স্থূল সম্বন্ধ উভয়েরই তুল্য; এইজন্য পূর্ব্বেই বিশ্বও বিরাটের একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে; অনন্তর সুষুপ্ত্যবস্থা ও অব্যাকৃত, এতদুভয়েরও অভেদ উক্ত হইয়াছে; এখন তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের একত্ব বলা আবশ্যক, তাহাই এখন কথিত হইতেছে—অভেদের হেতু এই যে, হিরণ্যগর্ভ হইল সমষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা,—তৈজস হইল ব্যষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা সমষ্টি ও ব্যষ্টি ফলতঃ এক; সুতরাং তদ্‌গত তৈজস এবং হিরণ্যগর্ভও এক; কেবল উপাধির সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে প্রভেদ মাত্র।

সুষুপ্তি সময়ে দেহ-পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহানুগত যে, অভিমান, সুষুপ্তি সময়ে সেই প্রাণ-বিষয়ক [আমার প্রাণ, অমুকের প্রাণ ইত্যাদি] অভিমান অবশ্যই নিবৃত্ত হইয়া যায়। যাহারা প্রাণকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, প্রাণলয়ে—মৃত্যুসময়ে তাহাদেরও প্রাণ যেরূপ অব্যাকৃত, অর্থাৎ পরিচ্ছেদাভিমানরহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণাভিমানীর পক্ষেও নির্বিশেষ-ভাবপ্রাপ্তি সময়ে (সুষুপ্তি-কালে) প্রাণের অব্যাকৃতভাব-প্রাপ্তি-তুল্য এবং [অব্যাকৃত অবস্থা যেরূপ জগৎ-প্রসবের বীজ,] উক্ত প্রাণাখ্য সুষুপ্তিও তদ্রূপ [স্বপ্ন-জাগরিতাবস্থাদ্বয়ের] উৎপত্তির কারণ। * বিশেষতঃ অব্যাকৃতাবস্থা ও সুষুপ্তি, এতদুভয়েরই অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা এক—চৈতন্য; সুতরাং পরিচ্ছিন্নাভিমানী ও অধ্যক্ষসমূহেরও একত্ব সিদ্ধ হইতেছে; তাহার ফলে পূর্ব্বকথিত 'একীভূত ও প্রজ্ঞানঘন' এই বিশেষণদ্বয়ও সুসঙ্গত হইল। বিশেষতঃ কথিত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের একত্বরূপ] হেতুও বিদ্যমান রহিয়াছে; [সুতরাং অব্যাকৃত প্রাণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত উক্ত বিশেষণ অসঙ্গত হইতে পারে না]।

ভাল, অব্যাকৃত বস্তুটি 'প্রাণ' শব্দবাচ্য হয় কিরূপে? [উত্তর] 'হে সোম্য, মনঃ এই প্রাণের অধীন', এই শ্রুতিই তাহার হেতু। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, সেখানেত 'হে সোম্য! সৎ ব্রহ্মই' এই প্রকরণপ্রাপ্ত সৎস্বরূপ ব্রহ্মই প্রাণ শব্দের অর্থ (অব্যাকৃত নহে)।

---

* প্রথমে আপত্তি হইয়াছিল যে, 'আমার প্রাণ, অমুকের প্রাণ' ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক দেহে যখন প্রাণভেদ প্রতীত হইতেছে, তখন প্রাণ অব্যাকৃত—অবিভক্ত এক হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিলেন যে,যদিও উক্ত প্রকার প্রাণভেদ প্রতীতিগম্য হয় সত্য, তথাপি সুষুপ্তি সময়ে উক্ত সর্ব্ববিধ ভেদই বিলুপ্ত হইয়া যায়; তখন আর দেহাদি সম্বন্ধাধীন পরিচ্ছেদ ও ভেদ প্রতীতি কিছুমাত্র থাকে না; সুতরাং অবস্থাঘটিত ভেদাদি প্রতীতি হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা অভিন্ন এক পদার্থ। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, অব্যাকৃতি প্রকৃতিরও যিনি অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা, সুষুপ্ত-কালীন প্রাণেরও তিনিই অধিষ্ঠাতা; সুতরাং উপহিতের ঐক্যদ্বারাও তদুপাধিদ্বয়ের (অব্যাকৃত ও সুষুপ্তের) ঐক্য সমর্থন করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ প্রলয়কালীন প্রসিদ্ধ অব্যাকৃত হইতে যেমন সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, তেমনি এই সৌষুপ্ত প্রাণ হইতেও স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাণের অব্যাকৃতত্বোক্তি অসঙ্গত হইতেছে না।

না—ইহা দোষ নহে ; কেননা সেখানে সৎপদার্থকে বীজস্বরূপই স্বীকার করা হইয়াছে।—যদিও সেখানে সৎ ব্রহ্মই প্রাণশব্দবাচ্য হউক, তথাপি সেই পদার্থটি জীবোৎপত্তি-বীজভাব ত্যাগ না করিয়াই অর্থাৎ সেই বীজভাবসহকারেই প্রাণ শব্দের প্রতিপাদ্য এবং সৎ-পদবাচ্য হইয়াছেন। সেখানে যদি বীজভাবশূন্য ব্রহ্মই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে 'ইহা নহে—ইহা নহে', 'যাঁহার নিকট হইতে বাক্যসমূহ ফিরিয়া আইসে' 'তিনি বিদিত হইতে অন্য এবং অবিদিত হইতেও পৃথক্' এইরূপই নির্দ্দেশ করিতেন। যেহেতু স্মৃতিও তাঁহাকে 'সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি নির্বীজভাবই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে সতে (ব্রহ্মে) বিলীন—সৎস্বরূপ সম্পন্ন জীবগণের আর সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে পুনরুত্থান সঙ্গত হইত না ; পক্ষান্তরে মুক্ত পুরুষগণেরও পুনরুৎপত্তি হইতে পারিত ; কারণ, [উৎপত্তির কারণীভূত] বীজের (অদৃষ্টের) অভাব উভয় স্থলেই সমান। *

---

* তাৎপর্য্য—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপে ছিল," এই শ্রুতিতে যে, দ্বৈত জগতের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি বলা হইয়াছে ; সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, পুনরুৎপত্তির বীজভূত অদৃষ্ট সহকারেই জীবগণ ব্রহ্মে লীন ছিল ; সুষুপ্তিও এক প্রকার প্রলয়; সুতরাং সে সময়েও যে জীবগণ অব্যাকৃত ভাবে বিলীন হয়, তাহাও অদৃষ্ট সহকারেই। এই কর্ম্মফল—অদৃষ্টকেই এখানে 'বীজ' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রলয়কালে জীবগণের পুনরুৎপত্তির বীজভূত এই অদৃষ্ট অক্ষুন্ন থাকে বলিয়াই প্রলয়ান্তে জীবগণ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ; নচেৎ ব্রহ্মেই তাহারা চিরদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিত, কখনই সংসারে আসিতে বাধ্য হইত না।

সুষুপ্তি সময়ে যে, তাহারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের কর্ম্মসূত্র সঙ্গে সঙ্গেই থাকিয়া যায় ; কর্ম্মসূত্র থাকে বলিয়াই সুষুপ্তির পর পুনশ্চ স্বপ্ন ও জাগরণ দশা দর্শন করিতে বাধ্য হয় ; নচেৎ সৎসম্পন্ন ব্যক্তির পুনরুত্থান কখনই সম্ভবপর হইত না। আচার্য্যগণ অতি স্পষ্ট কথায় এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সুষুপ্তি কালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥

অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়, তখন জীব তমোগুণে সমাবৃত হইয়া আনন্দময়রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জন্মান্তরার্জ্জিত প্রারব্ধ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকায় সৎরূপ লাভ করিয়াও সেই জীবই আবার স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।' অতএব প্রলয় ও সুষুপ্তি সময়ে জীব কখনই কর্ম্ম-বীজশূন্য হইয়া অব্যাকৃত ব্রহ্মভাব লাভ করে না ; লাভ করিলেও আর অকারণ জন্ম হইত না ; আর কারণ (বীজ) না থাকিলেও যদি জন্ম হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে যাহারা কর্ম্মবীজ ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই মুক্ত পুরুষগণেরও

কর্ম্মবীজকে জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ করিতে হয়; [সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে] সেই জ্ঞান-দাহ্য বীজ যদি আপনা হইতেই নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে তত্ত্ব-জ্ঞানের আর আবশ্যক থাকে না, উহা অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব সবীজভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বকই সৎপদার্থের প্রাণত্ব-ব্যবহারও সমস্ত শ্রুতিতে কারণত্ব নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে সবীজ-ভাবে নির্দ্দেশ থাকাতেই 'পর অক্ষর হইতেও পর','তিনি জন্মরহিত এবং বাহ্য ও আন্তর সহকৃত' 'যাঁহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়।' 'ইহা [ব্রহ্ম] নহে—ইহা নহে,' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আবার সেই সবীজ-ভাব অপনয়নপূর্ব্বক [নির্বীজভাবের] উল্লেখ হইয়াছে। 'প্রাজ্ঞ'-শব্দ-বাচ্য সেই সৎপদার্থেরই যে দেহাদি সম্বন্ধ ও জাগ্রদাদি অবস্থারহিত পারমার্থিক নির্বীজাবস্থা, তাহাও তুরীয়ভাবে পৃথক্ করিয়া বলিবেন। আর সেই বীজাবস্থাটিও 'আমি কিছুই জানিতে পারি নাই' সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ পরামর্শ বা স্মৃতি হইতেও এই দেহে সেই বীজাবস্থায় অনুভূতি হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই 'দেহে তিন প্রকারে অবস্থিত' বলা হইয়া থাকে ॥ ২

বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্।
আনন্দভুক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥ ৩

[ইদানীং বিশ্বাদিভেদেন ভোগমপি ত্রিধা বিভজতে "বিশ্বঃ" ইত্যাদিনা।]—বিশ্বঃ (পূর্ব্বোক্তঃ প্রথমপাদঃ) হি (নিশ্চয়ে) নিত্যং (সর্ব্বদা) স্থূলভুক্ (স্থূলং জাগ্রদ্‌বিষয়ং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)। তৈজসঃ (পূর্ব্বোক্তঃ দ্বিতীয়পাদরূপঃ) প্রবিবিক্তভুক্ (প্রবিবিক্তং সূক্ষ্মং সংস্কারোপস্থাপিতং বিষয়ং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)। তথা (তদ্বৎ) প্রাজ্ঞঃ (তৃতীয়-পাদরূপঃ) আনন্দভুক্ (কারণশরীরগতম্ আনন্দং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)। [ইত্থং] ভোগং (বিষয়োপলব্ধিং) ত্রিধা (ত্রিপ্রকারং) নিবোধত (জানীত) [হে শিষ্যাঃ, যূয়ং ইতি শেষঃ]।

পুনর্ব্বার জন্মলাভ—সংসার-যাতনাভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। অতএব, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে বীজসহকারেই সৎস্বরূপ প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

এখন বিশ্বাদি পাদত্রয়ের ত্রিবিধ ভোগ নির্দ্দেশ করিতেছেন—বিশ্ব সর্ব্বদা স্থূল বিষয়ই ভোগ করে; তৈজস সর্ব্বদা বাসনাময় সূক্ষ্ম বিষয়ই ভোগ করে; আর প্রাজ্ঞ সর্ব্বদা আনন্দ মাত্র ভোগ করে। এই প্রকারে ভোগও তিনপ্রকার জানিবে॥ ৩

স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং, প্রবিবিক্তন্তু তৈজসম্॥
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং, ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত॥ ৪

[ইদানীং তেষাং ভোগজ-তৃপ্তিমপি ত্রিধা বিভজতে "স্থূলম্" ইত্যাদিনা।]— স্থূলং (জাগ্রদ্বস্তু) বিশ্বং তর্পয়তে (প্রীণাতি); প্রবিবিক্তং (সূক্ষ্মং) তু (পুনঃ) তৈজসং [তর্পয়তে]। তথা আনন্দঃ (অজ্ঞানপ্রতিবিম্বিতঃ) প্রাজ্ঞং [তর্পয়তে]। [অতঃ তেষাং] তৃপ্তিং [অপি, ইত্থং] ত্রিধা (ত্রিপ্রকারাং) নিবোধত (পূর্ব্ববৎ)।

এখন তাহাদের ভোগজ তৃপ্তিও তিনপ্রকার নির্দ্দেশ করিতেছেন, স্থূল বিষয় 'বিশ্বে'র তৃপ্তি জন্মায়; সূক্ষ্ম বিষয় আবার তৈজসের এবং আনন্দমাত্র প্রাজ্ঞের তৃপ্তি সাধন করে; এইরূপে তাহাদের তৃপ্তিও তিনপ্রকার জানিবে॥ ৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তার্থৌ হি শ্লোকৌ॥ ৩॥ ৪॥

৩।৪ শ্লোকের ভাষ্যানুবাদ—

এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদৈতদুভয়ং যস্তু স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে॥ ৫

[ইদানীং পূর্ব্বোক্তভোক্তৃ-ভোজ্য-জ্ঞানফলমাহ—"ত্রিষু" ইত্যাদিনা।]— ত্রিষু ধামসু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিস্থানেষু) যৎ ভোজ্যং (স্থূল-সূক্ষ্মানন্দরূপং), যশ্চ (যোঽপি) ভোক্তা (বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-সংজ্ঞকঃ) প্রকীর্ত্তিতঃ (কথিতঃ); যঃ (জনঃ) তু (পুনঃ) এতৎ (পূর্ব্বোক্তম্) উভয়ং (ভোজ্যং ভোক্তারং চ) বেদ (জানাতি); সঃ (জনঃ) ভুঞ্জানঃ (ভোগং কুর্ব্বন্ অপি) ন লিপ্যতে (তত্র ন আসক্তো ভবতি), [সর্ব্বত্র একভোক্তৃ-ভোজ্যত্ব-দর্শনাদিতি ভাবঃ]॥

এখন উক্ত ভোক্তৃ-ভোজ্য-জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

এই স্থানত্রয়ে যাহা ভোগার্হ এবং যিনি ভোক্তা বলিয়া কথিত হইলেন ; এই উভয়কে যিনি জানেন, তিনি বিষয় সেবা করিয়াও তাহাতে লিপ্ত (আসক্ত) হন না ॥ ৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ত্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিষু স্থূল-প্রবিবিক্তানন্দাখ্যং যদ্ ভোজ্যমেকং ত্রিধা ভূতম্ ; যশ্চ বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞাখ্যো ভোক্তৈকঃ 'সোঽহম্' ইত্যেকত্বেন প্রতিসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ ; যো বেদ এতদুভয়ং ভোজ্যভোক্তৃতয়া অনেকধা ভিন্নং, স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে, ভোজ্যস্য সর্ব্বস্য একভোক্তৃভোজ্যত্বাৎ। ন হি যস্য যো বিষয়ঃ, স তেন হীয়তে বর্দ্ধতে বা। ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দগ্ধ্বা কাষ্ঠাদি, তদ্বৎ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ ।

জাগ্রৎ প্রভৃতি স্থানত্রয়ে স্থূল, প্রবিবিক্ত (সূক্ষ্ম) ও আনন্দ-নামক যে একই ভোজ্য (ভোগার্হ বিষয়) তিন প্রকারে বিভক্ত ; আর 'সেই আমি' এইরূপে সর্ব্বত্রই একত্বানুসন্ধান থাকায় এবং দ্রষ্টৃত্বাংশেও কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞসংজ্ঞক যে একই ভোক্তা কথিত হইয়াছে ; ভোজ্য ও ভোক্তৃরূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন এই উভয়কে (ভোজ্য ও ভোক্তাকে) যিনি জানেন, তিনি ভোগ করিয়াও লিপ্ত হন না ; কেন না, সমস্ত ভোজ্যই একই ভোক্তার ভোজ্য। কারণ, অগ্নি যেমন স্ববিষয় (নিজের দাহ্য) কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিয়া [হানি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না], তেমনি যাহা যাহা বিষয় (ভোগার্হ বস্তু), তাহা দ্বারা সে কখনই হানি বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সেই ভোগজনিত দোষে লিপ্ত হয় না ॥ ৫

প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ ।
সর্ব্বং জনয়তি প্রাণ শ্চেতোঽংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্ ॥ ৬

["এষ যোনিঃ" ইত্যত্র প্রাপ্তং যৎ প্রাজ্ঞস্য কারণত্বং তচ্চ সৎকার্য্যং প্রত্যেব, ইত্যাহ]—প্রভবঃ ইব সতাং (বিদ্যমানানাং) সর্ব্বভাবানাং (বিশ্ব-তৈজস-

প্রাজ্ঞানাং) প্রভবঃ (উৎপত্তিঃ) [ভবতীতি শেষঃ]। প্রাণঃ (বীজাত্মা মায়োপাধিপ্রধানং ব্রহ্ম) সর্ব্বং (অচেতনং জগৎ) জনয়তি (উৎপাদয়তি) পুরুষঃ (বিশ্বভূতঃ চিদাত্মা) [অংশুমান্—সূর্য্য ইব] চেতোঽংশূন্ [অংশূন্ ইব চিদাভাসান্ জীবান্] পৃথক্ [জনয়তি]॥

সম্ভাবান্ (বিদ্যমান) ভাব পদার্থ সমূহের (বিশ্ব-তৈজস প্রভৃতিরই) উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বীজাত্মক প্রাণ বা সমস্ত জড়জগৎ উৎপাদন করে এবং চিদাত্মা পুরুষ চৈতন্যাংশ সমূহ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সতাং বিদ্যমানানাং স্বেন অবিদ্যাকৃত-নামরূপমায়াস্বরূপেণ সর্ব্বভাবানাং বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞভেদানাং প্রভব উৎপত্তিঃ। বক্ষ্যতি চ—"বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে" ইতি। যদি হ্যসতামেব জন্ম স্যাৎ, ব্রহ্মণোঽব্যবহার্য্যস্য গ্রহণদ্বারাভাবাদসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। দৃষ্টঞ্চ রজ্জুসর্পাদীনামবিদ্যাকৃত-মায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যাত্মনা সত্ত্বম্। ন হি নিরাস্পদা রজ্জুসর্প-মৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ কচিদুপলভ্যন্তে কেনচিৎ। যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎপত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ, এবং সর্ব্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রাণবীজাত্মনৈব সত্ত্বমিতি। শ্রুতিরপি বক্তি—"ব্রহ্মৈবেদম্" "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" ইতি।

অতঃ সর্ব্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোঽংশূন্ অংশব ইব রবেশ্চিদাত্মকস্য পুরুষস্য চেতোরূপা জলার্কসমাঃ প্রাজ্ঞতৈজস-বিশ্বভেদেন দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদিদেহভেদেষু বিভাব্যমানাশ্চেতোঽংশবো যে, তান্ পুরুষঃ পৃথক্ সৃজতি—বিষয়ভাববিলক্ষণানগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ সলক্ষণান্ জলার্কবচ্চ জীবলক্ষণাংস্ত্ব ইতরান্ সর্ব্বভাবান্ প্রাণো বীজাত্মা জনয়তি, "যথোর্ণনাভিঃ" "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

সৎ অর্থ যাহারা অবিদ্যাকৃত নাম-রূপাত্মক স্বীয় মায়িক-রূপে বিদ্যমান আছে, এবংবিধ সমুদয় ভাবপদার্থের—বিভিন্নরূপ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞের প্রভব—উৎপত্তি [হইয়া থাকে]। নিজেও বলিবেন—'বাস্তবিক কিংবা মায়িক রূপেও বন্ধ্যার পুত্র জন্ম লাভ করে না।' [কারণ, বন্ধ্যার পুত্র সৎ পদার্থ নহে, অসৎ —অলীক]।

যদি অসৎ পদার্থেরই উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে লোকব্যবহারাতীত ব্রহ্মেরও অভাব সম্ভাবিত হইয়া পড়িত। কারণ, তাঁহার অস্তিত্বগ্রহণের অন্য কোনও উপায় নাই *। দেখাও যায়, অবিদ্যাজনিত যে, মায়াবীজোৎপন্ন রজ্জু-সর্প প্রভৃতি, রজ্জুপ্রভৃতিরূপেই সে সমুদয়ের অস্তিত্ব; কেন না, রজ্জু-সর্প ও মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতিকে কেহ কোথাও নিরাশ্রয় দেখিতে পায় না; অর্থাৎ কোনও একটি সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ঐ সকল মিথ্যা বস্তু প্রতিভাত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির পূর্ব্বে সর্প যেমন রজ্জুরূপে সৎ—বর্ত্তমানই ছিল; তেমনি উৎপত্তির পূর্ব্বে সমস্ত ভাবপদার্থের প্রাণরূপ বীজভাবে নিশ্চয়ই অস্তিত্ব ছিল। শ্রুতিও ইহা বলিতেছেন—'এই জগৎ ব্রহ্মই,' অগ্রে এই জগৎ আত্মস্বরূপেই ছিল।

অতএব, প্রাণই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের কিরণরাশি যেরূপ অপর কিরণরাশি (জলসূর্য্যাদি) সমুৎপাদন করে, তদ্রূপ চিন্ময় পুরুষের (বিম্বভূত ব্রহ্মের) প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব, এই বিভেদানুসারে দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহে প্রতীয়মান যে, জল-সূর্য্য সদৃশ চেতনাত্মক অংশুসমূহ (চিদাভাস—জীবগণ), পুরুষ তাহাদিগকে পৃথগ্ভাবে সৃষ্টি করেন; সেই জীবগণ অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিষয়ভাব বিলক্ষণ, অর্থাৎ প্রকাশ্যপ্রকাশভাব-রহিত; এবং জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় সলক্ষণ বা পুরুষেরই সমান-স্বভাব। বীজাত্মা (প্রলয়কালে জগদ্বীজ যাহাতে

* তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না। কেবল এই জগৎ প্রপঞ্চরূপ কার্য্য দর্শনে তাহারই কারণরূপে ব্রহ্মাস্তিত্ব অনুমিত হয় মাত্র। কারণ, ইহাদের মতে অস্ত বস্তুগুলি উৎপত্তির পূর্ব্বেও স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে; নচেৎ অসৎ--অবিদ্যমান কোন বস্তুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এখন সেই জগৎ প্রপঞ্চকেই যদি অসৎ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত ব্রহ্ম বিষয়ে প্রদর্শিত অনুমান দ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় না, এবং কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না; সুতরাং এমতে প্রমাণহীন ব্রহ্ম অসৎ—অবস্তু হইয়া পড়েন।

নিহিত থাকে, সেই) প্রাণ অপর সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করেন, *। ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) যেমন [সূত্র সৃষ্টি করে]', এবং 'অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গনিচয় [নির্গত হয়]' ইত্যাদি শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ ॥ ৬

বিভূতিং প্রসবন্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্ব্বিকল্পিতা ॥ ৭

[সৃষ্টৌ মতান্তরমুপন্যস্যতি বিভূতিমিত্যাদিনা।]—অন্যে সৃষ্টিচিন্তকাঃ (যে সৃষ্টিতত্ত্বমেব চিন্তয়ন্তি, ন পরমার্থতত্ত্বং, তে ইত্যর্থঃ), বিভূতিং (ঈশ্বরস্য ঐশ্বর্য্য-বিস্তারং) প্রসবং (সৃষ্টিং) মন্যন্তে। অন্যৈঃ (পরমার্থচিন্তকৈঃ) সৃষ্টিঃ স্বপ্নমায়া-সরূপা (স্বপ্নসমানরূপা, মায়াসমানরূপাচ) ইতি (ইত্থং) বিকল্পিতা ("শব্দজ্ঞানা-নুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" ইত্যুক্ত-লক্ষণা মিথ্যারূপা ইতি নিশ্চিতা) ॥

এখন সৃষ্টি বিষয়ে মতান্তর উল্লেখ করিতেছেন—যাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তাপরায়ণ তাঁহারা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য-বিকাশ মনে করেন। অপর পরমার্থ-দর্শিগণ এই সৃষ্টিকে স্বপ্ন ও মায়াসদৃশ মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিভূতির্ব্বিস্তার ঈশ্বরস্য সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্যন্তে ; ন তু পরমার্থ-চিন্তকানাং সৃষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। ন হি মায়াবিনং সূত্রমাকাশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধমারুহ্য চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুত্থিতঞ্চ পশ্যতাং তৎকৃতমায়াদি-সতত্ত্বচিন্তায়ামাদরো ভবতি। তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সূত্রপ্রসারণসমঃ সুষুপ্ত-স্বপ্নাদিবিকাসঃ ; তদারূঢ়-

* তাৎপর্য্য—সৃষ্টি দুই প্রকার—চেতনসৃষ্টি, আর অচেতন সৃষ্টি। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, অচেতন সৃষ্টির কর্ত্তা—প্রাণ ; আর বিশ্ব, তৈজসাদি সৃষ্টির কর্ত্তা—পুরুষ। অনাদিকালপ্রবৃত্ত মায়ারূপ উপাধিটির যেখানে প্রাধান্য, এবং সৃষ্টির বীজশক্তি যাহাতে নিহিত, সেই চেতনের নাম 'প্রাণ', লূতা (মাকড়শা) যেমন স্বীয় চৈতন্যের সাহায্যে স্বদেহ হইতে সূত্র প্রসব করে, তেমনি উক্ত প্রাণও স্বীয় চেতনা প্রভাবে দেহস্থানীয় স্বীয় মায়া হইতে অচেতন জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। আর সেই প্রাণেরও যিনি বিম্বস্বরূপ—চিন্ময় ব্রহ্ম, তিনিই এখানে পুরুষ-পদ-বাচ্য ; অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির অনুরূপ স্ফুলিঙ্গরাশি নিঃসৃত হয়, এবং সৌর বিম্ব হইতে যেমন তদনুরূপ অপর প্রতিবিম্ব জলাদিতে পতিত হয়, তেমনি এই পুরুষ হইতে তৎসমানস্বভাব অসংখ্য পুরুষ নির্গত হয়।

মায়াবি সমশ্চ তৎস্থঃ প্রাজ্ঞ-তৈজসাদিঃ ; সূত্র-তদারূঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোঽদৃশ্যমান এব স্থিতো যথা, তথা তুরীয়াখ্যং পরমার্থতত্ত্বম্। অতস্তচ্চিন্তায়ামেবাদরো মুমুক্ষূণামার্য্যাণাং, ন নিষ্প্রয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদর ইতি। অতঃ সৃষ্টিচিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা ইত্যাহ—স্বপ্ন-মায়াসরূপেতি, স্বপ্নসরূপা, মায়াসরূপা চেতি ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

সৃষ্টিচিন্তকগণ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের বিভূতি ঐশ্বর্য্যবিস্তার বলিয়া মনে করেন ; বস্তুতঃ পরমার্থচিন্তা-পরায়ণগণের সৃষ্টি-চিন্তায় আদর বা আগ্রহ নাই ; 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহু রূপে প্রকাশ পান', এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। দেখ, মায়াবী ব্যক্তি আকাশে সূত্র নিঃক্ষেপ করিয়া সেই সূত্র অবলম্বনে অস্ত্রসহকারে [আকাশে] আরোহণ করতঃ চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন হইয়া অধঃপতিত হইল এবং পুনর্ব্বার উত্থিত হইল ; ইহা যাহারা দর্শন করে, তাহাদের সেই মায়াবীর মায়া ও তদধীন কার্য্যের সত্যতা চিন্তায় তাহাদের আদর হয় না। ঠিক সেইরূপ এই সুষুপ্তি ও স্বপ্নাদির বিকাসও মায়াবীর সূত্র-প্রসারণেরই সমান ; সেই অবস্থান্বিত প্রাজ্ঞ-তৈজস প্রভৃতিও সূত্রারূঢ় মায়াবীর সমান ; যথার্থ মায়াবী ব্যক্তি (যিনি এইরূপ মায়ার বিস্তার করিতেছেন, তিনি) যেমন সূত্র ও সূত্রারূঢ় মায়াবী হইতে পৃথক্, অথচ সেই পরমার্থ মায়াবীই যেমন ভূমিতে থাকিয়াও মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্যমানভাবে অবস্থান করে, তুরীয়সংজ্ঞক পরমার্থ-তত্ত্বও ঠিক সেইরূপ। অতএব মুমুক্ষু আর্য্যগণের সেই পরমার্থ-তত্ত্বের চিন্তায়ই আদর বা আগ্রহ হইয়া থাকে ; কিন্তু সৃষ্টি-চিন্তায় তাঁহাদের আগ্রহ হয় না ; কারণ, উহা নিরর্থক। অতএব সৃষ্টি-চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গেরই এই সমস্ত বিকল্প (অন্যের নহে)। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন 'স্বপ্ন-মায়াসরূপা'। [এই সৃষ্টি] স্বপ্নের সমান এবং মায়ার সমান ॥ ৭

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ ॥ ৮

[মতান্তরমাহ—ইচ্ছামাত্রমিতি।]—প্রভোঃ (সর্ব্বশক্তেঃ ঈশ্বরস্য) ইচ্ছামাত্রং (সংকল্পমাত্রং) সৃষ্টিঃ (জগৎ), ইতি সৃষ্টৌ (সৃষ্টিবিষয়ে) বিনিশ্চিতাঃ (নিশ্চিত-বুদ্ধয়ঃ) [মন্যন্তে ইতি শেষঃ]। কালচিন্তকাঃ (জ্যোতির্বিদঃ) [পুনঃ] ভূতানাং (উৎপন্ন-পদার্থানাং) কালাৎ (নিত্যস্বরূপাৎ) প্রসূতিং (উৎপত্তিং) মন্যন্তে ; [কালাদেব সৃষ্টিরিতি তেষামাশয়ঃ] ॥

সৃষ্টি বিষয়ে মতান্তর বলিতেছেন—সৃষ্টিবিষয়ে যাঁহাদের স্থিরমতি, তাঁহারা মনে করেন যে, সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই সৃষ্টি ; আর কালচিন্তাপরায়ণ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মনে করেন, কাল হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ সৃষ্টির্ঘটাদীনাং সঙ্কল্পনামাত্রং, ন সঙ্কল্পনাতিরিক্তম্। কালাদেব সৃষ্টিরিতি কেচিৎ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

প্রভু (ঈশ্বর) সত্যসংকল্প ; অতএব, তাঁহার ইচ্ছাই—কেবল চিন্তাই—ঘটাদি পদার্থের সৃষ্টি, অর্থাৎ এই সৃষ্টিই কেবল তাঁহার চিন্তার বিকাশ মাত্র ; বস্তুতঃ সংকল্পের অতিরিক্ত কিছু মাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন—কাল হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৮

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা ॥ ৯ ॥ ইতি

সৃষ্টিঃ ভোগার্থং [আত্মন এব] (ভোগায়) ইতি অন্যে (কেচিৎ) [মন্যন্তে]; ক্রীড়ার্থং (লীলার্থং) ইতি চ (এতদপি) অপরে [মন্যন্তে]। দেবস্য (ঈশ্বরস্য) অয়ং (অশোচ্যমানঃ) এষঃ (সৃষ্টি-ক্রিয়ালক্ষণঃ) স্বভাবঃ ; [যতঃ] আপ্তকামস্য (পূর্ণকামস্য) স্পৃহা কা ? (ন কাপি সম্ভবতীত্যাশয়ঃ)।

কেহ কেহ বলেন, ভোগের জন্য সৃষ্টি, অপর সকলে বলেন, ক্রীড়ার জন্য

সৃষ্টি ; [স্বভাববাদী বলেন] ঈশ্বরের ইহাই স্বভাব ; কারণ, পূর্ণকাম ঈশ্বরের আর স্পৃহা কি ? [অভিপ্রায় এই যে, যাহার কামনা আছে, তাহারই আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে, সুতরাং পূর্ণকাম ঈশ্বরের আর স্পৃহা সম্ভব হয় না] ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অন্যে ভোগার্থং, ক্রীড়ার্থমিতি চ সৃষ্টিং মন্যন্তে। অনয়োঃ পক্ষয়োর্দূষণং দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মিতি দেবস্য স্বভাবপক্ষমাশ্রিত্য, সর্ব্বেষাং বা পক্ষাণাম্—আপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি। নহি রজ্জ্বাদীনাম্ অবিদ্যাস্বভাব-ব্যতিরেকেণ সর্পাদ্যাভাসত্বে কারণং শক্যং বক্তুম্ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

অপর সকলে মনে করেন এই সৃষ্টি কেবল ভোগের নিমিত্ত অথবা ক্রীড়ার নিমিত্ত [হইয়াছে]। 'ইহাই দেব—ঈশ্বরের স্বভাব' এই বাক্যে ঈশ্বরীয় স্বভাবপক্ষ অবলম্বনে উক্ত পক্ষদ্বয়ে দোষপ্রদর্শন [করা হইতেছে]; অথবা আপ্তকামের (যাহার কোন বিষয়ই অপ্রাপ্ত বা কাম্য নাই, তাহার) আর স্পৃহা কি ?' এই কথায় [পূর্ব্বোক্ত] সমস্ত পক্ষেরই দোষ প্রদর্শন [করা হইয়াছে]। কেন না, রজ্জুপ্রভৃতির যে, সর্পাদি আকারে প্রতিভাস (স্ফূর্ত্তি), রজ্জুপ্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই তাহার কারণ বলিতে পারা যায় না। ॥ ৯

অথ শ্রুত্যারম্ভঃ।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং নপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭

[পারম্পর্য্যক্রমপ্রাপ্তং চতুর্থং পাদং বক্তুমুপক্রমতে "নান্তঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদিনা।] —অন্তঃপ্রজ্ঞং (বাসনাময়সূক্ষ্মভুজং) ন ; [এতেন তৈজসাৎ ব্যাবৃত্তিঃ] ; বহিঃপ্রজ্ঞং

(বাহ্যবিষয়ভুক্) ন ; [এতেন স্থূলভুগ্ বিশ্বতো ব্যাবৃত্তিঃ]। উভয়তঃপ্রজ্ঞং (জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্তরালে প্রজ্ঞা যস্য, তৎ তথোক্তং, তথাবিধং) ন ; প্রজ্ঞানঘনং (সুষুপ্তাবস্থং) ন [এতেন সুষুপ্তাবস্থাপন্ন-প্রাজ্ঞাৎ ব্যাবৃত্তিঃ]। প্রজ্ঞং (যুগপৎ সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃ) ন ; অপ্রজ্ঞং (অচৈতন্যং) [চ] ন ; [অতঃপরং নির্ব্বিশেষস্য জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বমাহ—অদৃশ্য মিত্যাদিনা।] অদৃশ্যং (চক্ষুরবিষয়ঃ), [অতএব] অব্যবহার্য্যং (ইদন্তয়া ব্যবহারাযোগ্যং) ; অগ্রাহ্যং (কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ গ্রহীতুমশক্যং), অলক্ষণং (অলিঙ্গং অনুমানাগোচরং), [অতএব] অচিন্ত্যং (মনসোঽপি অগম্যং), [অতএব] অব্যপদেশ্যং (শব্দৈঃ নির্দ্দেষ্টুমশক্যং), একাত্মপ্রত্যয়সারং (একঃ কেবলঃ যঃ আত্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বাস্বপি অবস্থাসু 'আত্মা' ইতি অব্যভিচারী প্রত্যয়ঃ—জ্ঞানং, তৎসারং তেন অনুসরণীয়মিত্যর্থঃ ; যদ্বা, একঃ আত্মপ্রত্যয়ঃ—'অহম্' ইতি জ্ঞানং সারং প্রমাণং যস্য অধিগমে, তৎ তথা), প্রপঞ্চোপশমং (জাগ্রদাদি-স্থান-সম্বন্ধশূন্যং), [অতঃ] শান্তং (নির্ব্ব্যাপারং), শিবং (মঙ্গলময়ং) চতুর্থং (তুরীয়ং) মন্যন্তে [বিবেকিনঃ]। সঃ (তুরীয়ঃ) আত্মা (প্রত্যক্স্বরূপঃ) ; সঃ [চ] বিজ্ঞেয়ঃ (তৎসাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বমিতি ভাবঃ)॥

বিবেকিগণ চতুর্থকে (তুরীয়কে) মনে করেন যে, তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস নহেন ; বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব নহেন ; জাগ্রৎও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসম্পন্ন নহেন ; প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ নহেন ; জ্ঞাতা নহেন ; অচেতন নহেন ; পরন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, 'ইহা অমুক' ইত্যাকার ব্যবহারের অযোগ্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, [অনুমানযোগ্য] কোনরূপ চিহ্নরহিত, মানস-চিন্তার অবিষয়, শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য ; কেবল 'আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতিগম্য, জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, শান্ত (নিবিকার) ; মঙ্গলময়, অদ্বৈত। তিনিই আত্মা ; এবং তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য পদার্থ॥ ৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

চতুর্থঃ পাদঃ ক্রমপ্রাপ্তো বক্তব্য ইত্যাহ—নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদিনা। সর্ব্বশব্দ-প্রবৃত্তিনিমিত্তশূন্যত্বাৎ তস্য শব্দানভিধেয়ত্বমিতি বিশেষ-প্রতিষেধেনৈব তুরীয়ং নির্দিদিক্ষতি। শূন্যমেব তর্হি ; তন্ন, মিথ্যাবিকল্পস্য নির্নিমিত্তত্বানুপপত্তেঃ ; ন হি রজত-সর্প-পুরুষ-মৃগতৃষ্ণিকাদিবিকল্পাঃ শুক্তিকা-রজ্জু-স্থাণূষরাদি-ব্যতিরেকেণ অবস্ত্বাস্পদাঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্।

এবং তর্হি প্রাণাদিসর্ব্ববিকল্পাস্পদত্বাৎ তুরীয়স্য শব্দবাচ্যত্বম্ ইতি ন প্রতিষেধৈঃ প্রত্যাখ্যেয়ত্বম্ উদকাধারাদেরিব ঘটাদেঃ ; ন, প্রাণাদিবিকল্পস্যাসত্ত্বাৎ শুক্তিকাদিষিব রজতাদেঃ ; ন হি সদসতোঃ সম্বন্ধঃ শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভাক্, অবস্তুত্বাৎ ; নাপি প্রমাণান্তরবিষয়ত্বং স্বরূপেণ গবাদিবৎ, আত্মনো নিরুপাধিকত্বাৎ ; গবাদিবৎ নাপি জাতিমত্ত্বং, অদ্বিতীয়ত্বেন সামান্য-বিশেষাভাবাৎ, নাপি ক্রিয়াবত্ত্বং পাচকাদিবৎ, অবিক্রিয়ত্বাৎ ; নাপি গুণবত্ত্বং নীলাদিবৎ ; নির্গুণত্বাৎ ; অতো নাভিধানেন নির্দ্দেশমর্হতি ।

শশ-বিষাণাদিসমত্বাৎ নিরর্থকত্বং তর্হি ? ন, আত্মত্বাবগমে তুরীয়স্য অনাত্ম-তৃষ্ণাব্যাবৃত্তিহেতুত্বাৎ শুক্তিকাবগম ইব রজততৃষ্ণায়াঃ ; ন হি তুরীয়স্যাত্মত্বাবগমে সতি অবিদ্যাতৃষ্ণাদিদোষাণাং সম্ভবোঽস্তি । ন চ তুরীয়স্য আত্মত্বাবগমে কারণমস্তি, সর্ব্বোপনিষদাং তাদর্থ্যেনোপক্ষয়াৎ—"তত্ত্বমসি ।" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম ।" "তৎ সত্যম্, স আত্মা" "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম ।" "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ ।" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদীনাম্ ।

সোঽয়মাত্মা পরমার্থাপরমার্থরূপশ্চতুষ্পাদিত্যুক্তঃ । তস্যাপরমার্থরূপমবিদ্যাকৃতং রজ্জুসর্পাদিসমমুক্তং পাদত্রয়লক্ষণং বীজাঙ্কুরস্থানীয়ম্ । অথেদানীমবীজাত্মকং পরমার্থস্বরূপং রজ্জুস্থানীয়ং সর্পাদিস্থানীয়োক্তস্থানত্রয়নিরাকরণেনাহ—নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদিনা ।

নমু আত্মনশ্চতুষ্পাত্ত্বং প্রতিজ্ঞায় পাদত্রয়কথনেনৈব চতুর্থস্যান্তঃ-প্রজ্ঞাদিভ্যোঽন্যত্বে সিদ্ধে "নান্তঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদিপ্রতিষেধোঽনর্থকঃ ; ন, সর্পাদি-বিকল্প-প্রতিষেধেনৈব রজ্জুস্বরূপপ্রতিপত্তিবৎ ত্র্যবস্থস্যৈব আত্মনস্তুরীয়ত্বেন প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ, "তত্ত্বমসি" ইতিবৎ । যদি হি ত্র্যবস্থাত্মবিলক্ষণং তুরীয়মন্যৎ, তৎপ্রতি-পত্তিদ্বারাভাবাৎ শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যং শূন্যতাপত্তির্ব্বা । রজ্জুরিব সর্পাদিভির্ব্বিকল্প্যমানা স্থানত্রয়েঽপি আত্মৈক এবান্তঃপ্রজ্ঞাদিত্বেন বিকল্প্যতে যদা, তদা অন্তঃ-প্রজ্ঞাদিত্ব-প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণসমকালমেব আত্মনি অনর্থপ্রপঞ্চনিবৃত্তিলক্ষণং ফলং পরিসমাপ্তম্, ইতি তুরীয়াধিগমে প্রমাণান্তরং সাধনান্তরং বা ন মৃগ্যম্ ; রজ্জু-সর্পবিবেকসমকাল ইব রজ্জ্বাং সর্পনিবৃত্তিফলে সতি ;রজ্জ্বধিগমস্য । যেষাং পুন-স্তমোঽপনয়নব্যতিরেকেণ ঘটাধিগমে প্রমাণং ব্যাপ্রিয়তে, তেষাং ছেদ্যাবয়ব-সম্বন্ধ বিয়োগব্যতিরেকেণ অন্যতরাবয়বেঽপি ছিদির্ব্যাপ্রিয়ত ইত্যুক্তং স্যাৎ । যদা

পুনর্ঘট-তমসোর্ব্বিবেককরণে প্রবৃত্তং প্রমাণমনুপাদিৎসিতত্তমোনিবৃত্তিফলাবসানং ছিদিরিব চ্ছেত্ত্যাবয়বসম্বন্ধ-বিবেককরণে প্রবৃত্তা তদবয়বদ্বৈধীভাবফলাবসানা, তদা নান্তরীয়কং ঘটবিজ্ঞানং, ন তৎ প্রমাণফলম্ ।

ন চ তদ্বদপি আত্মন্যধ্যারোপিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিবিবেককরণে প্রবৃত্তস্য প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণস্য অনুপাদিৎসিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি-নিবৃত্তিব্যতিরেকেণ তুরীয়ে ব্যাপারোপপত্তিঃ, অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিনিবৃত্তিসমকালমেব প্রমাতৃত্বাদিভেদনিবৃত্তেঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—"জ্ঞাতেহদ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইতি। জ্ঞানস্য দ্বৈতনিবৃত্তিলক্ষণ-ব্যতিরেকেণ ক্ষণান্তরানবস্থানাৎ, অবস্থানে বা অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ দ্বৈতানিবৃত্তিঃ ; তস্মাৎ প্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণব্যাপারসমকাল এব আত্মনি অধ্যারোপিতান্তঃপ্রজ্ঞত্বাদ্যনর্থনিবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্ ।

নান্তঃপ্রজ্ঞমিতি তৈজসপ্রতিষেধঃ। ন বহিঃপ্রজ্ঞমিতি বিশ্বপ্রতিষেধঃ। নোভয়তঃপ্রজ্ঞমিতি জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োরন্তরালাবস্থাপ্রতিষেধঃ। ন প্রজ্ঞানঘনমিতি সুষুপ্তাবস্থাপ্রতিষেধঃ, বীজভাবাবিবেকস্বরূপত্বাৎ। ন প্রজ্ঞমিতি যুগপৎ সর্ব্ব-বিষয়জ্ঞাতৃত্বপ্রতিষেধঃ। নাপ্রজ্ঞমিতি অচৈতন্যপ্রতিষেধঃ।

কথং পুনরন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদীনামাত্মনি গম্যমানানাং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবৎ প্রতিষেধাৎ অসত্ত্বং গম্যত ইতি ? উচ্যতে—জ্ঞস্বরূপাবিশেষেঽপি ইতরেতরব্যভিচারাৎ অসত্যত্বং রজ্জ্বাদাবিব সর্পধারাদিবিকল্পভেদবৎ ; সর্ব্বত্রাব্যভিচারাজ্‌জ্ঞস্বরূপস্য সত্যত্বম্। সুষুপ্তে ব্যভিচরতীতি চেৎ, ন, সুষুপ্তস্যানুভূয়মানত্বাৎ, "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ ; অত এবাদৃশ্যম্। যস্মাদদৃষ্টং, তস্মাদব্যবহার্য্যম্। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ। অলক্ষণম্ অলিঙ্গমিত্যেতৎ, অননুমেয়মিত্যর্থঃ। অত এবাচিন্ত্যম্। অত এব অব্যপদেশ্যং শব্দৈঃ। একাত্মপ্রত্যয়সারং জাগ্রদাদি-স্থানেষু একএবায়মাত্মা ইত্যব্যভিচারী যঃ প্রত্যয়ঃ, তেনানুসরণীয়ম্ ; অথবা এক আত্মপ্রত্যয়ঃ সারঃ প্রমাণং যস্য তুরীয়স্যাধিগমে, তৎ তুরীয়মেকাত্মপ্রত্যয়সারম্, "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি শ্রুতেঃ। অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিস্থানিধর্ম্ম প্রতিষেধঃ কৃতঃ, প্রপঞ্চোপশমমিতি জাগ্রদাদিস্থানধর্ম্মাভাব উচ্যতে। অতএব শান্তম্ অবিক্রিয়ং, শিবং, যতোঽদ্বৈতং ভেদবিকল্পরহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যন্তে, প্রতীয়মানপাদত্রয়রূপ-বৈলক্ষণ্যাৎ। স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ইতি প্রতীয়মানসর্পদণ্ডভূচ্ছিদ্রাদিব্যতিরিক্তা যথা রজ্জুঃ, তথা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিবাক্যার্থঃ। আত্মা "অদৃষ্টো দ্রষ্টা।" "ন হি

দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদিভিরুক্তো যঃ, স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূর্বগত্যা। জ্ঞাতে দ্বৈতাভাবঃ ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

পারম্পর্য্য ক্রমানুসারে এখন চতুর্থ পাদটি বলা আবশ্যক ; এইজন্য "নান্তঃপ্রজ্ঞং" ইত্যাদি বাক্যে তাহা বলিতেছেন। তদ্‌বিষয়ে কোন শব্দেরই প্রবৃত্তি (প্রকাশন সামর্থ্য) নাই ; সুতরাং তিনি শব্দ-বাচ্য নহেন ; এই নিমিত্ত [লোকপ্রতীতির যোগ্য] বিশেষ ধর্ম্মের প্রতিষেধ দ্বারাই তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

[ভাল, তুরীয়ে যদি কোনরূপই বিশেষ ভাব না থাকে]; তাহা হইলে তাহাত শূন্য হইয়া পড়ে ? না—তাহা শূন্য নহে ; কারণ, বিনা কারণে কখনই মিথ্যাময় কল্পনা হইতে পারে না ; কেননা, শুক্তি, রজ্জু, স্থাণু (কাণ্ডশাখাদিবিহীন বৃক্ষাংশ) ও মরুভূমি প্রভৃতি আশ্রয় ব্যতিরেকে নিরাশ্রয়ভাবে কখনই [যথাক্রমে] রজত, সর্প মনুষ্য মৃগতৃষ্ণাদি ভ্রমপ্রতীতি কল্পনা করিতে পারা যায় না। তিনি যদি সর্ব্বকল্পনার আশ্রয় স্থান হন, তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থ যেরূপ জলাধারাদিরূপে শব্দ-বাচ্য হয়, সেইরূপ তুরীয়ও [ভ্রমাধিষ্ঠানরূপে] শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন ; সুতরাং নিষেধ দ্বারা তাহার প্রতীতি সম্পাদনের আবশ্যক হয় না। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, শুক্তিকা প্রভৃতিতে কল্পিত রজতাদির ন্যায় প্রাণাদির কল্পনাও অসৎ —অবস্তু ; সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই শব্দজনিত বোধের বিষয় হইতে পারে না ; কারণ, উহা অবস্তু—মিথ্যা। আর গবাদি সত্য পদার্থ যেরূপ স্বরূপতই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের বিষয় হয়, সেরূপও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা বস্তুটি নিরুপাধিক। গবাদির ন্যায় জাতিবিশিষ্টও নহে, কারণ, অদ্বিতীয় পদার্থের সামান্য বিশেষভাব নাই ; আর পাচকাদির ন্যায় ক্রিয়াবত্ত্বও নাই, কারণ, অবিক্রিয়,

নীলাদি দ্রব্যের ন্যায় গুণবত্তাও নাই, কারণ, তিনি নির্গুণ; কাজেই তিনি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশযোগ্য হন না।

ভাল, তাহা হইলে ত শশবিষাণাদির ন্যায় আনর্থক্য দোষ ঘটে; না—শুক্তিকার জ্ঞান হইলে যেমন মৃগতৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তুরীয়কে আত্মা বলিয়া অবগত হইলেও তেমনি অনাত্ম-বিষয়ক তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, ঐ আত্মাবগমই তৃষ্ণানিবৃত্তির হেতু; [সুতরাং তুরীয় বস্তুটি নিরর্থক নহে]। আর তুরীয়কে আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে যে কোন প্রতিবন্ধক আছে, তাহাও নহে; কেন না, ঐ আত্মত্বাবগতির উদ্দেশেই সমস্ত উপনিষৎ শাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে— 'তুমি তৎস্বরূপ', 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ', 'তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা' 'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্রহ্ম', 'তিনিই বাহ্য, আভ্যন্তর ও জন্মরহিত (নিত্য)', 'এই সমস্তই আত্মস্বরূপ' ইত্যাদি। সেই এই আত্মাই পরমার্থ ও অপরমার্থ পাদচতুষ্টয় বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বীজাঙ্কুর স্থানপাতী যে তাহার পাদত্রয়, তাহা অবিদ্যা-কৃত—অপারমার্থিক; সুতরাং রজ্জুসর্পতুল্য কথিত হইয়াছে। তাহার পর এখন পূর্ব্বোক্ত সর্পাদিস্থানীয় স্থানত্রয় প্রতিষেধ দ্বারা অবীজাত্মক রজ্জুস্থানীয় পারমার্থিক স্বরূপ প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন "নান্তঃপ্রজ্ঞং" ইত্যাদি।

ভাল, আত্মার চতুষ্পদত্ব প্রতিজ্ঞার পর পাদত্রয় নিরূপণেই ত 'অন্তঃপ্রজ্ঞ' প্রভৃতি হইতে চতুর্থ পাদের পার্থক্য সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং "নান্তপ্রজ্ঞং" ইত্যাদি প্রতিষেধক বাক্য নিরর্থক বা অনাবশ্যক। না—নিরর্থক হয় না; কারণ, কল্পিত সর্পাদি পদার্থের নিষেধ দ্বারাই যেমন রজ্জুর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তেমনি অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট আত্মারই এখানে [ঐ অবস্থাত্রয়ের প্রতিষেধ দ্বারা] তুরীয়ভাব প্রতিপাদন করা অভিপ্রেত; যেমন "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যে হইয়াছে। অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট আত্ম-বিলক্ষণ তুরীয় যদি সেই অবস্থাত্রয়সম্পান্ন

আত্মা হইতে অন্য—অতিরিক্ত হইত, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভের কোনরূপ উপায়ই থাকিত না; সুতরাং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রোপদেশেরও আনর্থক্য ঘটিতে পারিত; পক্ষান্তরে শূন্যবাদও আসিয়া পড়িতে পারিত। বস্তুতঃ রজ্জু যেরূপ সর্পাদিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ একই আত্মা যখন পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ে অন্তঃপ্রজ্ঞাদিরূপে কল্পিত হইতেছে, তখন অন্তঃপ্রজ্ঞত্ব প্রভৃতি অবস্থার প্রতিষেধ-সমকালেই আত্মাতে আরোপিত অনর্থরাশির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান-ফল সমাপ্ত হইয়া যায়; এই কারণে তুরীয়-বিজ্ঞানের জন্য আর পৃথক্ সাধন বা প্রমাণের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয় না; রজ্জু-সর্পের বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলেই যেরূপ রজ্জুতে সর্পনিবৃত্তিরূপ ফল সিদ্ধ হয়, রজ্জু-জ্ঞানের জন্য আর পৃথক্ প্রমাণের আবশ্যক হয় না, ইহাও তদ্রূপ।

আর যাহাদের মতে [অন্ধকারস্থিত] ঘট জানিবার জন্য তত্রত্য অন্ধকারের অপনয় ছাড়া আরও প্রমাণের আবশ্যক হয়, তাহাদের মতে ছেদ্য বস্তুর অবয়ব-সম্বন্ধ ধ্বংস করাই ছেদনক্রিয়ার ফল হইলেও অবয়ব-সম্বন্ধ ধ্বংস ভিন্ন তদবয়বেও ছেদনক্রিয়ার অন্য কোনরূপ ব্যাপার বা কার্য্য হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয় (*)। ছেদ্য বস্তুর অবয়বের সংযোগ-বিনাশে প্রবৃত্ত ছেদনক্রিয়া যেরূপ সেই অবয়বের দ্বৈধীভাবমাত্র (দ্বিখণ্ডিত করণমাত্র) ফল সম্পাদন করিয়াই পরিসমাপ্ত

* তাৎপর্য্য—ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, যে বিষয়ে জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই জ্ঞানই তদ্গত অজ্ঞান নিবৃত্তি করিয়া সেই বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া দেয়, তদর্থে আর প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না। এখন পরপক্ষ নিরাশ দ্বারা সেই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছেন। অন্ধকারস্থ ঘটকে জানিতে হইলে দীপের সাহায্যে অন্ধকার নিবৃত্তি করা আবশ্যক হয়, ঐ অন্ধকার-নিবৃত্তি-বিষয়েই দীপের ব্যাপার বা চেষ্টা হইয়া থাকে; অন্য বিষয়ে নহে। এখন যদি সেই দীপের অন্ধকার-নিবৃত্তি ভিন্ন আরও কোন ব্যাপার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঠিক এইরূপ কথাই স্বীকার করা হয় যে, ছেদন একটি ক্রিয়া, তাহার কার্য্য—ছেদ্যবস্তুর অবয়বসম্বন্ধ ধ্বংস করিয়া দেওয়া; তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ে উহার কোনরূপ কার্য্য নাই; ইহা সর্ব্বসম্মত কথা। এখন যদি অন্ধকার-নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য বিষয়েও দীপের ব্যাপার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ঐ ছেদন-ক্রিয়াটিও অবয়ব-সংযোগ ধ্বংস ছাড়া সেই অবয়বেও অন্য কোনরূপ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়; অথচ তাহা কেহই স্বীকার করে না। অতএব অজ্ঞান-নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য বিষয়ে জ্ঞানের ব্যাপার কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না।

হয়, ঠিক সেইরূপ ঘট ও অন্ধকারের বিশ্লেষণার্থ প্রবৃত্ত প্রমাণও যখন অনুপাদিৎসিত (যাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা নাই, সেই) অন্ধকার-নিবৃত্তি-রূপ ফলসম্পাদনেই সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহারই আনুষঙ্গিক ঘটবিষয়ক জ্ঞান কখনই সেই প্রমাণের ফলস্বরূপ হইতে পারে না। সেইরূপ তাহার পক্ষেও আত্মাতে আরোপিত অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের অপনয়নে প্রবৃত্ত নিষেধ-বোধক প্রমাণের ('নান্তঃপ্রজ্ঞং' ইত্যাদির) অনুপাদেয় অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিধর্ম্ম-নিবারণ ভিন্ন তুরীয়ব্রহ্মে অন্য কোনরূপ ব্যাপার উপপন্ন হয় না; কেননা, যেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয়, তন্মুহূর্ত্তেই [আত্মার] প্রমাতৃত্বাদি (জ্ঞাতৃত্বাদি) ভেদেরও নিবৃত্তি হইয়া যায়; [প্রমাণ-প্রমাতৃত্বাদিভাবগুলি ভেদসাপেক্ষ; সুতরাং তখন তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না]। সেইরূপ বলাও হইবে যে, "তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে দ্বৈত বা ভেদবুদ্ধি থাকে না।" কারণ, ঐ প্রমাণ-জ্ঞান দ্বৈতনিবৃত্তিসময়ের পর আর ক্ষণমাত্রও থাকে না; আর যদি বল, তখনও থাকে, তাহা হইলেত অনবস্থা দোষই উপস্থিত হইয়া পড়ে (*), ফলে দ্বৈতনিবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব উক্ত নিষেধজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যে, আত্মাতে অধ্যারোপিত অনর্থকর অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া যায়; ইহা প্রমাণিত হইল।

'নান্তঃপ্রজ্ঞ' এইটি 'তৈজসের' প্রতিষেধ; 'ন বহিঃপ্রজ্ঞ' এইটি 'বিশ্বের প্রতিষেধ; 'নোভয়তঃপ্রজ্ঞ' ইহা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার প্রতিষেধ; 'ন প্রজ্ঞানঘন' এটি সুষুপ্তাবস্থার প্রতি-ষেধ; কারণ, উহার স্বরূপটি বীজভাবাপন্ন অবিবেকাত্মক; 'ন প্রজ্ঞ'

* তাৎপর্য্য—অদ্বৈততত্ত্ব বুঝিবার জন্য যে সকল প্রমাণের ব্যবহার হইয়া থাকে, সেগুলিও দ্বৈতপ্রপঞ্চান্তর্গত—অদ্বৈতের অন্তর্ভূত নহে। অতএব, ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা যখন দ্বৈত নিবৃত্তি হইয়া যায়, তৎসঙ্গে সেই দ্বৈত প্রমাণগুলিও অন্তর্হিত হইয়া পড়ে; নচেৎ সেই দ্বৈত-প্রমাণ নিবৃত্তির জন্যও আবার অপর একটি প্রমাণ গ্রহণ করিতে হয়, সে-টিও দ্বৈতাত্মক; সুতরাং তন্নিবৃত্তির জন্যও আর একটি প্রমাণ এবং তন্নিবৃত্তির জন্যও আর একটি প্রমাণ গ্রহণের আবশ্যক হয়; এইরূপে প্রমাণ কল্পনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহার আর কুত্রাপি বিশ্রাম হইতে পারে না, এখানে এইরূপ 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে।

এইটি এককালে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষেধ; আর 'ন অপ্রজ্ঞ' এইটি চৈতন্যের প্রতিষেধ [বুঝিতে হইবে]।

প্রশ্ন হইতেছে যে, অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ভাবগুলি যখন আত্মাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কেবল প্রতিষেধ-বলে রজ্জু সর্পাদির ন্যায় তাহাদের অসত্তা বা মিথ্যাত্ব বুঝা যায় কিরূপে? [উত্তর—] বলা হইতেছে—[বিশ্ব তৈজসাদির] স্বরূপগত চৈতন্যাংশে কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিলেও উহাদের একটির অবস্থিতিকালে যখন অপরটি থাকে না; তখন উহারা ইতরেতর-ব্যভিচারী অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ছাড়িয়া থাকে; এই কারণেই রজ্জুতে কল্পিত সর্প ও জলধারাদির ন্যায় উহারা অসত্য—মিথ্যা; আর আত্মার জ্ঞাতৃভাবটি কোথাও ব্যভিচারী হয় না,—সর্ব্বত্রই অনুস্যূত থাকে; সুতরাং উহা সত্য। যদি বল, সুষুপ্তিকালে আত্মারও ত জ্ঞাতৃভাব থাকে না; সুতরাং উহ ও ব্যভিচারী হইতে পারে? না; সে সময়েও [তাহার জ্ঞাতৃভাব] অনুভব-গোচর হইয়া থাকে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, 'বিজ্ঞাতা আত্মার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না', আর এই কারণেই [তুরীয়] অদৃশ্য (দর্শনের অযোগ্য)। যেহেতু অদৃশ্য, সেই হেতুই অব্যবহার্য্য, [এবং] কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য (গ্রহণযোগ্য নহে)। অলক্ষণ অর্থ—জ্ঞানোপ-যোগী লিঙ্গরহিত, অর্থাৎ অনুমানের অবিষয়; অচিন্তনীয় বলিয়াই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশের যোগ্য নহে। 'একাত্ম-প্রত্যয়সার' অর্থ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়ে অনুভূয়মান আত্মা এক—অভিন্ন; এই প্রকার যে প্রতীতি, তাহা দ্বারা তাহার অনুসরণ বা অনুসন্ধান করিতে হয়; অথবা, আত্ম-প্রত্যয় অর্থ—'আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতিই যাহার তুরীয়ের অনুভব-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ; সেই তুরীয় পদার্থ 'একাত্ম-প্রত্যয়সার' পদবাচ্য; কেননা, 'তাহাকে কেবল 'আত্মা' বলিয়াই উপাসনা করিবে,' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত, জাগ্রদাদি স্থানবর্ত্তী আত্মার অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের

(স্থানিধর্ম্মের) প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে। এখন 'প্রপঞ্চোপশম" ইত্যাদি কথায় [আত্মাতে] জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি স্থানধর্ম্মেরও অভাব (প্রতিষেধ) কথিত হইতেছে। [যেহেতু প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ জাগ্রদাদি সম্বন্ধশূন্য], অতএব, শান্ত অর্থাৎ নির্বিকার ও শিব (মঙ্গলময়); যেহেতু (জ্ঞানিগণ) অদ্বৈত অর্থাৎ ভেদ-কল্পনারহিত চতুর্থ—তুরীয় বলিয়া মনে করেন ; কেন না, পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয়ের যাহা স্বরূপ, এই চতুর্থ তাহা হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্নপ্রকার। সেই তুরীয়ই [প্রকৃত] আত্মা, এবং তাহাই বিশেষরূপে জ্ঞেয়। রজ্জু যেমন প্রতীয়মান সর্প, দণ্ড ও ভূ-রেখা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, তেমনি 'তুমি তৎস্বরূপ', ইত্যাদি বাক্য প্রতিপাদ্য যে আত্মা—কেবলই 'দ্রষ্টা, কিন্তু দৃষ্টির বিষয় নহে', এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হয় না' ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে ; তাহাকেই জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। 'জানিতে হইবে' এই কথাটি 'ভূতপূর্ব্ব- গতি' নিয়মানুসারে কথিত হইয়াছে *। কেন না, জ্ঞানের পর আর দ্বৈত প্রপঞ্চ থাকে না বা থাকিতে পারে না ; সুতরাং তখন আর কিছুই বিজ্ঞেয় থাকিতে পারে না ॥ ৭

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥ ১০

[ইদানীং "নান্তঃপ্রজ্ঞম্" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তে অর্থে শ্লোকান্ অবতারয়িতুমাহ—অত্রেতি]।—অব্যয়ঃ (সর্ব্বপ্রকার-বিকার-বর্জ্জিতঃ) ঈশানঃ (ঈশনাদি-শক্তিমান্ তুরীয়ঃ) সর্ব্বদুঃখানাং (প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্বাদিরূপাণাং) নিবৃত্তেঃ (প্রশমনস্য) প্রভুঃ (সমর্থঃ) [ভবতি]। [যতঃ] সর্ব্বভাবানাং (সর্ব্ব-

(*) তাৎপর্য্য—অদ্বৈত আত্মজ্ঞান হইলে সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইয়া যায় ; তখন জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বিভাগ থাকে না ; বিশেষতঃ শ্রুতি এখানেও যখন তুরীয়কে 'অব্যবহার্য্য' বলিয়াছেন, তখন তাহাকেই আবার 'বিজ্ঞেয়' বলিয়া উপদেশ করিতেছেন কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ভূতপূর্ব্বগতি আশ্রয়ে, অর্থাৎ অবিদ্যাদশায় যে, জ্ঞেয়ত্ব ছিল, সেই জ্ঞেয়ত্ব স্মরণ করিয়াই তুরীয়কেও বিজ্ঞেয় বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তুরীয় দশায় বিজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধ নাই।

বস্তূনাং) [মিথ্যাত্বং] অদ্বৈতঃ (অদ্বিতীয়ত্বলক্ষণঃ) দেবঃ (প্রকাশশীলঃ) তুর্য্যঃ (তুরীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) প্রভুঃ (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ) [কিবেকিভিরিতি শেষঃ]।

সর্ব্বপ্রকার বিকার-বর্জ্জিত ঈশান-পদবাচ্য তুরীয়ই প্রাজ্ঞ-তৈজসাদিভাবাত্মক সমস্ত দুঃখনিবৃত্তির প্রভু। কেননা, [মিথ্যাময়] সর্ব্ব বস্তুর সম্বন্ধে প্রকাশ-স্বভাব অদ্বৈত তুরীয়ই প্রভু বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। প্রাজ্ঞতৈজস-বিশ্বলক্ষণানাং সর্ব্বদুঃখানাং নিবৃত্তেঃ ঈশানস্তুরীয় আত্মা। ঈশান ইত্যস্য পদস্য ব্যাখ্যানং প্রভুরিতি ; দুঃখনিবৃত্তিং প্রতি প্রভুর্ভবতীত্যর্থঃ ; তদ্বিজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ দুঃখনিবৃত্তেঃ। অব্যয়ো ন ব্যেতি স্বরূপাৎ ন ব্যভিচরতি ন চ্যবত ইত্যেতৎ। কুতঃ ? যস্মাদদ্বৈতঃ, সর্ব্বভাবানাং—সর্পাদীনাং রজ্জুবদনৃতা সত্যা চ এবং তুরীয়ঃ, "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ, অতো রজ্জুসর্পবৎ মৃষাত্বাৎ। স এষ দেবো দ্যোতনাৎ, তুর্য্যশ্চতুর্থঃ, বিভুর্ব্যাপী স্মৃতঃ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ।

ঈশান অর্থ—তুরীয় আত্মা ; তিনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বাদিরূপ সমস্ত দুঃখের নিবারণে প্রভু। 'প্রভু' কথাটি 'ঈশান' শব্দেরই অর্থ-প্রকাশক। [উহার অর্থ এই যে,] সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তির সম্বন্ধে প্রভু হন ; কেননা, তদ্‌বিষয় জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র কারণ। অব্যয় অর্থ—তিনি ব্যয়িত হন না—স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না, অর্থাৎ নিজের স্বরূপ কখনই পরিত্যাগ করেন না। ইহা কি কারণে হয় ? যেহেতু তিনি অদ্বৈত ও সত্য ; অন্য সমস্ত পদার্থই রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা। অতএব দ্যুতিমান্ বলিয়া দেবপদবাচ্য সেই এই তুরীয়—চতুর্থ-বিভু অর্থাৎ সর্ববব্যাপী বলিয়া অভিহিত হন ॥ ১০

কার্য্য-কারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্ব-তৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ ॥ ১১

[বিশ্বাদীনামবান্তর-স্বরূপ-নিরূপণেন তুরীয়মেব নির্দ্ধারয়তি কার্য্যেত্যাদিনা]। তৌ (পূর্ব্বোক্তৌ) বিশ্ব তৈজসৌ কার্য্য-কারণবদ্ধৌ (কার্য্যং ফলাবস্থা, কারণং বীজাবস্থা, তাভ্যাং পরিগৃহীতৌ) ইষ্যেতে (স্বীকৃতৌ) [জ্ঞানিভিঃ]। প্রাজ্ঞঃ তু (পুনঃ) কারণবদ্ধঃ (কারণেন বীজভাবেন এব বদ্ধঃ) [ইষ্যতে]। তৌ দ্বৌ (পূর্ব্বোক্তৌ বীজভাব-ফলভাবৌ) তুর্য্যে (চতুর্থে) ন সিধ্যতঃ (ন বিদ্যেতে)।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব ও তৈজস, উভয়ই কার্য্য—ফলাবস্থা ও কারণ—বীজাবস্থা দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হন; প্রাজ্ঞ কিন্তু কেবলই কারণস্বরূপ বীজভাব (তত্ত্বজ্ঞানের অভাব) দ্বারাই আবদ্ধ। তুরীয় আত্মায় ঐ দুইই সম্ভব হয় না॥১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিশ্বাদীনাং সামান্যবিশেষভাবো নিরূপ্যতে তুর্য্যযাথাত্ম্যাবধারণার্থম্—কার্য্যং—ক্রিয়তে ইতি ফলভাবঃ, কারণং—করোতীতি বীজভাবঃ। তত্ত্বাগ্রহণান্যথা-গ্রহণাভ্যাং বীজফলভাবাভ্যাং তৌ যথোক্তৌ বিশ্ব-তৈজসৌ বদ্ধৌ সংগৃহীতৌ ইষ্যেতে। প্রাজ্ঞস্তু বীজভাবেনৈব বদ্ধঃ। তত্ত্বাপ্রতিবোধমাত্রমেব হি বীজং প্রাজ্ঞত্বে নিমিত্তম্। ততো দ্বৌ তৌ বীজফলভাবৌ তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণে তুরীয়ে ন সিধ্যতঃ ন বিদ্যেতে, ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ॥ ১১

ভাষানুবাদ।

তুরীয় আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণার্থ বিশ্বাদির মধ্যে একটা সামান্য-বিশেষভাব (সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্মের সদ্ভাব) নিরূপণ করা হইতেছে—কার্য্য অর্থ—যাহা করা হয়, সেই ফলভাব বা ফলাবস্থা; কারণ অর্থ—কার্য্যের যাহা কারণ সেই বীজভাব; আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানরূপ বীজভাব ও ফলভাব দ্বারা যথোক্ত প্রকার সেই বিশ্ব ও তৈজস, উভয়কেই বদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ কিন্তু কেবলই বীজভাব দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবরূপ বীজভাবই প্রাজ্ঞত্বলাভের একমাত্র কারণ; অতএব তত্ত্বজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানরূপ সেই বীজভাব ও ফলভাব দুইটি তুরীয়ে সিদ্ধ হয় না—বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ সম্ভবপর হয় না॥ ১১

নাত্মানং ন পরঞ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি, তুর্য্যং তৎসর্ব্বদৃক্ সদা ॥ ১২

[ইদানীং প্রাজ্ঞস্য কারণবদ্ধত্বং তুরীয়স্য চ তদভাবং সমর্থয়তে "নাত্মানম্" ইত্যাদিনা]।—প্রাজ্ঞঃ (পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ) আত্মানং (স্বস্বরূপং) ন, পরং (আত্ম-বিলক্ষণং বাহ্যং) চ (অপি) ন, সত্যং ন, অনৃতং (অসত্যং) চ অপি—[কিং বহুনা,] কিঞ্চন (কিমপি) নৈব সংবেত্তি (সম্যক্ জানাতি)। তুর্য্যং (চতুর্থং) [পুনঃ] সর্ব্বদা (সর্ব্বস্মিন্ এব কালে) তৎসর্ব্বদৃক্ (পূর্ব্বোক্তং-সর্ব্বং পশ্যতি, অলুপ্ত চৈতন্যস্বভাব ইত্যর্থঃ)। [ইতি তয়োর্বিশেষঃ বেদিতব্যঃ]।

পূর্ব্ব-কথিত প্রাজ্ঞ আত্মা আপনাকে জানে না, পরকেও জানে না। [অধিক কি] সত্য, মিথ্যা কিছুমাত্র দর্শন করে না; [কিন্তু] সেই তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তু দর্শন করিয়া থাকে; তাহার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না ॥ ১২

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কথং পুনঃ কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্য, তুরীয়ে বা তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণলক্ষণৌ বন্ধৌ ন সিধ্যতঃ? ইতি। যস্মাৎ—আত্মানং, বিলক্ষণম্, অবিদ্যাবীজপ্রসূতং বেদ্যং বাহ্যং দ্বৈতম্—প্রাজ্ঞো ন কিঞ্চন সংবেত্তি, যথা বিশ্ব-তৈজসৌ; ততশ্চাসৌ তত্ত্বা-গ্রহণেন তমসা অন্যথাগ্রহণবীজভূতেন বদ্ধো ভবতি। যস্মাৎ তুর্য্যং তৎসর্ব্বদৃক্ সদা তুরীয়াদন্যস্যাভাবাৎ সর্ব্বদা সদৈব ভবতি, সর্ব্বঞ্চ তদ্ দৃক্চেতি সর্ব্বদৃক্, তস্মাৎ ন তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণং বীজম্ তত্র, তৎপ্রসূতস্যান্যথাগ্রহণস্যাপি অতএবাভাবঃ। ন হি সবিতরি সদা প্রকাশাত্মকে তদ্বিরুদ্ধমপ্রকাশনম্ অন্যথাপ্রকাশনং বা সম্ভবতি, "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। অথবা, জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ সর্ব্বভূতাবস্থঃ সর্ব্ববস্তুদৃগাভাসস্তুরীয় এবেতি সর্ব্বদৃক্ সদা, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১২

ভাষানুবাদ।

কেনই বা প্রাজ্ঞ আত্মা কারণবদ্ধ? এবং কেনই বা তুরীয় আত্মাতে তত্ত্বের অগ্রহণ ও বিপরীত গ্রহণাত্মক দ্বিবিধ বন্ধের সম্ভব হয় না? [উত্তর—] যেহেতু প্রাজ্ঞ আত্মা অন্য হইতে বিলক্ষণ স্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) কিংবা অবিদ্যারূপ বীজসম্ভূত বহিঃস্থিত বিজ্ঞেয় পদার্থ

কিছুমাত্র সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না ; অর্থাৎ বিশ্ব ও তৈজস যেরূপ অনুভব করিতে পারে, প্রাজ্ঞ সেরূপ পারে না ; সেই কারণেই এই প্রাজ্ঞ আত্মা তত্ত্বজ্ঞানের অভাব ও বিপরীত জ্ঞানের সদ্ভাবরূপ বন্ধনদ্বয়ে আবদ্ধও হইয়া থাকে। যেহেতু পূর্ব্বকথিত তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অন্য দ্বিতীয় পদার্থ না থাকায় সর্ব্বদাই তিনি সর্ব্বাত্মক এবং দ্রষ্টা, অতএব সর্ব্বদৃক্ থাকেন, এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক অবিদ্যা বীজ তাহাতে থাকে না, এবং সেই বীজসম্ভূত বিপরীত জ্ঞানেরও সম্ভাবনা হয় না। কেন না, নিত্যপ্রকাশময় সূর্য্যে কখনই তদ্বিরুদ্ধ অপ্রকাশ (অন্ধকার) কিংবা অন্যরূপে প্রকাশ পাওয়া সম্ভবপর হয় না ; যেহেতু 'দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হইতে দেখা যায় না' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে। অথবা, 'ইহা ভিন্ন অপর দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-সময়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত তুরীয়ই সর্ব্ববস্তুদ্রষ্টার ন্যায় প্রতিভাসমান হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বদর্শী হইয়া থাকেন ॥ ১২

দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ।
বীজ-নিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে ॥১৩

[তুরীয়ে বীজাভাব-শূন্যতামাহ দ্বৈতেত্যাদি]।—প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ (প্রাজ্ঞস্য তুরীয়স্য চ) উভয়োঃ [এব] দ্বৈতস্য (জগৎপ্রপঞ্চস্য) অগ্রহণং (অনুভবাভাবঃ) তুল্যং (সমানং) [তত্র তু অয়মেব বিশেষঃ, যৎ] প্রাজ্ঞঃ বীজ-নিদ্রাযুতঃ (তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণয়া নিদ্রয়া সম্বদ্ধঃ) ; সা চ (নিদ্রা) তুর্য্যে (তুরীয়ে আত্মনি) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ) ; [অতঃ তয়োর্বিশেষ ইতি ভাবঃ] ॥

প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় উভয়ের পক্ষেই দ্বৈত বিজ্ঞানের অভাব তুল্য। [কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে,] প্রাজ্ঞ আত্মা অবিদ্যা-বীজরূপ নিদ্রাযুক্ত ; আর তুরীয়ে সেই নিদ্রার অভাব ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নিমিত্তান্তরপ্রাপ্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থোহয়ং শ্লোকঃ—কথং দ্বৈতাগ্রহণস্য তুল্যত্বে কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্যৈব, ন তুরীয়স্যেতি প্রাপ্তা আশঙ্কা নিবর্ত্ত্যতে। যস্মাদ্ বীজ-

নিদ্রাযুতঃ, তত্ত্বাপ্রতিবোধো নিদ্রা ; সৈব চ বিশেষপ্রতিবোধপ্রসবস্য বীজং, সা বীজনিদ্রা ; তয়া যুতঃ প্রাজ্ঞঃ সদা সর্ব্বদৃক্‌স্বভাবত্বাৎ, তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণা বীজনিদ্রা তুর্য্যে ন বিদ্যতে ; অতো ন কারণবন্ধস্তস্মিন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

কারণান্তর বশতঃ উপস্থিত আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য এই শ্লোক [আরব্ধ হইতেছে]—অভিপ্রায় এই যে, দ্বৈত জগৎকে উপলব্ধি না করা যখন [উভয়েরই] তুল্য, তখন কেবল প্রাজ্ঞেরই কারণ-বন্ধন হয়, তুরীয়ের হয় না কেন ? এইরূপে যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, [এই শ্লোকে] তাহা নিবারণ করা হইতেছে। যেহেতু বীজ-নিদ্রাযুক্ত, [ইহার অর্থ এই যে,] এখানে নিদ্রা অর্থ—বস্তুতত্ত্ব বোধের অভাব, তাহাই আবার [বস্তুবিষয়ক] বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তির বীজ ; প্রাজ্ঞ সেই বীজ-নিদ্রা দ্বারা সংযুক্ত। তুরীয় সর্ব্বদাই সর্ব্বদৃক্-স্বভাব ; এই কারণে তত্ত্ববোধের অভাবাত্মক বীজ-নিদ্রা তাহাতে নাই। অভিপ্রায় এই যে, এই কারণেই তুরীয়ে উক্ত কারণ-বন্ধের সম্ভব হয় না ॥ ১৩

স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া ।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৪

আদ্যৌ (বিশ্বতৈজসৌ) স্বপ্ন-নিদ্রাযুতৌ (স্বপ্নঃ—অন্যথাগ্রহণং, নিদ্রা তু উক্তলক্ষণম্ অজ্ঞানং, তাভ্যাং সংবদ্ধৌ), প্রাজ্ঞঃ তু (পুনঃ) অস্বপ্ন-নিদ্রয়া (স্বপ্ন-রহিতয়া কেবলয়ৈব নিদ্রয়া) [যুক্তঃ]। নিশ্চিতাঃ (স্থিরবুদ্ধয়ঃ - ব্রহ্মবিদঃ) তুর্য্যে (তুরীয়ে) নিদ্রাং ন, স্বপ্নং চ ন এব পশ্যন্তি। [অত এতত্ত্রিতয়-বিলক্ষণং তুরীয়মিতি ভাবঃ]।

প্রথমোক্ত বিশ্ব ও তৈজস স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত ; প্রাজ্ঞ কিন্তু স্বপ্নরহিত কেবলই নিদ্রাযুক্ত। স্থিরবুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্‌গণ তুরীয়ে নিদ্রা ও স্বপ্ন কখনই দর্শন করেন না ॥ ১৪

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

স্বপ্নঃ অন্যথাগ্রহণং সর্প ইব রজ্জ্বাং, নিদ্রা উক্তা তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণং তম ইতি। তাভ্যাং স্বপ্ন-নিদ্রাভ্যাং যুক্তৌ বিশ্বতৈজসৌ; অতস্তৌ কার্য্যকারণ-বদ্ধাবিত্যুক্তৌ। প্রাজ্ঞস্তু স্বপ্নবর্জ্জিতয়া কেবলয়ৈব নিদ্রয়া যুত ইতি কারণবদ্ধ ইত্যুক্তম্। নোভয়ং পশ্যন্তি তুরীয়ে নিশ্চিতা ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, বিরুদ্ধত্বাৎ সবিতরীব তমঃ; অতো ন কার্য্য-কারণবদ্ধ ইত্যুক্তস্তুরীয়ঃ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ।

রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় [এক বস্তুকে] অন্যপ্রকার দর্শনের নাম স্বপ্ন; নিদ্রা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধির অভাবাত্মক তমঃ (অজ্ঞান), বিশ্ব ও তৈজস সেই স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত; এই জন্যই তাহাদিগকে কার্য্য ও কারণ দ্বারা বদ্ধ বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাজ্ঞ আত্মা স্বপ্নরহিত; এই কারণে তাহাকে কেবলই নিদ্রাযুক্ত—কারণবদ্ধ বলা হইয়াছে। নিশ্চিত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণ সূর্য্যে অন্ধকার সম্বন্ধের ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া তুরীয়ে উক্ত উভয় অবস্থারই অভাব দর্শন করিয়া থাকেন; এই জন্য 'তুরীয় কার্য্য-কারণবদ্ধ নহে' এই কথা অভিহিত হইয়াছে॥ ১৪

অন্যথা গৃহ্নতঃ স্বপ্নো নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ।
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে॥ ১৫

[ইদানীং তুরীয়পদপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—অন্যথেত্যাদি]।—অন্যথা (যস্য যৎ স্বরূপং ন, তস্য তেন প্রকারেণ) গৃহ্নতঃ (জানতঃ) স্বপ্নঃ (স্বপ্নাখ্যা অবস্থা ভবতি); তত্ত্বম্ (বস্তুযাথার্থ্যম) অজানতঃ (অপ্রতিপদ্যমানস্য) নিদ্রা (তদাখ্যা অবস্থা) [ভবতি]। [অথ] তয়োঃ বিপর্য্যাসে (তত্ত্বাগ্রহণ-বিপরীতগ্রহণরূপ-বিপর্য্যয়-জ্ঞানে) ক্ষীণে (ক্ষয়ং প্রাপ্তে সতি) তুরীয়ং পদম (ব্রহ্মভাবম্) অশ্নুতে (ভুঙ্‌ক্তে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।

এক বস্তুকে অন্যরূপে গ্রহণকারীর অবস্থার নাম স্বপ্ন; আর বস্তু বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকার নাম নিদ্রা। তাহাদের উক্তপ্রকার বিপর্য্যয়-বোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে [জীব] তুরীয় পদ (ব্রহ্মভাব) উপলব্ধি করে॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কদা তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীতি, উচ্যতে—স্বপ্নজাগরিতয়োঃ অন্যথা রজ্জ্বাং সর্পবৎ গৃহ্নত তত্ত্বং স্বপ্নো ভবতি ; নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ তিসৃষু অবস্থাসু তুল্যা। স্বপ্ননিদ্রয়োস্তুল্যত্বাদ্ বিশ্বতৈজসয়োঃ একরাশিত্বম্। অন্যথাগ্রহণপ্রাধান্যাচ্চ গুণভূতা নিদ্রেতি তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ স্বপ্নঃ। তৃতীয়ে তু স্থানে তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণা নিদ্রৈব কেবলা বিপর্য্যাসঃ। অতস্তয়োঃ কার্য্য-কারণস্থানয়োঃ অন্যথাগ্রহণ-তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণ-বিপর্য্যাসে কার্য্য-কারণবন্ধরূপে পরমার্থতত্ত্বপ্রতিবোধতঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদম্ অশ্নুতে ; তদা উভয়লক্ষণং বন্ধনং তত্রাপশ্যন তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ।

কোন্ সময়ে তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয় ? তাহা কথিত হইতেছে—স্বপ্ন ও জাগরণ-কালে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অন্যপ্রকারে বস্তুগ্রহণ-কারীর অবস্থাই স্বপ্ন ; বস্তুতত্ত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষমের অবস্থাই নিদ্রা ; ইহা অবস্থাত্রয়েই একরূপ। স্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থার তুল্যতা নিবন্ধন, [তদুভয়াবস্থাসম্পন্ন] বিশ্ব ও তৈজস এক শ্রেণীভুক্ত ; [এইজন্যই শ্লোকে দ্বিবচন দ্বারা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই তিনেরই উক্তি হইয়াছে]। [বিশ্ব ও তৈজসের পক্ষে] অন্যথা জ্ঞানেরই প্রাধান্য ; নিদ্রার প্রাধান্য নাই ; এইজন্য সে স্থলে স্বপ্নই একমাত্র বিপর্য্যাস। কিন্তু তৃতীয় স্থানে (সুষুপ্তিতে) তত্ত্বজ্ঞানের অভাবাত্মক নিদ্রাই একমাত্র বিপর্য্যাস। অতএব, কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন উক্ত স্থানদ্বয়ে তত্ত্ববিষয়ক অন্যপ্রকার জ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান স্বরূপ কার্য্য-কারণাত্মক বিপর্য্যাস বা ভ্রম পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তুরীয় পদ ভোগ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ তখন উল্লিখিত উভয়প্রকার বন্ধ দর্শন না করায় তুরীয় ব্রহ্মভাবে স্থিরমতি হইয়া থাকে ॥ ১৫

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥ ১৬

[বিপর্য্যাসক্ষয়াবস্থাং বিশিষ্য দর্শয়তি অনাদীত্যাদিনা]। অনাদিমায়য়া (অনাদিকাল-প্রবৃত্তয়া মায়য়া অহং মমাদিভাবরূপয়া) সুপ্তঃ (স্বপ্নদর্শীব মোহ-নিদ্রাং গতঃ) জীবঃ (সংসারী আত্মা) যদা (যস্মিন্ কালে) প্রবুধ্যতে (আত্ম-বিষয়ে প্রবোধং লভতে); [সঃ জীবঃ] তদা (তস্মিন্ কালে) অজম্ (জন্মাদি-বিকাররহিতম্) অনিদ্রম্ (সুষুপ্তিশূন্যম্) অস্বপ্নম্ (স্বপ্নরহিতম্) অদ্বৈতং (সর্ব্ববিধ-ভেদবর্জ্জিতম্) [আত্মতত্ত্বং] বুধ্যতে (সাক্ষাৎ করোতি), [ন ততঃ প্রাগিত্যভি-প্রায়ঃ]।

অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত মায়া-নিদ্রায় সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয় (তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে); সে তখন জন্মরহিত, নিদ্রা ও স্বপ্নাবস্থাবর্জ্জিত অদ্বৈত আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারে ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোঽয়ং সংসারী জীবঃ, স উভয়লক্ষণেন তত্ত্বাপ্রতিবোধরূপেণ বীজাত্মনা, অন্যথাগ্রহণলক্ষণেন চানাদিকালপ্রবৃত্তেন মায়ালক্ষণেন স্বপ্নেন মমায়ং পিতা পুত্রোঽয়ং নপ্তা ক্ষেত্রং গৃহং পশবঃ অহমেষাং স্বামী সুখী দুঃখী, ক্ষয়িতোঽহমনেন, বর্দ্ধিতশ্চানেন, ইত্যেবংপ্রকারান্ স্বপ্নান্ স্থানদ্বয়েঽপি পশ্যন্ সুপ্তঃ যদা বেদান্তার্থ-তত্ত্বাভিজ্ঞেন পরমকারুণিকেন গুরুণা 'নাস্যেবং ত্বং হেতুফলাত্মকঃ, কিন্তু তত্ত্বমসি', ইতি প্রতিবোধ্যমানঃ তদৈবং প্রতিবুধ্যতে। কথং? নাস্মিন্ বাহ্যমাভ্যন্তরং বা জন্মাদিভাববিকারোঽস্তি, অতঃ অজং "সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্ব-ভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ। যস্মাৎ জন্মাদিকারণভূতং নাস্মিন্ অবিদ্যা-তমোবীজং নিদ্রা বিদ্যত ইতি অনিদ্রম্; অনিদ্রং হি তত্তুরীয়ম্, অতএব অস্বপ্নম্, তন্নিমিত্ত-ত্বাৎ অন্যথাগ্রহণস্য। যস্মাচ্চ অনিদ্রমস্বপ্নং, তস্মাদজমদ্বৈতং তুরীয়মাত্মানং বুধ্যতে তদা ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ।

এই যে, প্রসিদ্ধ সংসারী জীব, সেই জীব অনাদিকাল হইতে আরব্ধ, বীজাবস্থাত্মক, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব ও অন্যপ্রকার জ্ঞানরূপ মায়াময় স্বপ্নবশে 'ইনি আমার পিতা, অমুক আমার পুত্র, পৌত্র, ক্ষেত্র, গৃহ ও পশু; আমি ইহাদের প্রভু, সুখী, দুঃখী; আমি ইহা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি', সুপ্ত ব্যক্তি উভয় স্থলেই

এবংবিধ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে। সে যখন বেদান্ত-শাস্ত্রের তত্ত্বাভিজ্ঞ পরম দয়ালু গুরুকর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হয় যে, 'তুমি উক্তপ্রকার কারণ ও তাহার ফলস্বরূপ (কার্য্য-কারণ-ভাবপূর্ণ) নহ, পরন্তু তুমি হইতেছ—সেই ব্রহ্মস্বরূপ,' তখন সে উক্তরূপে প্রতিবুদ্ধ হয় (মায়া-নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে)। কি প্রকারে ?—'এই আত্মাতে বাহিরে বা অভ্যন্তরে কোথাও ভাববস্তুর নিত্যসহচর জন্মাদি বিকার নাই'; অতএব, 'তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তর-বর্ত্তী ও অজ', এই শ্রুতি হইতে (জানা যায় যে, তিনি) অজ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভাব-বিকারবর্জ্জিত *। যেহেতু জন্মাদি বিকারের কারণী-ভূত অবিদ্যাত্মক নিদ্রা ইহাতে নাই; এই কারণেই অনিদ্র (নিদ্রাবস্থা-রহিত); সেই তুরীয় ব্রহ্ম নিশ্চয়ই নিদ্রারহিত; এই কারণেই অস্বপ্ন; কেননা, অন্যথা জ্ঞানের ইহাই কারণ। বিশেষতঃ যেহেতু নিদ্রা ও স্বপ্নরহিত, সেই হেতুই তখন অজ অদ্বৈতস্বরূপ তুরীয় আত্মাকে বুঝিতে পারে ॥ ১৬

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥ ১৭

[অনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমদ্বৈতানুভূতিঃ ? ইত্যাহ]—প্রপঞ্চঃ (দৃশ্যমানং জগৎ) যদি বিদ্যেত (যদি বস্তুভূতঃ সত্যঃ স্যাৎ); [তদা সঃ] নিবর্ত্তেত (নিবৃত্তিং লভেত) [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। [বস্তুতস্তু] ইদং (দৃশ্যমানং) দ্বৈতং (ভেদজাতং) মায়ামাত্রং (মিথ্যাভূতং); অদ্বৈতং (দ্বৈতহীনং তুরীয়ম্) [এব] পরমার্থতঃ (পারমার্থিকং সৎ) ॥

জগৎপ্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত, অর্থাৎ সৎ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই নিবৃত্ত হইত, ইহাতে সংশয় নাই। [প্রকৃতপক্ষে কিন্তু] এই দ্বৈত (জগৎ) কেবলই মায়াময় (অসত্য), অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য ॥ ১৭

* জায়তে (জন্ম), অস্তি (সত্তা বা স্থিতি), বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি), বিপরিণমতে (বৃদ্ধি-ক্ষয়ের মধ্যাবস্থা), অপক্ষীয়তে (ক্ষয়), নশ্যতি (বিনাশ)। ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত ভাবপদার্থই উক্ত ছয় প্রকার বিকারগ্রস্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা চেৎ প্রতিবুধ্যতে, অনিবৃত্তে প্রপঞ্চে কথমদ্বৈতমিতি। উচ্যতে—সত্যমেবং স্যাৎ প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত; রজ্জ্বাং সর্প ইব কল্পিতত্বাৎ ন তু স বিদ্যতে। বিদ্যমানশ্চেৎ, নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। ন হি রজ্জ্বাং ভ্রান্তিবুদ্ধ্যা কল্পিতঃ সর্পো বিদ্যমানঃ সন্ বিবেকতো নিবৃত্তঃ; নৈব মায়া মায়াবিনা প্রযুক্তা তদ্দর্শিনাং চক্ষুর্বন্ধাপগমে বিদ্যমানা সতী নিবৃত্তা; তথেদং প্রপঞ্চাখ্যং মায়ামাত্রং দ্বৈতং, রজ্জুবৎ মায়াবিবচ্চ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ; তস্মান্ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চঃ প্রবৃত্তো নিবৃত্তো বাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ।

প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিতে যদি প্রতিবোধ হয়, তবে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি না হইলে অদ্বৈত হয় কিরূপে? [উত্তর] বলা হইতেছে—নিশ্চয়ই এই-রূপ আপত্তি হইতে পারিত, প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত, অর্থাৎ সত্য হইত; বাস্তবিক পক্ষে ইহা নাই—রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় ইহা অসৎ। আর যদি বিদ্যমানই থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হইত, ইহাতেও সংশয় নাই। [দেখ] ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে যে সর্প কল্পিত হয়, সেই সর্প কখনই সেখানে সত্তা লাভ করিয়া বিবেক-জ্ঞানের সাহায্যে নিবৃত্ত হয় না; এবং মায়াবী—ঐন্দ্রজালিক কর্ত্তৃক প্রযুক্ত মায়া (ভেল্কী) প্রথমে সত্তা লাভ করিয়া যে, দর্শকবৃন্দের চক্ষুর দোষ অপনীত হইলে নিবৃত্ত (অদৃশ্য) হইয়া যায়, তাহা নহে। [অভিপ্রায় এই যে, রজ্জুতে কস্মিন্ কালেও সর্প ছিল না, এবং ঐন্দ্র-জালিক-প্রদর্শিত দৃশ্যসমূহও কখনই বিদ্যমান ছিল না,—ঐ সমস্তই মায়ামাত্র; কাজেই প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে আর সে সমুদায়ের নিবৃত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে না; [যাহা আছে—সৎ, তাহারই নিবৃত্তি হইতে পারে, অসতের আর নিবৃত্তি কি?]। এই প্রপঞ্চ নামক দ্বৈতও ঠিক তদ্রূপ কেবল মায়ামাত্র (অসৎ), আর উক্ত রজ্জু ও মায়াবীর ন্যায় অদ্বৈতই পরমার্থ সৎ। অভিপ্রায় এই যে, অতএব প্রপঞ্চ বলিয়া কোন পদার্থ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত নাই॥ ১৭

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮

[গুরু-শিষ্যাদিবিকল্পোঽপি এবমেব, ইত্যাহ—"বিকল্পঃ" ইত্যাদি।]—বিকল্পঃ (অয়ং গুরুঃ, অয়ং শিষ্যঃ, অয়ং উপদেশঃ ইত্যেবং বিতর্কঃ) যদি (সম্ভাবনায়াং) কেনচিৎ (কারণেন) কল্পিতঃ [স্যাৎ ; তর্হি] নিবর্ত্তেত। উপদেশাৎ (উপদেশার্থং কল্পিতঃ) অয়ং (গুরু-শিষ্যাদিরূপঃ) বাদঃ (বিকল্পঃ) [প্রবর্ত্ততে]। জ্ঞাতে (উপদেশকার্য্যে তত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি) দ্বৈতং (উক্তলক্ষণং) ন বিদ্যতে (বিলুপ্যতে)। [তত্ত্বজ্ঞানার্থং কল্পিতোঽয়ং গুরুশিষ্যাদিবাদঃ তত্ত্বজ্ঞানোদয়াৎ বর্ত্তমানোঽপি তৎফলে তত্ত্বজ্ঞানে জাতে স্বয়মেব নিবর্ত্ততে, ন তেন অদ্বৈতহানিরিতিভাবঃ]।

গুরুশিষ্যাদিভাবরূপ বিকল্প যখন কোন কারণ-বিশেষে (তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে) কল্পিত হইয়াছে ; তখন তাহা অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে। উপদেশার্থই ঐ গুরুশিষ্যাদি কল্পনা, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের পর আর কোন দ্বৈতই থাকে না ॥১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নন্থ শাস্তা শাস্ত্রং শিষ্য ইতি বিকল্পঃ কথং নিবৃত্ত ইতি, উচ্যতে—বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত যদি কেনচিৎ কল্পিতঃ স্যাৎ। যথা অয়ং প্রপঞ্চো মায়ারজ্জুসর্পবৎ, তথাঽয়ং শিষ্যাদিভেদ-বিকল্পোঽপি প্রাক্ প্রতিবোধাদেবোপদেশনিমিত্তঃ ; অত উপদেশাদয়ং বাদঃ—শিষ্যঃ শাস্তা শাস্ত্রমিতি উপদেশকার্য্যে তু জ্ঞানে নির্ব্বৃত্তে জ্ঞাতে পরমার্থতত্ত্বে, দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, উপদেশকর্ত্তা, শাস্ত্র ও শিষ্য, এই বিকল্প নিবৃত্ত হয় কিরূপে ? বলা যাইতেছে—যদি কোন কারণে কল্পিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত বিকল্প নিবৃত্তি হইতে পারে। এই জগৎ-প্রপঞ্চ যেমন মায়া ও রজ্জু-সর্পের ন্যায়, তেমনি এই গুরুশিষ্যাদি ভেদ কল্পনাও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই কেবল উপদেশের নিমিত্ত [ব্যবস্থিত হইয়াছে] ; শিষ্য, শাসনকর্ত্তা ও শাস্ত্র, এই কথা কেবল উপদেশের

নিমিত্ত কল্পিত; কিন্তু উপদেশের ফল তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলে—পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে এই দ্বৈত আর বিদ্যমান থাকে না ॥ ১৮

পুনঃ শ্রুতিরারভ্যতে।

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদা—অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

[যোঽয়ং ওঙ্কারশ্চতুষ্পাদ্ আত্মা কথিতঃ], সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) অয়ম্ আত্মা অধ্যক্ষরং (অক্ষরমধিকৃত্য) ওঙ্কারঃ (প্রণবাত্মকঃ), অধিমাত্রং (মাত্রাং পাদং অধিকৃত্য) [পাদরূপঃ]; [যতঃ আত্মনঃ] পাদাঃ [এব] মাত্রাঃ, [তথা] অকারঃ, উকারঃ, মকার ইতি [এতাঃ] মাত্রাঃ চ (অপি) পাদাঃ, [পাদানাং মাত্রাণাং চ পরমার্থতঃ (ভেদো নাস্তি, ইত্যভিপ্রায়ঃ] ।

সেই এই আত্মা অক্ষরাধিকারে ওঙ্কারস্বরূপ; আর মাত্রাধিকারে পাদস্বরূপ। পাদও মাত্রাস্বরূপ, এবং মাত্রাও পাদস্বরূপ; অকার, উকার ও মকার, ইহারা 'মাত্রা' পদবাচ্য ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অভিধেয়প্রাধান্যেন ওঙ্কারশ্চতুষ্পাদাত্মেতি ব্যাখ্যাতো যঃ, সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরম্ অক্ষরমধিকৃত্য অভিধানপ্রাধান্যেন বর্ণ্যমানোঽধ্যক্ষরম্। কিং পুনস্তদক্ষর-মিত্যাহ—ওঁকারঃ। সোঽয়মোঙ্কারঃ পাদশঃ প্রবিভজ্যমানঃ অধিমাত্রং মাত্রামধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যধিমাত্রম্। কথম্ আত্মনো যে পাদাঃ তে ওঙ্কারস্য মাত্রাঃ। কাস্তাঃ? অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

ইতঃপূর্ব্বে অভিধেয়প্রধান (বাচ্যার্থ-প্রধান) ওঙ্কারস্বরূপে যাহাকে চতুষ্পাদ আত্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; সেই এই আত্মা অক্ষরাধিকারে বর্ণিত হন; এই কারণে অধ্যক্ষর; অর্থাৎ অক্ষর-স্বরূপও বটে; সেই অক্ষরটি কি? এইজন্য বলিতেছেন—[সেই অক্ষরটি—] 'ওঙ্কার'। সেই ওঙ্কারও আবার পাদ বা অংশক্রমে বিভক্ত হইলে মাত্রাস্বরূপে অবস্থিত হয়; এই কারণে 'অধিমাত্র' হয়। কি প্রকারে? আত্মার যে সমস্ত পাদ, তৎসমস্তই আবার ওঙ্কারের

মাত্রা ; সেই মাত্রা কাহারা ? [উত্তর]—অকার, উকার ও মকার। অর্থাৎ আত্মার পাদ ও ওঙ্কারের মাত্রা একই পদার্থ ॥ ৮

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা, আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৯

[তত্রাপি বিশেষো নিরূপ্যতে 'জাগরিতে'ত্যাদিনা।]—জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরঃ (পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ) অকারঃ প্রথমা মাত্রা (আদ্যঃ অংশঃ), [অত্র হেতুমাহ] আপেঃ (ব্যাপ্তত্বাৎ), আদিমত্ত্বাৎ (প্রাথমিকত্বাৎ) বা (চ)। [বৈশ্বানরঃ যথা আদিমান্ সর্ব্বজগদ্ব্যাপী চ, অকারোঽপি তথা অক্ষরেষু আদিমান্ ব্যাপকশ্চ ; তস্মাদুভয়োঃ সাদৃশ্যমিত্যাশয়ঃ]। যঃ (উপাসকঃ) এবং (উক্তলক্ষণং বৈশ্বানরং) বেদ (জানাতি) ; সঃ হ বৈ (প্রসিদ্ধ্যবধারণার্থৌ নিপাতৌ) সর্ব্বান্ কামান্ (কাম্যবিষয়ান্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি), আদিমান্ (সর্ব্বেষু প্রথমঃ) চ (অপি) ভবতি ॥

জাগরিতস্থান বৈশ্বানরই প্রথম মাত্রা অকারস্বরূপ ; কেননা, উভয়ই ব্যাপক ও আদ্য। যে উপাসক এইরূপ জানে, সে সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করে এবং সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ॥ ৯

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

তত্র বিশেষনিয়মঃ ক্রিয়তে—জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরো যঃ, স ওঁকারস্য অকারঃ প্রথমা মাত্রা। কেন সামান্যেনেত্যাহ—আপ্তেঃ, আপ্তির্ব্যাপ্তিঃ অকারেণ সর্ব্বা বাগ্ ব্যাপ্তা, "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্"ইতি শ্রুতেঃ। তথা বৈশ্বানরেণ জগৎ ; "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বঞ্চাবোচাম। আদিরস্য বিদ্যত ইত্যাদিমৎ ; যথৈবাদিমদকারাখ্যমক্ষরং, তথৈব বৈশ্বানরঃ ; তস্মাদ্বা সামান্যাদকারত্বং বৈশ্বানরস্য। তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ—আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্ আদিঃ প্রথমশ্চ ভবতি মহতাং, য এবং বেদ—যথোক্তমেকত্বং বেদেত্যর্থঃ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

কথিত বিষয়ে বিশেষাবধারণ করা হইতেছে—জাগরিত-স্থানবর্ত্তী যে বৈশ্বানর-নামক আত্মা, তাহাই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার; [উভয়ের মধ্যে] সাদৃশ্য কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু আপ্তি (ব্যাপ্তিরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে); 'আপ্তি' অর্থ—ব্যাপ্তি (ব্যাপিয়া থাকা); কেননা, অকার দ্বারা সমস্ত বর্ণ ব্যাপ্ত রহিয়াছে; যেহেতু শ্রুতি আছে যে, 'অকারই সমস্ত বাক্যস্বরূপ।' বৈশ্বানর কর্ত্তৃকও সেইরূপ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 'এই দ্যুলোকই সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক', এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। আর বাচক ও বাচ্যার্থ যে এক—অভিন্ন, তাহা বলিয়াছি। যাহার আদি আছে, তাহা আদিমান্; অকার নামক অক্ষরটি যেমন আদিমান্, বৈশ্বানরও ঠিক সেইরূপই আদিমান্; এইরূপ সাদৃশ্যানুসারে বৈশ্বানরের অকার-স্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল। তদুভয়ের একত্বজ্ঞের ফল বলিতেছেন—সমস্ত কাম্য ফল প্রাপ্ত হন এবং মহাজনগণের মধ্যেও প্রথম হন যিনি এরূপ জানেন—উক্তপ্রকার একত্ব জানেন ॥ ৯

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়-ত্বাদ্‌বা; উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যা-ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ (আত্মা) দ্বিতীয়া মাত্রা—উকারঃ (উকাররূপঃ), কুতঃ? উৎকর্ষাৎ (শ্রেষ্ঠত্বাৎ) উভয়ত্বাৎ (অকার-মকারয়োঃ মধ্যস্থত্বাৎ) বা (চ)। তদ্‌বিজ্ঞানফলমাহ—যঃ (উপাসকঃ) এবং (উক্তপ্রকারম্ একত্বং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] জ্ঞানসন্ততিং (বিজ্ঞানপ্রবাহং) উৎকর্ষতি (বর্দ্ধয়তি) [সতাং] সমানঃ (তুল্যঃ) [অপি] ভবতি। অস্য (বিদুষঃ) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (ন জায়তে) ॥

পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নস্থানগত তৈজস আত্মাই [ওঙ্কারের] দ্বিতীয় মাত্রা উকারস্বরূপ; কেননা [উভয়েরই] উৎকর্ষ ও মধ্যবর্ত্তিত্ব ধর্ম্ম তুল্য। যিনি এতদুভয়ের একত্ব

জানেন ; তিনি স্বীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন, সাধুজনের সমান হন, এবং ইঁহার বংশে ব্রহ্মজ্ঞানহীন কেহ জন্মে না ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ যঃ, স ওঙ্কারস্য উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন, ইত্যাহ—উৎকর্ষাৎ ; অকারাদুৎকৃষ্ট ইব হি উকারঃ, তথা তৈজসো বিশ্বাৎ। উভয়ত্বাদ্বা—অকার-মকারয়োর্ম্মধ্যস্থ উকারঃ ; তথা বিশ্ব-প্রাজ্ঞয়োর্ম্মধ্যে তৈজসঃ ; অত উভয়ভাক্ত্বসামান্যাৎ বিদ্বৎফলমুচ্যতে—উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞান-সন্ততিং, বিজ্ঞানসন্ততিং বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ ; সমানস্তুল্যশ্চ, মিত্রপক্ষস্যেব শত্রুপক্ষাণামপি অপ্রদ্বেষ্যো ভবতি। অব্রহ্মবিচ্চ অস্য কুলে ন ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি স্বপ্নস্থানবর্ত্তী তৈজস নামক আত্মা, তিনিই দ্বিতীয় মাত্রা উকারস্বরূপ। কোন্ সাদৃশ্যে ? এইজন্য বলিতেছেন—উৎকর্ষ হেতু—যেহেতু অকার উকার অপেক্ষাও যেন উৎকৃষ্ট ; তৈজসও সেইরূপ 'বিশ্ব' হইতে [যেন উৎকৃষ্ট]। অথবা, উভয়ত্বই হেতু, অর্থাৎ উকার অক্ষরটি [যেরূপ] অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী, সেইরূপ তৈজস ও 'বিশ্ব' এবং প্রাজ্ঞের মধ্যস্থিত ; অতএব, উভয়ভাগিত্ব-রূপ সাদৃশ্য থাকায় [তৈজসের উকারত্ব সিদ্ধ হইল]। এতদ্বিজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—যিনি এইরূপ জানেন, তিনি বিজ্ঞান-প্রবাহের উৎকর্ষ সাধন করেন, এবং সমান—তুল্য হন—অর্থাৎ মিত্রপক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষেরও বিদ্বেষের পাত্র হন না। বিশেষতঃ ইঁহার বংশে কেহ অব্রহ্মজ্ঞ হয় না ॥ ১০

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বা ; মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি ; য এবং বেদ ॥ ১১

[সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞঃ [ওঙ্কারস্য] তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ (মকারস্বরূপঃ),

কুতঃ ? মিতেঃ (বিশ্ব-তৈজসয়োঃ পরিমাপকত্বাৎ হেতোঃ), অপীতেঃ (বিলয়নাৎ, অত্রৈব সর্ব্বেষাং একীভূতত্বাৎ হেতোঃ) বা। [এতদ্বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্তলক্ষণম্ একত্বং) বেদ (বিজানাতি); [সঃ] হ বৈ (প্রসিদ্ধাবধারণার্থকৌ নিপাতৌ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (জগৎ) মিনোতি (যাথাত্ম্যেন বিজানাতি); অপীতিঃ (প্রলয়স্থানং জগদাধার ইত্যর্থঃ) চ (অপি) ভবতি।

সুষুপ্তি স্থানগত প্রাজ্ঞ আত্মাও ওঙ্কারের তৃতীয় পাদ—মকারস্বরূপ ; কেননা [প্রাজ্ঞ ও মকার, উভয়ই বিশ্ব ও তৈজসের এবং অকার ও উকারের] পরিমাপক বা নির্গমস্থান, এবং অপীতি বা বিলয়স্থান। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই সমস্ত জগৎ অবগত হন এবং সকলের আশ্রয়ীভূত হন ॥ ১১

শাঙ্করভাষ্যম্।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো যঃ, স ওঙ্কারস্য মকারস্তৃতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন, ইত্যাহ—সামান্যমিদমত্র—মিতেঃ, 'মিতির্ম্মানম্ ; মীয়েতে ইব হি বিশ্ব তৈজসৌ প্রাজ্ঞেন প্রলয়োৎপত্ত্যোঃ প্রবেশ-নির্গমাভ্যাং প্রস্থেনেব যবাঃ। তথা ওঙ্কারসমাপ্তৌ পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিশ্য নির্গচ্ছত ইব অকারোকারৌ মকারে। অপীতের্ব্বা, অপীতিরপ্যয় একীভাবঃ। ওঁকারোচ্চারণে হি অন্ত্যেঽক্ষরে একীভূতাবিব অকারো-কারৌ। তথা বিশ্ব-তৈজসৌ সুষুপ্তকালে প্রাজ্ঞে। অতো বা সামান্যাদেকত্বং প্রাজ্ঞ-মকারয়োঃ। বিদ্বৎফলমাহ—মিনোতি হ বৈ ইদং সর্ব্বং, জগদ্যাথাত্ম্যং জানাতীত্যর্থঃ। অপীতিশ্চ জগৎকারণাত্মা চ ভবতীত্যর্থঃ। অত্রাবান্তরফলবচনং প্রধানসাধনস্তুত্যর্থম্ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ।

যিনি সুষুপ্তিস্থানবর্ত্তী প্রাজ্ঞ ; তিনিই ওঙ্কারের তৃতীয় পাদ মকারস্বরূপ। কিরূপ সাদৃশ্য ? তাহা বলিতেছেন, এখানে এইরূপ সাদৃশ্য—যেহেতু মিতি ; 'মিতি' অর্থ—পরিমাণ ; যব সমূহ যেরূপ 'প্রস্থ' দ্বারা পরিমিত করা হয়, প্রলয় ও উৎপত্তি সময়ে ঠিক সেইরূপ বিশ্ব তৈজসও যেন এই প্রাজ্ঞ কর্তৃক পরিমিতই হয়, সেইরূপ ওঙ্কারের সমাপ্তি ও পুনঃপ্রয়োগ সময়ে অকার ও উকার মকারে প্রবিষ্ট হইয়াই যেন বহির্গত হইয়া থাকে। অথবা অপীতি

হেতু [উভয়ের একত্ব]। অপীতি অর্থ—অপ্যয়—একীভাব প্রাপ্তি; কেন না, ওঙ্কারের উচ্চারণ কালে অকার ও উকার যেন অন্ত্য অক্ষরে (মকারে) একীভূতই হইয়া থাকে। সুষুপ্তি সময়ে বিশ্ব এবং তৈজসও ঠিক সেইরূপ প্রাজ্ঞে [যেন একীভূত হইয়া থাকে]; অতএব এইরূপ সাদৃশ্য-নিবন্ধন বা প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব [কথিত হইয়াছে]। বিজ্ঞানফল বলিতেছেন— [যিনি এইরূপ জানেন, তিনি] নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ প্রমিত করেন; অর্থাৎ জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন, এবং অপীতি--অর্থাৎ জগতের কারণস্বরূপও হন। প্রধান সাধনার প্রশংসার্থ এখানে অবান্তর [প্রাসঙ্গিক] ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১১

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি—

বিশ্বস্যাত্ব-বিবক্ষায়ামাদিসামান্যমুৎকটম্।
মাত্রা-সম্প্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তিসামান্যমেব চ ॥ ১৯

[পাদানাং মাত্রাণাং চ শ্রুত্যুক্তমেকত্বং বিশদীকৃত্য বর্ণয়িতুমাহ]—বিশ্বস্যেত্যাদি। বিশ্বস্য (বিশ্বসংজ্ঞকস্য আত্মনঃ) অত্ব-বিবক্ষায়াং (অকাররূপত্ব-নিরূপণে) আদি-সামান্যম্ (প্রাথমিকত্বরূপং সাদৃশ্যম্) উৎকটম্ (প্রধানম্)। মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ (বিশ্বস্য মাত্রারূপত্বপ্রতিপাদনে) চ আপ্তিসামান্যং (ব্যাপকত্ব-রূপং সাধর্ম্ম্যমেব) [উৎকটং] স্যাৎ (ভবেৎ) ॥

শ্রুতিতে যে, পাদ ও মাত্রাসমূহের একত্ব কথিত হইয়াছে, এখন তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত বিশ্বসংজ্ঞক প্রথম পাদের অকাররূপত্ব নির্ব্বাচনে প্রাথমিকত্বরূপ সামান্যই প্রধান কারণ; অর্থাৎ বিশ্ব ও প্রথম এবং অকার অক্ষরটিও প্রথম; এইজন্য উভয়েই এক। আর বিশ্বের মাত্রারূপে ভাবনায় ব্যাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে জানা যায়, সমস্ত বর্ণই অকারব্যাপ্ত, অর্থাৎ অকার

হইতে অপৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত; বিশ্বও সর্ব্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; সুতরাং উভয়েই এক ॥ ১৯

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

অত্র এতে শ্লোকা—মন্ত্রা ভবন্তি—বিশ্বস্য অত্বমকারমাত্রত্বং যদা বিবক্ষ্যতে, তদা আদিত্বসামান্যম উক্তন্যায়েন উৎকটম্ উদ্ভূতং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। অত্ব-বিবক্ষায়ামিত্যস্য ব্যাখ্যানম্—মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ ইতি; বিশ্বস্য অকারমাত্রত্বং যদা সম্প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ। আপ্তিসামান্যমেব চ উৎকটমিত্যনুবর্ত্ততে, চ-শব্দাৎ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ।

বিশ্বসংজ্ঞক প্রথম পাদের যখন 'অ-ত্ব' অর্থাৎ কেবলই অকার-বর্ণরূপত্ব বলা হয়; সে সময় ঐ কথিত নিয়মানুসারে 'আদিত্ব' (প্রথমত্ব) সাধর্ম্ম্যই উৎকট-প্রধানরূপে প্রাদুর্ভূত দেখা যায়। "মাত্রা সংপ্রতিপত্তৌ" কথাটি সেই অ-ত্ববিবক্ষা কথারই ব্যাখ্যাস্বরূপ। যে সময় বিশ্ব আত্মার কেবল অকাররূপত্ব গৃহীত হয়, সে সময় আপ্তি সামান্য অর্থাৎ ব্যাপকত্বরূপ ধর্ম্মসাম্যই উৎকট হইয়া থাকে। 'চ' শব্দের সাহায্যে 'উৎকট' কথাটির পর পর অনুবৃত্তি হইয়াছে ॥ ১৯

তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদুভয়ত্বং তথাবিধম্ ॥ ২০

তৈজসস্য (তন্নামক-দ্বিতীয়পাদস্য) উ-ত্ববিজ্ঞানে (উকারস্বরূপত্ব-ভাবনায়াম্) উৎকর্ষঃ (প্রাধান্যং) স্ফুটং (স্পষ্টং) দৃশ্যতে। [তৈজসস্য] মাত্রা-সংপ্রতিপত্তৌ (মাত্রারূপত্ব-বিজ্ঞানে) উভয়ত্বং (উভয়মধ্যবর্ত্তিত্বং) তথাবিধং (স্ফুটং) স্যাৎ।

তৈজসনামক দ্বিতীয় পাদের উকারত্ব জ্ঞানেই উৎকর্ষ স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। আর মাত্রারূপত্ব জ্ঞানে উভয়ত্বই পরিস্ফুট হইয়া থাকে ॥ ২০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৈজসস্য উত্ববিজ্ঞানে উকারত্ববিবক্ষায়াম্ উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটং স্পষ্টমিত্যর্থঃ। উভয়ত্বঞ্চ স্ফুটমেবেতি। পূর্ব্ববৎ সর্ব্বম্ ॥ ২০

ভাষ্যানুবাদ।

তৈজসের উত্ব-বিজ্ঞানে অর্থাৎ উকারত্ব-বিবক্ষা-সময়ে সুস্পষ্টরূপে উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আর উভয়ত্ব বা উভয়মধ্যবর্ত্তিত্ব ধর্ম্ম ত পরিস্ফুটই রহিয়াছে। অপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ ॥ ২০

মকারভাবে প্রাজ্ঞস্য মান-সামান্যমুৎকটম্।
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ তু লয়সামান্যমেব চ ॥ ২১

প্রাজ্ঞস্য (তন্নামক-তৃতীয়পাদস্য) মকারভাবে (মকারত্বে) মানসামান্যম্ (পরিমাণসাধর্ম্ম্যম্) উৎকটং (প্রধানং) [ভবতি], মাত্রাসংপ্রতিপত্তৌ (মাত্রারূপ-জ্ঞানে) লয়সামান্যম্ (লয়নাশ্রয়ত্বসাধর্ম্ম্যম্) এব (অবধারণে) চ (উৎকটং স্যাদিতি শেষঃ)।

প্রাজ্ঞনামক তৃতীয় পাদের মকারত্ব জ্ঞানে পরিমাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান; কিন্তু [তাহারই] মাত্রাকার-বিজ্ঞানে লয়াশ্রয়ত্বরূপ সাদৃশ্যই প্রধান কারণ হইয়া থাকে ॥ ২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মকারত্বে প্রাজ্ঞস্য মিতি লয়াবুৎকৃষ্টে সামান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ২১

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাজ্ঞের মকারত্ব-ভাবনায় পরিমাণ ও বিলয়ই উৎকৃষ্ট সামান্য বা সাদৃশ্য ॥ ২১

ত্রিষু ধামসু যৎ তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ।
স পূজ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ ॥ ২২

যঃ (বিবেকী) নিশ্চিতঃ (স্থিরবুদ্ধিঃ সন্) ত্রিষু ধামসু (উক্তে স্থানত্রয়ে) সামান্যং তুল্যং বেত্তি (জানাতি); সঃ (সমদর্শী) মহামুনিঃ (মনস্বিশ্রেষ্ঠঃ) সর্ব্বভূতানাং পূজ্যঃ (পূজার্হঃ) বন্দ্যঃ (স্তবনীয়ঃ) চ (অপি) এব (নিশ্চয়ে) [ভবতি]॥

যে বিবেকী পুরুষ স্থিরবুদ্ধি হইয়া উক্ত স্থানত্রয়েই তুল্যভাবে সাদৃশ্য দর্শন করেন, সেই সমদর্শী পুরুষ জগতে সর্ব্বভূতের পূজনীয় এবং স্তবনীয় হইয়া থাকেন ॥ ২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তস্থানত্রয়ে যঃ তুল্যমুক্তং সামান্যং বেত্তি এবমেবৈতদিতি নিশ্চিতঃ সন্ সঃ পূজ্যো বন্দ্যশ্চ ব্রহ্মবিৎ লোকে ভবতি ॥ ২২

অকারো নয়তে বিশ্বমুকারশ্চাপি তৈজসম্।
মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞং নামাত্রে বিদ্যতে গতিঃ॥ ২৩

[যথোক্তরীত্যা পাদশ ওঙ্কারধ্যানং কুর্ব্বতাং ফলবিভাগমাহ—"অকারঃ" ইত্যাদিনা।]—অকারঃ (প্রথমঃ পাদঃ) [উপাস্যমানঃ সন্ উপাসকং] বিশ্বং নয়তে (প্রাপয়তি) [সঃ বিশ্বত্বং প্রতিপদ্যতে ইতি ভাবঃ]। উকারঃ (দ্বিতীয়ঃ পাদঃ) অপি চ (সমুচ্চয়ে) তৈজসং [নয়তে]; মকারঃ (তৃতীয়ঃ পাদঃ) চ (অপি) প্রাজ্ঞং [নয়তে]; অমাত্রে (মাত্রারহিতে তুরীয়ে) পুনঃ গতিঃ (ক্বচিৎ গমনং) ন বিদ্যতে [বীজভাবক্ষয়াদিতিভাবঃ]॥

প্রথম পাদ অকার উপাসিত হইলে [উপাসককে] বিশ্বত্ব প্রাপ্ত করায়; দ্বিতীয় পাদ উকারও তৈজসকে প্রাপ্ত করায়, এবং তৃতীয় পাদ মকারও প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত করায়; কিন্তু মাত্রারহিত চতুর্থের উপাসনায় আর কোথাও গমন হয় না॥ ২৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তৈঃ সামান্যৈঃ আত্মপাদানাং মাত্রাভিঃ সহ একত্বং কৃত্বা যথোক্তোঙ্কারং প্রতিপদ্যতে যো ধ্যায়ী, তম্ অকারো নয়তে বিশ্বং প্রাপয়তি। অকারালম্বনমোঙ্কারং বিদ্বান্ বৈশ্বানরো ভবতীত্যর্থঃ। তথা উকারস্তৈজসম্। মকারশ্চাপি পুন. প্রাজ্ঞং, 'চ'-শব্দাৎ নয়ত ইত্যনুবর্ত্ততে। ক্ষীণে তু মকারে বীজভাবক্ষয়াৎ অমাত্রে ওঙ্কারে গতিঃ ন বিদ্যতে ক্বচিদিত্যর্থঃ॥ ২৩

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে যেরূপ সাধারণ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই সাধারণ ধর্ম্ম লইয়া আত্মার পাদসমূহকে মাত্রাসমূহের সহিত একীকৃত করিয়া যে উপাসক ওঙ্কারের উপাসনা করেন, সেই অকারই তাঁহাকে বিশ্বনামক আত্ম-পাদ প্রাপ্ত করায়; অর্থাৎ যে লোক অকারকে অবলম্বন করিয়া ওঙ্কারের উপাসনা করেন, তিনি বৈশ্বানরত্ব লাভ করেন। সেইরূপ

উকার তৈজসকে এবং মকারও প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত করায় ; শ্লোকে 'চ' শব্দ থাকায় "নয়তে" ক্রিয়াটির সর্ব্বত্র সম্বন্ধ হইতেছে। কিন্তু মকারও ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ মকারের ভাবনাও বিরত হইয়া গেলে বীজভাব না থাকায় অমাত্র (মাত্রারহিত) ওঙ্কারের উপাসনায় আর কোথাও গতি হয় না ॥ ২৩

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১২

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ॥

❋ ॥ ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ ॥ ❋

[ওঙ্কারস্য তুরীয়ত্ব-বিবক্ষয়া তদর্থং বিশদীকৃত্যাহ—"অমাত্রঃ" ইতি।]—অমাত্রঃ (অকারাদিমাত্রারহিতঃ), অব্যবহার্য্যঃ (বাঙ্মনসয়োঃ অগোচরত্বাৎ ব্যবহর্ত্তুম্ অশক্যঃ), প্রপঞ্চোপশমঃ (দ্বৈতবিজ্ঞানরহিতঃ), শিবঃ (কল্যাণময়ঃ) চতুর্থঃ (তুরীয়ঃ) এবং (যথোক্তজ্ঞানবতা প্রযুক্তঃ) ওঙ্কারঃ অদ্বৈতঃ (ভেদবর্জ্জিতঃ) আত্মা এব, [ন ততোঽতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ]। যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্ত-প্রকারং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] আত্মনা (স্বয়ং এব) আত্মানং (পারমার্থিকং রূপং) সংবিশতি (প্রবিশতি), [ন ততঃ পুনরাবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ] ॥

পূর্ব্বোক্ত মাত্রাশূন্য, অব্যবহার্য্য, জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, মঙ্গলময় এবং জ্ঞানিকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রযুক্ত চতুর্থ ওঙ্কার অদ্বৈত আত্মস্বরূপই বটে। যিনি এইরূপে জানেন, তিনি নিজেও আত্মাতে (পারমার্থিক আত্মভাবে) প্রবেশ করেন ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অমাত্রো মাত্রা যস্য নাস্তি সোঽমাত্রঃ ওঙ্কারশ্চতুর্থস্তুরীয় আত্মৈব কেবলঃ, অভিধানাভিধেয়রূপয়োর্বাঙ্মনসয়োঃ ক্ষীণত্বাদব্যবহার্য্যঃ ; প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ অদ্বৈতঃ সংবৃত্তঃ এবং যথোক্তবিজ্ঞানবতা প্রযুক্ত ওঙ্কারস্ত্রিমাত্রস্ত্রিপাদঃ আত্মৈব ; সংবিশতি আত্মনা স্বেনৈব স্বং পারমার্থিকমাত্মানং, য এবং বেদ। পরমার্থদর্শনাৎ

ব্রহ্মবিৎ তৃতীয়ং বীজভাবং দগ্ধ্বা আত্মানং প্রবিষ্ট ইতি ন পুনর্জ্জায়তে, তুরীয়স্যা-বীজত্বাৎ। ন হি রজ্জুসর্পয়োর্ব্বিবেকে রজ্জ্বাং প্রবিষ্টঃ সর্পো বুদ্ধিসংস্কারাৎ পুনঃ পূর্ব্ববৎ তদ্বিবেকিনামুত্থাস্যতি। মন্দ-মধ্যমধিয়াস্তু প্রতিপন্নসাধকভাবানাং সন্মার্গ-গামিনাং সন্ন্যাসিনাং মাত্রাণাং পাদানাঞ্চ কৢপ্তসামান্যবিদাং যথাবদুপাস্যমান ওঙ্কারো ব্রহ্ম প্রতিপত্তয়ে আলম্বনীভবতি। তথা চ বক্ষ্যতি।—"আশ্রমাস্ত্রিবিধাঃ" ইত্যাদি ॥ ১২

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মাণ্ডূক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রভাষ্যং
সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অমাত্র অর্থ—যাহার মাত্রা নাই; সেই অমাত্র নির্ব্বিশেষ ওঙ্কার তুরীয় আত্মস্বরূপই বটে; অভিধান (বাচক) শব্দ ও অভিধেয় (তদ্বাচ্য) মন, এতদুভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় অব্যবহার্য্য *; প্রপঞ্চোপশম (জগৎসম্বন্ধরহিত), শিব ও অদ্বৈতভাবসম্পন্ন, কথিতানুরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষপ্রযুক্ত, এই ত্রিমাত্র অর্থাৎ পাদত্রয়যুক্ত ওঙ্কার আত্মস্বরূপই বটে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বয়ংই স্বীয় পারমার্থিক আত্মস্বরূপে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমার্থ দর্শনের বলে তৃতীয় বীজভাব দগ্ধ করিয়া আত্মাতে প্রবিষ্ট হন; এই কারণে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না; কেননা, তুরীয়ে কোনরূপ জন্মাদিবীজ নিহিত নাই। কারণ, রজ্জু ও সর্পের বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলে, কল্পিত সর্পটি রজ্জুতে প্রবিষ্ট হইয়া (বিলীন হইয়া) পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কখনই বিবেকিগণের নিকট পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয় না। কিন্তু যে সমস্ত মন্দবুদ্ধি (অল্পবুদ্ধি) ও মধ্যম-

* তাৎপর্য্য—এখানে অভিধান অর্থ—বাক্য, আর অভিধেয় অর্থ—মন। এই জগৎ যখন মনেরই কল্পনা-প্রসূত, তখন মনের অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই; আর মন ঐরূপ কল্পনা করে বলিয়াই বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। এখন মূলীভূত অজ্ঞানের ক্ষয় হওয়ায় তদধীন বাক্য ও মনের ক্ষয় হইয়াছে; বাক্য ও মন ক্ষীণ হওয়ায় অমাত্রের ব্যবহারযোগ্যতাও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; কাজেই তাহাকে অব্যবহার্য্য বলা হইয়াছে।

বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সাধকভাব বা সাধনা অবলম্বন করিয়াছেন, নিয়ত সৎপথে চলিয়া থাকেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাত্রা ও পাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সামান্য ধর্ম্ম বা সাদৃশ্য অবগত আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ওঙ্কারই যথাযথভাবে উপাস্যমান হইয়া, ব্রহ্মাবগতির অবলম্বন বা সহায় হইয়া থাকে। 'আশ্রম তিনপ্রকার' ইত্যাদি স্থলে সেইরূপ কথিতও হইবে॥ ১২

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ মন্ত্র ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।—

ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।

ওঙ্কারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৪

ওঙ্কারং পাদশঃ (পাদং পাদং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ), পাদাঃ [এব] মাত্রাঃ; [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। ওঙ্কারং পাদশঃ (পাদক্রমেণ) জ্ঞাত্বা (সম্যক্ অনুভূয়) কিঞ্চিদপি (অন্যৎ কিমপি) ন চিন্তয়েৎ; [তাবতা এব কৃতার্থো ভবতীতিভাবঃ]।

ওঙ্কারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে; পাদ ও মাত্রা একই পদার্থ; ইহাতে সংশয় নাই। ওঙ্কারকে পাদক্রমে জানিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না॥ ২৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পূর্ব্ববদত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। যথোক্তৈঃ সামান্যৈঃ পাদা এব মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ তস্মাৎ ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ ইত্যর্থঃ। এবমোঙ্কারে জ্ঞাতে দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনং চিন্তয়েৎ, কৃতার্থত্বাদিত্যর্থঃ॥ ২৪

পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও এই সকল শ্লোক হইতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ সামান্য বা সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে, তদনুসারে [বুঝিতে হয় যে] পাদই মাত্রা এবং মাত্রাই পাদ; (উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই); অতএব ওঙ্কারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে। এইরূপে ওঙ্কার পরিজ্ঞাত হইলেই [সাধকের] কৃতার্থতা লাভ হয়, তখন দৃষ্টার্থ বা

অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক কোনও প্রয়োজনে চিন্তা করিবে না ॥ ২৪

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৫

[ইদানীমোঙ্কারানুসন্ধানরহিতস্য ওঙ্কারধ্যানমুপদিশতি "যুঞ্জীত" ইত্যাদিনা।]—প্রণবে (ওঙ্কারে) চেতঃ (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ); [যতঃ] প্রণবঃ নির্ভয়ং (সংসারভয়বারকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপম্)। প্রণবে নিত্যযুক্তস্য (নিত্যং সমাহিতচিত্তস্য) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) ভয়ং ন বিদ্যতে (নাস্তি) ["আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি শ্রুতেঃ ॥]

প্রণবে (ওঙ্কারে) চিত্ত সমাহিত করিবে; কারণ প্রণবই অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ। যে লোক সর্ব্বদা প্রণবে সমাহিতচিত্ত, তাহার কুত্রাপি ভয় থাকে না ॥ ২৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ যথাব্যাখ্যাতে পরমার্থরূপে প্রণবে চেতো মনঃ; যস্মাৎ-প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্। ন হি তত্র সদাযুক্তস্য ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ, "বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫

ভাষ্যানুবাদ।

"যুঞ্জীত" অর্থ—সমাহিত করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণিত পরমার্থস্বরূপ প্রণবে চেতঃ (মনকে) সমাহিত করিবে; যেহেতু প্রণবই নির্ভয় (সংসারভয়রহিত) ব্রহ্মস্বরূপ; কেননা, তাঁহাতে সর্ব্বদা সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির কোথাও ভয় সম্ভাবিত হয় না; শ্রুতি বলিয়াছেন—'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না' ॥ ২৫

প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ।
অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যো ন পরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ ॥ ২৬

প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) হি (এব) অপরং ব্রহ্ম (কার্য্যোপাধিকব্রহ্মস্বরূপঃ), প্রণবঃ পরং (নিরুপাধিকং) [ব্রহ্ম] চ (অপি) স্মৃতঃ (চিন্তিতঃ)। প্রণবঃ অপূর্ব্বঃ (নাস্তি পূর্ব্বং কারণং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), অনন্তরঃ (নাস্তি অন্তরং

বিজাতীয়ং ভেদো বা যস্য, সঃ তথোক্তঃ), অবাহ্যঃ (নাস্তি বাহ্যং তদতিরিক্তং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), অনপরঃ, (নাস্তি অপরং—কার্য্যং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), [তথা ! অব্যয়ঃ (ন বেতি বিশেষরূপং ন প্রাপ্নোতি, ইতি অব্যয়ঃ) [চ]। [মন্দ-মধ্যমাধিকারিণোঃ ধ্যেয়রূপং পূর্ব্বার্দ্ধে উক্তম্ ; উত্তমাধিকারিণস্তু নির্ব্বিশেষব্রহ্মরূপতয়া ধ্যেয়রূপম্ উত্তরার্দ্ধে উক্তমিতি বিবেকঃ॥

প্রণবই অপর ব্রহ্ম এবং প্রণবই পর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। এই প্রণবের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নাই, কার্য্য নাই, অন্তর নাই, বহির্ভাব নাই, ইহা অব্যয়—নির্ব্বিকার স্বভাব ॥২৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরাপরে ব্রহ্মণী প্রণবঃ ; পরমার্থতঃ ক্ষীণেষু মাত্রা-পাদেষু পর এবাত্মা ব্রহ্মেতি ; ন পূর্ব্বং কারণমস্য বিদ্যত ইত্যপূর্ব্বঃ ; নাস্য অন্তরং ভিন্নজাতীয়ং কিঞ্চিদ্‌বিদ্যত-ইত্যনন্তরঃ ; তথা বাহ্যমন্যৎ ন বিদ্যত ইত্যবাহ্যঃ ; অপরং কার্য্যমস্য ন বিদ্যত ইত্যনপরঃ, "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞান ঘন ইত্যর্থঃ ॥২৬

ভাষ্যানুবাদ।

প্রণবই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে পাদ ও মাত্রাবুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে [এই প্রণবই] পরমাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ হন, ; এই নিমিত্তই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ না থাকায় অপূর্ব্ব ; ইঁহা হইতে অন্তর ভিন্ন-জাতীয় কিছু নাই, এইজন্য অনন্তর ; সেইরূপ ইঁহার বাহিরেও কিছু নাই, এইজন্য অবাহ্য ; ইঁহার অপর অর্থাৎ কোনও কার্য্য নাই, এই কারণে অনপর ; সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় তিনি বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান এবং জন্মরহিত ॥ ২৬

সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্ ॥ ২৭

[অথ প্রণবস্য সর্ব্বাত্মতামুপদিশতি—'সর্ব্বস্য' ইতি।]—প্রণবঃ (ওঙ্কারঃ) হি (নিশ্চয়ে) সর্ব্বস্য (জগতঃ) আদিঃ (উৎপত্তিঃ), মধ্যং (স্থিতিঃ), তথৈব (তদ্‌বদেব) অন্তঃ (প্রলয়ঃ) চ (অপি)। এবং (উক্তেন রূপেণ) প্রণবং

জ্ঞাত্বা (আত্মস্বরূপতয়া অনুভূয়) অনন্তরং (তৎক্ষণাদেব) তৎ ("অপূর্ব্বঃ" ইত্যাদিবিশেষণং ব্রহ্ম) ব্যশ্নুতে (বিশেষেণ প্রতিপদ্যতে) ॥

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। এইরূপে প্রণবকে জানিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আদিমধ্যান্তা উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াঃ সর্ব্বস্য প্রণব এব। মায়াহস্তি-রজ্জু-সর্প-মৃগতৃষ্ণিকা-স্বপ্নাদিবদুৎপদ্যমানস্য বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য যথা মায়াব্যাদয়ঃ, এবং হি প্রণবমাত্মানং মায়াব্যাদিস্থানীয়ং জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাদেব তদাত্মভাবং ব্যশ্নুত ইত্যর্থঃ ॥২৭

ভাষ্যানুবাদ।

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ, অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ। মায়াময় হস্তী, রজ্জু-সর্প, মৃগতৃষ্ণা ও স্বপ্নাদির ন্যায় উৎপদ্যমান আকাশাদি প্রপঞ্চের পক্ষে, মায়াবিপ্রভৃতি যেরূপ [অবিকারী কারণ,] ঠিক তদ্রূপ মায়াবিস্থানীয় প্রণবরূপী আত্মাকে কারণরূপে জানিয়া তৎক্ষণাৎই সেই আত্মভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২৮

প্রণবং (ওঙ্কারং) হি (নিশ্চয়ে) সর্ব্বস্য (প্রাণিনঃ) হৃদি (বুদ্ধৌ) সংস্থিতং (অন্তর্যামিতয়া স্থিতং) ঈশ্বরং (ঈশ্বরাভিন্নং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)। ধীরঃ (বিবেকী) সর্ব্বব্যাপিনং (ব্যোমবৎ সর্ব্বতঃ স্থিতং) ওঙ্কারং মত্বা (জ্ঞাত্বা) ন শোচতি (ন শোকং করোতি), ["তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি শ্রুতেঃ]।

প্রণবকেই সর্ব্ববুদ্ধিসন্নিহিত ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। ধীর পুরুষ সর্ব্বব্যাপী প্রণবকে অবগত হইয়া আর শোক করেন না। অর্থাৎ শোকোত্তীর্ণ হন ॥ ২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য স্মৃতিপ্রত্যয়াস্পদে হৃদয়ে স্থিতমীশ্বরং প্রণবং বিদ্যাৎ সর্ব্ব-ব্যাপিনং ব্যোমবৎ ওঙ্কারমাত্মানমসংসারিণং ধীরো বুদ্ধিমান্ মত্বা ন শোচতি শোক-নিমিত্তানুপপত্তেঃ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ॥ ২৮

ভাষ্যানুবাদ।

প্রণবকেই সমস্ত প্রাণীর স্মৃতি-জ্ঞানাশ্রয় হৃদয়দেশে অবস্থিত ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিবে। ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ পুরুষ ওঙ্কারকেই আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ও অসংসারী আত্মস্বরূপ জানিয়া আর শোক করেন না; কারণ, তখন আর শোকের কোনই কারণ থাকে না, 'আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক অতিক্রম করে' ইত্যাদি শ্রুতি এবিষয়ে প্রমাণ॥ ২৮

অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥ ২৯

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরাসু গৌড়পাদীয়-
কারিকাসু প্রথমমাগমপ্রকরণম্॥ ১

[প্রকরণার্থমুপসংহরতি অমাত্রেতি।]—যেন (সাধকেন) অমাত্রঃ (মাত্রাদি-বিভাগরহিতঃ) অনন্তমাত্রঃ (অনন্তা মাত্রা—পরিমাণং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), চ (অপি) দ্বৈতস্যোপশমঃ (দ্বৈতবিশ্রান্তিস্থানং) [অতএব] শিবঃ (কল্যাণময়ঃ) ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ) বিদিতঃ (জ্ঞাতঃ); [সঃ] জনঃ [এব] মুনিঃ (যথার্থমনন-শীলঃ), ইতরঃ (অনেবংবিৎ জনঃ) ন [মুনিরিত্যর্থঃ]।

যে জন, অমাত্র (মাত্রাবিভাগশূন্য) অথচ অমাত্র (অনন্ত—অসীম), দ্বৈত-বিশ্রান্তভূমি, মঙ্গলময় ওঙ্কারকে জানিয়াছেন; তিনিই যথার্থ মুনি, অপরে নহে॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অমাত্রস্তুরীয় ওঙ্কারঃ, মীয়তেঽনয়েতি মাত্রা পরিচ্ছিত্তিঃ, সা অনন্তা যস্য, সোঽনন্তমাত্রঃ; নৈতাবত্ত্বমস্য পরিচ্ছেত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বদ্বৈতোপশমত্বাদেব শিবঃ; ওঙ্কারো যথাব্যাখ্যাতো বিদিতো যেন, স এব পরমার্থতত্ত্বস্য মননাৎ মুনিঃ, নেতরো জনঃ শাস্ত্রবিদপীত্যর্থঃ॥ ২৯

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শঙ্কর-
ভগবতঃ কৃতাবাগমশাস্ত্রবিবরণে গৌড়পাদীয়কারিকাসহিত-
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমাগমপ্রকরণং সম্পূর্ণম্॥১

ভাষ্যানুবাদ।

অমাত্র অর্থ—[মাত্রাশূন্য] তুরীয় ওঙ্কার; যাহা দ্বারা, [কোন বস্তুকে] পরিমিত করা তাহা মাত্রা, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ বা পরিমাণ; সেই পরিমাণ যাহার অনন্ত, তাহা অনন্তমাত্র। অভিপ্রায় এই যে, ইহার পরিমাণ ইয়ত্তা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। সর্ব্বপ্রকার দ্বৈত-বিশ্রান্তি স্থান বলিয়াই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় ওঙ্কারকে যে লোক বর্ণিতপ্রকারে অবগত হইয়াছেন; পরমার্থ সত্য বস্তুর মনন করায়—চিন্তাকরায় তিনিই মুনি; অপর লোক (যিনি এবংবিধ নহেন, তিনি) শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও নহে, অর্থাৎ মুনিপদবাচ্য নহেন॥ ২৯

আগমপ্রকরণীয় ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

গৌড়পাদীয়-কারিকাসু বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং প্রকরণম্।

বৈতথ্যং সর্ব্বভাবানাং স্বপ্ন আহুর্ম্মনীষিণঃ।
অন্তঃস্থানাত্তু ভাবানাং সংবৃতত্বেন হেতুনা ॥৩০॥ ১

[পূর্ব্বম্ আগমপ্রাধান্যেন দ্বৈতমিথ্যাত্বং প্রতিপাদ্য ইদানীং যুক্তিতোঽপি তৎ সমর্থয়িতুং দ্বিতীয়ং বৈতথ্যনামকং প্রকরণমারভ্যতে—তত্র প্রথমং স্বপ্নমিথ্যাত্বং সাধয়তি—বৈতথ্যমিত্যাদিনা।]

মনীষিণঃ (বিচারকুশলাঃ) স্বপ্নে [দৃশ্যমানানাং] ভাবানাম্ (পদার্থানাং হয়-হস্তি-প্রভৃতীনাম্) অন্তঃ (শরীরমধ্যে অন্তঃকরণে ইতি যাবৎ), স্থানাৎ (অবস্থিতেঃ) সংবৃতত্বেন (তৎস্থানস্য সূক্ষ্মত্বেন) হেতুনা (কারণেন) [অনুপ-যুক্ত-দেশবর্ত্তিনাং স্বাপ্নানাং] সর্ব্বভাবানাং (বস্তুত্বেন প্রতীয়মানানাং) বৈতথ্যং (বিতথস্য ভাবঃ বৈতথ্যং মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ) আহুঃ (কথয়ন্তি)। [ন হি সূক্ষ্মে দেহমধ্যে প্রতীয়মানানাং বিপুলবপুষাং হয়হস্ত্যাদীনাং সত্যত্বমুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥

মনীষিগণ স্বপ্নদৃশ্য সমস্ত পদার্থেরই মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, স্বপ্নপদার্থসমূহ দেহমধ্যে অবস্থিতি করে; অথচ সেই স্থানটি সংবৃত অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। অভিপ্রায় এই যে, ঐরূপ অল্প-পরিমাণ দেহমধ্যে কখনই হস্তী পর্ব্বতাদি বিপুলকায় পদার্থ স্থান পাইতে পারে না; অতএব স্বপ্নদৃশ্যমাত্রই অসত্য—মিথ্যা ॥ ৩০ ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

'জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে' ইত্যুক্তম্, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। আগমমাত্রং তৎ; তত্রোপপত্ত্যাপি দ্বৈতস্য বৈতথ্যং শক্যতেঽবধারয়িতুমিতি দ্বিতীয়ং প্রকরণমারভ্যতে—বৈতথ্যমিত্যাদিনা।

বিতথস্য ভাবো বৈতথ্যং অসত্যত্বমিত্যর্থঃ। কস্য? সর্ব্বেষাং বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাং পদার্থানাং স্বপ্নে উপলভ্যমানানাম্ আহুঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ প্রমাণকুশলাঃ। বৈতথ্যে হেতুমাহ—অন্তঃ স্থানাৎ, অন্তঃ শরীরস্য মধ্যে স্থানং যেষাম্; তত্র হি ভাবা উপলভ্যন্তে পর্ব্বতহস্ত্যাদয়ঃ, ন বহিঃ শরীরাৎ; তস্মাৎ তে বিতথা ভবিতুমর্হন্তি।

নন্বপবরকাদ্যন্তরুপলভ্যমানৈর্ঘটাদিভিরনৈকান্তিকো হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংবৃতত্বেন হেতুনেতি। অন্তঃ সংবৃতস্থানাদিত্যর্থঃ। ন হ্যন্তঃ সংবৃতে দেহান্তর্নাড়ীষু পর্ব্বতহস্ত্যাদীনাং ভাবোঽস্তি; নহি দেহে পর্ব্বতোঽস্তি॥ ৩০॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

"একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে কথিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে আর দ্বৈতসত্তা থাকে না। তাহা কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ মাত্র; যুক্তি দ্বারাও যে দ্বৈতমিথ্যাত্ব সাধন করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশে "বৈতথ্যং" ইত্যাদি বাক্যে এই দ্বিতীয় প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—

বৈতথ্য অর্থ বিতথের (যাহা একরূপে থাকে না—মিথ্যা, তাহার) ভাব বা ধর্ম্ম, অর্থাৎ অসত্যতা। [বৈতথ্য] কাহার? স্বপ্নে বাহ্য (ঘটপটাদি) আধ্যাত্মিক (সুখদুঃখাদি) যে সমুদয় পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সেই সমুদয় ভাবের অর্থাৎ পদার্থের [বৈতথ্য]* মনীষিগণ বলিয়া থাকেন; মনীষী অর্থ—প্রমাণ-প্রয়োগে কুশল। বৈতথ্যে হেতু বলিতেছেন—অন্তরে (দেহমধ্যে) অবস্থিতি, শরীরের অভ্যন্তরে যে সমুদয়ের স্থান, [সেই সমুদয় পদার্থই বিতথ]। কেন না, পর্ব্বত-হস্তি-প্রভৃতি পদার্থ সমুদয় সেই শরীরাভ্যন্তরেই অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের বাহিরে [অনুভূত হয়] না; এই কারণে সেই পদার্থসমূহ বিতথ (মিথ্যা) হইবার যোগ্য।

* তাৎপর্য্য—'বৈতথ্য' শব্দের মৌলিক অর্থ এইরূপ—'তথা' অর্থ—সেইরূপ, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা যেরূপে দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার সেইরূপটি। 'বি' অর্থ—বিগত; —যাহার তথাভাব (পূর্ব্বরূপটি) বিগত হয়, অর্থাৎ থাকে না, তাহাকে বলে 'বিতথ'; বিতথের ভাব বা স্বভাবকে 'বৈতথ্য' বলা হয়। সুতরাং 'বৈতথ্য' আর মিথ্যাত্ব একই অর্থ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বস্ত্রাদি আবরণের অভ্যন্তরে অনুভূয়মান ঘটাদি পদার্থ যখন মিথ্যা হয় না, তখন উক্ত হেতুটি ত ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী * হইতে পারে না? অনৈকান্তিক হয়? এই আশঙ্কায় সংবৃতত্ব হেতুর উল্লেখ করিতেছেন। যেহেতু ঐ অন্তর স্থানটি সংবৃত বা সঙ্কুচিত। দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী অল্প-পরিমাণ নাড়ী-মধ্যে কখনই পর্ব্বত ও হস্তী প্রভৃতি পদার্থের অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, দেহের মধ্যে ত আর পর্ব্বত নাই? [সুতরাং স্বপ্নে দৃশ্য সমুদয়ই অসত্য] ॥ ৩০ ॥ ১

অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেহান্ন পশ্যতি।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥৩১॥২

[স্বপ্নদৃশ্যানাং মিথ্যাত্বে হেত্বন্তরমুপন্যস্যতি—"অদীর্ঘত্বাৎ" ইত্যাদি।]—কালস্য (স্বপ্নকালস্য) অদীর্ঘত্বাৎ (স্বল্পত্বাৎ) চ (অপি) [হেতোঃ] দেহাৎ (স্বশরীরাৎ) গত্বা (বহির্নির্গম্য) [দিন-মাসাদিগম্যেষু বহুযোজনান্তরিতেষু দেশেষু] গত্বা স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃশ্যান্ পদার্থান্) ন পশ্যতি [স্বপ্নদর্শী ইতি শেষঃ]। সর্ব্বঃ (স্বপ্নদর্শী) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ) চ (অপি) [সন্] তস্মিন্ (স্বপ্নানুভূতে) দেশে (স্থানে) ন বৈ (নৈব) বিদ্যতে (তিষ্ঠতি)। [স্বপ্নদর্শী যদি স্বদেহাৎ বহির্নিগম্য তত্তদ্দেশেষু গত্বৈব স্বাপ্নান্ বিষয়ান্ পশ্যেৎ, তর্হি ক্ষণমাত্রাৎ জাগরিতঃ সন্ তস্মিন্নেব দূরবর্ত্তিনি দেশে স্থিতো ভবেৎ; নচৈবং; অতো দেহমধ্যে এব স্বপ্নদর্শনং যুক্তমিত্যাশয়ঃ]।

স্বপ্নদর্শী পুরুষ যে, দেহ হইতে নির্গত হইয়া (উপযুক্ত স্থানে যাইয়া) স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা নহে; কারণ ঐ সময় দীর্ঘ নহে, অর্থাৎ ঐরূপ দূর দেশে

* কোন একটি বিষয়ের অনুমান করিতে হইলেই এরূপ একটি হেতু দিতে হয়, যাহা কস্মিন্ কালেও ব্যভিচারী না হয়। সেই হেতু সত্ত্বেও যদি সেই নিয়মানুসারে কোন স্থলে সেই জাতীয় বিষয় প্রমাণ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে সেই হেতুটি 'অনৈকান্তিক' হইয়া পড়ে। অনৈকান্তিক হেতু দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না। আলোচ্য স্থলেও শঙ্কা হইতেছে যে, কোন দৃষ্ট পদার্থকে অপর কোন পদার্থের মধ্যে দেখিলেই যদি সেই পদার্থটি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বস্ত্রাচ্ছাদিত ঘটাদিও মিথ্যা হইতে পারিত; অথচ ঘটাদি ত মিথ্যা নহে; অতএব অন্তরে স্থিতিরূপ হেতুটি অনৈকান্তিকত্ব দোষে দুষিত হইতেছে।

গমনাগমনের উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ কোন স্বপ্নদর্শীই জাগরিত হইয়া ত আর সেই দেশে (যেখানে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেই স্থানে) বর্ত্তমান থাকে না, [পরন্তু নিজের শয়ন-কক্ষেই থাকে] ॥ ৩১ ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নদৃশ্যানাং ভাবানামন্তঃ সংবৃতস্থানমিত্যেতদসিদ্ধম্; যস্মাৎ প্রাচ্যেষু সুপ্ত উদক্ষু স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে, ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ—ন দেহাৎ বহির্দ্দেশান্তরং গত্বা স্বপ্নান্ পশ্যতি। যস্মাৎ সুপ্তমাত্র এব দেহদেশাদ্যোজনশতান্তরিতে মাসমাত্রপ্রাপ্যে দেশে স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে। ন চ তদ্দেশপ্রাপ্তেরাগমনস্য চ দীর্ঘঃ কালোঽস্তি। অতঃ অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য ন স্বপ্নদৃক্ দেশান্তরং গচ্ছতি। কিঞ্চ, প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বঃ স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নদর্শনদেশে ন বিদ্যতে। যদি চ স্বপ্নে দেশান্তরং গচ্ছেৎ, যস্মিন্ দেশে স্বপ্নান্ পশ্যেৎ, তত্রৈব প্রতিবুধ্যেত। নচৈতদস্তি; রাত্রৌ সুপ্তোঽহনি ইব ভাবান্ পশ্যতি, বহুভিঃ সঙ্গতো ভবতি; যৈশ্চ সঙ্গতঃ, স তৈর্গৃহ্যেত, নচ গৃহ্যতে। গৃহীতশ্চেৎ 'ত্বামদ্য তত্রোপলব্ধবন্তো বয়ম্' ইতি ব্রূয়ুঃ; নচৈতদস্তি। তস্মান্ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥ ৩১ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্নদৃশ্য পদার্থগুলির যে, শরীরমধ্যে অল্পস্থানস্থিতি বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বদিকে শয়ান ব্যক্তিও যেন উত্তর দিকেই স্বপ্ন দর্শন করিতেছে; [ইহা ত দেহমধ্যে থাকিলে হইতে পারে না।] এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, দেহ হইতে বাহিরে—দেশান্তরে যাইয়া স্বপ্ন দর্শন করে না; কেন না, যেহেতু নিদ্রিত হইলে তন্মুহূর্ত্তেই দেহ হইতে শত-যোজন-ব্যবহিত—মাসগম্য স্থানেই যেন স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; অথচ ঐরূপ দূর দেশে গমন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমনের উপযুক্ত দীর্ঘ কালও থাকে না। অতএব উপযুক্ত দীর্ঘকালের অভাব-নিবন্ধনই বলিতে হয় যে, স্বপ্নদর্শনকারী স্থানান্তরে গমন করে না, (দেহেই থাকে)। আরও এক কথা, সমস্ত স্বপ্নদর্শীই যেখানে স্বপ্ন দর্শন করে, জাগরিত হইয়া ত আর সেখানে থাকে না। [প্রকৃত-

পক্ষে] স্বপ্নদর্শী যদি অন্যত্র যাইয়াই স্বপ্নদর্শন করিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই স্থানে জাগরিত হইত; [কেন না, এত অল্প সময়ে প্রত্যাগমন হইতে পারে না।] অথচ এরূপ ত হয় না। রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়াও যেন দিনের বেলায়ই সমস্ত বিষয় দর্শন করিতেছে মনে করে; এবং আপনাকেও বহুলোকের সহিত সম্মিলিত দর্শন করে; কিন্তু যাহাদের সহিত মিলিত হয়, [সত্য হইলে] তাহাদেরও সেইরূপ দর্শন সম্ভব হইত; অথচ সেরূপ ত দর্শন হয় না। আর যদি দেখিয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা বলিত যে, 'আমরা আজ তোমাকে সেখানে দেখিয়াছিলাম।' কিন্তু তাহাও ত হয় না। অতএব, স্বপ্নদর্শী স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য-দেশে গমন করে না, (স্বদেহেই বর্ত্তমান থাকে) ॥ ৩১ ॥ ২

অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্ব্বকম্।
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্ ॥৩২॥৩

[রথাদীনাম্ (স্বপ্নদৃশ্যানাং) অভাবঃ (অসত্ত্বং) চ (অপি) ন্যায়পূর্ব্বকং (যুক্তিযুক্তং) শ্রূয়তে—["ন তত্র রথা রথযোগাঃ" ইত্যাদৌ শ্রুতৌ ইতি শেষঃ]। তেন (স্থানসংবৃতত্বাদিহেতুনা) প্রাপ্তং (সিদ্ধং) [এব] বৈতথ্যং (প্রপঞ্চমিথ্যাত্বং) [শ্রুত্যা] প্রকাশিতং (প্রতিপাদিতং), আহুঃ (কথয়ন্তি) [জ্ঞানিন ইতি শেষঃ]। [যুক্তিসিদ্ধমেব বৈতথ্যং শ্রুতিরনুবদতীতি ভাবঃ]।

স্বপ্নদৃশ্য রথাদির অসত্তা যুক্ত্যনুযায়ী শ্রুতিতেও শোনা যায়। জ্ঞানিগণ ইহা বলিয়া থাকেন যে, সেই যুক্তিসিদ্ধমিথ্যাত্বই শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩২ ॥ ৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতশ্চ স্বপ্নদৃশ্যা ভাবা বিতথাঃ; যতঃ অভাবশ্চৈব রথাদীনাং স্বপ্নদৃশ্যানাং শ্রূয়তে, ন্যায়পূর্ব্বকং যুক্তিতঃ, শ্রুতৌ "ন তত্র রথাঃ" ইত্যত্র। তেনান্তঃস্থান-সংবৃতত্বাদিহেতুনা প্রাপ্তং বৈতথ্যং তদনুবাদিন্যা শ্রুত্যা স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্ব-প্রতিপাদনপরয়া প্রকাশিতমাহুর্ব্রহ্মবিদঃ ॥ ৩২ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেও স্বপ্নদৃশ্য বিষয়গুলি মিথ্যা ; যেহেতু 'সেখানে (স্বপ্নে) রথ নাই' ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বপ্নদৃশ্য রথাদির যুক্তিসিদ্ধ অভাব (অসত্তা) পরিশ্রুত হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, দেহমধ্যে স্থানাল্পত্বাদি কারণেই মিথ্যাত্ব প্রাপ্ত বা প্রমাণিত হইয়াছে ; শ্রুতি কেবল স্বপ্নে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রতিপাদনাভিপ্রায়েই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র ॥ ৩২ ॥ ৩

অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিতে স্মৃতম্ ।
যথা তত্র, তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে ॥ ৩৩ ॥ ৪

[স্বপ্নে সিদ্ধং বৈতথ্যং জাগরিতেঽপি অতিদিশতি "অন্তঃস্থানাৎ" ইত্যাদিনা ।] —[স্বপ্নে] ভেদানাং (বিশেষাণাং ভাবানামিতি যাবৎ) তু (পুনঃ) অন্তঃস্থানাৎ (দেহমধ্যে সংবৃতস্থানবর্ত্তিত্বাৎ হেতোঃ) [বৈতথ্যং] ; তস্মাৎ (দৃশ্যত্বাৎ হেতোঃ) জাগরিতেঽপি স্মৃতং (বৈতথ্যমুক্তং)। তত্র (জাগরিতে) যথা, স্বপ্নে [অপি] তথা (তদ্বদেব দৃশ্যত্বাদি হেতুঃ) ; [কেবলং] সংবৃতত্বেন (হেতুনা) ভিদ্যতে (স্বপ্ন-জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভেদ ইত্যর্থঃ)।

স্বপ্নাবস্থায় পদার্থসমূহ অল্পস্থানে দৃশ্য হয় বলিয়া অসত্য ; জাগরণ-দশায়ও সেই দৃশ্যত্বহেতুতেই দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব বিজ্ঞাত হয়। পদার্থসমূহ স্বপ্নে যেরূপ, জাগরণেও সেইরূপ ; স্বপ্নে কেবল স্বল্প স্থানে থাকে ; এইমাত্র প্রভেদ ॥ ৩৩ ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞা, দৃশ্যত্বাৎ ইতি হেতুঃ ; স্বপ্নদৃশ্যভাবৎ ইতিদৃষ্টান্তঃ। যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং, তথা জাগরিতেঽপি দৃশ্যত্বমবিশিষ্টমিতি হেতূপনয়ঃ। তস্মাজ্জাগরিতেঽপি বৈতথ্যং স্মৃতমিতি নিগমনম্। অন্তঃস্থানাৎ সংবৃতত্বেন চ স্বপ্ন-দৃশ্যানাং ভাবানাং জাগ্রদ্দৃশ্যেভ্যো ভেদঃ। দৃশ্যত্বমসত্যত্বঞ্চাবিশিষ্টমুভয়ত্র ॥ ৩৩ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থ সমূহ মিথ্যা, ইহা প্রতিজ্ঞা ; দৃশ্যত্ব তাহার

হেতু ; স্বপ্নদৃশ্য ভাবের ন্যায়, ইহা দৃষ্টান্ত। যেমন স্বপ্নে দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব, জাগরিতাবস্থায়ও তেমনি ; জাগরিতাবস্থায়ও 'দৃশ্যত্ব'রূপ হেতুটি তুল্য, ইহা হেতুর উপনয় ; অতএব জাগরিত অবস্থায়ও [পদার্থসমূহের] মিথ্যাত্ব জ্ঞাত হইয়াছে ; ইহা নিগমন, অভ্যন্তরে অবস্থান নিবন্ধন অল্পস্থানবর্ত্তিত্ব হেতু জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থ হইতে স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহের প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু দৃশ্যত্ব ও অসত্যত্ব ধর্ম্মদ্বয় উভয় স্থলেই অবিশিষ্ট বা তুল্য ॥ ৩৩ ॥ ৪

স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে হ্যেকমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা ॥ ৩৪ ॥ ৫

মনীষিণঃ (বিবেকিনঃ) স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে (স্বপ্নস্থানে, জাগরিতস্থানে চ) প্রসিদ্ধেন (কৢপ্তেন) হেতুনা (গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবরূপেণ) ভেদানাং (ভাবানাং) সমত্বেন (তুল্যত্বেন হেতুনা) একং (একত্বং) আহুঃ (কথয়ন্তি) ।

মনীষিগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রসিদ্ধ হেতুবলেই স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার পদার্থ সকল সমান, এই কারণে উভয় স্থানেই পদার্থসমূহ এক বা সমান, অর্থাৎ অসত্য ॥৩৪॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রসিদ্ধেনৈব ভেদানাং গ্রাহ্যগ্রাহকত্বেন হেতুনা সমত্বেন স্বপ্নজাগরিতস্থানয়োরেকত্বমাহুঃ বিবেকিন ইতি পূর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধস্যৈব ফলম্ ॥ ৩৪ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ।

পদার্থসমূহের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবরূপ লোকপ্রসিদ্ধ হেতুতেই সাম্য থাকায় বিবেকিগণ স্বপ্ন ও জাগরিতাবস্থার একত্ব বলিয়া থাকেন ; ইহা পূর্ব্ব-প্রমাণ-সিদ্ধ হেতুরই ফল-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ৫

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

[হেত্বন্তরমাহ—আদাবিতি]—যৎ (দৃশ্যং) আদৌ (আবির্ভাবাৎ প্রাক্)

অন্তে (অবসানে—তিরোভাবে) চ (অপি) ন অস্তি (অসৎ), তৎ (দৃশ্যং) মধ্যে (অনুভবসময়ে) অপি তথা (অসৎ এব)। বিতথৈঃ (রজ্জু-সর্প-মৃগতৃষ্ণাদিভিঃ) সদৃশাঃ (আদ্যন্তয়োঃ অভাবাৎ তুল্যাঃ) সন্তঃ (ভবন্তঃ) [অপি] অবিতথাঃ (সত্যরূপাঃ) ইব (ইবশব্দঃ অবাস্তবত্ববাচী) লক্ষিতাঃ (প্রতীতাঃ) [ভবন্তি]।

আদিতে ও অবসানে যাহা নাই—অসৎ, বর্ত্তমানেও তাহা সেইরূপ—অসৎ। পদার্থসমূহ অসত্য মৃগতৃষ্ণাদিতুল্য হইয়াও অবিতথবৎ—সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র ॥৩৫॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতশ্চ বৈতথ্যং জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভেদানামাদ্যন্তয়োরভাবাৎ, যৎ আদৌ অন্তে চ নাস্তি মৃগতৃষ্ণিকাদি, তৎ মধ্যেঽপি নাস্তীতি নিশ্চিতং লোকে। তথা ইমে জাগ্রদ্দৃশ্যা ভেদাঃ আদ্যন্তয়োরভাবাদ্বিতথৈরেব মৃগতৃষ্ণিকাদিভিঃ সদৃশত্বাদ্ বিতথা এব; তথাঽপ্যবিতথা ইব লক্ষিতা মূঢ়ৈরনাত্মবিদ্ভিঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেও জাগ্রৎকালে দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব, যেহেতু আদিতে ও অন্তে উহাদের অভাব। মৃগতৃষ্ণাদি যে সকল বস্তু আদিতে ও অন্তে নাই, মধ্যেও (বর্ত্তমান কালেও) সে সকল নাই—অসৎ। ইহা জগতে নিশ্চিত আছে; সেইরূপ এই সমুদয় জাগ্রৎ-দৃশ্য পদার্থ আদি ও অন্তে অসত্তা-নিবন্ধন অসত্য মৃগতৃষ্ণাদির তুল্য; সুতরাং নিশ্চিতই অসত্য; তথাপি মূঢ় অনাত্মজ্ঞগণ যেন অবিতথের ন্যায়—সত্য বলিয়াই যেন দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ৬

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭

[তেষাং (জাগ্রদ্দৃশ্যানাং) সপ্রয়োজনতা (স্নান-পানাদিসাধনতা) স্বপ্নে (স্বপ্নদশায়াং) বিপ্রতিপদ্যতে (ব্যভিচরতি—নিবর্ত্ততে ইতি যাবৎ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) আদ্যন্তবত্ত্বেন (আদিমত্ত্বেন অন্তবত্ত্বেন চ হেতুনা) তে (জাগ্রদ্দৃশ্যাঃ) খলু (নিশ্চয়ে) মিথ্যা (অসত্যাঃ) এব স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ নিশ্চিতা ইত্যর্থঃ)॥

জাগ্রৎকালীন দৃশ্যপদার্থসমূহের যে প্রয়োজন-সাধকতা, তাহা স্বপ্নসময়ে থাকে না; সেই কারণে ঐ সকল পদার্থ আদি ও অন্তবান্ (উৎপত্তি-বিনাশশীল); সুতরাং সে সমুদয় পদার্থ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে॥ ৩৬॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগরিতদৃশ্যানাম্ অপি অসত্ত্বমিতি যদুক্তং, তদযুক্তম্। তস্মাৎ জাগ্রদ্দৃশ্যা অন্নপানবাহনাদয়ঃ ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিং কুর্ব্বন্তঃ গমনাগমনাদিকার্য্যঞ্চ সপ্রয়োজনা দৃষ্টাঃ; ন তু স্বপ্নদৃশ্যানাং তদস্তি; তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যবৎ জাগ্রদ্দৃশ্যানাম্ অসত্ত্বং মনোরথমাত্রমিতি। তৎ ন; কস্মাৎ? যস্মাৎ যা সপ্রয়োজনতা দৃষ্টা অন্নপানাদীনাং, সা স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে। জাগরিতে হি ভুক্ত্বা পীত্বা চ তৃপ্তো বিনিবর্ত্তিততৃট সুপ্তমাত্র এব ক্ষুৎপিপাসাদ্যার্ত্তম্ অহোরাত্রোষিতম্ অভুক্তবন্তমাত্মানং মন্যতে। যথা স্বপ্নে ভুক্ত্বা পীত্বা চাতৃপ্তোত্থিতঃ, তথা। তস্মাৎ জাগ্রদ্ দৃশ্যানাং স্বপ্নে বিপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা। অতো মন্যামহে—তেষামপি অসত্ত্বং স্বপ্নদৃশ্যবদনাশঙ্কনীয়মিতি। তস্মাৎ আদ্যন্তবত্ত্বমুভয়ত্র সমানমিতি মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ॥ ৩৬॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে যে স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগ্রৎকালীন দৃশ্য পদার্থসমূহেরও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু অন্ন, পান ও বাহনাদি জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থসমূহ ক্ষুধা-পিপাসাদি-নিবৃত্তি এবং গমনাগমনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্রয়োজন বা সার্থক দৃষ্ট হয়; কিন্তু স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের তাহা দৃষ্ট হয় না। অতএব, স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগ্রদ্দৃশ্যেরও যে অসত্ত্ব, তাহা কেবল মনোরথ মাত্র। না—তাহা নহে; কেন? যেহেতু অন্নপানাদির যে সপ্রয়োজনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বপ্নে কিন্তু তাহারও বিপর্য্যয় ঘটে। কারণ, জাগ্রৎকালে পান ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক তৃষ্ণাহীন অবস্থায় নিদ্রিত হইবামাত্র [স্বপ্নে] আপনাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রপীড়িত, অহোরাত্র-উপবাসী অভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকে; স্বপ্নে যেরূপ পান-ভোজন করিয়াও অতৃপ্তভাবে জাগরিত হয়, ঠিক সেইরূপ। সেই কারণেই জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থসমূহের স্বপ্নাবস্থায় বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। অতএব মনে হয়, স্বপ্ন-

দৃশ্যের ন্যায় জাগ্রদ্দৃশ্যসমূহের অসত্ত্বও আশঙ্কার বিষয় নহে, অর্থাৎ উহাদেরও অসত্ত্ব নিশ্চিত। অতএব, উভয় স্থলেই আদ্যন্তবত্তা সমান; সুতরাং জাগ্রদ্দৃশ্যসমূহ মিথ্যা বলিয়া চিন্তিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭

অপূর্ব্বং স্থানিধর্ম্মো হি যথাস্বর্গনিবাসিনাম্।
তানয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যথৈবেহ সুশিক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮

[স্বপ্নদৃশ্যানাং মিথ্যাত্বে হেত্বন্তরমুপন্যস্যতি "অপূর্ব্বম্" ইত্যাদি।]—যথা স্বর্গনিবাসিনাং (স্বর্গস্থানাম্ ইন্দ্রাদীনাং) [সহস্রলোচনত্বাদিঃ স্থানিধর্ম্মঃ, তথা স্বপ্নে [যৎ] অপূর্ব্বং (অভিনবং চতুর্দ্দন্তগজারোহণাদি) [দৃশ্যতে, সোঽপি] হি (নিশ্চয়ে) স্থানিধর্ম্মঃ (স্থানিনঃ দ্রষ্টুঃ আত্মনঃ ধর্ম্মঃ ইত্যর্থঃ)। ইহ (জাগরিতে) সুশিক্ষিতঃ (পথিপ্রাজ্ঞঃ জনঃ) যথা গত্বা [পশ্যতি]। [তথা] এব অয়ং (স্বপ্নদর্শী) তান্ (স্বাপ্নপদার্থান্) প্রেক্ষতে (পশ্যতি) [তস্মাৎ স্বপ্নদৃশ্যানামসত্ত্বমিত্যাশয়ঃ]।

স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদির যেরূপ সহস্র চক্ষু প্রভৃতি অলৌকিক অবস্থা শ্রুত হওয়া যায়; তদ্রূপ স্বপ্নেও যে অপূর্ব্ব দর্শন হয়, ইহাও স্থানী—স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মারই ধর্ম্ম বা স্বভাব। পথ-বিষয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তি যেমন সেই স্থানে যাইয়া দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকে; এই স্বপ্নদর্শীও সেইরূপ দৃশ্যসমূহ দর্শন করে ॥৩৮॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নজাগ্রদ্ভেদয়োঃ সমত্বাৎ জাগ্রদ্ভেদানামসত্ত্বমিতি যদুক্তং, তদসৎ। কস্মাৎ? দৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। কথং? নহি জাগ্রদ্দৃষ্টা এবৈতে ভেদাঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে; কিন্তর্হি? অপূর্ব্বং স্বপ্নে পশ্যতি—চতুর্দ্দন্তগজমারূঢ়মষ্টভুজমাত্মানং মন্যতে। অন্যদপ্যেবংপ্রকারমপূর্ব্বং পশ্যতি স্বপ্নে। তৎ নান্যেনাসতা সমমিতি সদেব। অতঃ দৃষ্টান্তোঽসিদ্ধঃ, তস্মাৎ স্বপ্নবজ্জাগরিতস্যাসত্ত্বমিত্যযুক্তম্। তত্র স্বপ্নে দৃষ্টমপূর্ব্বং যৎ মন্যসে, ন তৎ স্বতঃ সিদ্ধম্। কিন্তর্হি? অপূর্ব্বঃ স্থানিধর্ম্মো হি স্থানিনো দ্রষ্টুরেব হি স্বপ্নস্থানবতো ধর্ম্মঃ। যথা স্বর্গনিবাসিনামিন্দ্রাদীনাং সহস্রাক্ষত্বাদি; তথা স্বপ্নদৃশোঽপূর্ব্বোঽয়ং ধর্ম্মঃ; ন স্বতঃ সিদ্ধো দ্রষ্টুঃ স্বরূপবৎ। তানেবং প্রকারান্ অপূর্ব্বান্ স্বচিত্তবিকল্পানয়ং স্থানী স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নস্থানং গত্বা প্রেক্ষতে। যথৈবেহ লোকে সুশিক্ষিতো দেশান্তরমার্গস্তেন মার্গেণ দেশান্তরং গত্বা তান্ পদার্থান্

পশ্চতি, তদ্বৎ। তস্মাদ্ যথা স্থানিধর্ম্মাণাং রজ্জুসর্প মৃগতৃষ্ণিকাদীনামসত্ত্বং, তথা স্বপ্নদৃশ্চানামপূর্ব্বাণাং স্থানিধর্ম্মত্বমেবেত্যসত্ত্বং; অতো ন স্বপ্নদৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্বম্॥ ৩৭॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহের সমতা-নিবন্ধন যে জাগ্রৎ পদার্থসমূহের অসত্যতা কথিত হইয়াছে, তাহা ভাল কথা নহে; কারণ? যেহেতু দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ। দৃষ্টান্তটি অসিদ্ধ কি প্রকারে? [উত্তর—] জাগ্রৎসময়ে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, সেই সকল পদার্থই ত স্বপ্নে দৃষ্ট হয় না; তবে কি? স্বপ্নে অপূর্ব্বরূপ (যেরূপ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, সেইরূপ) দর্শন করে—আপনাকে চতুর্দ্দন্ত গজে আরূঢ়, অষ্টভুজশালী বলিয়া মনে করে। এইরূপ আরও অপূর্ব্ব দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সেগুলি ত অপর অসৎ পদার্থের সমান নহে; সুতরাং নিশ্চয়ই সৎ; কাজেই উক্ত দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইল। অতএব, স্বপ্নের ন্যায় জাগরিতকে যে অসৎ বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। না—তাহা নহে। তুমি যাহাকে স্বপ্নদৃষ্ট অসৎ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ অসৎ নহে। তবে কি? নিশ্চয়ই তাহা অপূর্ব্ব স্থানিধর্ম্ম; অর্থাৎ স্বপ্নস্থানবর্ত্তী স্থানী দ্রষ্টারই ধর্ম্ম। স্বর্গনিবাসী ইন্দ্রাদির যেরূপ সহস্রলোচনত্বাদি ধর্ম্ম, তদ্রূপ স্বপ্নদর্শীরও ইহা একপ্রকার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম; কিন্তু দ্রষ্টার নিজের ন্যায় উহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। এই যে স্বপ্নস্থানাধিপতি স্বপ্নদর্শী, সে স্বপ্নস্থানে গমনপূর্ব্বক স্বীয়-চিত্তপরিকল্পিত এবংবিধ অপূর্ব্ব বিষয়সমূহ দর্শন করিয়া থাকে। ইহ লোকে দেশান্তরীয় পথাভিজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ সেই বিজ্ঞাত পথে দেশান্তরে গমন করিয়া পদার্থসমূহ দর্শন করে, তদ্রূপ। অতএব, স্থানিধর্ম্ম অর্থাৎ দ্রষ্টার মনঃকল্পিত রজ্জু, সর্প ও মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতির যেমন অসত্যতা, তেমনি অপূর্ব্ব স্বপ্নদৃশ্য পদার্থসমূহেরও স্থানিধর্ম্মত্বই অসত্যতা; অতএব, স্বপ্ন-দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি হইল না॥ ৩৭॥ ৮

স্বপ্নবৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতন্ত্বসৎ।
বহিশ্চেতোগৃহীতং সদ্দৃষ্টং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥৩৮॥ ৯

স্বপ্নবৃত্তৌ (স্বপ্নাবস্থায়াং) অপি অন্তঃ (অভ্যন্তরে) চেতসা (মনসা) কল্পিতং (মনঃ সংকল্পমাত্রমিত্যর্থঃ) তু (পুনঃ) অসৎ; [স্বপ্নে এব] বহিঃ (বহির্দ্দেশে) চেতোগৃহীতং (চেতসা উপলব্ধং ঘটাদি) তু সৎ; এতয়োঃ (অন্তর্বহিশ্চ চেতঃকল্পিতয়োঃ) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্বং) দৃষ্টম্।

স্বপ্নাবস্থায়ও শরীরাভ্যন্তরে চিত্তকল্পিত বিষয় অসৎ; কিন্তু বহির্দ্দেশে চিত্ত দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয়গুলি সৎ; এইরূপ সদসৎ বিভাগ সত্ত্বেও উভয়ের মিথ্যাত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৩৮ ॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অপূর্ব্বত্বাশঙ্কাং নিরাকৃত্য স্বপ্নদৃষ্টান্তস্য পুনঃ স্বপ্নতুল্যতাং জাগ্রদ্ভেদানাং প্রপঞ্চয়ন্নাহ—স্বপ্নবৃত্তাবপি স্বপ্নস্থানে অপ্যন্তশ্চেতসা মনোরথসঙ্কল্পিতমসৎ; সঙ্কল্পানন্তরসমকালমেবাদর্শনাৎ। তত্রৈব স্বপ্নে বহিশ্চেতসা গৃহীতং চক্ষুরাদি-দ্বারেণোপলব্ধং ঘটাদি সৎ ইত্যেবমসত্যমিতি নিশ্চিতেঽপি সদসদ্বিভাগো দৃষ্টঃ। উভয়োরপি অন্তর্ব্বহিশ্চেতঃ-কল্পিতয়োর্ব্বৈতথ্যমেব দৃষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্নদৃষ্টান্তের অপূর্ব্বত্ব-শঙ্কা নিরাসপূর্ব্বক জাগ্রৎ পদার্থসমূহের পুনর্ব্বার স্বপ্নতুল্যতা প্রকাশনার্থ বলিতেছেন—স্বপ্নবৃত্তিতে অর্থাৎ স্বপ্নস্থলেও অভ্যন্তরে চিত্তকল্পিত অর্থাৎ কেবলই মনোরথ-সংকল্পিত দৃশ্য পদার্থ অসৎ; কারণ, সঙ্কল্পের পর তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই অদৃশ্য হইয়া যায়; আর সেই স্বপ্নেই বহির্দ্দেশে চিত্ত দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিজ্ঞাত ঘটাদি পদার্থ সৎ; 'অসত্য' বলিয়া নিশ্চয় সত্ত্বেও এইরূপ সৎ-অসৎ বিভাগ দেখা গিয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে মনঃ-সংকল্পিত এই উভয়ের বৈতথ্যই দৃষ্টহইয়াছে * ॥৩৮॥৯

* তাৎপর্য্য—পদার্থের সৎ-অসৎ বিভাগ জগতে প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে স্বপ্নকালে যে সমস্ত পদার্থ কেবলই মনের কল্পনাবশে দেখা যায়, সে সমস্তই অসৎ; আর বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে জানা যায়, তৎসমুদয় সৎ। এইরূপ জাগ্রৎকালেও মনঃকল্পিত রজ্জু সর্পাদি অসৎ, আর বাহ্য ঘটপটাদি সৎ; প্রকৃত পক্ষে বাহিরে ও অন্তরে সমস্তই মনঃকল্পিত, সুতরাং অসৎ।

জাগ্রদ্বৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতংত্বসৎ।
বহিশ্চেতো-গৃহীতং সদ্ যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥৩৯॥ ১০

জাগ্রদ্বৃত্তৌ (জাগরিতস্থানে) অপি তু (পুনঃ) অন্তঃ (শরীরমধ্যে) চেতসা (মনসা) কল্পিতং [রজ্জুসর্পাদি] অসৎ; বহিঃ (বহির্দ্দেশে) চেতো-গৃহীতং (চেতসা ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞাতং) তু (পুনঃ) সৎ। [অতঃ] এতয়োঃ (অন্তর্ব্বহিঃকল্পিতয়োঃ) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্বং) যুক্তং (যুক্তিসম্মতম্)।

জাগ্রৎ অবস্থায়ও অন্তরে মনঃসঙ্কল্পিত বিষয় অসৎ; আর বহির্দ্দেশে মনের দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয় সৎ। অতএব, এই উভয়েরই মিথ্যাত্ব হওয়া যুক্তি-সম্মত ॥ ৩৯ ॥ ১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সদসতোর্ব্বৈতথ্যং যুক্তম্; অন্তর্ব্বহিশ্চেতঃকল্পিতত্বাবিশেষাদিতি। ব্যাখ্যাত-মন্যৎ ॥ ৩৯ ॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ।

সৎ ও অসৎ উভয়েরই মিথ্যাত্ব যুক্তিসম্মত; কেন না, অন্তরে ও বাহিরে, উভয় স্থানেই চিত্তপরিকল্পনার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অন্য অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ ১০

উভয়োরপি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োর্যদি।
ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ ॥৪০॥ ১১

[পূর্ব্বপক্ষী বৈতথ্যং আক্ষিপন্ আহ—"উভয়োঃ" ইত্যাদি।]—যদি (সম্ভাবনায়াং) উভয়োঃ স্থানয়োঃ (স্বপ্ন-জাগরয়োঃ) অপি ভেদানাং (পদার্থানাং) বৈতথ্যং (মিথ্যাত্বং) [স্যাৎ]; [তর্হি] কঃ (পুরুষঃ) এতান্ (পদার্থান্) বুধ্যতে (অনুভবতি), কঃ বৈ (বা) তেষাং (পদার্থানাং) কল্পকঃ (কল্পনা-কারণং) [ভবেৎ]।

দৃশ্যমান পদার্থসমূহ যদি উভয় স্থানেই (স্বপ্নে ও জাগরণে) মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কে-ই বা এ সমস্ত উপলব্ধি করে? এবং কে-ই বা সে সমস্তের কল্পনা করে? ॥ ৪০ ॥ ১১

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

চোদক আহ—স্বপ্নজাগ্রৎস্থানয়োর্ভেদানাং যদি বৈতথ্যং, ক এতান্ অন্তর্ব্বহিঃ চেতঃ কল্পিতান্ বুধ্যতে? কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ ক আলম্বনম্? ইত্যভিপ্রায়ঃ; ন চেন্নিরাত্মবাদ ইষ্টঃ ॥ ৪০ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বপক্ষকারী বলিতেছেন—স্বপ্ন ও জাগরণ, এই উভয় স্থানেই যদি পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব হয়; [তাহা হইলে] অন্তরে ও বাহিরে মনঃকল্পিত এই অনন্ত পদার্থরাশি অনুভব করে কে? এবং সে সমস্তের কল্পনাকারীই বা কে? অভিপ্রায় এই যে, উক্ত স্মরণ ও অনুভবের অবলম্বন বা বিষয় কে? নচেৎ নিরাত্মবাদ অর্থাৎ অসদ্-বাদই স্বীকার করিতে হয় * ॥ ৪০ ॥ ১১

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥ ৪১ ॥ ১২

[অথ সিদ্ধান্তী স্বমতসিদ্ধয়ে তৎপ্রক্রিয়ামাহ—"কল্পয়তি" ইত্যাদি।]—দেবঃ (প্রকাশস্বভাবঃ) আত্মা স্বমায়য়া (আত্মনঃ মায়াশক্ত্যা) আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং কল্পয়তি (ভেদাকারেণ ব্যবস্থাপয়তি); সঃ (আত্মা) এব (নিশ্চয়ে) ভেদান্ (পদার্থান্) বুধ্যতে (অনুভবতি), ইতি (এব এব) বেদান্তনিশ্চয়ঃ (বেদান্তসিদ্ধান্তঃ)।

এখন সিদ্ধান্তবাদী স্বমত সমর্থনের জন্য বলিতেছেন—স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় মায়াপ্রভাবে আপনিই আপনাকে [বিভিন্ন পদার্থাকারে] কল্পিত করেন;

* কর্ত্তাই পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণপূর্ব্বক তজ্জাতীয় পদার্থ অনুভব করিয়া থাকে; এই কারণে স্মরণও অনুভব দর্শন করিলে তদাশ্রয়রূপে কর্ত্তার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। এখন যদি সমস্ত পদার্থই মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হইল; তাহা হইলে কর্ত্তা প্রভৃতির নিরূপণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; দেহস্থ প্রমাতা জীব এবং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর, এই উভয়ই যদি মিথ্যা হইল, তাহা হইলেত প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ, এ সমস্তই অসৎ হইয়া পড়িল; আর এ সকলের অভাব স্বীকার করিলেত ফলতঃ নৈরাত্ম্যবাদই অঙ্গীকার করিতে হয়, অর্থাৎ আত্মার পর্য্যন্ত অসত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। অথচ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হয় না; কেননা, আত্মা না থাকিলে অন্যের অস্তিত্ব নিরাস করিবে কে? যিনিই বস্তুসত্তা প্রত্যাখ্যান করিতে বসিবেন, তাঁহাকেইত আত্মা বলিয়া মানিতে হইবে, সুতরাং নৈরাত্ম্যবাদ স্বীকার করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

এবং তিনিই আবার সেই সকল পদার্থ অনুভব করেন; ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত ॥ ৪১ ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বয়ং স্বমায়য়া স্বমাত্মানমাত্মা দেব আত্মন্যেব বক্ষ্যমাণং ভেদাকারং কল্পয়তি রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদীন্; স্বয়মেব চ তান্ বুধ্যতে ভেদান্ তদ্বদেব; ইত্যেবং বেদান্তনিশ্চয়ঃ। নাহন্যোঽস্তি জ্ঞান-স্মৃত্যাশ্রয়ঃ। নচ নিরাস্পদে এব জ্ঞান-স্মৃতী বৈনাশিকানামিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪১ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকাশমান আত্মা স্বীয় মায়াপ্রভাবে রজ্জু-প্রভৃতিতে সর্পাদির ন্যায় আপনিই আপনাকে বক্ষ্যমাণ ভেদাকারে (পদার্থাকারে) কল্পনা করেন, এবং সেইরূপ নিজেই সে সমস্ত বিশেষ বিশেষ পদার্থের অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপই বেদান্তের স্থির-সিদ্ধান্ত। জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয় অপর কেহ নাই। অভিপ্রায় এই যে, শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের ন্যায় জ্ঞান ও স্মৃতি যে নিরাশ্রয়ই হইয়া থাকে, তাহাও নহে ॥ ৪১ ॥ ১২

বিকরোত্যপরান্ ভাবানন্তশ্চিত্তে ব্যবস্থিতান্।
নিয়তাংশ্চ বহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তে প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥ ১৩

প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ আত্মা) অন্তঃ (শরীরমধ্যে) চিত্তে (মনসি) ব্যবস্থিতান্ (সংস্কারাত্মনা অবস্থিতান্—মনোরথকল্পিতান্ ইতি যাবৎ) অপরান্ ভাবান্ (শব্দাদীন্ পদার্থান্) বিকরোতি (বিবিধাকারেণ কল্পয়তি); এবং (তথা) বহিশ্চিত্তঃ (বহির্দ্দেশে চিত্তং যস্য, স তথোক্তঃ সন্) নিয়তান্ (নিয়ত-বৃত্তীন্ পৃথিব্যাদীন্) চ (অপি) [চকারাৎ অনিয়তবৃত্তীন্ চ] কল্পয়তে (সৃজতি)।

প্রভু ঈশ্বর সংস্কাররূপে চিত্তমধ্যস্থিত অপরাপর পদার্থসমূহ বিবিধাকারে কল্পনা করেন। আবার বহির্দ্দেশে চিত্ত-সমাবেশ করত স্বতঃসিদ্ধ ও অনিয়ত পদার্থসমূহ কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ ১৩

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

সঙ্কল্পয়ন্ কেন প্রকারেণ কল্পয়তীত্যুচ্যতে—বিকরোতি নানা করোত্যপরান্ লৌকিকান্ ভাবান্ পদার্থান্ শব্দাদীন্ অন্যাংশ্চ অন্তশ্চিত্তে বাসনারূপেণ ব্যবস্থিতান্ অব্যাকৃতান্ নিয়তাংশ্চ পৃথ্ব্যাদীন্ অনিয়তাংশ্চ কল্পনাকালান্ বহিশ্চিত্তঃ সন্। তথা অন্তশ্চিত্তো মনোরথাদিলক্ষণান্ ইত্যেবং কল্পয়তি, প্রভুঃ ঈশ্বর আত্মেত্যর্থঃ ॥৪২॥১৩

ভাষ্যানুবাদ।

সংকল্পকারী কি প্রকারে কল্পনা করে, তাহা কথিত হইতেছে—প্রভু—ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মা বহিশ্চিত্ত অর্থাৎ বহির্মুখ হইয়া লোক-প্রসিদ্ধ শব্দাদি ভাব-সমূহকে পদার্থ-সমূহকে এবং আরও যে সমস্ত পদার্থ সংস্কাররূপে অব্যক্তাবস্থায় মনোমধ্যে অবস্থিত আছে, সেই সমুদয় নিয়ত (স্থিরতর) পৃথিব্যাদি ও অনিয়ত অর্থাৎ জ্ঞানসমকালবর্ত্তী (যতক্ষণ প্রতীতি, ততক্ষণ যাহাদের স্থিতি, সেই সকল বিদ্যুৎ প্রভৃতি) পদার্থসমূহ বিশেষরূপে করিয়া থাকেন—নানাকারে কল্পনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ অন্তশ্চিত্ত অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বন করত মনো-রথাদি বিষয়সমূহ এইরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন * ॥ ৪২ ॥ ১৩

চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ ॥৪৩॥১৪

* তাৎপর্য্য—এতদুক্তং ভবতি—যথা লোকে কুলালো বা তন্তুবায়ো বা ঘটং পটং বা কার্য্যং চিকীর্ষুঃ আদৌ ব্যবহারযোগ্যাং ব্যক্তিং বুদ্ধৌ আবির্ভাব্য পশ্চাৎ তামেব বহিঃ নাম-রূপাভ্যাং সম্পাদয়তি। তথৈবায়মাদিকর্ত্তা মায়ালক্ষণে স্বচিত্তে নাম-রূপাভ্যামব্যক্তরূপেণ স্থিতান্ স্রষ্টব্য-পদার্থান্ প্রথমং সিসৃক্ষিতাকারেণ অন্তর্বিভাব্য পশ্চাৎ বহিঃ সর্ব্বপ্রতিপত্তৃ-সাধারণরূপেণ সম্পাদয়তি, ইতি কল্পনায়াং ক্রমাধিগতিরিতি। [আনন্দগিরিঃ]।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুম্ভকার কিংবা তন্তুবায় যখন ঘট কিংবা বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন প্রথমেই ব্যবহারযোগ্য ঘট ও বস্ত্রের আকৃতি বুদ্ধিতে স্থাপন করে, শেষে বুদ্ধপরিকল্পিত সেই ঘট ও বস্ত্রকেই বাহিরে—ব্যবহারক্ষেত্রে আবিষ্কৃত করে এবং তাহাতে 'ঘট' ও 'বস্ত্র' ইত্যাদি নাম যোজনা করে। এইরূপ আদিকর্ত্তা পরমেশ্বরও প্রথমে স্রষ্টব্য জগতের সূক্ষ্ম আকৃতিটি মায়ারূপ অন্তঃকরণে সঙ্কলন করিয়া—শেষে উপযুক্ত নাম ও স্থূল আকৃতি সম্পন্নভাবে বাহিরে প্রকটিত করেন মাত্র।

চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ॥ ৪৩ ॥১৪

[ভূয়োঽপি পদার্থানাং কল্পিতত্বং সমর্থয়তে—"চিত্তকালাঃ" ইতি]। যে তু অন্তঃ (অন্তঃকরণে) চিত্তকালাঃ (জ্ঞানসমকালবর্ত্তিনঃ), যে চ (অপি) বহিঃ (বহির্দ্দেশে) দ্বয়কালাঃ (উভয়কালপরিদৃশ্যাঃ) [পদার্থাঃ] ; তে সর্ব্বে এব (অবধারণে) কল্পিতাঃ (কল্পিতত্বাৎ অসত্যা ইতি ভাবঃ)। অন্যহেতুকঃ (হেত্বন্তরসাধ্যঃ) বিশেষঃ (পার্থক্যং) ন [অস্তি]।

অন্তঃকরণস্থিত যে সমস্ত বিষয় চিত্তকাল অর্থাৎ যতক্ষণ জ্ঞান, ততক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, এবং বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দ্বয়কাল অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়, উভয়েরই তুল্য কাল স্থায়িত্ব ; সে সমস্ত পদার্থই কল্পিত (মনের কল্পনা-প্রসূত), ইহাদের বৈলক্ষণ্যের অর্থাৎ আন্তর পদার্থ অসত্য, আর বাহ্য পদার্থ সত্য, এইরূপ বিশেষ কল্পনার অপর কোনও হেতু নাই॥ ৪৩॥ ১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নবচ্চিত্তপরিকল্পিতং সর্ব্বমিত্যেতদাশঙ্ক্যতে,—যস্মাচ্চিত্তপরিকল্পিতৈর্ম্মনোরথাদিলক্ষণৈশ্চিত্তপরিচ্ছেদ্যৈর্ব্বৈলক্ষণ্যং বাহ্যানামন্যোন্যপরিচ্ছেদ্যত্বমিতি, সা ন যুক্তা আশঙ্কা। চিত্তকালা হি যেঽন্তস্তু চিত্তপরিচ্ছেদ্যাঃ, নান্যঃ চিত্তকালব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদকঃ কালো যেষাং তে চিত্তকালাঃ ; কল্পনাকাল এবোপলভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। দ্বয়কালাশ্চ ভেদকালা অন্যোন্যপরিচ্ছেদ্যাঃ ; যথা আগোদোহনমাস্তে, যাবদাস্তে, তাবৎ গাং দোগ্ধি, যাবদ্গাং দোগ্ধি, তাবদাস্তে ; তাবানয়ম্ এতাবান্ সঃ ইতি পরস্পর পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকত্বং বাহ্যানাং ভেদানাং, তে দ্বয়কালাঃ। অন্তশ্চিত্তকালা বাহ্যাশ্চ দ্বয়কালাঃ কল্পিতা এব তে সর্ব্বে. ন বাহ্যো দ্বয়কালত্ববিশেষঃ কল্পিতত্বব্যতিরেকেণান্যহেতুকঃ। অত্রাপি হি স্বপ্নদৃষ্টান্তো ভবত্যেব॥ ৪৩॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ।

সমস্ত জগৎই স্বপ্নের ন্যায় মানস-সংকল্পমাত্র, এই সিদ্ধান্তের উপর আশঙ্কা হইতেছে—যেহেতু কেবলই চিত্তপরিকল্পিত এবং চিত্তমধ্যে পরিচ্ছিন্ন, মনোরথাদির সহিত বাহ্য পদার্থসমূহের পরস্পর-পরিচ্ছেদ্যত্বরূপ

বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে ; [অতএব স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হইতে পারে না।] এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে ; কেন না, অন্তঃস্থিত যে সমুদয় পদার্থ 'চিত্তকাল' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির অতিরিক্ত কোনকালই যে সকলের পরিচ্ছেদক হয় না, তাহারাই 'চিত্তকাল'-পদবাচ্য। অভিপ্রায় এই যে, মনে মনে যতক্ষণ কল্পনা থাকে, ততক্ষণই যে সকলের উপলব্ধি হয়, এবং কল্পনার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যায়। আর যে সমস্ত পদার্থ দ্বয়কাল—ভেদকালীন অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিচ্ছেদার্হ ; যেমন 'গোদোহন-কাল পর্য্যন্ত আছে', বলিলে বুঝা যায় যে, ইনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ গোদোহন করিতেছে, আর যতক্ষণ গোদোহন করিতেছে, ততক্ষণ ইনি আছেন ; 'ইহা এই পরিমাণ, তাহাও সেই পরিমাণ,' এইরূপে পরস্পরই পরস্পরের ব্যবচ্ছেদ্য বা অপর হইতে পৃথক্ কৃত হইয়া থাকে ; এই জাতীয় পদার্থসমূহই 'দ্বয়কাল' পদবাচ্য। অভ্যন্তরস্থ চিত্তসমকালীন এবং বহির্দ্দেশস্থ দ্বয়কালীন, এ সমস্তই কল্পিত ; কিন্তু বাহ্য পদার্থ যে কালদ্বয়ত্বগত বিশেষ, কল্পনা ব্যতীত তাহার অপর কোনও কারণ নাই ; অতএব এ বিষয়ে স্বপ্ন দৃষ্টান্ত অবশ্যই প্রদর্শিত হইতে পারে ॥ ৪৩ ॥ ১৪

অব্যক্তা এব যেঽন্তস্তু স্ফুটা এব চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষস্ত্বিন্দ্রিয়ান্তরে ॥ ৪৪ ॥ ১৫

অন্তঃ (অন্তঃকরণে বাসনারূপেণস্থিতাঃ) যে এব ভাবাঃ (পদার্থাঃ) অব্যক্তাঃ (অস্ফুটাঃ), যে এব চ (অপি) বহিঃ স্ফুটাঃ (চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ), তে সর্ব্বে এব (অবধারণে) কল্পিতাঃ (চিত্তসংকল্পজাঃ)। [তেষাং] বিশেষঃ (বৈলক্ষণ্যং) তু (পুনঃ) ইন্দ্রিয়ান্তরে (ইন্দ্রিয়ভেদে) [ভবতীতি শেষঃ]।

অন্তঃকরণে বাসনারূপে অবস্থিত যে সমস্ত পদার্থ অব্যক্ত বা অপরিস্ফুট, আর বহির্দ্দেশে যে সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে [প্রকাশ পায়], তৎসমস্তই চিত্তের কল্পিত ; (গ্রহণোপযোগী) ইন্দ্রিয়ভেদে কেবল ভেদ প্রতীতি হয় মাত্র ॥ ৪৪ ॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যপি অন্তরব্যক্তত্বং ভাবানাং মনোবাসনামাত্রাভিব্যক্তানাং, স্ফুটত্বং বা বহিশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ান্তরে বিশেষঃ, নাসৌ ভেদানাম্ অস্তিত্বকৃতঃ, স্বপ্নেঽপি তথা দর্শনাৎ। কিন্তর্হি? ইন্দ্রিয়ান্তরকৃত এব। অতঃ কল্পিতা এব জাগ্রদ্ভাবা অপি স্বপ্নভাববদিতি সিদ্ধম্॥ ৪৪ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ।

অন্তঃকরণে কেবল বাসনাবলে অভিব্যক্ত পদার্থসমূহের যদিও অব্যক্ততা (অস্ফুটতা) আছে, আর বহির্দ্দেশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বিশেষ দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া স্ফুটত্বরূপ বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ইহা যে, পদার্থসমূহের অস্তিত্বের ফল, তাহা নহে ; কেন না, স্বপ্নেও ঐরূপ দেখা যায়। পরন্তু ইহা কেবল বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পাদিত হয় মাত্র ; অতএব জাগ্রৎকালীন পদার্থ-সমূহও স্বপ্নবৎ কল্পিতই (বাস্তবিক নহে) ॥ ৪৪ ॥ ১৫

জীবং কল্পয়তে পূর্ব্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথাবিদ্যস্তথাস্মৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥ ১৬

[তত্র কল্পনাপ্রকারমাহ—জীবমিতি।]—পূর্ব্বং (প্রথমং) জীবং (অহং করোমি, অহংসুখী ইত্যাদিলক্ষণং) কল্পয়তে ; ততঃ (অনন্তরং) বাহ্যান্ (শব্দাদীন্) আধ্যাত্মিকান্ (প্রাণাদীন্) চ (অপি) পৃথগ্‌বিধান্ (নানারূপান্) ভাবান্ (ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মকান্) [কল্পয়তে]। [অয়ং চ জীবঃ] যথাবিদ্যঃ (যথা যাদৃশী বিদ্যা জ্ঞানং যস্য, সঃ তথোক্তঃ), তথাস্মৃতিঃ (তথা তাদৃশী স্মৃতিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) [ভবতি]।

প্রথমতঃ 'আমি কর্ত্তা, সুখী দুঃখী' ইত্যাদি ভাবাপন্ন জীবের কল্পনা করা হয় ; অনন্তর নানাবিধ বাহ্যশব্দাদি ও আধ্যাত্মিক প্রাণাদি বিষয়সমূহ কল্পনা করা হয়। উক্ত জীব যাদৃশ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাদৃশই স্মৃতি লাভ করে ॥ ৪৫ ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাম্ ইতরেতর-নিমিত্ত-নৈমিত্তিকতয়া কল্পনায়াঃ কিং মূলমিতি। উচ্যতে—জীবং হেতুফলাত্মকম্, 'অহং করোমি, মম সুখ-দুঃখে'

ইত্যেবং লক্ষণম্। অনেবংলক্ষণ এব শুদ্ধে আত্মনি রজ্জ্বামিব সর্পং কল্পয়তে পূর্ব্বম্। ততস্তাদর্থ্যেন ক্রিয়া-কারক-ফলভেদেন প্রাণাদীন্ নানাবিধান্ ভাবান্ বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চৈব কল্পয়তে। তত্র কল্পনায়াং কো হেতুরিতি, উচ্যতে—যোঽসৌ স্বয়ংকল্পিতো জীবঃ সর্ব্বকল্পনায়ামধিকৃতঃ, স যথাবিদ্যঃ যাদৃশী বিদ্যা বিজ্ঞানমস্যেতি যথাবিদ্যঃ, তথাবিধৈব স্মৃতিস্তস্য, ইতি তথাস্মৃতির্ভবতি স ইতি। অতো হেতুকল্পনাবিজ্ঞানাৎ ফলবিজ্ঞানং, ততো হেতুফলস্মৃতিঃ, ততস্তদ্‌বিজ্ঞান তদর্থক্রিয়া-কারক-তৎফলভেদবিজ্ঞানানি। তেভ্যস্তৎস্মৃতিঃ, তৎস্মৃতেশ্চ পুনস্তদ্বিজ্ঞানানি, ইত্যেবং বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চ ইতরেতরনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন অনেকধা কল্পয়তে ॥ ৪৫ ॥ ১৬

ভাষ্যানুবাদ।

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের কল্পনার মূল কারণ কি? [তাহা] বলা হইতেছে—'আমি করিতেছি, আমার সুখ দুঃখ' ইত্যাকার-লক্ষণান্বিত, হেতু-ফলাত্মক জীবকে, সুখদুঃখাদি-বিরহিত বিশুদ্ধ আত্মায় রজ্জুতে সর্পকল্পনার ন্যায় কল্পনা করা হয়। অনন্তর সেই জীবভোগার্থ, ক্রিয়া-কারক-ফলভেদে বিভিন্নপ্রকার বাহ্য ও আধ্যাত্মিক প্রাণাদি পদার্থ-সমূহকেও নিশ্চিতরূপে কল্পনা করা হয়। সেই কল্পনার হেতু কি? তাহা বলা হইতেছে—এই যে স্বয়ংকল্পিত এবং সমস্ত কল্পনার অধিকারপ্রাপ্ত জীব, সেই জীব যথাবিদ্য হয় অর্থাৎ যাহার যে প্রকার বিদ্যা জ্ঞান, সে সেইরূপই স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব, বুঝিতে হইবে, প্রথমে হেতুকল্পনার জ্ঞান, তাহা হইতেই তৎফলের জ্ঞান হয়, তাহার পর হেতুফলের স্মরণ, তাহার পর তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, তাহার অর্থ ক্রিয়া, কারক ও ফল-বিশেষের জ্ঞান হইয়া থাকে। পুনশ্চ, সেই সমস্ত কারণ এবং তদ্‌বিষয়ক স্মৃতি হইতে বিজ্ঞানসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, আবার সেই জ্ঞান হইতে স্মৃতি, এবং স্মৃতি হইতে আবার জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়; এই প্রকারে পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে সম্পন্ন বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ নানা রকমে কল্পনা করা হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ ১৬

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭

অন্ধকারে অনিশ্চিতা ('ইদমিত্থমেব' ইতি নিশ্চয়রহিতা) রজ্জুঃ যথা সর্প-[জল-] ধারাদিভিঃ ভাবৈঃ (পদার্থাকারেণ) বিকল্পিতা (কল্পিতা) [ভবতি], আত্মা (জীবঃ) [অপি] তদ্বৎ (তথা) বিকল্পিতঃ (নানাকারেণ কল্পনাবিষয়ো ভবতি)।

'ইহা অমুকই' এইরূপ নিশ্চয়রহিত রজ্জুই যেমন অন্ধকারমধ্যে সর্প ও জলধারাদি নানা আকারে কল্পিত হয়, আত্মা জীবও তেমনি [নানারূপে] বিকল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ১৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র জীবকল্পনা সর্ব্বকল্পনামূলমিত্যুক্তং, সৈব জীবকল্পনা কিংনিমিত্তেতি দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি,—যথা লোকে স্বেন রূপেণ অনিশ্চিতা অনবধারিতা 'এবমেব' ইতি, রজ্জুঃ মন্দান্ধকারে কিং সর্পঃ উদকধারা দণ্ডঃ? ইতি বা অনেকধা বিকল্পিতা ভবতি—পূর্ব্বং স্বরূপানিশ্চয়নিমিত্তম্। যদি হি পূর্ব্বমেব রজ্জুঃ স্বরূপেণ নিশ্চিতা স্যাৎ, ন সর্পাদিবিকল্পোঽভবিষ্যৎ, যথা স্বহস্তাঙ্গুল্যাদিষু; এষ দৃষ্টান্তঃ। তদ্ধেতুফলাদিসংসারধর্ম্মানর্থবিলক্ষণতয়া স্বেন বিশুদ্ধবিজ্ঞপ্তি-মাত্রসত্ত্বাদ্বয়রূপেণানিশ্চিতত্বাৎ জীবপ্রাণাদ্যনন্তভাবভেদৈরাত্মা বিকল্পিতঃ, ইত্যেষ সর্ব্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ ॥ ৪৫ ॥ ১৭

ভাষ্যানুবাদ।

জীবকল্পনাই যে, সমস্ত কল্পনার মূল, এ কথা উক্ত হইয়াছে। সেই জীবকল্পনারই বা মূল কি? তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—জগতে [দেখিতে পাওয়া যায়] 'ইহা এইরূপই' এই ভাবে স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে অনিশ্চিত—যাহার অবধারণ করা হয় নাই, সেই অনিশ্চিত রজ্জু যেরূপ অন্ধকারে 'ইহা কি সর্প? কিংবা জলধারা? অথবা দণ্ড?' ইত্যাদি অনেক প্রকারে কল্পিত হয়; তৎপূর্ব্বে রজ্জুর স্বরূপ না জানা থাকাই উহার কারণ; কেন না, পূর্ব্বেই যদি রজ্জুর

স্বরূপ নিশ্চিত থাকিত, তাহা হইলে স্বীয় হস্তাঙ্গুলী প্রভৃতির ন্যায় উহাতেও কখনই সর্পাদির কল্পনা হইতে পারিত না। উক্ত দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক সেইরূপ, প্রোক্ত হেতু ফলাদি সংসার-ধর্ম্মময় অনর্থ হইতে বিলক্ষণ স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অদ্বিতীয় সত্তারূপী আত্মাকে জানা না থাকায়ই জীব, প্রাণাদি অনন্তপ্রকার ভেদে বিকল্পিত হইয়া থাকে। ইহাই সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত ॥ ৪৬ ॥ ১৭

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্‌বদাত্ম-বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ ১৮

রজ্জ্বাং যথা 'রজ্জুঃ এব [ন সর্পঃ]' ইতি (ইত্থং) নিশ্চিতায়াং (নিঃসংশয়ম্ অবধারিতায়াং সত্যাং) বিকল্পঃ (ভূ-রেখা-জলধারা-সর্পাদি-বিতর্কঃ) বিনিবর্ত্ততে (বিশেষেণ নিবর্ত্ততে), [ততশ্চ 'রজ্জুরেব' ইতি] অদ্বৈতং (বিতর্কাভাবাৎ কেবলীভাবঃ) চ (অপি) [সম্পদ্যতে] ; আত্মনিশ্চয়ঃ (আত্মনঃ অসংসারিত্ব দ্য ধ্যবসায়ঃ) [অপি] তদ্‌বৎ (তথৈব) ইত্যর্থঃ ॥

'ইহা রজ্জুই অপর কিছু নহে' এইরূপে রজ্জুনিশ্চয় হইলে পর যেমন [রজ্জু-গত] [সর্পাদি] বিতর্ক নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কেবলই রজ্জুর অদ্বৈত অর্থাৎ রজ্জুতত্ত্বমাত্র স্ফূর্ত্তি পায়, আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ও তেমন-ই ॥ ৪৭ ॥ ১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

রজ্জুরেবেতি নিশ্চয়ে সর্ব্ববিকল্পনিবৃত্তৌ রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং যথা, তথা 'নেতি নেতি'ইতি সর্ব্বসংসারধর্ম্মশূন্য-প্রতিপাদকশাস্ত্রজনিত-বিজ্ঞানসূর্য্যালোক-কৃতাত্মবিনিশ্চয়ঃ "আত্মৈবেদং সর্ব্বং, অপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয় এক এবাদ্বয়ঃ" ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১৮

ভাষ্যানুবাদ।

'ইহা রজ্জুই, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানের পর সর্পাদি বিতর্ক নিবৃত্তি হইয়া গেলে, যেরূপ 'রজ্জুই' [অপর কিছু নহে,] এইরূপে রজ্জুর অদ্বিতীয় ভাব (কেবলই রজ্জুত্ব) [স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে] ; তদ্রূপ [আত্মার] সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্ম (সুখদুঃখাদি)-শূন্যতা-প্রতিপাদক

'ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে' ইত্যাদি শাস্ত্র-সমুৎপাদিত বিজ্ঞানরূপ সূর্য্যালোকের সাহায্যে এইরূপ আত্মনিশ্চয় হয় যে, 'আত্মাই এই সমস্ত. [আত্মার] কারণ নাই, কার্য্য নাই, অন্তর নাই, বাহির নাই, জন্ম নাই, জরা নাই, [সুতরাং আত্মা] বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী অমৃত, অভয়, এবং নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' ॥ ৪৭ ॥ ১৮

প্রাণাদিভিরনন্তৈস্তু ভাবৈরেতৈর্ব্বিকল্পিতঃ।
মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ ১৯

[আত্মা যৎ] এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) প্রাণাদিভিঃ (প্রাণাদিস্বরূপৈঃ) অনন্তৈঃ (অসংখ্যেয়ৈঃ) ভাবৈঃ (পদার্থস্বরূপেণ) বিকল্পিতঃ (বিতর্ক-বিষয়তাং নীতঃ); এষা [খলু] তস্য দেবস্য (দ্যোতমানস্য আত্মনঃ) মায়া (অচিন্ত্য-শক্তিঃ); যয়া (মায়য়া) অয়ং (মায়াশ্রয়োঽপি) মোহিতঃ (মোহমিব নীতঃ), নতু মোহিত এব, আত্মনঃ স্বতঃ মোহাসংসর্গিত্বাদিতি ভাবঃ) ॥

[আত্মা যে,] এই সমস্ত অসংখ্য প্রাণাদি বস্তুরূপে বিকল্পের বিষয়ীভূত হয়; ইহা কেবল সেই প্রকাশময় আত্মার মায়ামাত্র; যে মায়া দ্বারা—তিনি নিজেও যেন মোহিতই হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ ১৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদি আত্মা এক এবেতি নিশ্চয়ঃ, কথং প্রাণাদিভিরনন্তৈর্ভাবৈরেতৈঃ সংসার-লক্ষণৈর্ব্বিকল্পিত ইতি? উচ্যতে, শৃণু—মায়ৈষা তস্যাত্মনো দেবস্য। যথা মায়াবিনা বিহিতা মায়া গগনমতিবিমলং কুসুমিতৈঃ সপলাশৈস্তরুভিরাকীর্ণমিব করোতি, তথা ইয়মপি দেবস্য মায়া, যয়া অয়ং স্বয়মপি মোহিত ইব মোহিতো ভবতি। "মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥ ১৯

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, 'আত্মা একই' এইরূপই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে সংসার-গোচর এই প্রাণাদিরূপ অসংখ্য পদার্থাকারে বিকল্পিত হয় কিরূপে?*

* আত্মা আছে কি না, জগতে এরূপ সংশয় কাহারো নাই; আপামর সকলেই জানে, 'আত্মা আছে, আমি আছি। তবে সংশয় হয় কেবল আত্মার স্বরূপ-নিরূপণ লইয়া—আত্মা পদার্থটা কি?—উহা কি দেহ, প্রাণ, মন, অথবা বুদ্ধি, কিংবা আর কিছু? আত্মা বেচারী অনাদিকাল হইতে এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া আসিতেছে; বোধ হয়,

হাঁ, বলা হইতেছে, শ্রবণ কর—সেই প্রকাশময়ের (আত্মার) ইহা মায়া। মায়াবিপ্রযুক্ত মায়া যেরূপ বিমল গগনমণ্ডলকে পল্লব-শোভিত কুসুমিত তরুলতারাজি দ্বারাই যেন সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকে; দ্যোতমান আত্মার মায়াও সেইরূপ—যে মায়াপ্রভাবে তিনি নিজেও মোহিত অর্থাৎ যেন মোহিতই হন। আমার (ঈশ্বরের) মায়া দুরত্যয়া অর্থাৎ অতি কষ্টে তাহাকে অতিক্রম করা যায়। † ॥ ৪৮ ॥ ১৯

প্রাণা ইতি প্রাণবিদো ভূতানীতি চ তদ্বিদঃ।
গুণা ইতি গুণবিদস্তত্ত্বানীতি চ তদ্বিদঃ ॥ ৪৯ ॥ ২০

[সংক্ষেপতঃ আত্মনি বিকল্পবিষয়া প্রাণাদয়ো নির্দ্দিশ্যন্তে "প্রাণাঃ" ইত্যাদিভিঃ।]—প্রাণবিদঃ (প্রাণতত্ত্বচিন্তকাঃ) প্রাণা ইতি (প্রাণাপানাদি-পঞ্চকমেব আত্মা ইতি) [আহুঃ, ইতি শেষঃ]। ভূতানি [আত্মা] ইতি চ (অপি) তদ্বিদঃ (ভূত-চিন্তকাঃ); গুণাঃ (সত্ত্ব-রজস্তমাংসি আত্মা) ইতি গুণ-বিদঃ (ত্রিগুণজ্ঞাঃ), তত্ত্বানি (মহদাদিচতুর্ব্বিংশসংখ্যাকানি) [আত্মা] ইতি চ (অপি) তদ্বিদঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) [সর্ব্বত্র 'আহুঃ' ইত্যস্য সম্বন্ধঃ]।

[প্রাণ চিন্তকগণ বলেন, প্রাণই আত্মা; ভূতচিন্তকগণ বলেন—ভূতসমূহই [আত্মা], গুণবিদ্গণ বলেন সত্ত্ব-রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই [আত্মা], আর তত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই [আত্মা]॥ ৪৯ ॥ ২০

সুদূর ভবিষ্যতেও উক্ত বিতর্কের আক্রমণ অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ। উক্তপ্রকার বিতর্ককে লক্ষ্য করিয়াই এখানে প্রাণাদি বিকল্পের কথা বলা হইয়াছে।

† তাৎপর্য্য—স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অভিমত অদ্বৈতবাদে 'মায়া' একটি প্রধান অবলম্বন; সুতরাং মায়া সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। আমরা এখানে তাহার স্থূল মর্ম্ম মাত্র প্রদান করিতেছি,—পরমাত্মা পরমেশ্বরের শক্তির নাম মায়া; পরমেশ্বর এই শক্তি প্রভাবেই জগৎ-রচনা ও তাহার পরিচালনা করিয়া থাকেন, এবং এই মায়া সম্বন্ধ থাকায়ই ঈশ্বর লোকপ্রতীতির বিষয় হন। ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূত-গুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি।" অর্থাৎ হে নারদ, আমি যে মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রভাবেই তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ; নচেৎ সর্ব্বপ্রকার ভূতগুণ—শব্দাদি রহিত আমাকে কখনই এইরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইতে পারে না। মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত কহিঁচিৎ। তাং বিদ্যাৎ আত্মনো মায়াং", অর্থাৎ কোন বস্তুর অভাবেও যাহার প্রতীতি হয়, অথচ তত্ত্বদর্শনে কোথাও যাহার প্রতীতি হয় না; তাহাকে আত্মার মায়া বলিয়া জানিবে।

পাদা ইতি পাদবিদো বিষয়া ইতি চ তদ্বিদঃ।
লোকা ইতি লোকবিদো দেবা ইতি চ তদ্বিদঃ ॥৫০॥২১

পাদাঃ; (বিশ্বাদয়ঃ তত্ত্বম্) ইতি পাদবিদঃ (পাদাঃ—বিশ্বাদয়ঃ আত্মনঃ অংশাঃ, তান্ যে বিদন্তি, তে পাদবিদঃ); বিষয়াঃ (ভোগার্হাঃ শব্দাদয়ঃ তত্ত্বম্) ইতি তদ্বিদঃ (বিষয়সত্যতাবিদঃ বাৎস্যায়নপ্রভৃতয়ঃ)। লোকাঃ (ভূঃ ভুবঃ স্বরিতি ত্রয়ো লোকাঃ সন্তঃ) ইতি লোকবিদঃ (পৌরাণিকাঃ); দেবাঃ (অগ্নীন্দ্রাদয়ঃ এব সন্তঃ) ইতি চ তদ্বিদঃ (কর্ম্মিণঃ); [বদন্তীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ]।*

আত্মার পাদবিদ্গণ বলেন, বিশ্বাদি পাদসমূহই তত্ত্ব; বিষয়াভিজ্ঞ বাৎস্যায়ন প্রভৃতি বলেন—শব্দাদি বিষয়ই সত্য; লোকবিৎ পৌরাণিকগণ বলেন—'ভূর্ভুবঃ স্বর্' এই লোকত্রয়ই সত্য; এবং দেবতাভিজ্ঞ কর্ম্মিগণ বলেন—দেবতাই সত্য॥ ৫০ ॥ ২১

বেদা ইতি বেদবিদো যজ্ঞা ইতি চ তদ্বিদঃ।
ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদো ভোজ্যমিতি চ তদ্বিদঃ ॥৫১॥২২

বেদাঃ (ঋগ্বেদাদয়ঃ তত্ত্বানি) ইতি, বেদবিদঃ (ঋগ্বেদাদিপাঠকাঃ), যজ্ঞাঃ (জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ তত্ত্বানি) ইতি চ তদ্বিদঃ (যাজ্ঞিকা বৌধায়নপ্রভৃতয়ঃ), ভোক্তা (ভোক্তৈব ন কর্ত্তা) ইতি ভোক্তৃবিদঃ (সাংখ্যপ্রভৃতয়ঃ), ভোজ্যং (ভোগার্হং বস্তু এব তত্ত্বম্) ইতি চ তদ্বিদঃ (ভোজনপরাঃ) [বদন্তি]।†

* তাৎপর্য্য—অগ্নীন্দ্রাদয়ো দেবাঃ তত্তৎফলদাতারো নেশ্বরাস্তথা, ইতি দেবতাকাণ্ডীয়াঃ। তদপি কল্পনামাত্রম্, অস্মদাদিপ্রযত্নমপেক্ষ্য ফলদাতৃত্বে তেষাং ভৃত্যেভ্যো বিশেষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, স্বাতন্ত্র্যোপকারকত্বে তদারাধনবৈয়র্থ্যাৎ, তদ্ভক্তানামপি বিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ, তৎপ্রসাদস্য অকিঞ্চিৎকরত্বাদিতি। (আনন্দগিরিঃ)।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কর্ম্মমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি চেতনদেবতাগণই যথাযোগ্য ফল দান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর নহেন। তাঁহাদের এ কথাও কেবল কল্পনামাত্র, সত্য হইতে পারে না। কেন না, দেবতাগণ যদি আমাদের চেষ্টার অনুসারে ফলদান করেন, তাহা হইলে ভৃত্য অপেক্ষা তাঁহাদের কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না; আর যদি আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছামতেই ফলপ্রদান করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের আরাধনার কোন আবশ্যকতা থাকে না। বিশেষতঃ দেবতা-ভক্তগণের মধ্যেও ভজনীয় দেবতার উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়া বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাদের অনুগ্রহ বিশেষ কার্য্যকর নহে।

† তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞা বস্তুভূতাঃ ভবন্তীতি বৌধায়নপ্রভৃতয়ঃ যাজ্ঞিকা মন্যন্তে; তদপি ভ্রান্তিমাত্রম্। "যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামো দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ"। ইত্যত্র একস্মিন্ যজ্ঞবিজ্ঞানাভাবাৎ সমুদয়স্যাবস্তুত্বাৎ, ইত্যাহ যজ্ঞ ইতি। (আনন্দগিরিঃ)।

বেদপাঠকগণ বলেন—ঋক্ প্রভৃতি বেদই প্রকৃত তত্ত্ব; যাজ্ঞিকগণ বলেন—যজ্ঞ; ভোক্তৃত্ববিৎ সাংখ্যবাদিগণ বলেন—ভোক্তাই (কর্ত্তা নহে); আর ভোগাভিজ্ঞগণ বলেন—ভোজনীয় বস্তুই প্রকৃত সত্য॥ ৫১ ॥ ২২

সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদঃ স্থূল ইতি চ তদ্বিদঃ।
মূর্ত্ত ইতি মূর্ত্তবিদো ঽমূর্ত্ত ইতি চ তদ্বিদঃ ॥৫২॥২৩

সূক্ষ্মঃ (অণুপরিমাণঃ) ইতি তদ্বিদঃ (পরমাণুবিদঃ); স্থূলঃ (দেহাদিরূপঃ) ইতি চ (অপি) তদ্বিদঃ (দেহাত্মপ্রত্যয়াঃ বৌদ্ধাঃ); মূর্ত্তঃ (মূর্ত্তিমান্—ত্রিশূলাদিধারী, শঙ্খ-চক্রাদিধারী বা) ইতি তদ্বিদঃ (আগমিকাঃ); অমূর্ত্তঃ (শূন্যং) ইতি চ (অপি) তদ্বিদঃ (শূন্যবাদিনঃ বৌদ্ধাঃ) [বদন্তি]।

সূক্ষ্ম পরমাণুচিন্তকগণ বলেন—সূক্ষ্ম—পরমাণুস্বরূপ; দেহাত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন স্থূলগ্রাহিগণ বলেন—স্থূলই (দেহই) সত্য; মূর্ত্তিসেবকগণ বলেন—মূর্ত্ত—ত্রিশূলাদিধারী কিংবা শঙ্খ-চক্রাদিধারী মূর্ত্তিমান্ই তত্ত্ব; আবার অমূর্ত্ত-চিন্তাশীল শূন্যবাদিগণ বলেন—অমূর্ত্তই (শূন্যই) সত্য॥ ৫২ ॥ ২৩

কাল ইতি কালবিদো দিশ ইতি চ তদ্বিদঃ।
বাদা ইতি বাদবিদো ভুবনানীতি তদ্বিদঃ ॥ ৫৩ ॥ ২৪

কালঃ (পরমার্থঃ) ইতি কালবিদঃ (জ্যোতির্বিদঃ); দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ পরমার্থাঃ) ইতি চ তদ্বিদঃ (দিক্তত্ত্বজ্ঞাঃ—স্বরোদয়বিশারদাঃ); বাদাঃ (মন্ত্র-পদপ্রভৃতয়ঃ পরমার্থাঃ) ইতি বাদবিদঃ; ভুবনানি (চতুর্দ্দশ লোকাঃ পরমার্থাঃ) ইতি তদ্বিদঃ (ভুবনকোষবিদঃ) [বদন্তীতি শেষঃ]॥

কালবিৎ জ্যোতির্বিগণ বলেন—কালই সত্যবস্তু; দিক্তত্ত্বজ্ঞ স্বরোদয়-বিশারদগণ (যাঁহারা শ্বাসাদির অবস্থা দ্বারা ভবিষ্যৎ নিরূপণ করেন, তাঁহারা) বলেন—দিক্সমূহই সত্য; বাদবিদ্গণ (বস্তুর স্বভাব-বিচারকগণ) বলেন—ধাতু-বাদ ও মন্ত্রবাদ প্রভৃতি বাদই সত্য; ব্রহ্মাণ্ডকোষের তত্ত্বাভিজ্ঞগণ বলেন—চতুর্দ্দশ ভুবনই সত্য॥ ৫৩ ॥ ২৪

অভিপ্রায় এই যে, বৌধায়ন প্রভৃতি যাজ্ঞিক মনে করেন যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞই যথার্থ সত্য; কিন্তু তাঁহাদের সে কথাও কেবল ভ্রান্তি মাত্র; কারণ, তাঁহারা বলেন, দ্রব্য, দেবতা ও দেবতোদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগই যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ; সুতরাং তাঁহাদের মতে এক একটির যজ্ঞত্ব নাই, সুতরাং এক একটিতে না থাকায় সমুদয়েও যজ্ঞত্ব থাকিতে পারে না।

মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্‌বিদঃ।
চিত্তমিতি চিত্তবিদো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৫৪ ॥২৫

মনঃ (চিত্তমেব আত্মা) ইতি মনোবিদঃ (লোকায়তিকবিশেষাঃ) ; বুদ্ধিঃ (অধ্যবসায়লক্ষণং অন্তঃকরণং এব আত্মা) ইতি তদ্‌বিদঃ (বিজ্ঞানবাদিনঃ বৌদ্ধাঃ) ; চিত্তং (বাহ্যাকারশূন্যং অন্তর্ব্বিজ্ঞানমেব আত্মা) ইতি চিত্তবিদঃ (বৌদ্ধাঃ) ; ধর্ম্মাধর্ম্মৌ (বিধিনিষেধগম্যৌ, পুণ্য-পাপে সত্যভূতৌ) ইতি চ তদ্‌বিদঃ (কর্ম্ম-মীমাংসকাঃ) [বদন্তি ইতি শেষঃ] ॥

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ (একজাতীয় নাস্তিক) বলেন—মনই আত্মা ; বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—বুদ্ধিই আত্মা ; চিত্তবিদ্‌গণ (যাঁহারা বাহিরে বস্তুসত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারা) বলেন—চিত্তই সত্য ; ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদ কর্ম্মমীমাংসকগণ বলেন—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই সত্য পদার্থ ॥ ৫৪ ॥ ২৫

পঞ্চবিংশক ইত্যেকে ষড়্‌বিংশ ইতি চাপরে।
একত্রিংশক ইত্যাহুরনন্ত ইতি চাপরে ॥৫৫॥২৬

একে (সাংখ্যাঃ) পঞ্চবিংশকঃ (পঞ্চবিংশতিসংখ্যকঃ প্রকৃত্যাদিগণঃ) ইতি ; ষড়্‌বিংশঃ (উক্তানি পঞ্চবিংশতিঃ, ঈশ্বরশ্চ), ইতি ষড়্‌বিংশতি-সংখ্যা-পরিমিতো গণঃ) ইতি চ অপরে (পাতঞ্জলাঃ) ; [কেচিৎ] একত্রিংশকঃ (এক-ত্রিংশ-পরিমিতো গণঃ) ইতি, অপরে (বাদিনঃ) চ অনন্তঃ (অসংখ্যঃ পদার্থভেদঃ) ইতি আহুঃ (বদন্তি)।

কেহ কেহ অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—পঞ্চবিংশতি ; অপরে (পাতঞ্জলগণ) বলেন ষড়্‌বিংশতি ; কেহ কেহ বলেন একত্রিংশৎ এবং অপর সম্প্রদায় বলেন জাগতিক পদার্থ অনন্ত ॥ ৫৫ ॥ ২৬

লোকান্ লোকবিদঃ প্রাহুরাশ্রমা ইতি তদ্‌বিদঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকং লৈঙ্গাঃ পরাপরমথাপরে ॥৫৬॥২৭

লোকবিদঃ (লোকানুরঞ্জনপরাঃ) লোকান্ (লোকপ্রসাধনমেব তত্ত্বম্ ইতি) প্রাহুঃ ; তদ্‌বিদঃ (আশ্রমতত্ত্বজ্ঞা দক্ষপ্রভৃতয়ঃ) আশ্রমাঃ (এব পরমার্থাঃ) ইতি [প্রাহুঃ] ; লৈঙ্গাঃ (বৈয়াকরণাঃ) স্ত্রীপুংনপুংসকং (স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ-

ক্লীবলিঙ্গক-শব্দরাশিঃ এব তত্ত্বম্ ইতি) [প্রাহুঃ] ; অথ (পক্ষান্তরে) অপরে (বাদিনঃ) পরাপরং (পরাপরে ব্রহ্মণী তত্ত্বম্ ইতি) [প্রাহুঃ]।

যাঁহারা লোকানুরঞ্জনে তৎপর, তাঁহারা লোকানুরঞ্জনকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; আশ্রমবিৎ দক্ষ প্রভৃতি আশ্রমকেই তত্ত্ব বলেন ; লৈঙ্গ বৈয়াকরণগণ স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দসমূহকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; এবং অপর সম্প্রদায় পরাপর উভয়প্রকার ব্রহ্মকেই তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ৫৬ ॥ ২৭

স্থষ্টিরিতি স্থষ্টিবিদো লয় ইতি চ তদ্‌বিদঃ।
স্থিতিরিতি স্থিতিবিদঃ সর্ব্বে চেহ তু সর্ব্বদা ॥ ৫৭ ॥ ২৮

স্থষ্টিবিদঃ (পৌরাণিকাঃ) স্থষ্টিঃ [তত্ত্বম্] ইতি ; লয়ঃ (প্রলয় এব তত্ত্বং) ইতি তদ্‌বিদঃ (প্রলয়বিদঃ পৌরাণিকাঃ) ; স্থিতিবিদঃ (পৌরাণিকাঃ) স্থিতিরিতি [প্রাহুঃ] ; ইহ (আত্মনি) তু (পুনঃ) সর্ব্বে (উক্তা অনুক্তা অপি) সর্ব্বদা [বর্ত্তন্তে]।

স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বিৎ পৌরাণিকগণের মধ্যে কেহ বলেন—স্থষ্টিই পরমার্থ সৎ ; কেহ বলেন—প্রলয়ই সত্য, আবার কেহ বলেন—স্থিতিই সত্য ; বস্তুতঃ উক্ত অনুক্ত সমস্ত পদার্থই সর্ব্বদা এই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭ ॥ ২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রাণঃ প্রাজ্ঞো বীজাত্মা, তৎকার্য্যভেদা হীতরে স্থিত্যন্তাঃ। অন্যে চ সর্ব্বে লৌকিকাঃ সর্ব্বপ্রাণিপরিকল্পিতা ভেদা রজ্জ্বামিব সর্পাদয়ঃ তচ্ছূন্যে আত্মনি আত্মস্বরূপানিশ্চয়হেতোঃ অবিদ্যয়া কল্পিতা ইতি পিণ্ডীকৃতোঽর্থঃ। প্রাণাদি-শ্লোকানাং প্রত্যেকং পদার্থব্যাখ্যানে ফল্গুপ্রয়োজনত্বাৎ সিদ্ধপদার্থত্বাচ্চ যত্নো ন কৃতঃ ॥ ৪৯—৫৭ ॥ ২০—২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণ অর্থ—প্রাজ্ঞ, যিনি বীজাবস্থাপন্ন ; [সেই প্রাণ হইতে] স্থিতি পর্য্যন্ত অপর যাহা কিছু, তৎসমস্তই তাহার কার্য্যভেদমাত্র। লোকপ্রসিদ্ধ অপর সমস্ত বিষয়গুলি রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক পরিকল্পিত ; আত্মাতে সে সমস্ত না থাকিলেও আত্মার

স্বরূপ-পরিজ্ঞান না থাকায়, মায়া দ্বারা তাহাতে কল্পিত হইয়া রহিয়াছে; ইহাই [উক্ত শ্লোকসমূহের] স্থূলার্থ। প্রাণাদি শ্লোক-সমূহের প্রত্যেক পদার্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন বা অনাবশ্যক; এই কারণে আর সেরূপ ব্যাখ্যা করা হইল না ॥ ৪৯—৫৭ ॥ ২০—২৮

যং ভাবং দর্শয়েদ্ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
তঞ্চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্গ্রহঃ সমুপৈতি তম্ ॥৫৮॥২৯

[আচার্য্যঃ] যং ভাবং (উক্তং অনুক্তং বা) যস্য (জিজ্ঞাসোঃ সম্বন্ধে) দর্শয়েৎ (প্রকাশয়েৎ), সঃ (জিজ্ঞাসুঃ) তু (পুনঃ) তং ভাবং [আত্মস্বরূপেণ] পশ্যতি (অহং মম ইতি বা অনুভবতি), অসৌ (আত্মা) সঃ (উপদিষ্টঃ ভাব-স্বরূপঃ) ভূত্বা তম্ (জিজ্ঞাসুম্) অবতি (সর্ব্বতঃ রক্ষতি); তদ্গ্রহঃ (তস্মিন্ গ্রহঃ আগ্রহঃ ইদমেব তত্ত্বম্ ইতি অভিনিবেশঃ) তং (দ্রষ্টারং) সমুপৈতি (তদাত্ম-ভাবং সাধয়তি) ইত্যর্থঃ।

গুরু যাহাকে যে ভাব পরম তত্ত্ব বলিয়া প্রদর্শন করান, সে সেই ভাবই আত্মস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে; আত্মা সেই ভাবাপন্ন হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন, এবং তদ্বিষয়ে যে আগ্রহ অর্থাৎ আত্মত্বাভিনিবেশ, তাহাই তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, প্রাণাদীনাম্ অন্যতমম্ উক্তমনুক্তং বা অন্যং যং ভাবং পদার্থং দর্শয়েৎ যস্যাচার্য্যোঽন্যো বা আপ্ত 'ইদমেব তত্ত্বম্ ইতি, স তং ভাবমাত্মভূতং পশ্যতি 'অয়মহমিতি বা মমেতি বা', তঞ্চ দ্রষ্টারং স ভাবোঽবতি, যো দর্শিতো ভাবঃ, অসৌ স ভূত্বা রক্ষতি, স্বেনাত্মনা সর্ব্বতো নিরুণদ্ধি। তস্মিন্ গ্রহস্তদ্গ্রহঃ তদভিনিবেশঃ— 'ইদমেব তত্ত্বম্' ইতি, স তং গ্রহীতারমুপৈতি, তস্যাত্মভাবং নিগচ্ছতীত্যর্থঃ॥৫৮॥২৯

ভাষ্যানুবাদ।

অধিক কি, আচার্য্য কিংবা অপর কোনও আপ্ত-পুরুষ-কথিত প্রাণাদির মধ্যে যে কোন একটি কিংবা অনুক্ত অপর যে কোন একটি পদার্থকে 'ইহাই তত্ত্ব' বলিয়া যাহার নিকট প্রদর্শন করেন,

সেই ব্যক্তি সেই ভাবকেই আত্মস্বরূপে দর্শন করে, অর্থাৎ 'আমি বা আমার' ইত্যাকারে গ্রহণ করে। যে পদার্থটি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই পদার্থই সেই দ্রষ্টাকে রক্ষা করে, তাহাই তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া রক্ষা করে, অর্থাৎ স্বীয় আত্মস্বরূপে [তাঁহাকে] সর্ব্ব বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। সেই ভাবের উপরে যে গ্রহ, তাহাই 'তদ্‌গ্রহ' অর্থাৎ 'ইহাই তত্ত্ব' এইরূপে যে অভিনিবেশ, সেই অভিনিবেশই সেই উপদেশ-গ্রহীতাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার আত্মভাব লাভ করে ॥ ৫৮ ॥ ২৯

এতৈরেষোঽপৃথগ্‌ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ।
এবং যো বেদ তত্ত্বেন কল্পয়েৎ সোঽবিশঙ্কিতঃ ॥৫৯॥৩০

এষঃ (আত্মা) এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) অপৃথগ্‌ভাবৈঃ (অপৃথগ্‌ভূতৈঃ অপি প্রাণাদিভিঃ) পৃথক্ (ব্যতিরিক্তঃ) এব (নিশ্চয়ে) লক্ষিতঃ (নিশ্চিতঃ) [ভবতি, মূঢ়ৈরিতিশেষঃ]। যঃ (বিবেকী) এবং (আত্মব্যতিরেকেণ অসত্ত্বং প্রাণাদীনাং) তত্ত্বেন (যাথার্থ্যেন) বেদ (জানাতি); সঃ (জ্ঞানী) অবিশঙ্কিতঃ (নিঃশঙ্কঃ সন্) বেদার্থং (বেদবাক্যস্য অর্থং) কল্পয়েৎ (অস্য বাক্যস্য ইদং তাৎপর্য্যম্, অস্য চ ইদম্, ইতি বিভাগশঃ নিরূপয়েৎ)।

এই আত্মা উক্ত প্রাণাদির সহিত পৃথক্ না হইয়াও, অজ্ঞজনকর্ত্তৃক পৃথক্ বলিয়াই কল্পিত হইয়া থাকে। [কিন্তু] যে লোক যথাযথভাবে এইরূপ জানে —আত্ম ব্যতিরেকে প্রাণাদির সত্তা নাই, এই ভাব বুঝিতে পারে, সেই জ্ঞানী নিঃশঙ্কচিত্তে [বেদবাক্যের তাৎপর্য্য-বিভাগ] বুঝিয়া করিয়া থাকেন ॥৫৯॥৩০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতৈঃ প্রাণাদিভিরাত্মনঃ অপৃথগ্‌ভূতৈঃ অপৃথগ্‌ভাবৈরেষ আত্মা রজ্জুরিব সর্পাদিবিকল্পনারূপৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতোঽভিলক্ষিতো নিশ্চিতো মূঢ়ৈরিত্যর্থঃ। বিবেকিনাস্তু রজ্জ্বামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ো নাত্মব্যতিরেকেণ প্রাণাদয়ঃ সন্তীত্যভিপ্রায়ঃ, "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। এবমাত্মব্যতিরেকেণাসত্ত্বং রজ্জুসর্পবদাত্মনি কল্পিতানাম্, আত্মানঞ্চ কেবলং নির্ব্বিকল্পং যো বেদ তত্ত্বেন শ্রুতিতো যুক্তিতশ্চ, সোঽবিশঙ্কিতো বেদার্থং বিভাগতঃ কল্পয়েৎ কল্পয়তীত্যর্থঃ,

—'ইদমেবংপরং বাক্যম্, অদোঽন্যপরম্' ইতি। "নহ্যনধ্যাত্মবিদ্ বেদান্ জ্ঞাতুং শক্নোতি তত্বতঃ। নহ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে" ইতি হি মানবং বচনম্ ॥ ৫৯ ॥ ৩০

ভাষ্যানুবাদ।

রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির ন্যায় আত্মা হইতে অপৃথগ্‌ভূত বা অভিন্ন এই সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রাণাদি পদার্থের সহিত এই আত্মা পৃথক্ বলিয়াই মূঢ়জনকর্ত্তৃক লক্ষিত অর্থাৎ নিশ্চিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, বিবেকী জনগণের নিকট কিন্তু রজ্জু-কল্পিত সর্পাদির ন্যায় এই প্রাণাদিরও আত্মাতিরিক্ত সত্তা নাই; কারণ, 'এই সমস্তই আত্মস্বরূপ', এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। যে লোক শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে রজ্জুসর্পের ন্যায় আত্মাতে কল্পিত পদার্থসমূহের আত্ম-ব্যতিরেকে অসত্ব এবং আত্মাকেই কেবল নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বিশেষ-রূপ জানেন, তিনি অশঙ্কিতভাবে (নিঃশঙ্কচিত্তে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেদার্থ কল্পনা করেন, অর্থাৎ এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ, অমুক বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যরূপ, এইভাবে বেদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন। কারণ, 'অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিই যথার্থরূপে বেদ বুঝিতে সমর্থ হয় না; এবং অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত কোন পুরুষই ক্রিয়ার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।' এইরূপ মনুবচন আছে ॥৫৯॥৩০

স্বপ্ন-মায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥৬০॥৩১

স্বপ্ন-মায়ে (স্বপ্নশ্চ মায়া চ) যথা দৃষ্টে (অসত্যে অপি সত্যবৎ অনুভূতে), গন্ধর্ব্বনগরং (অকস্মাৎ আকাশে যৎ বিচিত্রনগরাকারং দৃশ্যতে; তৎ গন্ধর্ব্ব-নগরম্ উচ্যতে; তৎ) যথা (দৃষ্টং), ইদং (দৃশ্যমানং) বিশ্বং (জগৎ অপি) বিচক্ষণৈঃ (প্রাজ্ঞৈঃ) বেদান্তেষু তথা (তদ্বৎ এব—অসত্যমপি সত্যবৎ প্রতি-ভাসমানং) দৃষ্টং (জ্ঞাতং ভবতি)।

স্বপ্ন ও মায়া যেরূপ [মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ] দৃষ্ট হয়, এবং গন্ধর্ব্বনগরও

যেরূপ দৃষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ বেদান্তে এই জগৎকেও সেইরূপই দেখিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥ ৩১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদেতৎ দ্বৈতস্য অসত্ত্বমুক্তং যুক্তিতঃ, তদ্‌বেদান্তপ্রমাণাবগতমিত্যাহ—স্বপ্নশ্চ মায়া চ স্বপ্নমায়ে অসদ্‌বস্ত্বাত্মিকে অসত্যৌ সদ্‌বস্ত্বাত্মিকে ইব লক্ষ্যেতে অবিবেকিভিঃ। যথা চ প্রসারিতপণ্যাপণগৃহ-প্রাসাদস্ত্রীপুংজনপদব্যবহারাকীর্ণমিব গন্ধর্ব্বনগরং দৃশ্যমানমেব সৎ অকস্মাদভাবতাং গতং দৃষ্টম্, যথা চ স্বপ্নমায়ে দৃষ্টে অসদ্রূপে, তথা বিশ্বমিদং দ্বৈতং সমস্তমসদ্দৃষ্টং। ক? ইত্যাহ—বেদান্তেষু "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ"। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ।" "ব্রহ্মৈবেদমগ্র আসীৎ" "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।" "নতু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যাদিষু, বিচক্ষণৈর্নিপুণতরবস্তুদর্শিভিরেভিঃ পণ্ডিতৈরিত্যর্থঃ। "তমঃশ্বভ্রনিভং দৃষ্টং বর্ষবুদ্বুদসন্নিভম্। নাশপ্রায়ং সুখাদ্ধীনং নাশোত্তরমভাবগম্" ইতি ব্যাসস্মৃতেঃ ॥ ৬২ ॥ ৩১

ভাষ্যানুবাদ।

যুক্তি অনুসারে এই জগতের যে অসত্যতা উক্ত হইয়াছে, স্বতঃপ্রমাণ বেদান্ত হইতেই তাহা অবগত; ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—স্বপ্ন ও মায়া, এই উভয় অসৎস্বরূপ—অসত্য হইলেও, অবিবেকগণ কর্ত্তৃক যেমন সদ্‌বস্তু বলিয়াই যেন লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং প্রসারিত দোকান বাজার গৃহ প্রাসাদ, স্ত্রীপুরুষ ও গ্রামাদি ব্যবহারযোগ্য স্থানে পরিপূর্ণবৎ প্রতীয়মান গন্ধর্ব্বনগর যেমন দেখিতে দেখিতেই হঠাৎ অদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। স্বপ্ন ও মায়া যেমন অসৎস্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি এই সমস্ত বিশ্ব—দ্বৈত জগৎ অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোথায়? তাহা বলিতেছেন—'জগতে নানা কিছু নাই, ; 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা (বহুরূপ হন)' ; 'অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল ;' 'দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে ; কিন্তু সেই দ্বিতীয় ত কেহ নাই,' 'যে অবস্থায় এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হয়' ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রে। বিচক্ষণ অর্থ—খুব

নিপুণতাসহকারে দর্শনকারী পণ্ডিত; [তাঁহাদের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে]। যেহেতু ব্যাস-স্মৃতিতেও আছে—'[বিবেকিগণ কর্ত্তৃক] অন্ধকারস্থ ভূগর্ভের ন্যায় দৃষ্ট [এই বিশ্ব] বর্ষার জলবুদ্‌বুদ-সদৃশ, বিনাশ-বহুল, সুখহীন এবং বিনাশের পরই অভাবপ্রাপ্ত' হয় ॥৬০॥৩১

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৬১ ॥ ৩২

[প্রকরণার্থমুপসংহরন্ আহ—"ন নিরোধঃ" ইতি]—[দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়ে সতি] নিরোধঃ (প্রলয়ঃ) ন, উৎপত্তিঃ (জন্ম) ন; বদ্ধঃ (সংসারী) ন; সাধকঃ (সাধনবান্) ন; মুমুক্ষুঃ (মুক্তিমিচ্ছুঃ) ন, মুক্তঃ চ (অপি) ন [ভবতি, ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। ইতি (উক্তরূপা) এষা পরমার্থতা (পারমার্থিকী অবস্থা)।

দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে পর, প্রলয় নাই, উৎপত্তি নাই, বদ্ধভাব নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই এবং মুক্তও নাই; এইরূপ ভাবই পারমার্থিক ভাব ॥৬১॥৩২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রকরণার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—যদা বিতথং দ্বৈতম্, আত্মৈবৈকঃ পরমার্থতঃ সন্, তদেদং নিষ্পন্নং ভবতি—সর্ব্বোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারোঽবিদ্যাবিষয় এবেতি। তদা ন নিরোধঃ, নিরোধনং নিরোধঃ প্রলয়ঃ, উৎপত্তিঃ জন্ম, বদ্ধঃ সংসারী জীবঃ, সাধকঃ সাধনবান্ মোক্ষস্য, মুমুক্ষুর্ম্মোচনার্থী, মুক্তঃ—বিমুক্তবন্ধঃ। উৎপত্তি-প্রলয়য়োরভাবাৎ বন্ধাদয়ো ন সন্তীত্যেষা পরমার্থতা।

কথমুৎপত্তি প্রলয়য়োঃ অভাব ইতি? উচ্যতে—দ্বৈতস্যাস্য অসত্ত্বাৎ, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি।" "য ইহ নানেব পশ্যতি।" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ইদং সর্ব্বং, যদয়মাত্মা" ইত্যাদিনা দ্বৈতস্যাসত্ত্বং সিদ্ধম্। সতো হ্যুৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা স্যাৎ, নাসতঃ শশবিষাণাদেঃ। নাপ্যদ্বৈতমুৎপদ্যতে লীয়তে বা। অদ্বয়ঞ্চ উৎপত্তি-প্রলয়বচ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। যস্তু পুনর্দ্বৈতসংব্যবহারঃ, স রজ্জুসর্পবৎ আত্মনি প্রাণাদিলক্ষণঃ কল্পিতঃ ইত্যুক্তম্। ন হি মনোবিকল্পনায়াঃ রজ্জুসর্পাদিলক্ষণায়া রজ্জ্বাং প্রলয় উৎপত্তির্ব্বা; ন চ মনসি রজ্জুসর্পস্যোৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা; ন চোভয়তো বা। তথা মানসত্বাবিশেষাৎ অদ্বৈতস্য। ন হি নিয়তে

মনসি সুষুপ্তে বা দ্বৈতং গৃহ্যতে। অতো মনোবিকল্পনামাত্রং দ্বৈতমিতি সিদ্ধম্। তস্মাৎ সূক্তং দ্বৈতস্যাসত্বাৎ নিরোধাদ্যভাবঃ পরমার্থতেতি।

যদ্যেবং দ্বৈতাভাবে শাস্ত্রব্যাপারঃ নাদ্বৈতে বিরোধাৎ। তথা চ সত্যদ্বৈতস্য বস্তুত্বে প্রমাণাভাবাৎ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ, দ্বৈতস্য চাভাবাৎ। ন, রজ্জ্বাদিসর্পাদিবিকল্পনায়া নিরাস্পদত্বে অনুপপত্তিরিতি প্রত্যুক্তমেতৎ কথমুজ্জীবয়সীত্যাহ—রজ্জুরপি সর্প-বিকল্পস্য আস্পদীভূতা বিকল্পিতৈবেতি দৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ; ন, বিকল্পনাক্ষয়ে অবি-কল্পিতস্য অবিকল্পিতত্বাদেব সত্ত্বোপপত্তেঃ। রজ্জুসর্পবৎ অসত্ত্বমিতি চেৎ; ন, একান্তেনাবিকল্পিতত্বাৎ অবিকল্পিতরজ্জ্বংশবৎ প্রাক্ সর্পাভাববিজ্ঞানাৎ. বিকল্প-য়িতুশ্চ প্রাক্ বিকল্পনোৎপত্তেঃ সিদ্ধত্বাভ্যুপগমাদেব অসত্ত্বানুপপত্তিঃ।

কথং পুনঃ স্বরূপে ব্যাপারাভাবে শাস্ত্রস্য দ্বৈতবিজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বম্? নৈষ দোষঃ; রজ্জ্বাং সর্পাদিবৎ আত্মনি দ্বৈতস্য অবিদ্যাধ্যস্তত্বাৎ; কথং 'সুখ্যহং দুঃখী মূঢ়ো জাতো মৃতো জীর্ণো দেহবান্ পশ্যামি ব্যক্তাব্যক্তঃ কর্ত্তা ফলী সংযুক্তো বিযুক্তঃ ক্ষীণো বৃদ্ধোঽহং মমৈতৎ,' ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে আত্মনি অধ্যারোপ্যন্তে। আত্মা এতেষ্বনুগতঃ সর্ব্বত্রাব্যভিচারাৎ, যথা সর্পধারাদিভেদেষু রজ্জুঃ। যদা চৈবং বিশেষ্য-স্বরূপপ্রত্যয়স্য সিদ্ধত্বান্ন কর্ত্তব্যত্বং শাস্ত্রেণ; অকৃতকর্ত্তৃ চ শাস্ত্রং কৃতানুকারিত্বে অপ্রমাণম্। যতঃ অবিদ্যাধ্যারোপিত-সুখিত্বাদিবিশেষ-প্রতিবন্ধাদেব আত্মনঃ স্বরূপেণ অনবস্থানম্ স্বরূপাবস্থানঞ্চ শ্রেয় ইতি সুখিত্বাদিনিবর্ত্তকং শাস্ত্রম্ আত্মনি অসুখিত্বাদি-প্রত্যয়করণেন নেতি নেত্যস্থূলাদিবাক্যৈঃ আত্মস্বরূপবৎ অসুখিত্বাদিরপি সুখি-ত্বাদিভেদেষু নানুবৃত্তোঽস্তি ধর্ম্মঃ। যদ্যনুবৃত্তঃ স্যাৎ, নাধ্যারোপ্যেত, সুখিত্বাদিলক্ষণে বিশেষঃ; যথা উষ্ণত্বগুণবিশেষবতি অগ্নৌ শীততা, তস্মান্নির্ব্বিশেষ এবাত্মনি সুখিত্বাদয়ো বিশেষাঃ কল্পিতাঃ। যত্তু অসুখিত্বাদিশাস্ত্রমাত্মনঃ, তৎ সুখিত্বাদি-বিশেষনিবৃত্ত্যর্থমেবেতি সিদ্ধম্। "সিদ্ধন্তু নিবর্ত্তকত্বাৎ" ইত্যাগমবিদাং সূত্রম্ ॥৬১॥ ৩২

ভাষ্যানুবাদ।

এই প্রকরণের তাৎপর্য্য উপসংহারের জন্য এই শ্লোকটি [রচিত] হইয়াছে—যখন [জানিতে পারে যে] দ্বৈত মাত্রই মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই যথার্থ সৎ পদার্থ; তখন এইরূপ ভাব উপস্থিত হয়—লোকসিদ্ধ এবং বেদবিহিত এই সমস্ত ব্যাপারই অবিদ্যার বিষয়ীভূত (অজ্ঞানাধীন); তদবস্থায় নিরোধ থাকে না, নিরোধ অর্থ—নিরোধন—প্রলয়। উৎপত্তি

অর্থ জন্ম; বদ্ধ অর্থ—সংসারী জীব; সাধক—মোক্ষোপযোগী সাধন-সম্পন্ন, মুমুক্ষু—মোক্ষার্থী; মুক্ত—বন্ধন-বিমুক্ত। উৎপত্তি ও প্রলয় না থাকায় বদ্ধাদি অবস্থাসমূহও থাকিতে পারে না; ইহাই পরমার্থতা (যথার্থ অবস্থা)।

ভাল, উৎপত্তি ও প্রলয় নাই কেন? বলা হইতেছে—যেহেতু দ্বৈতের সত্ত্ব নাই, 'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়,' 'যিনি ইহাতে নানাত্বের ন্যায় দর্শন করেন; 'এই সমস্তই আত্মা,' 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,' 'ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়', 'এ সমস্তই এই আত্মস্বরূপ', ইত্যাদি শ্রুতি হইতে দ্বৈত জগতের অসত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। সৎ পদার্থেরই উৎপত্তি ও প্রলয় সম্ভবপর, কিন্তু অসৎ—শশশৃঙ্গাদির পক্ষে কখনই নহে। আর অদ্বৈত বস্তুর যে উৎপত্তি ও প্রলয় হইতে পারে, তাহাও নহে; কারণ অদ্বিতীয়ও বটে, আবার উৎপত্তি-প্রলয়শীলও বটে, একথা পরস্পর-বিরুদ্ধ। এই যে, দ্বৈত প্রাণাদি জগতের ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল রজ্জুতে আরোপিত সর্পের ন্যায় আত্মাতে কল্পিত মাত্র, একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কেন না, কেবলই মনের কল্পনাপ্রসূত রজ্জুসর্পাদি পদার্থের কখনই রজ্জুতে উৎপত্তি বা প্রলয় সংঘটিত হয় না; আর মনোমধ্যেও যে রজ্জুসর্পের উৎপত্তি বা প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাও নহে। অথবা তদুভয় হইতে অর্থাৎ মন ও রজ্জু হইতেও যে, সর্পাদির উৎপত্তি প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাও নহে। মানসত্ব (মানস-সংকল্প প্রসূতত্ব) উভয়ের পক্ষেই তুল্য; সুতরাং দ্বৈত জগৎও রজ্জুসর্পেরই তুল্য। কারণ, মন যখন [সমাধি দ্বারা] নিয়মিত হয়, কিংবা সুষুপ্তি-দশা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে দ্বৈতপ্রতীতি কিছুমাত্র থাকে না; অতএব, দ্বৈতজগৎ যে মনের কল্পনা মাত্র, ইহা নিশ্চিত। অতএব, দ্বৈতের অসত্তা নিবন্ধন নিরোধাদি অবস্থার অভাবকে যে পরমার্থতা বলা হইয়াছে; তাহা সুসঙ্গত হইয়াছে।

ভাল, এইরূপে যদি দ্বৈতাভাবপ্রতিপাদনেই শাস্ত্রের ব্যাপার (চেষ্টা) স্বীকার করা হয়, আর বিরোধবশতঃ অদ্বৈত প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য স্বীকার করা না হয়, অর্থাৎ দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন করাই যদি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, এবং একের অভাব বোধনে প্রবৃত্ত শাস্ত্র দ্বারা অপরের সত্তা প্রতিপাদন স্বীকার করিতে গেলেও যদি বিরোধ উপস্থিত হয় ; [তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে,] অদ্বৈত প্রতিপাদনে যদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই স্বীকার করা না হয়, এবং দ্বৈতমাত্রেরই অভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতের সত্যতা বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় 'শূন্যবাদইত' স্বীকার করা হইল। * কোন একটি আশ্রয় না থাকিলে যে রজ্জু-সর্পাদিরই কল্পনা হইতে পারে না, তাহা ত পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অতএব এখন আবার সেই খণ্ডিত আপত্তিরই উত্থাপন করিতেছ কিরূপে ?

[শূন্যবাদী পুনশ্চ] প্রশ্ন করিতেছেন যে, ভাল, সর্পকল্পনার (ভ্রমের) আশ্রয়ীভূত রজ্জুও ত কল্পিত—অসত্য ; সুতরাং [অদ্বৈতের সত্যতা সাধনে উহা] দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যাহা কল্পিত নহে (সত্য), বিকল্প বা ভ্রমবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে পর অকল্পিতত্ব নিবন্ধনই ত তাহার (অদ্বৈতের) সত্যতা সিদ্ধ হয়। যদি বল, রজ্জু-সর্পের ন্যায় তাহারও অসত্যতা হউক ? না—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, অকল্পিত রজ্জুভাব যেরূপ সর্পাভাব জ্ঞানের পূর্ব্বেও সত্য, অতএব উহা একান্তই কল্পিত

---

* তাৎপর্য্য—বৌদ্ধের একটি সম্প্রদায়কে 'শূন্যবাদী' বলে। তাঁহারা বলেন, জগতে দৃশ্যমান কোন পদার্থই সত্য নহে ; শূন্যই একমাত্র যথার্থ সত্য ; যাহা কিছু সত্তাবান্ পদার্থ—ঘটপটাদি, তৎসমুদায়েরই পরিণামে ধ্বংসের পর শূন্যে পর্য্যবসান হইয়া থাকে। দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল ; কেননা, দীপশিখা প্রতিনিয়তই এক একটি করিয়া হইতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলিয়া যাইতেছে। এইরূপ জগতের সমস্ত সৎপদার্থই অসৎ। আলোচ্য স্থানেও কেবল দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন করাই যদি শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, অদ্বৈতসত্তা প্রতিপাদনে তাহার উদ্দেশ্য নাই : কাজেই দ্বৈত ও অদ্বৈত কোন বিষয়ই সত্য না হওয়ায়, শূন্য-বাদ আসিয়া পড়িল।

হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মও যখন একেবারেই অকল্পিত, [সুতরাং তাঁহার অসত্যতাও সম্ভাবিত হইতে পারে না]। বিশেষতঃ যিনি সমস্ত বিকল্প-কল্পনার কর্ত্তা, সেই বিকল্পয়িতাকেত সর্প-কল্পনার পূর্ব্বেই সিদ্ধ বা অকল্পিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কাজেই অসত্ত্ব বা শূন্যবাদের সম্ভাবনা হয় না।

ভাল, স্বরূপতঃ দ্বৈতবিজ্ঞানের উপর যখন নিষেধ-শাস্ত্রের কোনরূপ ব্যাপার নাই, তখন সেই শাস্ত্র দ্বৈতবিষয়ক জ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করে কিরূপে ? না—এ দোষও হয় না ; কারণ, রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদির ন্যায় অবিদ্যা বশতঃ আত্মাতেও দ্বৈতভাব অধ্যস্ত হইয়াছে। কি প্রকারে ?—'আমি সুখী, দুঃখী, মূঢ়, জাত, মৃত, জীর্ণ, দেহী, আমি দর্শন করিতেছি, ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ, কর্ত্তা, সফল, সংযুক্ত, বিযুক্ত, ক্ষীণ, বৃদ্ধ এবং এ সমস্ত আমার' ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। সর্প-জলধারাদি নানাবিধবিকল্পের মধ্যে রজ্জু যেমন অনুস্যূতই থাকে, তেমনি উক্ত অধ্যাস-সমূহেও আত্মা সর্ব্বদাই অনুস্যূত রহিয়াছে ; কারণ, তাহার কোথাও ব্যভিচার বা অভাব নাই। এইরূপই যখন নিয়ম ; তখন স্বতঃসিদ্ধ বিশেষ্যরূপী ব্রহ্মের স্বরূপগত প্রতীতি বিষয়ে শাস্ত্রের আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। বিশেষতঃ শাস্ত্র হইতেছে অজ্ঞাত-জ্ঞাপক ; সেই শাস্ত্র যদি কৃতানুকারী অর্থাৎ বিজ্ঞাত জ্ঞাপক (অনুবাদক) হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন আত্মাতে অবিদ্যারোপিত সুখিত্বাদি বিশেষ ভাবসমূহের বাধা (অসত্যতা) অবধারিত হয়, তখন কাজেই আত্মার স্বরূপাবস্থানও সিদ্ধ হইতেছে ; এই স্বরূপাবস্থানই জীবের পরম শ্রেয়ঃ ; অতএব, "নেতি নেতি অস্থূলং" অর্থাৎ 'ইহা আত্মা নহে' 'আত্মা স্থূল নহে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সুখিত্বাদি ধর্ম্ম-প্রতিষেধক শাস্ত্রও আত্মার অসুখিত্বাদি প্রতীতি সমুৎপাদন করায় সাফল্য লাভ করিয়া থাকে ; [অতএব অদ্বৈত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতেছে না।]

বিশেষতঃ আত্মস্বরূপ যেরূপ সুখিত্বাদি বিভিন্ন প্রতীতিতে অনুগত থাকে, তদ্রূপ সুখিত্বাদি রূপ বিভিন্ন প্রত্যয়ে অনুগত অসুখিত্বাদি বলিয়া যে কোনরূপ ধর্ম্ম আছে, তাহা নহে। যদি অনুগত থাকিত, তাহা হইলে উষ্ণ অগ্নিতে যেরূপ শীতলতা ধর্ম্মের আরোপ হয় না, তদ্রূপ সুখিত্বাদি-রূপ বিশেষ ধর্ম্মও কখনই আত্মায় আরোপিত হইতে পারিত না। অতএব বুঝিতে হইবে, নির্ব্বিশেষ আত্মাতেই সুখিত্বাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহ কল্পিত হইয়া থাকে। আত্মার অসুখিত্বাদি-প্রতিপাদক যে শাস্ত্র, কেবল সুখিত্বাদি ধর্ম্মবিশেষের প্রতিষেধ করাই তাহার উদ্দেশ্য; কারণ, শাস্ত্রজ্ঞ-গণের এইরূপ একটি সূত্র আছে যে, 'সুখিত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিষেধ করে বলিয়া অস্থূলত্বাদি-বোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়'* ॥৬১॥৩২

ভাবৈরসদ্ভিরেবায়মদ্বয়েন চ কল্পিতঃ।
ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব তস্মাদদ্বয়তা শিবা ॥ ৬২ ॥ ৩৩ ॥

অয়ম্ (আত্মা) অসদ্ভিঃ (পরমার্থসত্তারহিতৈঃ) এব (নিশ্চয়ে) ভাবৈঃ (প্রাণাদিভিঃ) [পরমার্থসত্যেন] অদ্বয়েন (অদ্বিতীয়ত্বেন) চ (অপি) কল্পিতঃ (বিকল্পাস্পদতাং নীতঃ)। ভাবাঃ (প্রাণাদয়ঃ) অপি অদ্বয়েন (সতা আত্মনা) কল্পিতাঃ (স্বস্মিন্ আরোপিতাঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) অদ্বয়তা (কল্পনাকালেঽপি অদ্বয়ভাবঃ এব) শিবা (সর্ব্বাভয়নিবারকত্বাৎ শুভা) [ভবতি ইতি শেষঃ]।

এই [পরমার্থ সত্য] আত্মাই অসত্য (কল্পিত) প্রাণাদি পদার্থরূপে এবং স্বীয় অদ্বয়রূপেও কল্পিত হন। প্রাণাদি পদার্থসমূহও আবার অদ্বয়ভাবে (সৎরূপে) কল্পিত হয়; অতএব অদ্বয়ভাবই মঙ্গলময় [দ্বৈতভাব নহে] ॥৬২॥৩৩

---

* তাৎপর্য্য—"সিদ্ধং তু" ইত্যাদি সূত্রটির অর্থ এইরূপ—ব্রহ্মণি পদানাং ব্যুৎপত্ত্যভাবেঽপি সিদ্ধমেব শাস্ত্রপ্রামাণ্যম্ অভাববোধনব্যুৎপন্ন-নঞ্ পদসংসৃষ্টৈঃ স্থূলাদিব্যুৎপন্নপদৈঃ স্বাভাবিক-দ্বৈতাভাববোধনেন অধ্যস্তনিবর্ত্তকত্বাদিতি সূত্রার্থঃ। [আনন্দগিরি]। অর্থাৎ ব্রহ্মবোধনে কোন শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি বা শক্তি না থাকিলেও, নিশ্চয়ই তদ্বোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। কারণ, অভাব বোধনে ব্যুৎপন্ন (শক্তিমান্) নঞ্ পদের ('ন' পদের) সহিত মিলিত করিয়া ব্যুৎপন্ন (যাহার অর্থবোধন ক্ষমতা সিদ্ধ আছে, সেই) স্থূল প্রভৃতি (নঞ্ যোগে অস্থূলাদিরূপ) শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ দ্বৈতাভাব প্রতিপাদন দ্বারা ঐ শাস্ত্রই অধ্যস্ত সুখিত্বদুঃখিত্বাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পূর্ব্বশ্লোকার্থস্য হেতুমাহ—যথা রজ্জ্বামসদ্ভিঃ সর্প-ধারাদিভিরদ্বয়েন রজ্জুদ্রব্যেণ সতা অয়ং সর্পঃ, ইয়ং ধারা, দণ্ডোঽয়ম্ ইতি বা রজ্জুদ্রব্যমেব কল্প্যতে। এবং প্রাণাদিভিরনন্তৈঃ অসদ্ভিরেবাবিদ্যমানৈঃ,ন পরমার্থতঃ। ন হ্যপ্রচলিতে মনসি কশ্চিদ্ভাব উপলক্ষয়িতুং শক্যতে কেনচিৎ। ন চাত্মনঃ প্রচলনমস্তি। প্রচলিতস্যৈবোপলভ্যমানা ভাবা ন পরমার্থতঃ সন্তঃ কল্পয়িতুং শক্যাঃ। অতোঽসদ্ভিরেব প্রাণাদিভির্ভাবৈরদ্বয়েন চ পরমার্থসতা আত্মনা রজ্জুবৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদভূতেন অয়ং স্বয়মেব আত্মা কল্পিতঃ সদৈকস্বভাবোঽপি সন্। তে চাপি প্রাণাদিভাবা অদ্বয়েনৈব সতা আত্মনা বিকল্পিতাঃ ; ন হি নিরাস্পদা কাচিৎ কল্পনা উপলভ্যতে ; অতঃ সর্ব্বকল্পনাস্পদত্বাৎ স্বেনাত্মনা অদ্বয়স্য অব্যভিচারাৎ কল্পনাবস্থায়ামপি অদ্বয়তা শিবা ; কল্পনা এব ত্বশিবাঃ, রজ্জুসর্পাদিবৎ ত্রাসাদিকারিণ্যো হি তাঃ। অদ্বয়তা অভয়া ; অতঃ সৈব শিবা ॥ ৩২ ॥ ৩৩

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্ব শ্লোকে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—রজ্জুতে অবিদ্যমান সর্প জলধারাদি ভাবে এবং অদ্বয়-ভাবে—অর্থাৎ একই রজ্জু যেমন সত্য রজ্জু দ্রব্যরূপে এবং 'ইহা সর্প, ইহা জলধারা অথবা ইহা দণ্ড' ইত্যাদি রূপে কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি [আত্মাও] অসৎ—অবিদ্যমান অর্থাৎ পরমার্থসত্তাশূন্য প্রাণাদি অনন্ত পদার্থরূপে [কল্পিত হয়]। কেন না, মন চঞ্চল বা ক্রিয়োন্মুখ না হইলে কেহ কখনও কোন বস্তু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না ; অথচ আত্মার কখনও প্রচলন (ক্রিয়া) নাই ; সুতরাং প্রচলিত (চিন্তা-পরিণত) মনের পরিকল্পিতরূপে উপলভ্যমান পদার্থসমূহকে পরমার্থ সৎ বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় না। অতএব অসৎস্বরূপ প্রাণাদি পদার্থাকারে এবং সর্ব্ব কল্পনার আশ্রয়ীভূত পরমার্থসৎ অদ্বয় আত্মাকারে—এই আত্মা সর্ব্বদা একরূপ হইলেও স্বয়ংই তদাকারে কল্পিত হইয়া থাকে। আবার সেই প্রাণাদি পদার্থসমূহও এই পরমার্থসৎ অদ্বয় আত্ম স্বরূপে কল্পিত হয় ; কারণ আশ্রয় ব্যতীত কোন

কল্পনাই উৎপন্ন হয় না ; অতএব সমস্ত কল্পনার আশ্রয়ত্ব হেতু এবং স্বরূপতও অদ্বয়ভাবের ব্যভিচার না থাকায় [বুঝিতে হইবে,] প্রাণাদি কল্পনাকালেও অদ্বয়তাই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, কল্পনাটাই কেবল অমঙ্গল ; কারণ, কল্পনা অসত্য হইলেও রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় ত্রাসাদি সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; কিন্তু অদ্বয়ভাবে কোন ভয় নাই ; অতএব তাহাই মঙ্গলময় ॥ ৬২ ॥ ৩৩ ॥

নাত্মভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন ।
ন পৃথঙ্নাপৃথক্ কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

নানা (নানাত্বেন প্রতীয়মানং) ইদং (জগৎ) আত্মভাবেন (পরমার্থ-স্বরূপেণ)ন [সৎ], স্বেন (স্বস্বরূপেণ জগদাকারেণ) অপি (সমুচ্চয়ে) কথঞ্চন (কথমপি) ন [সৎ] ; কিঞ্চিৎ (কিমপি বস্তু) পৃথক্ (ব্রহ্মণঃ ভিন্নং) ন, অপৃথক্ (ব্রহ্মস্বরূপং চ) ন [ভবতি], ইতি (এবং) তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বদর্শিনঃ) বিদুঃ (জানন্তি) ।

নানারূপে প্রতীতিগোচর এই জগৎ ব্রহ্মরূপেও সৎ নহে, এবং স্বরূপত ও (জগৎরূপেও) সৎ নহে ; কোন বস্তুই [ব্রহ্ম হইতে] পৃথক্ও নহে, আবার অপৃথক্ও (অভিন্নস্বরূপও) নহে, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন ॥৬৩॥৩৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কুতশ্চাদ্বয়তা শিবা ? নানাভূতং পৃথক্ত্বম্ অন্যস্য অন্যস্মাৎ যত্র দৃষ্টং, তত্রাশিবং ভবেৎ । ন হ্যত্রাদ্বয়ে পরমার্থসত্যাত্মনি প্রাণাদিসংসারজাতমিদং জগদাত্মভাবেন পরমার্থস্বরূপেণ নিরূপ্যমাণং নানা বস্ত্বন্তরভূতং ভবতি ; যথা রজ্জুস্বরূপেণ প্রকাশেন নিরূপ্যমাণো ন নানাভূতঃ কল্পিতঃ সর্পোঽস্তি, তদ্বৎ । নাপি স্বেন প্রাণাদ্যাত্মনা ইদং বিদ্যতে কদাচিদপি, রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতত্বাদেব । তথা অন্যোন্যং ন পৃথক্ প্রাণাদি বস্তু ; যথা অশ্বান্মহিষঃ পৃথগ্বিদ্যতে, এবম্ । অতঃ অসত্বাৎ নাপি অপৃথগ্বিদ্যতেঽন্যোন্যং পরেণ বা কিঞ্চিদিতি । এবং পরমার্থতত্ত্বমাত্মবিদো ব্রাহ্মণা বিদুঃ । অতঃ অশিবহেতুত্বাভাবাৎ অদ্বয়তৈব শিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩৪

ভাষ্যানুবাদ ।

অদ্বয়তাই বা শিব কেন ? [উত্তর—] যেখানেই এক বস্তু হইতে

অপর বস্তুর নানাত্ব—পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেখানেই অশিব হইয়া থাকে। কেন না, পরমার্থসৎ এই অদ্বিতীয় আত্মাতে [কল্পিত] প্রাণাদি-সংসারাত্মক এই জগৎ আত্মভাবে—পরমার্থসত্তারূপে নিরূপণ করিলে পর নানা অর্থাৎ পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কেন না,রজ্জুকে রজ্জু স্বরূপে চিন্তা করিলে তাহাতে যেমন নানাভূত অর্থাৎ রজ্জু হইতে যেরূপ পৃথক্‌রূপে কল্পিত সর্প আর সত্তালাভ করে না, ইহাও সেইরূপ। আর স্বীয় প্রাণাদিস্বরূপেও যে, এই জগৎ কখনও বিদ্যমান (সত্তাযুক্ত) হইতে পারে, তাহাও নহে ; কারণ, ইহাও রজ্জুসর্পের ন্যায় নিশ্চয়ই কল্পিত। সেইরূপ, অশ্ব হইতে যেরূপ মহিষের পৃথক্ সত্তা আছে ; তদ্রূপ প্রাণাদি বস্তুগুলিরও যে, পরস্পর পৃথক্ সত্তা আছে,তাহা নহে ; অতএব অসত্যতা নিবন্ধনই পরস্পর বা অপরের সহিত ইহাদের অপৃথগ্‌ভাবও নাই। পরমার্থতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণগণ এইরূপই অবগত আছেন। অতএব অমঙ্গলের কোনও কারণ না থাকায় এই অদ্বয়-ভাবই মঙ্গলময় ॥৬৩॥৩৪

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধৈর্ম্মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ।
নির্ব্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ ৩৫

[তদেতৎ সম্যগ্ দর্শনং স্তোতুমাহ—বীতেত্যাদি।]—বীতরাগ-ভয়ক্রোধৈঃ (বীতাঃ অপগতাঃ রাগঃ (বিষয়াভিলাষঃ), ভয়ং, ক্রোধঃ চ যেভ্যঃ, তে তথোক্তাঃ, তৈঃ) বেদপারগৈঃ (বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞৈঃ) মুনিভিঃ (মননশীলৈঃ কর্ত্তৃভিঃ) অয়ং (আত্মা) হি (নিশ্চয়ে) নির্ব্বিকল্পঃ (প্রাণাদি-বিকল্পরহিতঃ) প্রপঞ্চোপশমঃ (নিষ্প্রপঞ্চঃ) অদ্বয়ঃ (দ্বৈতসম্বন্ধবর্জ্জিতঃ) (চ) দৃষ্টঃ (অনুভূতঃ)।

রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, মুনিগণকর্ত্তৃক এই আত্মাই সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, দ্বৈতবর্জ্জিত ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন ॥৬৪॥৩৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেতৎ সম্যগ্‌দর্শনং স্তূয়তে—বিগতরাগ-ভয়-দ্বেষ-ক্রোধাদিসর্ব্বদোষৈঃ সর্ব্বদা মুনিভিঃ—মননশীলৈর্ব্বিবেকিভিঃ—বেদপারগৈঃ অবগতবেদার্থতত্ত্বৈর্জ্ঞানিভিঃ

নির্ব্বিকল্পঃ সর্ব্ববিকল্পশূন্যঃ অয়মাত্মা দৃষ্ট উপলব্ধো বেদান্তার্থতৎপরৈঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ প্রপঞ্চো দ্বৈতভেদবিস্তারঃ, তস্যোপশমোঽভাবো যস্মিন্, স আত্মা প্রপঞ্চোপশমঃ অতএব অদ্বয়ঃ। বিগতদোষৈরেব পণ্ডিতৈঃ বেদান্তার্থতৎপরৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ পরমাত্মা দ্রষ্টুং শক্যাঃ, নান্যৈঃ রাগাদিকলুষিতচেতোভিঃ স্বপক্ষপাতদর্শনৈ তার্কিকাদিভিরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৪॥৩৫

ভাষ্যানুবাদ।

সেই এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করা হইতেছে—সর্ব্বদা যাঁহাদের রাগ (বিষয়ানুরাগ), ভয়, দ্বেষ ও ক্রোধাদি সমস্ত দোষ অপগত হইয়াছে, এবং যাঁহারা বেদার্থের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন; বেদান্তার্থনিরূপণ-তৎপর সেই সমস্ত মুনিগণকর্ত্তৃক—বিবেকসম্পন্ন মননশালী জ্ঞানিগণ-কর্ত্তৃক এই আত্মা নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার-কল্পনাসম্বন্ধরহিত, প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ দ্বৈতভেদের বিস্তাররূপ যে প্রপঞ্চ, যেখানে তাহার উপশম রহিয়াছে [তাহাই প্রপঞ্চোপশম]। যেহেতু সেই আত্মা প্রপঞ্চোপশম, সেই হেতুই অদ্বয়। অভিপ্রায় এই যে, রাগ-দ্বেষরহিত ও বেদান্তার্থচিন্তাতৎপর সন্ন্যাসিগণই পরমাত্মাকে দেখিতে পান, কিন্তু তদ্ভিন্ন রাগদ্বেষাদি-দোষ-কলুষিতচিত্ত [অতএব] স্বপক্ষ-পাতদর্শী অপর তার্কিকগণ দেখিতে পান না ॥ ৬৪ ॥৩৫

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।
অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোকমাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

তস্মাৎ এনং (আত্মানং) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং সর্ব্ববিকল্পাদিশূন্যং) বিদিত্বা (বিশেষতঃ জ্ঞাত্বা) অদ্বৈতে (অদ্বৈতভাবোপগমে) স্মৃতিং (মতিং) যোজয়েৎ (সম্পাদয়েৎ)। অদ্বৈতং (অদ্বিতীয়ভাবং) সমনুপ্রাপ্য (সম্যক্ অনুভূয়) জড়বৎ (জড়ইব) লোকম্ আচরেৎ (আত্মানং অপ্রকাশয়ন্ লোকব্যবহারং কুর্য্যাদিত্যাশয়ঃ) ॥

অতএব, আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবগত হইয়া সেই অদ্বৈততত্ত্ববিষয়েই মনোনিবেশ করিবে, এবং আত্মাকে অবগত হইয়া জড়ের ন্যায় লোকের সহিত ব্যবহার করিবে; অর্থাৎ আপনার জ্ঞানিভাব প্রকাশ করিবে না ॥৬৫॥৩৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ সর্ব্বানর্থপ্রশমনরূপত্বাৎ অদ্বয়ং শিবম্ অভয়ং, অত এবং বিদিত্বা অদ্বৈতে স্মৃতিং যোজয়েৎ; অদ্বৈতাবগমায়ৈব স্মৃতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ অদ্বৈতম্ অবগম্য 'অহমস্মি পরং ব্রহ্ম' ইতি বিদিত্বা অশনায়াদ্যতীতং সাক্ষাদপরোক্ষাৎ অজমাত্মানং সর্ব্বলোকব্যবহারাতীতং জড়বৎ লোকমাচরেৎ—অপ্রখ্যাপয়ন্ আত্মানমহম্ এবংবিধ ইত্যভি প্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু সর্ব্বপ্রকার অনর্থ প্রশমনের কারণ বলিয়া অদ্বয়ই অভয় ও মঙ্গলময়; অতএব ইহাকে (আত্মাকে) জানিয়া অদ্বৈত-বিষয়ে স্মৃতি সংযোজনা করিবে, অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বাবগতি-বিষয়েই স্মৃতি করিবে। সেই অদ্বৈত অবগত হইয়া 'আমি হইতেছি পরব্রহ্মস্বরূপ', ইহা অবগত হইয়া ভোজনেচ্ছাদিরহিত, সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষস্বরূপ জন্মশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার লোকব্যবহারাতীত আত্মাকে (আপনাকে) জড়ের ন্যায় আচরণ করিবে। অভিপ্রায় এই যে, 'আমি এবংপ্রকার' এইরূপে আপনাকে প্রকাশিত না করিয়া আচরণ করিবে] ॥ ৬৫ ॥ ৩৬

নিঃস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

[আচারপ্রকারমাহ—নিঃস্তুতিরিত্যাদিনা।]—যতিঃ (সংযমশীলঃ বিদ্বান্) নিস্তুতিঃ (নিঃ নাস্তি স্তুতিঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ), নির্নমস্কারঃ (নমস্কাররহিতঃ) নিঃস্বধাকারঃ (পৈত্রকর্ম্মবর্জ্জিতঃ), চলাচলনিকেতঃ (চলম্ অচলং চ শরীরং নিকেতঃ আশ্রয়ঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) এব চ সন্ যাদৃচ্ছিকঃ (যদৃচ্ছাপ্রাপ্তপরিতুষ্টঃ) ভবেৎ, নতু গ্রাসাচ্ছাদনাদ্যর্থং যত্নং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥

উক্ত যতি (সংযমশীল জ্ঞানী) স্তুতিহীন, নমস্কারবর্জ্জিত, পৈত্রকর্ম্মরহিত হইয়া কেবল চলাচল-স্বভাব-শরীর-মাত্রাশ্রিতভাবে যাদৃচ্ছিক হইবেন অর্থাৎ ঘটনাক্রমে লব্ধ বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিবেন ॥৬৬॥৩৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কয়া চর্য্যয়া লোকমাচরেদিত্যাহ—স্তুতিনমস্কারাদি-সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিতঃ, ত্যক্ত-

বিদিত্বা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ "ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। চলং শরীরং প্রতিক্ষণমন্যথাভাবাৎ, অচলম্ আত্মতত্ত্বম্ সংযদা কদাচিদ্ভোজনাদি-সংব্যবহারনিমিত্তম্ আকাশবদচলং স্বরূপমাত্মতত্ত্বম্ আত্মনো নিকেতম্ আশ্রয়মাত্ম-স্থিতিং বিস্মৃত্য 'অহম্' ইতি মন্যতে যদা, তদা চলো দেহো নিকেতো যস্য, সোঽয়-মেবং চলাচলনিকেতো বিদ্বান্ ন পুনর্ব্বাহ্যবিষয়াশ্রয়ঃ। স চ যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ; যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত-কৌপীনাচ্ছাদন-গ্রাসমাত্রদেহস্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ ৩৭

ভাষ্যানুবাদ।

কিরূপ ভাবে লোক ব্যবহার করিবে ? তাহা বলিতেছেন—স্তুতি-নমস্কারাদি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানরহিত এবং সর্ব্বপ্রকার কামনাবর্জ্জিত, অর্থাৎ পরমহংস-পারিব্রাজ্যধারী (সন্ন্যাসী) ; যেহেতু এ বিষয়ে 'এই সেই আত্মাকে বিদিত হইয়া' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে, এবং 'যাঁহাদের বুদ্ধি, আত্মা, নিষ্ঠা, তাঁহাতে (ব্রহ্মে) সমর্পিত, এবং যাঁহারা তাঁহাতেই শরণাপন্ন' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র আছে। প্রতিক্ষণে অন্যথাভাব হয় বলিয়া এই শরীরই 'চল', আত্মতত্ত্বই অচল (কূটস্থ) ; যখন কোন সময়ই ভোজনাদি ব্যবহারের জন্য আত্মা চঞ্চল হয় না, অতএব আত্মাই আকাশবৎ অচল ; সেই আত্মতত্ত্ব যাঁহার নিকেত বা আশ্রয়স্থান, এবং যখন সেই আত্মস্থিতি বিস্মৃত হইয়া 'আমি' বলিয়া অভিমান করে, তখন চল দেহ যাঁহার নিকেত বা আশ্রয় হন, সেই এই বিদ্বান্ উক্ত প্রকারে চলাচল দেহ হন, কিন্তু কখনও বাহ্য বিষয়কে আশ্রয় করেন না। তিনি যাদৃচ্ছিক হইবেন, অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে (দৈবাৎ) প্রাপ্ত কৌপীনা-চ্ছাদন প্রভৃতি দ্বারাই তাঁহার দেহরক্ষা হইয়া থাকে ॥৬৬॥৩৭

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ ॥৬৭॥৩৮

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরায়াসু গৌড়পাদীয়-
কারিকায়াসু বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং
প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

[তদা, সঃ] আধ্যাত্মিকং (আত্মবিষয়কং) তত্ত্বং দৃষ্ট্বা (সম্যক্ অবগম্য), বাহ্যতঃ (বহিরপি) তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তত্ত্বারামঃ (ব্রহ্মতত্ত্বে এব আ—সম্যক্ রমতে যঃ, সঃ তথাভূতঃ) তত্ত্বীভূতঃ (তত্ত্বাদভিন্নতাং গতঃ সন্) তত্ত্বাৎ (পরতত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ) অপ্রচ্যুতঃ (ভ্রষ্টঃ ন) ভবেৎ। [সঃ কদাচিদপি তত্ত্বভ্রষ্টো ন ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ]।

[সে সময় সেই বিবেকী পুরুষ] আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দর্শন করিয়া এবং বাহ্য তত্ত্বও অনুভব করিয়া তত্ত্বেই সর্ব্বদা প্রীতিমান্ ও তত্ত্বস্বরূপই হইয়া যান, কখনও তত্ত্ব হইতে চ্যুত হন না ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বাহ্যং পৃথিব্যাদি তত্ত্বম্, আধ্যাত্মিকঞ্চ দেহাদিলক্ষণং, রজ্জুসর্পাদিবৎ। স্বপ্নমায়াদিবচ্চ অসৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। আত্মা চ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্ন আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মোঽচলো নির্গুণো নিষ্কলো নিষ্ক্রিয়ঃ তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি ইতিশ্রুতেঃ। ইত্যেবং তত্ত্বদৃষ্ট্যা তত্ত্বীভূতস্তদারামো ন বাহ্যরমণো; যথা অতত্ত্বদর্শী কশ্চিৎ তম্ আত্মত্বেন প্রতিপন্নঃ চিত্তচলনমনু চলিতমাত্মানং মন্যমানঃ তত্ত্বাচ্চলিতং দেহাদিভূতম্ আত্মানং কদাচিন্মন্যতে—প্রচ্যুতোঽহম্ আত্মতত্ত্বাদিদানীমিতি। সমাহিতে তু মনসি কদাচিৎ তত্ত্বভূতং প্রসন্নমাত্মানং মন্যতে ইদানীমস্মি তত্ত্বীভূত ইতি। ন তথা আত্মবিদ্ভবেৎ। আত্মন একরূপত্বাৎ স্বরূপপ্রচ্যবনাসম্ভবাচ্চ। সদৈব ব্রহ্মাস্মীত্যপ্রচ্যুতো ভবেত্তত্ত্বাৎ, সদা অপ্রচ্যুতাত্মদর্শনো ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ। "শুনি চৈব শ্বপাকে চ।" "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইত্যাদিস্মৃতেঃ॥ ৬৭ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়ে আগমশাস্ত্রভাষ্যে
দ্বিতীয়প্রকরণং বৈতথ্যাখ্যং সমাপ্তম্॥

ভাষ্যানুবাদ।

বাহ্য পৃথিব্যাদি-তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক দেহাদি-তত্ত্ব, উভয়ই রজ্জু-সর্পবৎ এবং স্বপ্নকালীন মায়ার ন্যায় অসৎ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, 'বিকার অর্থ কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র' ইত্যাদি। অথচ, আত্মা

কিন্তু বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, জন্মরহিত, কারণরহিত ও কর্ম্মশূন্য, অন্তর ও বাহ্যরহিত, পরিপূর্ণ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, অতিশয় সূক্ষ্ম, অচল, নির্গুণ, নিরংশ, নিষ্ক্রিয় স্বরূপ। কারণ, 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ,' এই শ্রুতিই প্রমাণ। এই-রূপে তত্ত্ব দর্শন করিয়া নিজেও তত্ত্বস্বরূপই হইয়া যান, এবং তত্ত্বারাম হন, অর্থাৎ কোন বাহ্য বিষয়ে প্রীতিভোগ করেন না। অতত্ত্বদর্শী কোন লোক যেরূপ মনকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করত মনের চাঞ্চল্যানু-সারে আত্মাকেও চলিত (ক্ষুব্ধ) মনে করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব হইতে বিচ্যুত এবং দেহাদিরূপে চলিত আপনাকে মনে করে, 'আমি এখন তত্ত্ব হইতে প্রচ্যুত হইতেছি'। আর মন সমাহিত হইলে কখনও তত্ত্বস্বরূপ, নিত্যপ্রসন্ন আত্মাকে মনে করে যে, 'আমি এখন তত্ত্বীভূত হইয়াছি'। কিন্তু আত্মবিৎ কখনও সেরূপ মনে করেন না। কেননা, আত্মা একরূপ (কূটস্থ); সুতরাং কখনও তাহার স্বরূপপ্রচ্যুতি সম্ভব হয় না; অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বদাই সৎ ব্রহ্মস্বরূপ' এই ভাবনা থাকায় স্বরূপপ্রচ্যুত হন না; কাজেই তিনি আত্মতত্ত্ব হইতে কখনও স্বরূপতঃ প্রচ্যুত হন না। 'কুক্কুরে ও শ্বপাক চণ্ডালে [সমদর্শন করেন]।' 'সর্ব্বভূতে সমান [ঈশ্বরকে যিনি জানেন]' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও উক্ত বিষয় প্রমাণিত হয়॥ ৬৭॥ ৩৮.

গৌড়পাদীয় কারিকা-ভাষ্যানুবাদে বৈতথ্য নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত॥

গৌড়পাদীয়কারিকাসু অদ্বৈতাখ্যং তৃতীয়ং প্রকরণম্।

উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
প্রাগুৎপত্তেরজং সর্ব্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ ॥৬৮॥১

[তর্কবলেন দ্বৈতমিথ্যাত্বং প্রসাধ্য অদ্বৈতপারমার্থিকত্বমপি তর্কবলেনৈব সাধয়িতুং প্রকরণমিদম্ আরভ্যতে, উপাসনেত্যাদিভিঃ।]—উপাসনাশ্রিতঃ (আত্মন উপাসনাং মোক্ষসাধনত্বেন প্রাপ্তঃ) ধর্ম্মঃ (দেহস্য প্রাণানাং বা ধারকত্বাৎ জীবঃ) জাতে (দেহাত্মাকারেণ বিবর্ত্তমানে) ব্রহ্মণি বর্ত্ততে; যদ্বা, উপাসনাশ্রিতঃ (উপাসনাঙ্গরূপঃ তাৎকালিকঃ) ধর্ম্মঃ (অনুষ্ঠানাত্মকঃ) জাতে ব্রহ্মণি (কার্য্যব্রহ্মণি ঈশ্বরস্বরূপে) বর্ত্ততে [তুরীয়ে তু মানস-ব্যাপাররূপায়া উপাসনায়া অপ্রবৃত্তেরিত্যাশয়ঃ]। উৎপত্তেঃ (সৃষ্টেঃ) প্রাক্ (পূর্ব্বং তু) সর্ব্বম্ (আত্মানং, তদিতরৎ চ) অজং (জন্মরহিতং—ব্রহ্মস্বরূপং) [মন্যতে]। তেন (হেতুনা) অসৌ (উপাসকঃ জীবঃ) কৃপণঃ (ক্ষুদ্রাশয়ঃ) স্মৃতঃ (চিন্তিতঃ) [জ্ঞানিভিঃ ইতি শেষঃ]।

উপাসনাবলম্বী জীব কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ আপনাকে তাহারই অধীন বলিয়া মনে করে; এবং উৎপত্তির পূর্ব্বেই সকলকে অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ [বলিয়া মনে করে, বর্ত্তমান নহে]। এই কারণে [জ্ঞানিগণ] তাহাকে কৃপণ (ক্ষুদ্রাশয়) বলিয়া জানেন ॥ ৬৮॥১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ওঁকারনির্ণয়ে উক্তঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত আত্মেতি প্রতিজ্ঞামাত্রেণ, "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইতি চ। তত্র দ্বৈতাভাবস্তু বৈতথ্যপ্রকরণেন স্বপ্ন-মায়া-গন্ধর্ব্বনগরাদিদৃষ্টান্তৈঃ দৃশ্যত্বাদ্যন্তবত্ত্বাদিহেতুভিঃ, তর্কেণ চ প্রতিপাদিতঃ। অদ্বৈতং কিমাগমমাত্রেণ প্রতিপত্তব্যম্? আহোস্বিৎ তর্কেণাপি, ইত্যত আহ— শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্; তৎ কথম্ ইত্যদ্বৈতপ্রকরণমারভ্যতে।

উপাস্যোপাসনাদিভেদজাতং সর্ব্বং বিতথং, কেবলশ্চাত্মা অদ্বয়ঃ পরমার্থঃ, ইতি স্থিতমতীতে প্রকরণে। যত উপাসনাশ্রিত উপাসনামাত্মনো মোক্ষসাধনত্বেন গতঃ—উপাসকোঽহং, মমোপাস্যং ব্রহ্ম, তদুপাসনং কৃত্বা জাতে ব্রহ্মণি ইদানীং বর্ত্তমানঃ অজং ব্রহ্ম শরীরপাতাদূর্দ্ধং প্রতিপৎস্যে, প্রাগুৎপত্তেশ্চ অজমিদং সর্ব্বমহঞ্চ। যদাত্মকোঽহং প্রাগুৎপত্তেরিদানীং জাতঃ জাতে ব্রহ্মণি চ বর্ত্তমানঃ, উপাসনয়া পুনস্তদেব প্রতিপৎস্য ইত্যেবমুপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মঃ সাধকো যেনৈবং ক্ষুদ্রব্রহ্মবিৎ, তেনাসৌ কারণেন কৃপণো দীনোঽল্পকঃ স্মৃতো নিত্যাজব্রহ্মদর্শিভিঃ মহাত্মভিরিত্যভিপ্রায়ঃ। "যদ্বাচানভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং *বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে" ইত্যাদি শ্রুতেস্তলবকারাণাম্* ॥ ৬৮ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

ওঙ্কার নির্ণয়াবসরে কেবল প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, 'আত্মা প্রপঞ্চশূন্য, শিব ও অদ্বৈত ; 'এবং আত্মজ্ঞানোদয়ে দ্বৈত থাকে না', ইহাও কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অতীত বৈতথ্য-প্রকরণে, স্বপ্ন, মায়া ও গন্ধর্ব্বনগরাদি দৃষ্টান্ত, দৃশ্যত্ব ও আদ্যন্তবত্তা (বিনাশশীলতা) প্রভৃতি হেতু দ্বারা এবং তর্কের সাহায্যেও দ্বৈতভাবমাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, অদ্বৈততত্ত্বটি কি কেবল শাস্ত্রের সাহায্যেই বুঝিতে হইবে? অথবা তর্কের সাহায্যেও? অর্থাৎ শাস্ত্র, তর্ক, এই উভয়ের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, তর্কের সাহায্যেও [অদ্বৈতভাব] বুঝিতে পারা যায় ; তাহাই বা হয় কি প্রকারে? তন্নিরূপণার্থ এই অদ্বৈত প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—অতীত প্রকরণে অবধারিত হইয়াছে যে, উপাস্য ও উপাসনাদি প্রভেদসমূহ মিথ্যা, কেবল অদ্বয় আত্মাই পরমার্থ সৎ ; কারণ, উপাসনাশ্রিত অর্থাৎ আমি উপাসক, ব্রহ্ম আমার উপাস্য, এই ভাবে যিনি উপাসনাকেই মোক্ষ-সাধনরূপে অবলম্বন করেন, তাঁহার উপাসনা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য-ব্রহ্মে অবস্থিত আমিই দেহপাতের পর জন্মরহিত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব ; উৎপত্তির পূর্ব্বেও কিন্তু এই সমস্ত জগৎ এবং আমি, সকলেই অজ বা জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ [ছিলাম]।

আমি উৎপত্তির পূর্ব্বে যদাত্মক বা যে ব্রহ্মস্বরূপ ছিলাম, জন্মলাভের পর কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান আমি উপাসনার সাহায্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মভাবই লাভ করিব; এই প্রকারে উপাসনাবলম্বিত ধর্ম্ম, অর্থাৎ সাধক পুরুষ যেহেতু এই প্রকার ক্ষুদ্রব্রহ্মজ্ঞ, সেই কারণেই এই সাধককে নিত্যব্রহ্মদর্শী মহাত্মগণ কৃপণ—দীন অর্থাৎ ক্ষুদ্রহৃদয় বলিয়া জানিয়াছেন। কারণ, তলবকার শ্রুতিতে (কেনোপনিষদে) [কথিত আছে যে,] 'যিনি বাক্য দ্বারা উচ্চারিত হন না, পরন্তু যাঁহার সাহায্যে বাক্য স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, কিন্তু লোকে যাহাকে 'ইদং'রূপে (সম্মুখীন বস্তুরূপে) উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে, অর্থাৎ তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না ॥৬৮॥১

অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতি সমতাঙ্গতম্।
যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমন্ততঃ ॥ ৬৯॥২

[যত উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মঃ (জীবঃ) কৃপণঃ,] অতঃ অজাতি (জন্মরহিতং) সমতাং গতম্ (সর্ব্বত্র সমং) অকার্পণ্যং (ব্রহ্মস্বরূপম্) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি), যথা (যেন প্রকারেণ) সমন্ততঃ (সর্ব্বতঃ) জায়মানং (উৎপদ্যমানং) [অপি] কিঞ্চিৎ [বস্তু] [রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যাত্বাৎ পরমার্থতঃ] ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে), [তথা ইতি শেষঃ]॥

[যেহেতু উপাসনাশ্রিত জীব কৃপণস্বভাব] অতএব সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান, জন্মরহিত, অকার্পণ্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিব। যাহাতে [বুঝিতে পারা যায় যে,] সর্ব্বত্রই যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহার কিছুই জন্মিতেছে না, অর্থাৎ রজ্জু-সর্পের ন্যায় তৎসমস্তই কল্পিত মাত্র ॥ ৬৯॥২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজমাত্মানং প্রতিপত্তুমশক্নুবন্ অবিদ্যয়া দীনমাত্মানং মন্যমানো জাতোঽহং জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্তে, তদুপাসনাশ্রিতঃ সন্ ব্রহ্ম প্রতিপৎস্যে, ইত্যেবং প্রতিপন্নঃ কৃপণো ভবতি যস্মাৎ, অতো বক্ষ্যামি অকার্পণ্যম্ অকৃপণভাবমজং ব্রহ্ম। তদ্ধি কার্পণ্যাস্পদং, 'যত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি, তদল্পং', 'মর্ত্ত্যং

ত্তৎ', 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তদ্বিপরীতং সবাহ্যা-ভ্যন্তরম্ অজমকার্পণ্যং ভূমাখ্যং ব্রহ্ম, যৎ প্রাপ্য অবিদ্যাকৃতসর্ব্বকার্পণ্যনিবৃত্তিঃ, তদকার্পণ্যং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। তদজাতি অবিদ্যমানা জাতিরস্য, সমতাং গতং সর্ব্ব-সাম্যং গতম্; কস্মাৎ? অবয়ববৈষম্যাভাবাৎ। যদ্ধি সাবয়বং বস্তু, তদবয়বৈ-র্বৈষম্যং গচ্ছৎ জায়তইত্যুচ্যতে; ইদন্তু নিরবয়বত্বাৎ সমতাং গতমিতি নকৈশ্চিদ-বয়বৈঃ স্ফুটতি, অতঃ অজাতি অকার্পণ্যম্; সমন্ততঃ সমন্তাৎ যথা ন জায়তে কিঞ্চিদল্পমপি ন স্ফুটতি, রজ্জুসর্পবদবিদ্যাকৃত-দৃষ্ট্যা জায়মানং যেন প্রকারেণ ন জায়তে সর্ব্বতঃ অজমেব ব্রহ্ম ভবতি, তথা তং প্রকারং শৃণু ইত্যর্থঃ॥ ৬৯॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু, বাহ্যাভ্যন্তর সহকৃত অজ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া অবিদ্যাবশে আপনাকে দীন মনে করিয়া 'আমি জাত হই-য়াছি, জন্মের পরও কার্য্যব্রহ্মে বর্ত্তমান রহিয়াছি', এবং তাঁহার উপাসনা আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিব,' এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন কৃপণ, অতএব, অকার্পণ্য অর্থাৎ অকৃপণস্বভাব জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিব। 'যে অবস্থায় অপরে অপরকে দেখে, অপরকে শ্রবণ করে এবং অপরকে জানে, তাহা অল্প অর্থাৎ তাহাই মর্ত্ত্য বা বিনাশশীল।' 'বিকার অর্থই বাক্যারব্ধ নামমাত্র' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐরূপ দীনভাবই কার্পণ্য-স্থান, আর তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন, বাহ্যা-ভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ ভূমা ব্রহ্মই অকার্পণ্যস্বরূপ। অর্থাৎ যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাকৃত সমস্ত কার্পণ্যের নিবৃত্তি হয়, সেই অকার্পণ্য বলিব। তাহাই অজাতি, অর্থাৎ যাহার জাতি বা জন্ম নাই; সমতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থের সহিত সমানভাবপ্রাপ্ত। কারণ কি? যেহেতু তাঁহার অবয়বকৃত বৈষম্য নাই। 'যে বস্তু সাবয়ব, তাহাই অবয়ব-বৈষম্য লাভ করিয়া 'উৎপন্ন হইতেছে' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্ম নিরবয়ব; সুতরাং সর্ব্বসাম্য প্রাপ্ত হন, কোন অবয়ব দ্বারাই অভিব্যক্ত বা বিকৃত হন না; এইজন্যই তিনি জন্মরহিত, কার্পণ্যদোষশূন্য

এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম অবিদ্যাকৃত ভ্রমদৃষ্টিবশতঃ রজ্জু-সর্পবৎ জায়মান হইলেও বস্তুতঃ অতি অল্পমাত্রও যে প্রকারে জন্মে না, সর্ব্বতোভাবে অজই থাকেন, সেই প্রকার [বলিতেছি,] শ্রবণ কর ॥৬৯॥২

আত্মা হ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ।
ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈর্জ্জাতাবেতন্নিদর্শনম্ ॥৭০॥৩

আকাশবৎ (আকাশেন তুল্যঃ) আত্মা (পরমাত্মা) হি ঘটাকাশৈঃ ইব (ঘটোপহিতাকাশতুল্যৈঃ) জীবৈঃ (অন্তঃকরণোপহিতৈঃ চিদাভাসৈঃ) উদিতঃ (উৎপন্নঃ) [জীবভাবেন উৎপন্ন ইতি ব্যবহ্রিয়তে ইত্যাশয়ঃ]। ঘটাদিবৎ (ঘটাদিভিরিব) সংঘাতৈঃ (দেহৈঃ) চ(অপি) [উৎপন্নঃ ভবতি]। জাতৌ (আত্মনো জন্মনি) এতৎ নিদর্শনং (দৃষ্টান্তঃ), [যথোক্তাকাশবৎ আত্মা, ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

পরমাত্মা আকাশবৎ হইয়াও ঘটাকাশসদৃশ জীবরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, এবং ঘটাদির ন্যায় দেহ-সংঘাত ভাবেও উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। আত্মার জন্ম বিষয়ে ইহাই দৃষ্টান্ত ॥ ৭০॥৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অজাতি ব্রহ্মাকার্পণ্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং, তৎসিদ্ধ্যর্থং হেতুং দৃষ্টান্তং চ বক্ষ্যামীত্যাহ—আত্মা পরঃ হি যস্মাৎ আকাশবৎ সূক্ষ্মো নিরবয়বঃ সর্ব্বগতঃ আকাশবদুক্তঃ, জীবৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞৈঃ ঘটাকাশৈরিব ঘটাকাশতুল্যৈঃ উদিত উক্তঃ; স এব আকাশসমঃ পর আত্মা। অথবা, ঘটাকাশৈর্যথা আকাশ উদিতঃ উৎপন্নঃ,তথা পরো জীবাত্মভিরুৎপন্নঃ। জীবাত্মনাং পরস্মাদাত্মন উৎপত্তির্যা শ্রূয়তে বেদান্তেষু, সা মহাকাশাদ্ ঘটাকাশোৎপত্তিসমা ন পরমার্থত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদেবাকাশাদ্ঘটাদয়ঃ সঙ্ঘাতা যথা উৎপদ্যন্তে, এবমাকাশস্থানীয়াৎ পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিভূতসঙ্ঘাতা আধ্যাত্মিকাশ্চ কার্য্যকরণলক্ষণা রজ্জুসর্পবদ্বিকল্পিতাঃ জায়ন্তে। অত উচ্যতে—"ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈরুদিতঃ" ইতি। যদা মন্দবুদ্ধিপ্রতিপিপাদয়িষয়া শ্রুত্যা আত্মনো জাতিরুচ্যতে জীবাদীনাম্, তদা জাতাবুপগম্যমানায়াম্ এতন্নিদর্শনং দৃষ্টান্তো যথোদিতাকাশবদিত্যাদিঃ ॥৭০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, আমি, জন্মহীন (অজ)

অকার্পণ্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ করিব এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব; এই জন্য বলিতেছেন—যেহেতু পরমাত্মা আকাশবৎ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, নিরবয়ব ও সর্ব্ব-ব্যাপী বলিয়া কথিত হইয়াছেন; সেই পরমাত্মাই ঘটাকাশ তুল্য ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণকর্ত্তৃক আকাশ-সদৃশ কথিত হইয়াছেন। অথবা, ঘটাকাশ দ্বারা আকাশ যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি পরমাত্মাও জীবগণ-রূপে উৎপন্ন হন। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তশাস্ত্রে যে, পরমাত্মা হইতে জীবগণের উৎপত্তি শোনা যায়, তাহা ঠিক মহাকাশ হইতে ঘটাকাশোৎপত্তির তুল্য, কিন্তু উহা বাস্তবিক নহে। সেই আকাশ হই-তেই যেমন ঘটাদি পদার্থনিচয় জন্মলাভ করে, ঠিক তেমনি আকাশ-স্থানীয় পরমাত্মা হইতে পৃথিব্যাদি ভূতসমষ্টি এবং আধ্যাত্মিক দেহাদি রজ্জু-সর্পবৎ কল্পিত ভাবে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই "ঘটাদি-বচ্চ" কথা কথিত হইতেছে—শ্রুতি যখন অল্পবুদ্ধি লোকদিগের প্রবোধার্থ আত্মা হইতে জীবাদি পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা করেন, তখনই আত্মার জন্ম স্বীকার করা হইয়া থাকে, সেই অবস্থায়ই পূর্ব্বোক্ত প্রকার আকাশাদি দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে ॥৭০॥৩

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি ॥ ৭১ ॥ ৪

ঘটাদিষু প্রলীনেষু (কারণেষু লয়ং গতেষু সৎসু) ঘটাকাশাদয়ঃ (ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্না আকাশপ্রভৃতয়ঃ) যথা (যদ্বৎ) আকাশে (স্বস্বরূপে) সংপ্রলীয়ন্তে (সম্যক্ তদাত্মতাং গচ্ছন্তি); তদ্বৎ (তথৈব) জীবাঃ (বুদ্ধিপরিচ্ছিন্নাঃ আত্মানঃ) ইহ আত্মনি (স্বস্বরূপে ব্রহ্মণি) [প্রলীয়ন্তে ইতি শেষঃ]।

ঘটাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে তদুপহিত আকাশও যেরূপ আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ [অন্তঃকরণরূপ উপাধির অপগমে] জীবগণও এই আত্মায় (ব্রহ্মে) বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথা ঘটাদ্যুৎপত্ত্যা ঘটাকাশাদ্যুৎপত্তিঃ; যথা চ ঘটাদিপ্রলয়ে ঘটাকাশাদি-

প্রলয়ঃ, তদ্বদ্ দেহাদিসঙ্ঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিঃ, তৎপ্রলয়ে চ জীবানামিহ-আত্মনি প্রলয়ঃ, ন স্বত ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

ঘটাদির উৎপত্তিতে যেরূপ ঘটাকাশাদির উৎপত্তি, এবং ঘটাদির প্রলয়ে যেরূপ ঘটাকাশাদির প্রলয় হয়, তদ্রূপ দেহাদি সংঘাতের (ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টির) সমুৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি এবং তাহার প্রলয়ে জীবগণের এই আত্মাতে প্রলয় হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে ॥৭১॥৪

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ ॥ ৭২॥৫

যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ (বাহ্যমলৈঃ) যুতে (সতি), সর্ব্বে (ঘটাকাশাঃ) ন সংপ্রযুজ্যন্তে (ন লিপ্যন্তে), তদ্বৎ (তথৈব) জীবাঃ সুখাদিভিঃ [ন লিপ্যন্তে ইতি শেষঃ]।

একটি ঘটাকাশ ধূলি ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলে যেমন সকল ঘটাকাশই তাহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি জীবও সুখাদি ধর্ম্ম দ্বারা (লিপ্ত হয় না)। [অর্থাৎ এক জীবের সুখ-দুঃখাদি দ্বারা অপরাপর জীব কখনই সুখী দুঃখী হয় না] ॥৭২॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্বদেহেষু আত্মৈকত্বে একস্মিন্ জনন-মরণ-সুখাদিমতি আত্মনি সর্ব্বাত্মনাং তৎসম্বন্ধঃ ক্রিয়াফলসাঙ্কর্য্যঞ্চ স্যাৎ, ইতি যে আহুর্দ্বৈতিনঃ, তান্ প্রতি ইদমুচ্যতে—যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ যুতে সংযুক্তে ন সর্ব্বে ঘটাকাশাদয়ঃ তদ্রজোধূমাদিভিঃ সংপ্রযুজ্যন্তে, তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ।

নন্বেক এবাত্মা? বাঢ়ম্; ননু, ন শ্রুতং ত্বয়া—আকাশবৎ সর্ব্বসঙ্ঘাতেষু এক এবাত্মেতি। যদি এক এবাত্মা, তর্হি সর্ব্বত্র সুখী দুঃখী চ স্যাৎ। ন চেদং সাংখ্যস্য চোদ্যং সম্ভবতি। ন হি সাংখ্য আত্মনঃ সুখদুঃখাদিমত্ত্বমিচ্ছতি বুদ্ধিসমবায়াভ্যুপগমাৎ সুখদুঃখাদীনাম্। ন চোপলব্ধিস্বরূপস্য আত্মনো ভেদকল্পনায়াং

প্রমাণমস্তি। ভেদাভাবে প্রধানস্য পারার্থ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন; প্রধানকৃতস্যার্থস্য আত্মনি অসমবায়াৎ; যদি হি প্রধানকৃতো বন্ধো মোক্ষো বা অর্থঃ পুরুষেষু ভেদেন সমবৈতি, ততঃ প্রধানস্য পারার্থ্যমাত্মৈকত্বে নোপপদ্যতে, ইতি যুক্তা পুরুষভেদকল্পনা। ন চ সাংখ্যৈর্ব্বন্ধো মোক্ষো বা অর্থঃ পুরুষসমবেতোঽভ্যুপগম্যতে; নির্ব্বিশেষাশ্চ চেতনমাত্রা আত্মানোঽভ্যুপগম্যন্তে। অতঃ পুরুষসত্তামাত্রপ্রযুক্তমেব প্রধানস্য পারার্থ্যং সিদ্ধং, ন তু পুরুষভেদপ্রযুক্তমিতি। অতঃ পুরুষভেদকল্পনায়াং হেতুঃ ন প্রধানস্য পারার্থ্যং; ন চান্যৎ পুরুষভেদকল্পনায়াং প্রমাণমস্তি সাংখ্যানাম্। পরসত্তামাত্রমেব চৈতন্নিমিত্তীকৃত্য স্বয়ং বধ্যতে মুচ্যতে চ প্রধানম্। পরশ্চোপলব্ধিমাত্রসত্তাস্বরূপেণ প্রধানপ্রবৃত্তৌ হেতুঃ; ন কেনচিদ্‌বিশেষেণেতি কেবলমূঢ়তয়ৈব পুরুষভেদকল্পনা বেদার্থপরিত্যাগশ্চ।

যে তু আহুর্ব্বৈশেষিকাদয়ঃ—ইচ্ছাদয় আত্মসমবায়িন ইতি। তদপ্যসৎ; স্মৃতিহেতূনাং সংস্কারাণামপ্রদেশবতি আত্মনি অসমবায়াৎ। আত্ম-মনঃসংযোগাচ্চ স্মৃত্যুৎপত্তেঃ স্মৃতিনিয়মানুপপত্তিঃ, যুগপদ্বা সর্ব্বস্মৃত্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভিন্নজাতীয়ানাং স্পর্শাদিহীনানামাত্মনাং মন আদিভিঃ সম্বন্ধো যুক্তঃ; ন চ দ্রব্যাৎ রূপাদয়ো গুণাঃ কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়া ভিন্নাঃ সন্তি। পরেষাং যদি হ্যত্যন্তভিন্না এব দ্রব্যাৎ স্যুঃ ইচ্ছাদয়শ্চাত্মনঃ, তথা সতি দ্রব্যেণ তেষাং সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। অযুতসিদ্ধানাং সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুধ্যত ইতি চেৎ; ন; ইচ্ছাদিভ্যোঽনিত্যেভ্য আত্মনো নিত্যস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ, নাযুতসিদ্ধত্বোপপত্তিঃ। আত্মনা অযুতসিদ্ধত্বে চ ইচ্ছাদীনামাত্মগতমহত্ত্ববৎ নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ; স চানিষ্টঃ, আত্মনোঽনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়স্য চ দ্রব্যাদন্যত্বে সতি দ্রব্যেণ সম্বন্ধান্তরং বাচ্যম্; যথা দ্রব্যগুণয়োঃ। সমবায়ো নিত্যসম্বন্ধ এবেতি ন বাচ্যমিতি চেৎ; তথা সতি সমবায়সম্বন্ধবতাং নিত্যসম্বন্ধ-প্রসঙ্গাৎ পৃথক্ত্বানুপপত্তিঃ। অত্যন্তপৃথক্ত্বে চ দ্রব্যাদীনাং স্পর্শবদস্পর্শদ্রব্যয়োরিব ষষ্ঠ্যর্থানুপপত্তিঃ। ইচ্ছাদ্যুপজনাপায়বদ্‌গুণবত্ত্বে চাত্মনোঽনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। দেহফলাদিবৎ সাবয়বত্বং বিক্রিয়াবত্ত্বঞ্চ দেহাদিবদেবেতি দোষৌ অপরিহার্য্যৌ। যথা ত্বাকাশস্য অবিদ্যাধ্যারোপিত-ঘটাদ্যুপাধিকৃত-রজো-ধূমমলবত্ত্বাদি-দোষবত্ত্বং, তথা আত্মনোঽবিদ্যাধ্যারোপিত-বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃত-সুখদুঃখাদি-দোষবত্ত্বে বন্ধমোক্ষাদয়ো ব্যবহারিকা ন বিরুধ্যন্তে; সর্ব্ববাদিভিরবিদ্যাকৃত-ব্যবহারাভ্যুপগমাৎ পরমার্থানভ্যুপগমাচ্চ। তস্মাদাত্মভেদপরিকল্পনা বৃথৈব তার্কিকৈঃ ক্রিয়ত ইতি॥ ৭২॥ ৫

ভাষানুবাদ।

একই আত্মা যদি সমস্ত দেহে থাকে, তাহা হইলে এক আত্মা জন্ম-মরণ-সুখ-দুঃখাদি-সম্পন্ন হইলে সমস্ত আত্মাই তাহার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং ক্রিয়াফলেরও সাংকর্য্য অর্থাৎ একজনের ক্রিয়াফল অপরে ভোগ করিতে পারে? যে সকল দ্বৈতবাদী এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি এই কথা বলা হইতেছে,—একটি ঘটাকাশ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা সংযুক্ত হইলে, যেমন অপর সমস্ত ঘটাকাশ সেই ধূলি ধূমাদি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, তেমনি জীবগণও [অপরের] সুখাদি দ্বারা [স্পৃষ্ট হয় না]।

ভাল, আত্মা ত সর্ব্বত্রই এক; হাঁ, একই বটে; আকাশের ন্যায় একই আত্মা যে, সমস্ত দেহে রহিয়াছেন, তাহা কি তুমি শ্রবণ কর নাই? বেশ কথা, আত্মা যদি একই হয়, তাহা হইলে ত সর্ব্বত্রই সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারে। সাংখ্যমতে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, সাংখ্য কখনও আত্মায় সুখ-দুঃখ-সম্বন্ধ ইচ্ছা করেন না। যেহেতু তাঁহাদের মতে সুখ-দুঃখাদি সমস্তই বুদ্ধি-সমবেত (বুদ্ধি-ধর্ম্ম); সাক্ষাৎ অনুভবস্বরূপ আত্মার ভেদকল্পনা-পক্ষেও কোন প্রমাণ নাই। যদি বল, আত্মার ভেদ না থাকিলে প্রধানের (প্রকৃতির) পারার্থ্য উপপন্ন হইতে পারে না; * না—এ আপত্তিও হইতে পারে না। কেন না, প্রকৃতি-সম্পাদিত কোন প্রয়োজনই (সুখ-দুঃখাদি বিষয়ই) আত্মাতে সম্ভবপর হয় না। প্রকৃতি-সম্পাদিত বন্ধ-মোক্ষাদি প্রয়োজন যদি আত্মাতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে আত্মার একত্ব

---

* তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে আত্মা নির্গুণ ও নিরবয়ব চৈতন্য স্বরূপ, প্রকৃতি জড়পদার্থ, ক্রিয়াশীল এবং সুখদুঃখাদি-সম্পন্ন। জড়পদার্থের নিজের কোনরূপ ভোগ নাই; সুতরাং তাহার সমস্ত কার্য্যই পরার্থ—পুরুষের উদ্দেশ্যে। পুরুষ, আত্মা একই পদার্থ। আত্মা যদি এক হইত, তাহা হইলে প্রকৃতির সম্পাদিত সুখ, দুঃখাদি কার্য্যগুলি এক সঙ্গে সকল দেহেই সমানভাবে অনুভূত হইত; কেন না, দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আত্মা ত আর ভিন্ন নহে; সুতরাং একের সুখেই সকলে সুখী হইতে পারিত। অতএব, দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং একের সুখদুঃখাদি অপরে ভোগ করে না। এখন ভাষ্যকার তাহাদের আত্মভেদ কল্পনার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

পক্ষে প্রকৃতির পরার্থত্ব উপপন্ন হয় না বলিয়াই পুরুষের ভেদ-কল্পনা আবশ্যক হইত; কিন্তু বন্ধ বা মোক্ষরূপ প্রয়োজন যে আত্মাতেই সম্পন্ন হয়, তাহা ত সাংখ্যবাদিগণ অঙ্গীকার করেন না; তাঁহারা বলেন, আত্মা নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ। অতএব, কেবল পুরুষাস্তিত্ব নিবন্ধনই প্রকৃতির পরার্থতা (পুরুষার্থতা) সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সেই পরার্থতা যে, পুরুষের (আত্মার) ভেদ-জনিত, তাহা নহে। অতএব প্রকৃতির পরার্থতাই যে, আত্মভেদ-কল্পনার হেতু, তাহা নহে; অথচ সাংখ্যবাদিগণের পক্ষে আত্মভেদ-কল্পনার ইহা ছাড়া আর কোন প্রমাণও নাই। এই প্রধান (প্রকৃতি) অপরের (আত্মার) সত্তাকে সহায় করিয়া নিজেই বন্ধ ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। অনুভবস্বরূপ পুরুষও প্রকৃতিগত চেষ্টার হেতুভূত হন, তাহাও কেবল স্বীয় সান্নিধ্যমাত্রে, কিন্তু অন্য কোন প্রকার বিশেষ-কার্য্য দ্বারা নহে, অর্থাৎ চেতন পুরুষ সন্নিহিত থাকায়ই অচেতন প্রকৃতিতে সৃষ্টিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তদুদ্দেশে পুরুষের কোন প্রকার যত্ন করিতে হয় না; অতএব, পুরুষ-বহুত্ব কল্পনা আর প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ করা কেবল মূঢ়তারই ফল।

আর বৈশেষিকগণ যে বলিয়া থাকেন, ইচ্ছা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি আত্মসমবেত, অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণগুলি স্বভাবতঃ আত্মাতেই থাকে, বুদ্ধিতে নহে। তাহাও উত্তম কথা নহে; কেন না, আত্মা প্রদেশহীন নিরবয়ব; স্মৃতিজ্ঞানের হেতুভূত সংস্কারসমূহ কখনই সেই আত্মাতে সমবেত থাকিতে পারে না। আর কেবল আত্মার সহিত মনের সংযোগবশতঃ স্মৃতি-সমুৎপত্তি স্বীকার করিলেও স্মৃতির নিয়ম (ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি হওয়ার ব্যবস্থা) উপপন্ন হইতে পারে না। * পক্ষান্তরে,

* তাৎপর্য্য—আত্মা যখন অংশহীন অখণ্ড বস্তু, তখন তাহাতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, তাহা কোন স্থানবিশেষে থাকিতে পারে না; সুতরাং এক দেহে আত্মাতে স্মরণ হইলেই সর্ব্বদেহে তাহার বোধ হইতে পারে। প্রত্যেক মনের সহিতই প্রত্যেক আত্মার সংযোগ থাকায়, আত্ম-মনঃ-সংযোগও উহার ভেদক হইতে পারে না।

একসঙ্গেই সমস্ত স্মৃতি জাগরিত হইতে পারে। বিশেষতঃ স্পর্শাদি গুণহীন বিভিন্নজাতীয় আত্মসমূহের সহিত মন প্রভৃতির সম্বন্ধও হইতে পারে না। কেন না, রূপরসাদি গুণসমূহ এবং কর্ম্ম, সামান্য (জাতি), বিশেষ, সমবায়ও যে, * দ্রব্য হইতে পৃথগ্‌ভাবে আছে, তাহা নহে। পরমতে (বৈশেষিক মতে রূপরসাদি গুণসমূহ যদি দ্রব্য হইতে, আর ইচ্ছাদি গুণসমূহও যদি আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্নই হয়, তাহা হইলে ত দ্রব্যের সহিত ঐ সকল গুণের সমবায়-সম্বন্ধও হইতে পারে না। যদি বল, 'অযুতসিদ্ধ' পদার্থসমূহের (জন্মসিদ্ধ যাহাদের সম্বন্ধ, সেই সকলের) পক্ষে সমবায়-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না; (রূপের সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, তাহা স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং দ্রব্যের সহিত রূপাদিগুণের সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকারে কোন আপত্তি হইতে পারে না)। না,—একথাও হইতে পারে না; কারণ, ইচ্ছাদিগুণ সমুদয় অনিত্য (পরভবিক), আর আত্মা হইতেছে নিত্য, সুতরাং পূর্ব্ব-সিদ্ধ অর্থাৎ ইচ্ছাদি গুণোৎপত্তির পূর্ব্বেই বর্ত্তমান; অতএব, নিত্যা-নিত্য পদার্থের অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে না। আর যদি আত্মার সহিত ইচ্ছাদিগুণসমূহের অপৃথক্‌কালবর্ত্তিত্বরূপ অযুতসিদ্ধত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলেও আত্মগত মহৎপরিমাণ যেরূপ নিত্য, ইচ্ছাদি গুণ-গুলিও সেইরূপই নিত্য হইতে পারে; তাহাও ত তোমার অভিমত নহে; কারণ, তাহা হইলে আত্মার আর মুক্তি-সম্ভাবনা থাকে না। (কেন না, নিত্য ইচ্ছাদি গুণগুলি ত আত্মা হইতে কখনও বিযুক্ত হইতে পারে না।) [আরও এক কথা] সমবায়-সম্বন্ধটি যদি দ্রব্য হইতে

---

* তাৎপর্য্য—বৈশেষিক মতে সাধারণতঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয় প্রকার ভাব পদার্থ আছে; ইহাদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র, পৃথক্ সত্তাবান। তন্মধ্যে দ্রব্য অর্থ —যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে গুণক্রিয়াদি থাকে। গুণ—রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি চব্বিশটি। কর্ম্ম—গমনাদি ক্রিয়া। সামান্য অর্থ—জাতি, মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি। বিশেষ—পরমাণুর পরস্পর ভেদক ধর্ম্ম, যাহার ফলে বিভিন্নপ্রকার পরমাণু হইতে বিভিন্নপ্রকার কার্য্য উৎপন্ন হয়। সমবায়—এক প্রকার সম্বন্ধ, যেমন গুণ, কর্ম্ম ও জাতি প্রভৃতির সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ—সমবায়।

পৃথক্ হয়, তাহা হইলে [তাহার জন্য] অপর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক হয়, যেরূপ দ্রব্য ও গুণের জন্য সমবায়নামক একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ। আর সমবায়ও যে নিশ্চয়ই নিত্য সম্বন্ধ, তাহাও বলা যায় না; তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থসমূহের সম্বন্ধ-নিত্যতা নিবন্ধন [উভয়ের মধ্যে] পার্থক্য থাকা প্রমাণিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, দ্রব্যাদি পদার্থসমূহ অত্যন্ত ভিন্ন হইলে স্পর্শযোগ্য ও তদ্‌বিপরীত পদার্থ দ্বারা, যেমন ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা যায় না, তেমনি দ্রব্যগুণাদিরও সম্বন্ধ (দ্রব্যের গুণ ইত্যাদি প্রকার) নির্দ্দেশ করা যাইত না। আর আত্মা যদি উৎপত্তি-বিনাশশীল ইচ্ছাদিগুণসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে আত্মারও অনিত্যতা সম্ভব হইত; আর দেহাদির ন্যায় আত্মারও সাবয়বত্ব ও বিকারিত্ব, এই দুইটি দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত। [আমাদের মতে] কিন্তু, আকাশের যেমন অবিদ্যা-সমারোপিত ধূলিধূমাদি-দোষবত্তা হয়, তেমনি আত্মাতেও অবিদ্যা-সমারোপিত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত সুখদুঃখাদি-দোষ-সম্বন্ধ থাকিলেও, ব্যবহারসিদ্ধ বন্ধ-মোক্ষাদি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ হয় না; কারণ, সমস্ত বাদীরাই ব্যবহারের অবিদ্যাকৃতত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আর পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। অতএব তার্কিকগণের যে আত্মভেদ কল্পনা, তাহা নিশ্চয়ই বৃথা ॥ ৭৫ ॥ ৫

রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ ॥৭৩॥৬

[আত্মন ঔপাধিকভেদসম্বন্ধম্ এব ভেদব্যবহারহেতুতয়া উপপাদয়তি—রূপেত্যাদিনা।] তত্র তত্র [আকাশে যথা—] রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাঃ (রূপাণি—ঘটাদ্যুপাধিকৃতানি আকাশস্য অল্পত্ব-মহত্ত্বাদীনি, কার্য্যাণি—জলাহরণাদীনি, সমাখ্যাঃ—নামানি—ঘটাকাশ-মঠাকাশাদীনি) চ (চকারঃ প্রত্যেকসম্বন্ধার্থঃ)

ভিদ্যতে (ভিন্নাঃ ভবন্তি), আকাশস্ত বৈ (পুনঃ) [স্বরূপতঃ] ভেদঃ (বিভাগঃ) ন অস্তি (ন ভবতি) ; জীবেষু (দেহোপাধিভিন্নেষু চৈতন্যেষু) [অপি] তদ্বৎ (ঘটাদ্যপহিতাকাশবৎ এব) নির্ণয়ঃ (সিদ্ধান্তঃ) [বিবেকিনামিতি শেষঃ]।

ঘটাদি-উপাধিসংযুক্ত সেই সেই আকাশে [যেরূপ] অল্পত্ব-মহত্ত্বাদিরূপ, জলহরণাদি কার্য্য, এবং ঘটাকাশাদি নাম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; [কিন্তু] আকাশের কোনই ভেদ হয় না ; জীবগণের (দেহোপহিত চৈতন্যের) সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও সেইরূপ ॥৭৩॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনরাত্মভেদনিমিত্ত ইব ব্যবহার একস্মিন্ আত্মনি অবিদ্যাকৃত উপপদ্যত ইতি। উচ্যতে—যথা ইহাকাশ একস্মিন্ ঘট-করকাপবরকাদ্যাকাশানাম্ অল্পত্ব-মহত্ত্বাদিরূপাণি ভিদ্যন্তে, তথা কার্য্যমুদকাহরণধারণ-শয়নাদি ; সমাখ্যাশ্চ ঘটাকাশকরকাকাশাদ্যাস্তৎকৃতাশ্চ ভিন্না দৃশ্যন্তে ; তত্র তত্র বৈ ব্যবহারবিষয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বোঽয়মাকাশে রূপাদিভেদকৃতো ব্যবহারঃ অপরমার্থ এব। পরমার্থতস্তু আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি। ন চ আকাশভেদনিমিত্তো ব্যবহারোঽস্তি অন্তরেণ পরোপাধিকৃতং দ্বারম্। যথৈতৎ, তদ্বৎ দেহোপাধিভেদকৃতেষু জীবেষু ঘটাকাশস্থানীয়েষু আত্মসু নিরূপণাৎ কৃতো বুদ্ধিমদ্ভির্নির্ণয়ো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥৭৩॥৬

ভাষ্যানুবাদ।

একই আত্মাতে কেবল অবিদ্যাকৃত ভেদ নিবন্ধনইবা ভেদ-ব্যবহার উপপন্ন হয় কিরূপে ? বলা হইতেছে—ব্যবহারক্ষেত্রে এই একই আকাশে যেমন ঘট করক (কমণ্ডলু) ও অপবরক (গৃহবিশেষ) প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশের অল্পত্ব-মহত্ত্বাদি রূপসমূহ (আকৃতি) বিভিন্ন হইয়া থাকে ; সেইরূপ জলের আহরণ ধারণ ও শয়নাদি কার্য্য এবং সেই উপাধিকৃত ঘটাকাশ ও করকাকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন-প্রকার নামও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশে যে ঐ সমস্ত রূপনামাদি বিভাগকৃত ভেদ ব্যবহার, বস্তুতঃ তৎসমস্তই অসত্য ; বাস্তবিক পক্ষে উহা দ্বারা আকাশের কোন প্রকারই ভেদ হয় না ; কেন না, কোন একটি ঔপাধিক দ্বার অবলম্বন ব্যতীত কখনই আকাশের ভেদ-ঘটিত

ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না। উক্ত উদাহরণ যেরূপ, ঠিক তদ্রূপই দেহোপাধিভেদে বিভিন্নতাপন্ন, ঘটাকাশ-স্থলবর্ত্তী জীবসমূহেও বুদ্ধিমান্‌-গণ স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। অর্থাৎ দেহাদি উপাধিভেদেই জীবগণের ভেদ, কিন্তু বাস্তবিক কোন ভেদ নাই ॥ ৭৩ ॥ ৬

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥৭৪॥৭

ঘটাকাশঃ (ঘটোপাধিক আকাশঃ) যথা আকাশস্য (মহাকাশস্য) বিকারাবয়বৌ (বিকারঃ পরিণামঃ, অবয়বঃ অংশঃ চ) ন [ভবতি], তথা জীবঃ (দেহাদ্যুপাধিকঃ) [অপি] সদা (নিত্যং) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) বিকারাবয়বৌ ন [ভবতঃ], [অপিতু তৎস্বরূপ এব ইত্যভিপ্রায়ঃ।]

ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের বিকার বা অংশ নহে, [বস্তুতঃ তৎস্বরূপই বটে] সেমনি জীবও কখনই পরমাত্মার বিকার বা অবয়ব নহে, [বস্তুতঃ তৎস্বরূপই বটে] ॥৭৪॥৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নম্ন তত্র পরমার্থকৃত এব ঘটাকাশাদিষু রূপকার্য্যাদিভেদব্যবহার ইতি; নৈতদস্তি; যস্মাৎ পরমার্থাকাশস্য ঘটাকাশো ন বিকারঃ, যথা স্থবর্ণস্য রুচকাদিঃ; যথা বা অপাং ফেনবুদ্বুদহিমাদিঃ; নাপ্যবয়বঃ, যথা চ বৃক্ষস্য শাখাদিঃ। ন তথাকাশস্য ঘটাকাশঃ বিকারাবয়বৌ যথা, তথা নৈবাত্মনঃ পরস্য পরমার্থসতো মহাকাশস্থানীয়স্য ঘটাকাশস্থানীয়ো জীবঃ সদা সর্ব্বদা যথোক্তদৃষ্টান্তবৎ ন বিকারঃ, নাপ্যবয়বঃ। অত আত্মভেদকৃতব্যবহারো মৃষৈবেত্যর্থঃ ॥৭৪॥৭

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, ঘটাকাশ প্রভৃতিতে যে, রূপ ও কার্য্যাদি ব্যবহার, তাহা ত যথার্থই বটে, (মিথ্যা হইবে কেন?) না, ইহা পরমার্থ হইতে পারে না; কেন না, রুচকাদি অলঙ্কার যেরূপ সুবর্ণের বিকার, অথবা ফেনবুদ্বুদহিমাদি যেমন জলের বিকার, ঘটাকাশ কখনই তেমনি সত্য আকাশের বিকার নহে; বৃক্ষের শাখার ন্যায় উহা (মহাকাশের)

অবয়ব বা অংশও নহে। ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশের বিকার বা অবয়ব নহে; সেইরূপ ঘটাকাশস্থানীয় জীবও মহাকাশ স্থানীয় পরমার্থ সৎ পরমাত্মার—উক্ত দৃষ্টান্তেরই অনুরূপ বিকার বা অবয়ব নহে। অতএব আত্ম-ভেদকৃত ভেদব্যবহার নিশ্চয়ই মিথ্যা ॥ ৭৪ ॥৭

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো মলৈঃ ॥৭৫॥৮

বালানাং (শিশূনাং সমীপে) গগনং (আকাশং) যথা মলৈঃ (রজোধূমাদিভিঃ) মলিনং ভবতি (মলিনমিব প্রতিভাতীতিভাবঃ), তথা অবুদ্ধানাং (অজ্ঞানাং সমীপে) আত্মা [অপি] মলৈঃ (বাহ্যদোষৈঃ রাগাদিভিঃ) মলিনঃ [ইব] ভবতি। (রাগাদিদোষদূষিত ইব প্রকাশতে ইত্যাশয়ঃ)।

আকাশ যেমন বালকগণের নিকট ধূলিধূমাদি মলের দ্বারা মলিন [বলিয়া প্রতীত হয়], তেমনি অজ্ঞ জনগণের সমীপে আত্মাও রাগদ্বেষাদি-দোষে মলিন বলিয়া [প্রতিভাত হইয়া থাকে] ॥৭৫॥৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাদ্ যথা ঘটাকাশাদিভেদবুদ্ধিনিবন্ধনো রূপকার্য্যাদিভেদব্যবহারঃ, তথা দেহোপাধি-জীবভেদকৃতো জন্মমরণাদিব্যবহারঃ; তস্মাৎ তৎকৃতমেব ক্লেশকর্ম্মফল-মলবত্ত্বম্ আত্মনো ন পরমার্থত ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপিপাদয়িষন্নাহ—যথা ভবতি লোকে বালানামবিবেকিনাং গগনমাকাশং ঘনরজোধূমাদিমলৈর্ম্মলিনং মলবৎ, ন গগন-যাথাত্ম্যবিবেকবতাম্; তথা ভবত্যাত্মা পরোঽপি, যো বিজ্ঞাতা প্রত্যক্—ক্লেশকর্ম্মফলমলৈর্ম্মলিনোঽবুদ্ধানাং—প্রত্যাগাত্মবিবেকরহিতানাং, নাত্ম-বিবেকবতাম্। ন হি উষরদেশস্তৃট্‌বৎপ্রাণ্যধ্যারোপিতোদকফেনতরঙ্গাদিমান্, তথা নাত্মা অবুধারোপিতক্লেশাদিমলৈর্ম্মলিনো ভবতীত্যর্থঃ ॥৭৫॥৮

ভাষ্যানুবাদ।

ঘটাকাশাদি ভেদবুদ্ধি হইতে যেরূপ উক্ত রূপকার্য্যাদি ভেদ-ব্যবহার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জন্মমরণাদি ব্যবহারও যেহেতু দেহো-পাধিকৃত জীবভেদ হইতেই সমুৎপন্ন হয়; সেই হেতু, আত্মার যে

ক্লেশ * কর্ম্ম ও তৎফলভোগরূপ মলসম্বন্ধ, তাহাও নিশ্চয়ই উপাধি-কৃত, কিন্তু তাহা পারমার্থিক নহে। এই বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতি-পাদনেচ্ছায় বলিতেছেন—

সংসারে বালক অর্থাৎ অবিবেকিগণের নিকট যেমন গগন অর্থাৎ আকাশমণ্ডল মেঘ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা মলিন অর্থাৎ মালিন্যযুক্ত [বিবেচিত হয়], বস্তুতঃ গগনের প্রকৃত তত্ত্বাভিজ্ঞদিগের নিকট নহে ; তেমনি যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা প্রত্যক্ (সর্ব্বব্যাপী) পরমাত্মা, তিনিও প্রত্যক্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন লোকদিগের নিকট ক্লেশ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-রূপ মলের দ্বারা মলিনবৎ হন ; কিন্তু আত্মতত্ত্ব-বিবেকিগণের নিকট নহে। কারণ, তৃষ্ণাতুর প্রাণিকর্তৃক জল, ফেন ও তরঙ্গাদি আরোপিত হইলেও উষর ভূমি (ক্ষার ভূমি) কখনই জলাদিসম্পন্ন হয় না ; সেইরূপ আত্মাও কখনই অজ্ঞজন-সমারোপিত ক্লেশাদি মলের দ্বারা মলিন হন না ॥ ৭৫॥৮

মরণে সম্ভবে চৈব গত্যাগমনয়োরপি ।
স্থিতৌ সর্ব্বশরীরেষু চাকাশেনাবিলক্ষণঃ ॥৭৬॥৯

[উক্তমেবার্থং বিশদয়তি—“মরণে” ইত্যাদিনা।]—মরণে (দেহাত্মসম্বন্ধে ধ্বংসে) সম্ভবে (উৎপত্তৌ) চ (অপি), গত্যাগমনয়োঃ (ইহলোকে পরলোকে চ গমনাগমনয়োঃ) অপি সর্ব্বশরীরেষু স্থিতৌ চ [আত্মা] আকাশেন (ঘটা-কাশেন) অবিলক্ষণঃ (অপৃথক্স্বভাবঃ) [বেদিতব্যঃ]।

মৃত্যু, জন্ম, লোকান্তরে গমনাগমন এবং সর্ব্বশরীরে অবস্থিতিতেও ঘটাকাশের সহিত আত্মার বৈলক্ষণ্য নাই, অর্থাৎ ঘটাকাশের ন্যায়ই আত্মার জন্ম-মরণ ব্যবহার কেবল ঔপাধিক মাত্র ॥৭৬॥৯

* তাৎপর্য্য—পাতঞ্জল দর্শনে ‘ক্লেশ’ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, যাহারা জীবগণের ক্লেশ-সমুৎপাদক, তাহারাই ‘ক্লেশ’ পদবাচ্য ; সেই ‘ক্লেশ’ পাঁচ প্রকার—“অবিদ্যাস্মিতা রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ। তন্মধ্যে (১) অবিদ্যা—অনাত্মদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করা। (২) অস্মিতা—বুদ্ধির সহিত আত্মাকে এক বলিয়া দর্শন করা। (৩) রাগ—বিষয়াভিনিবেশ। (৪) দ্বেষ—ইচ্ছার ব্যাঘাতকারীর উপর ক্রোধ। (৫) অভিনিবেশ—মরণাদিত্রাস।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপ্যুক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি—ঘটাকাশজন্মনাশগমনাগমনস্থিতিবৎ সর্ব্ব-শরীরেষু আত্মনো জন্মমরণাদিরাকাশেন অবিলক্ষণঃ প্রত্যেতব্য ইত্যর্থঃ ॥৭৬॥৯

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত বিষয়কেই বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন—ঘটাকাশের জন্ম, নাশ, গমন, আগমন ও স্থিতির ন্যায় আত্মারও যে সর্ব্বদেহে জন্মমরণাদি ব্যবহার, আকাশের সহিত তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য (প্রকারভেদ) নাই, বুঝিতে হইবে ॥ ৭৬ ॥ ৯

সঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্ব্বে আত্মমায়া-বিসর্জ্জিতাঃ ।
আধিক্যে সর্ব্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে ॥৭৭॥১০

সর্ব্বে সংঘাতাঃ (দেহাদয়ঃ) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নদেহবৎ) আত্ম-মায়াবিসর্জ্জিতাঃ (আত্মনঃ মায়য়া অবিদ্যয়া বিসর্জ্জিতাঃ উৎপাদিতাঃ) [ন পরমার্থতঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ) আধিক্যে (পশ্বাদি-দেহাপেক্ষয়া দেবাদিদেহানাম্ উৎকর্ষে) সর্ব্বসাম্যে (সর্ব্বেষাং সাম্যে) বা (অপি) উপপত্তিঃ (উৎকর্ষাদি-জনকঃ হেতুঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তীত্যর্থঃ)।

সমস্ত সংঘাতই (দেহাদি সমষ্টিই) স্বীয় মায়া বা অবিদ্যার সাহায্যেই সমুত্থিত হইয়াছে, (বস্তুতঃ উহারা সত্য পদার্থ নহে) ; কারণ, সমস্ত দেহাদিরই অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বা সমতালাভে অপর কোন প্রকার কারণ নাই ॥ ৭৭॥১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ঘটাদিস্থানীয়াস্তু দেহাদিসঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নদৃশ্যদেহাদিবৎ মায়াবি-কৃতদেহাদিবচ্চ আত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ, আত্মনো মায়া অবিদ্যা, তয়া প্রত্যুপস্থাপিতাঃ, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ। যদি আধিক্যম্ অধিকভাবঃ তির্য্যগ্দেহাদ্যপেক্ষয়া দেবাদিকার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতানাং, যদি বা সর্ব্বেষাং সমতৈব, তেষাং ন হ্যুপপত্তিসম্ভবঃ সদ্ভাব-প্রতি-পাদকো * হেতুর্ব্বিদ্যতে নাস্তি, হি যস্মাৎ ; তস্মাৎ অবিদ্যাকৃতা এব, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥৭৭॥১০

---

* সম্ভবপ্রতিপাদকঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ভাষ্যানুবাদ।

[ঘটাকাশের] ঘটাদি-স্থানীয় দেহাদি সংঘাতসমূহ স্বপ্নদৃশ্য দেহাদির ন্যায় এবং মায়াবি-প্রদর্শিত (ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত) দেহাদির ন্যায় আত্ম-মায়া দ্বারা বিসর্জ্জিত অর্থাৎ আত্মার যে মায়া—অবিদ্যা (অজ্ঞান), তাহা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে। কেন না, আধিক্য অর্থ—অধিকভাব (উৎকর্ষ); পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ অপেক্ষায় যে, দেবতা প্রভৃতির কার্য্যকরণাত্মক দেহের আধিক্য, অথবা, যদি সমস্ত দেহের সমতাই ঘটে, যেহেতু তৎ-সমুদায়ের সম্পাদনসমর্থ কোন কারণ নাই ; সেই হেতুই [বুঝিতে হয়,] ঐ সমস্তই অবিদ্যাকৃত, পারমার্থিক সত্য নহে ॥ ৭৭ ॥ ১০

রসাদয়ো হি যে কোষা ব্যাখ্যাতাস্তৈত্তিরীয়কে।
তেষামাত্মা পরো জীবঃ খং যথা সম্প্রকাশিতঃ ॥৭৮॥১১

তৈত্তিরীয়কে (তিত্তিরীয়শাখোপনিষদি) রসাদয়ঃ ('অন্নরসময়ঃ, প্রাণময়ঃ' ইত্যাদয়ঃ) যে (পঞ্চ) কোষাঃ (কোষশব্দিতাঃ) ব্যাখ্যাতাঃ (স্পষ্টং বর্ণিতাঃ); খং যথা (আকাশমিব) পরঃ (পরমাত্মা) তেষাং (কোষাণাং) আত্মা [সন্] জীবঃ (জীবনহেতুত্বাৎ জীবসংজ্ঞয়া) সংপ্রকাশিতঃ (বর্ণিতঃ), ["আত্মা হ্যাকাশবৎ" ইত্যাদি শ্লোকে অস্মাভিঃ, ইতিশেষঃ]।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে রসাদি (অন্নময়াদি) যে পাঁচটি কোষ ব্যাখ্যাত আছে; পরমাত্মাই সেই পঞ্চ কোষের আত্মস্বরূপ জীব বলিয়া আমরা [ইতঃপূর্ব্বে] প্রকাশ করিয়াছি ॥৭৮॥১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উৎপত্ত্যাদিবর্জ্জিতস্য অদ্বয়স্যাস্য আত্মতত্ত্বস্য শ্রুতিপ্রমাণকত্ব প্রদর্শনার্থং বাক্যানি উপন্যস্যন্তে—রসাদয়োঽন্নরসময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যেবমাদয়ঃ কোষা ইব কোষাঃ, অস্যাদেরিব উত্তরোত্তরস্যাপেক্ষয়া বহির্ভাবাৎ পূর্ব্বস্য, ব্যাখ্যাতা বিস্পষ্টমাখ্যাতাঃ তৈত্তিরীয়কশাখোপনিষদ্বল্ল্যাং, তেষাং কোষাণামাত্মা, যেনাত্মনা পঞ্চাপি কোষা আত্মবন্তোঽন্তরতমেন ; স হি সর্ব্বেষাং জীবননিমিত্তত্বাৎ জীবঃ। কোঽসাবিত্যাহ

—পর এবাত্মা, যঃ পূর্ব্বং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতঃ; যস্মাদাত্মনঃ স্বপ্নমায়াদিবৎ আকাশাদিক্রমেণ রসাদয়ঃ কোষলক্ষণাঃ সঙ্ঘাতা আত্মমায়াবিসর্জ্জিতা ইত্যুক্তম্। স আত্মা অস্মাভির্যথা খং, তথেতি সম্প্রকাশিতঃ "আত্মা হ্যাকাশবৎ" ইত্যাদিশ্লোকৈঃ। ন তার্কিকপরিকল্পিতাত্মবৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রমাণগম্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৭৮॥১১

ভাষ্যানুবাদ।

উৎপত্ত্যাদিবিহীন অদ্বিতীয় বস্তুই যে প্রকৃত আত্মা, ইহা শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবার উদ্দেশে শ্রুতিবাক্যসমূহ উল্লেখিত হইতেছে—তৈত্তিরীয়কে, অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে রসাদি অর্থাৎ অন্নরসময় ও প্রাণময় প্রভৃতি যে, সমস্ত কোষ * ব্যাখ্যাত আছে; অর্থাৎ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উত্তরোত্তর কোষসমূহ অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্ব কোষগুলি বহির্ভূত বা বাহিরে অবস্থিত; এই কারণে খড়্গাধার কোষের সাদৃশ্যানুসারে অন্নময়াদিকে কোষ বলা হইয়া থাকে; সুতরাং কোষ অর্থ—কোষের ন্যায়; বাস্তবিকই কোষ নহে। সেই কোষসমূহের আত্মস্বরূপ; সর্ব্বাভ্যন্তরস্থ যে আত্মা দ্বারা পাঁচটি কোষই আত্মবান্ হইয়া থাকে; তাহাই সকলের জীবনের কারণ, এই নিমিত্ত 'জীব' শব্দবাচ্য। এই জীব কে? তাহাই বলিতেছেন—পরমাত্মাই; যিনি ইতঃপূর্ব্বে 'সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যে আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে রসাদি (অন্নময়াদি) কোষরূপ সঙ্ঘাতসমূহ স্বপ্ন ও মায়ার ন্যায় আত্ম-মায়া দ্বারা সমুপস্থাপিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "আত্মাই আকাশবৎ" ইত্যাদি শ্লোকে আমরাও সেই আত্মাকে আকাশের সদৃশ

* তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে যথাক্রমেএই পাঁচটি কোষ বর্ণিত আছে। যথা—(১) 'অন্নময়', (২) 'প্রাণময়', (৩) 'মনোময়', (৪) 'বিজ্ঞানময়', (৫) 'আনন্দময়'। তন্মধ্যে অন্নরসের পরিণামস্বরূপ স্থূলদেহ—অন্নময় কোষ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণ, প্রাণময় কোষ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত মন—মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সহকৃত বুদ্ধি—বিজ্ঞানময় কোষ। আর প্রিয়, মোদ, প্রমোদ নামক বৃত্তিযুক্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন 'কারণশরীর'—অবিদ্যাই আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রিয়বস্তুর দর্শনে, লাভে এবং ভোগে যে আনন্দ হয়, তাহাই যথাক্রমে প্রিয় মোদ ও প্রমোদ নামে কথিত হয়।

বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি। অভিপ্রায় এই যে, তার্কিক-কল্পিত আত্মার ন্যায় এই আত্মা কেবলই মনুষ্যবুদ্ধিমাত্রগম্য নহে, [পরন্তু শ্রুতি-প্রমাণগম্য] ॥ ৭৮ ॥১১

দ্বয়োর্দ্বয়োর্ম্মধুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্।

পৃথিব্যামুদরে চৈব যথাকাশঃ প্রকাশিতঃ ॥৭৯॥১২

[লোকে] যথা (যদ্বৎ) পৃথিব্যাম্ (অধিভূতে) উদরে (অধ্যাত্ম-জঠরে) চ আকাশঃ এব (একএব আকাশ ইত্যর্থঃ) প্রকাশিতঃ (প্রকটিতঃ ভবতি), [তথা] মধুজ্ঞানে (বৃহদারণ্যকোক্ত-মধুব্রাহ্মণে) দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ (অধ্যাত্মম্ অধিদৈবতং চ, যাবৎদ্বৈতবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ), পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্ (আত্মতয়া নিরূপিতম্) [অস্তি ইতি শেষঃ]।

সংসারক্ষেত্রে পৃথিবী ও উদর-মধ্যে যেমন একই আকাশ [অবস্থিত বলিয়া] প্রমাণিত হইয়া থাকে ; তেমনি মধুব্রাহ্মণেও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত, এই উভয় স্থানে একই ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন ॥ ৭৯॥১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাদ্যন্তর্গতঃ যঃ বিজ্ঞাতা পর এবাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বমিতি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ আদ্বৈতক্ষয়াৎ পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্; কেত্যাহ—ব্রহ্মবিদ্যাখ্যং মধু অমৃতম্, অমৃতত্বং মোদনহেতুত্বাৎ, তদ্‌বিজ্ঞায়তে যস্মিন্নিতি মধুজ্ঞানং—মধুব্রাহ্মণং, তস্মিন্নিত্যর্থঃ। কিমিব ? ইত্যাহ—পৃথিব্যামুদরে চৈব যথৈক আকাশোঽনুমানেন প্রকাশিতো লোকে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭৯॥১২

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভেদে তেজোময় (জ্যোতির্ম্ময়) ও অমৃতময় পুরুষ পৃথিব্যাদির অন্তর্গত এবং বিজ্ঞাতা (জীবস্বরূপ) যে আত্মা, পরমাত্মাই তৎসমস্ত, এইরূপে উভয়স্থলেই দ্বৈত ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন ; কোথায়, তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্মবিদ্যা নামক যে মধুস্বরূপঅমৃত ; আনন্দের হেতু বলিয়াই ইহার অমৃতত্ব ; তাহা বিজ্ঞাত হয় যেখানে, তাহার নাম 'মধুজ্ঞান' অর্থাৎ 'মধুব্রাহ্মণ',

তাহাতে [অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'মধুব্রাহ্মণ' নামক একটি অংশ আছে ; সেই অংশে]। কাহার মত ? তাহা বলিতেছেন—সংসারে যেমন পৃথিবী ও উদরে একই আকাশ অনুমান দ্বারা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ নিরূপিত হয়, তাহার ন্যায় ॥৭৯॥১২

জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেবং হি সমঞ্জসম্ ॥৮০॥১৩

যৎ (যস্মাৎ) জীবাত্মনোঃ (জীবস্য পরমাত্মনঃ চ) অনন্যত্বম্ (একত্বম্) অভেদেন (ভেদপ্রত্যাখ্যানেন) প্রশস্যতে (স্তূয়তে)। যৎ চ নানাত্বং (ভেদদর্শনং) নিন্দ্যতে, [শ্রুত্যা শাস্ত্রকৃদ্ভিশ্চ], তৎ (তস্মাৎ) এবং (যথোক্তম্ একত্বম্ এব) সমঞ্জসম্ (যুক্তিযুক্তং, নির্দ্দোষমিতি যাবৎ)॥

যেহেতু জীব ও পরমাত্মার অভেদে একত্ব দর্শন প্রশংসিত এবং যেহেতু ভেদদর্শন নিন্দিত হইতেছে, সেই হেতু উক্ত অভেদই সামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ৮০।১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্ যুক্তিতঃ শ্রুতিতশ্চ নির্দ্ধারিতং জীবস্য পরস্য চাত্মনোরনন্যত্বম্ অভেদেন প্রশস্যতে স্তূয়তে শাস্ত্রেণ ব্যাসাদিভিশ্চ ; যচ্চ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণং স্বাভাবিকং শাস্ত্রবহিষ্কৃতৈঃ কুতার্কিকৈঃ বিরচিতং নানাত্বদর্শনং নিন্দ্যতে—"ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি।" "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।" "উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি।" ইত্যেবমাদিবাক্যৈঃ অন্যৈশ্চ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ যচ্চৈতৎ, তদেবং হি সমঞ্জসং ঋজ্ববোধং ন্যায্যমিত্যর্থঃ। যাস্তু তার্কিকপরিকল্পিতাঃ কুদৃষ্টয়ঃ, তা অনৃজ্বো নিরূপ্যমাণা ন ঘটনাং প্রাঞ্চন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮০ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু শাস্ত্র ও ব্যাসাদি মুনিগণ, যুক্তি ও শ্রুতি অনুসারে অবধারিত জীব ও পরমাত্মার অনন্যত্ববাদেরই প্রশংসা অর্থাৎ স্তব করিয়া থাকেন ; এবং শাস্ত্রবহির্ভূত কুতার্কিকগণ-কল্পিত সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ (প্রাণিমাত্রেই যাহা জানে, সেই) স্বাভাবিক ভেদ-

দর্শনের 'কিন্তু সেই দ্বিতীয় কিছু নাই', 'দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়,' ['যে লোক ইঁহাতে] অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তাহারই ভয় হইয়া থাকে।' 'এ সমস্তই এই আত্মস্বরূপ।' 'যে লোক ইহাতে ভেদের মতও দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পরও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি প্রকার বাক্য এবং অন্যান্য ব্রহ্মবিদ্‌গণও নিন্দা করিয়া থাকেন, এই যে স্তুতি ও নিন্দা, তাহা উক্ত প্রকারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; অর্থাৎ সরলভাবে শাস্ত্রার্থ বোধ করাই ন্যায্য। আর কুতার্কিকগণের পরিকল্পিত যে সমস্ত কুদৃষ্টি (ভেদদর্শন), বিচার করিয়া দেখিলে সে সমস্ত ঋজুতা-যুক্ত (সরল) নহে, এবং সামঞ্জস্যও লাভ করে না ॥৮০॥১৩

জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
ভবিষ্যদ্‌বৃত্ত্যা গৌণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুজ্যতে ॥৮১॥১৪

প্রাক্ (পূর্ব্বং কর্ম্মকাণ্ডে) উৎপত্তেঃ (উৎপত্তিবোধকোপনিষদ্বাক্যেভ্যঃ) জীবাত্মনোঃ (জীবস্য আত্মনশ্চ) যৎ পৃথক্ত্বং (ভেদঃ) প্রকীর্ত্তিতং (কথিতং), তৎ (পৃথক্ত্বকীর্ত্তনং) ভবিষ্যদ্‌বৃত্ত্যা (সৃষ্ট্যুত্তরভাবি-দেহাদ্যুপাধিকৃতং ভেদম্ অনুসৃত্য উক্তং) [ভাবিনি ভূতবৎ উপচারাৎ ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ) [তস্য] মুখ্যত্বং (যথার্থত্বং) ন যুজ্যতে (ন সংগচ্ছতে), [উক্ত-শ্রুত্যাদি-বিরোধাৎ এবেতি ভাবঃ]।

উৎপত্তিবোধক উপনিষৎ-বাক্য হইতে যে, (কর্ম্মকাণ্ডে) জীব ও আত্মার পার্থক্য কথিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ ভেদ অনুসারে, অর্থাৎ সৃষ্টির পর যে, দেহাদি উপাধি-ভেদে ভেদ হইবে, তদনুসারে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ ভেদবাক্যের ঐরূপ মুখ্যার্থ হইতে পারে না ॥ ৮১॥১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ননু শ্রুত্যাপি জীব-পরমাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ উৎপত্ত্যর্থোপ-নিষদ্‌বাক্যেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতং কর্ম্মকাণ্ডে অনেকশঃ কামভেদতঃ 'ইদং কামঃ, অদঃকামঃ' ইতি, পরশ্চ "স দাধার পৃথিবীং দ্যাম্" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণৈঃ; তত্র কথং কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ড-বাক্যবিরোধে জ্ঞানকাণ্ডবাক্যার্থস্য এব একত্বস্য সামঞ্জস্যম্ অযথার্থ্যত ইতি।

অত্রোচ্যতে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।" "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" "তদৈক্ষত", "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদ্যুৎপত্ত্যর্থোপনিষদ্বাক্যেভ্যঃ প্রাক্ পৃথক্ত্বং কর্ম্মকাণ্ডে প্রকীর্ত্তিতং যৎ, তৎ ন পরমার্থতঃ কিন্তর্হি? গৌণম্; মহাকাশ-ঘটাকাশাদিভেদবৎ, যথৌদনং পচতীতি ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা, তদ্বৎ। ন হি ভেদবাক্যানাং কদাচিদপি মুখ্যভেদার্থত্বম্ উপপদ্যতে, স্বাভাবিকাবিদ্যাবৎ প্রাণিভেদ-দৃষ্টানুবাদিত্বাৎ আত্মভেদবাক্যানাম্। ইহ চ উপনিষৎসু উৎপত্তিপ্রলয়াদিবাক্যৈঃ জীব-পরমাত্মনোঃ একত্বমেব প্রতিপিপাদয়িষিতম্, "তত্ত্বমসি," "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" ইত্যাদিভিঃ; অত উপনিষৎসু একত্বং শ্রুত্যা প্রতিপিপাদয়িষিতং ভবিষ্যতীতি ভাবিনীমিব বৃত্তিমাশ্রিত্য লোকে ভেদদৃষ্ট্যনুবাদো গৌণ এবেত্যভিপ্রায়ঃ।

অথবা, "তদৈক্ষত, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যেকত্বং প্রকীর্ত্তিতম্। তদেব চ "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি" ইত্যেকত্বং ভবিষ্যতীতি তাং ভবিষ্যদ্বৃত্তিমপেক্ষ্য যজ্জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যত্র কচিদ্ বাক্যে গম্যমানং, তদ্গৌণম্; যথা ওদনং পচতীতি, তদ্বৎ ॥৮১॥১৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, স্বয়ং শ্রুতিও যখন ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডে পুরুষের বহুবিধ কামনা-ভেদানুসারে 'ইহার ইহা কামনা' অমুকের অমুক বিষয়ে কামনা ইত্যাদি উৎপত্তিবোধক উপনিষদ্বাক্য হইতে জীবও পরমাত্মার পার্থক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং 'তিনি পৃথিবীকে এবং এই দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছেন' ইত্যাদি মন্ত্রে পরমেশ্বরকেও পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ সত্ত্বে কেবল জ্ঞানকাণ্ডীয় বাক্যলব্ধ একত্বেরই সামঞ্জস্য অবধারিত হইতেছে কিরূপে?

এতদুত্তরে বলা হইতেছে—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্ম লাভ করে।' 'অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ [নির্গত হয়]' 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল', 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন,' 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' উৎপত্তিবোধক এই সকল উপনিষদ্বাক্য হইতে প্রথমতঃ কর্ম্মকাণ্ডে যে, পৃথক্ত্ব

কথিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ নহে; তবে কি? গৌণার্থক, অর্থাৎ মহাকাশ ও ঘটাকাশাদি ভেদের ন্যায় উহা গৌণ; যেমন:'ওদন (অন্ন) পাক করিতেছে', এই স্থলে ভবিষ্যৎ অবস্থা (অন্নভাব) চিন্তা করিয়া 'ওদন' শব্দের প্রয়োগ করা হয়, ইহাও তদ্রূপ। [লোকে চাউলই পাক করিয়া থাকে, পাকের পর ওদন (ভাত) হয়; তথাপি ভাবী ওদনভাব মনে করিয়া তণ্ডুল-পাককেই ওদন-পাক বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে; সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন জীব-পরমাত্মার বিভাগ-নির্দ্দেশও তদ্রূপ। কেন না, ভেদবোধক বাক্যগুলির মুখ্য ভেদার্থ-বোধকতা কস্মিন্ কালেও উপপন্ন হয় না; কারণ, আত্মভেদ-বোধক বাক্যগুলি কেবল প্রাণি-গণের স্বভাবসিদ্ধ যে ভেদদর্শন, তাহারই অনুবাদক মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জ্ঞানকাণ্ডীয় উপনিষদ্‌সমূহের উৎপত্তি-প্রলয়-বোধক 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', ['যে মনে করে'] 'ব্রহ্ম অন্য, আর আমি অন্য, সে জানে না', ইত্যাদি বাক্যনিচয় দ্বারা কেবল জীব ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত; অতএব উক্ত উপনিষৎসমূহে শ্রুতিকর্ত্তৃক জীব-পরমাত্মার একত্বই প্রতিপাদিত হইবে, তাই ভাবী একত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই যেন লোকপ্রসিদ্ধ এই ভেদ-দর্শনের অনুবাদ করা হইয়াছে; অতএব, ইহা নিশ্চয়ই গৌণার্থক (মুখ্যার্থক নহে)।

অথবা, "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে—'তিনি আলো-চনা করিয়াছিলেন', 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত উৎপত্তির পূর্ব্বেই একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই একত্বই আবার 'তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ' এই স্থলে অভিহিত হইবে, এই ভবিষ্যৎকালীন একত্বকে অপেক্ষা করিয়াই যে কোনও বাক্যে জীব ও পরমাত্মার যে পৃথক্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহা গৌণ; যেমন 'ওদন পাক করিতেছে' বাক্য, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৮১॥১৪

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ ১৫

পুরা (প্রথমং) মৃৎ-লোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ (মৃত্তিকা-লোহাদি-দৃষ্টান্তৈঃ) অন্যথা (অভেদে ভেদং সমারোপ্য) যা সৃষ্টিঃ (সর্গক্রমঃ) চোদিতা (উক্তা), সা (তৎসৃষ্টিপ্রতিপাদনং) [কেবলং] অবতারায় (বুদ্ধ্যারোহার্থং) উপায়ঃ (সাধনং); [বস্তুতস্তু] কথঞ্চন (কথমপি) ভেদঃ (পৃথক্ত্বং) ন অস্তি (ন বিদ্যতে)।

প্রথমে মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেবল বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় মাত্র; বস্তুতঃ উহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ৮২ ॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু যদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ অজং সর্ব্বমেকমেব অদ্বিতীয়ং,তথাপি উৎপত্তেরূর্দ্ধং জাতমিদং সর্ব্বং জীবাশ্চ ভিন্না ইতি। মৈবম্; অন্যার্থত্বাৎ উৎপত্তিশ্রুতীনাম্। পূর্ব্বমপি পরিহৃত এবায়ং দোষঃ—স্বপ্নবৎ আত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ সঙ্ঘাতাঃ, ঘটাকাশোৎপত্তিভেদাদিবৎ জীবানামুৎপত্তিভেদাদিরিতি।ইত এব উৎপত্তি-ভেদাদিশ্রুতিভ্য আকৃষ্য ইহ পুনরুৎপত্তিশ্রুতীনামৈদম্পর্য্যপ্রতিপিপাদয়িষয়োপন্যাসঃ। মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদিদৃষ্টান্তোপন্যাসৈঃ সৃষ্টিঃ যা চ উদিতা প্রকাশিতা কল্পিতা অন্যথা অন্যথা চ, স সর্ব্বঃ সৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মৈকত্ব-বুদ্ধ্যবতারায় উপায়োঽস্মাকম্, যথা প্রাণসংবাদে বাগাদ্যাসুর-পাপ্মবেধাদ্যাখ্যায়িকা কল্পিতা প্রাণবৈশিষ্ট্যবোধাবতারায়। তদপি অসিদ্ধমিতি চেৎ; ন, শাখাভেদেষন্যথা অন্যথা চ প্রাণাদিসংবাদশ্রবণাৎ। যদি হি বাদঃ পরমার্থ এবাভূৎ, একরূপ এব সংবাদঃ সর্ব্বশাখাসু অশ্রোষ্যৎ, বিরুদ্ধানেকপ্রকারেণ নাশ্রোষ্যৎ, শ্রূয়তে তু; তস্মাৎ ন তাদর্থ্যং সংবাদশ্রুতীনাম্। তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যেতব্যানি। কল্পসর্গভেদাৎ সংবাদশ্রুতীনাম্ উৎপত্তিশ্রুতীনাঞ্চ প্রতিসর্গন্যানন্যথাত্বমিতি চেৎ; ন, নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ যথোক্তবুদ্ধ্যবতার-প্রয়োজন-ব্যতিরেকেণ। ন হ্যন্যপ্রয়োজনবত্ত্বং সংবাদোৎপত্তিশ্রুতীনাং শক্যং কল্পয়িতুম্। তথাত্বপ্রতিপত্তয়ে ধ্যানার্থমিতি চেৎ, ন, কলহোৎপত্তিপ্রলয়ানাং প্রতিপত্তেরনিষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ উৎপত্ত্যাদিশ্রুতয় আত্মৈকত্ববুদ্ধ্যবতারায়ৈব, ন অন্যার্থাঃ কল্পয়িতুং যুক্তাঃ। অতো নাস্তি উৎপত্ত্যাদিকৃতো ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ৮২ ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে যদিও সমস্ত জগৎই এক অদ্বিতীয় অজস্বরূপ থাকুক, তথাপি উৎপত্তির পরে উৎপন্ন এই সমস্ত জগৎ এবং জীবগণ ত পৃথক্ই বটে। না—এরূপ হইতে পারে না; কেননা, উৎপত্তি-বোধক শ্রুতি-সমূহের তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার, (ভেদ-প্রতিপাদনে নাহে)। এই দেহাদি সংঘাতসমষ্টি স্বপ্ন ও মায়াসদৃশ, এবং জীবগণের যে উৎপত্তি ও ভেদ প্রভৃতি, তাহাও ঘটাকাশের উৎপত্তি ও ভেদাদির অনুরূপ, (বাস্তবিক নহে,) ইত্যাদি প্রকারে ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত দোষের সমাধান করা হইয়াছে। সেখান হইতেই উৎপত্তিভেদাদি-বোধক শ্রুতিসমূহ আকর্ষণপূর্ব্বক এখানে উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহেরও উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য প্রতিপাদনার্থই উল্লেখ করা হইয়াছে। [ইতঃপূর্ব্বে] মৃত্তিকা, লোহ ও বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃষ্টিপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে; সেই সমস্ত সৃষ্টিপ্রকারই কেবল জীব ও পরমাত্মার একত্ব বিষয়ে আমাদের বুদ্ধি প্রবেশের উপায়স্বরূপ, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশার্থ 'প্রাণসংবাদে' বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে যেরূপ আসুরপাপস্পর্শাদির আখ্যায়িকা বিরচিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ *। যদি বল, তাহাও হইতে পারে না; না—তাহা নহে; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন শাখাতেও এক প্রাণসংবাদই বিভিন্নপ্রকার শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু, ঐ প্রাণসংবাদ যদি যথার্থই হইত, তাহা হইলে সমস্ত শাখায় একপ্রকারেরই প্রাণ-

* তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রপাঠকে দ্বিতীয় খণ্ডে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে—এক সময় অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এখানে অসুর অর্থে মনের রজোবৃত্তি, আর দেবতা অর্থে সাত্ত্বিক বৃত্তি; সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির সহিত, রাজসিক মনোবৃত্তির বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। দেবগণ 'উদ্গীথ' বিদ্যা দ্বারা অসুরগণকে পরাভূত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারা বাক্প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়কে উদ্গীথ গানে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বার্থ-পরতাপাপে অসুরগণকর্ত্তৃক পরাভূত হইল। অবশেষে মুখ্য প্রাণকে নিযুক্ত করিলেন, প্রাণ সকলের জন্য সমানভাবে উদ্গীথ গান করিতে লাগিল; সুতরাং সে আর অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল না; তাহার ফলে দেবগণের জয় হইল।

সংবাদ শোনা যাইত, পরস্পর বিরুদ্ধ অনেকপ্রকার কখনই শোনা যাইত না ; পরন্তু ঐরূপই শ্রুত হইয়া থাকে। অতএব, প্রাণসংবাদাদি-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের যথার্থতা বিষয়ে তাৎপর্য্য নহে, জগদুৎপত্তি-বোধক শ্রুতিসমূহের অবস্থাও ঐরূপই বুঝিতে হইবে।

যদি বল, বিভিন্নকল্পীয় সৃষ্টিভেদানুসারে প্রাণসংবাদাদি শ্রুতিসমূহ এবং উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহেরও প্রত্যেক সৃষ্টিতেই ত অন্যথাত্ব হইয়া থাকে ; না—পূর্ব্বে যে বুদ্ধ্যারোহরূপ প্রয়োজনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ঐরূপ প্রয়োজন কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই ; কেননা, প্রাণসংবাদ ও উৎপত্ত্যাদি শ্রুতিসমূহের কখনই অন্যরূপ প্রয়োজন কল্পনা করা যাইতে পারে না। আর তাদৃশ অবস্থা-প্রাপ্তির হেতুভূত ধ্যানার্থই যে ঐরূপ বলা হইয়াছে, তাহাও নহে ; কারণ, কলহ (বিবাদ), উৎপত্তি ও প্রলয়প্রাপ্তি কখনই ইষ্ট হইতে পারে না ; (বরং সকলেরই অনিষ্ট)। অতএব আত্মৈকত্ব বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশের জন্যই উৎপত্ত্যাদিবোধক শ্রুতিসমূহ ; উহাদের অন্যপ্রকার অর্থ কল্পনা করা যুক্তিসম্মত হয় না। অতএব কোন প্রকারেই উৎপত্তি প্রভৃতি দ্বারা ভেদ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৮২॥১৫

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া ॥ ৮৩ ॥ ১৬

হীন-মধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ (হীনা অপকৃষ্টা, মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিঃ দর্শনশক্তিঃ যেষাং, তে তথোক্তাঃ, ত্রিবিধাঃ (ত্রিপ্রকারাঃ) আশ্রমাঃ (আশ্রমিণঃ— ব্রহ্মচারি-গৃহি-বানপ্রস্থরূপাঃ) [অন্যে চ বর্ণিনঃ সন্তি ;] [শ্রুত্যা] অনুকম্পয়া (হীন-মধ্যমৌ অপি উত্তমাং দৃষ্টিং লভেতাং, ইতি করুণয়া) তদর্থম্ (হীন-মধ্যমোপ-কারার্থং) ইয়ম্ (যথোক্তপ্রকারা) উপাসনা উপদিষ্টা (বিহিতা)।

অধিকারিগণের হীন, মধ্যম ও উত্তম দর্শনশক্তি অনুসারে তিনপ্রকার আশ্রম (আশ্রমী) আছে ; শ্রুতি দয়াপূর্ব্বক হীন ও মধ্যমাধিকারীর উপকারার্থ

এই উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু, উত্তমাধিকারীর পক্ষে ভেদসাপেক্ষ উপাসনার বিধান নাই ॥ ৮৩ ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদি হি পর এবাত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব একঃ পরমার্থতঃ সন্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অসদন্যৎ, কিমর্থেয়মুপাসনা উপদিষ্টা ?—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।" "য আত্মা অপহতপাপ্মা", "স ক্রতুং কুর্ব্বীত।" "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, কর্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনি ? শৃণু তত্র কারণম্— আশ্রমা আশ্রমিণোঽধিকৃতাঃ, বর্ণিনশ্চ মার্গগাঃ, আশ্রমশব্দস্য প্রদর্শনার্থত্বাৎ, ত্রিবিধাঃ। কথং ? হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ ; হীনা নিকৃষ্টা, মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিঃ দর্শনসামর্থ্যং যেষাং, তে, মন্দ-মধ্যমোত্তম-বুদ্ধিসামর্থ্যোপেতা ইত্যর্থঃ। উপাসনা উপদিষ্টেয়ং, তদর্থং মন্দ-মধ্যমদৃষ্ট্যাশ্রমাদ্যর্থং কর্ম্মাণি চ। ন চ 'আত্মৈক এবাদ্বিতীয়ঃ' ইতি নিশ্চিতোত্তম-দৃষ্ট্যর্থম্। দয়ালুনা বেদেন অনুকম্পয়া সন্মার্গগাঃ সন্তঃ কথমিমাম্ উত্তমাম্ একত্বদৃষ্টিং প্রাপ্নুয়ুরিতি। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে," "তত্ত্বমসি," 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥৮৩॥১৬

ভাষ্যানুবাদ।

"একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যদি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পরমাত্মাই একমাত্র সত্য হন, এবং তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে 'আত্মাকে দর্শন করিবে', 'যে আত্মা অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ)' ; 'তিনি চিন্তা করিলেন', 'আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনার এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপদেশ কিসের জন্য ? হাঁ, তাহার কারণ শ্রবণ কর,—আশ্রম অর্থাৎ অধিকারী আশ্রমী (যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমগ্রহণে অধিকারী) এবং সৎপথবর্ত্তী [অপরাপর] বর্ণভুক্ত লোকসমূহ ত্রিবিধ—তিন প্রকার। কি প্রকারে ?—[যেহেতু তাহারা] হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন, অর্থাৎ যাহাদের দৃষ্টি—দর্শন-শক্তি হীন—নিকৃষ্ট, মধ্যম ও উত্তম, সেই সমস্ত মন্দ, মধ্যম ও উত্তম বুদ্ধি-সামর্থ্য-সম্পন্ন লোক সকল। তাহাদের জন্য অর্থাৎ সেই সকল মন্দও মধ্যম বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন

আশ্রমিদিগের উদ্দেশে এই উপাসনা ও কর্ম্মসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু, 'আত্মা এক অদ্বিতীয়', এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক উত্তমদৃষ্টিসম্পন্ন-দিগের উদ্দেশে নহে। [মন্দ ও মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাও] সৎপথাবলম্বী হইয়া কিপ্রকারে এই উত্তম দৃষ্টিলাভ করিতে পারে, এই প্রকার দয়াপরবশ হইয়া বেদ 'যাহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, পরন্তু [পণ্ডিতগণ] মনও যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, বলিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু যাহাকে 'ইদং', বলিয়া (পরিচ্ছিন্নভাবে) উপাসনা কর, তাহাকে নহে।' 'তুমি তৎস্বরূপ', 'এই সমস্তই আত্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা [উপাসনা ও কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন] * ॥৮৩॥১৬

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ৮৪ ॥ ১৭

দ্বৈতিনঃ (ভেদবাদিনঃ) স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু (স্বস্ববুদ্ধিপরিকল্পিত-সিদ্ধান্ত-ভেদেষু) দৃঢ়ং (যথা স্যাৎ, তথা) নিশ্চিতাঃ ('ইদমেব তত্ত্বং' ইতি কৃতনিশ্চয়াঃ সন্তঃ, পরস্পরং (অন্যোন্যং) বিরুধ্যন্তে (মমৈব সিদ্ধান্তঃ সাধীয়ান্, নতু অন্যেষাং দ্বৈতিনামপি, ইত্থং বিরোধং কুর্ব্বন্তি)। অয়ং (অস্মদীয়ঃ আত্মৈকত্বপক্ষঃ) [পুনঃ] তৈঃ (পরস্পর-বিরোধিভিঃ সহ) ন বিরুধ্যতে, [এতদনন্যভূতত্বাৎ তেষা-মিতি ভাবঃ।

দ্বৈতবাদিগণ বিভিন্নপ্রকার আপন আপন সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিশ্চিত হইয়া পরস্পরে বিরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু, এই আত্মৈকত্বদর্শী তাঁহাদের সহিত বিরোধ করেন না; [কারণ, তাঁহাদের উপর ত ইঁহার আর পার্থক্য বোধ নাই ॥ ৮৪ ॥ ১৭

* তাৎপর্য্য—যাহারা আত্মৈকত্ব জ্ঞানে অনধিকারী—মন্দ ও মধ্যম, তাহারা প্রথমতঃ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল ও স্থির করিয়া ক্রমে উপাসনার দিকে অগ্রসর হইবে। উপাসনার সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে 'আত্মৈকত্ব' জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কাহার কতটুকু অধিকার আছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে, না বুঝিলে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

শাস্ত্রোপপত্তিভ্যাম্ অবধারিতত্বাৎ অদ্বয়াত্মদর্শনং সম্যগ্দর্শনং, তদ্বাহ্যত্বাৎ মিথ্যাদর্শনমন্যৎ। ইতশ্চ মিথ্যাদর্শনং দ্বৈতিনাং—রাগদ্বেষাদি-দোষাস্পদত্বাৎ। কথং, স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু স্বসিদ্ধান্তরচনানিয়মেষু কপিল-কণাদ-বুদ্ধার্হতাদি-দৃষ্ট্যনুসারিণো দ্বৈতিনো নিশ্চিতাঃ,'এবম্ এবৈষ পরমার্থো নান্যথা' ইতি তত্র তত্র অনুরক্তাঃ প্রতি-পক্ষঞ্চ আত্মনঃ পশ্যন্তস্তং দ্বিষন্তঃ ইত্যেবং রাগদ্বেষোপেতাঃ স্বসিদ্ধান্তদর্শননিমিত্তমেব পরস্পরম্ অন্যোন্যং বিরুধ্যন্তে। তৈঃ অন্যোন্যবিরোধিভিঃ অস্মদীয়োঽয়ং বৈদিকঃ সর্ব্বানন্যত্বাদ্ আত্মৈকত্বদর্শনপক্ষো ন বিরুধ্যতে। যথা স্বহস্তপাদাদিভিঃ। এবং রাগদ্বেষাদি দোষা নাস্পদত্বাৎ আত্মৈকত্ববুদ্ধিরেব সম্যগ্দর্শনমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৮৪॥১৭

ভাষ্যানুবাদ।

শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা অবধারিত হয় বলিয়া এই অদ্বিতীয় আত্ম-দর্শনই সম্যগ্দর্শন বা যথার্থ জ্ঞান, ইহার বহির্ভূত বলিয়া অপর সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা। এই কারণেও দ্বৈতবাদীদিগের দর্শন মিথ্যা দর্শন; যেহেতু তাহা রাগ-দ্বেষাদি দোষের বিষয়ীভূত। কি প্রকারে?— স্ব-স্বিদ্ধান্ত-ব্যবস্থাসমূহে, অর্থাৎ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রণয়নের নিয়মে কপিল কণাদ, বুদ্ধ, আর্হত (জৈনবিশেষ) প্রভৃতির পথানুসারী দ্বৈতবাদিগণ নিশ্চিত হইয়া—এই প্রকার সিদ্ধান্তই যথার্থ সত্য, অন্যপ্রকার নহে, এই প্রকার নিশ্চয়ানুসারে তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া, আবার স্বমতের প্রতিপক্ষ দর্শনে তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিতে থাকে। এইরূপে রাগ-দ্বেষপরায়ণ হইয়া স্বসিদ্ধান্ত ব্যবহার জন্য পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে। আত্মৈকত্বদর্শনে সমস্তই যখন অনন্য বা অভিন্ন হইয়া যায়, তখন আমাদের এই বেদসিদ্ধ আত্মৈকত্ব দর্শন পক্ষটি নিজের হস্তপদাদির ন্যায় [অনন্যভূত] সেই পরস্পর-বিরোধী দ্বৈতবাদিগণের সহিত বিরুদ্ধ হয় না। অভিপ্রায় এই যে, এই প্রকারে রাগদ্বেষাদি দোষের আশ্রয় না হওয়ায়, এই আত্মৈকত্ব দর্শনই যথার্থ দর্শন (জ্ঞান), (তদ্ভিন্ন সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান) ॥৮৪॥১৭

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে ॥৮৫॥ ১৮

[অবিরোধে হেতুমাহ—অদ্বৈতমিত্যাদি।]—হি (যস্মাৎ) অদ্বৈতং(দ্বৈতাভাবঃ) পরমার্থঃ (সত্যং), দ্বৈতং (প্রপঞ্চভেদঃ) (তস্য অদ্বৈতস্য ভেদঃ—কার্য্যং) উচ্যতে (কথ্যতে) [বিবোভিভিরিতিশেষঃ]। তেষাং (দ্বৈতিনাং) [পুনঃ] উভয়থা (পরমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ) দ্বৈতং [এব], তেন (হেতুনা) অয়ং (অস্মৎপক্ষঃ) ন বিরুধ্যতে [দ্বৈতিভিরিতি শেষঃ]॥

যেহেতু, [আমাদের মতে] অদ্বৈতই প্রকৃত সত্য, দ্বৈত কেবল তাহার ভেদ বা কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। আর দ্বৈতবাদিগণের মতে [পরমার্থ, অপরমার্থ] উভয়রূপে কেবলই দ্বৈত, (অদ্বৈত নহে), সেই হেতুই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না॥ ৮৫ ॥ ১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কেন হেতুনা তৈঃ ন বিরুধ্যতে ইত্যুচ্যতে—অদ্বৈতং পরমার্থঃ, হি যস্মাদ্ দ্বৈতং নানাত্বম্ তস্য অদ্বৈতস্য ভেদঃ তদ্ভেদঃ, তস্য কার্য্যমিত্যর্থঃ, “একমেবাদ্বিতীয়ম্,” “তৎ তেজোঽসৃজত” ইতি শ্রুতেঃ; উপপত্তেশ্চ, স্বচিত্তস্পন্দনাভাবে সমাধৌ মূর্চ্ছায়াং সুষুপ্তৌ বা অভাবাৎ। অতস্তদ্ভেদ উচ্যতে দ্বৈতম্। দ্বৈতিনাং তু তেষাং পরমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ উভয়থাপি দ্বৈতমেব,যদি চ তেষাং ভ্রান্তানাং দ্বৈতদৃষ্টিঃ, অস্মাকমদ্বৈতদৃষ্টিঃ অভ্রান্তানাং, তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ, “ইন্দ্রো মায়াভিঃ” “ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি” ইতিশ্রুতেঃ। যথা মত্তগজারূঢ় উন্মত্তং ভূমিষ্ঠং ‘প্রতিগজারূঢ়োঽহং, গজং বাহয় মাং প্রতি’ ইতি ব্রুবাণমপি তং প্রতি ন বাহয়তি অবিরোধবুদ্ধ্যা, তদ্বৎ। ততঃ পরমার্থতো ব্রহ্মবিদাত্মৈব দ্বৈতিনাম্। তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ॥ ৮৫ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি কারণে তাহাদের সহিত বিরোধ হয় না, তাহা কথিত হইতেছে—‘হি’ অর্থ যেহেতু; যেহেতু অদ্বৈতই পরমার্থ সত্য, দ্বৈত—নানাত্ব কেবল তাহার—অদ্বৈতেরই ভেদ, অর্থাৎ তাহারই কার্য্য; যেহেতু ‘এক অদ্বিতীয়ই’, ‘তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন’, এই শ্রুতি হইতে এবং সমাধি, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি সময়ে স্বীয় চিত্তের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গেলে

কোন দ্বৈতেরই অস্তিত্ব থাকে না; এই জাতীয় যুক্তি হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। অতএব, দ্বৈত জগৎ তাহারই কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সেই সমুদয় দ্বৈতবাদীর মতে উভয়প্রকারেই—পরমার্থরূপে ও অপরমার্থরূপে কেবলই দ্বৈত (পদার্থ); দ্বৈতদৃষ্টি যখন ভ্রান্তদিগের, আর অদ্বৈতদৃষ্টি যখন অভ্রান্ত আমাদের [অভিমত], তখন সেই হেতুতেই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না। 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা [বহুরূপ হন]', 'কিন্তু তাঁহার ত আর দ্বিতীয় নাই', ইত্যাদি শ্রুতি হইতে (দ্বৈতের অসত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে)। মদমত্ত গজে আরূঢ় ব্যক্তিকে যদি ভূমিষ্ঠ কোন মদমত্ত ব্যক্তি বলে—'তোমার প্রতিকূলে আমিও গজে আরোহণ করিয়াছি, তুমি আমার দিকে হস্তী পরিচালিত কর', এই কথা বলিলেও সেই গজারূঢ় ব্যক্তি যেমন তাহার দিকে হস্তী চালনা করে না; কারণ, সে বুঝিয়াছে যে, প্রকৃত-পক্ষে আমার কেহ বিরোধী বা প্রতিপক্ষ নাই, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দ্বৈতবাদিগণের আত্মস্বরূপই বটে, সেই হেতুই আমাদের পক্ষ তাহাদের সহিত বিরুদ্ধ হয় না ॥৮৫॥১৮

মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হি মর্ত্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ ॥৮৬॥১৯

[অদ্বৈতভেদে কারণমাহ—মায়য়েতি।]—এতৎ অজং (অদ্বৈতং সৎ) মায়য়া (অবিদ্যাশক্ত্যা) ভিদ্যতে (নানাত্বং গচ্ছতি), কথঞ্চন (কথমপি) অন্যথা নহি (নৈবং), হি (যস্মাৎ) তত্ত্বতঃ (বস্তুতঃ) ভিদ্যমানে (অদ্বৈতে দ্বৈততাং গতে সতি) অমৃতং (অবিনাশি অজং) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতাং) ব্রজেৎ (গচ্ছেৎ)। [অজমপি বিনশ্যেত ইতি ভাবঃ]।

এই অজ (জন্মরহিত) অদ্বৈতই মায়া দ্বারা বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ইহার অন্যথা নহে, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষেই ভেদপ্রাপ্ত হন না; কারণ, অদ্বৈত যদি প্রকৃতই ভেদপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই অমৃতস্বরূপ অদ্বৈতও মরণশীলতা (বিনশ্বরত্ব) প্রাপ্ত হইতেন ॥৮৬॥১৯

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

দ্বৈতমদ্বৈতভেদ ইত্যুক্তে দ্বৈতমপ্যদ্বৈতবৎ পরমার্থসদিতি স্যাৎ কস্যচিৎ আশঙ্কা, ইত্যাত আহ—যৎ পরমার্থসৎ অদ্বৈতং, মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ তৈমিরিকানেকচন্দ্রবৎ রজ্জুঃ সর্পধারাদিভির্ভেদৈরিব; ন পরমার্থতঃ, নিরবয়বত্বাদাত্মনঃ। সাবয়বং হ্যবয়বান্তথাত্বেন ভিদ্যতে, যথা মৃৎ ঘটাদিভেদৈঃ। তস্মাৎ নিরবয়বমজং নান্যথা কথঞ্চন, কেনচিদপি প্রকারেণ ন ভিদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। তত্ত্বতো ভিদ্যমানং হি অমৃতম্ অজমদ্বয়ং স্বভাবতঃ সৎ মর্ত্ত্যতাং ব্রজেৎ, যথা অগ্নিঃ শীততাম্। তচ্চানিষ্টং স্বভাববৈপরীত্যগমনম, সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ। অজমদ্বয়ম্ আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে, ন পরমার্থতঃ। তস্মাৎ ন পরমার্থসদ্দ্বৈতম্ ॥১৮॥১৯

ভাষ্যানুবাদ।

এই দ্বৈত জগৎ অদ্বৈতেরই ভেদ বা কার্য্য,একথা বলিলে কাহারও মনে শঙ্কা হইতে পারে যে,অদ্বৈতের ন্যায় তৎকার্য্য দ্বৈতও বোধ হয়, সত্য পদার্থ; এইজন্য বলিতেছেন—পরমার্থ সত্য যে অদ্বৈত, সেই অদ্বৈতই তৈমিরিক-রোগীর দৃষ্ট বহু চন্দ্রের ন্যায়, এবং সর্প ও জলধারাদিরূপে বিকল্পিত রজ্জুর ন্যায় মায়া দ্বারা বিভেদ (নানাত্ব) প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই ভেদ পারমার্থিক নহে; কারণ, আত্মা স্বভাবতঃই নিরবয়ব (অংশহীন); সাবয়ব পদার্থই অবয়বের পরিবর্ত্তনে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, মৃত্তিকা যেমন ঘটাদিভেদে পরিণত হয়, তদ্রূপ। অতএব, নিরবয়ব অজ (আত্মা) অন্য কোন প্রকারেই ভেদপ্রাপ্ত হয় না, ইহাই উক্ত বাক্যের অভিপ্রায়। আর যদি বাস্তবিকই ভেদপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে অজ অদ্বয় বস্তু স্বভাবতঃ অমৃত (অনশ্বর) হইয়াও অগ্নির শীতলতাপ্রাপ্তির ন্যায় মর্ত্ত্যতা (মরণশীলতা) প্রাপ্ত হইত। স্বভাবের যে বিপর্য্যয়, তাহা ত কাহারই ইষ্ট (অভিলষিত) নহে। কারণ, তাহা হইলে সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। [অতএব বুঝিতে হইবে] অজ অদ্বয় আত্মতত্ত্ব কেবল মায়া দ্বারাই নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ নহে। এই কারণেই দ্বৈত-জগৎ পরমার্থ সৎ নহে ॥১৮॥১৯

অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।

অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥৮৭॥২০

[বিপক্ষে বাধকমাহ]—বাদিনঃ (দ্বৈতিনঃ) অজাতস্য (জন্মরহিতস্য) এব (নিশ্চয়ে) ভাবস্য (সত্যবস্তুনঃ ব্রহ্মণঃ) জাতিং (জন্ম) ইচ্ছন্তি, [কিন্তু] অজাতঃ (জন্মরহিতঃ) অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) হি (এব) [চ] ভাবঃ (আত্মা) কথং (কেন প্রকারেণ) মর্ত্ত্যতাং (মরণশীলতাং) এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি)? [অমৃতঃ ম্রিয়তে ইতি হি বিপ্রতিষিদ্ধম্ ইতি ভাবঃ]।

দ্বৈতবাদিগণ জন্মহীন সত্য পদার্থ আত্মারও জন্ম ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু, যে পদার্থ নিশ্চয়ই জন্ম ও মরণহীন, তাহা কি প্রকারে মরণধর্ম্ম—মর্ত্ত্যত্ব প্রাপ্ত হইবে? অমৃত পদার্থের মৃত্যু, ইহা বিরুদ্ধ কথা ॥৮৭॥২০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে তু পুনঃ কেচিৎ উপনিষদ্ব্যাখ্যাতারো ব্রহ্মবাদিনো বাবদূকা অজাতস্য এব আত্মতত্ত্বস্য অমৃতস্য স্বভাবতো জাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি পরমার্থত এব, তেষাং জাতং চেৎ, তদেব মর্ত্ত্যতাম্ এষ্যত্যবশ্যম্। স চাজাতো হ্যমৃতো ভাবঃ স্বভাবতঃ সন্ আত্মা কথং মর্ত্ত্যতামেষ্যতি? ন কথঞ্চন মর্ত্ত্যত্বং স্বভাববৈপরীত্যম্ এষ্যতীত্যর্থঃ ॥৮৭॥২০

ভাষ্যানুবাদ।

কিন্তু উপনিষদ্ব্যাখ্যাতা, যে সমস্ত ব্রহ্মবাদী বাবদূক (বহুভাষী লোক) অজাত, স্বভাবতই অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্বের সত্য সত্যই জন্ম বা উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন; [তাঁহাদের মতেও,] যদি উৎপন্নই হয়, তাহা হইলে, সেই উৎপন্ন পদার্থত অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু অজাত সেই ভাব পদার্থ (আত্মা) স্বভাবতঃ অমৃত হইয়া (মরণশূন্য হইয়া) কিরূপে মর্ত্ত্যতা লাভ করিবে? অর্থাৎ কোন প্রকারেই স্বভাবের বিপরীত মর্ত্ত্যত্ব-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ৮৭॥২০

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা।

প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৮৮॥২১

অমৃতং (স্বভাবতঃ মরণরহিতং বস্তু) মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) ন ভবতি; তথা

মর্ত্তাম্ (মরণশীলম্) [অপি] অমৃতং (মরণরহিতং—নিত্যং) ন [ভবতি], কথঞ্চিৎ (কেনাপি প্রকারেণ) প্রকৃতেঃ (স্বভাবস্য) অন্যথাভাবঃ (বিপর্য্যয়ঃ) ন ভবিষ্যতি। স্বভাবং পরিত্যজ্য ক্ষণমপি বস্তু ন তিষ্ঠেদিতি ভাবঃ।

যাহা স্বভাবতই অমৃত—মরণরহিত, তাহা কখনই মরণশীল হয় না; সেইরূপ যাহা স্বভাবতঃই মরণশীল, তাহাও কখন অমৃত হয় না; [কারণ,] কোন প্রকারেই প্রকৃতির অন্যথাভাব অর্থাৎ স্বভাবের বিপর্য্যয় হইবে না॥ ৮৮॥২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ ন ভবতি অমৃতং মর্ত্ত্যং লোকে নাপি মর্ত্তাম্ অমৃতং তথা, ততঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য অন্যথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতিঃ ন কথঞ্চিৎ ভবিষ্যতি; অগ্নেরিব ঔষ্ণ্যস্য ॥৮৮॥২১

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু জগতে অমৃত বস্তু কখনই মর্ত্ত্য (মরণশীল) হয় না, সেইরূপ মর্ত্ত্যও অমৃত হয় না; সেই হেতুই প্রকৃতির—স্বভাবের অন্যথাভাব অর্থাৎ অগ্নি হইতে যেমন উষ্ণতার প্রচ্যুতি ঘটে না, তেমনি স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি কোন প্রকারেই হইবে না॥ ৮৮॥২১

স্বভাবেনামৃতো যস্য ভাবো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ॥ ৮৯॥২২

যস্য (বাদিনঃ মতে) স্বভাবেন অমৃতঃ (মরণরহিতঃ) ভাবঃ পদার্থঃ মর্ত্ত্যতাং (নশ্বরতাং) গচ্ছতি (লভতে); তস্য (বাদিনঃ মতে) কৃতকেন (জন্যত্বেন হেতুনা) অমৃতঃ (ভাবঃ) কথং নিশ্চলঃ (অমৃতত্বেন স্থিরঃ সন্) স্থাস্যতি; উৎপদ্যতে চ, ন নশ্যতি চ, ইতি হি বিপ্রতিষিদ্ধং লোকে।

যাহার মতে অমৃতস্বভাব পদার্থও মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহার মতে, জন্যত্ব হেতু 'অমৃত' বলিয়া কোন পদার্থ চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না॥৮৯॥২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্য পুনর্বাদিনঃ স্বভাবেন অমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং গচ্ছতি—পরমার্থতো জায়তে, তস্য প্রাগুৎপত্তেঃ স ভাবঃ স্বভাবতোঽমৃত ইতি প্রতিজ্ঞা মৃষৈব। কথং তর্হি? কৃতকেন অমৃতস্তস্য স্বভাবঃ। কৃতকেনামৃতঃ স কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ?

অমৃতস্বভাবতয়া ন কথঞ্চিৎ স্থাস্যতি। আত্ম-জাতিবাদিনঃ সর্বথা অজং নাম নাস্ত্যেব; সর্বমেতন্মর্ত্ত্যম্। অতঃ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮৯ ॥ ২২

ভাষ্যানুবাদ।

যে বাদীর মতে স্বভাবতঃ অমৃত পদার্থও মর্ত্ত্যতা লাভ করে— অর্থাৎ সত্যসত্যই জন্মে, তাহার মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই ভাব পদার্থ স্বভাবতঃই অমৃত, এই প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই মিথ্যা হইয়া পড়ে। তাহা হইলে, কৃতকত্ব বা জন্যত্ব নিবন্ধন তাহার অমৃত স্বভাবটি কিরূপে স্থির থাকিবে? অর্থাৎ উহা যখন ক্রিয়াজন্য, তখন কোন প্রকারেই ঐ অমৃত ভাব স্থির (অবিনষ্ট) থাকিতে পারে না। অতএব যাহারা আত্মার জন্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে সর্ব্বদা 'অজ' বলিয়া কোন পদার্থই থাকিতে পারে না; সমস্তই মর্ত্ত্য হইয়া পড়ে।* তাহার ফলে কাহারই আর মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৮৯॥২২

ভূততোঽভূততো বাপি সৃজ্যমানে সমা শ্রুতিঃ।
নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তঞ্চ যত্তদ্ভবতি নেতরৎ ॥ ৯০॥২৩

ভূততঃ (পরমার্থতঃ), অভূততঃ (অসত্যাৎ মায়াতঃ) বা অপি সৃজ্যমানে (উৎপাদ্যমানে বস্তুনি বিষয়ে) সমা (তুল্যা) শ্রুতিঃ [অস্তি]। [ততশ্চ] নিশ্চিতং (শ্রুত্যা সাধিতং) যুক্তিযুক্তং চ (যুক্ত্যা চ সমর্থিতং) যৎ, তৎ এব [গ্রাহ্যং] ভবতি, ইতরৎ (তদ্বিপরীতং) ন [গ্রাহ্যম্ ইতি শেষঃ]।

পরমার্থ সৃষ্টি ও অপরমার্থ সৃষ্টি, উভয় বিষয়েই সমান শ্রুতি রহিয়াছে, তন্মধ্যে যে বিষয়টি শ্রুতিনিশ্চিত ও যুক্তিসম্মত হয়, তাহাই গ্রহণীয়, অপর নহে ॥৯০॥২৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নন্বজাতিবাদিনঃ সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতের্ন সঙ্গচ্ছতে প্রামাণ্যম্। বাঢ়ম্; বিদ্যতে সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ, সা তু অন্যপরা, 'উপায়ঃ সোঽবতারায় ইতি

* তাৎপর্য্য এই যে, যে লোক বদ্ধ হয়, বন্ধাবগমে তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মা যদি নিত্য না হইয়া জন্মমরণশীল অনিত্যই হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষেও 'আমি বদ্ধ ছিলাম, এখন মুক্ত হইলাম,' এইরূপ বোধ হওয়া অসম্ভব; কারণ, আত্মা ত আর তখন থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায়। জন্মশীল পদার্থের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কাহারও বিবাদ নাই।

অবোচাম। ইদানীম্ উক্তেঽপি পরিহারে পুনশ্চোদ্যপরিহারৌ বিবক্ষিতার্থৌ প্রতি সৃষ্টি-শ্রুত্যক্ষরাণাম্ আনুলোম্যবিরোধাশঙ্কাম্ তৎপরিহারার্থৌ। ভূততঃ পরমার্থতঃ সৃজ্যমানে বস্তুনি অভূততো মায়য়া বা মায়াবিনেব সৃজ্যমানে বস্তুনি সমা তুল্যা সৃষ্টিশ্রুতিঃ। ননু গৌণমুখ্যয়োঃ মুখ্যে শব্দার্থপ্রতিপত্তির্যুক্তা, ন, অন্যথা সৃষ্টের-প্রসিদ্ধত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চ ইত্যবোচাম। অবিদ্যাসৃষ্টিবিষয়ৈব সর্ব্বা গৌণী মুখ্যা চ সৃষ্টিঃ, ন পরমার্থতঃ। "সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ শ্রুত্যা নিশ্চিতং যৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ অজম্ অমৃতমিতি যুক্তিযুক্তঞ্চ। যুক্ত্যা চ সম্পন্নং তদেব, ইত্যবোচাম পূর্ব্বগ্রন্থৈঃ। তদেব শ্রুত্যর্থো ভবতি, নেতরৎ কদাচিদপি কচিদপি ॥ ৯০ ॥ ২৩

প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদীর পক্ষে ত সৃষ্টিপ্রতিপাদনে শ্রুতির সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না; হাঁ, সত্য কথা; সৃষ্টিবোধক শ্রুতি আছে বটে, কিন্তু সৃষ্টি-প্রতিপাদনে তাহার তাৎপর্য্য নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'উহা কেবল অদ্বৈত বিষয়ে বুদ্ধ্যারোহের উপায় মাত্র।' উক্ত পরিহার বিষয়ে অভিপ্রেত অদ্বৈতসিদ্ধির সম্বন্ধে সৃষ্টিবোধক শ্রুতিসমূহের আক্ষরিক অর্থ অনুকূল হয় কি না—এই শঙ্কা পরিহারার্থই এখন পুনর্ব্বার আপত্তি ও তাহার পরিহার প্রদর্শিত হইতেছে। ভূততঃ অর্থাৎ যথার্থরূপে সৃজ্যমান বস্তুবিষয়ে,অথবা অভূততঃ অর্থাৎ অযথার্থরূপে মায়াবী যেমন মায়া দ্বারা সৃষ্টি করে তেমনি ভাবে, সৃজ্যমান বিষয়ে সৃষ্টিবোধক তুল্য শ্রুতি রহিয়াছে; [অভিপ্রায় এই যে, সৃজ্যমান পদার্থ সত্য সত্যই সৃষ্ট হউক বা মায়াদ্বারাই রচিত হউক, উভয় পক্ষেরই অনুকূলে তুল্যরূপ শ্রুতি রহিয়াছে]। ভাল,গৌণার্থক ও মুখ্যার্থক শব্দদ্বয়ের মধ্যে মুখ্যার্থক শব্দানুযায়ী বোধ হওয়াই ত যুক্তি-সম্মত? না, সে কথা হইতে পারে না; কারণ, সত্য সৃষ্টিতেই যে, সৃষ্টিশব্দের মুখ্যার্থকল্পনা, তাহা অপ্রসিদ্ধ এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গৌণ, মুখ্য, সমস্ত সৃষ্টিই অবিদ্যামূলক সৃষ্টি বিষয়ে, পারমার্থিক সৃষ্টিবিষয়ে নহে; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন—'বাহ্য ও অন্তর, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও তিনি অজ।' অতএব, শ্রুতি

দ্বারা যাহা এক অদ্বিতীয়, অজ ও অমৃত বলিয়া নিশ্চিত এবং যুক্তি দ্বারাও সমর্থিত, তাহাই [শ্রুতির প্রকৃত অর্থ, ইহা] অতীত বাক্যসমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছি। তাহাই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ; অপর অর্থ কখনও কোথাও [শ্রুতির অভিপ্রেত] নহে * ॥৯০॥২৩

নেহনানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥৯১॥২৪

নেহনানেত্যাম্নায়াৎ ('ইহ নানা নাস্তি' ইতি এবংলক্ষণাৎ বেদবচনাৎ) 'ইন্দ্রঃ মায়াভিরিতি' ইন্দ্রঃ (ঈশ্বরঃ) মায়াভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) [বহুরূপ ঈয়তে] (ইত্যেবংলক্ষণাৎ বেদবচনাৎ) অপি অজায়মানঃ (অনুৎপদ্যমানঃ) সঃ (ঈশ্বরঃ) মায়য়া (স্বশক্ত্যা) বহুধা (নানারূপেণ) জায়তে (প্রকাশতে), [নতু স্বত ইতি ভাবঃ]।

'ব্রহ্মে কোনপ্রকার ভেদ নাই,' এবং 'ঈশ্বর মায়া দ্বারা [বহুরূপে প্রকাশ পান]' এই শ্রুতি অনুসারেও [জানা যায় যে,] সেই পরমেশ্বর জাত না হইয়াও, মায়াপ্রভাবে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥ ২৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং শ্রুতিনিশ্চয় ইত্যাহ—যদি হি ভূতত এব সৃষ্টিঃ স্যাৎ, ততঃ সত্যমেব নানা বস্তু ইতি তদভাবপ্রদর্শনার্থম্ আম্নায়ো ন স্যাৎ। অস্তি চ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিরাম্নায়ো দ্বৈতভাবপ্রতিষেধার্থঃ। তস্মাৎ আত্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থা কল্পিতা সৃষ্টিরভূতৈব প্রাণসংবাদবৎ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" ইত্যভূতার্থপ্রতিপাদকেন মায়াশব্দেন ব্যপদেশাৎ।

ননু প্রজ্ঞাবচনো মায়াশব্দঃ; সত্যম্। ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞয়া অবিদ্যাময়ত্বেন মায়াত্বা-

---

* তাৎপর্য্য—বিপক্ষ বলিয়াছেন যে, সত্য সৃষ্টিই সৃষ্টি-শব্দের মুখ্য অর্থ, ঐন্দ্রজালিকের মায়িক সৃষ্টিতে যে সৃষ্টি শব্দের প্রয়োগ, তাহা গৌণ; অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ সৃষ্টিশব্দের প্রকৃত অর্থ নহে। গৌণার্থ ও মুখ্যার্থের মধ্যে মুখ্যার্থ গ্রহণ করাই ন্যায্য। তেজস্বিতা গুণ দেখিয়া কোন লোককে যদি 'অগ্নি' বলা হয়, তাহা তাহার গৌণ প্রয়োগ। তৎকালেই যদি কেহ তাহাকে অগ্নি আনয়ন করিতে বলে, তাহা হইলে সে লোক কখনই প্রসিদ্ধ অগ্নি না আনিয়া সেই অগ্নিতুল্য লোকটিকে আনয়ন করে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, মুখ্য সৃষ্টিই সৃষ্টি শব্দের অর্থ নহে, পরন্তু গৌণমুখ্য উভয়ই, নচেৎ মায়া সৃষ্টিকে 'সৃষ্টি' বলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে না; কারণ উহা যে, বাস্তবিক সৃষ্টি নহে—গৌণ, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই।

ভ্যুপগমাদদোষঃ। মায়াভিরিন্দ্রিয়প্রজ্ঞাভিঃ অবিদ্যারূপাভিরিত্যর্থঃ। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ মায়য়া এব জায়তে তু সঃ। তু শব্দঃ অবধারণার্থঃ—মায়য়া এবেতি। ন হি অজায়মানত্বং বহুধা জন্ম চৈকত্র সম্ভবতি। অগ্নেরিব শৈত্যম্ ঔষ্ণ্যঞ্চ। ফলবত্ত্বাৎ চ আত্মৈকত্বদর্শনমেব শ্রুতিনিশ্চিতোঽর্থঃ, "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদি-মন্ত্রবর্ণাৎ, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি" ইতি নিন্দিতত্বাচ্চ সৃষ্ট্যাদিভেদদৃষ্টেঃ ॥২১॥২৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, উক্ত সিদ্ধান্তটি শ্রুতি-সিদ্ধ কিপ্রকারে? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—সৃষ্টি যদি যথার্থ সত্যই হইত, তাহা হইলে জাগতিক বিভাগ বা নানাত্বও অবশ্যই সত্য হইত; সুতরাং তাহা হইলে ভেদ-নিষেধক শ্রুতি কখনই স্থান পাইত না; অথচ দ্বৈতভাবের সত্যতা-প্রতিষেধক 'ইহাতে কিছুই নানা বা ভেদ নাই' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব, আত্মার একত্ব প্রতিপাদনার্থ পরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রাণসংবাদেরই অনুরূপ অসত্য; এই কারণেই, "ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ" এই স্থলে অসত্যতা-বোধক 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

ভাল, 'মায়া' শব্দ ত প্রজ্ঞাবাচক (জ্ঞানবোধক); হাঁ, তাহা সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানমাত্রই অবিদ্যাময়, এই কারণেই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানকে 'মায়া' বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে; সুতরাং [আলোচ্য স্থলে] কোন দোষ হয় নাই। "মায়াভিঃ" কথার অর্থ—অবিদ্যাত্মক ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞা দ্বারা; কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—'তিনি জন্মহীন, অথচ বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।' অতএব, সেই পরমাত্মা মায়া দ্বারাই জন্মলাভ করেন, (কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নহে)। মূলের 'তু'শব্দের অর্থ—অবধারণ, অর্থাৎ মায়া দ্বারাই এইরূপ অর্থ। বস্তুতঃ একই বস্তুতে সত্যসত্যই জন্মহীনতা ও বহু প্রকার জন্মপরিগ্রহ কখনই সম্ভবপর হয় না; যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা ও শীতলতা সম্ভবে না, তদ্রূপ। অতএব, শ্রুতিনিয়ত একত্ব-দর্শনকারী ব্যক্তির আর শোকই বা কি? মোহই

বা কি ?' এই মন্ত্র হইতে এবং [যে এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে,] "সে মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়,' এইরূপে ভেদবুদ্ধির নিন্দা-দর্শন হইতে এবং আত্মৈকত্ব দর্শনের ফলোল্লেখ হইতেও [জানা যায় যে] আত্মৈকত্ব জ্ঞানই শ্রুতিসিদ্ধ অর্থ, (ভেদদর্শন নহে) ॥ ৯১॥২৪

সম্ভূতেরপবাদাচ্চ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে।
কোন্বেনং জনয়েদিতি কারণং প্রতিষিধ্যতে ॥৯২॥২৫

সংভূতেঃ (জন্মনঃ) "অপবাদাৎ (অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি, যে সম্ভূতিম্ উপাসতে" ইত্যাদৌ নিন্দনাৎ) সম্ভবঃ (জন্ম) প্রতিষিধ্যতে (নিষিধ্যতে)। [তথা] 'কঃ নু (ক্ষেপে কঃ খলু. ন কোঽপি ইত্যর্থঃ,) এনং (পরমাত্মানং) জনয়েৎ (উৎপাদয়েৎ), ["নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" ইত্যাদি শ্রুতেরিতি ভাবঃ] ; ইতি (অনেন বাক্যেন) কারণং (তদুৎপাদকং চ) প্রতিষিধ্যতে। [উৎপাদকাভাবাৎ ন স উৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ]।

[শ্রুতিতে] সম্ভূতির নিন্দা হইতে [বুঝা যায় যে,] সম্ভব নিষিদ্ধ হইতেছে। আর কেইবা ইহাকে উৎপাদন করিবে ? এই কথা হইতে [জানা যায় যে,] তাহার উৎপত্তির কারণও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ৯২ ॥ ২৫

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে"ইতি শ্রুতেঃ সম্ভূতেরুপাস্যত্বাপবাদাৎ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। ন হি পরমার্থতঃ সম্ভূতায়াং সম্ভূতৌ তদপবাদ উপপদ্যতে। ননু বিনাশেন সম্ভূতেঃ সমুচ্চয়বিধ্যর্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। যথা "অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে" ইতি। সত্যমেব দেবতাদর্শনস্য সম্ভূতিবিষয়স্য বিনাশশব্দ-বাচ্যস্য কর্ম্মণঃ সমুচ্চয়বিধানার্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। তথাপি বিনাশাখ্যস্য কর্ম্মণঃ স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রবৃত্তরূপস্য মৃত্যোঃ অতিতরণার্থত্ববৎ দেবতাদর্শনকর্ম্মসমুচ্চয়স্য পুরুষসংস্কারার্থস্য কর্ম্মফলরাগপ্রবৃত্তিরূপস্য সাধ্যসাধনৈষণাদ্বয়লক্ষণস্য মৃত্যোঃ অতিতরণার্থত্বম্। এবং হ্যেষণাদ্বয়লক্ষণাৎ অবিদ্যায়া মৃত্যোরতিতীর্ণস্য বিরক্তস্য উপনিষচ্ছাস্ত্রার্থালোচনপরস্য নান্তরীয়কী পরমাত্মৈকত্ব-বিদ্যোৎপত্তিঃ, ইতি পূর্ব্ব-ভাবিনীম্ অবিদ্যামপেক্ষ্য পশ্চাদ্ভাবিনী ব্রহ্মবিদ্যা অমৃতত্বসাধনা একেন পুরুষেণ সম্বধ্যমানা অবিদ্যয়া সমুচ্চীয়ত ইত্যুচ্যতে। অতোঽন্যার্থত্বাৎ অমৃতত্বসাধনং

ব্রহ্মবিদ্যামপেক্ষ্য নিন্দার্থ এব ভবতি সম্ভূত্যপবাদঃ। যদ্যপি অশুদ্ধিবিয়োগ-হেতুঃ অতন্নিষ্ঠত্বাৎ। অতএব সম্ভূতেরপবাদাৎ সম্ভূতেঃ আপেক্ষিকমেব সত্ত্বমিতি পরমার্থসদাত্মৈকত্বম্ অপেক্ষ্য অমৃতাখ্যঃ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। এবং মায়া-নির্ম্মিতস্যৈব জীবস্য অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতস্য অবিদ্যানাশে স্বভাবরূপত্বাৎ পরমার্থতঃ কো নু এনং জনয়েৎ? ন হি রজ্জ্বাম্ অবিদ্যারোপিতং সর্পং পুনর্ব্বিবেকতো নষ্টং জনয়েৎ কশ্চিৎ; তথা ন কশ্চিৎ এনং জনয়েদিতি। কো নু ইত্যাক্ষেপার্থত্বাৎ কারণং প্রতিষিধ্যতে। অবিদ্যোদ্ভূতস্য নষ্টস্য জনয়িতৃ কারণং ন কিঞ্চিদস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। "নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৯২ ॥ ২৫

ভাষ্যানুবাদ।

'যাহারা সম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে' এই শ্রুতিতে সম্ভূতির উপাসনায় নিন্দাশ্রবণহেতু সম্ভবের প্রতিষেধ করা হইতেছে; কেননা, সম্ভূতি যদি যথার্থই সত্য হইত, তাহা হইলে কখনই তদুপাসনার নিন্দা করা সঙ্গত হইত না।

ভাল, 'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে' ইত্যাদির ন্যায় বিনাশের সহিত সম্ভূতির সমুচ্চয়-বিধানার্থও ত সম্ভূতির নিন্দাবাদ হইতে পারে। অর্থাৎ যেখানেই উৎপত্তি আছে, সেখানেই বিনাশও আছে, ইহা জ্ঞাপনার্থই ঐরূপ নিন্দা করা হইয়াছে। হাঁ, একথা সত্যই বটে; যদিও সম্ভূতি-বিষয়ক দেবতা চিন্তা এবং বিনাশ-শব্দবাচ্য কর্ম্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান বিধানার্থই সম্ভূতির অপবাদ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি স্বাভাবিক অজ্ঞানমূলক প্রবৃত্তিরূপ মৃত্যু অতিক্রম করা যেমন 'বিনাশ'-সংজ্ঞক কর্ম্মের প্রয়োজন, তেমনি কর্ম্মফলে অনুরাগমূলক প্রবৃত্তিরূপ যে সাধ্য ও সাধনবিষয়ক দ্বিবিধ বাসনাত্মক মৃত্যু, তাহা অতিক্রম করাই পুরুষ-সংস্কার-বিষয়ক দৈবতচিন্তা ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের প্রয়োজন। কেন না, পুরুষ

এইরূপেই উক্ত দ্বিবিধ কামনাময় মৃত্যু ও চিত্তগত অশুদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইয়া সংস্কারসম্পন্ন বিশুদ্ধ হইতে পারে। অতএব, পুরুষকে উক্তলক্ষণ মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ করাই দেবতা-চিন্তা ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের প্রয়োজন। ঠিক এইরূপেই উক্ত বাসনাদ্বয়রূপ অবিদ্যা-মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ, বিষয়-বৈরাগ্যসম্পন্ন এবং উপনিষৎ-শাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর পুরুষের পক্ষে পরমাত্মার একত্ববুদ্ধিরূপা বিদ্যার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী হইয়া থাকে; এই কারণে পূর্ব্ববর্ত্তী অবিদ্যা অপেক্ষা পরভবিক অমৃতত্ব-সাধনীভূত ব্রহ্মবিদ্যা একই পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়া অবিদ্যার সহিত সমুচ্চিত হয় বলা হইয়া থাকে। অতএব, প্রকৃত অমৃতত্ব-সাধনীভূত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা [সমুচ্চয়ানুষ্ঠান যখন] অন্যার্থ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির সাধকমাত্র, তখন উহা অশুদ্ধিক্ষয়ের হেতুভূত হইলেও অমৃতত্বাংশে তাৎপর্য্য না থাকায় উক্ত সম্ভূতির অপবাদ নিশ্চয়ই নিন্দার্থ। অতএব উক্ত অপবাদ হইতেই বুঝা যায় যে, সম্ভূতির যে সত্তা, তাহা অপেক্ষিক মাত্র; সুতরাং পরমার্থসৎ আত্মার একত্ব অপেক্ষা করিয়াই অমৃতনামক সম্ভব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। এইরূপে মায়ানির্ম্মিত এবং অবিদ্যা-সমুদ্বোধিত জীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে স্বরূপে অবস্থিতি হয়; সুতরাং তৎকালে সত্যসত্যই ইহাকে কে আর উৎপাদন করিবে? কেন না, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অবিদ্যা-সমারোপিত সমস্ত দৃশ্য পদার্থ বিবেকজ্ঞানে এক বার বিনষ্ট হইলে, তাহা কি আর কেহ জন্মাইতে পারে?—কখনই নহে, সেই প্রকার ইহাকেও আর কেহই জন্মাইতে পারে না। 'কঃ নু' ইহার অর্থ—আক্ষেপ—অপরকে প্রতিষেধ করা; সুতরাং এখানে উৎপত্তি-কারণের প্রতিষেধ করা হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা-সমুদ্ভূত পদার্থ এক বার বিনষ্ট হইয়া গেলে, পুনর্ব্বার তাহাকে জন্মাইতে পারে, এমন কোন কারণ নাই। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহা কোন কারণ হইতে কোনরূপে উৎপন্ন হন নাই।' ॥ ৯২॥২৫

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাতং নিহ্নুতে যতঃ।
সর্ব্বমগ্রাহ্যভাবেন হেতুনাজং প্রকাশতে ॥ ৯৩ ॥ ২৬

যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) "সঃ এষঃ নেতি নেতি" ইতি (শ্রুতিঃ) অগ্রাহ্য-ভাবেন (গ্রহণাযোগ্যত্বেন) হেতুনা (কারণেন) ব্যাখ্যাতং (উপায়ত্বেন বর্ণিতং) সর্ব্বং (দ্বৈতং) নিহ্নুতে (গোপায়তি, মিথ্যাত্বেন বারয়তি) [তস্মাৎ হেতোঃ] অজং (জন্মরহিতং আত্মস্বরূপং) প্রকাশতে।

যেহেতু, 'সেই এই আত্মা ইহা নহে ইহা নহে' এই শ্রুতির অগ্রাহ্যত্বনিবন্ধন পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত বিষয়ের অপলাপ করিতেছে, সেই হেতুই অজ আত্মস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥ ২৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধেন "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইতি প্রতিপাদিতস্য আত্মনো দুর্ব্বোধত্বং মন্যমানা শ্রুতিঃ পুনঃ পুনঃ উপায়ান্তরত্বেন তস্যৈব প্রতি-পিপাদয়িষয়া যদ্‌যদ্‌ব্যাখ্যাতং, তৎসর্ব্বং নিহ্নুতে, গ্রাহ্যং জনিমদ্‌বুদ্ধিবিষয়ম্ অপলপতি, অর্থাৎ "স এষ নেতি নেতি" ইত্যাত্মনঃ অদৃশ্যতাং দর্শয়ন্তী শ্রুতিঃ। উপায়স্য উপেয়-নিষ্ঠতামজানত উপায়ত্বেন ব্যাখ্যাতস্য উপেয়বদ্‌গ্রাহ্যতা মা ভূৎ, ইতি অগ্রাহ্যভাবেন হেতুনা কারণেন নিহ্নুত ইত্যর্থঃ। ততশ্চৈবম্ উপায়স্য উপেয়নিষ্ঠতামেব জানত উপেয়স্য চ নিত্যৈকরূপত্বমিতি, তস্য সবাহ্যাভ্যন্তরমজম্ আত্মতত্ত্বং প্রকাশতে স্বয়মেব ॥ ৯৩ ॥ ২৬

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর এইরূপ উপদেশ [প্রদত্ত হইতেছে যে,] 'ইহা নহে, ইহা নহে' এই শ্রুতি, [ইতঃ পূর্ব্বে] সমস্ত বিশেষ বস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা যে আত্মৈকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা দুর্জ্ঞেয় মনে করিয়া তাহারই উপপাদনার্থ বিভিন্ন উপায়ে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মিথ্যা বলিয়া অপলাপ করিতেছেন। অর্থাৎ 'সেই এই আত্মা, ইহা নহে, ইহা নহে' এইরূপে আত্মার অদৃশ্যতা (অগ্রাহ্যতা)-প্রতি-পাদক এই শ্রুতিই জন্য-বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়ীভূত—গ্রাহ্য পদার্থের অপলাপ

করিতেছেন। উপেয় বা প্রাপ্য-নির্ণয়েই যে উপায়ের পর্য্যবসান, ইহা যে জানে না, তাহার মনে এইরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, উপেয় ব্রহ্মবস্তুর ন্যায় তদুপায়রূপে নিরূপিত বিষয়গুলিও হয় ত গ্রহণীয় অর্থাৎ অবশ্য জ্ঞাতব্য, এই ভ্রান্তি-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে অগ্রাহ্যত্ব রূপ হেতু দ্বারা [উহার সত্তা] অপলাপ করিতেছে। অনন্তর এইরূপে 'জ্ঞাতব্য নির্ণয়েই উপায়ের তাৎপর্য্য, এবং জ্ঞাতব্য পদার্থটিই (পরমাত্মাই) নিত্য একরূপ, ইহা যিনি জানেন, তাঁহার নিকট বাহ্যাভ্যন্তরস্থ, অজ আত্মস্বরূপ আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৯৩॥২৬

সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে নতু তত্ত্বতঃ।
তত্ত্বতো জায়তে যস্য জাতং তস্য হি জায়তে ॥ ৯৪ ॥ ২৭

হি (যস্মাৎ) সতঃ (নিত্যস্য) জন্ম মায়য়া যুজ্যতে (সম্ভবতি), ন তু (ন পুনঃ) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) [জন্ম যুজ্যতে]। যস্য (বাদিনঃ মতে) তত্ত্বতঃ (পরমার্থত এব) জায়তে, তস্য (মতে) হি (নিশ্চয়ে) জাতং (উৎপন্নম্ এব) জায়তে [নতু অজম্; অজস্য জন্মাসম্ভবাৎ, জাতস্য চ জায়মানত্বে অনবস্থাদোষাপত্তেরিতি ভাবঃ]।

যেহেতু সৎপদার্থের জন্ম মায়া দ্বারাই হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হইতে পারে না। যাহার মতে বাস্তবিকই জন্ম হয়, নিশ্চয়ই তাহার মতে জাত পদার্থই জন্মে, [একথা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে ॥ ৯৪ ॥ ২৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং হি শ্রুতিবাক্যশতৈঃ সবাহ্যাভ্যন্তরমজম্, আত্মতত্ত্বমদ্বয়ং, ন ততোঽন্যৎ অস্তীতি নিশ্চিতমেতৎ। যুক্ত্যা চাধুনা এতদেব পুনর্নির্দ্ধার্য্যত ইত্যাহ, তত্রৈতৎ স্যাৎ সদা অগ্রাহ্যমেব চেৎ অসদেবাত্মতত্ত্বমিতি। তৎ ন, কার্য্যগ্রহণাৎ। যথা সতো মায়াবিনো মায়য়া জন্মকার্য্যং, এবং জগতো জন্মকার্য্যং গৃহ্যমাণং মায়াবিনমিব পরমার্থং সন্তমাত্মানং জগজ্জন্ম মায়াস্পদমেব গময়তি। যস্মাৎ সতো হি

বিদ্যমানাৎ কারণাৎ মায়ানির্ম্মিতস্য হস্ত্যাদিকার্য্যস্যেব জগজ্জন্ম যুজ্যতে, নাসতঃ কারণাৎ। ন তু তত্ত্বত এবাত্মনো জন্ম যুজ্যতে। অথবা সতো বিদ্যমানস্য বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবৎ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, ন তু তত্ত্বতো যথা, তথা অগ্রাহ্যস্য তস্যাপি সত এবাত্মনো রজ্জুসর্পবৎ জগদ্রূপেণ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, ন তু তত্ত্বত এবাজস্য আত্মনো জন্ম। যস্য পুনঃ পরমার্থসৎ অজমাত্মতত্ত্বং জগদ্রূপেণ জায়তে বাদিনঃ, ন হি তস্যাজং জায়ত ইতি শক্যং বক্তুং বিরোধাৎ। ততস্তস্যার্থাৎ জাতং জায়ত ইত্যাপন্নম্। ততশ্চানবস্থা জাতাৎ জায়মানত্বেন। তস্মাৎ অজমেকমেবাত্ম-তত্ত্বমিতি সিদ্ধম্॥ ২৪॥ ২৭

ভাষ্যানুবাদ।

উক্তপ্রকার শত শত শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা ইহাই অবধারিত হইল যে, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী অদ্বয় আত্মতত্ত্বই সত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই সত্য নাই। এখন যুক্তির সাহায্যে পুনশ্চ তাহাই অবধারিত হইতেছে। এই-রূপ প্রমাণিত হইতে পারে যে, আত্মতত্ত্ব যদি চিরদিনই অগ্রাহ্য, জ্ঞানের অবিষয় হয়, তাহা হইলে ত তাহা 'অসৎ' বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে? না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, তাহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য মায়াবীর যেরূপ মায়া দ্বারা জন্ম অর্থাৎ কার্য্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জগতেরও জন্ম বা উৎপত্তিরূপ কার্য্য দর্শনেই প্রতীতি জন্মাইয়া দেয় যে, পরমার্থসৎ আত্মাই মায়াবীর ন্যায় এই জগৎ-জন্ম-নিদান মায়ার আশ্রয়ীভূত, অর্থাৎ তাহার মায়ায়ই এই জগতের উৎপত্তি প্রতীতি হইতেছে। যেহেতু মায়াবীর মায়া-সৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় সৎ কারণ হইতেই জগতের জন্ম সম্ভবপর হয়, অসৎ কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভব হয় না, এবং সত্যসত্যই আত্মার জন্ম সম্ভব হয় না; [অতএব জগদুৎপত্তিও মায়াময় ভিন্ন আর কিছু নহে]।

অথবা, সৎ—বিদ্যমান রজ্জু প্রভৃতি পদার্থের যেমন মায়া দ্বারা সর্পাদিরূপে জন্মলাভ সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ হয় না; তেমনি সৎ ব্রহ্ম অগ্রাহ্য হইলেও, রজ্জু সর্পের ন্যায় তাঁহারও মায়া দ্বারা জগদা-কারে জন্ম সম্ভব হয়, কিন্তু সত্যসত্যই এই আত্মার জন্ম সম্ভব হয় না।

কিন্তু, যে বাদীর মতে পরমার্থসৎ আত্মার প্রকৃতপক্ষেই জগদাকারে জন্ম স্বীকৃত হয়, তাহার মতেও অজ—যাহার জন্ম নাই, তাহার জন্ম হয়, একথা বলিতে পারা যায় না; কারণ [অজের জন্ম বলিলে] বিরুদ্ধ কথা হয়। অতএব, তাহার মতে জাত পদার্থ জন্মে, এই কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হওয়ায় ফলতঃ জন্মই সিদ্ধ হইতে পারে না।* অতএব আত্মতত্ত্ব যে অজ ও এক, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৯৪॥২৭

অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥৯৫॥২৮

অসতঃ (মিথ্যাভূতস্য) মায়য়া তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ বা) জন্ম (উৎপত্তিঃ) ন এব (নিশ্চয়ে) যুজ্যতে (সংগচ্ছতে)। [যতঃ] বন্ধ্যাপুত্রঃ (বন্ধ্যায়া অপুত্রায়াঃ পুত্রঃ) তত্ত্বেন (যাথার্থ্যেন) মায়য়া অপি বা ন জায়তে। [পুত্র-জনন্যাঃ বন্ধ্যাত্বমেব নোপপদ্যতে ইত্যাশয়ঃ]।

অসত্য পদার্থের মা'য়িক বা পারমার্থিক, কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না; কারণ, মায়া দ্বারা কিংবা প্রকৃত পক্ষে কোনরূপেই বন্ধ্যার পুত্র জন্মে না ॥৯৫॥২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অসদ্বাদিনাম্ অসতো ভাবস্য মায়য়া তত্ত্বতো বা ন কথঞ্চন জন্ম যুজ্যতে, অদৃষ্টত্বাৎ। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো মায়য়া তত্ত্বতো বা জায়তে, তস্মাদত্র অসদ্বাদো দূরত এব অনুপপন্ন ইত্যর্থঃ ॥৯৫॥২৮

ভাষ্যানুবাদ।

অসদ্বাদীর পক্ষেও মায়া দ্বারা কিংবা যথার্থরূপে, কখনই অসৎ পদার্থের জন্ম হইতে পারে না; কেন না ঐরূপ দেখা

* তাৎপর্য্য—যাহার জন্ম নাই, তাহার জন্ম হয়, ইহা বিরুদ্ধ বলিয়াই ঐরূপ কথা বলা যায় না; সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, যাহা জন্মে (জাত), তাহারই জন্ম হয়। এ কথা বলিলেও 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। 'জাতং জায়তে' অর্থাৎ যাহা জন্মিয়াছে, তাহাই আবার জন্মিতেছে; সুতরাং তৎপূর্ব্বেও তাহার জন্ম স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বেও আবার জন্ম, এইরূপে জন্মপ্রবাহ-কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ ঘটে।

যায় না। কারণ, মায়া দ্বারা বা সত্যসত্যই বন্ধ্যার পুত্র জন্মে না। অতএব, এ বিষয়ে অসদ্‌বাদীর পক্ষ একেবারেই অসঙ্গত ॥ ৯৫॥২৮

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ ॥৯৬॥২৯

স্বপ্নে (স্বপ্নকালে) মনঃ (চিত্তং) যথা মায়য়া (অবিদ্যয়া) দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারেণ অবভাসমানং সৎ) স্পন্দতে (দ্বৈতবিষয়ে চেষ্টাং কুরুতে); তথা (তদ্বৎ) মনঃ মায়য়া জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং (জাগ্রৎকালীন-দ্বৈতাকারেণ প্রতিভাসমানং সৎ) স্পন্দতে (বিবিধাং চেষ্টাং কুরুতে ইত্যর্থঃ)।

স্বপ্নকালে মন যেরূপ মায়া দ্বারা দ্বৈতাকারে সমুদ্ভাসিত হইয়া নানাবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া) করিয়া থাকে; তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও মন মায়া দ্বারা দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ ২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনঃ সতো মায়য়ৈব জন্মেতি? উচ্যতে—যথা রজ্জ্বাং বিকল্পিতঃ সর্পো রজ্জুরূপেণ অবেক্ষ্যমাণঃ সন্, এবং মনঃ পরমার্থবিজ্ঞপ্ত্যা * আত্মরূপেণ অবেক্ষ্যমাণং সৎ গ্রহ্যগ্রাহকরূপেণ দ্বয়াভাসং স্পন্দতে স্বপ্নে মায়য়া, রজ্জ্বামিব সর্পঃ; তথা তদ্‌বদেব জাগ্রৎ জাগরিতে স্পন্দতে মায়য়া মনঃ, স্পন্দত ইবেত্যর্থঃ ॥৯৬॥২৯

ভাষ্যানুবাদ।

মায়া দ্বারা সৎপদার্থের জন্ম কিরূপ? তাহা কথিত হইতেছে। রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেরূপ রজ্জুরূপে পরিদৃষ্ট হয় [প্রকাশ পায়], এইরূপ, আত্ম-বুদ্ধিতে আত্মস্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া মনই মায়াদ্বারা গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ (জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃস্বরূপ) দ্বৈতাকারে প্রকাশমান হইয়া দর্শনাদি কার্য্য করে; যেমন—রজ্জুতে কল্পিত সর্প। ঠিক তেমনই জাগ্রৎকালেও মন মায়া দ্বারা [নানাকারে] স্পন্দিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ তাহার ঐ স্পন্দন বাস্তবিক নহে ॥ ৯৬॥২৯

* পরমাত্মবিজ্ঞপ্ত্যা ইতি বা পাঠঃ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥৯৭॥৩০

স্বপ্নে চ অদ্বয়ং (দ্বিতীয়রহিতম্ অপি) মনঃ দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারেণ অবভাসমানং সৎ) [প্রকাশতে, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]। তথা (তদ্বদেব) অদ্বয়ং চ (অপি) জাগ্রৎ (জাগরিতাবস্থা) দ্বয়াভাসং [ভবতি, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]; [স্বপ্নবৎ জাগ্রদপি মনঃকল্পিতমেব ইত্যাশয়ঃ]।

স্বপ্নাবস্থায় যেমন একক মনই মায়া দ্বারা সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে; তেমনি জাগ্রৎঅবস্থায়ও একাকী মনই মায়া দ্বারা বিবিধ দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥ ৩০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

রজ্জুরূপেণ সর্প ইব পরমার্থত আত্মরূপেণ অদ্বয়ং সৎ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে, ন সংশয়ঃ। ন হি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহ্যং, তদ্গ্রাহকং বা চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ অস্তি। জাগ্রদপি তথৈবেত্যর্থঃ। পরমার্থসদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ ॥৯৭॥৩০

ভাষ্যানুবাদ।

রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেমন রজ্জুরূপে অদ্বিতীয়ই বটে, তেমনি স্বরূপাবস্থায় প্রকৃত পক্ষে মন আত্মস্বরূপে অদ্বিতীয় হইলেও [মায়াদ্বারা] সদ্বিতীয়বৎ প্রতিভাত হয়, ইহাতে সংশয় নাই; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় একমাত্র বিজ্ঞান ব্যতীত হস্তিপ্রভৃতি দৃশ্য কিংবা তদ্গ্রাহক চক্ষুঃ প্রভৃতি দ্বৈত যে বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে, জাগ্রদবস্থাও ঠিক তদ্রূপই; কারণ, তখনও পরমার্থ সত্য কেবল বিজ্ঞানরূপত্বের কিছুমাত্র বিশেষ হয় না ॥ ৯৭॥৩০

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥৯৮॥৩১

দৃশ্যম্ (দর্শনযোগ্যম্) ইদং (অনুভূয়মানং) সচরাচরং (স্থাবর-জঙ্গমসহিতং) যৎ কিঞ্চিৎ দ্বৈতং, [তৎ সর্ব্বং] মনঃ (মন এব, ন ততো ভিন্নম্); হি (যস্মাৎ)

মনসঃ অমনীভাবে (নিরোধসমাধৌ সংকল্পাদিবিরহে জাতে) দ্বৈতং (জগৎ)-ন এব উপলভ্যতে (উপলব্ধিবিষয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ) ॥

দৃশ্যমান এই চরাচরাত্মক যে কিছু দ্বৈত, [তৎসমস্তই] মনঃস্বরূপ ; [মনের অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই]। কারণ, [নিরোধ-সময়ে] মনের যখন মনস্ত্ব (সংকল্পনা) বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না ॥৯৮॥৩১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

রজ্জুসর্পবৎ বিকল্পনারূপং দ্বৈতরূপেণ মন এবেত্যুক্তম্। তত্র কিং প্রমাণমিতি অন্বয়-ব্যতিরেকলক্ষণম্ অনুমানমাহ—কথং ? তেন হি মনসা বিকল্প্যমানেন দৃশ্যং—মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং সর্ব্বং মন ইতি প্রতিজ্ঞা, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে অভাবাৎ। মনসো হি অমনীভাবে নিরুদ্ধে বিবেকদর্শনাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং রজ্জ্বামিব সর্পে লয়ং গতে বা সুষুপ্তে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যত ইত্যভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতস্যাসত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥৯৮॥৩১

ভাষ্যানুবাদ।

মনই রজ্জু-সর্পের ন্যায় দ্বৈতরূপে বিকল্পনাময় ইহা বলা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি ? এইজন্য অন্বয় ও ব্যতিরেকাত্মক অনুমান প্রমাণ বলিতেছেন—কি প্রকার ? যেহেতু, বিকল্প্যমান মন দ্বারা দৃশ্য—মনোদৃশ্য এই সমস্ত দ্বৈত নিশ্চয়ই মনঃস্বরূপ, ইহা প্রতিজ্ঞা, (সাধ্যরূপে নির্দ্দেশ) ; কেন না, যেহেতু মনের সত্তায় দ্বৈতের সত্তা, আর মনের অসত্তায় দ্বৈতের অসত্তা। মনের অমনীভাব হইলে অর্থাৎ নিরুদ্ধাবস্থায় বিবেকদর্শনের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও বৈরাগ্য দ্বারা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় লয়প্রাপ্তি হইলে, অথবা সুষুপ্তিতে কখনই দ্বৈত উপলব্ধ হয় না ; অতএব, অভাব-বশতই দ্বৈতভাব অসিদ্ধ ॥ ৯৮॥৩১

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্ ॥ ৯৯॥৩২

তৎ (মনঃ) আত্মসত্যানুবোধেন (আত্মনঃ সত্যত্বোপলব্ধ্যা) যদা (যস্মিন্

কালে) ন সংকল্পয়তে (সংকল্পং ন করোতি), তদা গ্রাহ্যাভাবে (গ্রহণযোগ্য-বস্তুনুপলব্ধৌ) অগ্রহং (গ্রহণচিন্তারহিতং সৎ) অমনস্তাং (অমনোভাবং বিকল্পরাহিত্যং) যাতি (প্রাপ্নোতি)।

সেই মন যখন আত্মার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সংকল্প পরিত্যাগ করে, তখন আর গ্রহণযোগ্য কোন বস্তু না থাকায় বস্তু গ্রহণের চিন্তা বর্জ্জিত হইয়া অমনস্তা (সংকল্পরাহিত্য) লাভ করে ॥ ৯৯ ॥ ৩২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং পুনরয়ম্ অমনীভাব? ইতি উচ্যতে—আত্মৈব সত্যমাত্মসত্যং, মৃত্তিকাবৎ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। তস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অনু অববোধ আত্মসত্যানুবোধঃ। তেন সঙ্কল্প্যাভাবাৎ তৎ ন সঙ্কল্পয়তে, দাহ্যাভাবে জ্বলনমিবাগ্নেঃ যদা যস্মিন্ কালে, তদা তস্মিন্ কালে অমনস্তাম্ অমনোভাবং যাতি; গ্রাহ্যাভাবে তন্মনোঽগ্রহং গ্রহণ-বিকল্পনাবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥৯৯॥৩২

ভাষ্যানুবাদ।

সেই অমনীভাব হয় কি প্রকারে? তাহা বলিতেছেন—'বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারব্ধ নামমাত্র, মৃত্তিকাই প্রকৃত সত্য' এই শ্রুতি অনুসারে [জানা যায় যে,] মৃত্তিকার ন্যায় আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ—আত্মসত্য, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে যে, তাহার জ্ঞান, তাহারই নাম—আত্মসত্যানুবোধ; সেই হেতু, দাহ্যাভাবে অগ্নির ন্যায় সংকল্পযোগ্য বিষয় না থাকায়, যে সময় সেই মন আর সংকল্প করে না; তখন অর্থাৎ সেই কালে গ্রাহ্য পদার্থ না থাকায় মন অগ্রহ হইয়া—গ্রহণবিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অমনস্তা—অমনোভাব (সংকল্প-রাহিত্য) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৯॥৩২

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে ॥ ১০০॥৩৩

নিত্যম্ (কূটস্থম্) অজং ব্রহ্ম [যস্য জ্ঞানস্য] জ্ঞেয়ং [ভবতি, তৎ] অকল্পকম্ (সর্ব্বকল্পনারহিতম্) অজং (নিত্যং) জ্ঞানং (জ্ঞানমেব) জ্ঞেয়া-

ভিন্নং (জ্ঞেয়েন ব্রহ্মণা অভিন্নং) প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি) [বিবেকিন ইতি শেষঃ]। নিত্যং অজং (ব্রহ্ম) [স্বয়মেব] অজেন (জ্ঞানেন) বিবুধ্যতে (বোধং লভতে)। যদ্‌বা অজেন (নিত্যেন জ্ঞানেন কর্তৃস্বরূপেণ) অজং (আত্মতত্ত্বং) বিবুধ্যতে (বিজ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ)।

নিত্য অজ ব্রহ্ম যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সর্ব্ববিকল্পবর্জ্জিত সেই অজ (নিত্য) জ্ঞান জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, অজ ব্রহ্ম নিজেই নিত্য জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥১০০॥৩৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদি অসদিদং দ্বৈতং, কেন সমঞ্জসমাত্মতত্ত্বং বিবুধ্যত ? ইতি উচ্যতে—অকল্পকং সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতং, অতএব অজং জ্ঞানং জ্ঞপ্তিমাত্রং জ্ঞেয়েন পরমার্থসতা ব্রহ্মণা অভিন্নং প্রচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে" অগ্ন্যুষ্ণবৎ। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। সত্যং জ্ঞানমানন্দং * ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্যৈব বিশেষণং—ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যস্য, স্বস্থং তদিদং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ঔষ্ণ্যস্যেব অগ্নিবৎ অভিন্নম্; তেন আত্মস্বরূপেণ অজেন জ্ঞানেন অজং জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব বিবুধ্যতে অবগচ্ছতি। নিত্যপ্রকাশস্বরূপ ইব সবিতা নিত্যবিজ্ঞানৈকরসঘনত্বাৎ ন জ্ঞানান্তরমপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥১০০॥৩৩

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, এই সমস্ত দ্বৈতই যদি অসৎ হইল, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য আত্মতত্ত্ব কাহার দ্বারা পরিজ্ঞাত হয় ? বলা হইতেছে—অকল্পক অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কল্পনারহিত, এই কারণেই অজ (উৎপত্তিশূন্য) কেবলই জ্ঞান-বস্তুটিকে জ্ঞেয়রূপী পরমার্থসত্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন—এক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় 'বিজ্ঞাতার জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় না।' 'ব্রহ্ম জ্ঞানও আনন্দ স্বরূপ', 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি। তাঁহারই বিশেষণ—ব্রহ্ম যাহার জ্ঞেয়, স্বরূপস্থ সেই এই জ্ঞান, অগ্নির উষ্ণতাবৎ

* জ্ঞানমনন্তম্ ইতি বা পাঠঃ।

জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সেই অজ জ্ঞেয়স্বরূপ আত্মতত্ত্ব স্বয়ংই আপনাকে স্বস্বরূপ অজ জ্ঞান দ্বারা অবগত হন অর্থাৎ এক জ্ঞানই ব্রহ্মভাবে জ্ঞেয়, আবার স্বরূপতঃ জ্ঞাতা। নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ সূর্য্য যেমন [আত্মপ্রকাশের জন্য আর অপর প্রকাশের অপেক্ষা করে না,] তেমনি আত্মাও একমাত্র নিত্য জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং [আপনার প্রকাশের জন্য] জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না ॥ ১০০॥৩৩

নিগৃহীতস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষুপ্তেঽন্যো ন তৎসমঃ ॥১০১॥৩৪

নিগৃহীতস্য (নিরুদ্ধস্য) নির্ব্বিকল্পস্য (বিকল্পনারহিতস্য) ধীমতঃ (বিবেকশালিনঃ) মনসঃ [যঃ] প্রচারঃ (ব্যাপারঃ), স (প্রচারঃ) তু [এব] বিজ্ঞেয়ঃ (বিশেষেণ জ্ঞাতব্যঃ) [যোগিভিরিতি শেষঃ]। সুষুপ্তে (সুষুপ্ত্যবস্থায়াং) [পুনঃ] অন্যঃ (অন্যপ্রকারঃ—অবিদ্যামোহকলিতঃ, [প্রচারঃ ভবতি, অতঃ] ন তৎসমঃ (নিরুদ্ধসম ইত্যর্থঃ)।

নিরোধাবস্থাপন্ন, বিকল্পশূন্য ও বিবেকসম্পন্ন মনের যে প্রচার, তাহাই [যোগিগণের] বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য; সুষুপ্তাবস্থায় যে প্রচার বা বৃত্তি, তাহা কিন্তু অন্যপ্রকার—অবিদ্যা-মোহ-সমন্বিত; অতএব ইহা নিরুদ্ধাবস্থার সমান নহে ॥১০১॥৩৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আত্মসত্যানুবোধেন সঙ্কল্পমকুর্ব্বৎ বাহ্যবিষয়াভাবে নিরিন্ধনাগ্নিবৎ প্রশান্তং সৎ নিগৃহীতং নিরুদ্ধং মনো ভবতীত্যুক্তম্। এবঞ্চ মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতাভাবশ্চোক্তঃ। তস্যৈবং নিগৃহীতস্য নিরুদ্ধস্য মনসো নির্ব্বিকল্পস্য সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতস্য ধীমতো বিবেকবতঃ প্রচরণং প্রচারো যঃ, স তু প্রচারঃ বিশেষেণ জ্ঞেয়ো বিজ্ঞেয়ো যোগিভিঃ।

নন্থ সর্ব্বপ্রত্যয়াভাবে যাদৃশঃ সুষুপ্তিস্থস্য মনসঃ প্রচারঃ,তাদৃশ এব নিরুদ্ধস্যাপি, প্রত্যয়াভাবাবিশেষাৎ কিং তত্র বিজ্ঞেয়ম্? ইতি। অত্রোচ্যতে—নৈবম্ যস্মাৎ সুষুপ্তেঽন্যঃ প্রচারঃ অবিদ্যামোহতমোগ্রস্তস্য অন্তর্লীনানেকানর্থপ্রবৃত্তিবীজবাসনাবতঃ মনসঃ আত্মসত্যানুবোধ-হুতাশবিপ্লুষ্টাবিদ্যাদ্যনর্থপ্রবৃত্তিবীজস্য নিরুদ্ধস্য অন্য

এব প্রশান্তসর্ব্বক্লেশরজসঃ স্বতন্ত্রঃ প্রচারঃ, অতো ন তৎসমঃ। তস্মাদ্যুক্তঃ স বিজ্ঞাতুমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥১০ ॥৩৪

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমার্থসত্য আত্মার উপলব্ধিবশতঃ সংকল্প পরিত্যাগ করায় বাহ্য বিষয় [জ্ঞাতব্য] থাকে না, তখন মন কাষ্ঠশূন্য অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত হইয়া নিগৃহীত—নিরুদ্ধ হইয়া থাকে ; এই প্রকার মনের মননস্বভাব রহিত হইয়া গেলে যে দ্বৈতাভাব ঘটে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। সেই যে, এই নিগৃহীত—নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন এবং সর্ব্বপ্রকার কল্পনারহিত ও বিবেকসম্পন্ন মনের প্রচার—প্রচরণ অর্থাৎ ব্যাপার, সেই প্রচারই যোগিগণের বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য *। ভাল, নিরুদ্ধাবস্থায় যদি সর্ব্বপ্রকার প্রতীতির অভাব হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তি-সময়ে মনের যে প্রকার অবস্থা হয়, নিরোধাবস্থাপন্ন মনের অবস্থাও ত সেই প্রকারই হইল ? কারণ, উভয় স্থলেই প্রতীতির অভাব তুল্য ; সুতরাং সে অবস্থায় আর কি জানিতে হইবে ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—না—এরূপ বলিতে পার না, কারণ, সুষুপ্তি-সময়ে মনঃ অবিদ্যা-মোহরূপ তমোগ্রস্ত থাকে, এবং অনেকানেক অনর্থোৎপত্তির বীজবাসনাও তাহার অভ্যন্তরে লীন হইয়া থাকে, তাহার ব্যাপার অন্যপ্রকার ; আর সত্য আত্মার উপলব্ধিরূপ হুতাশন দ্বারা যাহার অনর্থপ্রবৃত্তির বীজভূত অবিদ্যাদি দোষরাশি বিশেষরূপে দগ্ধ হইয়াছে, এবং যাহার ক্লেশ-নিদান রজোগুণ প্রশমিত হইয়াছে, নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন

* তাৎপর্য্য—যোগ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মনের অবস্থা পাঁচ প্রকার- (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র ও (৫) নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে, রজোগুণের প্রবলতা নিবন্ধন মনের যে নিরন্তর চাঞ্চল্য, তাহাই ক্ষিপ্তাবস্থা ; এইরূপ, মনেই যে, কিয়ৎকালের জন্য কোন এক বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা, তাহাই বিক্ষিপ্তাবস্থা ; আর তমোগুণের প্রাধান্য নিবন্ধন মনের যে জড়ভাব বা মোহপ্রাবল্য, তাহাই মূঢ়াবস্থা ; কোন একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় বিশেষে যে, মনের তন্ময়তা—নিরন্তর চিন্তাশীলতা, তাহা একাগ্রতা ; ক্রমে সত্ত্বোৎকর্ষবশতঃ বিষয়ের রূপনামাদি চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক যে বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তির নিরোধ, তাহাই নিরুদ্ধাবস্থা।

সেই মনের প্রচার বা ব্যাপার সৌষুপ্ত প্রচার হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথগ্-ভূত ; অতএব, ঐ উভয় প্রচার সমান নহে ; সুতরাং নিরুদ্ধে মনো-ব্যাপার জানিতে পারা যাইতে পরে * ॥ ১০১॥৩৪

লীয়তে হি সুষুপ্তে তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে।
তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ ॥ ১০২॥৩৫

[অবস্থাদ্বয়ে প্রচারভেদে হেতুং দর্শয়তি—"লীয়তে" ইত্যাদিনা।]—হি (যস্মাৎ) সুষুপ্তে তৎ (মনঃ) লীয়তে (কারণশরীরে অবিদ্যায়াং প্রবিশতি) নিগৃহীতং (নিরুদ্ধাবস্থাপন্নং) [তু] ন লীয়তে (স্বস্বরূপেণৈব তিষ্ঠতি)। [তস্মিন্ সময়ে] তৎ (মনঃ) এব নির্ভয়ং (সর্ব্বভয়নিমিত্তশূন্যং) সমন্ততঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) জ্ঞানালোকং (জ্ঞানৈকরসং) ব্রহ্ম [সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ]।

যেহেতু সুষুপ্তিদশায় মন অবিদ্যায় বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন মন তাহাতে বিলীন হয় না। তখন সেই মনই অভয় ও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান-প্রকাশ-সম্পন্ন ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে ॥১০২॥৩৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রচারভেদে হেতুমাহ—লীয়তে সুষুপ্তৌ হি যস্মাৎ সর্ব্বাভিঃ অবিদ্যাদি প্রত্যয়-বীজবাসনাভিঃ সহ তমোরূপম্ অবিশেষরূপং বীজভাবমাপদ্যতে, তদ্‌বিবেকবিজ্ঞান-পূর্ব্বকং নিরুদ্ধং নিগৃহীতং সৎ ন লীয়তে তমোবীজভাবং নাপদ্যতে। তস্মাদ্‌যুক্তঃ প্রচারভেদঃ সুষুপ্তস্য সমাহিতস্য মনসঃ। যদা গ্রাহ্যগ্রাহকাবিদ্যাকৃতমলদ্বয়বর্জ্জিতং, তদা পরমদ্বয়ং ব্রহ্মৈব তৎ সংবৃত্তম্, ইত্যতস্তদেব নির্ভয়ম্। দ্বৈতগ্রহণস্য ভয়নিমিত্তস্য অভাবাৎ। শান্তমভয়ং ব্রহ্ম, যদ্‌বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, তদেব বিশেষ্যতে—

---

* তাৎপর্য্য—আপত্তি হইল যে, সুষুপ্তি অবস্থায় যেরূপ কোন প্রকার মনোব্যাপার থাকে না ; সেইরূপ নিরুদ্ধাবস্থায়ও যদি সর্ব্বপ্রকার প্রতীতি বা মনোব্যাপার বিরত হইয়া যায় ; তাহা হইলে সে অবস্থায় ত কিছুমাত্র জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না ; সুতরাং জ্ঞাতব্যাভাব জানিবার আদেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—নিরুদ্ধ ও সুষুপ্তি অবস্থা তুল্য নহে ; সুষুপ্তি অবস্থায় মন চেষ্টারহিত ও অবিদ্যামোহে সমাবৃত থাকে, তখন প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানেরই বৃত্তি হয় ; আর নিরুদ্ধাবস্থায় সত্ত্বোৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়া স্বতন্ত্র একপ্রকার ব্যাপার উপস্থিত করে, তখন আর অজ্ঞান-বৃত্তি থাকে না ; সুতরাং উভয় অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এই কারণেই নিরুদ্ধকালীন সাত্ত্বিক মনোব্যাপারকে জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে।

জ্ঞপ্তির্জ্ঞানম্ আত্মস্বভাবচৈতন্যং, তদেব জ্ঞানম্ আলোকঃ প্রকাশো যস্য, তদ্ ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং বিজ্ঞানৈকরসঘনম্ ইত্যর্থঃ। সমন্ততঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতো ব্যোমবৎ নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপকম্ ইত্যর্থঃ ॥১০২॥৩৫

ভাষ্যানুবাদ।

মনের প্রচারভেদে হেতু বলিতেছেন—যেহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় মন অবিদ্যাদি সমস্ত প্রতীতির কারণীভূত বাসনার সহিত তমঃস্বভাব অবিশেষরূপ (যাহা সকলের পক্ষেই সাধারণ) বীজভাব (কারণাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই মন বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিগৃহীত—নিরুদ্ধাবস্থাপন্ন হইয়া আর লীন হয় না—তমঃস্বভাব বীজভাব প্রাপ্ত হয় না; অতএব, সুষুপ্ত ও সমাহিত (নিরুদ্ধ) চিত্তের প্রচারভেদ অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। [মন] যখন গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবজনিত দ্বিবিধ মলবর্জ্জিত হয়, তখন তাহা অদ্বৈত পরব্রহ্মভাবেই সম্পন্ন হয়, এই কারণে তাহাই নির্ভয়; কেননা, ভয়ের কারণীভূত দ্বৈতবিজ্ঞান তখন থাকে না। ব্রহ্মই শান্ত ও অভয়স্বরূপ, পুরুষ যাহাকে জানিলে কোথা হইতেও ভীত হয় না, তাহাকেই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—জ্ঞান অর্থ—জ্ঞপ্তি (বোধ), অর্থাৎ আত্মস্বরূপ চৈতন্য; সেই জ্ঞানই যাহার আলোক অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ, তাহাই জ্ঞানালোক অর্থাৎ একমাত্র বিজ্ঞানমূর্ত্তি। সমন্তত অর্থ—সর্ব্বদিকে অর্থাৎ আকাশের ন্যায় নিরন্তরভাবে সর্ব্বদিক্ব্যাপী ॥১০২॥৩৫

অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন ॥ ১০৩॥৩৬

[ব্রহ্ম] অজম্ (জন্মরহিতম্) অনিদ্রম্ (অবিদ্যা-নিদ্রা-রহিতম্) অস্বপ্নম্ (স্বপ্নদর্শনশূন্যম্) অনামকম্ (নাম্না নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্), অরূপকম্ (ন কেনচিৎ নিরূপয়িতুং শক্যং) সকৃৎ (একবারমেব) বিভাতং (প্রকাশমানং) সর্ব্বজ্ঞং (সর্ব্বাত্মকং, জ্ঞস্বরূপং চ); [অতঃ তস্মিন্] কথঞ্চন (কথমপি) উপচারঃ (কর্ত্তব্যঃ) ন [বিদ্যতে ইতি শেষঃ]।

ব্রহ্ম স্বরূপতই জন্মরহিত, নিদ্রাশূন্য (সুষুপ্তিরহিত), স্বপ্নবর্জ্জিত, নামরূপশূন্য এবং একবারই প্রকাশমান সর্ব্বাত্মক ও জ্ঞানস্বরূপ; অতএব, তাঁহাতে কোন প্রকার কর্ত্তব্য সম্ভবপর হয় না ॥১০৩॥৩৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জন্মনিমিত্তাভাবাৎ সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজম্; অবিদ্যানিমিত্তং হি জন্ম রজ্জুসর্পবৎ, ইত্যবোচাম। সা চাবিদ্যা আত্মসত্যানুবোধেন নিরুদ্ধা যতঃ, অতঃ অজম্, অতএবানিদ্রম্,—অবিদ্যালক্ষণানাদিমায়া-নিদ্রা-স্বাপাৎ প্রবুদ্ধম্ অদ্বয়স্বরূপেণ আত্মনা; অতঃ অস্বপ্নম্। অপ্রবোধকৃতে হ্যস্য নাম-রূপে; প্রবোধাচ্চ তে রজ্জুসর্পবদ্বিনষ্টে; ন নাম্না অভিধীয়তে ব্রহ্ম, রূপ্যতে বা ন কেনচিৎ প্রকারেণ, ইতি অনামকম্ অরূপকঞ্চ তৎ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

কিঞ্চ, সকৃৎ বিভাতং সদৈব বিভাতং সদা ভারূপম্, গ্রহণাগ্রহণাবির্ভাব-তিরোভাববর্জ্জিতত্বাৎ। গ্রহণাগ্রহণে হি রাত্র্যহনী; তমশ্চাবিদ্যালক্ষণং সদা অপ্রভাতত্বে কারণম্; তদভাবাৎ নিত্যচৈতন্যভারূপত্বাচ্চ যুক্তং সকৃদ্বিভাতমিতি। অতএব সর্ব্বঞ্চ তৎ জ্ঞস্বরূপঞ্চেতি সর্ব্বজ্ঞম্। নেহ ব্রহ্মণ এবংবিধে উপচরণমুপচারঃ, কর্ত্তব্যঃ, যথা অন্যেষামাত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ সমাধানাদ্যুপচারঃ। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কথঞ্চন ন কথঞ্চিদপি কর্ত্তব্যসম্ভবঃ অবিদ্যানাশে ইত্যর্থঃ ॥১০৩॥৩৬

ভাষ্যানুবাদ।

জীবের জন্ম যে, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অবিদ্যাকৃত, তাহা বলিয়াছি। জন্মের সেই কারণ না থাকায় বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী ব্রহ্ম অজ,—যেহেতু আত্ম-সত্যের উপলব্ধি দ্বারা সেই অবিদ্যা নিরুদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতুই অজ; সেই কারণেই অনিদ্র অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যারূপ মায়া-নিদ্রা না থাকায় অদ্বয় আত্মস্বরূপে প্রবুদ্ধ (সর্ব্বদা জাগরিত), এই জন্যই অস্বপ্ন (স্বপ্নদর্শনরহিত)। ইহার নাম ও রূপ, উভয়ই অজ্ঞানকৃত; প্রবোধ হওয়ায় রজ্জু-সর্পের ন্যায় সেই উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্ম কোন নামে অভিহিত হন না, এবং কোন প্রকারে নিরূপিতও হন না; এই কারণে তিনি অনামক ও অরূপক। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'মন যাহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি।

অপিচ, তিনি সকৃদ্বিভাত, অর্থাৎ সর্ব্বদাই প্রকাশমান,—সর্ব্বদা প্রকাশ-স্বরূপ; কেননা, বিষয় গ্রহণ না করা কিংবা বিপরীত ভাবে গ্রহণ করা অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাব-রূপ অপ্রকাশ তাঁহার নাই। বিষয় উপলব্ধি করা আর না করা, দিন-রাত্রিস্থানীয়, এই উভয় এবং অবিদ্যাত্মক তম (মোহ), ইহারাই অপ্রকাশের কারণ হইয়া থাকে, তাহা না থাকায় এবং নিত্য-চৈতন্যময় প্রকাশরূপত্ব হেতু তাহার সকৃৎবিভাতত্বও যুক্তিযুক্তই বটে; এই কারণেই তিনি সর্ব্বও বটে এবং জ্ঞানস্বরূপও বটে, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ। অপরাপর লোকদিগের যেরূপ আত্মস্বরূপ ব্যতীতও সমাধি-চিন্তা প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্ভব হয়, এবংবিধ ব্রহ্মে তদ্রূপ কোনপ্রকার উপচার কর্ত্তব্য বলিয়া সম্ভব হয় না। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ (জ্ঞানস্বরূপ) ও মুক্তস্বভাবত্ব নিবন্ধন ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন প্রকারেই কোন কর্ত্তব্যতা সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১০৩॥৩৬

সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ।

সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধিরচলোঽভয়ঃ ॥১০৪॥৩৭

[উক্তেঽর্থে হেতুমাহ—সর্ব্বেত্যাদি।]—সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ (অভিধানসাধন-বাগিন্দ্রিয়বর্জ্জিতঃ) ['অভিলাপ'পদং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ উপলক্ষণার্থং, তেন সর্ব্বেন্দ্রিয়রহিত ইত্যর্থঃ]; সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ (সর্ব্বাভ্যঃ চিন্তাভ্যঃ সমুত্থিতঃ উদ্গতঃ অন্তঃকরণশূন্য ইত্যর্থঃ); সুপ্রশান্তঃ (ক্ষোভরহিতঃ), সকৃজ্জ্যোতিঃ (সকৃদ্বিভাতঃ), সমাধিঃ (সমাধিলভ্যত্বাৎ সমাধিস্বরূপঃ), অচলঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ) [অতএব] অভয়ঃ (দ্বৈতবিজ্ঞানবিলয়াৎ সর্ব্বভয়রহিতশ্চ ইত্যর্থঃ) [অাত্মা ইতি শেষঃ]।

[আত্মা স্বভাবতই] সর্ব্বপ্রকার শব্দ-সাধনীভূত বাগিন্দ্রিয়রহিত (সর্ব্বে-ন্দ্রিয়শূন্য), সর্ব্বপ্রকার চিন্তার সাধনীভূত অন্তঃকরণশূন্য, সুপ্রশান্ত সকৃৎ-প্রকাশময়, সমাধিগম্য এবং অচল ও অভয়স্বরূপ ॥১০৪॥৩৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অনামকত্বাদ্যুক্তার্থসিদ্ধয়ে হেতুমাহ—অভিলপ্যতে অনেনেতি অভিলাপো

বাকরণং সর্ব্বপ্রকারস্য অভিধানস্য, তস্মাদ্ বিগতঃ। বাগত্র উপলক্ষণার্থা, সর্ব্ববাহ্য-করণবর্জ্জিত .ইত্যেতৎ। তথা, সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ, চিন্ত্যতে অনয়া ইতি চিন্তা বুদ্ধিঃ, তস্যাঃ সমুত্থিতঃ, অন্তঃকরণবিবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ, "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ", "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যস্মাৎ সর্ব্ববিষয়বর্জ্জিতঃ; অতঃ সুপ্রশান্তঃ। সকৃজ্জ্যোতিঃ সদৈব জ্যোতিঃ আত্মচৈতন্যস্বরূপেণ; সমাধিঃ সমাধি-নিমিত্তপ্রজ্ঞাবগম্যত্বাৎ, সমাধীয়তে অস্মিন্নিতি বা সমাধিঃ। অচলঃ অবিক্রিয়ঃ; অতএব অভয়ঃ বিক্রিয়াভাবাৎ ॥ ১০৪॥৩৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত অনামকত্বাদি প্রমাণ করিবার নিমিত্ত হেতু বলিতেছেন—যাহা দ্বারা শব্দ করা যায়, তাহার নাম অভিলাপ, সর্ব্বপ্রকার শব্দোচ্চারণের সাধনীভূত বাগিন্দ্রিয়; তাহা হইতে বিগত—রহিত, বাক্-শব্দটি এখানে অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও প্রতিপাদক; [সুতরাং বুঝিতে হইবে,] সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়-বর্জ্জিত। সেইরূপ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিত—যাহা দ্বারা কোন বিষয় ভাবা যায়, তাহার নাম চিন্তা, অর্থাৎ বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি হইতে উত্থিত, অর্থাৎ অন্তঃকরণবর্জ্জিত; কারণ, শ্রুতি বলি-তেছেন যে, তিনি 'অপ্রাণ অমনা ও শুভ্র (শুদ্ধ)', 'অক্ষর অপেক্ষা পর হইতেও পর' ইত্যাদি। যেহেতু সমস্ত বিষয়বর্জ্জিত, সেই হেতুই সম্যক্‌রূপে প্রশান্ত। সকৃজ্জ্যোতিঃ অর্থাৎ আত্মচৈতন্যস্বরূপে সর্ব্ব-দাই জ্যোতিঃস্বরূপ। সমাধি অর্থ—সমাধিজনিত বুদ্ধিগম্য বলিয়া 'সমাধি' পদবাচ্য; অথবা, যাহার বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করা যায়, তাহার নাম সমাধি। অচল—বিকাররহিত, এই কারণেই অভয়—নির্ব্বিকার বলিয়াই অভয় পদবাচ্য ॥ ১০৪॥৩৭

গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে।
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম্ ॥ ১০৫॥৩৮

যত্র (ব্রহ্মণি) চিন্তা ন বিদ্যতে (অমনস্কত্বাৎ মনোধর্ম্মঃ চিন্তা নাস্তি); তত্র (ব্রহ্মণি) গ্রহঃ (গ্রহণং) ন, উৎসর্গঃ (ত্যাগশ্চ) ন [বিদ্যতে ইতি

শেষঃ]। তদা (আত্মসত্যানুবোধসময়ে) আত্মসংস্থং (স্বরূপাপন্নং) অজাতি (জন্মবর্জ্জিতং) জ্ঞানং সমতাং গতং (সাম্যপ্রাপ্তং ভবতি, ভেদজ্ঞানং নিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ)।

যাঁহাতে (ব্রহ্মে) কোনরূপ চিন্তা নাই, তাঁহাতে গ্রহণ বা পরিত্যাগও সম্ভবে না ; সেই অবস্থায় (আত্ম-সত্যানুভবসময়ে) আত্মপ্রতিষ্ঠ ও জন্মরহিত জ্ঞান সমতা লাভ করে ; অর্থাৎ তখন ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥১০৫॥৩৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাদ্ ব্রহ্মৈব "সমাধিরচলোঽভয়ঃ" ইত্যুক্তং ; অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি গ্রহো গ্রহণম্ উপাদানং, ন উৎসর্গ উৎসর্জ্জনং হানং বা বিদ্যতে। যত্র হি বিক্রিয়া তদ্‌বিষয়ত্বং বা, তত্র হানোপাদানে স্যাতাম্ ; ন তদ্ দ্বয়মিহ ব্রহ্মণি সম্ভবতি ; বিকারহেতোঃ অন্যস্যাভাবাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ ; অতো ন তত্র হানোপাদানে সম্ভবতঃ। চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে, সর্ব্বপ্রকারৈব চিন্তা ন সম্ভবতি যত্র অমনস্ত্বাৎ ; কুতস্তত্র হানোপাদানে ইত্যর্থঃ। যদৈব আত্মসত্যানুবোধো জাতঃ, তদৈব আত্মসংস্থং বিষয়াভাবাৎ অগ্ন্যুষ্ণবৎ আত্মন্যেব স্থিতং জ্ঞানম্, অজাতি জাতিবর্জ্জিতম্ ; সমতাং গতং পরং সাম্যমাপন্নং ভবতি। যদাদৌ প্রতিজ্ঞাতম্ "অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজাতিসমতাং গতম্" ইতি, ইদং তদুপপত্তিতঃ শাস্ত্রতশ্চোক্তম্ উপসংহ্রিয়তে—অজাতি সমতাং গতমিতি। এতস্মাদাত্মসত্যানুবোধাৎ কার্পণ্যবিষয়মন্যৎ, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। প্রাপ্যৈতৎ সর্ব্বঃ কৃতকৃত্যো ব্রহ্মণো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥১০৫॥৩৮

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু ব্রহ্মকেই সমাধি, অচল ও অভয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব, তাঁহাতে—সেই ব্রহ্মে গ্রহ অর্থাৎ গ্রহণ বা উপাদান নাই, এবং উৎসর্গ বা হান (পরিত্যাগ) নাই। কারণ, যাহাতে বিকার বা বিকারযোগ্যতা থাকে, তাহাতেই হান (ত্যাগ) ও উপাদান (গ্রহণ) হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্রহ্মে তাহার দুইই অসম্ভব ; কারণ, [তাঁহার] বিকারোৎপাদক অপর কোন পদার্থও নাই, এবং স্বয়ংও নিরবয়ব ; এইজন্যই তাঁহাতে হান ও উপাদান সম্ভবপর হয় না। যাঁহাতে চিন্তা নাই—অর্থাৎ চিন্তাসাধন মন না থাকায় কোন প্রকার চিন্তাই যাঁহাতে

সম্ভব হয় না, তাঁহাতে আবার হান বা উপাদান সম্ভব হয় কিরূপে ? যে সময়েই আত্ম-সত্যের বোধ উপস্থিত হয়, সেই সময়েই মন আত্মসংস্থ হয়—অর্থাৎ [দাহ্যাভাবে] অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নিরূপে অবস্থিত হয়, তেমনি জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকায় তখন জ্ঞানও আত্মাতেই অবস্থিত হয়, এবং অজাতি অর্থাৎ জন্মবর্জ্জিত ও সমতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়। ইতঃপূর্ব্বে 'অতঃপর অজাতি ও সমতাপ্রাপ্ত অকার্পণ্য বলিব' এই বলিয়া যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল, এখানে "অজাতি ও সমতাং-গতম্" কথায় শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে তাহারই উপসংহার করা হই-তেছে। এই আত্মসত্যের সম্যক্ উপলব্ধি হইতে কার্পণ্যের বিষয়ীভূত বস্তুটি পৃথক্। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'হে গার্গি ! যে লোক এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সে লোক কৃপণ' ইতি। অভিপ্রায় এই যে, সকলেই এই তত্ত্ব লাভ করিয়া কৃত-কৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে ॥ ১০৫॥৩৮

অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ১০৬॥৩৯

অস্পর্শযোগঃ (সর্ব্ববিষয়সম্বন্ধবর্জ্জিতঃ) নাম (প্রসিদ্ধঃ) সর্ব্বযোগিভিঃ (কর্ত্তৃভিঃ) দুর্দ্দর্শঃ (দুঃখেন দ্রষ্টুং অধিগন্তুং শক্যঃ) বৈ (এব)। অভয়ে (অস্মিন্ নির্ব্বিকল্পযোগে) ভয়দর্শিনঃ (ভয়ং মন্যমানাঃ) যোগিনঃ হি (নিশ্চয়ে) অস্মাৎ (অস্পর্শযোগাৎ) বিভ্যতি (আত্মনাশ-সম্ভাবনয়া ভীতা ভবন্তি)।

সর্ব্বপ্রকার বিষয়সংস্পর্শরহিত এই অস্পর্শ যোগটি যোগিগণের পক্ষে দুর্লভ ; [এই কারণে] অভয়ে (যেখানে কোন ভয় নাই, সেখানেও) ভয়দর্শী যোগিগণ এই অস্পর্শ যোগ হইতে ভীত হইয়া থাকেন ॥১০৬॥৩৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যপি ইদমিত্থং পরমার্থতত্ত্বং, অস্পর্শযোগো নাম অয়ং সর্ব্বসম্বন্ধাখ্যস্পর্শবর্জ্জিতত্বাৎ অস্পর্শযোগো নাম বৈ স্মর্য্যতে প্রসিদ্ধ উপনিষৎসু। দুঃখেন দৃশ্যত ইতি দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বৈর্যোগিভিঃ বেদান্তবিজ্ঞানরহিতৈঃ, সর্ব্বযোগিভিঃ আত্মসত্যানুবোধায়াসলভ্য

এবেত্যর্থঃ। যোগিনো বিভ্যতি হি অস্মাৎ সর্ব্বভয়বর্জ্জিতাদপি আত্মনাশরূপম্ ইমং যোগং মন্যমানা ভয়ং কুর্ব্বন্তি, অভয়েঽস্মিন্ ভয়দর্শিনো ভয়নিমিত্তাত্মনাশ-দর্শনশীলা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ ॥১০৬॥৩৯

ভাষ্যানুবাদ।

যদিও পরমার্থ তত্ত্বটি এইরূপই (সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তকই বটে), [তথাপি] অস্পর্শযোগ, অর্থাৎ কোনপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধরূপ স্পর্শ না থাকায় উপনিষৎশাস্ত্রে ইহা 'অস্পর্শযোগ' নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। দুঃখে দর্শন করা যায় বলিয়া, বেদান্ত-বিজ্ঞান-বিরহিত সমস্ত যোগিগণের দুর্দ্দর্শ, অর্থাৎ সমস্ত যোগিগণের পক্ষেই একমাত্র আত্মসত্যানুবোধোপযোগী ক্লেশ দ্বারাই লভ্য। এই অভয় যোগেও ভয়দর্শী অর্থাৎ আত্মবিনাশ-সম্ভাবনায় ভয়দর্শনশীল অবিবেকী যোগিগণ এই যোগকে আত্মবিনাশরূপী মনে করিয়া সর্ব্বভয়-বর্জ্জিত এই যোগ হইতেও ভীত হন, অর্থাৎ ভয় করিয়া থাকেন ॥ ১০৬॥৩৯

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্ব্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ ॥ ১০৭॥৪০

সর্ব্বযোগিনাং (আত্মসত্যানুবোধরহিতানাং হীন-মধ্যম-প্রজ্ঞানাং) অভয়ং (ভয়নিবৃত্তিঃ), দুঃখক্ষয়ঃ (দুঃখনিবৃত্তিঃ), প্রবোধঃ (আত্মবোধঃ), অক্ষয়া (নিত্যা) শান্তিঃ (মোক্ষঃ) এব চ (অপি) মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) নিগ্রহায়ত্তং (সংযমাধীনং ভবতি)। ['নিগ্রহায়ত্ত'শব্দস্য যথাযোগং সর্ব্বত্র লিঙ্গব্যত্যয়ঃ কার্য্যঃ]।

যে সমস্ত যোগী আত্মসত্যবোধরহিত, তাহাদের পক্ষে ভয়নিবৃত্তি, দুঃখধ্বংস, আত্মবোধ ও অক্ষয় শান্তি অর্থাৎ মুক্তি, এ সমস্তই মনের নিগ্রহাধীন ॥১০৭॥৪০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যেষাং পুনর্ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরেকেণ রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতমেব মন ইন্দ্রিয়াদি চ ন পরমার্থতো বিদ্যতে, তেষাং ব্রহ্মস্বরূপাণামভয়ং, মোক্ষাখ্যা চাক্ষয়া শান্তিঃ স্বভাবত

এব সিদ্ধা,নান্যায়ত্তা, "নোপচারঃ কথঞ্চন" ইত্যুক্তেঃ। যে তু অতোঽন্যে যোগিনো মার্গগা হীনমধ্যমদৃষ্টয়ো মনোঽন্যৎ আত্মব্যতিরিক্তম্ আত্মসম্বন্ধি পশ্যন্তি, তেষাম্ আত্মসত্যানুবোধরহিতানাং মনসো নিগ্রহায়ত্তম্ অভয়ং সর্ব্বেষাং যোগিনাম্। কিঞ্চ, দুঃখক্ষয়োঽপি ; ন হ্যাত্মসম্বন্ধিনি মনসি প্রচলিতে দুঃখক্ষয়োঽস্তি অবিবেকিনাম্। কিঞ্চ, আত্মপ্রবোধোঽপি মনোনিগ্রহায়ত্ত এব। তথা, অক্ষয়াপি মোক্ষাখ্যা শান্তিস্তেষাং মনো-নিগ্রহায়ত্তৈব ॥১০৭॥৪০

ভাষ্যানুবাদ।

যাহাদের নিকট মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মব্যতিরেকে কেবলই কল্পিত, পরমার্থ সত্য নহে, অর্থাৎ রজ্জু সর্পস্থলে যেমন রজ্জুই সত্য, আর দৃশ্যমান সর্প কল্পিত মাত্র—অসত্য, তেমনি যাঁহারা একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানেন, এবং তদতিরিক্ত সমস্তকেই কল্পিত অসত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষনামক অক্ষয়া শান্তি স্বভাবতই সিদ্ধ, অন্যের অধীন নহে ; কেননা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাহাতে কোন প্রকার উপচার সম্ভব হয় না। কিন্তু সৎপথবর্ত্তী এবং হীন ও মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন, অপর যে সমস্ত যোগী মনকে অন্য বলিয়া—আত্মা হইতে পৃথক্ আত্ম-সম্বন্ধী বলিয়া দর্শন করেন, সত্যস্বরূপ আত্মার স্বরূপানভিজ্ঞ সেই সমস্ত যোগীর পক্ষে অভয়প্রাপ্তি মনোনিগ্রহের (মনঃসংযমের) আয়ত্ত অর্থাৎ অধীন। আরও এক কথা, দুঃখক্ষয়ও (মনোনিগ্রহের আয়ত্ত); কারণ, বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণের আত্ম-সম্বন্ধী মন চঞ্চল হইলে কখনই দুঃখক্ষয় হয় না, এবং আত্ম-প্রবোধও মনোনিগ্রহেরই অধীন। সেইরূপ তাহাদের অক্ষয় (অবিনাশী) মোক্ষনামক শান্তিও মনোনিগ্রহেরই আয়ত্ত ॥ ১০৭॥৪০

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ ॥ ১০৮॥৪১

কুশাগ্রেণ (অতিসূক্ষ্মেণ) একবিন্দুনা (একৈকবিন্দুনা) উদধেঃ

(সমুদ্রস্য) উৎসেকঃ (সেচনং) যদ্বৎ, অপরিখেদতঃ (অনির্বেদাৎ অবসাদং বিনা) মনসঃ নিগ্রহঃ (আয়ত্তীকরণং সংযমঃ) [অপি] তদ্বৎ (তথৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ)॥

কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক বিন্দু করিয়া সমুদ্র-সেচনের ন্যায় অখিন্নচিত্তে উদ্যমসহকারে মনোনিগ্রহও ঠিক সেইরূপ [সম্ভবপর হয়] ॥১০৮॥৪১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মনোনিগ্রহোঽপি তেষাম্ উদধেঃ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা উৎসেচনেন শোষণব্যবসায়বৎ ব্যবসায়বতাম্ অনবসন্নান্তঃকরণানাম্ অনির্বেদাৎ অপরিখেদতঃ ভবতীত্যর্থঃ ॥১০৮॥৪১

ভাষ্যানুবাদ।

কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক বিন্দু করিয়া জলসেচন দ্বারা সমুদ্র-শোষণ-প্রয়াস যেরূপ, [যোগানুষ্ঠানে] যাহাদের অন্তঃকরণ অবসন্ন বা অনুৎসাহসম্পন্ন হয় না, উদ্যমশীল সেই সমস্ত লোকের মনোনিগ্রহও সেইরূপ [সম্পন্ন] হইয়া থাকে॥ ১০৮॥৪১

উপায়েন নিগৃহ্ণীয়াদ্বিক্ষিপ্তং কাম-ভোগয়োঃ।
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥১০৯॥৪২

কাম-ভোগয়োঃ (কামবিষয়ে ভোগবিষয়ে চ) বিক্ষিপ্তং (চঞ্চলং) মনঃ উপায়েন (বক্ষ্যমাণেন) নিগৃহ্ণীয়াৎ (নিরুদ্ধং কুর্য্যাৎ)। [লীয়তে সর্ব্বমস্মিন্ ইতি লয়ঃ সুষুপ্তিঃ, তস্মিন্] লয়ে চ (অপি) সুপ্রসন্নম্ (উদ্বেগবর্জ্জিতম্) [অপি মনঃ নিগৃহ্ণীয়াৎ] এব। [যতঃ] কামঃ (বিষয়স্পৃহা) যথা (যদ্বৎ অনর্থহেতুঃ) লয়ঃ [অপি] তথা (অনর্থহেতুরিত্যর্থঃ)। [অতঃ সোঽপি ত্যাজ্যঃ ইত্যাশয়ঃ]।

কাম্য বিষয়ে ও ভোগ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা নিগৃহীত করিবে, এবং যাহাতে সমুদয় বিলীন হয় সেই লয় নামক সুষুপ্তির অবস্থায় অতিশয় প্রসন্ন (সর্ব্ববিধ উদ্বেগহীন) মনকেও নিগৃহীত করিবে; কারণ, কাম যেরূপ অনর্থকর, লয়ও তেমনি অনর্থকর ॥১০৯॥৪২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিম্ অপরিখিন্নব্যবসায়মাত্রমেব মনোনিগ্রহ উপায়ঃ? ন ইত্যুচ্যতে। অপরিখিন্ন-

ব্যবসায়বান্ সন্ বক্ষ্যমাণেন উপায়েন কামভোগবিষয়েষু বিক্ষিপ্তং মনো নিগৃহ্ণীয়াৎ নিরুন্ধ্যাৎ আত্মনি এব ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, লীয়তে অস্মিন্নিতি সুষুপ্তো লয়ঃ, তস্মিন্ লয়ে চ সুপ্রসন্নম্ আয়াসবর্জ্জিতমপি ইত্যেতৎ,নিগৃহ্ণীয়াৎ ইত্যনুবর্ত্ততে। সুপ্রসন্নঞ্চেৎ কস্মাৎ নিগৃহ্যতে? ইতি,উচ্যতে—যস্মাদ্ যথা কামঃ অনর্থহেতুঃ, তথা লয়োঽপি। অতঃ কামবিষয়স্য মনসো নিগ্রহবৎ লয়াদপি নিরোদ্ধব্যত্বম্ ইত্যর্থঃ ॥১০৯॥৪২

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, অখিন্নচিত্তে উদ্যমই কি মনোনিগ্রহের একমাত্র উপায়? না—বলা হইতেছে যে, উহাই একমাত্র উপায় নহে; অখিন্নভাবে চেষ্টাবান্ হইয়া কাম ও ভোগবিষয়ে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলীভূত মনকে বক্ষ্যমাণ উপায়ে নিগৃহীত করিবে, অর্থাৎ আত্মাতেই নিরুদ্ধ করিবে। আরও কথা, যাহাতে লয় পায়, সেই সুষুপ্তির নাম লয়; সেই লয়াবস্থায় সুপ্রসন্ন বা আয়াসবর্জ্জিত মনকেও নিগৃহীত করিবে। এখানেও নিগৃহ্ণীয়াৎ কথাটির সম্বন্ধ হইতেছে। ভাল, যদি সুপ্রসন্ন থাকে, তবে আর নিগ্রহ করিবে কেন? বলা হইতেছে—যেহেতু কাম (বিষয়-স্পৃহা) যেরূপ অনর্থহেতু, লয়ও ঠিক তদ্রূপই [অনর্থহেতু]; অতএব কামবিষয়াসক্ত মনের নিগ্রহের ন্যায় লয় হইতেও মনকে নিরুদ্ধ করা আবশ্যক ॥১০৯॥৪২

দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কাম-ভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি ॥১১০॥৪৩

সর্ব্বং (দ্বৈতং) দুঃখং (দুঃখংমিশ্রিতং) অনুস্মৃত্য (নিয়তং স্মৃত্বা) কাম-ভোগাৎ (অভিলষিতাৎ ভোগাৎ) [মনঃ] নিবর্ত্তয়েৎ (নিগৃহ্ণীয়াৎ)। সর্ব্বম্ (দ্বৈতম্) অজম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্) অনুস্মৃত্য তু (পুনঃ) জাতং (দ্বৈতং) ন এব পশ্যতি, (দ্বৈতসত্তাং নানুভবতীত্যর্থঃ)।

সমস্ত দ্বৈত বস্তুই দুঃখমিশ্রিত—প্রতিনিয়ত ইহা স্মরণ করিয়া মনকে অভি-লষিত বিষয়ভোগ হইতে নিবর্ত্তিত করিবে আবার সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা স্মরণ করিয়া দ্বৈত বস্তু দর্শন করে না, অর্থাৎ তৎসমস্তই মিথ্যা বলিয়া দর্শন করে ॥১১০॥৪৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কঃ স উপায় ইতি? উচ্যতে—সর্ব্বং দ্বৈতম্ অবিদ্যাবিজৃম্ভিতং দুঃখমেব, ইত্যনুস্মৃত্য কামভোগাৎ—কামনিমিত্তো ভোগ ইচ্ছাবিষয়ঃ, তস্মাৎ বিপ্রসৃতং মনো নিবর্ত্তয়েৎ বৈরাগ্যভাবনয়া ইত্যর্থঃ। অজং ব্রহ্ম সর্ব্বমিত্যেতৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ অনুস্মৃত্য তদ্বিপরীতং দ্বৈতজাতং নৈব তু পশ্যতি, অভাবাৎ ॥১১০॥৪৩

ভাষ্যানুবাদ।

সেই উপায়টি কি? তাহা কথিত হইতেছে—অবিদ্যা-সমুদ্ভূত সমস্ত দ্বৈতই দুঃখ মিশ্রিত, ইহা নিরন্তর স্মরণ করিয়া কাম-ভোগ হইতে অর্থাৎ কামনাবশতঃ যে ভোগ—অভিলাষের বিষয়, তদাসক্ত মনকে তাহা হইতে বৈরাগ্যভাবনা দ্বারা নিবর্ত্তিত করিবে; অজ ব্রহ্মই সর্ব্ব অর্থাৎ সমস্ত দ্বৈতই ব্রহ্মস্বরূপ, শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে ইহা [অবগত হইয়া] নিরন্তর স্মরণ করত নিশ্চয়ই দ্বৈত সমূহ দর্শন করে না; কারণ, [দ্বৈত বলিয়া কোন সত্য বস্তু] নাই ॥১১০॥৪৩

লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥ ১১১॥৪৪

চিত্তং লয়ে (সুষুপ্তে লীনং সৎ) সংবোধয়েৎ (আত্মবিবেকেন যোজয়েৎ), বিক্ষিপ্তং (কাম-ভোগেষু প্রধাবৎ) পুনঃ (বারংবারম্ অভ্যাসেন) শময়েৎ (প্রশান্তং—স্থিরং কুর্য্যাৎ); সকষায়ং (বিষয়ানুরক্তং সৎ) বিজানীয়াৎ (বিষয়-দোষ-দর্শনেন সম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ নিযোজয়েৎ); শমপ্রাপ্তং (সাম্যম্ উপগতং সৎ) ন চালয়েৎ (ততঃ প্রত্যাহৃত্য ন বিষয়াভিমুখীকুর্য্যাৎ) ॥

চিত্ত লয়াখ্য সুষুপ্তাবস্থায় লীন হইলে তাহাকে জাগরিত করিবে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে নিয়োজিত করিবে। বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ ইতস্ততঃ কাম্য বিষয়ে ধাবমান হইলে, বারংবার অভ্যাস দ্বারা তাহাকে প্রশান্ত করিবে; সকষায় হইলে, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগে সমাসক্ত হইলে, বিষয়ের দোষদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে সমাধিতে নিযুক্ত করিবে; কিন্তু একবার সমতা লাভ করিলে, তাহাকে আর চঞ্চল বা বিষয়োন্মুখ করিবে না ॥১১১॥৪৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবমনেন জ্ঞানাভ্যাসবৈরাগ্যদ্বয়োপায়েন লয়ে সুষুপ্তে লীনং সম্বোধয়েৎ মনঃ, আত্মবিবেকদর্শনেন যোজয়েৎ। চিত্তং মন ইত্যনর্থান্তরম্। বিক্ষিপ্তঞ্চ কামভোগেষু শময়েৎ পুনঃ। এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসতো লয়াৎ সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ ব্যাবর্ত্তিতং,নাপি সাম্যাপন্নং অন্তরালাবস্থং সকষায়ং সরাগং বীজসংযুক্তং মন ইতি বিজানীয়াৎ। ততোঽপি যত্নতঃ সাম্যম্ আপাদয়েৎ। যদা তু সমপ্রাপ্তং ভবতি—সমপ্রাপ্ত্যভিমুখী ভবতীত্যর্থঃ; ততস্তৎ ন বিচালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১১॥৪৪

ভাষ্যানুবাদ।

চিত্ত অর্থাৎ মন লয়াখ্য সুষুপ্তে লীন হইলে উক্তপ্রকার জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দ্বিবিধ উপায়ে সংবোধিত করিবে অর্থাৎ আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করিবে [অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবেকদর্শনে মনোযোগ করিবে]। চিত্ত ও মন ভিন্ন পদার্থ নহে—একই। কাম্যবিষয়ের উপভোগে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা প্রশান্ত করিবে, মনের স্থিরতা সম্পাদন করিবে। এইরূপে বারংবার অভ্যাসবশতঃ লয়াবস্থা হইতে প্রবোধিত এবং ভোগ্য বিষয় হইতেও নিবৃত্ত, কিন্তু সমতা প্রাপ্ত না হইয়া মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় স্থিত—সকষায় অর্থাৎ [সংস্কারবশতঃ] অনুরাগযুক্ত মনকে "আমার মন সরাগ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বীজভূত অনুরাগযুক্ত" এইরূপে জানিবে, অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা) সেই অবস্থা হইতেও মনের সমতা সম্পাদন করিবে। কিন্তু, যে সময় সমতা লাভ করে—সমভাব প্রাপ্তিতে উন্মুখ হয়, সেই সমভাব হইতে তাহাকে চালিত করিবে না; অর্থাৎ বিষয়াভিমুখ করিবে না ॥১১১॥৪৪

নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরৎ চিত্তমেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥১১২॥৪৫

অপিচ, তত্র (সমতাপ্রাপ্তৌ) সুখং (সমাধিজম্ আনন্দং) ন আস্বাদয়েৎ

(অনুরক্তো ন ভবেদিত্যর্থঃ), প্রজ্ঞয়া (বিবেকজ্ঞানেন) নিঃসঙ্গঃ (নিরভিলাষঃ) ভবেৎ। নিশ্চলং [অপি] চিত্তং নিশ্চরৎ (বহির্গন্তুমুদ্যতং সৎ) প্রযত্নতঃ (যোগোক্ত-প্রকারেণ) একীকুর্য্যাৎ (সর্ব্বতঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব নিবেশয়েৎ, ইত্যর্থঃ)।

সে সময় যে রস বা সুখের উদ্ভব হয়, তাহা আস্বাদন করিবে না; পরন্তু বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিঃসঙ্গ (নিঃস্পৃহ) হইবে। সেই স্থিরীভূত চিত্ত যদি পুনশ্চ বাহিরে যাইতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক আত্মচৈতন্যের সহিত সম্মিলিত করিবে ॥১১২॥৪৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সমাধিৎসতো যোগিনো যৎ সুখং জায়তে, তৎ ন অস্বাদয়েৎ, তত্র ন রজ্যেত ইত্যর্থঃ। কথং তর্হি? নিঃসঙ্গঃ নিঃস্পৃহঃ প্রজ্ঞয়া বিবেকবুদ্ধ্যা,—যৎ উপলভ্যতে সুখং, তৎ অবিদ্যাপরিকল্পিতং মৃষৈব ইতি বিভাবয়েৎ; ততোহপি সুখরাগাৎ নিগৃহ্ণীয়াৎ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ সুখরাগান্নিবৃত্তং নিশ্চলস্বভাবং সৎ নিশ্চরদ্ বহির্নির্গচ্ছদ্ ভবতি চিত্তং, ততস্ততো নিয়ম্য উক্তোপায়েন আত্মন্যেব একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ, চিৎস্বরূপসত্তামাত্রমেব আপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥১১২॥৪৫

ভাষ্যানুবাদ।

সমাধিসম্পাদনেচ্ছু যোগীর যে সুখ উপস্থিত হয়, তাহা আস্বাদন করিবে না অর্থাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইবে না। তবে কিপ্রকারে? এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা নিঃসঙ্গ বা নিঃস্পৃহ হইয়া এইরূপ ভাবনা করিবে যে, যে সুখ অনুভূত হইতেছে, তাহা অবিদ্যাকল্পিত নিশ্চয়ই মিথ্যা, অর্থাৎ সেই সুখবিষয়ক অনুরাগ হইতেও [মনকে] নিগৃহীত করিবে। চিত্ত যখন সুখানুরাগ হইতেও নিবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ বাহ্য বিষয়ে গমনোন্মুখ হয়, তখন তাহা হইতে নিয়মিত (নিবারিত) করিয়া উক্ত উপায়ানুসারে যত্নপূর্ব্বক আত্মাতে একীভূত করিবে, অর্থাৎ কেবলই সৎচিৎ-আত্মস্বরূপতা সম্পাদন করিবে ॥১১২॥৪৫॥

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা ॥১১৩॥৪৬

যদা পুনঃ চিত্তং [সুষুপ্তৌ] ন লীয়তে, ন চ বিক্ষিপ্যতে (চঞ্চলীক্রিয়তে)

অনিঙ্গনং (নিষ্কম্পং) অনাভাসং (বিষয়াকারেণ চ ন অবভাসমানং) [ভবতি], তদা তৎ (চিত্তং) ব্রহ্ম নিষ্পন্নং (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তং ভবতি)।

চিত্ত যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না, এবং বিক্ষেপযুক্তও হয় না, এবং নিশ্চল ও বিষয়-প্রকাশশীলতাশূন্য হয়, তখন সেই চিত্ত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে ॥১১৩॥৪৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তেন উপায়েন নিগৃহীতং চিত্তং যদা সুষুপ্তৌ ন লীয়তে, ন চ পুনর্ব্বিষয়েষু বিক্ষিপ্যতে, অনিঙ্গনমচলং নিবাতপ্রদীপকল্পম্, অনাভাসং ন কেনচিৎ কল্পিতেন বিষয়ভাবেন অবভাসতে ইতি; যদা এবংলক্ষণং চিত্তং, তদা নিষ্পন্নং ব্রহ্ম; ব্রহ্মস্বরূপেণ নিষ্পন্নং চিত্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৩॥৪৬

ভাষ্যানুবাদ।

যথোক্ত উপায়ে নিগৃহীত চিত্ত যখন সুষুপ্তিতে লীন হয় না; এবং বিষয়েও বিক্ষিপ্ত হয় না; এবং অনিঙ্গন—নিশ্চল ও অনাভাস হয়, অর্থাৎ কল্পিত কোন বিষয়াকারেই প্রকাশ পায় না; চিত্ত যখন উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়, তখনই ব্রহ্মভাবে নিষ্পন্ন, অর্থাৎ চিত্ত তখনই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে ॥১১৩॥৪৬

স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণম্ অকথ্যং সুখমুত্তমম্।
অজমজেন জ্ঞেয়েন সর্ব্বজ্ঞং পরিচক্ষতে ॥১১৪॥৪৭

[এতচ্চ] উত্তমং (নিরতিশয়ং) সুখং (আত্মবোধরূপং) স্বস্থং (স্বাত্মনি স্থিতং, নির্ব্বিকারং বা) শান্তং (সর্ব্বদুঃখপ্রশমনরূপং) সনির্ব্বাণং (নির্ব্বাণেন কৈবল্যেন সহ বর্ত্ততে ইতি নির্ব্বাণপদভাক্), অকথ্যং (বর্ণয়িতুম্ অশক্যম্), অজং (অনুৎপন্নং নিত্যসিদ্ধম্) অজেন (নিত্যেন) জ্ঞেয়েন (ব্রহ্মরূপেণ) সর্ব্বজ্ঞং (ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ) পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদ ইতি শেষঃ] ॥

ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই আত্মবোধরূপ সুখকে স্বস্থ—আত্মগত, শান্ত, কৈবল্য-সহচারী অবর্ণনীয়, এবং অজ ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মরূপে অজ (নিত্য) ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৪৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তং পরমার্থসুখম্ আত্মসত্যানুবোধলক্ষণং স্বস্থং স্বাত্মনি স্থিতম্; শান্তং

সর্ব্বানর্থোপশমরূপম্। সনির্ব্বাণং, নির্ব্বৃতিনির্ব্বাণং কৈবল্যং, সহ নির্ব্বাণেন বর্ত্ততে। তচ্চ অকথ্যং—ন শক্যতে কথয়িতুম্, অত্যন্তাসাধারণবিষয়ত্বাৎ। সুখমুত্তমং নিরতিশয়ং হি তৎ যোগিপ্রত্যক্ষমেব। ন জাতম্ ইত্যজম্; যথা বিষয়-বিষয়ং; অজেন অনুৎপন্নেন জ্ঞেয়েন অব্যতিরিক্তং সৎ স্বেন সর্ব্বজ্ঞরূপেণ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব সুখং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ ॥১১৪॥৪৭

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মবিদ্‌গণ আত্মসত্যানুবোধাত্মক যথোক্ত পারমার্থিক সুখকে স্বস্থ—স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত; শান্ত সর্ব্বপ্রকার অনর্থ-(দুঃখ-) প্রশমনস্বরূপ; সনির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ অর্থ—নির্ব্বৃতি অর্থাৎ কৈবল্য (মুক্তি), সেই নির্ব্বাণের সহিত বর্ত্তমান; তাহাও আবার অকথ্য—নির্দ্দেশ করিয়া বলিবার অযোগ্য; কেন না, উহা অত্যন্ত অসাধারণ, অর্থাৎ অনুভবকারী, ভিন্ন অপরে গ্রহণ করিতে পারে না; উত্তম—নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা আর অধিক নাই), তাহা কেবল যোগি-গণেরই প্রত্যক্ষগম্য; বৈষয়িক সুখের ন্যায় জন্মে না বলিয়াই অজ; সেই অজ (অনুৎপন্ন সুখ) জ্ঞেয় (ব্রহ্ম) হইতে স্বতন্ত্র নহে; এইজন্য স্বীয় সর্ব্বজ্ঞরূপে ব্রহ্মকেই ঐ সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৪৭

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥১১৫॥৪৮

ইতি গৌড়পাদীয়কারিকাসু অদ্বৈতাখ্যং
তৃতীয়ং প্রকরণম্ ॥ ৩ ॥

কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) জীবঃ ন জায়তে (উৎপদ্যতে), অস্য (জীবস্য) সম্ভবঃ (সম্ভবতি অস্মাদিতি সম্ভবঃ কারণং) ন বিদ্যতে (নাস্তি)। তৎ এতৎ (যথোক্তং) উত্তমং (পূর্ব্বোক্তানাং উপায়ভূতসত্যানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠং) সত্যং (পরমার্থং), যত্র (যস্মিন্ সত্যে ব্রহ্মণি) কিঞ্চিৎ (স্বল্পমাত্রম্ অপি) ন জায়তে (নোৎপদ্যতে)।

কোন জীবই জন্মে না, ইহার উৎপাদকও নাই। ইহাই সেই সর্ব্বোত্তম সত্য বা পরমার্থ বস্তু (ব্রহ্ম), যে ব্রহ্মে কিছুমাত্রও জন্মে না, অর্থাৎ যাঁহাতে জন্মপ্রতীতিটা কেবল মায়ামাত্র ॥ ১১৫॥৪৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্বোঽপ্যয়ং মনোনিগ্রহাদিঃ মৃল্লোহাদিবৎ সৃষ্টিরুপাসনা চোক্তা পরমার্থস্বরূপপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন, ন পরমার্থসত্যেতি। পরমার্থসত্যং তু—ন কশ্চিৎ জায়তে জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ নোৎপদ্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ। অতঃ স্বভাবতঃ অজস্য অস্য একস্য আত্মনঃ সম্ভবঃ কারণং ন বিদ্যতে নাস্তি। যস্মাৎ ন বিদ্যতে অস্য কারণং, তস্মাৎ ন কশ্চিজ্জায়তে জীব ইত্যেতৎ। পূর্ব্বেষু উপায়ত্বেন উক্তানাং সত্যানাম্ এতৎ উত্তমং সত্যং, যস্মিন্ সত্যস্বরূপে ব্রহ্মণি অণুমাত্রমপি কিঞ্চিৎ ন জায়তে ইতি ॥১১৫॥৪৮

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়ভাষ্যে আগমশাস্ত্রবিবরণেঽদ্বৈতাখ্য তৃতীয়প্রকরণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত মনোনিগ্রহাদি, মৃত্তিকা-লৌহাদির ন্যায় সৃষ্টিপদ্ধতি এবং উপাসনা, এই সমস্তই কেবল পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় মাত্র; কিন্তু পরমার্থ সত্য নহে। কিন্তু পরমার্থ সত্য হইতেছে এই যে, কর্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপ কোন জীবই কোন প্রকারেই জন্মে না—উৎপন্ন হয় না; অতএব স্বভাবত অজ (জন্মরহিত) এই এক (অদ্বিতীয়) আত্মার সম্ভব—কারণ নাই। যেহেতু ইহার কারণ বিদ্যমান নাই; সেই হেতুই কোন জীব জন্মে না। পূর্ব্বে উপায়রূপে যে সমস্ত সত্য পদার্থ উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহাই উত্তম (উৎকৃষ্ট) সত্য, যেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অণুমাত্রও কোন বস্তু জন্মলাভ করে না ১১৫॥৪৮

তৃতীয় অদ্বৈত প্রকরণ সমাপ্ত ॥

অথ গৌড়পাদীয়কারিকাসু অলাতশান্ত্যাখ্যং চতুর্থং প্রকরণম্।

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাংবরম্ ॥১১৬॥১

যঃ (পুরুষোত্তমঃ) আকাশকল্পেন (আকাশাদ্ ঈষন্ন্যূনেন শূন্যপ্রায়েণ ইত্যর্থঃ) জ্ঞেয়াভিন্নেন (জ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা, তদভিন্নেন, আত্মস্বরূপানতিরিক্তেন) জ্ঞানেন [আত্মনঃ] ধর্ম্মান্ গগনোপমান্ (আকাশকল্পান্ অসদ্রূপান্) সংবুদ্ধঃ (জ্ঞাতবান্), তং দ্বিপদাং (পুরুষাণাং) বরং (শ্রেষ্ঠং, পুরুষোত্তমং নারায়ণ মতি যাবৎ) বন্দে (অভিবাদয়ে)।

যিনি আকাশ-সদৃশ, অথচ জ্ঞেয় আত্মা হইতে অভিন্ন, জ্ঞানবলে আকাশ-সদৃশ [আত্মার] ধর্ম্মসমূহ অবগত হইয়াছিলেন; সেই পুরুষোত্তমকে বন্দনা করিতেছি ॥১১৬।১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ওঙ্কারনির্ণয়দ্বারেণ আগমতঃ প্রতিজ্ঞাতস্য অদ্বৈতস্য বাহ্যবিষয়ভেদ-বৈতথ্যাচ্চ প্রসিদ্ধস্য পুনরদ্বৈতে শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং সাক্ষান্নির্দ্ধারিতস্য এতদুত্তমং সতাম্, ইত্যুপসংহারঃ কৃতোঽন্তে তস্য এতস্য আগমার্থস্য অদ্বৈতদর্শনস্য প্রতিপক্ষভূতা দ্বৈতিনো বৈনাশিকাশ্চ; তেষাং চ অন্যোন্য-বিরোধাৎ রাগদ্বেষাদিক্লেশাস্পদং দর্শনমিতি মিথ্যা-দর্শনত্বং সূচিতম্, ক্লেশানাস্পদত্বাৎ সম্যগ্‌দর্শনমিতি অদ্বৈতদর্শনস্তুতয়ে।তদিহ বিস্তরেণ অন্যোন্যবিরুদ্ধতয়া অসম্যগ্‌দর্শনত্বং প্রদর্শ্য তৎপ্রতিষেধেন অদ্বৈতদর্শন-সিদ্ধিঃ উপসংহর্ত্তব্যা অবীতন্যায়েন, ইতি অলাতশান্তি-প্রকরণম্ আরভ্যতে। তত্র অদ্বৈতদর্শনসম্প্রদায়কর্ত্তুঃ অদ্বৈতস্বরূপেণৈব নমস্কারার্থোঽয়ম্ আদ্যশ্লোকঃ। আচার্য্যপূজা হি অভিপ্রেতার্থসিদ্ধ্যর্থেষ্যতে শাস্ত্রারম্ভে। আকাশেন ঈষদসমাপ্তম্ আকাশকল্পম্ আকাশতুল্যমিত্যেতৎ। তেন আকাশকল্পেন জ্ঞানেন। কিং? ধর্ম্মানাত্মনঃ। কিংবিশিষ্টান্? গগনোপমান্ গগনমুপমা যেষাং তে গগনো-পমাঃ, তানাত্মনো ধর্ম্মান্। জ্ঞানস্যৈব পুনর্ব্বিশেষণম্—জ্ঞেয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ আত্মভিঃ

অভিন্নম অগ্ন্যুষ্ণবৎ সবিতৃপ্রকাশবচ্চ যৎ জ্ঞানং, তেন জ্ঞেয়াভিন্নেন জ্ঞানেন আকাশকল্পেন জ্ঞেয়াত্মস্বরূপাব্যতিরিক্তেন গগনোপমান্ ধর্ম্মান্ যঃ সম্বুদ্ধঃ সম্বুদ্ধবান্ নিত্যমেব ঈশ্বরো যো নারায়ণাখ্যঃ, তং বন্দে অভিবাদয়ে, দ্বিপদাং বরং দ্বিপদোপলক্ষিতানাং পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষোত্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। উপদেষ্টৃ-নমস্কারমুখেন জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বদর্শনমিহ প্রকরণে প্রতিপিপাদয়িষিতং প্রতিপক্ষপ্রতিষেধদ্বারেণ প্রতিজ্ঞাতং ভবতি ॥১১৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।

প্রথমতঃ ওঁকারের স্বরূপ-নিরূপণ দ্বারা শাস্ত্রানুসারে অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ; এবং বাহ্যবিষয়সমূহের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন দ্বারা তাহা সমর্থিত বা প্রমাণিত হইয়াছে, পুনশ্চ অদ্বৈতবিষয়ক শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও অদ্বৈততত্ত্ব অবধারিত করিয়া অবশেষে ইহাকেই সর্ব্বোত্তম সত্য বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। দ্বৈতবাদী ও বৈনাশিকগণই (ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) এই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপক্ষ। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকায়, তাহাদের দর্শন রাগ-দ্বেষাদি দোষে কলুষিত ; সুতরাং তাহাদের দর্শনের মিথ্যাত্ব বা অসারত্বও সূচিত হইয়াছে। কোনরূপ ক্লেশের (পূর্ব্বোক্ত দোষের) বিষয়ীভূত নয় বলিয়া অদ্বৈত দর্শনই ঠিক যথার্থ দর্শন, এইরূপে অদ্বৈতবিদ্যার প্রশংসা করাই ঐরূপ সূচনার উদ্দেশ্য। এখানে প্রতিপক্ষগণের দর্শন সমুদয় পরস্পর বিরোধ-ভাবাপন্ন হওয়ায়, অসম্যক্ দর্শন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোপদেশ নহে, ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার প্রত্যাখ্যান দ্বারা অতীত বা ব্যতিরেকী অনুমান-প্রণালী অনুসারে * অদ্বৈতসিদ্ধির উপসংহার করা আবশ্যক ; এই অভিপ্রায়ে এই 'অলাতশান্তি' নামক চতুর্থ প্রকরণ আরব্ধ হই-

* তাৎপর্য্য—অনুমান সাধারণতঃ দুইপ্রকার, এক—অন্বয়ী, অপর—ব্যতিরেকী। এই ব্যতিরেকী অনুমানেরই অপর নাম 'অতীত'। অন্বয়ী অনুমানে একের সত্তায় অপরের সত্তা বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, আর ব্যতিরেকী অনুমানে একের অভাবে অপরের ভাব কিংবা অভাব প্রমাণিত করা হয়।

তেছে ; তাহাতেও আবার অদ্বৈত দর্শনের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের পক্ষে অদ্বৈত পদার্থেরই নমস্কার করা সঙ্গত ; সুতরাং তথাবিধ নমস্কারার্থেই এই আদ্যশ্লোক [রচিত হইয়াছে]।

যাহা আকাশ হইতে ঈষৎ অল্প, তাহাই আকাশকল্প, অর্থাৎ আকাশের তুল্য। সেই আকাশকল্প জ্ঞান দ্বারা,—কি ? আত্মার ধর্ম্মসমূহকে,—কি প্রকার ধর্ম্মসমূহকে ? গগনোপম, অর্থাৎ আকাশ যাহাদের উপমানভূত, গগনোপম সেই সমস্ত আত্ম-ধর্ম্মকে। পুনশ্চ জ্ঞানের বিশেষণ [প্রদত্ত হইতেছে।] নারায়ণনামক যে ঈশ্বর অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় এবং সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় জ্ঞাতব্য অর্থাৎ ধর্ম্মস্বরূপ আত্ম-সমূহের সহিত অভিন্ন যে জ্ঞান, জ্ঞেয়াভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞেয় আত্মস্বরূপ হইতে অপৃথগ্ভূত, আকাশতুল্য সেই জ্ঞান দ্বারা আকাশসদৃশ ধর্ম্মসমূহকে সর্ব্বদাই অবগত আছেন ; তাঁহাকে বন্দনা করি—প্রণাম করি। * "দ্বিপদাং বরং" এ কথার অভিপ্রায় এই যে, দ্বিপদগণের মধ্যে অর্থাৎ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—পুরুষোত্তম। এই প্রকরণে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃভেদরহিত, পরমার্থ আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা এই উপদেষ্টা গুরুর নমস্কার-স্থলেই প্রতিপক্ষ-সিদ্ধান্তপ্রত্যাখ্যান দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল ॥১১৬॥১

অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্ব্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্ ॥১১৭॥২

* তাৎপর্য্য—আচার্য্যো হি পুরা বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণাধিষ্ঠিতে নারায়ণং ভগবন্ত-মভিপ্রেত্য তপো মহৎ অতপ্যত ; ততো ভগবান্ অতিপ্রসন্নস্তস্মৈ বিদ্যাং প্রাদাৎ ; ইতি প্রসিদ্ধং পরমগুরুত্বং পরমেশ্বরস্যেতিভাবঃ। [আনন্দগিরিঃ]

ইহার ভাবার্থ এই যে, পুরাকালে আচার্য্য গৌড়পাদ নর-নারায়ণাধিষ্ঠিত বদরিকাশ্রমে যাইয়া নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ নারায়ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গৌড়পাদকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন ; এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে। তদনুসারে গৌড়পাদকে পরমেশ্বরের শিষ্য এবং তাঁহাকে ইহার পরমগুরু বলিয়া প্রণাম করা অসঙ্গত হয় না।

অস্পর্শযোগঃ (নাস্তি স্পর্শস্য যোগঃ সম্বন্ধঃ যস্মিন্, স তথোক্তঃ, ব্রহ্মস্বভাবঃ) বৈ (এব) নাম (প্রসিদ্ধঃ) সর্ব্বসত্ত্বসুখঃ (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং চিত্তানাং বা সুখাবহঃ) হিতঃ (কল্যাণকরঃ) অবিবাদঃ (বিসংবাদরহিতঃ) অবিরুদ্ধঃ (বিরোধশূন্যঃ) চ (সমুচ্চয়ে) [যঃ যোগঃ] দেশিতঃ (শাস্ত্রেণ উপদিষ্টঃ), অহং তং (যোগং) নমামি (বন্দে)।

সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সংস্পর্শরহিত—'অস্পর্শযোগ' নামে প্রসিদ্ধ, সর্ব্বসুখাবহ, হিতকর, এবং বিবাদরহিত ও অবিরুদ্ধ যে যোগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। আমি তাহাকে নমস্কার করি ॥ ১১৭ ॥ ২

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

অধুনা অদ্বৈতদর্শনযোগস্য নমস্কারঃ তৎস্তুতয়ে ; স্পর্শনং স্পর্শঃ সম্বন্ধো ন বিদ্যতে যস্য যোগস্য কেনচিৎ কদাচিদপি, সোঽস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব, বৈ নামেতি ব্রহ্মবিদাম্ অস্পর্শযোগ ইত্যেবং প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। স চ সর্ব্বসত্ত্বসুখো ভবতি। কশ্চিৎ অত্যন্তসুখসাধনবিশিষ্টোঽপি দুঃখরূপঃ, যথা তপঃ ; অয়ন্তু ন তথা ; কিন্তর্হি ? সর্ব্বসত্ত্বানাং সুখঃ। তথেহ ভবতি কশ্চিদ্বিষয়োপভোগঃ সুখঃ, ন হিতঃ ; অয়ন্তু সুখো হিতশ্চ ; নিত্যম্ অপ্রচলিতস্বভাবত্বাৎ। কিঞ্চ, অবিবাদঃ বিরুদ্ধবদনং বিবাদঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহেণ যস্মিন্ ন বিদ্যতে, সোঽবিবাদঃ। কস্মাৎ ? যতঃ অবিরুদ্ধশ্চ, য ঈদৃশো যোগো দেশিত উপদিষ্টঃ শাস্ত্রেণ ; তং নমাম্যহং প্রণমামীত্যর্থঃ ॥১১৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।

এখন অদ্বৈতদর্শনযোগের প্রশংসার্থ তাহার নমস্কার করিতেছেন। স্পর্শ অর্থ স্পর্শন অর্থাৎ কখনও কোন বিষয়ের সহিত যাহার স্পর্শ বা সম্বন্ধ নাই, তাহা অস্পর্শযোগ, তাহা ব্রহ্মস্বভাবই বটে, ['বৈ,' ও 'নাম' শব্দ অবধারণ ও প্রসিদ্ধ্যর্থক] ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিকট 'অস্পর্শযোগ' এইরূপ প্রসিদ্ধ। সেই যোগ সমস্তেরই সুখাবহ হইয়া থাকে। কোন বিষয় অত্যন্ত সুখসাধন হইয়াও দুঃখময় হইয়া থাকে, যেমন তপস্যা ; ইহা কিন্তু সেরূপ নহে। তবে কিরূপ ?—না, সকল প্রাণীরই সুখকর। সেইরূপ কোন কোন বিষয়োপভোগ সুখকর হইয়াও অহিত হইয়া

থাকে ইহা কিন্তু সুখকরও বটে এবং হিতও বটে। কারণ, কোন কালেই ইহার স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। অপিচ, ইহা অবিবাদ। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক যে বিরুদ্ধ কথন, তাহার নাম বিবাদ ; সেই বিবাদ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহাই অবিবাদ ; কারণ ? যেহেতু ইহা বিরুদ্ধ নহে—অবিরুদ্ধও বটে। ঈদৃশ যে যোগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, আমি সেই যোগকে প্রণাম করিতেছি ॥১১৭॥২

ভূতস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি।
অভূতস্যাপরে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরম্ ॥১১৮॥৩

[দ্বৈতিনাং বিবাদপ্রকারমাহ—ভূতস্যেত্যাদি।]—পরস্পরং বিবদন্তঃ (বিরুদ্ধ-কথনশীলাঃ) কেচিৎ এব (ন তু সর্ব্বে) বাদিনঃ (সাংখ্যাঃ এব) ভূতস্য (বিদ্যমানস্য সতঃ) জাতিম্ (উৎপত্তিং) ইচ্ছন্তি। অপরে ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) (বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ বাদিনঃ) অভূতস্য (অসতঃ) [জাতিম্ ইচ্ছন্তি ইতি শেষঃ] ॥

পরস্পর বিবাদকারী কোন কোন বাদীরাই (সাংখ্যমতাবলম্বীরাই কেবল) ভূত বা সৎপদার্থের উৎপত্তি ইচ্ছা করেন ; আবার বুদ্ধিমান্ অপরাপর বাদিগণ (নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ) অসৎপদার্থেরই উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ১১৮॥৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং দ্বৈতিনঃ পরস্পরং বিরুধ্যন্তে, ইতি উচ্যতে—ভূতস্য বিদ্যমানস্য বস্তুনো জাতিম্ উৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি সাঙ্খ্যাঃ ; ন সর্ব্ব এব দ্বৈতিনঃ। যস্মাৎ অভূতস্য অবিদ্যমানস্য :অপরে বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ ধীরা ধীমন্তঃ প্রাজ্ঞাভিমানিন ইত্যর্থঃ, বিবদন্তঃ বিরুদ্ধং বদন্তো হি অন্যোন্যম্ ইচ্ছন্তি জেতুম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১১৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ।

দ্বৈতবাদীরা পরস্পর কি প্রকারে বিবাদ করিয়া থাকে, তাহা কথিত হইতেছে—কোন কোন বাদীরাই—কেবল সাংখ্যবাদীরাই ভূত অর্থাৎ

বিদ্যমান বস্তুরই জাতি বা উৎপত্তি ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন), কিন্তু সমস্ত দ্বৈতবাদীরাই নহে; যেহেতু ধীর—ধীমান্ অর্থাৎ যাহারা আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, সেই নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকাদি অপরাপর বাদিগণ বিবাদ করত অর্থাৎ পরস্পর জয় লাভের ইচ্ছায় বিরুদ্ধভাষণ-তৎপর হইয়া অভূত অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থেরও উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন * ॥১১৮॥৩

ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে।
বিবদন্তোঽদ্বয়া হ্যেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে ॥১১৯॥৪

ভূতং (বিদ্যমানং সৎ) কিঞ্চিৎ (কিমপি) ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে আত্মবৎ); অভূতং (অবিদ্যমানং—অসৎ অপি) ন এব জায়তে; ইতি (ইত্থং) বিবদন্তঃ (পরস্পরং বিরুদ্ধং বাদং কুর্ব্বন্তঃ সাংখ্যাঃ তার্কিকাশ্চ) [বস্তুতঃ] অদ্বয়াঃ (অদ্বৈতমতানুসারিণ এব সন্তঃ) তে (বাদিনঃ) অজাতিং (অনুৎপত্তিং) হি (এব) খ্যাপয়ন্তি (প্রকাশয়ন্তি) ইত্যর্থঃ।

কোন সৎপদার্থই জন্মে না, এবং কোন অসৎপদার্থই জন্মে না, এইরূপে বিবাদ করায় সেই বাদিগণ (সাংখ্য ও নৈয়ায়িকাদি) [ফলতঃ] অদ্বৈতমতানুযায়ী হইয়া অনুৎপত্তিই প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১৯॥৪

* তাৎপর্য্য—সাংখ্যবাদীরা বলেন—"নাসদুৎপদ্যতে, নচ সৎ বিনশ্যতি", অর্থাৎ অসৎ—যাহার অস্তিত্ব নাই, সেরূপ পদার্থ কখনও জন্মে না; আর সৎ—যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, সেরূপ পদার্থও কখনই বিনষ্ট হয় না; সৎপদার্থ চিরকালই আছে এবং থাকিবেও চিরকাল; আর অসৎপদার্থ—আকাশ-কুসুমাদি কস্মিন্ কালেও ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও হইবে না। আবির্ভাব বা অভিব্যক্তির নাম জন্ম, আর তিরোভাব বা স্বস্ব কারণে বিলয়প্রাপ্তির নাম নাশ। তিলের মধ্যে তৈল ছিল বলিয়াই পীড়নে তাহা অভিব্যক্ত বা উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর বালুকামধ্যে কখনও তৈল নাই—অসৎ, তাই শত চেষ্টায়ও তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, বা হইতে পারে না। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইল, আবার বিনষ্ট হইয়া কি হইল? না, মৃত্তিকারূপে পরিণত হইল,—অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রযোজ্য। অন্যান্য যুক্তি সাংখ্যশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন যে, না; যাহা সৎ—বিদ্যমান আছে, তাহার আবার উৎপত্তি কি? অবিদ্যমান—অসৎ ঘটপটাদি পদার্থই কুম্ভকারাদির চেষ্টা বলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিদ্যমান—উৎপন্ন ঘট-পটাদির ত আর কখনও উৎপত্তি সম্ভব হয় না। আর বস্তু যদি উৎপন্নই থাকে, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত কাহারই চেষ্টা হইতে পারে না; বালুকা হইতে যে তৈল নিঃসৃত হয় না, তাহার কারণ, বালুকাতে তৈলোৎপাদক শক্তির অভাব। ইত্যাদি।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৈরেবং বিরুদ্ধবদনেন অন্যোন্যপক্ষপ্রতিষেধং কুর্ব্বদ্ভিঃ কিং খ্যাপিতং ভবতীতি উচ্যতে—ভূতং বিদ্যমানং বস্তু ন জায়তে কিঞ্চিদ্‌বিদ্যমানত্বাৎ এব, আত্মবৎ; ইত্যেবং বদন্ অসদ্‌বাদী সাঙ্খ্যপক্ষং প্রতিষেধতি সজ্জন্ম। তথা অভূতম্ অবিদ্যমানম্ অবিদ্যমানত্বাৎ ন এব জায়তে, শশবিষাণবৎ; ইত্যেবং বদন্ সাঙ্খ্যোঽপি অসদ্‌বাদিপক্ষম্ অসজ্জন্ম প্রতিষেধতি। বিবদন্তো বিরুদ্ধং বদন্তঃ অদ্বয়া অদ্বৈতিনোঽপ্যেতে অন্যোন্যস্যপক্ষৌ সদসতোর্জ্জন্মনা প্রতিষেধন্তঃ অজাতিম্ অনুৎপত্তিম্ অর্থাৎ খ্যাপয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি তে ॥১১৯॥৪

ভাষ্যানুবাদ।

তাহারা এইরূপে পরস্পরের পক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক বিবাদ করায়, কিরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, তাহা বলা হইতেছে—ভূত বা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া আত্মা যেমন উৎপন্ন হয় না; তেমনি ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না, বিদ্যমানতাই তাহার কারণ। এইরূপ বলিয়া অসৎবাদী (নৈয়ায়িক প্রভৃতি) সাংখ্য-সম্মত সৎ-পদার্থের জন্ম প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। সেইরূপ, অভূত অর্থাৎ শশ-শৃঙ্গের ন্যায় অবিদ্যমান পদার্থ অবিদ্যমানতা হেতুই অর্থাৎ নাই বলিয়াই জন্মে না; এইরূপ বলিয়া সাংখ্যও আবার অসদ্‌বাদি-সম্মত অসতের জন্মবাদ প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। বিবাদ করত অর্থাৎ বিরুদ্ধ-বাদকারী এই বাদিগণ পরস্পরের সৎ-জন্ম, আর অসৎ-জন্ম, এই পক্ষদ্বয় খণ্ডন করত [প্রকৃত পক্ষে] অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বৈতমতানুযায়ীই হইয়া পড়েন। তাহার ফলে প্রকারান্তরে তাহারা অজাতি অর্থাৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তিই খ্যাপন—প্রকাশ করিয়া থাকেন * ॥১১৯॥৪

* তাৎপর্য্য—নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায় বলেন যে, সৎ—বিদ্যমান পদার্থ কখনই জন্ম লাভ করিতে পারে না; আবার সাংখ্যবাদীরাও বলেন যে, না,—অসতের জন্ম হইতে পারে না; এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ই যখন উৎপত্তির বিপক্ষে দণ্ডায়মান, তখন ফলে-ফলে তাহাদের মতেও কোন বস্তুরই উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না; সুতরাং অদ্বৈতবাদীর সহিতই একমত হইয়া পড়িতেছে। কেননা, তাহারা কেহই যখন স্বীয় মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে; তখন কাহার মত সত্য, আর কাহার মত মিথ্যা, ইহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই অদ্বৈত-বাদীর অভিমত 'কোন বস্তুরই উৎপত্তি হয় না,' এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইতেছে।

খ্যাপ্যমানামজাতিং তৈরনুমোদামহে বয়ম্ ।
বিবদামো ন তৈঃ সার্দ্ধমবিবাদং নিবোধত ॥১২০॥৫

তৈঃ (বাদিভিঃ) খ্যাপ্যমানাম্ (নিরূপ্যমাণাম্) অজাতিং (উৎপত্ত্যভাবং) বয়ং (অদ্বৈতবাদিনঃ) অনুমোদামহে (স্বীকুর্ম্মঃ); তৈঃ (সাংখ্যাদিভিঃ) সার্দ্ধং (সহ) ন বিবদামঃ (বিবাদং কুর্ম্মঃ)। [হে শিষ্যাঃ!] অবিবাদং (বিবাদরহিতং পরমার্থতত্ত্বং) নিবোধত (অবগচ্ছত)।

সেই বাদিগণকর্ত্তৃক প্রকাশিত অনুৎপত্তিবাদ আমরা অনুমোদনই করি; কিন্তু তাহাদের সহিত বিবাদ করি না। হে শিষ্যগণ, পরমার্থ-তত্ত্ব নির্ব্বিবাদ বলিয়া অবগত হও ॥১২০॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৈঃ এবং খ্যাপ্যমানাম্ অজাতিম্ 'এবমস্তু' ইতি অনুমোদামহে কেবলং, ন তৈঃ সার্দ্ধং বিবদামঃ পক্ষ-প্রতিপক্ষগ্রহণেন; যথা তে অন্যোন্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অতস্তম্ অবিবাদং বিবাদরহিতং পরমার্থদর্শনম্ অনুজ্ঞাতম্ অস্মাভিঃ নিবোধত, হে শিষ্যাঃ ॥১২০॥৫

ভাষ্যানুবাদ।

তাহাদের প্রকাশিত অনুৎপত্তিবাদকে আমরা 'এবম্ অস্তু' (এই রূপই হউক) বলিয়া কেবল অনুমোদনই করি, কিন্তু পক্ষ ও প্রতিপক্ষ ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের সহিত বিবাদ করি না। অভিপ্রায় এই যে, তাহারা যেরূপ বিবাদ করে, আমরা সেরূপ বিবাদ করি না। অতএব, হে শিষ্যগণ, আমাদের অনুমোদিত সেই অবিবাদ বা বিবাদরহিত পরমার্থতত্ত্ব অবগত হও ॥১২০॥৫

অজাতস্যৈব ধর্ম্মস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ধর্ম্মো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥১২১॥৬

বাদিনঃ (সদসদ্বাদিনঃ) অজাতস্য (জন্মরহিতস্য) এব (নিশ্চয়ে) ধর্ম্মস্য (বস্তুনঃ) জাতিম্ (উৎপত্তি) ইচ্ছন্তি। [কিন্তু] অজাতঃ হি (এব)

[অতএব] অমৃতঃ (নাশরহিতঃ) ধর্ম্মঃ কথং (কেন রূপেণ) মর্ত্ত্যতাং (মরণ-শীলতাং) এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি) ? [ন কথমপি ইতি ভাবঃ] ।

সদসদ্‌বাদিগণ (যাহারা সৎ অসৎ উভয়রূপই স্বীকার করে, তাহারা) অজাত পদার্থেরই উৎপত্তি স্বীকার করে। কিন্তু, যাহা নিশ্চয়ই অজাত ও অমৃত—বিনাশরহিত ধর্ম্ম ; তাহা আবার মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইবে কি প্রকারে ? ॥১২১॥৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

সদসদ্‌বাদিনঃ সর্ব্বে । অয়ন্তু পুরস্তাৎ কৃতভাষ্যঃ শ্লোকঃ ॥১২১॥৬

ভাষ্যানুবাদ ।

বাদী অর্থ যাহারা সৎ ও অসৎ, উভয়রূপই স্বীকার করে, তাহারা। পূর্ব্বেই (তৃতীয় প্রকরণে) এই শ্লোকের ভাষ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥১২১॥৬

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা ।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥১২২॥৭
স্বভাবেনামৃতো যস্য ধর্ম্মো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্ ।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥১২৩॥৮

মর্ত্ত্যং (মরণশীলং বস্তু) অমৃতং (নাশরহিতং) ন ভবতি, তথা (তদ্বৎ) অমৃতং (মরণরহিতং) [অপি বস্তু] মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) ন [ভবতি] । [যতঃ] প্রকৃতেঃ (বস্তুস্বভাবস্য) অন্যথাভাবঃ (বিপর্য্যয়ঃ) কথঞ্চিৎ (কথমপি) ন ভবিষ্যতি ।

মরণশীল পদার্থ অমরণশীল হয় না, সেইরূপ অমরণশীল পদার্থও মরণশীল হইতে পারে না। যেহেতু কোনপ্রকারেই প্রকৃতির অন্যথাভাব (স্বভাব-বিপর্য্যয়) হইতে পারে না ॥১২২॥৭

[যস্য (বাদিনঃ মতে) স্বভাবেন (প্রকৃত্যা এব) অমৃতঃ (অবিনশ্বরঃ) ধর্ম্মঃ মর্ত্ত্যতাং (বিনাশং) গচ্ছতি, তস্য কৃতকেন (ক্রিয়া লব্ধঃ) অমৃতঃ (মোক্ষঃ) নিশ্চলঃ (অবিকৃতঃ সন্) কথং স্থাস্যতি ? [ন কথমপীতি ভাবঃ] ॥

যাহার মতে স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্ব (অনশ্বরত্ব) ধর্ম্মও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার

সৎ ক্রিয়ালব্ধ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি কিরূপে নিশ্চল বা অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে? তাহা কখনই অবিকৃত থাকিতে পারে না ॥১২৩॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তার্থানাং শ্লোকানাম্ ইহোপন্যাসঃ পরবাদিপক্ষাণাম্ অন্যোন্যবিরোধ-খ্যাপিতানুমোদন-প্রদর্শনার্থঃ ॥১২২-২৩॥৭—৮

সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজা অকৃতা চ যা।
প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা ॥১২৪॥৯

যা সাংসিদ্ধিকী (যোগসিদ্ধিলব্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপা), স্বাভাবিকী (বস্তুস্বভাবসিদ্ধা অগ্ন্যুষ্ণত্বাদিবৎ), সহজা (আশ্রয়েণ সহৈব জাতা পক্ষ্যাদীনাং আকাশ-গমনাদিঃ) যা চ (অপি) অকৃতা (ন ক্রিয়য়া সম্পন্না), যা [অপি] স্বভাবং ন জহাতি (ন ত্যজতি), সা চ 'প্রকৃতিঃ' ইতি (জ্ঞাতব্যা) [লৌকিকৈরিতি শেষঃ] ॥

যাহা যোগসাধনাদিসিদ্ধ সাংসিদ্ধিকী, কিংবা বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ, অথবা সহজ অর্থাৎ আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাত, এবং যাহা কোন ক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত নহে, আর যাহা স্বীয় স্বরূপ কখনও পরিত্যাগ করে না; তাহাই 'প্রকৃতি' বলিয়া জ্ঞাতব্য ॥১২৪॥৯

শঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাল্লৌকিক্যপি প্রকৃতির্ন বিপর্য্যেতি, কা অসাবিত্যাহ—সম্যক্‌সিদ্ধিঃ সংসিদ্ধিঃ, তত্র ভবা সাংসিদ্ধিকী; যথা যোগিনাং সিদ্ধানামণিমাদ্যৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিঃ প্রকৃতিঃ, সা ভূতভবিষ্যৎকালয়োরপি যোগিনাং ন বিপর্য্যেতি, তথৈব সা। তথা, স্বাভাবিকী দ্রব্যস্বভাবত এব সিদ্ধা; যথা অগ্ন্যাদীনামুষ্ণপ্রকাশাদিলক্ষণা; সাপি ন কালান্তরে ব্যভিচরতি দেশান্তরে চ; তথা সহজা আত্মনা সহৈব জাতা; যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশগমনাদিলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিদকৃতা কেনচিন্ন কৃতা; যথা অপাং নিম্নদেশগমনাদিলক্ষণা। অন্যাপি যা কাচিৎ স্বভাবং ন জহাতি, সা সর্ব্বা প্রকৃতিরিতি বিজ্ঞেয়া। লোকে মিথ্যাকল্পিতেষু লৌকিকেষ্বপি বস্তুষু প্রকৃতির্নান্যথা ভবতি, কিমুত অজস্বভাবেষু পরমার্থবস্তুষমৃতত্বলক্ষণা প্রকৃতির্নান্যথা ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥১২৪॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু লৌকিক প্রকৃতিও বিপর্য্যস্ত বা অন্যথাভূত হয় না। এই লৌকিক প্রকৃতি কি, তাহা বলিতেছেন,—সংসিদ্ধি অর্থ সম্যক্‌রূপে সিদ্ধি; তাহা হইতে উৎপন্ন—সাংসিদ্ধিকী; যেমন সিদ্ধ যোগিগণের 'অণিমা' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি একটি প্রকৃতি; যোগিগণের সেই প্রকৃতি অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎকালেও অন্যথাভূত হয় না, সেই-রূপেই বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ স্বাভাবিকী—যাহা দ্রব্যের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন অগ্নিপ্রভৃতির উষ্ণপ্রকাশাদি প্রকৃতি, তাহাও কালান্তরে বা দেশান্তরে রূপান্তরিত হয় না; [সেইরূপই থাকে]। সেইরূপ সহজা অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে-সঙ্গেই উৎপন্ন; যেমন পক্ষিপ্রভৃতির আকাশ-গমনাদি। আরও যাহা কিছু অকৃত অর্থাৎ কাহারও দ্বারা সম্পাদিত নহে, [তাহাও প্রকৃতি]; যেমন জলের নিম্নদেশে গমন প্রভৃতি। আরও যাহা কিছু স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করে, সে সমুদয়ও প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সংসারে মিথ্যা কল্পিত বস্তুগত লোকসিদ্ধ প্রকৃতিও যখন অন্যথাভূত হয় না, তখন স্বভাবতঃ অজ পরমার্থবস্তু ব্রহ্মগত অমৃতত্ব প্রকৃতি যে অন্যথা হয় না, ইহা ত আর বলিতেই হয় না ॥১২৪॥৯

জরা-মরণনির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ স্বভাবতঃ।
জরা-মরণমিচ্ছন্তশ্চ্যবন্তে তন্মনীষয়া ॥১২৫॥১০

স্বভাবতঃ (স্বভাবেনৈব) জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ (জরামরণাদি-বিকারবর্জ্জিতাঃ), সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) জরামরণম্ (স্বোপাধিদেহেষু আত্মত্বাধ্যাসেন জরাং মৃত্যুং চ) ইচ্ছন্তঃ (কাময়মানাঃ সন্তঃ) তন্মনীষয়া (জরামরণাদিচিন্তয়া) চ্যবন্তে (স্বভাবাৎ প্রচ্যুতা ভবন্তীত্যর্থঃ)।

স্বভাবতই জরামরণাদিবর্জ্জিত আত্মা নামক ধর্ম্মসমূহ জরামরণ ইচ্ছা করিয়া সেই চিন্তায়ই স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥১২৫॥১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিংবিষয়া পুনঃ সা প্রকৃতিঃ,যস্যা অন্যথাভাবো বাদিভিঃ কল্প্যতে ? কল্পনায়াং বা কো দোষঃ ? ইত্যাহ—জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ জরামরণাদি-সর্ব্ববিক্রিয়াবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। কে ? সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ, সর্ব্বে আত্মান ইত্যেতৎ, স্বভাবতঃ প্রকৃতিত এব। অত এবংস্বভাবাঃ সন্তো ধর্ম্মা জরামরণমিচ্ছন্ত ইবেচ্ছন্তো রজ্জ্বামিব সর্পম্ আত্মনি কল্পয়ন্তশ্চ্যবন্তে স্বভাবতঃ চলন্তীত্যর্থঃ। তন্মনীষয়া জরা-মরণচিন্তয়া তদ্ভাবভাবিতত্ব-দোষেণ ইত্যর্থঃ ॥১২৫॥১০

ভাষ্যানুবাদ।

বাদিগণ যে প্রকৃতির অন্যথাভাব কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই প্রকৃতির বিষয় কি? আর সেই কল্পনায়ই বা দোষ কি ? তাহা বলিতেছেন—জরামরণনির্ম্মুক্ত অর্থ—জরামরণাদি সর্ব্বপ্রকার বিকার-বর্জ্জিত। কাহারা ?—সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মা। 'স্বভাবতঃ' অর্থ—প্রকৃতি হইতে। অতএব ধর্ম্ম বা আত্মসমূহ এবংবিধ স্বভাব-সম্পন্ন হইয়াও জরামরণ ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আত্মাতেও যেন জরামরণাদি ধর্ম্মসমূহ কল্পনা করিয়া তদ্‌বিষয়ক মনীষা দ্বারা অর্থাৎ সেই জরামরণচিন্তায় তদ্ভাবে ভাবিত হয়, সেই দোষেই তাহারা চ্যুত হয়, অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত অবস্থা হইতে বিচলিত হয় ॥১২৫॥১০

কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে।
জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথঞ্চ তৎ ॥১২৬॥১১

"যস্য (বাদিনঃ মতে) কারণং (উপাদানং) বৈ (এব) কার্য্যং [ভবতি] (কারণম্ এব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে ইতি ভাবঃ), তস্য (সৎকার্য্যবাদিনঃ মতে) কারণং (উপাদানং মৃত্তিকাদি) জায়তে (ঘটাদিরূপেণ পরিণমতে)। জায়মানং (উৎপদ্যমানং) চ তৎ (কারণং প্রধানং) কথং (কেন রূপেণ) অজং (জন্ম-রহিতং), ভিন্নং (কার্য্যাকারেণ ভেদং চ প্রাপ্তং সৎ) নিত্যং [ভবেৎ] ; [সাবয়বং ভিন্নং চ ঘটাদি অনিত্যমেব দৃষ্টম্, নতু নিত্যমিতি ভাবঃ] ॥

যে সাংখ্যবাদীর মতে কারণই কার্য্যস্বরূপ, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ,

তাহার মতে কারণই কার্য্যাকারে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, উৎপন্ন পদার্থ (প্রধান) কিরূপে অজ হইতে পারে? আর বিকারপ্রাপ্ত হইয়াই বা কিরূপে নিত্য থাকিতে পারে? ॥১২৬॥১১

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

কথং সজ্জাতিবাদিভিঃ সাংখ্যৈঃ অনুপপন্নমুচ্যতে? ইত্যাহ বৈশেষিকঃ। কারণং মৃদ্বদুপাদানলক্ষণং, যস্ত বাদিনো বৈ কার্য্যং কারণমেব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, তস্য বাদিন ইত্যর্থঃ। তস্যা অজমেব সৎ প্রধানাদি কারণং মহদাদি-কার্য্যরূপেণ জায়ত ইত্যর্থঃ। মহদাদ্যাকারেণ চেৎ জায়মানং প্রধানং কথম্ অজমুচ্যতে তৈঃ, বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চেদং জায়তে অজঞ্চেতি। নিত্যঞ্চ তৈরুচ্যতে। প্রধানং ভিন্নং বিদীর্ণম্; স্ফুটতম্ একদেশেন সৎ কথং নিত্যং ভবেদিত্যর্থঃ। ন হি সাবয়বং ঘটাদি একদেশস্ফুটনধর্ম্মি নিত্যং দৃষ্টং লোক ইত্যর্থঃ। বিদীর্ণঞ্চ স্যাৎ একদেশেনাজং নিত্যঞ্চেতি এতদ্বিপ্রতিষিদ্ধং তৈরভিধীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১২৬॥১১

ভাষ্যানুবাদ।

সদুৎপত্তিবাদী সাংখ্যকারগণ অসঙ্গত কথা বলেন কিপ্রকারে? তদুত্তরে বৈশেষিক বলিতেছেন—যে বাদীর মতে মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান কারণই কার্য্য স্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে সাংখ্যবাদীর মতে কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাহার মতে প্রধান বা প্রকৃতি প্রভৃতি কারণগুলি অজ হইয়াও মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যাকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ যদি মহদাদি কার্য্যরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে তাহারা [কারণকে] আর বলেন কি প্রকারে? জন্মে, অথচ অজ বা জন্মরহিত, ইহা বিরুদ্ধ কথা। তাহারা [প্রধানকে] নিত্যও বলিয়া থাকেন; কিন্তু প্রধান যখন ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ হয়—একাংশে স্ফুটিত বা বিকৃত হয়, তখন কি প্রকারেই বা নিত্য হইবে? কেন না, সাবয়ব ঘটাদি পদার্থ একাংশে স্ফুটিত হইয়া কোথাও নিত্য থাকিতে দেখা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, একাংশে স্ফুটিত হইবে, অথচ অজ; নিত্যও থাকিবে; এবং এইটি তাহারা বিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকে ॥১২৬॥১১

কারণাদ্ যদ্যনন্যত্বমতঃ কার্য্যমজং যদি। *
জায়মানাদ্ধি বৈ কার্য্যাৎ কারণং তে কথং ধ্রুবম্ ॥১২৭॥১২

[তব মতে] যদি (সম্ভাবনায়াং) [কার্য্যস্য] কারণাৎ (অজাৎ) অনন্যত্বং (অভিন্নত্বং) [স্যাৎ] ; অতঃ (হেতোঃ) [তব মতে] কার্য্যম্ [অপি] অজং (জন্মরহিতং) স্যাৎ (ভবেৎ)। [অপিচ,] জায়মানাৎ (উৎপদ্যমানাৎ অনিত্যাৎ) কার্য্যাৎ অনন্যং (অভিন্নং) হি (নিশ্চয়ে) কারণং তে (তব মতে) কথং ধ্রুবং (নিত্যং) [স্যাৎ], [ন কথমপীতি ভাবঃ]।

কার্য্য যদি অজ কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ই না হয়, তবে তোমার মতে কার্য্যও অজ (জন্মরহিত) হইতে পারে। আর তোমার মতে জায়মান কার্য্য হইতে অনন্যভূত কারণই বা কিরূপে ধ্রুব (অবিকৃত) থাকিতে পারে? ॥১২৭॥১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তস্যৈবার্থস্য স্পষ্টীকরণার্থমাহ—কারণাদজাৎ কার্য্যস্য যদি অনন্যত্বম্ ইষ্টং ত্বয়া, ততঃ কার্য্যমপ্যজমিতি প্রাপ্তম্। ইদঞ্চ অন্যদ্বিপ্রতিষিদ্ধং কার্য্যমজঞ্চেতি তব। কিঞ্চান্যৎ, কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বে জায়মানাদ্ধি বৈ কার্য্যাৎ কারণমনন্যং নিত্যং ধ্রুবঞ্চ তে কথং ভবেৎ। ন হি কুক্কুট্যা একদেশঃ পচ্যতে, একদেশঃ প্রসবায় কল্প্যতে ॥১২৭॥১২

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থার্থই স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অজ কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্বই যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে সেই কার্য্যও অজরূপই হইবে। ইহাও তোমার বড়ই বিরুদ্ধ কথা যে, কার্য্যও বটে, অথচ অজও বটে; (অর্থাৎ জন্য পদার্থ কখনও অজ হইতে পারে না। আরও এক কথা, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব হইলে জায়মান কার্য্য হইতে অপৃথগ্ভূত কারণই বা তোমার মতে ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য থাকে কিরূপে? কেননা, কুক্কুটীর এক অংশ পাক হইতেছে, আর অপর অংশ সন্তানপ্রসবের জন্য রক্ষিত হইতেছে, ইহা কখনও হইতে পারে না ॥১২৭॥১২

* কার্য্যমজং তব ইতি বা পাঠঃ।

অজাদ্বৈ জায়তে যস্য দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ।
জাতাচ্চ জায়মানস্য ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে ॥১২৮॥১৩

যস্য (সাংখ্যবাদিনঃ মতে) অজাৎ (জন্মরহিতাৎ কারণাৎ) [কার্য্যং] জায়তে, তস্য (বাদিনঃ মতে) দৃষ্টান্তঃ (উদাহরণম্) ন অস্তি, বৈ (নিশ্চয়ে, নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ)। জাতাৎ (উৎপন্নাৎ অনিত্যাৎ) [কারণাৎ] জায়মানস্য (উৎপদ্যমানস্য) চ (অপি) ব্যবস্থা ন প্রসজ্যতে, (অপিতু অব্যবস্থা—অনবস্থা আপদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

যাহার মতে অজ কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার মতে নিশ্চয়ই দৃষ্টান্ত নাই। আর জাত পদার্থ হইতে কার্য্য জন্মিলেও কোন ব্যবস্থা থাকে না, অর্থাৎ অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় ॥১২৮॥১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ অন্যৎ, অজাদনুৎপন্নাৎ বস্তুনো জায়তে যস্য বাদিনঃ কার্য্যম্, দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ, দৃষ্টান্তাভাবে অর্থাৎ অজাৎ ন কিঞ্চিজ্জায়ত ইতি সিদ্ধন্তবতীত্যর্থঃ। যদা পুনর্জাতাৎ জায়মানস্য বস্তুনঃ অভ্যুপগমঃ, তদপি অন্যস্মাৎ জাতাৎ, তদপি অন্যস্মাদিতি ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে; অনবস্থানং স্যাদিত্যর্থঃ ॥১২৮॥১৩

ভাষ্যানুবাদ।

আরও কিছু; যে বাদীর মতে অজ অর্থাৎ অনুৎপন্ন বস্তু হইতে যে কোন কার্য্য হয়, নিশ্চয়ই তাহার দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্তের অভাবে, ফলতঃ অজ কারণ হইতে যে, কিছুই উৎপন্ন হয় না, ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যখন উৎপন্ন কারণ হইতেই বস্তুর জন্ম স্বীকার করা হয়, তখনও অন্য কারণ হইতে জাত, তাহাও আবার অন্য কারণ হইতে—এইরূপে অব্যবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অনবস্থা দোষ হয় * ॥১২৮॥১৩

* তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোৎপন্ন কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎকারণটিও তৎপূর্ব্বে ঐরূপ কোন একটি কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণটিও আবার অপর কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপে কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে।

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈরুপবর্ণ্যতে ॥১২॥১৪

যেষাং (বাদিনাং মতে) ফলং (শরীরপরিগ্রহরূপং জন্ম) হেতোঃ (তৎ-কারণস্য ধর্ম্মাদেঃ) আদিঃ (কারণম্), হেতুঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপং কারণং) চ (অপি) ফলস্য (জন্মনঃ) আদিঃ (কারণং) [ভবতি]; তৈঃ (বাদিভিঃ) হেতোঃ (কারণস্য) [তৎ-] ফলস্য চ (অপি) অনাদিঃ (সম্বন্ধঃ) কথং বর্ণ্যতে (নিরূপ্যতে) ? [নিত্যকূটস্থস্য হেতু-ফলভাবঃ ন কথমপি উপপদ্যতে ইতি ভাবঃ] ।

যাহাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল জন্মই তৎকারণ ধর্ম্মাদির কারণ; এবং হেতুভূত ধর্ম্মাদিও আবার তৎফল-জন্মের কারণ; তাহারা ঐ হেতু ও ফলের অনাদি সম্বন্ধ বর্ণনা করেন কি প্রকারে ? ॥১২॥১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ" ইতি পরমার্থতো দ্বৈতাভাবঃ শ্রুত্যোক্তঃ; তমাশ্রিত্যাহ—হেতোঃ ধর্ম্মাদেঃ আদিঃ কারণং দেহাদিসঙ্ঘাতঃ ফলং যেষাং বাদিনাম্; তথা অনাদিঃ কারণম্ হেতুঃ ধর্ম্মাদিঃ ফলস্য চ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য। এবং হেতু-ফলয়োঃ ইতরেতরকার্য্যকারণত্বেন আদিমত্ত্বং ব্রুবদ্ভিরেবং হেতোঃ ফলস্য চ অনাদিত্বং কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে ? বিপ্রতিষিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্য কূটস্থস্যাত্মনো হেতু-ফলাত্মকতা সম্ভবতি ॥১২॥১৪

ভাষ্যানুবাদ।

'যে অবস্থায় এই বিবেকীর নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' এই শ্রুতি কর্ত্তৃক পরমার্থতই দ্বৈতাভাব কথিত হইয়াছে; সেই সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বলিতেছেন—যে সমস্ত বাদীর মতে ফলস্বরূপ দেহাদি সমষ্টিই [তাহার] হেতুভূত ধর্ম্মাদির কারণ; সেইরূপ, হেতুভূত ধর্ম্মাদিই আবার তৎফল দেহাদি-সমষ্টির আদি অর্থাৎ কারণ। এই প্রকারে হেতু ও ফলের পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে

আদিমত্ববাদী (জন্মবাদী) তাঁহারা কিরূপে হেতু ও ফলের উক্তপ্রকার অনাদিত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা; কারণ, নিত্য ও কূটস্থ আত্মার ত আর হেতু-ফলভাব কখনও সম্ভব হয় না * ॥১২৯॥১৪

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
তথা জন্ম ভবেত্তেষাং পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা ॥১৩০॥১৫

[বাদিনামুক্তের্বিরুদ্ধত্বং বিশদয়িতুমাহ]—যেষাং (বাদিনাং মতে) ফলং [এব] হেতোঃ (কারণস্য) আদিঃ (কারণং), হেতুঃ চ (কারণমপি) ফলস্য আদিঃ; তেষাং [মতে] পুত্রাৎ পিতুঃ (জনকস্য) জন্ম (উৎপত্তিঃ) যথা (যদ্বৎ অসম্ভাব্যং), [উক্ত প্রকারং] জন্ম [অপি] তথা (তদ্বদেব অসম্ভবম্ ইত্যর্থঃ)।

যাহাদের মতে ফলই (কার্য্যই) হেতুর কারণ, এবং হেতুও আবার ফলের কারণ; তাহাদের মতে পুত্র হইতে পিতার জন্ম যেরূপ [অসম্ভব], তাহাদের অভিমত জন্মও ঠিক সেইরূপই হইয়া পড়ে ॥১৩০॥১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং তৈর্বিরুদ্ধম্ অভ্যুপগম্যতে? ইতি; উচ্যতে—হেতুজন্যাদেব ফলাৎ হেতোর্জ্জন্ম অভ্যুপগচ্ছতাং তেষামীদৃশো বিরোধ উক্তো ভবতি, যথা পুত্রাৎ জন্ম পিতুঃ ॥১৩০॥১৫

ভাষ্যানুবাদ।

তাহারা যে কিপ্রকারে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করে, তাহা কথিত হইতেছে—হেতু-সম্ভূত ফল হইতে হেতুর জন্ম স্বীকারকারী তাহাদের উক্ত সিদ্ধান্তটি—পুত্র হইতে পিতার জন্ম যেরূপ বিরুদ্ধ, ঠিক সেইরূপই বিরুদ্ধ হয় ॥১৩০॥১৫

---

* তাৎপর্য্য—এই যে সমস্ত দ্বৈতবাদীরা জগতে কার্য্যকারণভাবের ব্যবস্থা রক্ষার জন্য হেতু ও ফলের অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জন্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তৎফল জন্মের পরস্পর কার্য্যকারণভাব স্বীকৃত হয়, তখন আর হেতু-ফলের অনাদিত্ব রক্ষা পায় কিরূপে? আর আত্মাকেও তাহারা মূল উপাদান বলিতে পারে না; কারণ, আত্মা স্বভাবতই নিত্য ও নির্ব্বিকার স্বরূপ; সুতরাং তাহাতে পরিণামাত্মক উপাদানতা সম্ভবপর হয় না।

সম্ভবে হেতু-ফলয়োরেষিতব্যঃ ক্রমস্ত্বয়া।
যুগপৎসম্ভবে যস্মাদসম্বন্ধো বিষাণবৎ ॥১৩১॥১৬

হেতু-ফলয়োঃ (কার্য্য-কারণয়োঃ) সম্ভবে (উৎপত্তৌ) ক্রমঃ (হেতোঃ পূর্ব্ববর্ত্তিত্বং, ফলস্য চ পরিবর্ত্তিত্বং, এবং রূপং পারম্পর্য্যং) ত্বয়া (দ্বৈতবাদিনা) এষিতব্যঃ (স্বীকর্ত্তব্যঃ); যস্মাৎ যুগপৎ-সম্ভবে (অক্রমেণ উৎপত্তৌ সত্যাং) বিষাণবৎ (সব্যেতর-শৃঙ্গয়োঃ ইব) অসম্বন্ধঃ (কার্য্যকারণভাবরূপ-সম্বন্ধাভাবঃ) [ভবেৎ]। [যথা যুগপদুৎপন্নয়োঃ দক্ষিণ-বামশৃঙ্গয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ নাস্তি; তদ্বদিত্যভিপ্রায়ঃ]।

হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের উৎপত্তিতে তোমাকে অবশ্যই পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, এক সঙ্গে উভয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিলে দক্ষিণ ও বামপার্শ্ববর্ত্তী শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় উহাদের কার্য্য-কারণভাব-রূপ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না ॥১৩১॥১৬

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

যথোক্তো বিরোধো ন যুক্তঃ অভ্যুপগন্তুমিতি চেৎ, মন্যসে, সম্ভবে হেতু-ফলয়োরুৎপত্তৌ ক্রম এষিতব্যঃ, ত্বয়া অন্বেষ্টব্যঃ—হেতুঃ পূর্ব্বং, পশ্চাৎ ফলঞ্চেতি। ইতশ্চ যুগপৎসম্ভবে যস্মাৎ হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণত্বেন অসম্বন্ধঃ। যথা যুগপৎ-সম্ভবতোঃ সব্যেতর-গো-বিষাণয়োঃ ॥১৩১॥১৬

ভাষ্যানুবাদ।

যদি মনে কর, যেরূপ বিরোধ প্রদর্শিত হইল, তাহা অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না; [তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে যে,] সম্ভব বা উৎপত্তি বিষয়ে হেতু ও ফলের ক্রম অর্থাৎ হেতু পূর্ব্ববর্ত্তী, আর ফল তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী, এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য তোমাকে অবশ্যই অন্বেষণ করিতে হইবে। [ক্রম থাকিলেই পূর্ব্বোক্ত বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।] এই হেতুও [ক্রম স্বীকার করিতে হইবে,] যেহেতু যুগপৎ (এক সঙ্গে উৎপত্তি স্বীকার করিলে যুগপৎ সমুৎপন্ন সব্য ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধই হইতে পারে না ॥১৩১॥১৬

ফলাদুৎপদ্যমানঃ সন্ ন তে হেতুঃ প্রসিধ্যতি।
অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলমুৎপাদয়িষ্যতি ॥১৩২॥১৭

তে (তব অভিমতঃ) হেতুঃ (কারণং) ফলাৎ (কার্য্যাৎ) উৎপদ্যমানঃ (জায়মানঃ) সন্ ন প্রসিধ্যতি (কারণত্বেন সিদ্ধিং ন লভতে), অপ্রসিদ্ধঃ (কারণত্বেন অসিদ্ধঃ) হেতুঃ (চ) কথং ফলম্ উৎপাদয়িষ্যতি (জনয়িষ্যতি, ন কথমপীতি ভাবঃ)।

তোমার মতে হেতু যখন কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, তখন তাহার হেতুত্বই সিদ্ধ হয় না; সুতরাং অসিদ্ধ হেতু আর ফলোৎপাদন করিবে কিরূপে? ॥১৩২॥১৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথমসম্বন্ধ ইত্যাহ—জন্যাৎ স্বতঃ অলব্ধাত্মকাৎ ফলাৎ উপপদ্যমানঃ সন্ শশবিষাণাদেরিব অসতো ন হেতুঃ প্রসিধ্যতি জন্ম ন লভতে। অলব্ধাত্মকঃ অপ্রসিদ্ধঃ সন্ শশবিষাণাদিকল্পঃ তে তব কথং ফলমুৎপাদয়িষ্যতি? ন হি ইতরেতরাপেক্ষ সিদ্ধ্যোঃ শশবিষাণকল্পয়োঃ কার্য্যকারণভাবেন সম্বন্ধঃ কচিদ্দৃষ্টঃ অন্যথা বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৩২॥১৭

ভাষ্যানুবাদ।

[হেতু ও ফলের] অসম্বন্ধ হয় কিরূপে, তাহা বলিতেছেন—জন্য অর্থাৎ যে নিজেই আত্মলাভ করে নাই (উৎপন্ন হয় নাই), শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অসৎ মিথ্যাভূত সেই ফল বা কার্য্য হইতে যদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই হেতুটি নিজেই সিদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ উৎপত্তিই লাভ করিতে পারে না; অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিজেই আত্মলাভ করিতে না পারায় শশশৃঙ্গসদৃশ তোমার অভিমত সেই হেতুটি আর ফলোৎপাদন করিবে কিরূপে? অভিপ্রায় এই যে, পরস্পর-সাপেক্ষ যাহাদের উৎপত্তি, শশশৃঙ্গতুল্য সেই পদার্থ-দ্বয়ের মধ্যে কোথাও কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ কিংবা অন্যপ্রকার সম্বন্ধও দৃষ্ট হয় না * ॥১৩২॥১৭

---

* তাৎপর্য্য—কার্য্য-কারণ ভাব সম্বন্ধের নিয়ম এই যে, কারণ পদার্থটি পূর্ব্বে থাকিবে, পশ্চাৎ তাহা হইতে কার্য্য বা ফল উৎপন্ন হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এখন তোমার মতে

যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিশ্চ হেতুতঃ।
কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং যস্য সিদ্ধিরপেক্ষয়া ॥১৩৩॥১৮

[তদেব বিশদয়ন্ আহ]— ফলাৎ (কার্য্যাৎ) যদি হেতোঃ (কারণস্য) সিদ্ধিঃ (নিষ্পত্তিঃ—আত্মলাভ ইতি যাবৎ)। হেতুতঃ (কারণাৎ) চ (অপি) ফলসিদ্ধিঃ (কার্য্যোৎপত্তিঃ) [ভবেৎ], [তর্হি] কতরৎ (তয়োঃ মধ্যে কিং পুনঃ) পূর্ব্বনিষ্পন্নং (প্রথমোৎপন্নং) যস্য অপেক্ষয়া (সাহায্যদ্বারা) [উত্তরস্য কার্য্যস্য] সিদ্ধিঃ (উৎপত্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ)।

কার্য্য হইতে যদি কারণের উৎপত্তি হয়, এবং কারণ হইতেও যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমোৎপন্ন, যাহার সাহায্যে পরবর্ত্তীর সিদ্ধি হইবে? [অথচ যুগপৎসমুৎপন্নের মধ্যে সেরূপ কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না] ॥১৩৩॥১৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অসম্বন্ধতাদোষেণ উপপাদিতেঽপি হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবে, যদি হেতুফলয়োঃ অন্যোন্যসিদ্ধিঃ অভ্যুপগম্যত এব ত্বয়া, কতরৎ পূর্ব্বনিষ্পন্নং হেতুফলয়োঃ, যস্য পশ্চাদ্ভাবিনঃ সিদ্ধিঃ স্যাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ্যপেক্ষয়া তদ্ ব্রূহীত্যর্থঃ ॥১৩৩॥১৮

ভাষ্যানুবাদ।

সম্বন্ধের অসম্ভাবনা দোষে হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণভাব প্রত্যাখ্যাত হইলেও, যদি হেতু-ফলের পরস্পর সাপেক্ষ সিদ্ধিই তুমি অঙ্গীকার কর, [তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি,] হেতু ও ফলের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমোৎপন্ন, পশ্চাদ্‌ভাবীর সিদ্ধিতে (উৎপত্তিতে) যাহার পূর্ব্বসিদ্ধি অপেক্ষিত হইতে পারে? তাহা বল ॥১৩৩॥১৮

যদি কারণ ও কার্য্য, উভয়ই এক সময়ে উৎপন্ন হয়, কারণের পূর্ব্বে থাকার আবশ্যক না থাকে, তাহা হইলে এক-কারণোৎপন্ন দুইটির মধ্যে কে যে কাহার কারণ, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। এইরূপেই যদি কার্য্য-কারণভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গো প্রভৃতি প্রাণীর এককালোৎপন্ন শৃঙ্গদ্বয়ও পরস্পর কার্য্য-কারণ ভাবাপন্ন হইতে পারে; অথচ এরূপ কার্য্য-কারণভাব কেহই স্বীকার করে না। বিশেষতঃ, পরস্পরসাপেক্ষ উৎপত্তি বলিলে প্রকৃত পক্ষে একটিরও উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং উক্ত কার্য্য কারণভাব শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

অশক্তিরপরিজ্ঞানং ক্রমকোপোঽথবা পুনঃ।
এবং হি সর্ব্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা ॥১৩৪॥১৯

[এতৎ নির্দেষ্টুমশক্যং চেৎ ত্বয়া, তর্হি এষা] অশক্তিঃ অপরিজ্ঞানং (অজ্ঞতা —মূঢ়তা ইত্যর্থঃ), অথবা, (হেতুফলয়োরক্রমিকত্ব-স্বীকারে) ক্রমকোপঃ (হেতোঃ কার্য্যং, কার্য্যাৎ চ হেতুঃ ইত্যেবং আনন্তর্য্যরূপস্য ক্রমস্য কোপঃ বাধঃ) পুনঃ (অপি) [ভবতি], এবং হি (উক্তেনৈব ক্রমেণ) বুদ্ধৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) অজাতিঃ অনুৎপত্তিঃ [এব] পরিদীপিতা (দৃঢ়ীকৃতা)।

[পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর-দানে যে] অশক্তি বা অসামর্থ্য, তাহাই [তাহাদের] অপরিজ্ঞান বা অনভিজ্ঞতার চিহ্ন। আর অক্রমে (যুগপৎ) উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, তাহাদের কথিত উৎপত্তিক্রম বাধিত হয়। তাহার ফলে বুদ্ধেরা এই প্রকারে উৎপত্তির অভাব পক্ষই দৃঢ়তর করিয়া থাকে ॥১৩৪॥১৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথৈতৎ ন শক্যতে বক্তুমিতি মন্যসে, সা ইয়ম্ অশক্তিঃ অপরিজ্ঞানম্, তত্ত্বা-বিবেকো মূঢ়তা ইত্যর্থঃ। অথবা যোঽয়ং ত্বয়োক্তঃ ক্রমঃ—হেতোঃ ফলস্য সিদ্ধিঃ ফলাচ্চ হেতোঃ সিদ্ধিরিতি ইতরেতরানন্তর্য্যলক্ষণঃ, তস্য কোপো বিপর্য্যাসঃ অন্যথাভাবঃ স্যাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ। এবং হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাবানুপপত্তেঃ অজাতিঃ সর্ব্বস্য অনুৎপত্তিঃ পরিদীপিতা প্রকাশিতা অন্যোন্যাপেক্ষদোষং ব্রুবদ্ভির্ব্বাদিভিঃ বুদ্ধৈঃ পণ্ডিতৈঃ ইত্যর্থঃ ॥১৩৪॥১৯

ভাষ্যানুবাদ।

যদি মনে কর যে, ইহা বলিতে পারা যায় না ; [তাহা হইলে] সেই এই অশক্তি অপরিজ্ঞানই অর্থাৎ তত্ত্ব-বিবেকের অভাবস্বরূপ মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছু নহে। পক্ষান্তরে, তুমি যে ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছ— কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি, এবং কার্য্য হইতে কারণোৎপত্তি, এই যে হেতু-ফলের পৌর্ব্বাপর্য্য, তাহার অন্যথাভাব—বিপর্য্যয় ঘটে। প্রতিপক্ষ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ এই প্রকারে—পরস্পরের দোষ প্রকাশ করিয়া প্রদর্শিত পদ্ধতিক্রমে হেতু ও ফলের কার্য্য-কারণ-ভাবের

অনুপপত্তি নিবন্ধন সমস্ত পদার্থেরই অজাতি বা জন্মাভাববাদই পরি-দীপিত—প্রকাশিত করিয়াছেন ॥১৩৪॥১৯

বীজাঙ্কুরাখ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি সঃ।
ন হি সাধ্যসমো হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্য যুজ্যতে ॥১৩৫॥২০

বীজাঙ্কুরাখ্যঃ (বীজাৎ অঙ্কুরো জায়তে, অঙ্কুরাৎ চ বীজম্, ইত্যেবংলক্ষণঃ যঃ) দৃষ্টান্তঃ (জন্মানামপি অনাদিত্বে উদাহরণম্) ; সঃ (দৃষ্টান্তঃ) সদা সাধ্যসমঃ (সাধ্যেন সহ অবিশিষ্টঃ—অসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) হি [এব]। সাধ্যসমঃ হেতুঃ (লিঙ্গং) সাধ্যস্য (সাধনীয়স্য) সিদ্ধৌ (অস্তিত্বসাধনে) ন হি (নৈব) যুজ্যতে (ঘটতে) ॥

বীজ হইতে অঙ্কুর, আবার অঙ্কুর হইতে বীজ হয়, এই যে 'বীজাঙ্কুর' নামক উদাহরণ, তাহাও সাধ্যেরই সমান ; অর্থাৎ তাহার অনাদিত্বও অসিদ্ধ। আর স্বয়ং অসিদ্ধ হেতু কখনই সাধনীয়ের সাধনে সমর্থ হয় না ॥১৩৫॥২০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু হেতু-ফলয়োঃ কার্য্যকারণভাব ইতি অস্মাভিঃ উক্তং শব্দমাত্রমাশ্রিত্য চ্ছলমিদং ত্বয়োক্তং—'পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা', 'বিষাণবচ্চাসম্বন্ধঃ' ইত্যাদি। ন হি অস্মাভিঃ অসিদ্ধাৎ হেতোঃ ফলসিদ্ধিঃ, অসিদ্ধাৎ বা ফলাৎ হেতুসিদ্ধিঃ অভ্যুপগতা ; কিন্তর্হি ? বীজাঙ্কুরবৎ কার্য্যকারণভাবঃ অভ্যুপগম্যত ইতি। অত্রোচ্যতে।—বীজাঙ্কুরাখ্যো যো দৃষ্টান্তঃ স সাধ্যেন তুল্যো মমেত্যভিপ্রায়ঃ।

নমুপ্রত্যক্ষঃ কার্য্য কারণভাবো বীজাঙ্কুরয়োঃ অনাদিঃ, ন পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য অপরবাদাদিমত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। যথা ইদানীমুৎপন্নঃ অপরঃ অঙ্কুরঃ বীজাদিমান্, বীজঞ্চ অপরম্ অন্যস্মাৎ অঙ্কুরাৎ ইতি ক্রমেণোৎপন্নত্বাৎ আদিমৎ ; এবং পূর্ব্বপূর্ব্বঃ অঙ্কুরঃ, বীজঞ্চ পূর্ব্বং পূর্ব্বম্ আদিমৎ এবেতি প্রত্যেকং সর্ব্বস্য বীজাঙ্কুরজাতস্য আদিমত্ত্বাৎ কস্যচিদপি অনাদিত্বানুপপত্তিঃ। এবং হেতুফলয়োঃ।

অথ বীজাঙ্কুরসন্ততেঃ অনাদিমত্ত্বম্ ইতি চেৎ ; ন, একত্বানুপপত্তেঃ। ন হি বীজাঙ্কুরব্যতিরেকেণ বীজাঙ্কুরসন্ততির্নামৈকা অভ্যুপগম্যতে হেতুফলসন্ততিঃ বা অনাদিত্ববাদিভিঃ। তস্মাৎ সূক্তং "হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈঃ উপবর্ণ্যতে" ইতি। তথাচ, অন্যদপি অনুপপত্তেঃ ন চ্ছলম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ন চ লোকে সাধ্যসমো

হেতুঃ সাধ্যস্ত সিদ্ধৌ সিদ্ধিনিমিত্তং যুজ্যতে প্রযুজ্যতে প্রমাণকুশলৈরিত্যর্থঃ। হেতুরিতি দৃষ্টান্তঃ অত্রাভিপ্রেতঃ গমকত্বাৎ। প্রকৃতো হি দৃষ্টান্তো ন হেতুরিতি ॥১৩৫॥২০

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, আমরা যে হেতু-ফলের কার্য্য-কারণ-ভাব বলিয়াছি; তুমি কেবল সেই কথাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া—'পুত্র হইতে যেমন পিতার জন্ম,' এবং 'শশ-বিষাণের ন্যায় অসম্বন্ধ' ইত্যাদি বাক্‌ছলের প্রয়োগ করিয়াছ; বস্তুতঃ আমরা ত কখনই অসিদ্ধ হেতু হইতে কার্য্যোৎপত্তি, কিংবা অসিদ্ধ কার্য্য হইতেও কারণোৎপত্তি স্বীকার করি না; তবে কি?—বীজাঙ্কুরের ন্যায় [অনাদি] কার্য্য-কারণ-ভাব স্বীকার করিয়া থাকি। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, তোমার যে 'বীজাঙ্কুর' নামক দৃষ্টান্ত, তাহা আমার অভিমত সাধ্যেরই সমান—অনুরূপ।

ভাল, বীজাঙ্কুরের কার্য্য-কারণ-ভাব যে অনাদি, তাহা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ? না—কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুই যখন উত্তরোত্তর বস্তুর আকার ধারণ করে, তখন ত তাহার আদিমত্তা বা সাদিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বীজ হইতে সমুৎপন্ন একটি অঙ্কুর যেমন আদিমান্‌, বীজও আবার অপর অঙ্কুর হইতে এইক্রমে উৎপন্ন হয় বলিয়া আদিমান্‌; এইপ্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্কুর ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বীজ যেমন নিশ্চয়ই আদিমান্‌; অতএব উক্তপ্রকারে বীজাঙ্কুরজাত প্রত্যেকই যখন আদিমান্‌; তখন উহার কোনটিরই অনাদিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতু ও ফল সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম।

যদি বল, [বীজ ও অঙ্কুর অনাদি না হইলেও] বীজাঙ্কুর-প্রবাহ ত অনাদি হইতে পারে? না—একত্বের অনুপপত্তি নিবন্ধন তাহাও হইতে পারে না। কেননা, হেতু-ফলের অনাদিত্ব-বাদিগণও বীজাঙ্কুরাতিরিক্ত বীজাঙ্কুর-প্রবাহ কিংবা হেতু-ফল-প্রবাহ বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন না। অতএব, 'তাঁহারা হেতু ও ফলের অনাদিত্ব কিরূপে বর্ণনা করেন', একথা ঠিকই বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে,

তাহা হইলে অন্যপ্রকার চ্ছলও সম্ভব হয় না। কেননা, জগতে যাহারা প্রমাণপটু, তাহারা কখনই সাধ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সাধ্যসম (সাধ্যেরই অনুরূপ—অনিশ্চিত) হেতুর প্রয়োগ করেন না। এখানে 'হেতু'অর্থ—দৃষ্টান্ত ; কারণ, তাহাও জ্ঞাপক বা প্রতীতি-সাধক হইয়া থাকে ; আর আলোচ্য স্থলেও দৃষ্টান্তই প্রস্তাবিত, হেতু নহে ॥১৩৫॥২০

পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানমজাতেঃ পরিদীপকম্।
জায়মানাদ্ধি বৈ ধর্ম্মাৎ কথং পূর্ব্বং ন গৃহ্যতে ॥১৩৬॥২১

[হেতুফলয়োঃ] পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানং (পৌর্ব্বাপর্য্যজ্ঞানাভাবঃ) অজাতেঃ (জন্মাভাবস্য) পরিদীপকম্ (জ্ঞাপকম্)। হি (যস্মাৎ) জায়মানাৎ ধর্ম্মাৎ (কার্য্যাৎ) পূর্ব্বং (পূর্ব্ববর্ত্তি) [তৎকারণং] কথং ন গৃহ্যতে ? কার্য্যং যদি সত্যমেব জায়তে, তর্হি, তদগ্রহণসমকালমেব তৎকারণম্ অপি অবশ্যমেব গৃহ্যেত, নচৈবম্, অতো ন জায়তে ইত্যাশয়ঃ]।

হেতু ও ফলের যে পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়ের অসদ্ভাব, তাহাই জন্মাভাবের জ্ঞাপক ; কারণ, কার্য্য যদি সত্যসত্যই জন্মিত, তাহা হইলে সেই কার্য্য দর্শনেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কারণও পরিজ্ঞাত হইয়া যাইত ॥১৩৬॥২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং বুদ্ধৈঃ অজাতিঃ পরিদীপিতা ? ইত্যাহ—যদেতৎ হেতু-ফলয়োঃ পূর্ব্বাপরাপরিজ্ঞানং, তচ্চ এতদজাতেঃ পরিদীপকং অববোধকম্ ইত্যর্থঃ। জায়মানো হি চেৎ ধর্ম্মো গৃহ্যতে, কথং তস্মাৎ পূর্ব্বং কারণং ন গৃহ্যতে ? অবশ্যং হি জায়মানস্য গ্রহীত্রা তজ্জনকং গ্রহীতব্যম্, জন্য-জনকয়োঃ সম্বন্ধস্য অনপেতত্বাৎ। তস্মাৎ অজাতিপরিদীপকং তৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৬॥২১

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, বুদ্ধগণ জন্মাভাব উদ্দীপিত করিল কিরূপে ? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—এই যে, হেতু ও ফলের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণের অসামর্থ্য, ইহাই জন্মাভাবের পরিদীপক অর্থাৎ জ্ঞাপক। কারণ, উৎপত্তি-

সময়ে ধর্ম্মই (কার্য্যই) যদি পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহা হইলে, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ পদার্থটি পরিজ্ঞাত হইবে না কেন ? যে লোক জায়মান কার্য্য দর্শন করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই কার্য্যের জনককে দর্শন করাও অবশ্যই সম্ভবপর। কারণ, জন্য ও জনকের সম্বন্ধ ত তখনও পরিত্যক্ত হয় নাই ; কাজেই তাহা (জ্ঞানাভাব) অজাতির পরিজ্ঞাপক ॥১৩৬॥২১

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্‌বস্তু জায়তে।
সদসৎ সদসদ্‌বাপি ন কিঞ্চিদ্‌বস্তু জায়তে ॥১৩৭॥২২

স্বতঃ (অপরাধীনতয়া) বা, পরতঃ (পরস্মাৎ কারণান্তরাৎ) বা (অপি) কিঞ্চিৎ অপি (কিমপি বস্তু) ন জায়তে (নোৎপদ্যতে)। সৎ (সত্তাবৎ—পৃথিব্যাদি), অসৎ (সত্তাহীনং আকাশকুসুমাদিকং), সদসৎ (উভয়াত্মকং) বা, অপি (সম্ভাবনায়াং) কিঞ্চিৎ ন জায়তে, (ন কেনাপি রূপেণ কিমপি সমুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

কি স্বতঃ কি পরতঃ কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না ; কারণ, সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ কোনরূপেই উৎপত্তি হইতে পারে না ॥১৩৭॥২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতশ্চ ন জায়তে কিঞ্চিৎ ; যৎ জায়মানং বস্তু স্বতঃ পরত উভয়তো বা সৎ অসৎ সদসদ্‌বা জায়তে, ন তস্য কেনচিদপি প্রকারেণ জন্ম সম্ভবতি। ন তাবৎ স্বয়মেব অপরিনিষ্পন্নাৎ স্বরূপাৎ স্বয়মেব জায়তে, যথা ঘটঃ, তস্মাদেব ঘটাৎ। নাপি পরতঃ অন্যস্মাৎ অন্যঃ, যথা ঘটাৎ ঘটঃ, পটাৎ পটান্তরম্। তথা নোভয়তঃ, বিরোধাৎ। যথা ঘটপটাভ্যাং ঘটঃ পটো বা ন জায়তে। ননু মৃদো ঘটো জায়তে পিতুশ্চ পুত্রঃ ? সত্যম্ ; অস্তি, জায়তে ইতি প্রত্যয়ঃ শব্দশ্চ মূঢ়ানাম্। তৌ এব তু শব্দ-প্রত্যয়ৌ বিবেকিভিঃ পরীক্ষ্যেতে—কিং সত্যমেব তৌ ? উত মৃষা ? ইতি। যাবতা পরীক্ষ্যমাণে শব্দপ্রত্যয়বিষয়ং বস্তু ঘটপুত্রাদিলক্ষণং শব্দমাত্রমেব তৎ, "বাচারম্ভণম্" ইতি শ্রুতেঃ। সচ্চেৎ, ন জায়তে, সত্ত্বাৎ, মৃৎপিণ্ডাদিবৎ। যদি অসৎ, তথাপি ন জায়তে, অসত্ত্বাদেব, শশবিষাণবৎ। অথ সদসৎ,

তথাপি ন জায়তে, বিরুদ্ধস্য একস্য অসম্ভবাৎ। অতো ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়ত ইতি সিদ্ধম্। যেষাং পুনর্জ্জনিঃ এব জায়ত ইতি ক্রিয়াকারকফলৈকত্বম্ অভ্যুপগম্যতে, ক্ষণিকত্বঞ্চ বস্তুনঃ, তে দূরত এব ন্যায়াপেতাঃ। ইদম্ ইত্থম্ ইতি অবধারণ-ক্ষণান্তরানবস্থানাৎ, অননুভূতস্য স্মৃত্যনুপপত্তেশ্চ ॥১৩৭॥২২

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেই কিছু জন্মলাভ করে না; কারণ, জায়মান যে বস্তু স্বতঃ, পরতঃ কিংবা উভয়তও সৎ, অসৎ কিংবা সদসৎ—উভয়রূপেও জন্মে না, তাহার কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না। কেন না, ঘট যেমন সেই ঘট হইতেই জন্মিতে পারে না; তেমনি কার্য্য নিজেই যখন অনিষ্পন্ন—অনুৎপন্ন, তখন আর সে স্বরূপ হইতেই (আপনা হইতেই) জন্মিতে পারে না। ঘট হইতেই যেমন পট হয় না, তেমনি অন্য হইতে—পৃথগ্ভূত কারণান্তর হইতেও জন্মিতে পারে না। আর বিরুদ্ধ বলিয়াই উভয়রূপ হইতে (সদসদাত্মক কারণ হইতে) হয় না; দেখা যায়, ঘট ও পট হইতে ঘট কিংবা পট কখনই সমুৎপন্ন হয় না।

কেন, মৃত্তিকা হইতে ত ঘট জন্মে, এবং পিতা হইতেও পুত্র জন্মিয়া থাকে? হাঁ, মূঢ়লোকদিগের নিকট 'জন্মে' বলিয়া একটা প্রতীতি ও শব্দব্যবহার আছে, সত্য। কিন্তু প্রতীতি এবং শব্দ এই দুইটির সত্য মিথ্যা বিষয়ে বিবেকিগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, শব্দ ও প্রতীতির বিষয়ীভূত যে ঘট ও পুত্রাদিরূপ বস্তু, তাহা কেবলই শব্দমাত্রসার; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—'বাক্যারব্ধ নামই বিকার (কার্য্য)'। [জায়মান] পদার্থ যদি সৎ হইত, তবে কখনই জন্মিত না; সত্তাই তাহার হেতু; মৃত্তিকা ও পিতা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। যদি অসৎ হয়, তাহা হইলেও জন্মিতে পারে না, অসত্তাই তাহার হেতু; যেমন—শশশৃঙ্গ প্রভৃতি। আর যদি সদসৎ উভয়াত্মক হয়, তথাপি জন্মিতে পারে না; একই বস্তু কখনও

বিরুদ্ধস্বভাব হইতে পারে না; সুতরাং কোন কিছুই যে জন্মে না, ইহা প্রমাণিত হইল। আর যে বৌদ্ধদিগের মতে জন্ম-ক্রিয়াই জন্ম লাভ করে;—ক্রিয়া, কারক ও ফলের একত্ব স্বীকার করা হয়—এবং বস্তুর ক্ষণিকত্বও অঙ্গীকার করা হয়, তৎসমুদয় ত একেবারেই যুক্তিবহির্ভূত; কারণ 'ইহা এইরূপ' এইপ্রকার অবধারণের পরক্ষণেই যখন কিছু থাকে না, পক্ষান্তরে, যাহা অনুভূত হয় নাই, সে বিষয়ের স্মরণ হওয়াও উপপন্ন হয় না; [অতএব, এই বৌদ্ধ-মত সঙ্গত নহে] ॥১৩৭॥২২

হেতুর্ন জায়তেঽনাদেঃ ফলঞ্চাপি স্বভাবতঃ।
আদির্ন বিদ্যতে যস্য তস্য হ্যাদির্ন বিদ্যতে ॥১৩৮॥২৩

অনাদেঃ (আদিরহিতাৎ ফলাৎ) হেতুঃ (তৎকারণং) ন জায়তে; ফলং (কার্য্যং) চ (অপি) স্বভাবতঃ (নির্নিমিত্তং) অপি (এব) [ন জায়তে]। যস্য (বস্তুনঃ) আদিঃ (কারণং) ন বিদ্যতে (অস্তি), তস্য হি (নিশ্চয়ে) আদিঃ (জন্ম) ন বিদ্যতে (নৈব বিদ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥

অনাদি ফল হইতে তাহার কারণ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং অনাদি কারণ হইতেও ফল উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহাই বস্তুর স্বভাব। কারণ, যাহার আদি বা কারণ নাই, নিশ্চয়ই তাহার জন্মও নাই ॥ ১৩৮॥২৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, হেতু-ফলয়োঃ অনাদিত্বমভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া বলাৎ হেতু-ফলয়োঃ অজন্মৈব অভ্যুপগতং স্যাৎ, কথং? অনাদেঃ আদিরহিতাৎ ফলাৎ হেতুর্ন জায়তে। ন হ্যনুৎপন্নাৎ অনাদেঃ ফলাৎ হেতোঃ জন্ম ইষ্যতে ত্বয়া, ফলঞ্চ আদিরহিতাৎ অনাদের্হেতোঃ অজাৎ স্বভাবত এব নির্নিমিত্তং জায়ত ইতি নাভ্যুপগম্যতে। তস্মাৎ অনাদিত্বম্ অভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া হেতুফলয়োঃ অজন্মৈব অভ্যুপগম্যতে। যস্মাৎ আদিঃ কারণং ন বিদ্যতে যস্য লোকে, তস্য আদিঃ পূর্ব্বোক্তা জাতির্ন বিদ্যতে। কারণবত এব হ্যাদিঃ অভ্যুপগম্যতে, ন অকারণবতঃ ॥ ১৩৮॥২৩

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, হেতু ও ফল, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকার করায়, তোমার পক্ষে হেতু-ফলের জন্মাভাব বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। কি প্রকারে? [কারণ,] অনাদি অর্থাৎ আদিরহিত ফল হইতে হেতু উৎপন্ন হইতে পারে না; কেন না, অনুৎপন্ন অনাদি ফল হইতে যে তৎকারণের উৎপত্তি, তাহা ত তুমিও স্বীকার কর না; আর আদি-রহিত—অনাদি অজ হেতু হইতে যে বিনা কারণেই—স্বভাবতঃ কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহাও তুমি স্বীকার কর না। অতএব হেতু ও ফলের অনাদিত্ব স্বীকারকারী তোমাকে হেতু ও ফলের জন্মাভাবই স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু, জগতে যাহার আদি অর্থাৎ কারণ বিদ্যমান নাই, নিশ্চয়ই তাহার আদি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জন্মও বিদ্যমান নাই। কেননা, যাহার কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহারই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কারণহীনের তাহা হয় না ॥১৩৮॥২৩

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমন্যথা দ্বয়নাশতঃ।
সংক্লেশস্যোপলব্ধেশ্চ পরতন্ত্রাস্তিতা মতা ॥১৩৯॥২৪

প্রজ্ঞপ্তেঃ (শব্দাদিজ্ঞানস্য) সনিমিত্তত্বং (সবিষয়ত্বং) [স্বীকর্ত্তব্যম্]; অন্যথা (জ্ঞানস্য সনিমিত্তত্বাভাবে) দ্বয়নাশতঃ (দৃশ্যমান-বৈচিত্র্যস্য অভাব-প্রসঙ্গাৎ) সংক্লেশস্য (অনুভূয়মান-দুঃখস্য) উপলব্ধেঃ (প্রত্যক্ষতঃ) চ (অপি) পরতন্ত্রাস্তিতা (পরেষাং দ্বৈতবাদিনাং তন্ত্রস্য শাস্ত্রস্য অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যস্য বাহ্যপদার্থস্য অস্তিতা সত্তা) মতা (সম্মতা ইত্যর্থঃ)।

জ্ঞানমাত্রেরই (শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞানের) একটি নিমিত্ত বা বিষয় থাকে; তাহা না হইলে শব্দস্পর্শাদি জগদ্বৈচিত্র্যের বিলোপ হইতে পারে। বিশেষতঃ (বাহ্য-পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ যখন) দুঃখের উপলব্ধিও হইয়া থাকে, তখন পরকীয় শাস্ত্রোক্ত [বাহ্যপদার্থের] অস্তিত্বও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ॥ ১৩৯॥২৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তস্যৈব অর্থস্য দৃঢ়ীকরণচিকীর্ষয়া পুনরাক্ষিপতি,—প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ, তস্যাঃ সনিমিত্তত্বম্; নিমিত্তং কারণং বিষয় ইত্যেতৎ; সনিমিত্তত্বং

সবিষয়ত্বং স্বাত্ম-ব্যতিরিক্তবিষয়তা ইত্যেতৎ, প্রতিজানীমহে। ন হি নির্ব্বিষয়া প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ স্যাৎ; তস্যাঃ সনিমিত্তত্বাৎ। অন্যথা নির্ব্বিষয়ত্বে শব্দ-স্পর্শ-নীলপীতলোহিতাদি-প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য নাশতঃ, নাশঃ অভাবঃ প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ। ন চ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য অভাবোঽস্তি, প্রত্যক্ষত্বাৎ। অতঃ প্রত্যয়বৈচিত্র্যস্য দ্বয়স্য দর্শনাৎ, পরেষাং তন্ত্রং পরতন্ত্রম্ ইত্যন্যশাস্ত্রং, তস্য পরতন্ত্রা-শ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য প্রজ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অস্তিতা মতা অভিপ্রেতা। ন হি প্রজ্ঞপ্তেঃ প্রকাশমাত্রস্বরূপায়া নীলপীতাদি-বাহ্যালম্বন-বৈচিত্র্যমন্তরেণ স্বভাবভেদেনৈব বৈচিত্র্যং সম্ভবতি। স্ফটিকস্যেব নীলাদ্যুপাধ্যাশ্রয়ৈঃ বিনা বৈচিত্র্যং ন ঘটত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইতশ্চ পরতন্ত্রাশ্রয়স্য বাহ্যার্থস্য জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অস্তিতা। সংক্লেশনং সংক্লেশো দুঃখম্ ইত্যর্থঃ। উপলভ্যতে হি অগ্নিদাহাদিনিমিত্তং দুঃখং, যদি অগ্ন্যাদিবাহ্যং দাহাদি-নিমিত্তং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন স্যাৎ, ততো দাহাদিদুঃখং ন উপলভ্যেত, উপলভ্যেত তু. অতস্তেন মন্যামহে অস্তি বাহ্যোঽর্থ ইতি। ন হি বিজ্ঞানমাত্রে সংক্লেশো যুক্তঃ, অন্যত্রাদর্শনাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩৯॥২৪

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়কেই দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে পুনশ্চ দোষো-দ্ভাবন করিতেছেন—প্রজ্ঞপ্তি অর্থ—প্রজ্ঞান, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি; যেহেতু তাহা সনিমিত্ত; নিমিত্ত অর্থ—কারণ, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়; [আমরা জ্ঞানের] সনিমিত্তত্ব—সবিষয়ত্ব, অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়-সত্তা প্রতিজ্ঞা করিতেছি; [অর্থাৎ জ্ঞানের যে, জ্ঞানাতিরিক্ত শব্দাদি বিষয় আছে, তাহা আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি।] কেননা, প্রজ্ঞপ্তি বা শব্দাদিজ্ঞান কখনই বিষয়শূন্য হইতে পারে না। যেহেতু জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক। অন্যথা—জ্ঞানের নির্ব্বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে, শব্দ, স্পর্শ, নীল, পীত, লোহিতাদি জ্ঞানের বৈচিত্র্য বা বৈলক্ষণ্যরূপ দ্বয়ের (ভেদের) নাশ অর্থাৎ অভাব হইতে পারে; অথচ জ্ঞানবৈচিত্র্য যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন সেই বৈচিত্র্যময় দ্বৈতের অভাব কখনই হইতে পারে না। অতএব প্রত্যয়গত বৈচিত্র্যদর্শনহেতু অপরাপর [বাদীর] শাস্ত্রোক্ত

জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যার্থের অস্তিত্ব অভিমত হয়। পরতন্ত্র অর্থ—পরের কৃত তন্ত্র (শাস্ত্র), তাহার অর্থাৎ সেই পরতন্ত্রাশ্রিত বাহ্যার্থের। কেননা, একমাত্র প্রকাশই জ্ঞানের স্বরূপ, তদ্ভিন্ন তাহার স্বভাবতঃ কোন ভেদ নাই। নীল, পীতাদি বাহ্যপদার্থের অবলম্বনজাত বৈচিত্র্য ব্যতীত সেই প্রকাশমাত্ররূপ জ্ঞানের কখনই স্বরূপগত ভেদ সম্ভবপর হয় না। অভিপ্রায় এই যে, নীল প্রভৃতি কোন বর্ণের সংসর্গ ব্যতীত স্ফটিকের যেরূপ বর্ণভেদ হয় না, ইহাও তদ্রূপ। এই কারণেও পরকীয় শাস্ত্রসম্মত জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সংক্লেশ অর্থ—ক্লেশপ্রদ, অর্থাৎ দুঃখ; অগ্নি-দাহাদিজনিত যে দুঃখ, তাহা সকলেরই উপলব্ধি-গোচর হইয়া থাকে। যদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত দাহকর অগ্নি প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দাহাদি-নিমিত্ত-সম্ভূত দুঃখ কেহই উপলব্ধি করিতে পারিত না; অথচ সকলেই কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকে। অতএব, ইহা হইতেই মনে হয় যে, [বিজ্ঞানাতিরিক্ত] বাহ্যপদার্থ আছে; কেবলই বিজ্ঞান হইলে উক্তপ্রকার ক্লেশোৎপত্তি কখনই যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, অন্যত্র কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না ॥১৩৯॥২৪

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ।
নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাৎ ॥১৪০॥২৫

যুক্তিদর্শনাৎ (ক্লেশোপলব্ধিরূপ-যুক্তিদর্শনাৎ হেতোঃ) [দ্বৈতবাদিনা ত্বয়া] প্রজ্ঞপ্তেঃ (জ্ঞানস্য) সনিমিত্তত্বং (সবিষয়ত্বং) ইষ্যতে। [অদ্বৈতবাদিভিঃ অস্মাভিঃ অপি] ভূতদর্শনাৎ (পরমার্থব্রহ্মৈকত্বদর্শনাৎ হেতোঃ) নিমিত্তস্য (তব জ্ঞান-বিষয়ত্বেন অভিমতস্য ঘটাদেঃ) অনিমিত্তত্বং (জ্ঞানবৈচিত্র্যাহেতুত্বং) ইষ্যতে। [মৃদ্ব্যতিরেকেণাসত্ত্বাৎ মৃদেকসত্ত্বাচ্চ ঘটাদয়োঽপি একরূপাঃ সন্তঃ জ্ঞানবৈচিত্র্যং সাধয়িতুং নালমিত্যভিপ্রায়ঃ]।

ক্লেশোপলব্ধিরূপ যুক্তি অনুসারে তুমি জ্ঞানের সবিষয়ত্ব ইচ্ছা করিতেছ। ভাল, আমরাও (অদ্বৈতবাদিগণও) প্রকৃত তত্ত্বদৃষ্টি অনুসারে জ্ঞানবিষয়ীভূতরূপে

অভিমত ঘটাদি বিষয়কে জ্ঞানবৈচিত্র্যের অহেতু বলিয়া ইচ্ছা করিতেছি। অর্থাৎ মৃত্তিকারূপে সমস্ত ঘটই যেমন এক, তেমনি ব্রহ্মদৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থই এক—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, সুতরাং তোমার অভিমত বিষয়গুলিও জ্ঞানভেদ জন্মাইতে পারে না॥ ১৪০॥২৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অত্রোচ্যতে—বাঢ়ম্ এবং, প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং দ্বয়সংক্লেশোপলব্ধিযুক্তি-দর্শনাৎ ইষ্যতে ত্বয়া। স্থিরীভব তাবৎ ত্বং—যুক্তিদর্শনং বস্তুনঃ তথাত্বাভ্যুপগমে কারণম্ ইত্যত্র। ব্রূহি কিং তত ইতি। উচ্যতে—নিমিত্তস্য প্রজ্ঞপ্ত্যালম্বনাভি-মতস্য তব ঘটাদেঃ অনিমিত্তত্বম্ অনালম্বনত্বং বৈচিত্র্যাহেতুত্বম্ ইষ্যতে অস্মাভিঃ। কথং? ভূতদর্শনাৎ পরমার্থদর্শনাৎ ইত্যেতৎ। ন হি ঘটো যথাভূতমৃদ্রূ-পদর্শনে সতি তদ্ব্যতিরেকেণ অস্তি, যথা অশ্বাৎ মহিষঃ, পটো বা তন্তুব্যতি-রেকেণ, তন্তবশ্চ অংশুব্যতিরেকেণ, ইত্যেবম্ উত্তরোত্তরভূতদর্শনে আ শব্দপ্রত্যয়নিরোধাৎ নৈব নিমিত্তম্ উপলভামহ ইত্যর্থঃ।

অথবা, অভূতদর্শনাদ্বাহ্যার্থস্যানিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে রজ্জ্বাদৌ ইব সর্পাদেঃ ইত্যর্থঃ। ভ্রান্তিদর্শনবিষয়ত্বাচ্চ নিমিত্তস্য অনিমিত্তত্বং ভবেৎ, তদভাবে অভাবাৎ। ন হি সুষুপ্ত-সমাহিত-মুক্তানাং ভ্রান্তিদর্শনাভাবে আত্মব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থ উপ-লভ্যতে। ন হি উন্মত্তাবগতং বস্তু অনুন্মত্তৈঃ অপি তথাভূতং গম্যতে। এতেন দ্বয়দর্শনং সংক্লেশোপলব্ধিশ্চ প্রত্যুক্তা॥ ১৪০॥২৫

ভাষ্যানুবাদ।

[ইহার উত্তরে] বলা যাইতেছে—আচ্ছা, দুঃখোৎপাদক দ্বৈত-দর্শনরূপ যুক্তির বলে তুমি (দ্বৈতবাদী) জ্ঞানের সবিষয়তা ইচ্ছা করিতেছ; উল্লিখিত যুক্তিদর্শনই যে, বস্তুর দুঃখোৎপাদনের হেতু, এ বিষয়ে তুমি একটুকু স্থির হও, অর্থাৎ স্বীয় সংকল্প রক্ষা করিতে যত্নপর হও। আচ্ছা, বল, তাহাতে কি হইল? [শ্রবণ কর,] বলা হইতেছে—নিমিত্তের অর্থাৎ জ্ঞানের অবলম্বন বা বিষয়রূপে তোমার অভিমত যে ঘটাদি বিষয়, আমরা সেই ঘটাদি বিষয়ের আলম্বনত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতুত্ব ইচ্ছা করি না। কি

হেতু? ভূতদর্শনহেতু অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব দর্শনই ইহার হেতু। কেননা, যথাযথরূপে ঘটের মৃন্ময়তা পরিজ্ঞাত হইলে আর অশ্ব হইতে মহিষের ন্যায় মৃত্তিকাতিরিক্ত ঘট বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না; অথবা, তন্তু ব্যতিরেকে বস্ত্র, এবং অংশু (আঁশ) হইতে পৃথক্ তন্তু বলিয়া কোন বস্তু থাকে না; এইরূপে উত্তরোত্তর পরমার্থতত্ত্ব-দর্শন সংঘটিত হইলে, যতক্ষণ শব্দ ও শব্দজ্ঞানের ব্যবহার বিনিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ ত আর বৈচিত্র্যের কোন কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

অথবা, রজ্জুতে সমারোপিত সর্পাদি বাহ্য পদার্থের অভূতত্ব বা অসত্যতা দর্শন হেতুই তৎসমুদয়ের নিমিত্ততা ইচ্ছা করা হয় না। বিশেষতঃ, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বলিয়া কল্পিত হইলেও ঐ সমস্ত নিমিত্তের অনিমিত্ততা হইতে পারে; যেহেতু ভ্রান্তিজ্ঞানের অভাবে বাহ্য পদার্থেরও অভাব হইয়া থাকে। কেননা, সুষুপ্ত, সমাহিত ও মুক্ত পুরুষের ভ্রান্তি-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেলে পর আত্মাতিরিক্ত কোন বাহ্য পদার্থই উপলব্ধির বিষয় হয় না; কারণ, উন্মত্ত ব্যক্তি যে বস্তু যেরূপ দর্শন করিয়া থাকে, অনুন্মত্ত ব্যক্তি কখনই সে বস্তু সেরূপ অনুভব করে না। ইহা দ্বারাই (উক্ত যুক্তিবলে) দ্বৈত দর্শন ও দুঃখোপলব্ধি প্রত্যাখ্যাত হইল * ॥১৪০॥২৫

* তাৎপর্য্য—দ্বৈতবাদীর যুক্তি এই যে, কোন একটি বস্তুর সংস্পর্শ ব্যতিরেকে যখন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না বা হইতে পারে না; পরন্তু বাহ্য বস্তুর সান্নিধ্যবশতই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে; বিশেষতঃ জ্ঞান স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও যখন তাহার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়—'ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান' ইত্যাদি; তখন জ্ঞানগত সেই বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ বিজ্ঞেয় বিষয় ভিন্ন অপর কিছুই হইতে পারে না। অধিকন্তু, বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান যে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তাহারও একমাত্র কারণ, সেই বিষয়-ভেদ। এই সকল কারণবশতই জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে,—না; উল্লিখিত যুক্তিবলে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। স্বপ্নসময়ে যে বিচিত্র জ্ঞানভেদ হইয়া থাকে, তখন বাহ্য পদার্থ কোথায় আছে? আর রজ্জুতে যখন সর্প দৃষ্ট হয়, তখন সেখানেও ত সর্পের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না; অথচ বিভিন্নাকারে সুস্পষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে: সুতরাং বাহ্যার্থ ব্যতিরেকেও জ্ঞান বৈচিত্র্য সম্পন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ, তত্ত্ব দৃষ্টিতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুরই যখন সত্তা নাই—সমস্তই অসৎ, তখন মৃত্তিকাতিরিক্ত কেবল

চিত্তং ন সংস্পৃশত্যর্থং নার্থাভাসং তথৈব চ।
অভূতো হি যতশ্চার্থো নার্থাভাসস্ততঃ পৃথক্ ॥১৪১॥২৬

[তস্মাৎ] চিত্তং (মনঃ) অর্থং (বাহ্যবিষয়ং) ন সংস্পৃশতি (ন গৃহ্লাতি), অর্থাভাসং (বিষয়ত্বেন প্রতিভাসমানং) চ (অপি) তথা এব (তদ্বৎ এব) (ন স্পৃশতীত্যর্থঃ)। যতঃ (যস্মাৎ কারণাৎ) অর্থঃ (বাহ্যঃ পদার্থঃ) অভূতঃ (অসত্যঃ) হি (এব), অর্থাভাসঃ চ (অপি) ততঃ (চিত্তাৎ) পৃথক্ (অতিরিক্তঃ) ন [অস্তি]।

অতএব, চিত্ত কখনই বাহ্য পদার্থকে গ্রহণ করে না, এবং অর্থাভাস (মনঃকল্পিত বিষয়কেও) গ্রহণ করে না। যেহেতু বাহ্য পদার্থ কখনই সত্য নহে, এবং অর্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে; অর্থাৎ চিত্তকল্পিত বিষয়সমূহ চিত্তেরই স্বরূপ, অতিরিক্ত নহে ॥ ১৪১॥২৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ নাস্তি বাহ্যং নিমিত্তং, অতশ্চিত্তং ন স্পৃশত্যর্থং বাহ্যালম্বনবিষয়ম্, নাপি অর্থাভাসং, চিত্তত্বাৎ, স্বপ্নচিত্তবৎ। অভূতো হি জাগরিতেঽপি স্বপ্নার্থবৎ এব বাহ্যঃ শব্দাদ্যর্থো যত উক্তহেতুত্বাচ্চ। নাপি অর্থাভাসঃ চিত্তাৎ পৃথক্; চিত্তমেব হি ঘটাদ্যর্থবৎ অবভাসতে, যথা স্বপ্নে ॥ ১৪১॥২৬

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু বাহ্য কোনও নিমিত্ত বা বিষয় নাই, অতএব চিত্ত কোন অর্থকে, অর্থাৎ জ্ঞানের আলম্বনীভূত বাহ্য বিষয়কে স্পর্শ করে না। এবং অর্থাভাসকেও স্পর্শ করে না; [যাহা বস্তুতঃ বিষয় না হইয়াও কেবল কল্পনাবলে বিষয়াকারে প্রতিভাসমান হয়, তাহাকে 'অর্থাভাস' বলা যায়।] কারণ, উহাও স্বপ্নচিত্তের ন্যায় চিত্তস্বরূপই বটে, (তদতিরিক্ত নহে)। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে শব্দাদি বাহ্যপদার্থ স্বপ্নকালীন বিষয়ের ন্যায় নিশ্চয়ই অভূত (অবিদ্যমান—অসৎ), আর

ঘটের পৃথক্ অস্তিত্ব কিংবা প্রতীতি হয় না, তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মাতিরিক্তভাবে কোন বাহ্য পদার্থই নাই এবং তদ্বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও হয় না; অতএব, অনর্থক অযৌক্তিক বাহ্যার্থ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

অর্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। কেননা, স্বপ্নের ন্যায় জাগরিত কালেও চিত্তই ঘটাদি বিষয়াকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে॥ ১৪১ ॥ ২৬

নিমিত্তং ন সদা চিত্তং সংস্পৃশত্যধ্বসু ত্রিষু।
অনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য ভবিষ্যতি ॥১৪২॥২৭

চিত্তং (মনঃ) ত্রিষু (অতীতানাগতবর্ত্তমানেষু) অধ্বসু (অবস্থাসু) [অপি] সদা (নিত্যং) নিমিত্তং (বিষয়ং) ন স্পৃশতি। [তথা সতি তস্য (চিত্তস্য) অনিমিত্তঃ (নির্ব্বিষয়ঃ) বিপর্য্যাসঃ (ভ্রান্তিঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) ভবিষ্যতি [ন কথমপি, ইতি ভাবঃ]।

অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই অবস্থাত্রয়েই চিত্ত কখনও বিষয়কে স্পর্শ করে না ; সুতরাং বিপর্য্যাসের কারণীভূত বিষয়ই যখন না রহিল, তখন, সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্য্যাস বা ভ্রম কিরূপেই বা হইবে ॥১৪২॥২৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ননু বিপর্য্যাসঃ তর্হি অসতি ঘটাদৌ ঘটাদ্যাভাসতা চিত্তস্য ; তথা চ সতি অবিপর্য্যাসঃ কচিদ্বক্তব্য ইতি। অত্রোচ্যতে—নিমিত্তং বিষয়ম্ অতীতানাগতবর্ত্তমানাধ্বসু ত্রিষ্বপি সদা চিত্তং ন সংস্পৃশেদেব হি। যদি হি কচিৎ সংস্পৃশেৎ, সঃ অবিপর্য্যাসঃ পরমার্থঃ, ইত্যতঃ তদপেক্ষয়া অসতি ঘটে ঘটাভাসতাবিপর্য্যাসঃ স্যাৎ ; ন তু তদস্তি কদাচিদপি চিত্তস্য অর্থসংস্পর্শনম্। তস্মাৎ অনিমিত্তো বিপর্য্যাসঃ কথং তস্য চিত্তস্য ভবিষ্যতি ? ন কথঞ্চিৎ বিপর্য্যাসোঽস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। অয়মেব হি স্বভাবঃ চিত্তস্য, যদুত অসতি নিমিত্তে ঘটাদৌ তদ্বৎ অবভাসনম্ ॥১৪২॥২৭

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, তাহা হইলে ত ঘটাদি বিষয়ের অভাবে চিত্তের যে ঘটাদি বিষয়াকারে প্রতিভাস, তাহা ত বিপর্য্যাস বা ভ্রম বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? তাহা হইলে ত কোন একস্থলে অবিপর্য্যাস বা সত্য বিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। এতদুত্তরে বলা হইতেছে—অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান, এই অবস্থাত্রয়েই ও সর্ব্বদা চিত্ত

নিমিত্তকে—বিষয়কে স্পর্শ করে না ; . যদি কোনস্থলে বিষয়কে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে তাহাই অবিপর্য্যাস পরমার্থ সত্য হইত ; এবং তাহার অপেক্ষায় অসৎ ঘটাদি-বিষয়ক ঘটাভাসাকার জ্ঞানও বিপর্য্যাস বলিয়া গণ্য হইতে পারিত ; কিন্তু তাহা ত হয় না, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও ত চিত্তের বিষয়সংস্পর্শ নাই। অতএব, সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্য্যাস (ভ্রম) কিরূপে হইবে ? অভিপ্রায় এই যে, কোন-প্রকারেই বিপর্য্যাস নাই। চিত্তের স্বভাবই এইপ্রকার যে, ঘটাদি বিষয় বিদ্যমান না থাকিলেও নিজেই তদাকারে প্রতিভাসমান হয় ॥১৪২॥২৭

তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে।
তস্য পশ্যন্তি যে জাতিং খে বৈ পশ্যন্তি তে পদম্ ॥১৪৩॥২৮

তস্মাৎ (উক্তাৎ এব কারণাৎ) চিত্তং ন জায়তে, চিত্তদৃশ্যং (বাহ্যং বস্তু—ঘটাদি) [অপি] ন জায়তে, যে (বাদিনঃ) তস্য (চিত্তস্য) জাতিং (জন্ম) পশ্যন্তি (মন্যন্তে), তে (চিত্তজন্মবাদিনঃ) বৈ (নিশ্চয়ে) খে (আকাশে) পদং পশ্যন্তি (অবলোকয়ন্তি ; অত্যন্তমসম্ভবমপি সম্ভাবয়ন্তি তে ইতি ভাবঃ)।

উক্ত হেতুতেই চিত্ত জন্মে না, চিত্তের দৃশ্য ঘটাদিও জন্মে না। যাহারা সেই চিত্তের জন্ম দর্শনকরে, তাহারা আকাশেও পক্ষিপ্রভৃতির চরণচিহ্ন দর্শন করে ১৪৩॥২৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

"প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বম্" ইত্যাদি এতদন্তং বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধস্য বচনং বাহ্যার্থবাদিপক্ষ-প্রতিষেধপরম্ আচার্য্যেণ অনুমোদিতম্। তদেব হেতুং কৃত্বা তৎ-পক্ষপ্রতিষেধায় তদিদম্ উচ্যতে "তস্মাৎ" ইত্যাদি। যস্মাৎ অসত্যেব ঘটাদৌ ঘটাদ্যাভাসতা চিত্তস্য বিজ্ঞানবাদিনা অভ্যুপগতা, তদনুমোদিতম্, অস্মাভিরপি ভূতদর্শনাৎ। তস্মাৎ তস্যাপি চিত্তস্য জায়মানাবভাসতা অসত্যেব জন্মনি যুক্তা ভবিতুমিতি, অতো ন জায়তে চিত্তম্ ; যথা চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে, অতস্তস্য যে জাতিং পশ্যন্তি বিজ্ঞানবাদিনঃ ক্ষণিকত্বদুঃখিত্বশূন্যত্বানাত্মত্বাদি চ। তেনৈব চিত্তেন চিত্তস্বরূপং দ্রষ্টুমশক্যং পশ্যন্তঃ খে বৈ পশ্যন্তি তে পদং পক্ষ্যাদীনাম্। অত ইতরেভ্যোঽপি দ্বৈতিভ্যঃ অত্যন্তসাহসিকা ইত্যর্থঃ। যেঽপি শূন্যবাদিনঃ পশ্যন্ত

এব সর্ব্বশূন্যতাং স্বদর্শনস্যাপি শূন্যতাং প্রতিজ্ঞানতে, তে ততোঽপি সাহসিকতরাঃ খং মুষ্টিনাপি জিঘৃক্ষন্তি ॥ ১৪৩॥২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

বিজ্ঞানবাদী বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৌদ্ধের মত-খণ্ডনার্থ "প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং" এই হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা আচার্য্যেরও (গৌড়পাদেরও) অনুমোদিত। উক্ত যুক্তিনিচয়কেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া এখন সেই পক্ষ প্রতিষেধার্থ এই "তস্মাৎ" ইত্যাদি শ্লোক বলা হইতেছে। যেহেতু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ঘটাদি বিষয়ের অসত্ত্বেও চিত্তের ঘটাদিরূপে প্রতিভাস স্বীকার করিয়াছেন, ভূতদর্শনবলে বা পরমার্থদৃষ্টিতে আমরাও তাহা অনু-মোদন করিয়া থাকি। সেই হেতুই প্রকৃতপক্ষে জন্ম না হইলেও, সেই চিত্তের জায়মানতা প্রতীতি হওয়া অযুক্ত হয় না; অতএব চিত্তের দৃশ্য—ঘটাদি পদার্থ যেরূপ জন্মে না, তদ্রূপ [প্রকৃতপক্ষে] চিত্তও জন্ম লাভ করে না। অতএব, যে সকল বিজ্ঞানবাদী (বৌদ্ধ প্রভৃতি) সেই চিত্তের জন্মলাভ দর্শন করিয়া থাকেন; ক্ষণিকত্ব, দুঃখিত্ব, শূন্যত্ব ও অনাত্মত্বাদি স্বীকার করিয়া থাকেন; এবং চিত্ত দ্বারাই সেই চিত্তের স্বরূপ দর্শন অসম্ভব হইলেও, যাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আকাশেও পক্ষী প্রভৃতির পদদর্শন করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, অপরাপর দ্বৈতবাদী অপেক্ষাও তাঁহারা অত্যন্ত সাহসী। আর যে সমস্ত শূন্যবাদী স্বয়ং দেখিয়াও সর্ব্বশূন্যতা এমন কি, স্বীয় প্রত্যক্ষেরও শূন্যত্ব সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী অপেক্ষাও অধিকতর সাহসিক—আকাশকেও মুষ্টিমধ্যে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ১৪৩॥২৮ ॥

অজাতং জায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্ততঃ।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥১৪৪॥২৯

অজাতং (জন্মরহিতং চিত্তং) যস্মাৎ (কারণাৎ) জায়তে, সা প্রকৃতিঃ (কারণং) অজাতিঃ (জন্মশূন্যা); ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ।) প্রকৃতেঃ (অজায়াঃ) অন্যথাভাবঃ (বিকারঃ) কথঞ্চিৎ (কেনাপি প্রকারেণ) ন ভবিষ্যতি।

জন্মরহিত চিত্ত যাহা হইতে জন্ম লাভ করে, তাহার প্রকৃতিটি স্বভাবতই অজা। সেই কারণে প্রকৃতির অন্যথাভাব (অজার জন্ম) কোন প্রকারেই সম্ভব হইবে না॥ ১৪৪॥২৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তৈঃ হেতুভিঃ অজমেকং ব্রহ্মেতি সিদ্ধং, যৎ পুনরাদৌ প্রতিজ্ঞাতং তৎ-ফলোপসংহারার্থঃ অয়ং শ্লোকঃ। অজাতং যচ্চিত্তং ব্রহ্মৈব জায়ত ইতি বাদিভিঃ পরিকল্প্যতে, তং অজাতং জায়তে যস্মাৎ অজাতিঃ প্রকৃতিঃ, তস্য; ততঃ তস্মাৎ অজাতরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ অন্যথাভাবো জন্ম ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি॥ ১৪৪॥২৯

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম যে অজ ও এক, তাহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞা-ফলের উপসংহারার্থ এই শ্লোক আরব্ধ হইতেছে—অজাত, অতএবই ব্রহ্মস্বরূপ যে-চিত্তকে বাদিগণ সমুৎপন্ন বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, সেই অজাত চিত্ত যাহা হইতে জন্মলাভ করে, সেই অজাই তাহার প্রকৃতি; [অজপদার্থের জন্ম হয়, ইহা বিরুদ্ধ কথা] সেই কারণেই স্বরূপতই জন্মহীন প্রকৃতির অন্যথাভাব বা বিকার (জন্ম) কোন প্রকারেই হইবে না॥১৪৪॥২৯

অনাদেরন্তবত্ত্বঞ্চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি॥১৪৫॥৩০

[মোক্ষ-সংসারয়োঃ পারমার্থিকত্বপক্ষ-নিরসনায় আহ—"অনাদেঃ" ইত্যাদি]—[বাদিনামভিমতস্য] অনাদেঃ সংসারস্য অন্তবত্ত্বং (পরিসমাপ্তিঃ) চ (অপি।) ন সেৎস্যতি। আদিমতঃ (জন্যস্য) মোক্ষস্য চ (অপি) অনন্ততা (অপরিসমাপ্তিঃ) ন ভবিষ্যতি।

বাদিগণের অভিমত অনাদি সংসারের অন্ত হইতে পারে না, এবং আদিমান্ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানজন্য মোক্ষের অনন্তত্ব বা অক্ষয়ত্ব হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥৩০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অয়ঞ্চ অপর আত্মনঃ সংসারমোক্ষয়োঃ পরমার্থসদ্ভাববাদিনাং দোষ উচ্যতে,— অনাদেঃ অতীতকোটিরহিতস্য সংসারস্য অন্তবত্ত্বং সমাপ্তিঃ ন সেৎস্যতি যুক্তিতঃ সিদ্ধিং ন উপযাস্যতি। ন হি অনাদিঃ সন্ অন্তবান্ কশ্চিৎ পদার্থো দৃষ্টো লোকে। বীজাঙ্কুরসম্বন্ধ-নৈরন্তর্য্য-বিচ্ছেদো দৃষ্ট ইতি চেৎ; ন, একবস্তুভাবেন অপোদিতত্বাৎ। তথা অনন্ততাপি বিজ্ঞানপ্রাপ্তিকালপ্রভবস্য মোক্ষস্য আদিমতো ন ভবিষ্যতি; ঘটাদিষু অদর্শনাৎ। ঘটাদিবিনাশবৎ অবস্তুত্বাৎ অদোষ ইতি চেৎ; তথা চ মোক্ষস্য পরমার্থসদ্ভাব-প্রতিজ্ঞাহানিঃ; অসত্ত্বাদেব; শশবিষাণস্যেব আদিমত্ত্বাভাবশ্চ ॥ ১৪৫॥৩০

ভাষ্যানুবাদ ।

আত্মার সংসার ও মোক্ষ, এই উভয়কেই যাঁহারা পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই আর একটি দোষ কথিত হইতেছে—অনাদি অর্থাৎ যাহার আদি বা পূর্ব্ব নাই, সেই সংসারের অন্তবত্ত্ব অর্থাৎ সমাপ্তি বা শেষ কোন যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইবে না; কারণ, জগতে অনাদি কোন পদার্থকেই অন্তবান্ (বিনাশী) দেখা যায় না। যদি বল, বীজ ও অঙ্কুরের অনাদি সম্বন্ধেরও ত বিচ্ছেদ দেখা যায়; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, এক বস্তু নয় বলিয়াই উহা পরিত্যক্ত, অর্থাৎ সেখানে বীজ ও অঙ্কুর, দুইটি পৃথক্ পদার্থ, সুতরাং তত্রত্য অনাদি সম্বন্ধও বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু অনাদি অথচ এক, এরূপ পদার্থের বিনাশ কোথাও দেখা যায় না। এইরূপ বিজ্ঞানোদয়ের সমকালভাবী অতএব আদিমান্ (জন্য) মোক্ষেরও অনন্তত্ব (অনশ্বরত্ব) সিদ্ধ হইতে পারে না; কেননা, জন্য ঘটাদি পদার্থে (অনন্তত্ব) দেখা যায় না। যদি বল, ঘটাদিবিনাশের ন্যায় উহাও অবস্তু, সুতরাং দোষ নাই; তাহা হইলেও 'মোক্ষ পরমার্থ

সৎ' এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়। পক্ষান্তরে, অসত্বনিবন্ধনই শশ-বিষাণাদির স্থায় উহারও আদিমত্তা হইতে পারে না ॥১৪৫॥৩০

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥১৪৬॥৩১

যৎ (বস্তু) আদৌ (উৎপত্তেঃ প্রাক্) অন্তে (বিনাশোত্তরং) চ (অপি) ন অস্তি (ন বিদ্যতে), তৎ (বস্তু) বর্ত্তমানে অপি তথা (নাস্ত্যেব)। [অতঃ] তে বিতথৈঃ (অসত্যৈঃ) সদৃশাঃ (অনুরূপাঃ) সন্তঃ অবিতথা ইব (পরমার্থা ইব) লক্ষিতাঃ (প্রতীতাঃ) [ভ্রান্ত্যা ভবন্তীতি শেষঃ]।

যাহা আদিতে ও অন্তে নাই—অসৎ, বর্ত্তমান অবস্থায়ও তাহা তদ্রূপই, অর্থাৎ অসৎই। অতএব, তাহা মিথ্যার অনুরূপ হইয়াও ভ্রমবশতঃ কেবল সত্য বস্তুর স্থায় পরিলক্ষিত হয় মাত্র ॥ ১৪৬॥৩১

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥১৪৭॥৩২

তেষাং (পদার্থানাং) সপ্রয়োজনতা (কার্য্যকারিতা) স্বপ্নে (স্বপ্নকালে) বিপ্রতিপদ্যতে, (বিরুদ্ধভাবমাপদ্যতে, নিষ্প্রয়োজনা সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) আদ্যন্তবত্ত্বেন (আদিমত্ত্বেন—জন্যত্বেন, অন্তবত্ত্বেন—বিনাশিত্বেন চ হেতুনা) তে (পদার্থাঃ) খলু (নিশ্চয়ে) মিথ্যা এব স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ) [বিবেকিভিঃ ইতি শেষঃ]।

যেহেতু দৃশ্য পদার্থনিচয়ের কার্য্যকারিতা-স্বভাব স্বপ্নসময়ে বিরুদ্ধ হইয়া যায়, অতএব, আদি ও অন্ত অর্থাৎ উপত্তি ও বিনাশ থাকায় বিবেকিগণ এই সমস্ত পদার্থকে মিথ্যা বলিয়াই চিন্তা করিয়াছেন ॥১৪৭॥৩২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বৈতথ্যে কৃতব্যাখ্যানৌ শ্লোকৌ ইহ সংসার-মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গেন পঠিতৌ ॥ ১৪৬-৭॥৩১-৩২

ভাষ্যানুবাদ।

বৈতথ্য প্রকরণেই এই শ্লোক দুইটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সংসার ও মোক্ষের অসত্যতা স্থাপন-প্রসঙ্গে :এখানে আবার পঠিত হইয়াছে ॥১৪৬—৭॥৩১—৩২

সর্ব্বে ধর্ম্মা মৃষা স্বপ্নে কায়স্যান্তর্নিদর্শনাৎ।
সংবৃতেঽস্মিন্ প্রদেশে বৈ ভূতানাং দর্শনং কুতঃ ॥১৪৮॥৩৩

স্বপ্নে কায়স্য (দেহস্য) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) নিদর্শনাৎ (অনুভবাৎ) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (বাহ্যাঃ পদার্থাঃ) মৃষা (মিথ্যাভূতাঃ); [তৎসারূপ্যাৎ] সংবৃতে (নিরবকাশে অখণ্ডস্বরূপে) প্রদেশে (ব্রহ্মণি) ভূতানাং [বিদ্যমানানাং] দর্শনং বৈ (অবধারণে) কুতঃ (কস্মাৎ কারণাৎ) [মৃষা ন স্যাদিতি শেষঃ]॥

স্বপ্নসময়ে দেহের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হয় বলিয়া যখন স্বাপ্ন পদার্থ সমূহ মিথ্যা; তখন নিরবকাশ (ফাঁক শূন্য) ব্রহ্মে বিদ্যমান পদার্থসমূহই বা মিথ্যা হইবে না কেন? ॥১৪৮॥৩৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

"নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে ভূতদর্শনাৎ" ইত্যয়মর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে এতৈঃ শ্লোকৈঃ ॥১৪৮॥৩৩

ভাষ্যানুবাদ।

পরমার্থ দৃষ্টিতে তোমার অভিপ্রেত নিমিত্তেরও অনিমিত্তত্ব স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত এই বাক্যার্থই অত্রত্য শ্লোকসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে ॥১৪৮॥৩৩

ন যুক্তং দর্শনং গত্বা কালস্যানিয়মাদ্গতৌ।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥১৪৯॥৩৪

[স্বপ্নে] গতৌ (শরীরাদ্ বহির্দ্দেশগমনে) কালস্য (জাগরিতে যাবতা কালেন তদ্দেশে গমনং ভবতি, তাবতঃ কালস্য) অনিয়মাৎ (ব্যবস্থাভাবাৎ, মাস-পরিমিত কালগম্যেঽপি তৎক্ষণাদেব গমনদর্শনাদিত্যর্থঃ) গত্বা (বিষয়দেশং প্রাপ্য) দর্শনং (বিষয়োপলব্ধিঃ) ন যুক্তং (অযুক্তমিত্যর্থঃ)। বৈ (যস্মাৎ) সর্ব্বঃ (স্বপ্নদর্শী) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) তস্মিন্ (স্বপ্নানুভূতে) দেশে (স্থানে) ন বিদ্যতে, [অপিতু, স্বীয় শয়ন-কক্ষে এব তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ]।

[স্বপ্নসময়ে, দৃশ্যদেশে] গমনোপযোগী কালের নিয়ম না থাকায়, বিষয়-দেশে যাইয়া বিষয় দর্শন করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; বিশেষতঃ, স্বপ্নদর্শী সকলেই জাগরিত হইয়া আর সেই স্বপ্নানুভূত প্রদেশে থাকে না ; পরন্তু নিজের শয়ন-কক্ষেই বিদ্যমান থাকে ॥ ১৪৯ ॥ ৩৪

শাঙ্কর ভাষ্যম্ ।

জাগরিতে গত্যাগমনকালৌ নিয়তৌ, দেশঃ প্রমাণতো যঃ, তস্য অনিয়মাৎ নিয়মস্য অভাবাৎ স্বপ্নে ন দেশান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৪৯॥৩৪

ভাষ্যানুবাদ ।

জাগরিতাবস্থায় গমনাগমনের উপযুক্ত যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং প্রমাণসিদ্ধ যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে ; তাহার অনিয়মহেতু অর্থাৎ নিয়মাভাবহেতু স্বপ্নসময়ে আর বহির্দ্দেশে গমন হয় না ॥১৪৯॥৩৪

মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য সম্বুদ্ধো ন প্রপদ্যতে ।
গৃহীতঞ্চাপি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥১৫০॥৩৫

[স্বপ্নে] মিত্রাদ্যৈঃ (সুহৃৎপ্রভৃতিভিঃ) সহ সংমন্ত্র্য (সংভাষ্য) সংবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) ন প্রপদ্যতে (তৎ সংমন্ত্রণং নোপলভতে) । [স্বপ্নে] যৎ কিঞ্চিৎ (যৎ কিমপি) গৃহীতং (লব্ধং) চ [ভবতি], প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) [তৎ] অপি ন পশ্যতি । [অতঃ স্বপ্নে বাসনাতিরিক্তং কিমপি বস্তুভূতং নাস্তীত্যাশয়ঃ] ।

স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি (স্বপ্নকালে) মিত্রাদির সহিত কথোপকথন করিয়া জাগরিত হইয়া আর তাহা প্রাপ্ত হয় না। এবং স্বপ্ন সময়ে যাহা কিছু গ্রহণ করে, জাগরিত হইয় [তাহাও] আর দেখিতে পায় না ॥ ১৫০ ॥ ৩৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য তদেব মন্ত্রণং প্রতিবুদ্ধো ন প্রপদ্যতে। গৃহীতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ হিরণ্যাদি ন প্রাপ্নোতি। গতশ্চ ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥১৫০॥৩৫

ভাষ্যানুবাদ ।

মিত্র প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা বা কথোপকথন করিয়া প্রতিবুদ্ধ

(জাগরিত) হইলে আর তাহা দেখিতে পায় না। [স্বপ্নে] হিরণ্যাদি যাহা কিছু গ্রহণ করে, জাগ্রৎ অবস্থায় আর তাহা প্রাপ্ত হয় না; এই কারণেও স্বপ্নে আর দেশান্তরে গমন করে না ॥১৫০॥৩৫

স্বপ্নে চাবস্তুকঃ কায়ঃ পৃথগন্যস্য দর্শনাৎ।
যথা কায়স্তথা সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যমবস্তুকম্ ॥১৫১॥৩৬

স্বপ্নে চ পৃথক্ অন্যস্য দর্শনাৎ (এতচ্ছরীর–ভিন্নত্বেন কায়ান্তরস্য উপলব্ধেঃ হেতোঃ) কায়ঃ (স্বাপ্নঃ দেহঃ) অবস্তুকঃ (বস্তুশূন্যঃ)। কায়ঃ (শরীরং) যথা (যদ্বৎ), তথা (তদ্বৎ এব) চিত্তদৃশ্যং সর্ব্বং (স্বাপ্নং বস্তু) অবস্তু (মিথ্যারূপমিত্যর্থঃ) ॥

স্বপ্নে যখন পৃথক্ বলিয়াই অনুভূত হয়, তখন ঐ শরীর অবস্তু মিথ্যাময়। শরীর যেমন অবস্তু—মিথ্যা, তেমনি কেবল চিত্তদৃশ্য অর্থাৎ কেবলই মনের বাসনাকল্পিত অপর সমস্তই অবস্তু মিথ্যা ॥ ১৫১ ॥ ৩৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স্বপ্নে চ অটন্ দৃশ্যতে যঃ কায়ঃ, সঃ অবস্তুকঃ, ততোঽন্যস্য স্বাপদেশস্থস্য পৃথক্ কায়ান্তরস্য দর্শনাৎ। যথা স্বপ্নদৃশ্যঃ কায়ঃ অসন্, তথা সর্ব্বং চিত্তদৃশ্যম্ অবস্তুকং জাগরিতেঽপি, চিত্তদৃশ্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। স্বপ্নসমত্বাৎ অসৎ জাগরিতমপীতি প্রকরণার্থঃ ॥ ১৫১॥৩৬

ভাষ্যানুবাদ।

স্বপ্নে পর্য্যটন করিতে করিতে যে দেহদর্শন করে, নিজ নিদ্রাকক্ষে তাহা হইতে পৃথক্ অপর দেহ যখন দৃষ্ট হয়, তখন ঐ দেহ অবস্তু—অসত্য। স্বপ্নদৃশ্য দেহ যেরূপ অসৎ, তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থায়ও চিত্তদৃশ্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই অবস্তু; চিত্তদৃশ্যত্বই ঐ মিথ্যাত্বের হেতু। স্বপ্নসদৃশ বলিয়া জাগ্রৎকালীন বস্তুও অসৎ। ইহাই এই প্রকরণলব্ধ অর্থ ॥১৫১॥৩৬

গ্রহণাজ্জাগরিতবত্তদ্ধেতুঃ স্বপ্ন ইষ্যতে।
তদ্ধেতুত্বাত্তু তস্যৈব সজ্জাগরিতমিষ্যতে ॥১৫২॥৩৭

[স্বপ্নে] জাগরিতবৎ (জাগরিতস্য ইব) গ্রহণাৎ (বিষয়োপলব্ধেঃ হেতোঃ) স্বপ্নঃ তদ্ধেতুঃ (জাগরিতজন্যঃ) ইষ্যতে। তদ্ধেতুত্বাৎ (জাগরিতজন্যত্বাৎ হেতোঃ) তু (পুনঃ) তস্য (স্বপ্নদর্শিনঃ) এব তৎ (স্বপ্নকারণীভূতং) জাগরিতং সৎ (সত্যং) ইষ্যতে ; [ন তু তদন্যস্য ইত্যাশয়ঃ]।

স্বপ্নসময়ে জাগরিতানুভূতির অনুরূপ দর্শন হয়, এইজন্য জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থায় হেতু বলিয়া স্বীকার করা হয় ; কিন্তু সেই জাগরণ যাহারই মতে স্বপ্নদর্শনের হেতু, তাহার পক্ষেই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ; অপরের নিকটে নহে ॥ ১৫২ ॥ ৩৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতশ্চ অসত্ত্বং জাগ্রদ্বস্তুনঃ, জাগরিতবৎ জাগরিতস্যেব গ্রহণাদ্ গ্রাহ্য-গ্রাহক-রূপেণ স্বপ্নস্য, তজ্জাগরিতং হেতুরস্য স্বপ্নস্য, স স্বপ্নঃ তদ্ধেতুঃ জাগরিতকার্য্যম্ ইষ্যতে। তদ্ধেতুত্বাৎ জাগরিতকার্য্যত্বাৎ তস্যৈব স্বপ্নদৃশ এব সৎ জাগরিতং, ন তু অন্যেষাম্ ; যথা স্বপ্ন ইত্যভিপ্রায়ঃ। যথা স্বপ্নঃ স্বপ্নদৃশ এব সন্ সাধারণ-বিদ্যমানবস্তুবৎ অবভাসতে, তথা তৎকারণত্বাৎ সাধারণবিদ্যমানবস্তুবৎ অবভাসনম্, ন তু সাধারণং বিদ্যমানবস্তু স্বপ্নবৎ এবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫২॥৩৭

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেও জাগ্রৎবস্তুর অসত্ত্ব ; কেননা, জাগ্রৎ কালীন দর্শনের অনুসারে গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে স্বাপ্ন পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে ; এইজন্য জাগরিতাবস্থাই স্বপ্নের হেতু, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাটি জাগ্রদবস্থারই কার্য্য বা ফল বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। জাগরিতাবস্থাটি সেই স্বপ্ন-দর্শনের কারণ ; এইজন্য সেই স্বপ্নদর্শীর পক্ষেই জাগরিতাবস্থাটি সত্য, অপরের পক্ষে নহে। অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন যেমন স্বপ্নদর্শীর নিকটই অপরাপর সাধারণ সত্য বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, তেমনি জাগ্রদ্বস্তুও সাধারণ বর্ত্তমান বস্তুর আকারে প্রতিভাসমান হয় মাত্র ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কখনই সাধারণভাবে বিদ্যমান নহে, পরন্তু স্বপ্নেরই অনুরূপ ॥১৫২॥৩৭

উৎপাদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাদজং সর্ব্বমুদাহৃতম্।
ন চ ভূতাদভূতস্য সম্ভবোঽস্তি কথঞ্চন ॥১৫৩॥৩৮

অপিচ, উৎপাদস্য (উৎপত্তেঃ) অপ্রসিদ্ধত্বাৎ (অসিদ্ধত্বাৎ) সর্ব্বং (জগৎ) অজম্ (জন্মরহিতং মায়াময়ং) উদাহৃতং (উক্তম্)। [যস্মাৎ] ভূতাৎ (নিত্যসিদ্ধাৎ ব্রহ্মণঃ) অভূতস্য (অসতঃ কার্য্যস্য) কথঞ্চন (কথমপি) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) চ (অপি) ন অস্তি (বিদ্যতে)।

উৎপত্তিই সিদ্ধ হয় না বলিয়া, সমস্তই অজ (জন্মরহিত) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সত্যপদার্থ ব্রহ্ম হইতে কখনই অসৎ—মিথ্যা কার্য্যের কোন মতেই উৎপত্তি হইতে পারে না॥ ১:৩॥ ৩৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ননু স্বপ্নকারণত্বেঽপি জাগরিতবস্তুনো ন স্বপ্নবৎ অবস্তুত্বম্। অত্যন্তচলো হি স্বপ্নঃ, জাগরিতন্তু স্থিরং লক্ষ্যতে। সত্যমেবম্ অবিবেকিনাং স্যাৎ, বিবেকিনান্তু ন কস্যচিৎ বস্তুন উৎপাদঃ প্রসিদ্ধঃ ; অতঃ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ উৎপাদস্য আত্মৈব সর্ব্বমিতি অজং সর্ব্বম্ উদাহৃতং বেদান্তেষু 'সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ' ইতি।

যদপি মন্যসে, জাগরিতাৎ সতঃ অসন্ স্বপ্নো জায়তে ইতি, তৎ অসৎ ; ন ভূতাৎ বিদ্যমানাৎ অভূতস্য অসতঃ সম্ভবোঽস্তি লোকে। ন হ্যসতঃ শশবিষাণাদেঃ সম্ভবো দৃষ্টঃ কথঞ্চিদপি॥ ১৫৩॥৩৮

ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, জাগ্রৎ বস্তু যদি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কারণই হইল, তাহা হইলে ত জাগ্রৎ-বস্তুনিচয়ের মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। [দেখিতে পাওয়া যায়,] স্বপ্ন অত্যন্ত চঞ্চল (অ-চিরস্থায়ী), কিন্তু জাগরিত পদার্থ স্থির বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। হাঁ, অবিবেকিগণের নিকট এইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে সত্য ; কিন্তু বিবেকিগণের নিকট কোন বস্তুরই উৎপত্তি প্রসিদ্ধ নহে। অতএব, উৎপত্তিই যখন অপ্রসিদ্ধ, তখন আত্মাই এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুময় ; এই কারণেই 'তিনি বাহ্যাভ্যন্তর-সর্ব্বত্র স্থিত ও অজ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে সমস্ত জগৎকেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আর তুমি যে মনে কর, সৎস্বরূপ জাগরিত হইতেই অসৎ স্বপ্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও উত্তম কথা নহে; কারণ, জগতে ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান সৎপদার্থ হইতে কখনই অসৎ অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হয় না; কেননা, শশবিষাণ প্রভৃতি অসৎপদার্থ হইতে কখনই কোন পদার্থের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না ॥১৫৩॥৩৮

অসজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বা স্বপ্নে পশ্যতি তন্ময়ঃ।
অসৎ স্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥১৫৪॥৩৯

[জনঃ] জাগরিতে (জাগ্রদবস্থায়াং) অসৎ (অসত্যং বস্তু) দৃষ্ট্বা তন্ময়ঃ (তৎসংস্কারপ্রবণঃ সন্) স্বপ্নে পশ্যতি (জাগ্রৎ দৃষ্টমেব বিলোকয়তি), স্বপ্নে অপি অসৎ দৃষ্ট্বা (অনুভূয়) প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ সন্) [তৎ] ন পশ্যতি।

জাগরিতাবস্থায় অসৎ পদার্থনিচয় দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া অর্থাৎ সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া স্বপ্নে তাহা দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় অসৎ পদার্থ দর্শন করিয়াও আবার জাগরিতাবস্থায় সে সমুদয় দেখিতে পায় না ॥১৫৪॥৩৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু উক্তং ত্বয়ৈব স্বপ্নো জাগরিতকার্য্যমিতি, তৎ কথম্ উৎপাদঃ অপ্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে? শৃণু, তত্র যথা কার্য্যকারণভাবঃ অস্মাভিঃ অভিপ্রেত ইতি। অসৎ অবিদ্যমানং রজ্জুসর্পবৎ বিকল্পিতং বস্তু জাগরিতে দৃষ্ট্বা তদ্ভাবভাবিতঃ তন্ময়ঃ স্বপ্নেঽপি জাগরিতবৎ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ বিকল্পয়ন্ পশ্যতি, তথা অসৎ স্বপ্নেঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি অবিকল্পয়ন্, চশব্দাৎ। তথা জাগরিতেঽপি দৃষ্ট্বা স্বপ্নে ন পশ্যতি কদাচিৎ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ জাগরিতং স্বপ্নহেতুঃ ইত্যুচ্যতে, ন তু পরমার্থসৎ ইতি কৃত্বা ॥ ১৫৪॥৩৯

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, তুমিই ত বলিয়াছ যে, স্বপ্নাবস্থাটি জাগ্রৎ-অবস্থার কার্য্য; তবে আবার উৎপত্তির অসম্ভাবনা বলিতেছ কি প্রকারে? [উত্তর—]

সেখানে আমরা কি ভাবে কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা শ্রবণ কর। জাগ্রৎ অবস্থায়,রজ্জু-সর্পের ন্যায় কল্পিত অসৎ—অবিদ্যমান বস্তু দর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া স্বপ্নেও জাগ্রৎ-অবস্থার ন্যায় গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে বিকল্প করতঃ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। সেইরূপ, স্বপ্নেও আবার অসৎ পদার্থ দর্শনের পর জাগরিত হইয়া ঐরূপ বিকল্পনার অভাবে তাহা আর দর্শন করে না। সেইরূপ কখন কখন জাগরিতাবস্থায়ও বস্তু দর্শন করিয়া তাহা আর স্বপ্নে দেখিতে পায় না। এইজন্য জাগরিতকে স্বপ্নের হেতুভূত বলা হইয়া থাকে, কিন্তু উহা পরমার্থ সত্য বলিয়া নহে ॥১৫৪॥৩৯

নাস্ত্যসদ্ধেতুকমসৎ সদসদ্ধেতুকন্তথা।
সচ্চ সদ্ধেতুকং নাস্তি সদ্ধেতুকমসৎ কুতঃ ॥১৫৫॥৪০

[পরমার্থতস্তু কার্য্যকারণভাব এব নাস্তীত্যাহ]—সদ্ধেতুকং (সৎ হেতুঃ যস্য, তৎ তথা), অসৎ ন অস্তি (ন বিদ্যতে), তথা অসদ্ধেতুকং (অসৎ-সমুৎপাদিতং অপি) সৎ [নাস্তি]। সদ্ধেতুকং (সজ্জনিতং) সৎ [অপি] ন অস্তি, অতঃ সদ্ধেতুকং অসৎ (কার্য্যং) কুতঃ (কস্মাৎ) [ভবেদিতি শেষঃ]।

অসৎ পদার্থ কখনও অসৎ-সমুৎপন্ন হয় না, সৎও কখন অসৎ-জনিত হয় না ; আবার সৎপদার্থ হইতেও সৎ উৎপন্ন হয় না, অতএব অসৎ হইতে আর সদুৎপত্তির কারণ কি সম্ভবে ? ॥১৫৫॥৪০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরমার্থতস্তু ন কস্যচিৎ কেনচিদপি প্রকারেণ কার্য্যকারণভাব উপপদ্যতে। কথং ? নাস্তি অসদ্ধেতুকম্ অসৎ শশবিষাণাদি হেতুঃ কারণং যস্য অসত এব খ-পুষ্পাদেঃ, তৎ অসদ্ধেতুকম্ অসৎ ন বিদ্যতে। তথা সদপি ঘটাদি বস্তু অসদ্ধেতুকং শশবিষাণাদিকার্য্যং নাস্তি। তথা সচ্চ বিদ্যমানং ঘটাদিবস্ত্বন্তরকার্য্যং নাস্তি। সৎকার্য্যম্ অসৎ কুত এব সম্ভবতি ? ন চান্যঃ কার্য্যকারণভাবঃ সম্ভবতি, শক্যো বা কল্পয়িতুম্। অতো বিবেকিনাম্ অসিদ্ধ এব কার্য্য-কারণভাবঃ কস্যচিৎ,

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকৃতপক্ষে কোনপ্রকারেই কোন পদার্থের কার্য্যকারণভাব উপপন্ন হয় না। কেন ?—অসৎহেতুক অসৎপদার্থ নাই; অর্থাৎ অসৎ—শশবিষাণ প্রভৃতিই যাহার—আকাশ-কুসুমাদির হেতু; এরূপ অসদ্ধেতুক কোনও অসৎ পদার্থ বিদ্যমান নাই; সেইরূপ সৎ—ঘটাদি পদার্থও অসদ্ধেতুক অর্থাৎ শশবিষাণাদি হইতে সমুৎপন্ন নাই। সেই প্রকার সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুও আবার ঘটাদি অপর বস্তুর কার্য্যভূত নাই; অতএব, কি কারণেই বা সতের কার্য্য অসৎ পদার্থ সম্ভবপর হইবে ? অভিপ্রায় এই যে, অতএব, বিবেকিগণের নিকট কোন পদার্থেরই কার্য্যকারণভাব-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না ॥১৫৫॥৪০

বিপর্য্যাসাদ্‌যথা জাগ্রদচিন্ত্যান্ ভূতবৎ স্পৃশেৎ।
তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাদ্ধর্ম্মাংস্তত্রৈব পশ্যতি ॥১৫৬॥৪১

জাগ্রদচিন্ত্যান্ (জাগরিতেঽপি চিন্তয়িতুম্ অশক্যান্ রজ্জু-সর্পাদীন্) বিপর্য্যাসাৎ (ভ্রমাৎ) যথা ভূতবৎ (পরমার্থসত্যবৎ) স্পৃশেৎ (বিকল্পয়তি)। তথা (তদ্বদেব) স্বপ্নে [অপি] বিপর্য্যাসাৎ (হেতোঃ) ধর্ম্মান্ (হস্তি-প্রভৃতীন্) তত্রৈব (স্বপ্নদৃষ্টস্থানে এব) পশ্যতি (অনুভবতি), [নতু বাস্তবং পশ্যতীত্যাশয়ঃ]।

জাগ্রদবস্থায় যেমন ভ্রান্তিবশতঃ অচিন্তনীয় রজ্জুসর্পাদি কল্পিত হয়, স্বপ্নেও তদ্রূপ ভ্রান্তিবশতঃ সেই স্থানে নানাবিধ দৃশ্য দর্শন করে; কিন্তু তৎসমুদয় বাস্তবিক নহে ॥১৫৬॥৪১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ অসতোঃ অপি কার্য্যকারণভাবাশঙ্কাম্ অপনয়ন্ আহ—বিপর্য্যাসাদি-বিবেকতো যথা জাগ্রৎ জাগরিতে অচিন্ত্যান্ ভাবান্ অশক্যচিন্তনান্ রজ্জুসর্পাদীন্ ভূতবৎ পরমার্থবৎ স্পৃশেৎ স্পৃশন্নিব বিকল্পয়েৎ ইত্যর্থঃ, কশ্চিদ্ যথা, তথা স্বপ্নে বিপর্য্যাসাৎ হস্ত্যাদীন্ পশ্যন্নিব বিকল্পয়তি, তত্রৈব পশ্যতি; ন তু জাগরিতাৎ উৎপদ্যমানান্ ইত্যর্থঃ ॥১৫৬॥৪১

ভাষ্যানুবাদ।

জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা অসৎ হইলেও তৎসম্বন্ধে কার্য্যকারণভাব

আশঙ্কাপূর্ব্বক তদপনয়নার্থ বলিতেছেন—কোনও লোক যেমন বিপর্য্যাস অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ জাগ্রৎ অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায়ও অচিন্ত্যনীয় অর্থাৎ চিন্তার অযোগ্য রজ্জুসর্পাদি বিষয়সমূহ পরমার্থসত্যের ন্যায় স্পর্শ বা অনুভব করে; অর্থাৎ যেন স্পর্শ করিতেছে বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; তেমনি স্বপ্নেও বিপর্য্যাস বশতই হস্তিপ্রভৃতি দর্শন করিতেছি বলিয়াই যেন মনে করিয়া থাকে। সেখানেই দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু, জাগ্রদবস্থা হইতে সমুৎপন্ন [বিষয়সমূহ] নহে ॥১৫৬॥৪১

উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তিবস্তুত্ববাদিনাম্।
জাতিস্তু দেশিতা বুদ্ধৈরজাতেস্ত্রসতাং সদা ॥১৫৭॥৪২

বুদ্ধৈঃ (জ্ঞানিভিঃ অদ্বৈতবাদিভিঃ) তু (পুনঃ) উপলম্ভাৎ (প্রত্যক্ষাৎ) সমাচারাৎ (বর্ণাশ্রমাদ্যাচরণাৎ) [চ] অস্তি-বস্তুত্ববাদিভিঃ ('অস্তি বস্তু' ইত্যেবং বদতাং) অজাতেঃ (অনুৎপত্তেঃ চ) ত্রসতাং (বিভ্যতাং অবিবেকিনাং সম্বন্ধে) জাতিঃ (জন্ম) দেশিতা (উপদিষ্টা) [ন পুনঃ তত্র তাৎপর্য্যম্ ইতি ভাবঃ]।

প্রত্যক্ষ দর্শন এবং বর্ণাশ্রমাদি আচার হইতে যাঁহারা বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্যতা স্বীকার করেন এবং জন্মাভাব কথায় ভয় পান; বুদ্ধ—জ্ঞানিগণ তাহাদের জন্যই উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু বিবেকীদিগের জন্য নহে ॥১৫৭॥৪২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যাপি বুদ্ধৈঃ অদ্বৈতবাদিভিঃ জাতিঃ দেশিতা উপদিষ্টা। উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ, তস্মাৎ উপলব্ধেরিত্যর্থঃ। সমাচারাৎ বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মসমাচারণাচ্চ, তাভ্যাং হেতুভ্যাম্ অস্তিবস্তুত্ববাদিনাম্—অস্তি বস্তুভাব ইত্যেবংবদনশীলানাং দৃঢ়াগ্রহবতাং শ্রদ্দধানানাং মন্দবিবেকিনাম্ অর্থোপায়ত্বেন সা দেশিতা জাতিঃ। তাং গৃহ্নন্তু তাবৎ। বেদান্তাভ্যাসিনাং তু স্বয়মেব অজাদ্বয়াত্মবিষয়ো বিবেকো ভবিষ্যতীতি ন তু পরমার্থবুদ্ধ্যা। তে হি শ্রোত্রিয়াঃ স্থূলবুদ্ধিত্বাদজাতেঃ। অজাতিবস্তুনঃ সদা ত্রস্যন্ত্যাত্মনাশং মন্যমানা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ। "উপায়ঃ সোঽবতারায়" ইত্যুক্তম্ ॥১৫৭॥৪২

ভাষ্যানুবাদ।

বুদ্ধ অদ্বৈতবাদিগণ যে, উপলম্ভ অর্থাৎ বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষোপ-

লব্ধি ও সমাচার দেখিয়া অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের ব্যবহার দর্শনানু-সারে জাতি বাহ্যপদার্থের উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল, যাহারা অস্তিবস্তুত্ববাদী অর্থাৎ 'স্বভাবসিদ্ধ বস্তু আছে', এইরূপ কথন-শীল, দৃঢ়তর আগ্রহান্বিত ও শ্রদ্ধাবান্ অল্পবিবেকী লোক তাহাদেরই বুদ্ধিপ্রবেশের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহারা তাহা গ্রহণ করে, করুক ; কিন্তু, বেদান্তাভ্যাস-তৎপর লোকদিগের সম্বন্ধে অজ, অদ্বয়, আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হইবে,—পরন্তু উহাতে পরমার্থ দৃষ্ট কখনই হইবে না। সেই শ্রোত্রিয়গণ (যাহারা কেবলই শ্রোতা, তত্ত্ব-বোদ্ধা নহে), স্থূলবুদ্ধিত্ব দোষে অজাতি অর্থাৎ জন্মরহিত ব্রহ্ম বস্তু হইতে সর্ব্বদাই ত্রাস বা ভয় অনুভব করিয়া থাকে ; কারণ, সেই অবিবেকিগণ উহাতে আত্মবিনাশ সম্ভাবনা করিয়া থাকেন। এইজন্যই কথিত হইয়াছে যে, 'এ সমস্ত কেবল বুদ্ধি প্রবেশের উপায় বা দ্বারমাত্র। [বাস্তবিক কিছুমাত্র ভেদ নাই।] ১৫৭॥৪২

অজাতেস্ত্রসতাং তেষামুপলম্ভাদ্‌বিয়ন্তি যে।
জাতিদোষা ন সেৎস্যন্তি দোষোঽপ্যল্পো ভবিষ্যতি ॥১৫৮॥৪৩

অজাতেঃ ত্রসতাং (বিভ্যতাং) তেষাং (দ্বৈতবাদিনাং মধ্যে) যে (সন্মার্গ-প্রবৃত্তাঃ) উপলম্ভাৎ (বস্তূনাং উপলব্ধেঃ হেতোঃ) বিয়ন্তি (বিরুদ্ধং যন্তি, প্রতি-পদ্যন্তে ইত্যর্থঃ), তেষাং জাতিদোষাঃ (জাতিস্বীকারকৃতা দোষাঃ) ন সেৎ-স্যন্তি (ন সম্পৎস্যন্তে), দোষঃ অপি অল্পঃ [এব] ভবিষ্যতি, [যতঃ তে শ্রদ্ধয়া সৎপথপ্রবৃত্তা ইতি ভাবঃ]।

অজাতিভীরু লোকদিগের মধ্যে যাহারা দ্বৈতপ্রত্যক্ষ বশতঃ বিরুদ্ধমতাবলম্বী হয়, অর্থাৎ দ্বৈতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া [উপাসনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়], তাহাদের সেই জাতি-স্বীকার-জনিত দোষ হয় না, আর হইলেও অল্পমাত্রই হয় ; কারণ, তাহারা দ্বৈতাবলম্বনেও সৎপথে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ১৫৮॥৪৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে চৈবম্ উপলম্ভাৎ সমাচারাচ্চ অজাতেঃ অজাতিবস্তুনঃ ত্রসন্তঃ অস্তি বস্তু

ইত্যদ্বয়াৎ আত্মনঃ, বিয়ন্তি বিরুদ্ধং যন্তি, দ্বৈতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তেষাম্ অজাতেঃ ত্রসতাং শ্রদ্দধানানাং সন্মার্গাবলম্বিনাং জাতিদোষা জাত্যুপলম্ভকৃতা দোষা ন সেৎস্যন্তি, সিদ্ধিং ন উপযাস্যন্তি, বিবেকমার্গপ্রবৃত্তত্বাৎ। যদ্যপি কশ্চিদ্দোষঃ স্যাৎ, সোঽপি অল্প এব ভবিষ্যতি, সম্যগ্‌দর্শনাপ্রতিপত্তিহেতুক ইত্যর্থঃ ॥১৫৮॥৪৩

ভাষ্যানুবাদ।

যাহারা উক্তপ্রকার উপলব্ধি ও তদনুরূপ ব্যবহার দর্শনে অজাতি হইতে—জন্মরহিত বস্তু হইতে অর্থাৎ অদ্বিতীয় আত্মা হইতে ভীত হইয়া বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, অজাতি হইতে ত্রাসপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবান্ এবং সৎপথ-বর্ত্তী সেই সমস্ত লোকের পক্ষে জাতিদোষ অর্থাৎ জন্মোপলব্ধিজনিত দোষসমূহ উপস্থিত হয় না অর্থাৎ অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না; কারণ, তাহারা [প্রকৃত পক্ষে] বিবেকপথে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদিও কোন দোষ হয়, অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কোন দোষ হয়, তাহাও অল্পপরিমাণেই হইবে ॥ ১৫৮॥৪৩

উপলম্ভাৎ সমাচারান্মায়াহস্তী যথোচ্যতে।
উপলম্ভাৎ সমাচারাদস্তি বস্তু তথোচ্যতে ॥ ১৫৯॥৪৪

উপলম্ভাৎ (প্রত্যক্ষতঃ), সমাচারাৎ (দ্বৈতোচিতক্রিয়াদর্শনাৎ চ) মায়া-হস্তী (মায়ানির্ম্মিতঃ হস্তী) যথা (যদ্বৎ) [হস্তী ইতি] উচ্যতে [অজ্ঞৈরিতি-শেষঃ]; তথা (তদ্বদেব) উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ 'বস্তু অস্তি' ইতি উচ্যতে, [ন তু এতাবতা বস্তুত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ]।

প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তদুচিত ব্যবহার দর্শন বশতঃ মায়াময় হস্তীকে যেরূপ 'হস্তী' বলা হয়; ঠিক সেইরূপই উপলব্ধি ও সমাচার দর্শন বশতঃ 'বস্তু আছে' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥১৫৯॥৪৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু উপলম্ভ-সমাচারয়োঃ প্রমাণত্বাৎ অস্ত্যেব দ্বৈতং বস্তু, ইতি; ন; উপলম্ভ-সমাচারয়োঃ ব্যভিচারাৎ। কথং ব্যভিচার ইতি ? উচ্যতে—উপলভ্যতে হি মায়া-

হস্তী হস্তীব; হস্তিনমিবাত্র সমাচরন্তি বন্ধনারোহণাদি-হস্তিসম্বন্ধিভিঃ ধর্ম্মৈঃ হস্তী ইতি চ উচ্যতে অসন্নপি যথা; তথৈব উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ দ্বৈতং ভেদরূপমস্তি বস্তু ইত্যুচ্যতে। তস্মাৎ ন উপলম্ভ-সমাচারৌ দ্বৈতবস্তুসদ্ভাবে হেতু ভবত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৫৯॥৪৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, উপলব্ধি এবং সমাচার বা ব্যবহারও যখন প্রমাণ, তখন নিশ্চয়ই দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব আছে; না,—কারণ, উপলব্ধি ও সমাচারের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বস্তুর অভাবেও উপলব্ধি ও সমাচার হইতে দেখা যায়। ব্যভিচার কিরূপ, তাহা কথিত হইতেছে— যেমন মায়াময় হস্তীও হস্তীর ন্যায়ই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে; সে স্থলে বন্ধন ও আরোহণ প্রভৃতি হস্তিধর্ম্মসমূহদ্বারা হস্তীর ন্যায়ই ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং উহা অসৎ হইলেও 'হস্তী' বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে; ঠিক তেমনি, উপলব্ধি ও সমাচার অনুসারেই বিভিন্ন প্রকার দ্বৈতাত্মক বস্তু আছে, বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত কারণেই উপলব্ধি ও সমাচার কখনই দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব-সাধনের হেতু হইতে পারে না ॥ ১৫৯॥৪৪

জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্বাভাসং তথৈব চ।
অজাচলমবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তমদ্বয়ম্ ॥১৬০॥৪৫

জাত্যাভাসং (অজাতি অপি জাতিবৎ প্রকাশমানং) চলাভাসং (সক্রিয়মিব), তথা এব বস্ত্বাভাসং (বস্তুবদবভাসমানং) চ (অপি) বিজ্ঞানং [পরমার্থতঃ] অজাচলং (অজম্ অচলঞ্চ) অবস্তুত্বং (ঘটাদিবদ্ বস্তু-স্বভাবরহিতং), [অতএব] শান্তং (নির্ব্বিশেষং) অদ্বয়ং [দ্বৈতরহিতমিত্যর্থঃ]।

এক বিজ্ঞানই জাতি, ক্রিয়া ও বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; প্রকৃত পক্ষে সেই বিজ্ঞান জাতি ক্রিয়া ও বস্তুধর্ম্মরহিত, শান্ত ও অদ্বিতীয় ॥১৬০॥৪৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং পুনঃ পরমার্থসৎ বস্তু, যদাস্পদা জাত্যাদ্যসদ্বুদ্ধয়ঃ, ইত্যাহ—অজাতি সৎ জাতিবৎ অবভাসত ইতি জাত্যাভাসম্; তদ্‌যথা দেবদত্তো জায়ত ইতি; চলাভাস-

চলমিব আভাসত ইতি ; যথা, স এব দেবদত্তো গচ্ছতীতি। বস্ত্বাভাসং, বস্তু দ্রব্যং ধর্ম্মি, তদ্বৎ অবভাসত ইতি বস্ত্বাভাসম্ ; যথা স এব দেবদত্তো গৌরো দীর্ঘ ইতি। জায়তে দেবদত্তঃ স্পন্দতে দীর্ঘো গৌর ইত্যেবম্ অবভাসতে। পরমার্থতঃ তু অজম্ অচলম্ অবস্তুত্বম্ অদ্রব্যঞ্চ। কিং তৎ এবম্প্রকারং ? বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ ; জাত্যাদিরহিতত্বাৎ শান্তম্, অতএব অদ্বয়ঞ্চ তদিত্যর্থঃ ॥১৭০॥৪৫

ভাষানুবাদ।

জন্মাদি অসৎপদার্থও যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতীতির বিষয় থাকে, সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটি কে ? তাহা কথিত হইতেছে—অজাতি হইয়াও জাতিবিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইজন্য জাত্যাভাস ; উদাহরণ যেমন,—'দেবদত্তনামক কোন লোক জন্মিতেছে।' চলাভাস,—যাহা চলের ন্যায় (সক্রিয়ের ন্যায়) প্রতিভাত হয় ; উদাহরণ যথা,—'সেই দেবদত্তই গমন করিতেছে,' বস্ত্বাভাস,—বস্তু অর্থ—দ্রব্য, বা ধর্ম্মী অর্থাৎ গুণাদি ধর্ম্ম যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; তাহার ন্যায় প্রকাশ পায় বলিয়া বস্ত্বাভাস ; উদাহরণ যেমন, 'সেই দেবদত্তই গৌরবর্ণ ও দীর্ঘ।' অর্থাৎ দেবদত্তই জন্মিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে, দীর্ঘ ও গৌরবর্ণ, এই প্রকার প্রতিভাত হইয়া থাকে, প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু উহা অজ, অচল, এবং বস্তুত্বশূন্য অদ্রব্য। এবংবিধ বস্তুটি কি ? না—বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, জাতিপ্রভৃতি ধর্ম্মরাহিত্যনিবন্ধন শান্ত, এবং শান্ত বলিয়াই অদ্বয় বা অদ্বিতীয় ॥১৬০॥৪৫

এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্ম্মা অজাঃ স্মৃতাঃ।
এবমেব বিজানন্তো ন পতন্তি বিপর্য্যয়ে ॥১৬১॥৪৬

এবং (উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ) চিত্তং (চিত্তকল্পিতং বস্তু) [তথা] এবং (যথোক্তেভ্যঃ হেতুভ্য এব) ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) অজাঃ (জন্মরহিতাঃ) স্মৃতাঃ [ব্রহ্মবিদ্ভিঃ কর্তৃভিঃ চিন্তিতাঃ উক্তা ইত্যর্থঃ]। এবম্ (উক্তপ্রকারম্) এব (নিশ্চয়ে) বিজানন্তঃ (বিশেষেণ অবগচ্ছন্তঃ সন্তঃ) বিপর্য্যয়ে (ভ্রান্তৌ) ন পতন্তি (ন ভ্রান্তা ভবন্তি ইত্যর্থঃ)।

উক্তপ্রকার হেতু হইতে [জানা যায় যে] চিত্ত অর্থাৎ চিত্তকল্পিত কিছুই জন্মে না, এবং ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মাও অজ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপই অবগত হন, তাঁহারা আর ভ্রমে পতিত হন না ॥১৬১॥৪৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যো ন জায়তে চিত্তম্। এবং ধর্ম্মাঃ আত্মানঃ অজাঃ স্মৃতাঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। ধর্ম্মা ইতি বহুবচনম্ দেহে ভেদানুবিধায়িত্বাৎ অদ্বয়স্যৈব উপচারতঃ। এবমেব যথোক্তং বিজ্ঞানং জাত্যাদিরহিতম্ অদ্বয়ম্ আত্মতত্ত্বং বিজানন্তঃ ত্যক্ত-বাহৈষণাঃ পুন র্ন পতন্তি অবিদ্যাধ্বান্তসাগরে বিপর্য্যয়ে. "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ ॥১৬১॥৪৬

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত হেতু হইতে [সিদ্ধ হয় যে,] চিত্ত জন্মে না, এই প্রকার ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মাও ব্রহ্মবিদ্গণ কর্তৃক অজ বলিয়া চিন্তিত হইয়াছে। আত্মা অদ্বয় (এক) হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন দেহে অনুগত থাকায় বহুত্বের উপচার বা আরোপ করিয়া 'ধর্ম্ম' শব্দের উত্তর বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। ঠিক এই প্রকার বিজ্ঞানকে অর্থাৎ জন্মাদিরহিত অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বকে জানিয়া যাহারা বাহ্য বস্তুর কামনা পরিত্যাগ করে, তাহারা আর সাগর-সদৃশ অবিদ্যান্ধকার-রূপ বিপর্য্যয়ে (ভ্রমে) পতিত হয় না। মন্ত্রে আছে, 'একত্বদর্শীর সে অবস্থায় শোকই বা কি, আর মোহই বা কি,' ॥১৬১॥৪৬

ঋজু-বক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং যথা।
গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানস্পন্দিতং তথা ॥ ১৬২॥৪৭

অলাতস্পন্দিতং (উল্কাভ্রমণং) যথা (যদ্বৎ) ঋজুবক্রাদিকাভাসং (ঋজুভাবেন, বক্রভাবেন, আদি শব্দাৎ ভাবান্তরেণাপি আভাসমানং) [ভবতি] ; বিজ্ঞান-স্পন্দিতং (অবিদ্যাত্মক-বিজ্ঞানব্যাপারঃ) [অপি] তথা (তদ্বৎ এব) গ্রহণ-গ্রাহকা-ভাসং (গ্রহণাকারেণ, গ্রাহকাকারেণ চ বিষয়-বিষয়িরূপেণ আভাসমানং) [ভবতি ইতিশেষঃ]।

অলাতের (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ডের) পরিভ্রমণ যেরূপ সরল ও বক্রাদি নানা

ভাবে প্রকাশমান হয়, অবিদ্যাকৃত বিজ্ঞানস্পন্দনও গ্রহণাকারে (বিষয়াকারে) ও গ্রাহকাকারে (বিষয়িরূপে) প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥১৬২॥৪৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তং পরমার্থদর্শনং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ আহ—যথা হি লোকে ঋজুবক্রাদি প্রকারাভাসম্ অলাতস্পন্দিতম্ উল্কাচলনং, তথা গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং বিষয়ি-বিষয়াভাসম্ ইত্যর্থঃ। কিং তৎ? বিজ্ঞানস্পন্দিতম্ স্পন্দিতমিব স্পন্দিতম্ অবিদ্যয়া; ন হি অচলস্য বিজ্ঞানস্য স্পন্দনমস্তি "অজাচলম্" ইতি হি উক্তম্॥ ১৬২॥৪৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত পরমার্থজ্ঞানেরই বিস্তারার্থ বলিতেছেন—সংসারে অলাতস্পন্দিত অর্থাৎ উল্কাভ্রমণ যেরূপ সরল ও বক্রাদি নানাভাবে প্রকাশমান হইয়া থাকে,গ্রহণ-গ্রাহকাভাস অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়াকারে বিজ্ঞান-প্রকাশও ঠিক তদ্রূপ। সেই প্রকাশমান বস্তুটি কি?—বিজ্ঞান-স্পন্দিত, অর্থাৎ [প্রকৃতপক্ষে স্পন্দন না থাকিলেও] অবিদ্যাবশতঃ বিজ্ঞান যেন স্পন্দিতই হইয়া থাকে; কেননা, নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞানের কখনই স্পন্দন নাই; পূর্ব্বেও [বিজ্ঞানকে] অজ ও অচল বলা হইয়াছে। (সেই বিজ্ঞানই ঐরূপ নানাকারে প্রতিভাত হয়) * ॥১৬২॥৪৭

অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা।
অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা ॥১৬৩॥৪৮

অস্পন্দমানম্ (নিশ্চলম্) অলাতং (উল্কাচক্রং) যথা অনাভাসম্ (ঋজু-বক্রাদিভাবেন অপ্রকাশমানম্) অজং (চ) [ভবতি], তথা অস্পন্দমানং বিজ্ঞানম্ [অপি] অনাভাসম্ (বিষয়াকার-নির্ভাসরহিতং) অজং (জন্মরহিতং চ) [ভবতি]।

* তাৎপর্য্য—যে কাষ্ঠদণ্ডের অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত থাকে, তাহার নাম 'অলাত' বা 'উল্কা'। সেই জ্বলদগ্র কাষ্ঠদণ্ডটি যদি সবেগে ভ্রমণ করান যায়, তাহা হইলে একটি অচ্ছিন্ন অগ্নিরেখা দৃষ্ট হয়, অলাতের পরিভ্রমণের অবস্থানুসারে সেই অগ্নিরেখাটি কখনও সরল, কখনও বা বক্র দেখা যায়। এই প্রকার বিজ্ঞান একরূপ হইলে, অজ্ঞানের পরিস্পন্দানুসারে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নিস্পন্দ অলাত যেমন ঋজুবক্রাদিভাবে প্রকাশ কিংবা জন্ম লাভ করে না ; অস্পন্দমান অর্থাৎ স্বরূপাবস্থ বিজ্ঞানও তেমনি বিষয়াকারে প্রতিভাত কিংবা জন্ম লাভ করে না ॥১৬৩॥৪৮

শাঙ্কর ভাষ্যম্‌।

অস্পন্দমানং স্পন্দনবর্জ্জিতং তদেব অলাতম্‌ ঋজ্বাদ্যাকারেণ অজায়মানম্‌ অনাভাসম্‌ অজং যথা, তথা অবিদ্যয়া স্পন্দমানম্‌ অবিদ্যোপরমে অস্পন্দমানং জাত্যাদ্যাকারেণ অনাভাসম্‌ অজম্‌ অচলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥১৬৩॥৪৮

ভাষ্যানুবাদ।

সেই অলাতই অস্পন্দমান অর্থাৎ স্পন্দনরহিত হইলে যেমন ঋজু-বক্রাদিভাবে আর প্রতিভাসমান হয় না, অজই থাকে ; অবিদ্যাবশে স্পন্দমান বিজ্ঞানও তেমনি অবিদ্যা বিরামে অস্পন্দমান অর্থাৎ জাতি প্রভৃতি প্রকারভেদে অপ্রকাশমান, এবং অজ অর্থাৎ অচল-ভাবেই থাকিবে ॥১৬৩॥৬৮

অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতো ভুবঃ।

ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্নালাতং প্রবিশন্তি তে ॥১৬৪॥৪৯

কিঞ্চ, অলাতে স্পন্দমানে (ভ্রাম্যতি সতি) আভাসাঃ (বক্রাদিরূপাঃ আকারাঃ) অন্যতোভুবঃ (অলাতভিন্নাং কারণাৎ ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ) বৈ (নিশ্চয়ে); [স্পন্দবিরামে চ] তে (আভাসাঃ) নিস্পন্দাৎ (নিশ্চলাৎ) ততঃ (তস্মাৎ অলাতাৎ) অন্যত্র ন [গতাঃ]; ন চ (নাপি) অলাতং প্রবিশন্তি।

আরও এক কথা, অলাত যখন ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন ঋজুবক্রাদি আকারে আভাস সমুদয় কখনই অলাত ভিন্ন অপর কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয় না ; স্পন্দন বিরত হইলেও, তাহারা অন্যত্র চলিয়া যায় না, এবং অলাতমধ্যেও প্রবেশ করে না ॥১৬৪॥৪৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌।

কিঞ্চ, তস্মিন্‌ এব অলাতে স্পন্দমানে ঋজুবক্রাদ্যাভাসা অলাতাৎ অন্যতঃ কুতশ্চিদ্‌ আগত্য অলাতে নৈব ভবন্তীতি নান্যতোভুবঃ। ন চ তস্মান্নিস্পন্দাৎ অলাতাদ্‌ অন্যত্র নির্গতাঃ। ন চ নিস্পন্দম্‌ অলাতমেব প্রবিশন্তি তে ॥১৬৪॥৪৯

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা, সেই অলাতই যখন স্পন্দমান হইতে থাকে, তখন সেই ঋজুবক্রাদিভাবে বিস্ফুরণসমুদয় অলাত ভিন্ন অপর কোনও কারণ হইতে যে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা নহে; এই জন্যই উহারা 'অন্যতোভূ' নহে। আর সেই নিস্পন্দ অলাত হইতে অন্যত্রও যে নির্গত হয়, তাহাও নহে; এবং সেই আভাস সমুদয় নিস্পন্দ অলাতেই যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাও নহে ॥১৬৪॥৪৯

ন নির্গতা অলাতাত্তে দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
বিজ্ঞানেঽপি তথৈব স্যুরাভাসস্যাবিশেষতঃ ॥১৬৫॥৫০

তে (আভাসাঃ) দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (দ্রব্যত্বাভাবযুক্তেঃ, অবস্তুত্বাদিত্যর্থঃ) অলাতাৎ ন নির্গতাঃ (ন নিসৃতাঃ); [বস্তুন এব প্রবেশনির্গমাদি-ব্যবহারঃ সম্ভবতি, ন অবস্তুন ইত্যাশয়ঃ]। আভাসস্য (আভাসমানতায়াঃ) অবিশেষতঃ (অবিশেষাৎ তুল্যত্বাৎ) বিজ্ঞানে (চিত্তবিজ্ঞানে) অপি [জন্মাদ্যাভাসা] তথা (তদ্বৎ) এব (নিশ্চয়ে) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) [জন্মাদ্যাভাসাঃ অলাতচক্রভ্রান্তিবৎ বিজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাঃ অবস্তুভূতাঃ ইত্যাশয়ঃ]।

অলাতচক্রে প্রতীত সেই ঋজু বক্রাদি ভাবসমূহ যখন অবস্তু—মিথ্যা, তখন তাহারা অলাত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না; বুদ্ধি-পরিকল্পিত জন্মাদি আভাসও ঠিক তদ্রূপই, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। জন্মাদি ভাবগুলি প্রকৃত পক্ষে না থাকিলেও ঐরূপে জ্ঞান হয় মাত্র, এইজন্য ঐগুলিকে আভাস বলা হয় ॥১৬৫॥৫০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, ন নির্গতা অলাতাৎ তে আভাসাঃ গৃহাদিব, দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ, দ্রব্যস্য ভাবো দ্রব্যত্বং, তদভাবো দ্রব্যত্বাভাবঃ, দ্রব্যত্বাভাবযোগতো দ্রব্যত্বাভাবযুক্তেঃ বস্তুত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। বস্তুনো হি প্রবেশাদি সম্ভবতি, ন অবস্তুনঃ। বিজ্ঞানেঽপি জাত্যাদ্যাভাসাঃ তথৈব স্যুঃ আভাসস্য অবিশেষতঃ তুল্যত্বাৎ ॥১৬৫॥৫০

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, সেই আভাস সমুদয় (ঋজুবক্রাদি ভাবসমূহ) গৃহের ন্যায় সেই অলাত হইতে বহির্গত হয় না, দ্রব্যত্বাভাবই ইহার কারণ। দ্রব্যের যাহা ভাব বা ধর্ম্ম, তাহাই দ্রব্যত্ব, তাহার অভাব—দ্রব্যত্বাভাব; [সুতরাং]—"দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ" কথার অর্থ হইতেছে—দ্রব্যত্বাভাবযুক্তিহেতু, অর্থাৎ বস্তুত্বের অভাবই ঐ বিষয়ে প্রধান যুক্তি; কেননা, কোথাও প্রবেশ কিংবা কোথা হইতে নির্গত হওয়া বস্তুর পক্ষেই সম্ভব হয়, কিন্তু অবস্তুর পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। আরও এক কথা, বিজ্ঞানেও যে জন্মাদি ভাবের প্রতীতি, তাহাও ঠিক ঐরূপই; কেননা, উভয় স্থলেই আভাসাংশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ আভাসভাবটি উভয় স্থলেই তুল্য ॥১৬৫॥৫০

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্ন বিজ্ঞানং বিশন্তি তে ॥১৬৬॥৫১

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে সতি বৈ (নিশ্চয়ে) আভাসাঃ (জন্মাদিবুদ্ধয়ঃ) অন্যতোভুবঃ (কারণান্তরোৎপন্নাঃ) ন [ভবন্তি]। নিস্পন্দাৎ (নিৰ্ব্যাপারাৎ) ততঃ (বিজ্ঞানাৎ) অন্যত্র ন (স্থিতাঃ), তে (আভাসাঃ) বিজ্ঞানং (বিজ্ঞানে) ন বিশন্তি (ন লীয়ন্তে), [তেষাম্ অবস্তুত্বাদিতি ভাবঃ]।

বুদ্ধিবিজ্ঞান স্পন্দমান বা সব্যাপার হইলেই যখন আভাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন তাহারা জ্ঞানাতিরিক্ত কোন কারণ হইতেই সমুৎপন্ন হয় না। আবার বিজ্ঞানের ক্রিয়া বিরত হইলে পর, অন্য কাহাকেও আশ্রয় করে না, কিংবা সেই বিজ্ঞানেও লয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ, উহা অবস্তু—মিথ্যা ॥১৬৬॥৫১

ন নির্গতাস্তে বিজ্ঞানাৎ দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ।
কার্য্য-কারণতাভাবাদ্ যতোঽচিন্ত্যাঃ সদৈব তে ॥১৬৭॥৫২

তে (জন্মাদ্যাভাসাঃ) দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ (অবস্তুত্বাৎ হেতোঃ) বিজ্ঞানাৎ ন নির্গতাঃ (নিঃসৃতাঃ), যতঃ (হেতোঃ) তে (আভাসাঃ) কার্য্য-কারণতাভাবাৎ

(জন্য-জনকভাবস্য অসম্ভবাৎ) সদা এব অচিন্ত্যাঃ (চিন্তয়িতুমপি অশক্যাঃ)। [বিজ্ঞানাভাসয়োঃ কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ, প্রত্যক্ষমুপলব্ধেশ্চ অচিন্ত্যত্বং যুক্তমেব তয়োরিতিভাবঃ]।

উক্ত আভাসসমূহ যখন কোন বস্তুই নহে, তখন তাহারা বিজ্ঞান হইতে বহির্গত হইতেই পারে না; কেন না; যেহেতু [বিজ্ঞান ও আভাসের মধ্যে] কার্য্য-কারণভাব অনুপপন্ন হওয়ায় সেই আভাস সমুদয় সর্ব্বদাই অচিন্তনীয় ॥১৬৭॥৫২

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং তুল্যত্বমিত্যাহ—অলাতেন সমানং সর্ব্বং বিজ্ঞানস্য; সদা অচলত্বন্তু বিজ্ঞানস্য বিশেষঃ। জাত্যাদ্যাভাসা বিজ্ঞানে অচলে কিংকৃতাঃ? ইত্যাহ—কার্য্য-কারণতাভাবাৎ জন্যজনকত্বানুপপত্তেঃ অভাবরূপত্বাৎ অচিন্ত্যাঃ তে যতঃ সদৈব। যথা অসৎসু ঋজ্বাদ্যাভাসেষু ঋজ্বাদিবুদ্ধিঃ দৃষ্টা অলাতমাত্রে, তথা অসৎসু এব জাত্যাদিষু বিজ্ঞানমাত্রে জাত্যাদিবুদ্ধিঃ মৃষৈবেতি সমুদায়ার্থঃ ॥১৬৬-১৬৭॥৫১ ৫২

ভাষ্যানুবাদ।

আভাস-সমূহ অলাতচক্রতুল্য কি প্রকারে, তাহা বলিতেছেন—বিজ্ঞানের সমস্তই অলাতের তুল্য বা অনুরূপ, বিজ্ঞান স্বরূপতঃ সর্ব্বদাই অচল বা নির্ব্ব্যাপার; এইমাত্র কিঞ্চিৎ বিশেষ। বিজ্ঞান যখন নিস্পন্দ হয়, তখন জন্মাদি আভাসসমূহ কোথা হইতে জন্মে, তাহা বলিতেছেন—উহাদের মধ্যে যখন কার্য্য-কারণভাব, অর্থাৎ বিজ্ঞান জনক, আর আভাস তাহার জন্য বা ফল, ইহা যখন উপপন্ন হইতেছে না; তখন আভাসসমূহ অভাবাত্মকই (মিথ্যাই বটে)। যেহেতু সেই আভাস সমূহ সর্ব্বদাই অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা উহাদের তত্ত্বনিরূপণ করা যায় না; ঋজুপ্রভৃতি ভাব বিদ্যমান না থাকিলেও যেমন শুধু অলাতেই ঋজুবক্রাদি ভাবসমূহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি প্রকৃত পক্ষে জন্মাদি ধর্ম্ম না থাকিলেও কেবল বিজ্ঞানেই মিথ্যা জন্মাদি বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ ॥১৬৬-৬৭॥৫১-৫২

দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাদন্যদন্যস্য চৈব হি।
দ্রব্যত্বমন্যভাবো বা ধর্ম্মাণাং নোপপদ্যতে ॥ ১৬৮॥৫৩

দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ (কারণং) স্যাৎ, অন্যৎ (অদ্রব্যং অবস্তু) চ অন্যস্য (অবস্তুনঃ) এব হেতুঃ হি স্যাৎ। ধর্ম্মাণাং (আত্মবিজ্ঞানানাং) [পুনঃ] দ্রব্যত্বম্ অন্যভাবঃ (অন্যত্বম্ অদ্রব্যত্বং) চ ন উপপদ্যতে (সংগচ্ছতে)।

এক দ্রব্যই অপর দ্রব্যের হেতু হইতে পারে, এবং অপরই (অদ্রব্যই) দ্রব্যেতর পদার্থের হেতু হইতে পারে। কিন্তু কোন আত্মারই দ্রব্যত্ব বা অদ্রব্যত্ব ধর্ম্ম কখনই সম্ভবপর হয় না ॥ ১৬৮॥৫৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অজমেকম্ আত্মতত্ত্বমিতি স্থিতম্। তত্র যৈরপি কার্য্যকারণভাবঃ কল্প্যতে, তেষাং দ্রব্যং দ্রব্যস্য, অন্যস্য অন্যদ্ধেতুঃ কারণং স্যাৎ, ন তু তস্যৈব তৎ। নাপি অদ্রব্যং কস্যচিৎ কারণং স্বতন্ত্রং দৃষ্টং লোকে। ন চ দ্রব্যত্বং ধর্ম্মাণাম্ আত্মনাম্ উপপদ্যতে, অন্যত্বং বা কুতশ্চিৎ; যেন অন্যস্য কারণত্বং কার্য্যত্বং বা প্রতিপদ্যেত। অতঃ অদ্রব্যত্বাৎ অনন্যত্বাচ্চ ন কস্যচিৎ কার্য্যং কারণং বা আত্মা ইত্যর্থঃ॥১৬৮।৫৩

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মতত্ত্ব যে এক ও অজ, ইহা অবধারিত হইয়াছে, যাহারা তন্মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব পরিকল্পনা করিয়া থাকে, তাহাদের মতেও দ্রব্যই দ্রব্যের এবং অপর পদার্থই অপর পদার্থের হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু নিজেই নিজের হেতু নহে। আর জগতে অদ্রব্য পদার্থকেও স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ভাবে অপর কাহারো কারণতা লাভ করিতে দেখা যায় না। আর ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মসমূহের যে, কোন কারণে দ্রব্যত্ব বা অদ্রব্যত্ব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও নহে; যাহার ফলে আত্মা অপরের কার্য্য বা কারণভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব, আত্মা যখন দ্রব্য কিংবা অদ্রব্য কিছুই হইতে পারে না; অতএব, আত্মা কাহারো কার্য্য বা কারণ, কিছুই হইতে পারে না ॥ ১৬৮ ॥ ৫৩

এবং ন চিত্তজা ধর্ম্মাশ্চিত্তং বাপি ন ধর্ম্মজম্।
এবং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি মনীষিণঃ ॥১৬৯॥৫৪

এবং (উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ) ধর্ম্মাঃ (বাহ্যধর্ম্মাঃ) চিত্তজাঃ (জ্ঞানস্বরূপাৎ চিত্তাৎ সমুৎপন্নাঃ) ন, চিত্তং বা অপি ধর্ম্মজং (বাহ্যপদার্থজাতং) ন। (মনীষিণঃ (জ্ঞানিনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারহেতুভ্যঃ) হেতুফলাজাতিং (হেতোঃ [তৎকার্য্যস্য চ] ফলস্য অজাতিং (জন্মাভাবং) প্রবিশন্তি (অধ্যবস্যন্তি)।

এই প্রকারে [জানা যায় যে], বাহ্য জাগতিক অবস্থাসমূহ আত্মস্বরূপ চিত্তজাত নহে, এবং চিত্তও কখন সেই বাহ্য-ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন নহে। মনীষিগণ এই প্রকারেই হেতু ও কার্য্যের জন্মাভাব অধ্যবসায় বা অবধারণ করিয়া থাকেন ॥১৬৯॥৫৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ আত্মবিজ্ঞানস্বরূপম্ এব চিত্তমিতি, ন চিত্তজা বাহ্যধর্ম্মাঃ, নাপি বাহ্যধর্ম্মজং চিত্তম্, বিজ্ঞানস্বরূপাভাসমাত্রত্বাৎ সর্ব্বধর্ম্মাণাম্। এবং ন হেতোঃ ফলং জায়তে, নাপি ফলাৎ হেতুঃ, ইতি হেতু-ফলয়োঃ অজাতিং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি অধ্যবস্যন্তি। আত্মনি হেতু-ফলয়োঃ অভাবমেব প্রতিপদ্যন্তে ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৯॥৫৪

ভাষ্যানুবাদ।

উক্তপ্রকার হেতুনিচয় হইতে জানা যায় যে, চিত্ত পদার্থটি আত্মজ্ঞানস্বরূপ; বাহ্যধর্ম্মসমূহ চিত্তজাত নহে, এবং চিত্তও বাহ্য-ধর্ম্মজাত নহে; কেন না, সমস্ত ধর্ম্ম বা অবস্থা জ্ঞানেরই পরিস্ফুরণ মাত্র। এই কারণেই হেতু হইতে ফল (কার্য্য) জন্মে না, এবং ফল হইতেও হেতু জন্মে না। [মনীষিগণ] এই প্রকারে হেতু-ফলের অজাতি অর্থাৎ হেতু ও ফলের জন্মাভাব নিশ্চয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণ, আত্মাতে হেতু ও ফলের অভাবই বুঝিয়া থাকেন ॥ ১৬৯ ॥ ৫৪

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশস্তাবদ্ধেতু-ফলোদ্ভবঃ ।
ক্ষীণে হেতু-ফলাবেশে নাস্তি হেতু-ফলোদ্ভবঃ॥ ১৭০॥৫৫

যাবৎ (যাবৎকালপর্য্যন্তং) হেতুফলাবেশঃ (হেতৌ তৎফলে চ আবেশঃ আগ্রহঃ স্যাৎ), তাবৎ হেতুফলোদ্ভবঃ (হেতোঃ ফলস্য কার্য্যস্য) চ উদ্ভবঃ (প্রতীতিঃ) [স্যাৎ]। হেতুফলাবেশে ক্ষীণে সতি হেতু-ফলোদ্ভবঃ (কার্য্য-কারণ-ভাবঃ)[অপি] ন [ভবতি ইতি শেষঃ]।

যতক্ষণ কার্য্য-কারণ-ভাবে লোকের আগ্রহ থাকে, ততক্ষণই কার্য্য-কারণ-ভাব প্রকাশ পায় কিন্তু সেই হেতু-ফলভাবের চিন্তা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, হেতু-ফল-ভাব আর স্ফূর্ত্তি পায় না ॥১৭০॥৫৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যে পুনঃ হেতু-ফলয়োঃ অভিনিবিষ্টাঃ, তেষাং কিং স্যাদিতি, উচ্যতে—ধর্ম্মা-ধর্ম্মাখ্যস্য হেতোঃ 'অহং কর্ত্তা, মম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তৎফলং কালান্তরে কচিৎপ্রাণিনি-কায়ে জাতো ভোক্ষ্যে' ইতি যাবৎ হেতুফলয়োঃ আবেশো হেতুফলাগ্রহ আত্মনি অধ্যারোপণং, তচ্চিত্ততা ইত্যর্থঃ। তাবৎ হেতুফলয়োঃ উদ্ভবঃ—ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ তৎফলস্য চ অনুচ্ছেদেন প্রবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ মন্ত্রৌষধিবীর্য্যেণেব গ্রহাবেশো যথোক্তাদ্বৈতদর্শনেন অবিদ্যোদ্ভূত-হেতুফলাবেশঃ অপনীতো ভবতি, তদা তস্মিন্ ক্ষীণে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ ॥১৭০॥৫৫

ভাষ্যানুবাদ ।

যাহারা হেতুফলভাবে (কার্য্য-কারণভাব চিন্তায়) অভিনিবেশ-সম্পন্ন, তাহাদের সম্বন্ধে কি হইবে ? বলা হইতেছে—'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-নামক ফল-হেতুর আমি কর্ত্তা, ঐ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আমারই, আমি অপর কোনও দেহে জন্ম লাভ করিয়া সময়ান্তরে তাহার ফল উপভোগ করিব', যে পর্য্যন্ত এইরূপে হেতুতে ও ফলে 'অভিনিবেশ' বা আগ্রহ অর্থাৎ আত্মাতে ঐ হেতু ও তৎফলের আরোপ বা তদ্‌বিষয়ে একাগ্রতা থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই হেতু-ফলোদ্ভব অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও তাহার ফলোদ্দেশে নিরন্তর প্রবৃত্তি থাকিবে। কিন্তু যখন মন্ত্র ও ঔষধশক্তি

দ্বারা গ্রহাবেশ (দেবতা-বিশেষের আবেশ) যেমন নিবৃত্ত হইয়া যায়, তেমনি উক্তপ্রকার অদ্বৈতাত্মদর্শনে যাহার অবিদ্যাকৃত হেতু-ফলাভিনিবেশ অপনীত হইয়া যায়, সেই সময়ে তাহার আর হেতু-ফলের চিন্তা থাকে না ॥১৭০॥৫৫

যাবদ্ধেতু-ফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ।
ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে ॥১৭১॥৫৬

[পুংসাং] যাবৎ হেতু ফলাবেশঃ (হেতৌ—কারণে, ফলে—তৎকার্য্যে চ আবেশঃ—অভিলাষঃ) [তিষ্ঠেৎ], তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তং) সংসারঃ (জন্ম-মরণ-সুখ দুঃখাদিভোগরূপঃ) আয়তঃ (বিস্তৃতঃ দীর্ঘঃ) [ভবতি]। হেতু-ফলাবেশে (উক্তলক্ষণ-কার্য্য-কারণ-বিষয়কাগ্রহে) ক্ষীণে (ক্ষয়ং প্রাপ্তে সতি) সংসারং ন প্রপদ্যতে (নৈব লভতে) [পুরুষ ইতি শেষঃ, মুচ্যতে ইত্যাশয়ঃ]।

জীবের যে পর্য্যন্ত হেতু ও ফল বিষয়ে অভিলাষ অব্যাহত থাকে, তৎকালেই জন্ম-মরণাদি প্রবাহরূপ এই সংসার বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু, কারণ ও তৎকালবিষয়ক আগ্রহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, জীব পুনরায় আর সংসার লাভ করে না ॥ ১৭২॥৫৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদি হেতুফলোদ্ভবঃ, তদা কো দোষঃ ইতি, উচ্যতে—যাবৎ সম্যগ্‌দর্শনেন হেতুফলাবেশো ন নিবর্ত্ততে, অক্ষীণঃ সংসারঃ তাবদায়তো দীর্ঘো ভবতীত্যর্থঃ। ক্ষীণে পুনর্হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে, কারণাভাবাৎ ॥ ১৭ .॥৫৬

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, যদি হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণের পর কার্য্য, আবার সেই কার্য্যের পর কারণ—এইপ্রকার কার্য্যকারণভাবের উপর অভিনিবেশই থাকে, তাহা হইলেই বা দোষ কি? [তদুত্তরে] বলা হইতেছে—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে যে পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণবিষয়ে আগ্রহ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল এই সংশয় ক্ষীণ না হইয়া দীর্ঘতা বা বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু হেতু ও ফলবিষয়ক অভিনিবেশ

ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কারণের অভাবে (হেতু-ফলাভিনিবেশাত্মক কারণ বিনষ্ট হইলে) জীব আর সংসার প্রাপ্ত হয় না ॥১৭১॥৫৬

সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ।
সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ ॥১৭২॥৫৭

সংবৃত্যা (ব্যবহারিকাজ্ঞানেন) সর্ব্বং (বস্তুজাতং) জায়তে (উৎপদ্যতে), তেন (হেতুনা) শাশ্বতং (অবিকারি) [বস্তু] ন অস্তি বৈ (অবধারণে) [পক্ষান্তরে চ] সর্ব্বং (জগৎ) হি (নিশ্চয়ে) সদ্ভাবেন (পরমার্থসত্তয়া) অজং (জন্মরহিতং), তেন (হেতুনা) উচ্ছেদঃ (বিনাশঃ) বৈ (অপি) ন অস্তি, ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

সমস্ত পদার্থই অবিদ্যাবশে জন্মলাভ করিয়া থাকে; সুতরাং কোন বস্তুই শাশ্বত বা নিত্য নাই। আবার পরমার্থ-সত্য ব্রহ্মরূপে সমস্ত বস্তুই অজ—জন্মরহিত; সুতরাং সেইরূপে কাহারো উচ্ছেদ বা অত্যন্ত ধ্বংস হয় না ॥১৭২॥৫৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নন্বজাৎ আত্মনঃ অন্যৎ নাস্ত্যেব; তৎ কথং হেতুফলয়োঃ সংসারস্য চোৎপত্তি-বিনাশৌ উচ্যেতে ত্বয়া? শৃণু; সংবৃত্যা সংবরণং সংবৃতিঃ অবিদ্যাবিষয়ো লৌকিক-ব্যবহারঃ, তয়া সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং। তেন অবিদ্যাবিষয়ে শাশ্বতং নিত্যং নাস্তি বৈ। অত উৎপত্তিবিনাশলক্ষণঃ সংসার আয়ত ইত্যুচ্যতে। পরমার্থসদ্ভাবেন তু অজং সর্ব্বমাত্মৈব যস্মাৎ; অতো জাত্যভাবাৎ উচ্ছেদঃ তেন নাস্তি বৈ কস্যচিৎ হেতুফলাদেঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭২॥৫৭

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, অজ আত্মা ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন তুমি হেতু, ফল ও সংসারের উৎপত্তি ও বিনাশ বলিতেছ কিপ্রকারে? [বলিতেছি] শ্রবণ কর; সংবৃতি অর্থ সংবরণ, অর্থাৎ অবিদ্যার বিষয়ীভূত লৌকিক ব্যবহার; সেই সংবৃতি দ্বারা সমস্ত বস্তুই জন্ম লাভ করিয়া থাকে; সেই হেতু অবিদ্যার অধিকার পর্য্যন্ত কোন বস্তুই শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য নহে; এই কারণে উৎপত্তি-বিনাশাত্মক

সংসার উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু, পরমার্থসত্তা অনুসারে যেহেতু সমস্তই অজ আত্মস্বরূপ; অতএব, জন্মের অভাব নিবন্ধনই হেতুফলাদি বস্তুরই উচ্ছেদ বা অত্যন্ত অভাব নাই ॥১৭২॥৫৭

ধর্ম্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ।
জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে ॥১৭৩॥৫৮

যে ধর্ম্মা (আত্মানঃ, অন্যে বা) জায়ন্তে ইতি [উচ্যন্তে], তে [অপি ধর্ম্মাঃ] তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) ন জায়ন্তে। তেষাং জন্ম (উৎপত্তিঃ), মায়োপমং (মায়াসদৃশং), সা মায়া চ (অপি) তত্ত্বতঃ (পরমার্থতঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তি)।

ধর্ম্ম পদ বাচ্য যে সমস্ত আত্মা জন্মে বলিয়া কথিত হয়, প্রকৃত পক্ষে সে সমস্ত আত্মা জন্মে না; সে সমস্তের জন্ম কেবল মায়াসদৃশ, সেই মায়াও আবার প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান নাই—অসৎ ॥ ১৭৩॥৫৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে অপি আত্মানঃ অন্যে চ ধর্ম্মা জায়ন্তে ইতি কল্প্যন্তে, তে ইতি এবংপ্রকারা যথোক্তা সংবৃতিঃ নির্দ্দিশ্যতে, ইতি সংবৃত্যৈব ধর্ম্মা জায়ন্তে; ন তে তত্ত্বতঃ পরমার্থতো জায়ন্তে। যৎ পুনঃ তৎসংবৃত্যা জন্ম তেষাং ধর্ম্মাণাং যথোক্তানাম্ যথা মায়য়া জন্ম, তথা তৎ মায়োপমং প্রত্যেতব্যম্। মায়া নাম বস্তু তর্হি? নৈবং; সা চ মায়া ন বিদ্যতে। মায়া ইতি অবিদ্যমানস্য আখ্যা ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭৩॥৫৮

ভাষ্যানুবাদ।

যে সমস্ত আত্মা কিংবা অন্যান্য ধর্ম্ম জন্মে বলিয়া কল্পনা করা হয়; অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সংবৃতি উক্ত হইয়াছে, সেই উক্তপ্রকার সংবৃতিই 'ইতি' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; অর্থাৎ কেবল সংবৃতিবলেই উক্ত ধর্ম্মসমূহের জন্ম ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সত্যসত্যই সে সমস্ত ধর্ম্ম জন্মে না। আর পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহের যে, সংবৃতিমূলক জন্ম, তাহাও মায়া দ্বারা যেরূপ জন্ম হয়, ঠিক তাহারই সদৃশ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সেঁই মায়ারও কোন সত্তা নাই। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যমান বা অসৎ পদার্থেরই নাম—'মায়া' [সুতরাং তাহা বস্তুভূত নহে] ॥ ১৭৩ ॥ ৫৮

যথা মায়াময়াদ্‌ বীজাজ্জায়তে তন্ময়োঽঙ্কুরঃ।
নাঽসৌ নিত্যো ন চোচ্ছেদী তদ্বৎ ধর্ম্মেষু যোজনা ॥১৭৪॥৫৯

যথা মায়াময়াৎ (পরমার্থতঃ অসদ্রূপাৎ আম্রাদিবীজাৎ) তন্ময়ঃ (মায়াময়ঃ) [এব] অঙ্কুরঃ জায়তে (উৎপদ্যতে), অসৌ (অঙ্কুরঃ) ন নিত্যঃ ন চ (নাপি) উচ্ছেদী (বিনাশী)। তদ্বৎ (তথৈব) ধর্ম্মেষু (আত্মসু অপি) যোজনা (জন্মাদিচিন্তা) [কর্ত্তব্যা ইতি শেষঃ]।

মায়াময় আম্রাদি বীজ হইতে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, অথচ সেই অঙ্কুর নিত্যও নহে, কিংবা উচ্ছেদশীল অর্থাৎ বিনাশশীলও নহে। ধর্ম্মপদ বাচ্য আত্মাতে জন্মনাশাদি সম্বন্ধও ঠিক তদ্রূপ ॥ ১৭৪॥৫৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌।

কথং মায়োপমং তেষাং ধর্ম্মাণাং জন্ম ? ইত্যাহ—যথা মায়াময়াৎ আম্রাদিবীজাৎ জায়তে তন্ময়ো মায়াময়ঃ অঙ্কুরঃ, নাসৌ অঙ্কুরো নিত্যঃ, ন চোচ্ছেদী বিনাশী বা। অভূতত্বাৎ এব ধর্ম্মেষু জন্মনাশাদিযোজনা-যুক্তিঃ, ন তু পরমার্থতো ধর্ম্মাণাং জন্ম নাশো বা যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৪॥৫৯

ভাষ্যানুবাদ।

সেই সমস্ত ধর্ম্মের জন্ম মায়াময় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—মায়াময় (অসত্য) আম্রাদি বীজ হইতে যেরূপ তদনুরূপ অর্থাৎ মায়াময় অঙ্কুর জন্ম লাভ করে; কিন্তু এই অঙ্কুর নিত্য নহে, 'এবং উচ্ছেদী অর্থাৎ বিনাশশীলও নহে'। ধর্ম্ম সমুদয় যখন অভূত বা অনুৎপন্ন, তখন সেই অভূতত্ব নিবন্ধনই তৎসমুদয়ের জন্ম-নাশাদির যোজনা অর্থাৎ যোগ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মসমূহের জন্ম বা বিনাশ, কিছুই যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥১৭৪॥৫৯

নাজেষু সর্ব্বধর্ম্মেষু শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা।
যত্র বর্ণা ন বর্ত্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে ॥১৭৫॥৬০

অজেষু (স্বভাবতঃ জন্মরহিতেষু) সর্ব্বধর্ম্মেষু (সর্ব্বেষু আত্মসু) শাশ্বতা-শাশ্বতাভিধা (শাশ্বতঃ—নিত্যঃ, অশাশ্বতঃ—অনিত্যঃ ইতি অভিধানং) ন প্রবর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। [বর্ণ্যন্তে অর্থাঃ যৈঃ, তে] বর্ণাঃ শব্দাঃ যত্র (আত্মনি) ন বর্ত্তন্তে (ন প্রবর্ত্তন্তে), তত্র (আত্মনি বিষয়ে) বিবেকঃ ইদং ইত্থমেব স্বরূপাবধারণং) ন উচ্যতে (ন কথ্যতে), "নৈব বাচা ন মনসা দ্রষ্টুং শক্যং ন চক্ষুষা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

সমস্ত আত্মাই অজ (জন্মরহিত), সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে শাশ্বত বা অশাশ্বত (নিত্যানিত্য) শব্দ প্রযোজ্য নহে। যেখানে কোন শব্দই অভিধায়ক (বাচক) হয় না, তাহার স্বরূপত বিবেক বা নিত্যানিত্যাদি বিভাগও নির্দ্দেশ করা যায় না॥ ১৭৫॥৬০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরমার্থতঃ তু আত্মসু অজেষু নিত্যৈকরসবিজ্ঞপ্তিমাত্রসত্তাকেষু শাশ্বতঃ অশাশ্বত ইতি বা ন অভিধা, ন অভিধানং প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যত্র যেষু, বর্ণ্যন্তে যৈঃ অর্থাঃ তে বর্ণাঃ শব্দা ন বর্ত্তন্তে—অভিধাতুং প্রকাশয়তুং ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। ইদম্ এব ইতি বিবেকো বিবিক্ততা, তত্র নিত্যঃ অনিত্যঃ ইতি ন উচ্যতে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইতি শ্রুতেঃ॥১৭৫॥৬০

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আত্মা অজ নিত্য একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং সেই অজ আত্মাতে 'শাশ্বত' (নিত্য) বা 'অশাশ্বত' (অনিত্য) ইত্যাদি অভিধান অর্থাৎ নাম বা শব্দ প্রবৃত্ত হয় না ; [কোন শব্দ দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করা যায় না]। বস্তুসমূহ যাহা দ্বারা বর্ণন করা যায়, তাহার নাম বর্ণ অর্থাৎ বস্তুবাচক শব্দ ; সেই বর্ণসমূহ অর্থাৎ শব্দসমূহ যাহার বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না ; অর্থাৎ তাহাকে বলিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত বা সচেষ্ট হয় না। 'ইহা এইপ্রকারই' এবংবিধ ভাবে তাহার বিবেক অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্য বলিয়া পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—বাক্য-সমূহ যাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয় বা ফিরিয়া আইসে॥১৭৫॥৬০

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া ॥১৭৬॥৬১

স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়াং) চিত্তং (অন্তঃকরণং) যথা মায়য়া (অবিদ্যাবশাৎ) দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাভাবেঽপি দ্বৈতাকারেণ প্রতিভাসমানং সৎ) চলতি (স্পন্দতে, সব্যাপারং ভবতি), তথা জাগ্রৎ (জাগ্রতি অপি) চিত্তং মায়য়া দ্বয়াভাসং সৎ চলতি (স্পন্দতে) ॥

স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দ্বৈত না থাকিলেও চিত্তই সংস্কারবলে দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া স্পন্দমান হয় (নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে), তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও চিত্তই মায়াবশতঃ দ্বৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া নানাবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে ॥১৪৬॥৬১

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥১৭৭॥৬২

স্বপ্নে অদ্বয়ং (দ্বৈতরহিতং) চ (অপি) চিত্তং দ্বয়াভাসং (দ্বয়াকারেণ আভাসতে প্রকাশতে ইতি দ্বয়াভাসং) [ভবতি, ইত্যত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি ইতি শেষঃ] । তথা অদ্বয়ং জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থা) চ (অপি) দ্বয়াভাসং [ভবতি, অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি, ইতি শেষঃ] ।

স্বপ্নসময়ে অদ্বয় চিত্তই যে দ্বৈতাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই ; তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থাও যে অদ্বয় হইয়াও দ্বৈতাকারে প্রকাশ পায়, ইহাতে সংশয় নাই ॥১৭৭॥৬২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যৎ পুনর্ব্বাগ্গোচরত্বং পরমার্থতঃ অদ্বয়স্য বিজ্ঞানমাত্রস্য, তৎ মনসঃ স্পন্দনমাত্রং, ন পরমার্থত ইত্যুক্তাথৌ শ্লোকৌ ॥১৭৬-১৭৭॥৬১-৬২

ভাষ্যানুবাদ ।

তথাপি যে, প্রকৃত অদ্বয়ও বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ আত্মার বাক্যবিষয়তা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মনের স্পন্দন মাত্র (মানসিক চিন্তা মাত্র), কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। এই দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৭৬—১৭৭ ॥ ৬১—৬২ ॥

স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥১৭৮॥৬৩

স্বপ্নদৃক্ (স্বপ্নদর্শী জনঃ) স্বপ্নে বৈ দশসু দিক্ষু স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্ (অণ্ডেভ্যো জাতান্ পক্ষিপ্রভৃতীন্) স্বেদজান্ (স্বেদেভ্যো জাতান্ যূক-মশকাদীন্) জীবান্ (প্রাণিভেদান্) সদা পশ্যতি।

স্বপ্নদর্শী পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় পর্য্যটন করত দশদিক্‌স্থিত, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি যে সমস্ত জীবকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে ॥১৭৮॥৬৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতশ্চ বাগ্‌গোচরস্য অভাবো দ্বৈতস্য—স্বপ্নান্ পশ্যতীতি স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ পর্য্যটন্ স্বপ্নে স্বপ্নস্থানে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ বর্ত্তমানান্ জীবান্ প্রাণিনঃ অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বা যান্ সদা পশ্যতীতি॥১৭৮॥৬৩

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণেও শব্দগোচর দ্বৈতের (জগতের) অভাব [বুঝিতে হইবে],—স্বপ্নদৃক্ অর্থ—যে লোক স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে; সেই স্বপ্নদৃক্ পুরুষ স্বপ্নে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় প্রচরণ অর্থাৎ পর্য্যটন করত দশ দিকে অবস্থিত—বর্ত্তমান অণ্ডজ কিংবা স্বেদজ যে সমস্ত জীবকে—প্রাণীকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে,—॥১৭৮॥৬৩

স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যাস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্-চিত্তমিষ্যতে ॥১৭৯॥৬৪

স্বপ্নদৃক্-চিত্তদৃশ্যাঃ (স্বপ্নদর্শিনঃ চিত্তেন অনুভবনীয়াঃ) তে (জীবাঃ) ততঃ (স্বপ্নদৃক্‌চিত্তাৎ) পৃথক্ ন বিদ্যন্তে (ন সন্তি)। তথা ইদং স্বপ্নদৃক্‌চিত্তং [অপি] তদ্দৃশ্যং (স্বপ্নদর্শিনা দৃশ্যং) ইষ্যতে, (চিত্তমপি স্বপ্নদৃশঃ পৃথক্ ন কিঞ্চিৎ অস্তীতি ভাবঃ)।

স্বপ্নদর্শীর চিত্তমাত্রদৃশ্য সেই সমস্ত জীব স্বপ্নদর্শীর চিত্ত হইতে পৃথক্ নাই; সেইরূপ, স্বপ্নদর্শীর এই চিত্তও আবার সেই স্বপ্নদর্শীরই একমাত্র দৃশ্য বা দর্শন-

যোগ্য বলিয়াই ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। সুতরাং স্বপ্নদর্শী হইতে উহাও পৃথক্ নহে ॥১৭৯॥৬৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যেবং, ততঃ কিম্? উচ্যতে—স্বপ্নদৃশঃ চিত্তং স্বপ্নদৃক্‌চিত্তং, তেন দৃশ্যাঃ তে জীবাঃ; ততঃ তস্মাৎ স্বপ্নদৃক্‌চিত্তাৎ পৃথক্ ন বিদ্যন্তে ন সন্তীত্যর্থঃ। চিত্তমেব হি অনেক-জীবাদিভেদাকারেণ বিকল্প্যতে। তথা তদপি স্বপ্নদৃক্‌চিত্তমিদং তদ্দৃশ্যমেব, তেন স্বপ্নদৃশা দৃশ্যং তদ্দৃশ্যম্। অতঃ স্বপ্নদৃগ্ব্যতিরেকেণ চিত্তং নাম ন অস্তীত্যর্থঃ ॥১৭৮॥৬৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহাতেই বা কি হইল? বলা হইতেছে—স্বপ্নদৃক্‌চিত্ত অর্থ স্বপ্নদর্শীর চিত্ত, উক্ত সেই জীবগণ সেই চিত্তেরই দৃশ্য; সেই স্বপ্নদর্শীর চিত্ত হইতে সে সমস্ত জীব আর পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ চিত্তই অনেকানেক জীবাকারে কল্পিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, এই যে সেই স্বপ্নদর্শীর চিত্ত, তাহাও কেবল তাহার—সেই স্বপ্নদর্শীরই একমাত্র দৃশ্য—তদ্দৃশ্য। অতএব স্বপ্নদর্শীর অতিরিক্ত চিত্ত বলিয়া কিছু নাই ॥১৭৯॥৬৪

চরন্ জাগরিতে জাগ্রদ্দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্।
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥১৮০॥৬৫
জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্।
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে ॥১৮১॥৬৬

জাগ্রৎ (পুরুষঃ) জাগরিতে (জাগ্রদবস্থায়াং) চরন্ (পর্যাটন্) দশসু দিক্ষু স্থিতান্ যান্ অণ্ডজান্, স্বেদজান্ বা অপি জীবান্ (প্রাণিনঃ) সদা পশ্যতি; তে [খলু] জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াঃ (জাগ্রতঃ পুরুষস্য চিত্তেন দৃশ্যাঃ) ততঃ (তস্মাৎ জাগ্রচ্চিত্তাৎ) পৃথক্ ন বিদ্যন্তে; তথা (তদ্বদেব) জাগ্রতঃ (পুরুষস্য) ইদং চিত্তং [অপি] তদ্দৃশ্যম্ (জাগ্রতা পুরুষেণ প্রকাশ্যম্) এব (নিশ্চয়ে) ইষ্যতে। [ন পুনঃ ততঃ পৃথক্ ইতি ভাবঃ]।

জাগ্রৎ ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় পর্য্যটন করত দশ দিকে স্থিত অণ্ডজ কিংবা স্বেদজ যে সমস্ত জীবকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকে; তৎসমস্তই জাগ্রৎ-পুরুষের চিত্ত-মাত্রদৃশ্য; সেই চিত্ত হইতে উহারা পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান নাই। সেইরূপ, জাগ্রৎ ব্যক্তির এই চিত্তকেও আবার সেই জাগ্রৎ ব্যক্তিরই চিত্তদৃশ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে॥১৮০—১৮১॥৬৫—৬৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জাগ্রতো দৃশ্যা জীবাঃ তচ্চিত্তাব্যতিরিক্তাঃ,চিত্তেক্ষণীয়ত্বাৎ, স্বপ্নদৃক্-চিত্তেক্ষণীয়-জীববৎ। তচ্চ জীবেক্ষণাত্মকং চিত্তং দ্রষ্টুঃ অব্যতিরিক্তং দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বাৎ,স্বপ্নচিত্তবৎ। উক্তার্থম্ অন্যৎ॥১৮০—১৮১॥৬৫—৬৬

ভাষ্যানুবাদ।

জাগ্রৎ ব্যক্তির দৃশ্য জীবসমূহ যেহেতু কেবলই একমাত্র চিত্ত-দৃশ্য; সেই কারণে তাহারা সেই চিত্ত হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্ নহে। স্বপ্নদর্শীর চিত্ত-দৃশ্য জীব ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই জীবদর্শী চিত্তও আবার স্বপ্নচিত্তের ন্যায় একমাত্র দ্রষ্টৃ-দৃশ্যত্বনিবন্ধন দ্রষ্টা হইতে অতিরিক্ত নহে। ইহার অবশিষ্ট অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে॥ ১৮০—১৮১ ॥ ৬৫—৬৬ ॥

উভে হ্যন্যোন্যদৃশ্যে তে কিং তদস্তীতি চোচ্যতে।
লক্ষণাশূন্যমুভয়ং তন্মতেনৈব গৃহ্যতে॥১৮২॥৬৭

[তে উভে (জীবঃ চিত্তং চ) হি (নিশ্চয়ে) অন্যোন্যদৃশ্যে (পরস্পর-প্রকাশ্যে): [অতঃ বিবেকিনা] তৎ অস্তি ইতি কিং (কথং) উচ্যতে (নৈব উচ্যতে ইত্যর্থঃ)। [লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে অনেন ইতি লক্ষণা—প্রমাণং]; [যতঃ] লক্ষণাশূন্যং (অপ্রামাণিকং) উভয়ং (চিত্তং তদ্দৃশ্যং চ) তন্মতে ন এব (তচ্চিত্তস্বরূপতয়া এব) গৃহ্যতে (প্রতীয়তে), [ন তু স্বতঃ পৃথক্ ইত্যাশয়ঃ]।

যেহেতু সেই চিত্ত ও তদ্দৃশ্য, এতদুভয়ই অন্যোন্য-দৃশ্য, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরাপেক্ষিত; অতএব, বিবেকিগণ কাহাকে সৎ বলিবেন? বিশেষতঃ অপ্রামাণিক ঐ উভয়ই ত (চিত্ত ও দৃশ্য) উভয়ের সহযোগে গৃহীত হইয়া থাকে॥১৮২॥৬৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জীবচিত্তে উভে চিত্ত-চৈত্যৌ তে অন্যোন্যদৃশ্যে ইতরেতরগম্যে। জীবাদিবিষয়াপেক্ষং হি চিত্তং নাম ভবতি। চিত্তাপেক্ষং হি জীবাদিদৃশ্যম্। অতঃ তে অন্যোন্যদৃশ্যে। তস্মাৎ ন কিঞ্চিৎ অস্তীতি চ উচ্যতে—চিত্তং বা চিত্তেক্ষণীয়ং বা। কিং তদস্তীতি বিবেকিনা উচ্যতে। ন হি স্বপ্নে হস্তী হস্তিচিত্তং বা বিদ্যতে; তথা ইহাপি বিবেকিনাম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথং? লক্ষণাশূন্যং,লক্ষ্যতে অনয়েতি লক্ষণা প্রমাণং, প্রমাণশূন্যম্ উভয়ং চিত্তং চৈত্যং দ্বয়ং যতঃ, তদ্মতেনৈব তচ্চিত্তত‌য়ৈব তদ্ গৃহ্যতে। ন হি ঘটমতিং প্রত্যাখ্যায় ঘটো গৃহ্যতে, নাপি ঘটং প্রত্যাখ্যায় ঘটমতিঃ। ন হি তত্র প্রমাণ-প্রমেয়ভেদঃ শক্যতে:কল্পয়িতুম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥১৮২॥৬৭

ভাষ্যানুবাদ।

জীব ও চিত্ত অর্থাৎ চিত্ত ও তাহার দৃশ্য, এতদুভয়ই অন্যোন্যদৃশ্য, অর্থাৎ পরস্পরের বিষয়ীভূত; কেন না, জীবাদি বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া চিত্ত, আবার চিত্তকে অপেক্ষা করিয়া জীবাদি দৃশ্য হয়; অতএব, তাহারা উভয়ে পরস্পর দৃশ্যভাবাপন্ন। এই কারণেই বলা হয় যে, চিত্ত বা চিত্তদৃশ্য কিছুই নাই অর্থাৎ তৎসমস্তই অসৎ। [এইজন্যই] বিবেকিগণ কর্তৃক কোন বস্তুই 'অস্তি' (আছে) বলিয়া উক্ত হয় না, অর্থাৎ কোন বস্তুই নাই। অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নে দৃশ্যমান হস্তী কিংবা হস্তিচিত্ত থাকে না,বিবেকিগণের নিকট এই জাগ্রদবস্থায়ও তদ্রূপ। কি প্রকারে? যেহেতু লক্ষণাশূন্য; যাহা দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ পরিজ্ঞাত হয়, তাহার লক্ষণা—প্রমাণ; যেহেতু চিত্ত ও চৈত্য (চিত্তের গ্রাহ্য) এই উভয়ই প্রমাণশূন্য, অথচ সেই চিত্তস্বরূপেই গৃহীত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কেন না, ঘটাকার বুদ্ধি ব্যতীত, কখনই ঘট পদার্থকে জানা যায় না, এবং ঘটকে ত্যাগ করিয়াও আবার ঘটবুদ্ধি জানা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, [ঘট ও ঘটবুদ্ধি,] এই স্থলে একটি প্রমাণ, অপরটি তাহার প্রমেয়, এই প্রকার ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না॥ ১৮২॥৬৭

যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥১৮৩॥৬৮

স্বপ্নময়ঃ (স্বপ্নদৃষ্টঃ) জীবঃ (প্রাণী) যথা (যদ্বৎ) জায়তে চ ম্রিয়তে অপি, তথা অমী (জাগ্রদ্দৃশ্যাঃ) সর্ব্বে জীবাঃ ভবন্তি (জায়ন্তে), ন ভবন্তি (নশ্যন্তি) চ (অপি)।

স্বপ্নময় অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট জীবনিবহ যেরূপ [স্বপ্নেই] জন্মে ও মরে, এই জাগ্রৎ-কালীন জীবনিবহও ঠিক তদ্রূপ জন্মিতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে; অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে এই অংশে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই ॥১৩৮।৬৮

যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥১৮৪॥৬৯

মায়াগয়ঃ (ঐন্দ্রজালিকঃ) জীবঃ যথা জায়তে চ ম্রিয়তে অপি; তথা (জাগ্রৎকালীনঃ) না [অপি] অমী সর্ব্বে জীবাঃ ভবন্তি (জায়ন্তে) ন ভবন্তি (ম্রিয়ন্তে) চ।

ঐন্দ্রজালিক-দর্শিত মায়াময় জীব যেরূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয়, জাগ্রৎকালীন এই জীবগণও তদ্রূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয় ॥ ১৮৪॥৬৯

যথা নির্ম্মিতকো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥১৮৫॥৭০

নির্ম্মিতকঃ (কৃত্রিমঃ) জীবঃ যথা জায়তে ম্রিয়তে চ, অমী (জাগ্রৎকালীনাঃ) সর্ব্বে জীবা [অপি] ভবন্তি, ন ভবন্তি (নশ্যন্তি) চ ॥

কৃত্রিম জীবনিবহ যেরূপ জন্মে ও মরে, সেই এই জাগ্রৎকালীন জীবগণও তদ্রূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮৫॥৭০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মায়াময়ো মায়াবিনা যঃ কৃতঃ, নির্ম্মিতকো মন্ত্রৌষধ্যাদিভিঃ নিষ্পাদিতঃ। স্বপ্ন-মায়ানির্ম্মিতকা অণ্ডজাদয়ো জীবা যথা জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ, তথা মনুষ্যাদিলক্ষণা অবিদ্যমানা এব চিত্তবিকল্পনামাত্রা ইত্যর্থঃ ॥১৮৩—১৮৫।৬৮—৭০

ভাষ্যানুবাদ।

মায়াময় অর্থ—মায়াবিকর্ত্তৃক যাহা কৃত হয়; নির্ম্মিতক অর্থ—মন্ত্র ও

ওষধি প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত। স্বপ্নময়, মায়াময় ও নির্ম্মিতক অণ্ড-জাদি জীবনিবহ যেরূপ জন্মিয়া থাকে, এবং মরিয়া যায়, তদ্রূপ মনুষ্যাদি জীবগণও নিশ্চয়ই অবিদ্যমান অসৎ, কেবল মানসিক বিকল্প মাত্র (পরমার্থ সত্য নহে) ॥ ১৮৩—১৮৫।৬৮—৭০

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতৎ তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥১৮৬॥৭১

[উক্তমর্থম্ উপসংহরতি "ন কশ্চিৎ" ইত্যাদিনা।] [তস্মাৎ] কশ্চিৎ (কশ্চিৎ অপি) জীবঃ ন জায়তে (উৎপদ্যতে), অস্য (জীবস্য) সম্ভবঃ (উৎপত্তি-সম্ভাবনা অপি) ন বিদ্যতে (ন অস্তি)। যত্র (সত্যে) কিঞ্চিৎ (কিঞ্চিদপি) ন জায়তে, তৎ এতৎ তু (এব) উত্তমং (পরমার্থং সত্যং, [অন্যত্তু আপেক্ষিক-মিত্যাশয়ঃ]।

কোন জীবই উৎপন্ন হয় না, এবং উৎপত্তিরও সম্ভাবনাও নাই। ইহাই উত্তম সত্য যে, যাহাতে কোন জীবই প্রকৃতপক্ষে জন্ম লাভ করে না ॥১৮৬॥৭১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ব্যবহারসত্যবিষয়ে জীবানাং জন্ম-মরণাদিঃ স্বপ্নাদিজীববৎ ইত্যুক্তম্ উত্তমং তু পরমার্থসত্যং—ন কশ্চিৎ জায়তে জীব ইতি। উক্তার্থম্ অন্যৎ ॥১৮৬॥৭১

ভাষ্যানুবাদ।

ব্যবহারক্ষেত্রে যে, জীবসমূহের জন্ম-মরণাদি ব্যবহার, তাহা স্বপ্নাদি-দৃষ্ট জীবের ন্যায়, ইহা কথিত হইয়াছে। কোন জীবই যে প্রকৃত পক্ষে জন্মে না, ইহাই পারমার্থিক সত্য। অপরাংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮৬॥৭১

চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্দ্বয়ম্।
চিত্তং নির্ব্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥১৮৭॥৭২

ইদং (অনুভূয়মানং) গ্রাহ্যগ্রাহকবৎ (গ্রাহ্যগ্রাহকভাববিশিষ্টং) দ্বয়ং (জগৎ) চিত্তস্পন্দিতম্ (মনঃকল্পিতম্) এব (নিশ্চয়ে), [পরমার্থতস্তু] চিত্তং

নির্ব্বিষয়ং (বিষয়সম্বন্ধশূন্যম্ আত্মস্বরূপম্ এব), তেন (হেতুনা) নিত্যম্ অসঙ্গং (সঙ্গরহিতং নির্ব্বিকারং) কীর্ত্তিতং (কথিতং বিবেকিভিরিতি শেষঃ।)।

এই যে, গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবাপন্ন দ্বৈত জগৎ, ইহা কেবল চিত্তেরই স্ফুরণমাত্র, প্রকৃত পক্ষে চিত্তও স্বভাবতঃ নির্ব্বিষয় (আত্মস্বরূপ), সেই হেতু সর্ব্বদাই উহা অসঙ্গ বলিয়া কথিত ॥১৮৭॥৭২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্বং গ্রাহ্য-গ্রাহকবৎ চিত্তস্পন্দিতমেব দ্বয়ম্। চিত্তং পরমার্থত আত্মৈবেতি নির্ব্বিষয়ং; তেন নির্ব্বিষয়ত্বেন নিত্যম্ অসঙ্গং কীর্ত্তিতম,"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। সবিষয়স্য হি বিষয়ে সঙ্গঃ ; নির্ব্বিষয়ত্বাৎ চিত্তম্ অসঙ্গম্ ইত্যর্থঃ ॥১৮৭॥৭২

ভাষ্যানুবাদ।

ইহা গ্রাহ্য, অমুক ইহার গ্রহণকারী—গ্রাহক, এইরূপ গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাবাপন্ন সমস্ত দ্বৈত (জগৎ) নিশ্চয়ই চিত্তস্পন্দন বা চিত্তের বিলাস-মাত্র, (বস্তুতঃ উহাদের কিছুমাত্র সত্তা নাই)। চিত্তও প্রকৃত পক্ষে আত্মস্বরূপই বটে ; সুতরাং নির্ব্বিষয় ; সেই নির্ব্বিষয়ত্ব নিবন্ধনই নিত্য অসঙ্গ বলিয়া কথিত। যেহেতু শ্রুতিতে আছে—'এই পুরুষ অসঙ্গ'। কারণ, সবিষয় পদার্থের'ই বিষয়ে সঙ্গ বা আসক্তি হইয়া থাকে, চিত্ত যখন নির্ব্বিষয়—বিষয়সম্পর্ক-রহিত, তখন নিশ্চয়ই তাহা অসঙ্গ ॥১৮৭॥৭২

যোঽস্তি কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ।
পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা স্যান্নাস্তি পরমার্থতঃ ॥১৮৮॥৭৩

যঃ (পদার্থঃ) কল্পিতসংবৃত্যা (কল্পিতয়া অসত্যয়া সংবৃত্যা ব্যবহারমাত্রেণ) অস্তি (সত্তাবান্ ভবতি), অসৌ (পদার্থঃ) পরমার্থেন (পরমার্থরূপেণ) ন অস্তি (বিদ্যতে)। [যশ্চ] পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা (পরেষাং তন্ত্রাণাং শাস্ত্রাণাং, সংবৃত্যা ব্যবহারেণ শাস্ত্রোক্ত-ব্যবহারতঃ) স্যাৎ, [সোঽপি] পরমার্থতঃ ন অস্তি ; [তস্মাৎ অসঙ্গত্বং যুক্তম্ ইতি ভাবঃ]।

যে পদার্থ কেবল কল্পিত লোকব্যবহারবলে সত্তা লাভ করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা নাই—অসৎ। আর অপরাপর শাস্ত্রব্যবহারানুসারেও যাহা

কল্পিত হয়, তাহাও ত বস্তুতঃ অসৎ (কারণ, কল্পিত কোন পদার্থই সত্য হইতে পারে না; অতএব চিত্তকে 'অসঙ্গ' বলা অসঙ্গত হয় নাই)॥১৮৮॥৭৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নম্ন নির্ব্বিষয়ত্বেন চেৎ অসঙ্গত্বং, চিত্তস্য ন নিঃসঙ্গতা ভবতি, যস্মাৎ শাস্তা, শাস্ত্রং শিষ্যাশ্চ ইত্যেবমাদেঃ বিষয়স্য বিদ্যমানত্বাৎ। নৈষ দোষঃ; কস্মাৎ? যঃ পদার্থঃ শাস্ত্রাদিঃ বিদ্যতে, স কল্পিতসংবৃত্যা; কল্পিতা চ সা, পরমার্থপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন সংবৃতিশ্চ সা, তয়া যঃ অস্তি, পরমার্থেন, নাস্ত্যসৌ ন বিদ্যতে। "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" ইত্যুক্তম্। যশ্চ পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা পরশাস্ত্রব্যবহারেণ স্যাৎ পদার্থঃ, স পরমার্থতো নিরূপ্যমাণো নাস্ত্যেব। তেন যুক্তম্ উক্তম্ "অসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্" ইতি॥১৮৮॥৭৩

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, বিষয়াভাব-নিবন্ধনই যদি অসঙ্গত্ব হয়, তাহা হইলে ত চিত্তের আর নিঃসঙ্গতা হইতে পারে না; কারণ, চিত্তের সম্বন্ধে শাস্তা (উপদেষ্টা) শাস্ত্র ও শিষ্য, ইত্যাদি প্রকার বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। না—ইহা দোষ হয় না। কারণ? শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কল্পিত সংবৃতি দ্বারা অর্থাৎ যাহা কেবল পরমার্থ-তত্ত্বোপলব্ধির উপায়ভাবে কল্পিত ব্যবহার, সেই সংবৃতি বা ব্যবহারানুরোধে যাহার অস্তিত্ব, প্রকৃত পক্ষে তাহা কখনই নাই—অসৎ। 'তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে যে দ্বৈত থাকে না,' ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আর পরতন্ত্রাভিসংবৃতি দ্বারা অর্থাৎ অপরাপর শাস্ত্রোক্ত ব্যবহারানুসারেও যে পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে, বস্তুতঃ তত্ত্বনিরূপণ করিতে গেলে তাহাও নিশ্চয়ই অসৎ; অতএব উক্ত "অসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্" এই কথা যুক্তিযুক্তই বলা হইয়াছে॥ ১৮৮॥৭৩

অজঃ কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাপ্যজঃ।
পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা সংবৃত্যা জায়তে তু সঃ॥১৮৯॥৭৪

[আত্মা অপি] কল্পিতসংবৃত্যা (কল্পিতয়া অবিদ্যামূলক-ব্যবহারেণ এব)

অজঃ [উচ্যতে], পরমার্থেন (বস্তুতস্তু) অজঃ অপি ন (ব্যবহারাতীতত্বাদিতি ভাবঃ), সঃ (অজঃ) তু (পুনঃ) পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা (পরশাস্ত্রসিদ্ধয়া) সংবৃত্যা (জন্মাদি-ব্যবহারম অপেক্ষ্য) জায়তে (উৎপদ্যতে, ন তু পরমার্থত ইত্যর্থঃ)।

আত্মাকেও অবিদ্যামূলক ব্যবহারানুসারেই অজ বলা হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ আত্মা অজও নহে। কেন না, অপরাপর শাস্ত্রসিদ্ধ অবিদ্যামূলক ব্যবহারানুসারেই সেই আত্মার জন্ম কল্পিত হইয়া থাকে ॥১৮৯॥৭৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নমু শাস্ত্রাদীনাং সংবৃতিত্বে অজ ইতীয়মপি কল্পনা সংবৃতিঃ স্যাৎ। সত্যম্ এবং ; শাস্ত্রাদিকল্পিতসংবৃত্যা এব অজ ইত্যুচ্যতে। পরমার্থেন নাপ্যজঃ, যস্মাৎ পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা পরশাস্ত্রসিদ্ধিমপেক্ষ্য যঃ অজ ইত্যুক্তঃ, স সংবৃত্যা জায়তে। অতঃ অজ ইতীয়মপি কল্পনা পরমার্থবিষয়ে নৈব ক্রমত ইত্যর্থঃ ॥১৮৯॥৭৪

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, শাস্ত্রাদি সমস্তই যদি সংবৃতি অর্থাৎ অবিদ্যাত্মক হয়, তাহা হইলে ত 'আত্মা অজ', এই কল্পনাও সংবৃতি (অবিদ্যাত্মক) হইতে পারে ? হাঁ, একথা সত্যই বটে, কিন্তু, শাস্ত্রাদি-কল্পিত সংবৃতি-বলেই আত্মা 'অজ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ; বাস্তবিক পক্ষে ত অজও নহে। যেহেতু পরশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে যাহা 'অজ' বলিয়া কথিত, তাহাই সংবৃতি বা অবিদ্যাবশতঃ জন্ম লাভ করিয়া থাকে মাত্র। অতএব, পরমার্থ-চিন্তা-স্থলে 'অজ' এই কল্পনাও কখনই উপস্থিত হইতে পারে না ॥ ১৮৯॥৭৪

অভূতাভিনিবেশোঽস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে।
দ্বয়াভাবং স বুদ্ধৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে ॥১৯০॥৭৫

অভূতাভিনিবেশঃ (অভূতে, অসত্যে দ্বৈতে) অভিনিবেশঃ (আগ্রহমাত্রং) অস্তি, তত্র (অভিনিবেশে তু) দ্বয়ং (দ্বৈতং) ন বিদ্যতে ; [নহি আগ্রহমাত্রেণ বস্তুসিদ্ধির্ভবতীত্যাশয়ঃ]। দ্বয়াভাসং (দ্বৈতাকারম্ আভাসমাত্রং) বুদ্ধা (অনুভূয়) এব [যঃ] নিনিমিত্তঃ (অভিনিবেশরহিতঃ ভবতি), সঃ ন জায়তে (নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

অসত্য দ্বৈতবিষয়ে লোকের অভিনিবেশ বা আগ্রহমাত্র আছে ; কিন্তু সেই অভিনিবেশে দ্বৈতসিদ্ধি হয় না। যে লোক দ্বৈতকে আভাস বলিয়া জানে (সত্য বলিয়া মনে করে না), সে লোক অভিনিবেশরূপ নিমিত্ত না থাকায় কখনই জন্মে না, অর্থাৎ তাহার আর জন্ম ভ্রান্তি হয় না ॥১৯০॥৭৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যস্মাদসদ্‌বিষয়ঃ, তস্মাৎ অসত্যভূতে দ্বৈতে অভিনিবেশঃ অস্তি কেবলম্। অভিনিবেশঃ আগ্রহমাত্রং ; দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে। মিথ্যাভিনিবেশমাত্রঞ্চ জন্মনঃ কারণং যস্মাৎ তস্মাৎ, দ্বয়াভাবং বুদ্ধা নির্নিমিত্তো নিবৃত্তমিথ্যাদ্বয়াভিনিবেশো যঃ, স ন জায়তে ॥১৯০॥৭৫

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু অভিনিবেশের বিষয় মাত্রই অসৎ (মিথ্যা), সেই হেতু অসত্যস্বরূপ দ্বৈতবিষয়ে কেবল অভিনিবেশই আছে মাত্র, কিন্তু, তাহার বিষয় (দ্বৈত) নাই। অভিনিবেশ অর্থ কেবলই আগ্রহ, কিন্তু সেই অভিনিবেশে দ্বৈত বিদ্যমান নাই, যেহেতু মিথ্যা অভিনিবেশও জন্মের কারণ হইয়া থাকে। সেই হেতুই যে লোক দ্বয়াভাস অবগত হইয়া অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশরূপ নিমিত্ত পরিত্যাগ করে,সে লোক আর জন্মলাভ করে না ॥ ১৯০॥৭৫

যদা ন লভতে হেতূনুত্তমাধমমধ্যমান্ ।
তদা ন জায়তে চিত্তং হেত্বভাবে ফলং কুতঃ ॥১৯১॥৭৬

চিত্তং যদা (যস্মিন্ কালে) উত্তমাধমমধ্যমান্ (ত্রিবিধান্) হেতূন্ (কারণানি) ন লভতে, তদা চিত্তং ন জায়তে (জন্মাদিবিকারাভাসান্ ন প্রপদ্যতে)। [যুক্তং চৈতৎ, যতঃ] হেত্বভাবে (কারণাসত্ত্বে) ফলং (কার্য্যং) কুতঃ (কস্মাৎ) [ভবেদিতি শেষঃ]।

চিত্ত যখন উত্তম, মধ্যম অথবা অধম কোন প্রকার হেতুই দর্শন করে না, তখন চিত্ত আর জন্ম লাভ করে না। কারণ, হেতুর অভাবে কার্য্য হইবে কোথা হইতে? ॥১৯১॥৭৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌।

জাত্যাশ্রমবিহিতা আশীর্ব্বর্জ্জিতৈঃ অনুষ্ঠীয়মানা ধর্ম্মা দেবত্বাদিপ্রাপ্তিহেতব উত্তমাঃ কেবলাশ্চ। ধর্ম্মা অধর্ম্ম-ব্যামিশ্রা মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্ত্যর্থা মধ্যমাঃ। তির্য্যগাদি-প্রাপ্তিনিমিত্তা অধর্ম্মলক্ষণাঃ প্রবৃত্তিবিশেষাশ্চ অধমাঃ। তান্ উত্তম-মধ্যমাধমান্ অবিদ্যাপরিকল্পিতান্ যদা একমেবাদ্বিতীয়ম্ আত্মতত্ত্বং সর্ব্বকল্পনাবর্জ্জিতং জানন্ ন লভতে ন পশ্যতি, যথা বালৈঃ দৃশ্যমানং গগনে মলং বিবেকী ন পশ্যতি, তদ্বৎ, তদা ন জায়তে ন উৎপদ্যতে চিত্তং দেবাদ্যাকারৈঃ উত্তমাধমমধ্যমফলরূপেণ। ন হি অসতি হেতৌ ফলম্ উৎপদ্যতে বীজাদ্যভাবে ইব শস্যাদি ॥১৯১॥৭৬

ভাষ্যানুবাদ।

ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান, জাতি ও আশ্রমানুসারে বিহিত এবং দেবত্বাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহাই 'উত্তম', অধর্ম্মমিশ্রিত এবং মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্তির হেতুভূত ধর্ম্মসমূহ 'মধ্যম,' আর পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তির হেতুভূত অধর্ম্মাত্মক বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তিই 'অধম'। যেমন বালকের পরিদৃষ্ট গগন-মালিন্য বিবেকিগণ দর্শন করেন না, তদ্রূপ, মনুষ্য যখন সর্ব্বপ্রকার কল্পনাবর্জ্জিত এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অবিদ্যা-পরিকল্পিত সেই উত্তম, মধ্যম ও অধম হেতুসমূহ দেখিতে পায় না, চিত্ত তখন আর দেবাদিভাবে উত্তম, মধ্যম ও অধম ফলরূপে জন্মে না। বীজাদির অভাবে যেমন শস্যাদি হয় না, তেমনি হেতুর অভাব হইলে আর ফল উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ১৯১॥৭৬

অনিমিত্তস্য চিত্তস্য যানুৎপত্তিঃ সমাদ্বয়া।
অজাতস্যৈব সর্ব্বস্য চিত্তদৃশ্যং হি তদ্‌যতঃ ॥১৯২॥৭৭

অনিমিত্তস্য (জন্মকারণরহিতস্য) [অতএব] অজাতস্য (অনুৎপন্নস্য) সর্ব্বস্য চিত্তস্য যা অনুৎপত্তিঃ (মোক্ষরূপা), সা অদ্বয়া (দ্বৈতরহিতা) সমা (নিত্যম্ একরূপা চ); যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) তৎ (চিত্তং তদ্দৃশ্যং চেতি দ্বয়ং) চিত্তদৃশ্যং (ন তু বস্তু সৎ, ইত্যাশয়ঃ)।

উৎপত্তির কারণ না থাকায়, নিশ্চয়ই অজাত সমস্ত চিত্তের যে অনুৎপত্তি (মোক্ষাবস্থা), তাহা দ্বৈতরহিত এবং চিরকালই সমান বা একরূপ। কেননা, যেহেতু সেই দ্বৈত চিত্তদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥১৯২॥৭৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

হেত্বভাবে চিত্তং ন উৎপদ্যতে ইতি হি উক্তম্। সা পুনঃ অনুৎপত্তিঃ চিত্তস্য কীদৃশীতি উচ্যতে—পরমার্থদর্শনেন নিরস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যোৎপত্তি-নিমিত্তস্য অনিমিত্তস্য চিত্তস্যেতি যা মোক্ষাখ্যা অনুৎপত্তিঃ, সা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাসু সমা নির্ব্বিশেষা অদ্বয়া চ; পূর্ব্বমপি অজাতস্যৈব অনুৎপন্নস্য চিত্তস্য সর্ব্বস্য অদ্বয়স্য ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ প্রাগপি বিজ্ঞানাৎ চিত্তং দৃশ্যং তদ্দ্বয়ং জন্ম চ, তস্মাৎ অজাতস্য সর্ব্বস্য সর্ব্বদা চিত্তস্য সমা অদ্বৈব অনুৎপত্তিঃ, ন পুনঃ কদাচিদ্ভবতি, কদাচিৎ বা ন ভবতি। সর্ব্বদা একরূপা এব ইত্যর্থঃ ॥১৯২॥৭৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, হেতুর অভাবে চিত্ত আর উৎপন্ন হয় না, চিত্তের সেই অনুৎপত্তিই বা কিপ্রকার, তাহা কথিত হইতেছে—পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার বশতঃ সম্পূর্ণরূপে উৎপত্তির কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মনামক নিমিত্ত যাহার বিধ্বস্ত হইয়াছে, অনিমিত্ত বা নিমিত্তহীন সেই চিত্তের যে মোক্ষনামক অনুৎপত্তি, তাহা সকল সময়ে এবং সমস্ত অবস্থায়ই সমান ও অদ্বিতীয়। [জ্ঞানোদয়ের] পূর্ব্বেও সমস্ত চিত্তই অনুৎপন্ন এবং অদ্বয় বা ভেদ-রহিত। যেহেতু বিজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেও চিত্ত ও দৃশ্য, এই দুইই জন্ম, অর্থাৎ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাবই জন্ম; অতএব, বস্তুতঃ অজাত সমস্ত চিত্তেরই অনুৎপত্তি চিরকালই সমান অর্থাৎ অদ্বয়ই বটে, কিন্তু সেই অনুৎপত্তি যে কখনও হয় আর কখনও হয় না, তাহা নহে; পরন্তু সর্ব্বদা একরূপই বটে ॥ ১৯২॥৭৭

বুদ্ধ্বানিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথগনাপ্নুবন্।
বীতশোকং তথা কামমভয়ং পদমশ্নুতে ॥১৯৩॥৭৮

[উক্তক্রমেণ] অনিমিত্ততাং (কারণাভাবং) সত্যাং (পরমার্থরূপাং) বুদ্ধা (অবগম্য) পৃথক্ (অন্যং) হেতুং (কারণং চ) অনাপ্নুবন্ (অলভমানঃ সন্) বীতশোকং (শোকবর্জ্জিতং) তথা অকামং (বীতস্পৃহং) অভয়ং (সংসারভয়বর্জ্জিতং) পদং (অবস্থাং) অশ্নুতে (ভজতে)।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে জন্মাদি কারণের অভাব অবগত হইয়া এবং অন্য কোনও হেতু না দেখিয়া শোকরহিত এবং কাম ও ভয়বর্জ্জিত ব্রহ্মপদ ভোগ করিতে থাকেন ॥১৯৩॥৭৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথোক্তেন ন্যায়েন জন্মনিমিত্তস্য দ্বয়স্য অভাবাৎ অনিমিত্ততাঞ্চ সত্যাং পরমার্থরূপাং বুদ্ধ্বা হেতুং ধর্ম্মাদিকারণং দেবাদিযোনিপ্রাপ্তয়ে পৃথগনাপ্নুবন্ অনুপাদদানঃ ত্যক্তবাহ্যৈষণঃ সন্ কামশোকাদিবর্জ্জিতম্ অবিদ্যাদিরহিতম্ অভয়ং পদমশ্নুতে, পুনঃ ন জায়তে ইত্যর্থঃ ॥১৯৩॥৭৮

ভাষ্যানুবাদ।

উক্তপ্রকার যুক্তি অনুসারে জন্মাদি অবস্থার কারণীভূত দ্বৈতের অভাববশতঃ অনিমিত্ততা বা অকারণভাবকে সত্য অর্থাৎ যথার্থ বলিয়া অবগত হইয়া এবং দেবাদিভাবপ্রাপ্তির পৃথক্ কোন কারণ উপলব্ধি না করিয়া, বাহ্য পদার্থের অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম ও শোকদুঃখাদিবর্জ্জিত ও অবিদ্যাদি-দোষ-শূন্য অভয় পদ (মোক্ষাবস্থা) ভোগ করিতে থাকে, পুনর্ব্বার আর জন্ম লাভ করে না ॥১৯৩॥৭৮

অভূতাভিনিবেশাদ্ধি সদৃশে তৎ প্রবর্ত্ততে।
বস্তুভাবং স বুদ্ধ্বৈব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ত্ততে ॥১৯৪॥৭৯

অভূতাভিনিবেশাৎ (অসত্যে অনুরাগাৎ হেতোঃ) হি (এব), সদৃশে (তদনুরূপে, নতু তস্মিন্ এব) তৎ (চিত্তং) প্রবর্ত্ততে (ব্যাপ্রিয়তে)। সঃ (অভিনিবেশবান্ পুরুষঃ) বস্তুভাবং (বস্তুনঃ অসত্তাং) বুদ্ধা (অবগম্য) এব নিঃসঙ্গং (যথা স্যাৎ, তথা) বিনিবর্ত্ততে (অভিনিবেশবিষয়ং বিশেষেণ পরিত্যজতীত্যর্থঃ)।

চিত্ত অনুরাগবশতঃ অসত্য বিষয়েও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যখন দৃশ্য বস্তুর অভাব বুঝিতে পারে, তখনই নিঃসঙ্গ বা অনাসক্তভাবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৯৪॥৭৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ অভূতাভিনিবেশাৎ অসতি দ্বয়ে দ্বয়াস্তিত্বনিশ্চয়ঃ অভূতাভিনিবেশঃ, তস্মাৎ অবিদ্যাব্যামোহরূপাৎ বিসদৃশে তদনুরূপে তচ্চিত্তং প্রবর্ত্ততে। তস্য দ্বয়স্য বস্তুনঃ অভাবং যদা বুদ্ধবান্, তদা তস্মাৎ নিঃসঙ্গং নিরপেক্ষং সৎ বিনিবর্ত্ততে অভূতাভিনিবেশবিষয়াৎ ১৯৪॥৭৯

ভাষ্যানুবাদ।

যে অভূতাভিনিবেশবশতঃ অর্থাৎ দ্বয় বা দ্বৈত অসত্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে যে নিশ্চয়, তাহারই নাম অভূতানিবেশ, যেহেতু অবিদ্যা-মোহময় সেই অভূতাভিনিবেশ বশতঃই দ্বৈতসদৃশ অর্থাৎ দ্বৈতানুরূপ বিষয়ে উক্তপ্রকার চিত্তের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; আবার যখন সেই দ্বয়-বস্তুর অভাব বা অসত্তা অবগত হয়, তখন নিঃসঙ্গ হইয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন অপেক্ষা না করিয়া সেই অভূতাভি-নিবেশ হইতে বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥১৯৪॥৭৯

নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ।
বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎ সাম্যমজমদ্বয়ম্ ॥১৯৫॥৮০

তদা (তস্মিন্ সময়ে) হি (নিশ্চয়ে) নিবৃত্তস্য (অভিনিবেশাৎ বিরতস্য) অপ্রবৃত্তস্য (পুনরপি তত্র প্রবৃত্তিং অকুর্ব্বতঃ) [চিত্তস্য] নিশ্চলা (চাঞ্চল্যং বিক্ষেপঃ, তদ্‌বর্জ্জিতা) স্থিতিঃ (অদ্বয়ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা) [ভবতি], হি (যস্মাৎ) বুদ্ধানাং (পরমার্থদর্শিনাং) সঃ (অদ্বয়ঃ পরমাত্মা) বিষয়ঃ (গ্রাহ্যঃ); [কঃ সঃ? ইত্যাহ] তৎ (প্রক্রান্তং) অজং, অদ্বয়ং সাম্যং (নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ)।

সেই সময় বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত এবং পুনশ্চ বিষয়ে অপ্রবৃত্ত চিত্তের নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি হইয়া থাকে; যাঁহারা বুদ্ধ অর্থাৎ পরম সত্য পদার্থ দর্শন করিয়া

থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই অজ অদ্বয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র প্রতীতির বিষয় হন; (অন্য কিছু প্রতীতির গোচর হয় না) ॥১৯৫॥৮০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নিবৃত্তস্য দ্বৈতবিষয়াৎ, বিষয়ান্তরে চ অপ্রবৃত্তস্য অভাবদর্শনেন চিত্তস্য নিশ্চলা চলনবর্জ্জিতা ব্রহ্ম স্বরূপৈব তদা স্থিতিঃ, যা এষা ব্রহ্মস্বরূপা স্থিতিঃ চিত্তস্য অদ্বয়-বিজ্ঞানৈকরসঘনলক্ষণা। স হি যস্মাৎ বিষয়ঃ গোচরঃ পরমার্থদর্শিনাং বুদ্ধানাং, তস্মাৎ তৎ সাম্যং পরং নির্ব্বিশেষম্ অজম্ অদ্বয়ঞ্চ ॥১৯৫॥৮০

ভাষ্যানুবাদ।

দ্বৈতবিষয় হইতে নিবৃত্ত অভাব বা অসত্তা দর্শন করায়, অপরাপর বিষয়েও প্রবৃত্তিরহিত চিত্তের তৎকালে নিশ্চল—চাঞ্চল্য-বর্জ্জিত, ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি হয়। চিত্তের এই যে, একমাত্র অদ্বিতীয় বিজ্ঞানরসঘন ব্রহ্মভাবে স্থিতি; যেহেতু পরমার্থদর্শী জ্ঞানিগণের তাহাই একমাত্র বিষয় হয়, সেই কারণেই তাহা নিরতিশয় সমভাবাপন্ন, অজ ও অদ্বয়স্বরূপ ॥১৯৫॥৮০

অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ম্।
সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ধর্ম্মো ধাতুস্বভাবতঃ॥১৯৬॥৮১

[তদানীং তু] অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নং [তৎ বস্তু] স্বয়ং প্রভাতং (অন্যনিরপেক্ষ-প্রকাশমানং ভবতি), হি (যস্মাৎ) এষঃ ধর্ম্মঃ (আত্মা) ধাতুস্বভাবতঃ (বস্তুস্বভাবাৎ এব) সকৃৎ বিভাবতঃ (সদৈব প্রকাশময়ঃ)॥

জন্ম, নিদ্রা ও স্বপ্নরহিত সেই আত্মবস্তুটি তখন আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে। কারণ, এই আত্মরূপ ধর্ম্মটি স্বভাবতই সদা প্রকাশমান॥১৯৬॥৮১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি কীদৃশশ্চ অসৌ বুদ্ধানাং বিষয় ইত্যাহ—স্বয়মেব তৎ প্রভাতং ভবতি ন আদিত্যাদ্যপেক্ষং; স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবম্ ইত্যর্থঃ। সকৃৎ বিভাতঃ সদৈব বিভাত ইত্যেতৎ। এষ এবংলক্ষণ আত্মাখ্যো ধর্ম্মো ধাতুস্বভাবতো বস্তু-স্বভাবত ইত্যর্থঃ ১৯৬॥৮১

ভাষ্যানুবাদ।

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এই বিষয়টি জ্ঞানিদিগেরই বা কি প্রকার? বলা হইতেছে—তাহা স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশে আদিত্যাদির আত্মঅপেক্ষা নাই, তাহা স্বভাবতঃই জ্যোতির্ম্ময়। পুনশ্চ, এবংবিধ আত্মনামক ধর্ম্মটি স্বভাবতঃই প্রকাশময় ॥১৯৬॥৮১

সুখমাব্রিয়তে নিত্যং দুঃখং বিব্রিয়তে সদা।
যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য গ্রহেণ ভগবানসৌ॥১৯৭॥৮২

যস্য কস্য চ ধর্ম্মস্য (বস্তুনঃ) গ্রহেণ (গ্রহণেন) অসৌ (উক্তঃ) ভগবান্ (আত্মা) সদা সুখং (অনায়াসেন) আব্রিয়তে (আবৃতঃ ক্রিয়তে), দুঃখং (অতিকৃচ্ছ্রেণ) বিব্রিয়তে প্রকাশ্যতে, ন তু অনায়াসেন ইতি ভাবঃ ॥

যে কোনও বস্তু বিষয়ে আগ্রহ হইলেই তাহা দ্বারা এই ভগবান্ অর্থাৎ প্রকাশসম্পন্ন আত্মাও অনায়াসে আবৃত হয়, অথচ অতি কষ্টে প্রকাশিত বা প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে ॥১৯৭॥৮২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং বহুশ উচ্যমানমপি পরমার্থতত্ত্বং কস্মাৎ লৌকিকৈঃ ন গৃহ্যতে ইতি উচ্যতে—যস্মাৎ যস্য কস্যচিৎ দ্বয়বস্তুনো ধর্ম্মস্য গ্রহেণ গ্রহণাবেশেন মিথ্যাভিনিবিষ্টতয়া সুখম্ আব্রিয়তে অনায়াসেন আচ্ছাদ্যতে ইত্যর্থঃ। দ্বয়োপলব্ধিনিমিত্তং হি তত্রাবরণং ন যত্নান্তরম্ অপেক্ষতে। দুঃখঞ্চ বিব্রিয়তে প্রকটীক্রিয়তে, পরমার্থজ্ঞানস্য দুর্ল্লভত্বাৎ। ভগবান্ অসৌ আত্মা অদ্বয়ো দেব ইত্যর্থঃ। অতো বেদান্তৈঃ আচার্য্যৈশ্চ বহুশঃ উচ্যমানোঽপি নৈব জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ, "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা" ইতি শ্রুতেঃ ॥১৯৭॥৮২

ভাষ্যানুবাদ।

ভাল, এইরূপে বলা সত্ত্বেও আত্মাকে সাধারণে বুঝিতে পারে না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—যেহেতু এই ভগবান্ প্রকাশশীল অদ্বিতীয় আত্মা, যে কোনও দ্বৈতবস্তুর ধর্ম্মের (অবস্থায়) গ্রহ অর্থাৎ গ্রহণাভিনিবেশ বা মিথ্যা আগ্রহবশতঃ সুখে আবৃত হইয়া থাকে,

অর্থাৎ অনায়াসে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। কেবল দ্বৈতোপলব্ধি নিমিত্তই তাহাতে আবরণ হয়, অপর কোনও প্রযত্নের অপেক্ষা করে না ; অথচ অতি কষ্টে বিবৃত অর্থাৎ প্রকটীকৃত হইয়া থাকে ; কারণ, পরমার্থজ্ঞান অতি দুর্লভ। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তশাস্ত্র- সমূহ এবং আচার্য্যগণ কর্তৃক বহুপ্রকারে উক্ত হইলেও, [তাহাকে] জানিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহার বক্তা আশ্চর্য্যময়, এবং ইহার জ্ঞাতাও অতি নিপুণ' ॥১৯৭॥৮২

অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ।
চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ ॥১৯৮॥৮৩

[আবরণপ্রকারমাহ অস্তীত্যাদিনা।]—বালিশঃ (মূঢ়ঃ জনঃ) [আত্মা] অস্তি, নাস্তি, অস্তি নাস্তি (সন্ অসন্ চ) ইতি, নাস্তি নাস্তি ইতি বা (অপি) পুনঃ চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ (চলত্বেন, স্থিরত্বেন, উভয়াত্মকত্বেন, অভাবরূপেণ চ) [আত্মানং] আবৃণোতি (আচ্ছাদয়তি)।

কিরূপে আত্মাকে আবৃত করে, তাহা কথিত হইতেছে—আত্মা আছে, নাই, আছে ও বটে, নাইও বটে, এবং নিশ্চয়ই নাই, ইত্যাদি ভাবে চল, স্থির, উভয়াত্মক ও অভাবরূপে মূঢ় লোকেরা আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে ॥১৯৮॥৮৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অস্তি নাস্তীত্যাদিসূক্ষ্মবিষয়া অপি পণ্ডিতানাং গ্রহা ভগবতঃ পরমাত্মন আবরণা এব ; কিমুত মূঢ়জনানাং বুদ্ধিলক্ষণা ইত্যেবমর্থং প্রদর্শয়ন্নাহ—অস্তীতি। অস্ত্যাত্মেতি কশ্চিৎ বাদী প্রতিপদ্যতে। নাস্তীতি অপরো বৈনাশিকঃ। অস্তি নাস্তীতি অপরঃ অর্দ্ধবৈনাশিকঃ সদসদ্বাদী দিগ্‌বাসাঃ। নাস্তি নাস্তীতি অত্যন্তশূন্যবাদী।

তত্র অস্তিভাবঃ চলঃ, ঘটাদ্যনিত্যবিলক্ষণত্বাৎ। নাস্তিভাবঃ স্থিরঃ, সদাবিশেষত্বাৎ। উভয়ং চলস্থিরবিষয়ত্বাৎ সদসদ্ভাবঃ। অভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ। প্রকারচতুষ্টয়স্যাপি তৈঃ এতৈঃ চলস্থিরোভয়াভাবৈঃ সদসদাদিবাদী সর্ব্বোঽপি

ভগবন্তম্ আবৃণোত্যেব বালিশঃ অবিবেকী। যদ্যপি পণ্ডিতো বালিশ এব পরমার্থতত্ত্বানববোধাৎ; কিমু স্বভাবমূঢ়ো জন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৯৮॥৮৩

ভাষ্যানুবাদ।

পণ্ডিতগণের 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি প্রকার অতি সূক্ষ্মবিষয়ক আগ্রহ বা অভিনিবেশসমূহও যখন ভগবান্ পরমাত্মার আবরক হইয়া থাকে, তখন মূঢ় লোকদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যে আবরণ করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ইহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"অস্তি" ইত্যাদি। কোন এক বাদী স্বীকার করেন যে, 'আত্মা আছে,' অপর বাদী বৈনাশিক (বৌদ্ধ) বলেন যে, ['আত্মা] নাই (অসৎ)'। অর্দ্ধ বৈনাশিক (বিনাশবাদী) অপর কেহ বলেন যে, 'আছেও বটে, নাইও বটে'। এটি সদসদ্বাদী দিগম্বর বৌদ্ধগণের মত। অত্যন্ত শূন্যবাদী বলেন—'নাই—নাই' অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ।

তন্মধ্যে অস্তি-ভাবটি চল; কেননা, উহা অনিত্য ঘটাদি পদার্থ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নপ্রকার; সুতরাং পরিণামী বা সবিশেষ। সর্ব্বদাই অবিশেষ বা একরূপ বলিয়া নাস্তি ভাবটি স্থির। সদসদ্ভাবটি চল ও স্থির, উভয়প্রকার বিষয়াবগাহী হওয়ায় উভয়াত্মক। অভাব অর্থ অত্যন্তাভাব। সদসৎ প্রভৃতি মতবাদিগণ সকলেই বালিশ অর্থাৎ বিবেকহীন, তাহারা এই চারি প্রকার—চল, স্থির ও উভয়াত্মক-ভাব দ্বারা ভগবান্‌কে (আত্মাকে) নিশ্চয়ই আবৃত করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণও যখন পরমার্থ সত্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মূর্খশ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে, তখন স্বভাব-মূঢ় লোকের আর কথা কি? * ॥১৯৮॥৮৩

---

* তাৎপর্য্য—এই শ্লোকে (১) 'অস্তি', (২) 'নাস্তি', (৩) 'অস্তি নাস্তি' এবং (৪) 'নাস্তি নাস্তি' কথায় যথাক্রমে (১) বৈশেষিক, (২) ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, (৩) দিগম্বর মাধ্যমিক বৌদ্ধ, এবং (৪) শূন্যবাদী বৌদ্ধের অভিমত চারিপ্রকার মত উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, বৈশেষিক বলেন—দেহ ও প্রাণাদি হইতে পৃথক্ একটি আত্মা আছে, সেই আত্মাই সুখদুঃখাদির অনুভবিতা ও প্রমাতা। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন—হাঁ, আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত বটে, কিন্তু বুদ্ধি হইতে পৃথক্ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; পরন্তু, প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-প্রধ্বংসশীল বুদ্ধি-বিজ্ঞানই সেই আত্মা। দিগম্বর বৌদ্ধ বলেন, আত্মা আছেও বটে, নাইও বটে । কারণ, আত্মা

কোট্যশ্চতস্র এতাস্তু গ্রহৈর্যাসাং সদাবৃতঃ।
ভগবানাভিরস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্ব্বদৃক্ ॥১৯॥৮৪

এতাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) চতস্রঃ (চতুর্ব্বিধাঃ) কোট্যঃ (পক্ষাঃ) [সন্তি], যাসাং (কোটীনাং) গ্রহৈঃ (আগ্রহৈঃ—অস্তিত্বাদিরূপৈঃ) সদা (সর্ব্বদা) আবৃতঃ (আচ্ছাদিতঃ) [অপি] ভগবান্ (প্রকাশাদিমান আত্মা) যেন (মনস্বিনা) আভিঃ (অস্ত্যাদিকোটিভিঃ) অস্পৃষ্টঃ (অস্ত্যাদিবিকল্প-বর্জ্জিতঃ, দৃষ্টঃ (অনুভূতঃ), সঃ সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বদর্শী ইত্যর্থঃ)।

এই চারিপ্রকার কোটি বা পক্ষ আছে, যাহাদের উপর আগ্রহ বা অভিনিবেশ দ্বারা আত্মা সর্ব্বদা আবৃত হইয়া থাকে। যে মনস্বী পুরুষ এই প্রকাশ-ময় আত্মাকে উক্ত 'অস্তি নাস্তি' প্রভৃতি বিতর্ক কল্পনায় অসংস্পৃষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী ॥১৯॥৮৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কীদৃক্ পুনঃ পরমার্থতত্ত্বং, যদববোধাৎ অবালিশঃ পণ্ডিতো ভবতীত্যাহ— কোট্যঃ প্রাবাদুকশাস্ত্রনির্ণয়ান্তা এতা উক্তা অস্তিনাস্তীত্যাদ্যাঃ চতস্রঃ, যাসাং কোটীনাং গ্রহৈঃ গ্রহণৈঃ উপলব্ধিনিশ্চয়ৈঃ সদা সর্ব্বদা আবৃত আচ্ছাদিতঃ তেষামেব প্রাবাদুকানাং যঃ, স ভগবান্ আভিঃ অস্তিনাস্তীত্যাদিকোটিভিঃ চতসৃভিরপি অস্পৃষ্টঃ অস্ত্যাদিবিকল্পনাবর্জ্জিত ইত্যেতৎ। যেন মুনিনা দৃষ্টো জ্ঞাতো বেদান্তেষু ঔপনিষদঃ পুরুষঃ, স সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ, পরমার্থপণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥১৯॥৮৪

দেহাতিরিক্ত হইলেও দেহপরিমিত, যাহার দেহ যে পরিমাণ, তাহার আত্মাও সেই পরিমাণ; সুতরাং দেহের যতক্ষণ স্থিতি, আত্মারও ততক্ষণই স্থিতি, এবং দেহের নাশেই আত্মারও নাশ বা অভাব হইয়া থাকে। শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলেন—না—আত্মা বলিয়া কোন একটি স্থায়ী সত্য পদার্থ নাই; শূন্যই বস্তুর শেষ পরিণাম, সুতরাং শূন্যই পরমার্থ সত্য; অতএব আত্মাও শূন্যস্বভাব; শূন্যবাদীর স্বমতে দৃঢ়তাসূচনার জন্য 'নাস্তি' কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে।

উক্ত চারিটি মতের মধ্যে অস্তিত্ববাদী বৈশেষিকের মতে, আত্মাতে যখন জ্ঞানসুখাদি ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হয়, তখন তাহার মতে আত্মা চলস্বভাব অর্থাৎ একরূপ নহে, পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞানবাদীর মতে আত্মা যখন ক্ষণিক, তখন তাহাতে আর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না; সুতরাং এমতে আত্মা স্থির—একস্বভাব। দিগম্বরর মতে আত্মার যখন অস্তিত্ব নাস্তিত্ব দুইই আছে, তখন আত্মাকে উভয়রূপ বলিতে হয়। শূন্যবাদীর মতে শূন্যই (অভাবই) যখন সারতত্ত্ব, তখন আত্মাকেও অভাবাত্মকই বলিতে হইবে। ফলকথা, উল্লিখিত মতচতুষ্টয়েই বাদিগণ যে, নিজ নিজ সিদ্ধান্তানুসারে আত্মার প্রকৃতস্বরূপ—শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাবটি আবৃত করিয়া রাখেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভাষ্যানুবাদ।

তাহা হইলে পরমার্থ কিপ্রকার? যাহার জ্ঞানে লোক মূর্খত্ব পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত হইয়া থাকে। তাহা কথিত হইতেছে—প্রাবাদুক অর্থাৎ অনর্থ বক্তা, তাহাদিগের শাস্ত্রোক্ত 'অস্তি, নাস্তি' ইত্যাদি ভাবের, এই চারি প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। সেই বাবদূকগণেরই উক্ত চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে আগ্রহ বা গ্রহণ দ্বারা যে আত্মা সর্ব্বদা আবৃত বা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। উপনিষদ্‌বেদ্য সেই ভগবান্ আত্মাকে যে মুনি অর্থাৎ চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ প্রকারেই অসংস্পৃষ্ট দেখিতে পান; বস্তুতঃ তিনিই সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী বা সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত ॥১৯৯॥৮৪

প্রাপ্য সর্ব্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্।
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিমতঃ পরমীহতে ॥২০০॥৮৫

[সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ] কৃৎস্নাং (সম্পূর্ণাং) সর্ব্বজ্ঞতাং (সর্ব্ববিষয়সাক্ষাৎকারশক্তিং) অনাপন্নাদিমধ্যান্তং (উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশরহিতং) অদ্বয়ং (অদ্বিতীয়ং) ব্রাহ্মণ্যং (ব্রহ্মণঃ ইদং ব্রাহ্মণ্যং) পদং (স্থানং) প্রাপ্য (লব্ধ্বা) স্থিতঃ; অতঃ (অস্মাৎ লাভাৎ) পরং (উৎকৃষ্টং অধিকং বা) কিং (বস্তু) ঈহতে (চেষ্টতে) ? [স তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যাশয়ঃ]।

সেই মনস্বী পুরুষ এই প্রকারে সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বজ্ঞতা, এবং উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-রহিত অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণোচিত) পদ—অর্থ—অধিকার লাভ করিলে পর তাহার প্রার্থনীয় আর কি থাকে ? ॥ ২০০॥৮৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রাপ্যৈতাং যথোক্তাং কৃৎস্নাং সমস্তাং সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রাহ্মণ্যং পদং "স ব্রাহ্মণঃ।" "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ইতি শ্রুতেঃ।" অনাপন্নাদিমধ্যান্তম্ আদিমধ্যান্তা উৎপত্তিস্থিতি-লয়া অনাপন্না অপ্রাপ্তা যস্য অদ্বয়স্য পদস্য ন বিদ্যন্তে,তৎ অনাপন্নাদি-মধ্যান্তং ব্রাহ্মণ্যং পদম্। তদেব প্রাপ্য লব্ধ্বা কিমতঃ পরমস্মাৎ আত্মলাভাৎ ঊর্দ্ধম্ ঈহতে চেষ্টতে, নিষ্প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। "নৈব তস্য কৃতেনার্থঃ" ইত্যাদি-গীতাস্মৃতেঃ ॥১৯৯॥৮৫

ভাষ্যানুবাদ।

অনাপন্নাদিমধ্যান্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, অর্থাৎ যে অদ্বয় পদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়-রূপ আদি, মধ্য ও অন্ত বিদ্যমান নাই, সেই অনাপন্নাদিমধ্যান্ত, সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতারূপ অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য পদ (অধিকার) প্রাপ্ত হয়—লাভ করে; ইহার পর অর্থাৎ এই আত্মলাভের অনন্তর সে আর কোন্ বিষয়ে কামনা করিবে বা চেষ্টা করিবে? 'কোন কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না' ইত্যাদি স্মৃতি হইতে [জানা যায় যে, কোন বিষয়েই তাহার] প্রয়োজন নাই। 'তিনিই ব্রাহ্মণ,' এবং এই সর্ব্বজ্ঞতাই 'ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বজ্ঞতাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য পদ ॥ ২০০॥৮৫

বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেষ শমঃ প্রাকৃত উচ্যতে।
দমঃ প্রকৃতিদান্তত্বাদেবং বিদ্বান্ শমং ব্রজেৎ ॥২০১॥৮৬

বিপ্রাণাং (ব্রাহ্মণানাং) এষঃ (উক্তবিধঃ) বিনয়ঃ (বিনীতভাবঃ) হি (নিশ্চয়ে) প্রকৃতঃ (স্বাভাবিকঃ) শমঃ (উপশমঃ নিবৃত্তিঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) [বিবেকিভিঃ]। [তথা] প্রকৃতি-দান্তত্বাৎ (প্রকৃত্যা স্বভাবেন সংযতত্বাৎ) [এষ এব] দমঃ (ইন্দ্রিয়োপরমঃ) [উচ্যতে]। এবং (যথোক্তং শমং ব্রহ্ম) বিদ্বান্ (জানন্) শমং (উপশমং) ব্রজেৎ (গচ্ছেৎ)।

এই বিনয়ই ব্রাহ্মণগণের স্বভাবসিদ্ধ 'শম' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এবং স্বভাবতঃই দান্ত বা সংযমশীল বলিয়া ইহাই তাহাদের দম (ইন্দ্রিয়-সংযম) বলিয়াও কথিত হয়। লোকে উক্তপ্রকার ব্রহ্মকে জানিয়া শম লাভ করিতে পারে ॥ ২০১ ॥ ৮৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং বিনয়ো বিনীতত্বং স্বাভাবিকং যৎ এতদাত্মস্বরূপেণ অবস্থানম্। এষ বিনয়ঃ শমোঽপ্যেষ এব, প্রাকৃতঃ স্বাভাবিকঃ অকৃতক উচ্যতে। দমোঽপ্যেষ এব, প্রকৃতিদান্তত্বাৎ স্বভাবত এব চ উপশান্তরূপত্বাৎ

ব্রহ্মণঃ। এবং যথোক্তং স্বভাবোপশান্তং ব্রহ্ম বিদ্বান্ শমং উপশান্তিং স্বাভাবিকীং ব্রহ্মস্বরূপাং ব্রজেৎ, ব্রহ্মস্বরূপেণ অবতিষ্ঠেত ইত্যর্থঃ ॥ ২০১॥৮৬

ভাষ্যানুবাদ।

বিপ্রগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের যে স্বভাবসিদ্ধ বিনয় বা বিনীত ভাব অর্থাৎ উক্তপ্রকার আত্মস্বরূপে অবস্থান, ইহাই বিনয়, এবং ইহাই প্রাকৃত—স্বভাবিক অর্থাৎ অকৃত্রিম 'শম' (শান্তভাব বা চিত্তের উপশান্তি) বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্ম স্বভাবতঃই উপশান্ত-রূপী (নির্ব্বিকার), সেই প্রকৃতি-দান্তত্ব বশতঃ ইহাই 'দম' (ইন্দ্রিয়-সংযম)। এইরূপে স্বভাবশান্ত ব্রহ্মকে অবগত হইলে সেই বিদ্বান্ পুরুষ শমগুণ—অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মরূপা উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন ॥২০১॥৮৬

সবস্তু সোপলম্ভঞ্চ দ্বয়ং লৌকিকমিষ্যতে।
অবস্তু সোপলম্ভঞ্চ শুদ্ধং লৌকিকমিষ্যতে ॥২০১॥৮৭

[ইদানীং স্বমতমাহ সবস্তু ইত্যাদি] – সবস্তু (ব্যবহারিকেণ বস্তুনা সহ বর্ত্তমানং), সোপলম্ভং (উপলম্ভেন— বিষয়ানুভবেন সহ বর্ত্তমানং) দ্বয়ং (দ্বৈতং) লৌকিকং (লোকব্যবহারানুগতং অর্থাৎ জাগরিতং) ইষ্যতে। অবস্তু (অবিদ্যাত্মক-বস্তু সম্বন্ধ-রহিতং) সোপলম্ভং (সানুভবং) চ শুদ্ধং (জাগ্রৎসম্বন্ধরাহিত্যাৎ কেবলং) লৌকিকম্ (স্বপ্নস্থানীয়ম্) ইষ্যতে।

দৃশ্যমান বস্তু ও উপলব্ধির সহিত বর্ত্তমান দ্বৈতকে লৌকিক (জাগরিতা-বস্থা) বলা হয়, আর বস্তুবিরহিত অনুভব-সংস্কৃত দ্বৈতকে শুদ্ধ লৌকিক বলা হয় ॥ ২০২ ॥ ৮৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবম্ অন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাৎ সংসারকারণ-রাগদ্বেষদোষাস্পদানি প্রাবাদুকানাং দর্শনানি। অতো মিথ্যাদর্শনানি তানীতি তদ্যুক্তিভিঃ এব দর্শয়িত্বা চতুষ্কোটিবর্জ্জিতত্বাৎ রাগাদিদোষানাস্পদং স্বভাবশান্তম্ অদ্বৈতদর্শনমেব সম্যগ্-দর্শনম্ ইত্যুপসংহৃতম্। অথেদানীং স্বপ্রক্রিয়াপ্রদর্শনার্থ আরম্ভঃ—

সবস্তু সংবৃতিসত্তা বস্তুনা সহ বর্ত্তত ইতি সবস্তু, তথা চ উপলব্ধিঃ উপলম্ভঃ, তেন সহ বর্ত্তত ইতি সোপলম্ভঞ্চ শাস্ত্রাদিসর্ব্বব্যবহারাস্পদং গ্রাহ্য-গ্রহণলক্ষণং দ্বয়ং লোকাদনপেতং লৌকিকং জাগরিতম্ ইত্যেতৎ। এবংলক্ষণং জাগরিতম্ ইষ্যতে বেদান্তেষু। অবস্তু সংবৃতেরপ্যভাবাৎ। সোপলম্ভং বস্তুবৎ উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ অসত্যপি বস্তুনি, তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সোপলম্ভঞ্চ। শুদ্ধং কেবলং প্রবিভক্তং জাগরিতাৎ স্থূলাৎ লৌকিকং সর্ব্বপ্রাণিসাধারণত্বাৎ ইষ্যতে স্বপ্ন ইত্যর্থঃ ॥২০২॥৮৭

ভাষ্যানুবাদ।

বাচালদিগের দর্শনশাস্ত্র সমূহ যখন এই প্রকার পরস্পর-বিরোধ-গ্রস্ত, তখন নিশ্চয়ই সেই সমস্ত সাংসারিক রাগদ্বেষাদি-দোষাক্রান্ত; ইহা তাহাদের যুক্তিসমূহ দ্বারাই প্রদর্শন করিয়া—তাহার পর, পূর্ব্বোক্ত কোটি-চতুষ্টয়-বিনির্ম্মুক্ত; সুতরাং রাগদ্বেষাদি-দোষ-বিবর্জ্জিত—স্বভাবশান্ত (অনুদ্বেগকর) এই অদ্বৈত দর্শনই যে একমাত্র সম্যক্ দর্শন বা যথার্থ জ্ঞানোপদেশক শাস্ত্র, এ কথারও উপসংহার করা হইতেছে। এখন আপনার সিদ্ধান্ত-প্রণালী প্রদর্শনার্থ পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

'সবস্তু' অর্থ—সংবৃতিসৎ বা ব্যবহারিক সত্যবস্তুর সহিত বর্ত্তমান। সেইরূপ 'সোপলম্ভ,' উপলম্ভ অর্থ—উপলব্ধি বা জ্ঞান, তাহার সহিত বর্ত্তমান, অর্থাৎ শাস্ত্রাদি সর্ব্ব ব্যবহারের বিষয়ীভূত গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাবাপন্ন দ্বৈতই লৌকিক বা 'জাগরিত' পদবাচ্য; বেদান্তে ঈদৃশ জাগরিতাবস্থা স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই সংবৃতি বা ব্যবহারিক বস্তুসত্তাও অবস্তু (জাগরিতের ন্যায় বস্তুসম্বন্ধবিশিষ্ট নহে), অথচ কোন বস্তু না থাকিলেও যে, বস্তুর ন্যায় উপলব্ধির বিষয় হওয়া অর্থাৎ বস্তু বলিয়া প্রতীত হওয়া, সেই উপলম্ভের সহিত বর্ত্তমান; শুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ স্থূল জাগরিতাবস্থা অপেক্ষা বিশুদ্ধ কেবলই বিবিক্তস্বভাব লৌকিক 'স্বপ্ন' বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে॥ ২০২॥৮৭

অবস্ত্বনুপলম্ভঞ্চ লোকোত্তরমিতি স্মৃতম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সদা বুদ্ধৈঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২০৩॥৮৮

[ইদানীং সুষুপ্তিমাহ]—অবস্তু (বস্তুসম্বন্ধশূন্যং) অনুপলম্ভং (প্রতীতিরহিতং) চ [যৎ, তৎ] লোকোত্তরং (লৌকিক-ব্যবহারাতীতং সুষুপ্তম্) ইতি স্মৃতম্ (চিন্তিতং) [জ্ঞানিভিঃ]। [যতঃ] বুদ্ধৈঃ (জ্ঞানিভিঃ) সদা, জ্ঞানং (অনুভবঃ) জ্ঞেয়ং (উক্তমবস্থাত্রয়ং), বিজ্ঞেয়ং (বিশেষেণ জ্ঞেয়ং পরমার্থতত্ত্বং চ) প্রকীর্ত্তিতম্ (কথিতম্)।

বস্তুশূন্য এবং উপলব্ধি বা বস্তুবিষয়ক জ্ঞানবর্জ্জিত যে অবস্থা, জ্ঞানিগণ তাহাকে লোকোত্তর অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারাতীত সুষুপ্তি অবস্থা বলিয়া চিন্তা করিয়াছেন। বুদ্ধ বা জ্ঞানিগণ সাধারণতঃ জ্ঞান (বিষয়ানুভূতি), জ্ঞেয় (বিষয়—জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়), এবং বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য পরমার্থতত্ত্ব আত্মবস্তু, এই তিন প্রকার ভাব বর্ণনা করিয়াছেন ॥২০৩॥৮৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অবস্তু অনুপলম্ভঞ্চ গ্রাহ্যগ্রহণবর্জ্জিতম্ ইত্যেতৎ; লোকোত্তরম্, অতএব লোকাতীতম্। গ্রাহ্যগ্রহণবিষয়ো হি লোকঃ, তদভাবাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সুষুপ্তম্ ইত্যেতৎ। এবং স্মৃতং সোপায়ম্ পরমার্থতত্ত্বং লৌকিকং, শুদ্ধলৌকিকং, লোকোত্তরং চ ক্রমেণ যেন জ্ঞানেন জ্ঞায়তে, তজ্জ্ঞানং, জ্ঞেয়ম্ এতান্যেব ত্রীণি; এতদ্ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়ানুপপত্তেঃ। সর্ব্বপ্রাবাদুককল্পিতবস্তুনঃ অত্রৈব অন্তর্ভাবাৎ; বিজ্ঞেয়ং যৎ পরমার্থসত্যং তুর্য্যাখ্যম্ অদ্বয়ম্ অজম্ আত্মতত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। সদা সর্ব্বদৈতৎ লৌকিকাদি বিজ্ঞেয়ান্তং বুদ্ধৈঃ পরমার্থদর্শিভিঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২০৩॥৮৮

ভাষ্যানুবাদ।

অবস্তু ও অনুপলম্ভ অর্থ—গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব সম্বন্ধ-রহিত; এই জন্যই লোকোত্তর অর্থাৎ লোক-ব্যবহারাতীত; কেননা, 'লোক' অর্থই গ্রাহ্য-গ্রহণ-ভাবের বিষয়, তাহা না থাকায় উহা জীবের সর্ব্ববিধ চেষ্টার বীজস্বরূপ সুষুপ্তাবস্থা। পরমার্থতত্ত্ব ও তাহার জ্ঞানোপায় এইরূপে লৌকিক (জাগরিতাবস্থা), শুদ্ধ লৌকিক (স্বপ্নাবস্থা),

এবং লোকোত্তর (সুষুপ্তি অবস্থাও) যে জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞাত হয়, তাহাই জ্ঞান, পূর্ব্বোক্ত এই অবস্থাত্রয়ই জ্ঞেয়; কারণ, এতদতিরিক্ত আর কিছুই জ্ঞেয় হইতে পারে না। কেননা, সমস্ত বাক্‌পটুবাদিগণের পরিকল্পিত বস্তুরাশি উক্ত অবস্থাত্রয়েরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। তুরীয়সংজ্ঞক যে অজ অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব, তাহাই বিজ্ঞেয়। বুদ্ধগণ অর্থাৎ পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্ব্বদাই সেই লৌকিক (প্রসিদ্ধ) জাগরিত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞেয় পরমার্থতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন॥২০৩॥৮৮

জ্ঞানে চ ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে ক্রমেণ বিদিতে স্বয়ম্।
সর্ব্বজ্ঞতা হি সর্ব্বত্র ভবতীহ মহাধিয়ঃ॥ ২০৪॥৮৯

জ্ঞানে (লৌককাদি-বিষয়ানুভবে), ত্রিবিধে (লৌকিকাদৌ ত্রিপ্রকারে) জ্ঞেয়ে (বিষয়ে) চ ক্রমেণ (অধিকারক্রমেণ) বিদিতে (সম্যক্ অনুভূতে সতি) মহাধিয়ঃ (মহামতেঃ তস্য বেদিতুঃ) সর্ব্বত্র (বিষয়ে) স্বয়ম্ এব সর্ব্বজ্ঞতা (সর্ব্বাত্মকতা, জ্ঞানিতা চ) ভবতি (স্ফুরতি ইতি ভাবঃ)।

উক্ত জ্ঞান ও ত্রিবিধ বিজ্ঞেয় বিষয় ক্রমশ পরিজ্ঞাত হইলে, সেই মহামতি পুরুষের আপনা হইতেই সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ২০৪ ॥ ৮৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জ্ঞানে চ লৌকিকাদিবিষয়ে জ্ঞেয়ে চ লৌকিকাদৌ ত্রিবিধে, পূর্ব্বং লৌকিকং স্থূলম্, তদভাবেন পশ্চাৎ শুদ্ধং লৌকিকম্, তদভাবেন লোকোত্তরমিত্যেবং ক্রমেণ স্থানত্রয়াভাবেন পরমার্থসত্যে তুর্য্যে অদ্বয়ে অজে অভয়ে বিদিতে স্বয়মেব আত্মস্বরূপমেব সর্ব্বজ্ঞতা—সর্ব্বশ্চাসৌ জ্ঞশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ, তদ্ভাবঃ সর্ব্বজ্ঞতা ইহ অস্মিন্ লোকে ভবতি মহাধিয়ো মহাবুদ্ধেঃ। সর্ব্বলোকাতিশয়-বস্তুবিষয়বুদ্ধিত্বাৎ এবংবিদঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভবতি। সকৃদ্‌বিদিতে স্বরূপে ব্যভিচারাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। নহি পরমার্থবিদো জ্ঞানোদ্ভবাভিভবৌ স্তঃ, যথা অন্যেষাং প্রবাদুকানাম্॥২০৪॥৮৯

ভাষ্যানুবাদ।

লৌকিক-বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান এবং পূর্ব্বোক্ত লৌকিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞেয় বিষয় বিদিত হইলে—প্রথমে লৌকিক স্থূল বিষয়, পরে অস্থূল শুদ্ধ লৌকিক বিষয়, তদনন্তর লোকোত্তর বা লোকাতীত বিষয়, এই-রূপে ক্রমে ক্রমে উক্ত অবস্থাত্রয়-রহিত পরমার্থ-সত্য তুরীয় অজ ও অভয় অদ্বৈততত্ত্ব বিদিত হইলে মহাধী অর্থাৎ মহামতি ব্যক্তির ইহ লোকেই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্বয়ং—আত্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া থাকে। [সেই বিদ্বানের লোকাতিশয় বা অলৌকিক আত্ম-বস্তুবিষয়ে জ্ঞান উৎ-পন্ন হয়, এইজন্য তাঁহাকে 'মহাধী' বলা হইয়াছে], সর্ব্বজ্ঞতা অর্থ—সর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক এবং জ্ঞ অর্থ জ্ঞানী—সর্ব্বজ্ঞ, তাহার ভাব বা ধর্ম্মের নাম সর্ব্বজ্ঞতা। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে তাহার সর্ব্বজ্ঞতা থাকে। কেননা, অন্যান্য বাবদূকের ন্যায় পরমার্থতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির জ্ঞানের কখনই উদ্ভব ও অভিভব বা বিলয় হয় না ॥ ২০৪॥৮৯

হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়ান্যগ্রযাণতঃ।
তেষামন্যত্র বিজ্ঞেয়াদুপলম্ভস্ত্রিষু স্মৃতঃ ॥২০৫॥৯০

[মুমুক্ষুণা কর্ত্তা] অগ্রযাণতঃ (প্রথমতঃ) হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি (হেয়ানি জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্তানি ত্যক্তব্যানি, জ্ঞেয়ং পরমার্থসত্যং ব্রহ্ম, আপ্যানি লব্ধ-ব্যানি—পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনানি, পাক্যাঃ কষায়াখ্যা রাগদ্বেষাদয়ঃ দোষাঃ, পরিপাকং উপশমং নেয়াঃ), [এতানি] বিজ্ঞেয়ানি (বিশেষতঃ জ্ঞাতব্যানি ইত্যর্থঃ)। বিজ্ঞেয়াৎ (পরমার্থসত্যাৎ আত্মতত্ত্বাৎ) অন্যত্র ত্রিষু (হেয়াপ্য-পাক্যেষু) তেষাং (হেয়াদীনাং) উপলম্ভঃ (উপলব্ধিঃ অবিদ্যাকল্পনামাত্রমিত্যর্থঃ)।

মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রথমেই পরিত্যাজ্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়, জ্ঞেয়স্বরূপ সত্য-ব্রহ্ম, প্রাপ্য বা প্রাপ্তিযোগ্য পাণ্ডিত্যাদি সাধনত্রয় এবং প্রশমনীয় রাগদ্বেষাদি দোষ-নিচয়, বিশেষরূপে জানিতে হইবে। উক্ত হেয়াদির মধ্যে বিজ্ঞেয় পরমাত্মা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র—হেয়, প্রাপ্য ও পাক্য এই তিনটি বিষয়েই কেবল উপলব্ধি ব্যতীত পৃথক্ সত্তা নাই ॥ ২০৫॥ ৯০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

লৌকিকাদীনাং ক্রমেণ জ্ঞেয়ত্বেন নির্দ্দেশাৎ অস্তিত্বাশঙ্কা পরমার্থতো মাভূৎ, ইত্যাহ—হেয়ানি চ লৌকিকাদীনি ত্রীণি জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্তানি আত্মনি অসত্ত্বেন রজ্জ্বাং সর্পবৎ হাতব্যানীত্যর্থঃ। জ্ঞেয়মিহ চতুষ্কোটিবর্জ্জিতং পরমার্থতত্ত্বম্। আপ্যানি—আপ্তব্যানি ত্যক্তবাহৈষণাত্রয়েণ ভিক্ষুণা পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনাখ্যানি সাধনানি। পাক্যানি—রাগদ্বেষমোহাদয়ো দোষাঃ কষায়াখ্যানি পক্তব্যানি। সর্ব্বাণ্যেতানি হেয়-জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়ানি ভিক্ষুণা উপায়ত্বেন ইত্যর্থঃ। অগ্রযাণতঃ প্রথমতঃ। তেষাং হেয়াদীনাম্ অন্যত্র বিজ্ঞেয়াৎ পরমার্থসত্যং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মৈকং বর্জ্জয়িত্বা। উপলম্ভনম্ উপলম্ভঃ অবিদ্যাকল্পনামাত্রম্। হেয়াপ্যপাক্যেষু ত্রিষ্বপি স্মৃতো ব্রহ্মবিদ্ভি র্ন পরমার্থসত্যতা ত্রয়াণামিত্যর্থঃ ॥২০৫॥৯০

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত লৌকিকাদি পদবাচ্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের পর পর জ্ঞেয়ত্ব নির্দ্দেশ করায় উহাদেরও পারমার্থিক অস্তিত্বের আশঙ্কা হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—লৌকিকাদি অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয় আত্মাতে অবিদ্যমান (কল্পিত) বলিয়া রজ্জু-কল্পিত সর্পের ন্যায় হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য, [অস্তি নাস্তি প্রভৃতি প্রকার-] চতুষ্টয়-রহিত পরমার্থতত্ত্বই এখানে 'জ্ঞেয়'-পদগ্রাহ্য। আপ্য অর্থ প্রাপ্তিযোগ্য, অর্থাৎ [পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও স্বর্গাদি লোককামনা] বাহ্য বস্তু বিষয়ক এই কামনাত্রয় পরিত্যাগী মুমুক্ষুর পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌননামক সাধনসমূহ [আশ্রয়ণীয়]। ভিক্ষুর পক্ষে উক্ত হেয়, জ্ঞেয়, আপ্য ও পাক্য, এই তিনই উপায়রূপে অবশ্য জ্ঞাতব্য। বিজ্ঞেয় পর-মাত্মার অন্যত্র অর্থাৎ পরমার্থসত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া অন্য সর্ব্বত্রই সেই হেয় প্রভৃতির যে উপলম্ভ বা প্রতীতি, তাহা কেবল অবিদ্যাজনিত কল্পনামাত্র; ব্রহ্মবিদ্গণ হেয় আপ্য ও পাক্য, * এই

* তাৎপর্য্য—সংসারী জীবমাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্রে রাগদ্বেষাদি কতকগুলি দোষ থাকে। সেই-গুলির অপর নাম 'কষায়'। উক্ত রাগ দ্বেষাদির বিষয় অসংখ্য; সুতরাং রাগ দ্বেষাদিও অসংখ্য; তন্মধ্যে কোন বিষয়ে রাগ পরিপক্ব অর্থাৎ রাগানুযায়ী ফল আরব্ধ হইয়াছে। কতকগুলি বা

তিন বিষয়েই [ঐরূপ উপলব্ধি স্থির করিয়া থাকেন]। অভিপ্রায় এই যে, [হেয়, আপ্য ও পাক্য] এই তিনেরই পারমার্থিক সত্যতা নাই ॥২০৫॥৯০

প্রকৃত্যাকাশবজ্জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা অনাদয়ঃ।
বিদ্যতে ন হি নানাত্বং তেষাং কচন কিঞ্চন ॥২০৬॥৯১

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যাকাশবৎ (প্রকৃত্যা স্বভাবেন আকাশতুল্যাঃ নির্লেপত্বাৎ), অনাদয়ঃ (নিত্যাশ্চ) জ্ঞেয়াঃ। তেষাং (ধর্ম্মাণাং) কচন (কুত্রাপি) কিঞ্চন [কিঞ্চিৎ অপি] নানাত্বং (ভেদঃ) ন হি (নৈব) বিদ্যতে (অস্তি ইত্যর্থঃ)।

ধর্ম্ম পদবাচ্য সমস্ত আত্মাই স্বভাবত আকাশ সদৃশ এবং অনাদি। সেই সমস্ত ধর্ম্মের কুত্রাপি কিছুমাত্রও নানাত্ব বা ভেদ বর্ত্তমান নাই ॥২০৫॥৯১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরমার্থতস্তু প্রকৃত্যা স্বভাবতঃ আকাশবৎ আকাশতুল্যাঃ সূক্ষ্মনিরঞ্জনসর্ব্বগতত্বৈঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মানো জ্ঞেয়া মুমুক্ষুভিঃ অনাদয়ো নিত্যাঃ। বহুবচনকৃতভেদাশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ—কচন ক্বচিদপি কিঞ্চন কিঞ্চিৎ অণুমাত্রমপি তেষাং ন বিদ্যতে নানাত্বমিতি ॥২০৬॥৯১

ভাষ্যানুবাদ।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু যাহারা মুমুক্ষু, তাহারা ধর্ম্মপদবাচ্য সমস্ত আত্মাকেই আকাশবৎ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম, নিরঞ্জন ও সর্ব্বব্যাপিত্বরূপে আকাশেরই সদৃশ এবং অনাদিস্বরূপ বলিয়া জানিবে। "ধর্ম্মাঃ" এই বহুবচন থাকায় কাহারও মনে আত্মার বহুত্ব-শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন—ক্বচন অর্থাৎ

কিয়ৎপরিমাণে ফলোন্মুখ হইয়াছে; অপর কতকগুলি বা সময় ও সহকারীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তন্মধ্যে মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, যে গুলি পক্ব হইয়াছে, সেগুলি ত ভোগ দ্বারাই সমাপ্ত করিতে হইবে, কিন্তু যেগুলি ফলোন্মুখ মাত্র হইয়া এখনও পরিপক্ব বা ভোগার্হ হয় নাই, সেই গুলি বাছিয়া পৃথক্ করিতে হইবে এবং বিনাভোগেই তাহার ফল-জননশক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে। সেইগুলিকেই 'পাক্য' বলা হইয়াছে।

কোথাও (কোন অংশেও) কিংচন অর্থ—কিছুও অর্থাৎ অণুমাত্রও তাহাদের নানাত্ব (ভেদ) নাই ॥২০৬॥৯১

আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সুনিশ্চিতাঃ।
যস্যৈবং ভবতি ক্ষান্তিঃ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥২০৭॥৯২

সর্ব্বে [এব] ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) এব (নিশ্চয়ে) আদি-বুদ্ধাঃ (নিত্যবোধস্বরূপাঃ) সুনিশ্চিতাঃ (নিত্যনিশ্চয়স্বভাবাঃ চ)। যস্য (মুমুক্ষোঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) [আত্মনি বিষয়ে] ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা—বোধোৎপাদন-প্রযত্ন-নিবৃত্তিঃ) ভবতি, সঃ (ক্ষান্তিমান্ মুমুক্ষুঃ) অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি)।

স্বভাবতই সমস্ত আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ এবং চিরদিনই নিশ্চিতস্বভাব (একরূপ)। যে মুমুক্ষু পুরুষ এইরূপে আত্মাতে আর নূতন জ্ঞানোৎপাদনে যত্ন-পর না হন, তিনি মোক্ষলাভে সমর্থ হন ॥ ২০৭ ॥ ৯২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

জ্ঞেয়তাপি ধর্ম্মাণাং সংবৃত্যৈব, ন পরমার্থত ইত্যাহ—যস্মাদাদৌ বুদ্ধা আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব স্বভাবত এব, যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপঃ সবিতা, এবং নিত্যবোধস্বরূপা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব আত্মানঃ। ন চ তেষাং নিশ্চয়ঃ কর্ত্তব্যঃ অনিত্যানিশ্চিতস্বরূপা ইত্যর্থঃ। ন সন্দিহ্যমানস্বরূপা এবং নৈবং বা ইতি যস্য মুমুক্ষোঃ এবং যথোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বদা বোধনিশ্চয়নিরপেক্ষতা আত্মার্থং পরার্থং বা। যথা সবিতা নিত্যং প্রকাশান্তরনিরপেক্ষঃ স্বার্থং পরার্থং বা ইত্যেবম্ভবতি, ক্ষান্তির্ব্বোধকর্ত্তব্যতানিরপেক্ষতা সর্ব্বদা স্বাত্মনি, সোঽমৃতত্বায়, অমৃতভাবায় কল্পতে মোক্ষায় সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥২০৭॥৯২

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মার যে জ্ঞেয়তা, তাহাও ব্যবহারিক মাত্র, পারমার্থিক নহে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যেহেতু স্বভাবতই আদিবুদ্ধ—প্রথমাবধিই বুদ্ধ; সূর্য্যদেব যেমন স্বভাবতই নিত্য প্রকাশময়, সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মাও ঠিক তেমনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ। আর সেই

আত্মসমূহের ঐরূপ স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে, তাহা নহে; কারণ, তাহারা স্বরূপতই নিত্য নিশ্চিত, অর্থাৎ 'এরূপ, কি অন্যরূপ' ইত্যাকারে সন্দিহ্যমান নহে। সূর্য্য যেরূপ অপর কোন প্রকাশ-নিরপেক্ষ হইয়া নিত্যই প্রকাশমান, তদ্রূপ যে মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট স্বার্থই হউক বা পরার্থই হউক, আত্মার যথোক্তপ্রকার প্রকাশ সম্পাদনে ক্ষান্তি—অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদনে অপেক্ষার অভাব থাকে; তিনিই অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভে সমর্থ হন ॥ ২০৭॥৯২

আদিশান্তা হ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাভিন্না অজং সাম্যং বিশারদম্ ॥২০৮॥৯৩

[আত্মনঃ শান্তিরপি নিত্যসিদ্ধা এব, ইত্যাহ]—সর্ব্বে হি (এব) ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) এব আদিশান্তাঃ (নিত্যমেব শান্তাঃ), অনুৎপন্নাঃ (উৎপত্তিরহিতাঃ), সুনির্বৃতাঃ (সম্যক্ নির্বৃতাঃ বিমুক্তস্বভাবাঃ), সমাভিন্নাঃ (সমা অভিন্নাঃ ভেদরহিতাশ্চ); [অতঃ] অজং সাম্যং চ বিশারদং (নিঃসংশয়ং সিদ্ধমিত্যর্থঃ)।

স্বভাবতই সমস্ত আত্মা নিত্য-শান্ত, অনুৎপন্ন (নিত্যসিদ্ধ) নিত্যমুক্ত এবং সমান ও অভিন্নাত্মক; সুতরাং (পূর্ব্বোক্ত) অজ সাম্য উক্তি নিঃসন্দিগ্ধ হইতেছে ॥ ২০৮ ॥ ৯৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তথা নাপি শান্তিকর্ত্তব্যতা আত্মনীত্যাহ—যস্মাৎ আদিশান্তা নিত্যমেব শান্তা অনুৎপন্না অজাশ্চ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ সুষ্ঠু উপরতস্বভাবা নিত্যমুক্তস্বভাবা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমাশ্চ অভিন্নাশ্চ সমাভিন্নাঃ, অজং সাম্যং বিশারদং বিশুদ্ধ-মাত্মতত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাৎ শান্তিঃ মোক্ষো বা নাস্তি কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। ন হি নিত্যৈক-স্বভাবস্য কৃতং কিঞ্চিদর্থবৎ স্যাৎ ॥২০৮॥৯৩

ভাষ্যানুবাদ।

সেইরূপ আত্মার শান্তিও করা যাইতে পারে না; যেহেতু সমস্ত আত্মাই আদিশান্ত অর্থাৎ নিত্যই শান্তস্বভাব (নির্বিকার), অনুৎ-

ন্ন অর্থাৎ জন্মরহিত এবং স্বভাবতই সুনির্বৃত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিস্বভাব অর্থাৎ নিত্যমুক্তস্বভাব এবং সমান (পরস্পরের মধ্যে কছুমাত্র প্রভেদ নাই) ও অভিন্ন (মূলতঃ একই পদার্থ)। যেহেতু, আত্মতত্ত্ব অজ, সাম্য অর্থাৎ বৈষম্য-বর্জ্জিত ও বিশারদ বা বিশুদ্ধ, অতএব আত্মার শান্তি বা মোক্ষ কিছুই আর কর্ত্তব্য নাই। কারণ, নিত্যই একরূপ বস্তুর সম্বন্ধে কিছু করিলেও তাহা অর্থবৎ বা সার্থক হইতে পারে না ॥২০৮॥৯৩

বৈশারদ্যন্তু বৈ নাস্তি ভেদে বিচরতাং সদা।
ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্‌বাদাস্তস্মাৎ তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ ॥২০৯॥৯৪

সদা (নিত্যং) ভেদে বিচরতাং (দ্বৈতচিন্তানিষ্ঠানাং) তু (পুনঃ) বৈশারদ্যং (উক্তম্ আত্মনৈর্ম্মল্যং) ন বৈ (নৈব) অস্তি, (ন প্রকাশতে ইত্যাশয়ঃ)। তস্মাৎ (বৈশারদ্য-প্রতীত্যভাবাৎ হেতোঃ) ভেদনিম্নাঃ (দ্বৈতপ্রবণাঃ) পৃথগ্‌বাদাঃ (নানাত্ব-বাদিনঃ) তে (দ্বৈতিনঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ লঘুচিত্তাঃ ইত্যর্থঃ), স্মৃতাঃ (চিন্তিতাঃ) [বিবেকিভিরিতিশেষঃ]।

যাহারা সর্ব্বদা ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহাদের নিকট আত্মার বিশুদ্ধস্বভাব প্রতিভাত হয় না; সেই কারণে ভেদময় সংসারানুরাগী ও ভেদ-সত্যতাবাদী সেই দ্বৈতবাদিগণ কৃপণ অর্থাৎ অতিশয় লঘুচিত্ত ॥ ২০৯ ॥ ৯৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যে যথোক্তং পরমার্থতত্ত্বং প্রতিপন্নাঃ, তে এব অকৃপণা লোকে; কৃপণাস্ত্বন্যে ইত্যাহ—যস্মাৎ ভেদনিম্না ভেদানুযায়িনঃ সংসারানুগা ইত্যর্থঃ। কে? পৃথগ্‌বাদাঃ, পৃথক্ নানা বস্তু ইত্যেবং বদনং যেষাং, তে পৃথগ্‌বাদা দ্বৈতিন ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তে কৃপণাঃ ক্ষুদ্রাঃ স্মৃতাঃ, যস্মাৎ বৈশারদ্যং বিশুদ্ধিঃ, তৎ নাস্তি তেষাং ভেদে বিচরতাং দ্বৈতমার্গে অবিদ্যাকল্পিতে সর্ব্বদা বর্ত্তমানানাম্ ইত্যর্থঃ। অতো যুক্তমেব তেষাং কার্পণ্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥২০৯॥৯৪

ভাষ্যানুবাদ।

যাঁহারা উক্তপ্রকার পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, জগতে কেবল তাঁহারাই কৃপণ নহেন, তদ্ভিন্ন অপর সকলেই কৃপণ; এই অভিপ্রায়ে

বলিতেছেন—যেহেতু [তাহারা] ভেদনিম্ন অর্থাৎ ভেদানুযায়ী বা সংসারানুগত। কাহারা ? [যাহারা] পৃথগ্‌বাদ, অর্থাৎ পৃথক্—নানা 'বিভিন্নপ্রকার বস্তু আছে'—ইত্যাকার কথা বলাই যাহাদের স্বভাব, তাহারা পৃথগ্‌বাদ-পদবাচ্য, অর্থাৎ দ্বৈতবাদী। সেই হেতুই তাহারা কৃপণ, এবং ক্ষুদ্র অর্থাৎ লঘুচিত্ত, অভিপ্রায় এই যে যেহেতু তাহারা সর্ব্বদা অবিদ্যাকল্পিত ভেদময় দ্বৈতপথে বিচরণ করিয়া থাকে—বর্ত্তমান থাকে; তাহাদের নিকট [আত্মার যে স্বভাবসিদ্ধ] বৈশারদ্য (নির্ম্মলতা), তাহা থাকে না (প্রকাশ পায় না)। অতএব তাহাদের কার্পণ্যোক্তি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥২০৯॥৯৪

অজে সাম্যে তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্তি সুনিশ্চিতাঃ।
তে হি লোকে মহাজ্ঞানাস্তচ্চ লোকো ন গাহতে ॥২১০॥৯৫

যে তু (চ) কেচিৎ (পুরুষাঃ) অজে, সাম্যে (পরমার্থতত্ত্বে) সুনিশ্চিতাঃ (দৃঢ়প্রত্যয়বন্তঃ) ভবিষ্যন্তি, লোকে (জগতি), তে (অজসাম্যদর্শিনঃ) হি (এব) মহাজ্ঞানাঃ (যথার্থজ্ঞানবন্তঃ)। লোকঃ (প্রাকৃতবুদ্ধিঃ) তৎ চ (তেষাং তদপি দর্শনং) ন গাহতে (ন পরিগৃহ্লাতি)।

জগতে যাঁহারা সেই অজ ও সাম্যময় পরমার্থ-তত্ত্বে সুনিশ্চিত বা দৃঢ়জ্ঞান-সম্পন্ন হন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন; কিন্তু সাধারণ লোকে তাহাদের সেই জ্ঞান গ্রহণ করে না ॥ ২১০ ॥ ৯৫

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

যদিদং পরমার্থতত্ত্বম্, অমহাত্মভিঃ অপণ্ডিতৈঃ বেদান্তবহিঃষ্ঠৈঃ ক্ষুদ্রৈঃ অল্পপ্রজ্ঞৈঃ অনবগাহ্যম্ ইত্যাহ—অজে সাম্যে পরমার্থতত্ত্বে এবমেবেতি যে কেচিৎ স্ত্র্যাদয়ঃ অপি সুনিশ্চিতা ভবিষ্যন্তি চেৎ, তে এব হি লোকে মহাজ্ঞানা নিরতিশয়তত্ত্ববিষয়কজ্ঞানা ইত্যর্থঃ। তচ্চ তেষাং বর্ত্ম তেষাং বিদিতং পরমার্থ-তত্ত্বং সামান্যবুদ্ধিঃ অন্যো লোকো ন গাহতে ন অবতরতি—ন বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ। "সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সর্ব্বভূতহিতস্য চ। দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য * পদৈষিণঃ॥ শকুনীনামিবাকাশে গতির্নৈবোপলভ্যতে" ইত্যাদি স্মরণাৎ ॥২১০॥৯৫

(*) সর্ব্বভূতহিতস্য চ দেবা মার্গেঽপি মুহ্যন্ত্যপদস্য, ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

যাহারা মহাত্মা নহে, পাণ্ডিত্যরহিত বেদবাহ্য, ক্ষুদ্রাশয় ও অল্প-জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের পক্ষে, এই যে পরমার্থতত্ত্ব, ইহা বিজ্ঞেয় হয় না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অজ (জন্মরহিত) সাম্য (বৈষম্যশূন্য) উক্ত পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে 'ইহা এই প্রকারই বটে' এইরূপ যে কোন লোক, অধিক কি, যদি স্ত্রী প্রভৃতি (অধম অধিকারীও) সুনিশ্চিত (নিশ্চয়-বুদ্ধিসম্পন্ন) হয়, জগতে তাহারাই মহাজ্ঞান অর্থাৎ নিরতিশয় তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক। [কিন্তু] তাহাদের সেই পথে অর্থাৎ তাহাদের পরিজ্ঞাত সেই পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে সামান্যবুদ্ধি অপর লোকে অবতরণ করে না, অর্থাৎ তাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত করে না বা করিতে পারে না। যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—'সর্ব্বভূত যাহার আত্ম-ভূত বা আত্মস্বরূপ, এবং যিনি সমান ও এক (অদ্বিতীয়) ব্রহ্ম পদার্থ দর্শন করিতেছেন, সেই পদাভিলাষী দেবগণও তাঁহার অবলম্বিত পথে বিশেষরূপে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আকাশে (অতি উচ্চে বিচরণকারী) পক্ষিসমূহের গতি যেমন উপলব্ধি করা যায় না, [মোক্ষপথে তাঁহাদের গতিও তদ্রূপ]। ইতি ॥২১০॥৯৫

অজেষ্বজমসংক্রান্তং ধর্ম্মেষু জ্ঞানমিষ্যতে।
যতো ন ক্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্ ॥২১১॥৯৬

অজেষু (নিত্যেষু) ধর্ম্মেষু (আত্মসু) [স্থিতং] জ্ঞানং [অপি অজং (নিত্যং) অসং-ক্রান্তং (অনাত্মকং স্বাভাবিকং) ইষ্যতে (স্বীক্রিয়তে)। যতঃ (যস্মাৎ হেতোঃ) জ্ঞানং [তত্র] ন সংক্রমতে (অন্যতঃ ন আগচ্ছতি), তেন (হেতুনা) [অজং ব্রহ্ম] অসঙ্গং (নির্লেপং) কীর্ত্তিতং (কথিতং) [জ্ঞানিভিরিতি শেষঃ]।

জন্মহীন (নিত্য) আত্মসমূহে স্থিত জ্ঞানও অজ ও অসংক্রান্ত, অর্থাৎ তাহার জ্ঞান নিত্য ও অন্য পদার্থ হইতে আগত নহে। যেহেতু জ্ঞান তাহাতে সংক্রা-মিত হয় না; সেই হেতুই তিনি অসঙ্গ বা নির্লেপ বলিয়া কথিত হন ॥২১২॥৯৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং মহাজ্ঞানত্বমিত্যাহ—অজেষু অনুৎপন্নেষু অচলেষু ধর্মেষু আত্মসু অজম্ অচলঞ্চ জ্ঞানম্ ইষ্যতে সবিতরীব ঔষ্ণ্যং প্রকাশশ্চ যতঃ, তস্মাদ-সংক্রান্তম্ অর্থান্তরে জ্ঞানম্ অজম্ ইষ্যতে। যস্মাৎ ন ক্রমতে অর্থান্তরে জ্ঞানম্, তেন কারণেন অসঙ্গং তৎ কীর্ত্তিতম্ আকাশকল্পম্ ইত্যুক্তম্॥২১১॥৯৬

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকারে মহাজ্ঞান, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু অজ—অনুৎপন্ন অর্থাৎ অচঞ্চল ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মসমূহের জ্ঞানকেও সূর্য্যগত উষ্ণতা ও প্রকাশের ন্যায় অজ ও অচল বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে; সেই হেতুই অপর বিষয়ে অসংক্রান্ত (যাহা সংক্রামিত হয় না, এবং-প্রকার) জ্ঞানকে অজ (নিত্যসিদ্ধ) বলিয়া ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। যেহেতু, সেই অজ্ঞান অপর কোন পদার্থে সংক্রামিত হয় না—যায় না; সেইহেতু সেই জ্ঞান আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বলিয়া কথিত হইযাছে; অর্থাৎ আকাশ যেমন কোন বস্তুর সংস্রবেই তাহাতে মিলিত হইয়া তাহার দোষে বা গুণে দুষ্ট বা গুণবান্ হয় না; এই আত্মজ্ঞানও ঠিক তেমন॥২১১॥৯৭

অণুমাত্রেঽপি বৈধর্ম্ম্যে জায়মানেঽবিপশ্চিতঃ।
অসঙ্গতা সদা নাস্তি কিমুতাবরণচ্যুতিঃ॥২১২॥৯৭

অবিপশ্চিতঃ (অবিবেকিনঃ জ্ঞানস্য সসঙ্গত্ববাদিনঃ) অণুমাত্রে (অত্যল্পমাত্রে) অপি বৈধর্ম্ম্যে (বৈলক্ষণ্যে) জায়মানে (উৎপদ্যমানে সতি) সদা (সর্ব্বদা) অসঙ্গতা ন অস্তি (ন সিধ্যতি); কিমুত আবরণচ্যুতিঃ (বন্ধধ্বংসঃ)। [আবরণচ্যুতিস্তু দূরাপেতা ইত্যাশয়ঃ]।

যে অবিবেকী পুরুষ বাহ্যবিষয়ে জ্ঞানের সংক্রমণ স্বীকার করে, তাহার মতে, অতি অল্পমাত্র বৈলক্ষণ্য বা বিকার উৎপন্ন হইলেই যখন আত্মার সর্ব্বকালীন অসঙ্গতা সিদ্ধ হয় না; তখন [আত্মার] অজ্ঞানাবরণ-ধ্বংসের আর কথা কি? অর্থাৎ তাহা ত কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না॥২১২॥৯৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইতোঽন্যেষাং বাদিনামণুমাত্রে অল্পেঽপি বৈধর্ম্ম্যে বস্তুনি বহিরন্তর্ব্বা আয়মানে উৎপদ্যমানে অবিপশ্চিতোঽবিবেকিনঃ অসঙ্গতা অসঙ্গত্বং সদা নাস্তি, কিমুত বক্তব্যম্ আবরণচ্যুতিঃ, বন্ধনাশো নাস্তীতি ॥২১১॥৯৭

ভাষ্যানুবাদ।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বাদিগণের মতে কোন বস্তুতে অণুমাত্র অর্থাৎ ভিতরে বা বাহিরে অতি অল্পপরিমাণে বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই যখন অবিবেকীর নিত্য অসঙ্গত্ব থাকে না, নষ্ট হইয়া যায়, তখন আবরণচ্যুতি অর্থাৎ বন্ধ-ধ্বংস যে, হয় না ; তাহা কি আর বলিতে হয় ? ॥২১২॥৯৭

অলব্ধাবরণাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তা বুদ্ধ্যন্ত ইতি নায়কাঃ॥২১৩॥৯৮

[আবরণভঙ্গবিরুদ্ধানাং মতং খণ্ডয়ন্ তদুপপত্তিমাহ]—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) অলব্ধাবরণাঃ (কদাচিদপি অবিদ্যাবরণম অপ্রাপ্তাঃ), প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ (স্বভাবশুদ্ধাঃ), আদৌ (পূর্ব্বমপি) বুদ্ধাঃ, তথা মুক্তাঃ (বন্ধরহিতাঃ) [অপি] বুধ্যন্তে (আত্মানং জানন্তি) ইতি (এবং প্রকারেণ) নায়কাঃ (নেতারঃ জ্ঞানস্বভাবাঃ) [উচ্যন্তে, ন তু জ্ঞানবন্ত ইত্যাশয়ঃ অথবা নায়কাঃ], বেদান্তিন ইত্যর্থঃ [বদন্তি ইতিশেষঃ]।

অদ্বৈতবাদী স্বমত বলিতেছেন—সমস্ত আত্মাই অলব্ধাবরণ অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও অজ্ঞানাবরণে আবৃত হয় নাই, স্বভাবশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্তস্বরূপ ; তথাপি জানেন ও বিজ্ঞাত হন, বলিয়া বেদান্তাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন ॥২১৩॥৯৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তেষামাবরণচ্যুতিঃ নাস্তীতি ব্রুবতাং স্বসিদ্ধান্তে অভ্যুপগতং তর্হি ধর্ম্মাণাম্ আবরণম্। ন ইত্যুচ্যতে—অলব্ধাবরণাঃ অলব্ধম্ অপ্রাপ্তম্ আবরণম্ অবিদ্যাদিবন্ধনং যেষাং, তে ধর্ম্মা অলব্ধাবরণা বন্ধনরহিতা ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিনির্ম্মলাঃ স্বভাবশুদ্ধাঃ আদৌ বুদ্ধাঃ তথা মুক্তাঃ, যস্মাৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবাঃ। যদ্যেবং, কথং তর্হি বুধ্যন্তে ইত্যুচ্যতে—নায়কাঃ স্বামিনঃ সমর্থা বোদ্ধুং বোধশক্তিমৎস্বভাবা ইত্যর্থঃ। যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপোঽপি সন্ সবিতা প্রকাশতে ইত্যুচ্যতে, যথা বা নিত্যনিবৃত্তগতয়োঽপি "নিত্যমেব শৈলাঃ তিষ্ঠন্তি" ইত্যুচ্যতে, তদ্বৎ ॥২১৩॥৯৮

ভাষ্যানুবাদ।

তাহাদের মতে আবরণধ্বংস নাই বলিলে স্বমতে ত আত্মার আবরণ স্বীকার করা হয়; না—তাহা বলা হইতেছে—অলব্ধাবরণ অর্থাৎ যাহারা আবরণ—অবিদ্যাদি বন্ধন কখনও প্রাপ্ত হয় নাই, সেই আত্মসমূহই অলব্ধাবরণ, অর্থাৎ বন্ধনরহিত ; প্রকৃতিনির্ম্মল অর্থ—স্বভাব-শুদ্ধ, অগ্রেই বুদ্ধ অর্থাৎ প্রাপ্তবোধ এবং মুক্ত, যেহেতু স্বভাবতই নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ। ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আত্মার বোদ্ধৃত্ব বা জ্ঞানকর্তৃত্ব বলা হয় কিরূপে ? [জ্ঞানই ত আর জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্ত্তা হইতে পারে না ?] [উত্তর বোধকর্ত্তা অর্থ—] নায়ক—স্বামী—জানিতে সমর্থ অর্থাৎ বোধশক্তিযুক্ত স্বভাবসম্পন্ন। সূর্য্য নিত্যপ্রকাশসম্পন্ন হইলেও যেমন 'প্রকাশ পাইতেছে' বলা হইয়া থাকে, অথবা চিরকালই গতিহীন পর্ব্বতসমূহকেও যেরূপ 'পর্ব্বতসমূহ সর্ব্বদা অবস্থিত আছে' * বলা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ॥২১৩॥৯৮

ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তায়িনঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্ ॥২১৪॥৯৯

বুদ্ধস্য (পরমার্থদর্শিনঃ) জ্ঞানং ধর্ম্মেষু (বিষয়ান্তরেষু) ন হি (নৈব) ক্রমতে (গচ্ছতি), তথা তায়িনঃ (অখণ্ডস্য প্রজ্ঞানবতঃ বা) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ (আত্মানঃ) [ন ক্রমন্তে] ; তথা জ্ঞানম্ (অপি) ন ক্রমতে (ন চলতি ইত্যর্থঃ)। এতৎ (যথোক্তপ্রকারং মতং) বুদ্ধেন (সর্ব্বজ্ঞেন) ন ভাষিতম্ (ন কথিতম্) [ঔপনিষদমেতদিত্যাশয়ঃ]॥

প্রজ্ঞাবান্ জ্ঞানী বা পরমার্থদর্শী পুরুষের জ্ঞান অপর কোন বিষয়ে সংক্রামিত হয় না। সমস্ত আত্মা ও জ্ঞান [কোথাও সংক্রামিত হয় না]। এই সিদ্ধান্তটি বুদ্ধদেব কর্তৃক কথিত হয় নাই, অর্থাৎ ইহা বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে ; পরন্তু ইহা ঔপনিষদ সিদ্ধান্ত ॥ ২১৪॥৯৯

---

* তাৎপর্য্য—'তিষ্ঠন্তি' পদটি 'স্থা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'স্থা' ধাতুর অর্থ গতি নিবৃত্তি ; যাহার গতি আছে, তাহারই গতিনিবৃত্তি সম্ভবপর হয়। পর্ব্বতের কস্মিন্‌কালেও গতি নাই ; সুতরাং তাহার নিবৃত্তিরও সম্ভব নাই, তথাপি যেমন 'পর্ব্বতসমূহ অবস্থিত আছে, বলা হইয়া থাকে ; তেমনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পক্ষে অপর জ্ঞানক্রিয়া না থাকিলেও, 'আত্মা জানিতেছে—জ্ঞান করিতেছে' ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ প্রয়োগবলে আত্মার সম্বন্ধে অপর কোনরূপ জন্য জ্ঞান কল্পনা করিতে হইবে না।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ ন হি ক্রমতে বুদ্ধস্য পরমার্থদর্শিনো জ্ঞানং বিষয়ান্তরেষু ধর্ম্মেষু ধর্ম্মসংস্থং সবিতরি ইব প্রভা। তায়িনঃ—তায়ঃ অস্যাস্তীতি তায়ী, তস্য সন্তানবতো নিরন্তরস্য আকাশকল্পস্য ইত্যর্থঃ। পূজাবতো বা প্রজ্ঞাবতো বা সর্ব্বে ধর্ম্মা আত্মানোঽপি তথা জ্ঞানবদেব আকাশকল্পত্বাৎ ন ক্রমন্তে কচিদপি অর্থান্তর ইত্যর্থঃ। যদাদৌ উপন্যস্তং "জ্ঞানেন আকাশকল্পেন" ইত্যাদি, তদিদম্ আকাশকল্পস্য তায়িনো বুদ্ধস্য তদনন্যত্বাৎ অকাশকল্পং জ্ঞানং ন ক্রমতে কচিদপ্যর্থান্তরে। তথা ধর্ম্মা ইতি আকাশমিব অচলম্ অবিক্রিয়ং নিরবয়বং নিত্যম্ অদ্বিতীয়ম্ অসঙ্গমদৃশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অশনায়াদ্যতীতং ব্রহ্মাত্মতত্ত্বম্ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বম্ অদ্বয়ম্ এতৎ ন বুদ্ধেন ভাষিতম্।

যদ্যপি বাহ্যার্থনিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্বয়বস্তুসামীপ্যম্ উক্তম্। ইদন্তু পরমার্থতত্ত্বম্ অদ্বৈতং বেদান্তেষ্বেব বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥২১৭॥৯৯

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু বুদ্ধ অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞানীর জ্ঞান অপর কোন বিষয়ে সংক্রামিত হয় না, পরন্তু সূর্য্যের প্রভার ন্যায় উহা আত্মাতেই অবস্থিত থাকে। তায়ী অর্থ—যাহার তায় (অবিচ্ছিন্ন ভাব) আছে, তাহার নাম তায়ী, অর্থাৎ যাহা অবিচ্ছিন্ন (ধারাবাহী) আকাশ-সদৃশ; অথবা পূজাবান্ (পূজনীয়) কিংবা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্; তাহার সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত আত্মাও জ্ঞানেরই ন্যায় আকাশসদৃশ বলিয়া অপর কোনও পদার্থে সংক্রামিত হয় না। ইতঃপূর্ব্বে "জ্ঞানেনাকাশকল্পেন" বলিয়া যে জ্ঞান উল্লিখিত হইয়াছে, আকাশসদৃশ তায়ী বুদ্ধের জ্ঞানও তাহা হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে; এজন্য সেই জ্ঞানও আকাশকল্প; সুতরাং তাহা অপর কোন পদার্থেই সংক্রামিত বা লিপ্ত হয় না। ধর্ম্ম-সমূহও (আত্মসমূহও) সেইরূপ, অর্থাৎ আকাশেরই মত অচল, অবিক্রিয় (বিকার-হীন), নিরবয়ব, নিত্য, অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, এবং ভোজনেচ্ছাদির অতীত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ। কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন —'দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের কখনই বিলোপ হয় না।'

যদিও বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব খণ্ডন এবং একমাত্র জ্ঞানসত্তাস্থাপন, অদ্বয় বস্তুরই (বুদ্ধসম্মত বিজ্ঞানেরই) খুব সন্নিকৃষ্ট কথা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যদিও আলোচ্য অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুরূপ তথাপি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিবিধ ভেদবর্জ্জিত এই অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব বুদ্ধকর্তৃক কথিত হয় নাই, [অর্থাৎ বৌদ্ধসিদ্ধান্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্]। পরন্তু, এই অদ্বৈত পরমার্থতত্ত্বটি বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বলিয়াই জানিতে হইবে ॥২১৪॥৯৯

দুর্দ্দর্শমতিগম্ভীরমজং সাম্যং বিশারদম্।
বুদ্ধ্বা পদমনানাত্বং নমস্কুর্ম্মো যথাবলম্ ॥২১৫॥১০০

ইতি শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যকৃতা মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকাঃ সম্পূর্ণাঃ। ওঁ তৎসৎ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥
ইতি অথর্ব্ববেদীয়-মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ ৪ ॥

[শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমাত্মস্তুতিমাহ]—দুর্দ্দর্শং (দুঃখেন দ্রষ্টুং শক্যম্), অতি-গম্ভীরং (দুরবগাহং), অজং, সাম্যং (একরূপং), বিশারদং (শুদ্ধং), অনানাত্বং (সর্ব্বভেদবর্জ্জিতং) পদং (পরমার্থতত্ত্বরূপং) বুদ্ধ্বা (অবগম্য) যথাবলং (যথাশক্তি) নমস্কুর্ম্মঃ (নমামঃ) [বয়ম্ ইতি শেষঃ]।

দুর্দ্দর্শ, অতি গম্ভীর (দুর্জ্ঞেয়), অজ, সমস্বভাব, বিশুদ্ধ ও ভেদবর্জ্জিত পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া আমি তাহার নমস্কার করিতেছি ॥২১৫॥১০০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

শাস্ত্রসমাপ্তৌ পরমার্থতত্ত্বস্তুত্যর্থং নমস্কার উচ্যতে। দুর্দ্দর্শং দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শম্। অস্তিনাস্তীতি চতুষ্কোটিবর্জ্জিতত্বাৎ দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। অতএব অতিগম্ভীরং দুষ্প্রবেশং মহাসমুদ্রবৎ অকৃতপ্রজ্ঞৈঃ। অজং সাম্যং বিশারদম্। ঈদৃক্ পদমনানাত্বং নানাত্ববর্জ্জিতং বুদ্ধ্বা অবগম্য তদ্ভূতাঃ সন্তো নমস্কুর্ম্মঃ তস্মৈ পদায়। অব্যবহার্য্যমপি ব্যবহারগোচরতামাপাদ্য যথাবলং যথাশক্তীত্যর্থঃ ॥২১৫॥১০০

ভাষ্যানুবাদ।

শাস্ত্রসমাপ্তি উপলক্ষে পরমার্থতত্ত্ব স্তুতির উদ্দেশে নমস্কার উক্ত হই-তেছে—দুর্দর্শ—(দুঃখে যাহার দর্শন হয়); অর্থাৎ 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি-রূপ চতুর্ব্বিধ বিকল্পাতীত বলিয়া দুর্ব্বিজ্ঞেয়, অতএব অতি গম্ভীর অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে মহাসমুদ্রের ন্যায় দুষ্প্রবেশ (অতিকষ্টে এবিষয়ে বুদ্ধির প্রবেশ হয়), অজ (জন্মরহিত), সাম্য ও বিশারদ (বিশুদ্ধ) ; ঈদৃশ পদকে অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বকে অনানাত্ব অর্থাৎ নানাত্ব-বর্জ্জিত রূপে অবগত হইয়া—তন্ময় বা তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া যথা-বল অর্থাৎ নমস্কারাদি ব্যবহারের অযোগ্য পদার্থকেও শক্তি অনুসারে ব্যব-হার্য্যত্ব সম্পাদন করিয়া তাহার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি ॥২১৫॥১০০

[ভাষ্যকৃন্নমস্কারাঃ]—

অজমপি জনিযোগং প্রাপদৈশ্বর্য্যযোগা-
দগতি চ গতিমত্তাং প্রাপদেকং হ্যনেকম্।
বিবিধবিষয়ধর্ম্মগ্রাহি মুগ্ধেক্ষণানাং
প্রণতভয়বিহন্তৃ ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥ ১

প্রজ্ঞা-বৈশাখবেধ-ক্ষুভিত-জলনিধের্ব্বেদনাম্নোঽন্তরস্থং
ভূতান্যালোক্য মগ্নান্যবিরতজনন-গ্রাহঘোরে সমুদ্রে।
কারুণ্যাদুদ্দধারামৃতমিদমমরৈর্দুর্লভং ভূতহেতো-
র্যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি ॥ ২

যৎপ্রজ্ঞালোকভাসা প্রতিহতিমগমৎ স্বান্ত-মোহান্ধকারো
মজ্জোন্মজ্জচ্চ ঘোরে হ্যসকৃদুপজনোদন্বতি ত্রাসনে মে।
যৎপাদাবাশ্রিতানাং শ্রুতিশমবিনয়প্রাপ্তিরগ্র্যা হ্যমোঘা
তৎপাদৌ পাবনীয়ৌ ভবভয়বিনুদৌ সর্ব্বভাবৈর্নমস্যে ॥ ৩

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়কারিকা-বিবরণে অলাত-
শান্ত্যাখ্যং চতুর্থং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-কারিকাভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যকারের নমস্কার—

যং ব্রহ্ম অজং (স্বরূপতঃ জন্মরহিতম্ অপি সৎ) ঐশ্বর্য্যযোগাৎ (কার্য্যো-শ্বরাদি-ভাবাবলম্বনাৎ) জনিযোগং (উৎপত্তিং) প্রাপৎ (প্রাপ্তবৎ)। [তথা] অগতি (নিষ্ক্রিয়ং) চ (অপি) গতিমত্তাং (গমনং ক্রিয়াং প্রাপ্তবৎ)। [তথা] একং [অপি] হি (নিশ্চয়ে) অনেকং (ভেদপ্রাপ্তমিব) মুগ্ধেক্ষণানাং (মুগ্ধানি মোহগ্রস্তানি ঈক্ষণানি জ্ঞানদৃষ্টয়ঃ যেষাং, তেষাং বিষয়াসক্তচেতসাং) [সমীপে] বিবিধবিষয়-ধর্ম্মগ্রাহি (বিবিধানাং বিষয়াণাং প্রকাশানাং ধর্ম্মান্ গৃহ্নাতি স্বীকরোতীতি, অজ্ঞ-দৃষ্টৈব নানাত্বং, ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়ঃ)। [তথা] প্রণত-ভয়বিহন্তৃ (প্রণতানাং তদেকশরণানাং ভয়ং সংসারদুঃখং বিহন্তৃ শীলম্ অস্য ইত্যর্থঃ), তৎ (ব্রহ্ম) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি [অহমিতিশেষঃ]।

যিনি জন্মরহিত হইয়াও ঐশ্বর্য্যশক্তিযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, গতিহীন হইয়াও গতি স্বীকার করিয়াছেন, এবং যিনি এক হইয়াও অনেক, মূঢ় দৃষ্টি লোকের নিকট নানাবিধ জাগতিক ধর্ম্মাক্রান্তরূপে প্রতীত, এবং প্রণত ভক্তগণের ভয়বিনাশক; সেই ব্রহ্মকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১

যঃ (পরমগুরুঃ) অবিরতজনন-গ্রাহঘোরে (নিরন্তরং যৎ জননং জন্ম, তদ্ এব গ্রাহঃ জলচরঃ হিংস্রজন্তুবিশেষঃ, তেন ঘোরে, ভয়ঙ্করে) সমুদ্রে (সংসার-সাগরে) ভূতানি (প্রাণিনঃ মনুষ্যান্) মগ্নানি আলোক্য (দৃষ্ট্বা কারুণ্যাৎ (দয়য়া) বেদনাম্নঃ (বেদাখ্যাৎ) প্রজ্ঞা-বৈশাখবেধক্ষুভিত-জলনিধেঃ (প্রজ্ঞা—পরিশুদ্ধা বুদ্ধিরেব বৈশাখঃ—মন্থানদণ্ডঃ, তস্য বেধেন ক্ষেপণেন ক্ষুভিতঃ আলোড়িতঃ যঃ জলনিধিঃ জলনিধিরিব, তস্মাৎ বেদাদিত্যর্থঃ) অমরৈঃ (দেবৈঃ অপি দুর্লভম্ (লব্ধুমশক্যম্) ইদং (পরমার্থ-তত্ত্বরূপং) অমৃতং (অমৃতমিব) ভূতহেতোঃ (ভূতানাং প্রাণিনাং কল্যাণার্থং) উদ্দধার (উদ্ধৃতবান্)। পূজ্যাভিপূজ্যং (গুরোরপি বন্দনীয়ং) তং পরমগুরুং (গুরোর্গুরুং) পাদপাতৈঃ (তস্য পাদয়োঃ মম শিরসঃ পাতনৈরিত্যর্থঃ) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি [অহম্ ইতি শেষঃ।]

যিনি ভূতগণকে নিরন্তর জন্মজন্মান্তররূপ হিংস্র জলজন্তুতে ভীষণ সংসার-সাগরে নিমগ্ন দর্শন করিয়া তাহাদের কল্যাণার্থ করুণাপরবশ হইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ মথনদণ্ডের নিক্ষেপে আলোড়িত বেদনামক জলধির অভ্যন্তরস্থ, দেবগণেরও দুর্লভ এই (জ্ঞানোপদেশময়) অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন; পূজ্যগণেরও

পূজনীয় সেই পরম গুরুকে (গুরুর গুরুকে) চরণে পতিত হইয়া প্রণাম করিতেছি ॥ ২

যাস্ত মোহান্ধকারঃ (হৃদয়গতাজ্ঞানান্ধকারঃ) যৎপাদালোকভাসা (যস্ত পাদৌ এব আলোকঃ, তস্ত ভাসা—দীপ্ত্যা প্রতিহতিং প্রতিঘাতম্ (নিবৃত্তিম্) অগমৎ; ঘোরে [অতএব] মে (মম) ত্রাসনে (ভয়োৎপাদকে) উপজনোদধৌ (নানাযোনি-জন্মরূপে সমুদ্রে) [অপৎ] অসকৃৎ (বারংবারং) মজ্জোন্মজ্জৎ (মজ্জৎ কদাচিৎ অনভিব্যক্তম্, কদাচিৎ উন্মজ্জৎ অভিব্যক্তং চ) [ভবতি ইতি শেষঃ], যৎ পাদৌ (যস্ত চরণৌ) আশ্রিতানাং (শরণাগতানাং) অমোঘা (অব্যর্থা—সকলা) আগ্র্যা (সর্ব্বোত্তমা) শ্রুতি-শম-নিয়ম-প্রাপ্তিঃ (শ্রুতিঃ (শ্রুত্যর্থ-জ্ঞানং), শমঃ (অন্তর্বিয়তা), বিনয়ঃ (সংশীলং), তেষাং প্রাপ্তিঃ (অধিগমঃ) ভবতি); জগৎপাবনৌ, ভবভয়নিবারকৌ তৎপাদৌ সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারেণ) নমতে (প্রণমামি) ইত্যর্থঃ [অহমিতি শেষঃ] ॥৩

সেয়মন্ন-পদোপেতা শ্রীশঙ্করমতেস্থিতা।
মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌ব্যাখ্যা সরলা স্তাৎ সতাং মুদে ॥

যাঁহার জ্ঞানালোকপ্রভায় হৃদয়গত অজ্ঞানান্ধকার প্রতিহত হইয়াছে; ভয়ঙ্কর, সুতরাং আমারও ত্রাসকর পুনঃ পুনঃ জন্মমরণময় সাগরে মগ্ন ও উন্মগ্ন দশায়ও বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং যাঁহার চরণাশ্রিত ব্যক্তিবর্গের উৎকৃষ্ট ও অমোঘ শ্রুতিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম ও বিনয় বা ঔদ্ধত্য-পরিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে; পবিত্রতা-সম্পাদক এবং ভবভয়-নিবারক তাঁহার সেই চরণদ্বয় সর্ব্বতোভাবে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদে গৌড়পাদীয় কারিকার অনুবাদ সমাপ্ত ॥